Educationblog24.com

Royal Edition

অভিযাত্রী

সাফল্যে পথ প্রদর্শক

ATM এক টানা মুখস্থ



Educationblog24.com

মো: আবু বকর সিদ্দিক

Page: অভিযাত্রী : Ovizatri Group: অভিযাত্রী : বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য

Educationblog24.com

লিখিত ও MCQ

অভিযাত্রী

সাফল্যে পথ প্রদর্শক

ATM এক টানা মুখস্থ

ATM Royal Edition

Educationblog24.com

নকল বইয়ে উত্তর এবং বানান
ভুল থাকে। লাইব্রেরির সিল ছাড়া কেউ বই কিনবেন না।
নকল বই কিনে প্রতারিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

অভিযাত্রী'র ছাপা সবসময় ঝকঝকে হয়। কোন ছবি অস্পষ্ট ছাপা দেখলে ধরে নিবেন এটাই নকল বই এবং সাথে সাথে ০১৯১৩-০৪০৩৩৫ নম্বরে কল করে জানাবেন।

মো: আবু বকর সিদ্দিক

BBA, MBA
Department of Marketing, University of Dhaka
Notredamian

Educationblog24.com

সূচিপত্র

১. বাগধারা..... ০১

২. সমার্থক শব্দ..... ২১৯

৩. শব্দার্থ/প্রতিশব্দ..... ২৯৪

৪. বিপরীত শব্দ..... ৩৩২

৫. এক কথায় প্রকাশ..... ৩৮৩

৬. পারিভাষিক শব্দ..... ৪৫৯

৭. প্রবাদ-প্রবচন..... ৫৪০

৮. একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ..... ৫৬৯

৯. Translation..... ৫৮৯

১০. প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ..... ৬১৮

Educationblog24.com

Educationblog24.com

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের কোনো অংশ পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ।

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০১৬
একাদশ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০২৩
ত্রয়োদশ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৪
.....
.....
.....
.....

চতুর্দশ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

Educationblog24.com

সম্পাদনায়

শেখ আব্দুল্লাহ
তারেক হোসেন ভূঞাঁ
আল-আমিন ইসলাম
খালেদ নেওয়াজ জায়েদ
কামরুন্নাহার কেয়া
মো: সাব্বির হাসান
এস এইচ তাসকিন
সারজানা আক্তার লিমানা
সাদিয়া আফরিন মিম
মো: শরীফুল ইসলাম ভূঞাঁ

প্রকাশক : অভিযাত্রী পাবলিকেশন্স
প্রচ্ছদ : খালেদ নেওয়াজ জায়েদ

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়

মা ও বাবাকে

যারা আমার অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে
মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছেন
এবং
আপনাকে যিনি বইটি পড়ছেন

অভিযাত্রী পাবলিকেশন্স

মূল্য: ৩৯৯.০০ টাকা

Educationblog24.com

বাগধারা

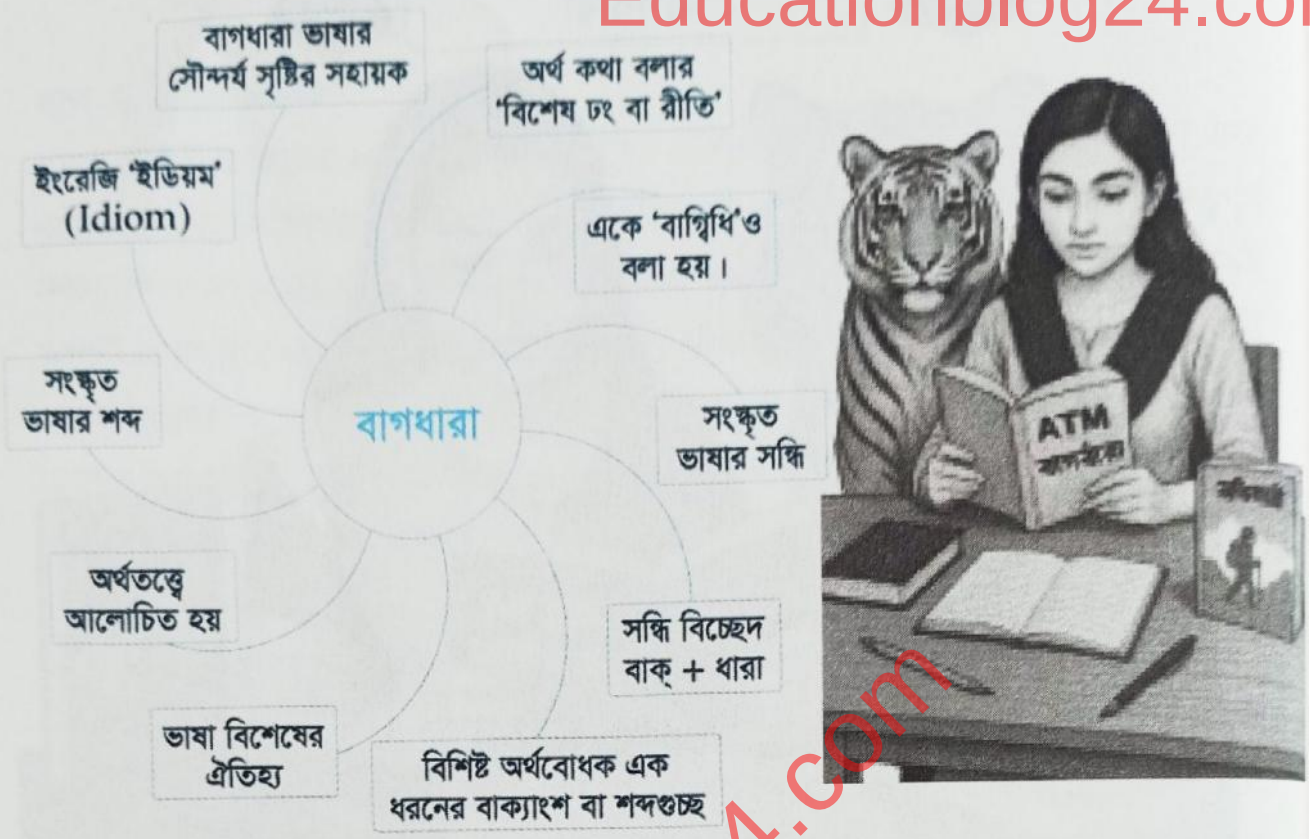


Educationblog24.com

- বাগধারা থেকে প্রতিবার সকল ধরনের পরীক্ষায় একটি বা দুটি প্রশ্ন আসে এবং আসবেও। অপ্রয়োজনীয় এবং পরীক্ষায় আসে না এরূপ সকল বাগধারা বাদ দিয়ে কেবল গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা গুলো চিত্রসহকারে দেয়া হয়েছে যাতে আপনি সহজে সুন্দরভাবে মনে রাখতে পারেন। যাদের হাতে সময় কম তারা অন্তত MCQ এর সকল উত্তর হুবহু মুখস্থ করে রাখবেন কারণ এখান থেকে হুবহু প্রশ্ন কমন পড়েছে এবং কমন পড়ার সম্ভাবনা সবসময়-ই বেশি থাকে। আর যারা কোনো ধরনের রিস্ক নিতে চান না অথবা হাতে অনেক সময় আছে তারা প্রতিদিন ১০টি বা ২০টি করে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন এবং রাতে ঘুমানোর পূর্বে একবার মনে করার চেষ্টা করবেন। এভাবে পুরো সপ্তাহে যা শিখলেন সপ্তাহ শেষে আবার মাসে যা শিখলেন মাস শেষে পুনরায় অনুশীলন করবেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পাশে উত্তর দেয়া হয়েছে যাতে মুখস্থ করার পর স্কেল দিয়ে উত্তরগুলো ঢেকে পড়ার চেষ্টা করতে পারেন; এতে আপনি কতটা মুখস্থ করতে পারলেন তা বুঝতে পারবেন। এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাবেন ইনশা-আল্লাহ।

- আর অনেকেই মুখস্থ করার পর ভুলে যান। ভুলে যাওয়ার কারণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আমাদের নেতিবাচক চিন্তা। আমরা মনে করি, আমরা মনে রাখতে পারবো না। আমরা মন দিয়ে জিনিসটি শিখি না এবং বার বার ঝালাই করি না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তথ্যগুলো পরবর্তীতে ব্যবহার না করলে যেকোনো সময় পড়ার এক দিনের মাথায়ই এর ৭৫% ভুলে যাই। অতএব যা আপনি মনে রাখতে চান তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন বা পড়ুন। একই সময় যদি একটা বিষয়েই মনোযোগ দেন তাহলে এটা সহজ হবে। যে তথ্যগুলো মনে রাখতে চান সেগুলোকে নির্দিষ্ট করুন এবং শুধু তাতেই মনোযোগ দিন। সফল আপনি হবেনই... ইনশা-আল্লাহ।

Educationblog24.com



❑ **বাগধারা:**

বাক্যের বর্গ যখন বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাগধারা বলে। - বাগধারা মূলত কথ্য ভাষার সম্পদ। ভাষার গৌরবময় ঐতিহ্য।

- বাগধারার সাহায্যে বিশেষ ধরনের অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ গঠিত হয়।
- বাগধারার প্রয়োগে ভাষা প্রাণবন্ত হয় এবং বাক্য অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে।
- বাগধারা এক অর্থে অতীত কালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার স্মারক।
- বাগধারার যথাযথ প্রয়োগে ভাষা সুললিত, সুষমামণ্ডিত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।
- বাগধারার মাধ্যমে বক্তার মনের গভীর ভাবকে অল্প কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়।
- বাগধারা ভাষাকে শক্তিশালী, ব্যঞ্জনাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।
- যে জাতির ভাষা যত প্রাচীন, সে জাতির ভাষায় বাগধারার ব্যবহার তত বেশি।
- বাঙালির মননগত অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অজস্র বাগধারা সৃষ্টি হয়েছে।

❑ **বাগধারার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:** অর্থের স্পষ্টতায়, ভাবের ব্যঞ্জনায় এবং বক্তব্যের আকর্ষণ সৃষ্টিতে।

বাগধারা তিন প্রকার:

১. **বাচ্যার্থক:** যে সকল শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে বাচ্যার্থক বাগধারা বলে। যেমন- কাঁচা আম (অপরিপক্ব আম)

২. **লক্ষ্যার্থক:** যে সকল শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য অর্থ বুঝায় তাকে লক্ষ্যার্থক বাগধারা বলে। যেমন- অর্ধচন্দ্র (ঘাড়ধাক্কা)।

৩. **ব্যঙ্গ্যার্থ:** যখন কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টি বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ প্রকাশ না করে অন্য একটি নতুন গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলে। যেমন: 'রমেশ বাবুর ছেলে একটা অকাল কুষ্মাণ্ড।' 'অকাল-কুষ্মাণ্ডের' ব্যঙ্গ্যার্থ হলো 'অপদার্থ'।

Educationblog24.com

অ

অকাল

অকাল বোধন



অসময়ে আবির্ভাব

অকালে বাদলা



অপ্রত্যাশিত বাধা

অকাল কুষ্মাণ্ড



অপদার্থ, অকেজো

অকালপক্ব



ইঁচড়ে পাকা

অকাল কুসুম



অসম্ভব জিনিস

Educationblog24.com

অকাল

অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ, অকেজো।



'অকাল' মানে সময়ের আগে, অসময়ে। 'কুষ্মাণ্ড' হলো কুমড়া বা শাকজাতীয় একধরনের ফাঁপা সবজি, যার ভেতরে বেশি কিছু থাকে না – শুধু চামড়া ও ফাঁপা অংশে ভরা। 'অকাল কুষ্মাণ্ড' মানে – অসময়ে বড় হয়ে ওঠা কুমড়ার মতো ব্যক্তি, যার ভিতরে কিছু নেই, অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও ভেতরে ফাঁপা, একেবারে কাজের না। বাংলার কৃষিজীবী সমাজে কুমড়া একটি পরিচিত সবজি, যা গাছে ঝুলে দ্রুত আকারে বড় হয়। যদি কোনো কুমড়ো গাছ সময়ের আগেই ফল দেয়, সে ফল বেশিরভাগ সময়েই ভেতরে কাঁচা, পচা বা হালকা হয়, যার খাদ্যগুণ বা সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। এ থেকে রূপক অর্থে 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বলতে বোঝানো হয় – এমন মানুষ, যিনি বয়স বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই বড় বড় কথা বলেন বা অবস্থান নেন, অথচ আসলে সম্পূর্ণ অপদার্থ।

অকাল বোধন - অসময়ে আবির্ভাব।

অকাল = অ + কাল; সময়ের আগে, অনিয়মিত সময়। বোধন = জাগরণ, উদ্বোধন, আরাধনার সূচনা। অকাল বোধন অর্থ নির্ধারিত সময়ের আগে দেবীর জাগরণ বা পূজা শুরু। অকাল বোধন শব্দটির মূল উৎস রামায়ণ কাহিনিতে। প্রচলিত মতে, শ্রী রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের আগে মা দুর্গার কৃপা লাভের জন্য আশ্বিন মাসে (যা দুর্গাপূজার প্রচলিত সময় নয়) দেবী দুর্গার আরাধনা

Educationblog24.com

করেন। দেবী দুর্গার পূজা সাধারণত বসন্তকালে হতো (বসন্তকালীন বোধন), কিন্তু রামচন্দ্র তা করেছিলেন শরৎকালে - এটিই ছিল 'অকাল বোধন'। এ ঘটনার স্মরণে বাংলায় শরৎকালীন দুর্গাপূজাকে বলা হয় অকাল বোধনের পূজা।

অকাল কুসুম - অসম্ভব জিনিস।

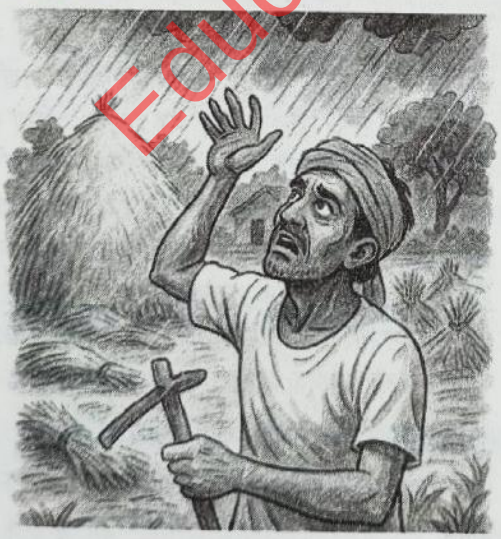
'অকাল' মানে সময়ের আগেই, আর 'কুসুম' মানে ফুল; অর্থাৎ সময়ের আগেই ফোটা ফুল, যা প্রকৃতির নিয়মে ঘটে না। এই বাগধারার ব্যবহার বাংলার কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি ও



গ্রীষ্মকালে কদম ফুল

ঋতুবোধ থেকে উদ্ভূত, যেখানে প্রতিটি ফুলের নিজস্ব মৌসুম থাকে। তাই শীতকালে যদি বসন্তের ফুল ফোটে, তা অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় এবং এই ধারণা থেকেই এসেছে 'অকাল কুসুম' – এমন কিছু যা স্বাভাবিক নয়, অলৌকিক বা অবাস্তব মনে হয়। সাহিত্যেও এটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়– যেমন কারও অসময়ে প্রাপ্ত সাফল্য, জ্ঞান বা গুণকে বোঝাতে, যা সত্যি হওয়ার মতো নয়; ফলে এর মাধ্যমে বিস্ময়, সন্দেহ বা অবিশ্বাস প্রকাশ পায়।

অকালে বাদলা - অপ্রত্যাশিত বাধা।



অকালে = অসময়ে, সময়ের আগেই, বা অনুপযুক্ত সময়ে। বাদলা = বৃষ্টি, সাধারণত টানা বা ভারী বর্ষণ বোঝায়। অর্থাৎ, অকালে বাদলা মানে হলো এমন সময় বৃষ্টি হওয়া, যখন তার প্রয়োজন বা উপযুক্ততা নেই–ফলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজে বৃষ্টি ছিল একদিকে যেমন আশীর্বাদ, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে হলে তা অভিশাপও হয়ে দাঁড়াত। ফসল রোপণের বা কাটার সময়ের বাইরে যদি হঠাৎ বৃষ্টি হতো, তা ফসল নষ্ট করে দিত, যাতায়াত বন্ধ করত, অনুষ্ঠান ব্যাহত করত। তাই 'অকালে বাদলা' হয়ে উঠেছে একটি প্রতীকী অভিব্যক্তি, যা বোঝায় – যখন মানুষ কিছু পরিকল্পনা করে, তখন হঠাৎ এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এসে তাতে জল ঢেলে দেয়।

অকালপক্ব - ইঁচড়ে পাকা।



'অকালপক্ব' বাগধারার অর্থ হলো বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে জ্ঞানপনা, পরিপক্বতা বা বড়দের মতো আচরণ করা, যা সমাজে সাধারণত তাচ্ছিল্য বা মজার ছলে বলা হয়–'ইঁচড়ে পাকা'; এখানে 'অকাল' মানে সময়ের আগেই, আর 'পক্ব' মানে পরিপক্ব বা পাকা–এই ধারণা এসেছে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে, যেখানে কোনো ফল বা ফসল যদি স্বাভাবিক সময়ের আগে পেকে যায়, তাহলে তা বাহ্যিকভাবে পাকা দেখালেও ভেতরে কাঁচা বা অস্বাদু হয়; তেমনি কোনো শিশু বা কিশোর যদি বড়দের মতো কথা বলে বা জ্ঞান দেয়, তবে তাকে বলা হয় 'অকালপক্ব'–এই বাস্তব রূপক থেকেই বাগধারাটি তৈরি হয়েছে, যা আজও এমন লোক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যে বয়সের তুলনায় অপ্রাকৃতভাবে 'পাকা' হয়ে উঠেছে।

অজ

অজগর বৃত্তি - আলসেমি।

'অজগর' হলো একধরনের বিশাল সাপ (python), যা শিকার করে একবারে অনেকখানি খেয়ে নেয় এবং তারপর দীর্ঘ সময় নিথর হয়ে পড়ে থাকে–না খায়, না নড়ে, না কোনো কাজ করে। লোকজ সংস্কৃতিতে এই আচরণকে দেখা হয়েছে চরম অলসতার রূপ হিসেবে। 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ জীবিকা বা জীবনচর্চা। অতএব, 'অজগর বৃত্তি' মানে এমন এক জীবনধারা, যেখানে ব্যক্তি কোনো কাজ না করে, অলসভাবে পড়ে থাকে বা

Educationblog24.com

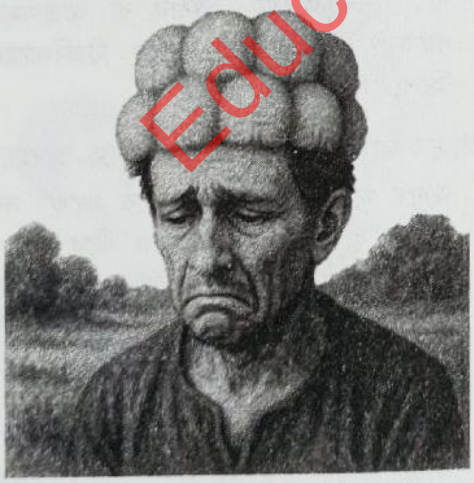
অন্যের ওপর নির্ভর করে চলে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে কিছু সন্ন্যাসী বা যোগী এইভাবে জীবন কাটাতেন–তারা 'অজগর বৃত্তি' গ্রহণ করতেন, মানে বসে থাকতেন, কেউ কিছু দিলে খেতেন, না দিলে অভুক্ত থাকতেন–এই বাগধারাটি সেখান থেকেও এসেছে। পরবর্তীতে এটি সাধারণ মানুষের কথ্যভাষায় আলসেমি ও কর্মবিমুখতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই "অজগর বৃত্তি" বলতে বোঝানো হয় এমন অলস জীবন, যেখানে না কোনো পরিশ্রম আছে, না প্রয়াস–শুধু বসে থাকা, খাওয়া ও দিন পার করা।

অজ পাড়াগাঁ - একেবারে গ্রাম।

"অজ পাড়াগাঁ" অর্থ– দূরবর্তী, অবিকশিত, একেবারে গ্রামাঞ্চল বা প্রত্যন্ত এলাকা। এটি সাধারণত শহর থেকে অনেক দূরে থাকা, উন্নয়নবঞ্চিত বা একেবারে অজানা গ্রাম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অজ মানে অজানা, অনামী, অপরিচিত। পাড়াগাঁ হলো গ্রামাঞ্চলের একেবারে প্রান্তবর্তী অংশ (পাড়া + গাঁ)। "অজ পাড়াগাঁ" = এমন একটি পাড়া বা গ্রাম যা অজানা, দূরের, অবিকশিত– অর্থাৎ একেবারে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। এক সময় বাংলাদেশের বা বাংলার অনেক গ্রাম ছিল শহর থেকে বহু দূরে, যেখানে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ বা খবর পৌঁছাত না। সেসব জায়গা ছিল সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। তাই "অজ পাড়াগাঁ" বলতে বোঝানো হতো এমন জায়গা, যা শহরবাসীর দৃষ্টিতে প্রায় বিচ্ছিন্ন।

অষ্ট

অষ্ট কপাল (আট কপালে) - হতভাগ্য।



"অষ্ট কপাল" বা "আট কপালে" একটি প্রচলিত বাংলা বাগধারা, যার অর্থ চরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বা হতভাগ্য ব্যক্তি। 'অষ্ট' অর্থ আট এবং 'কপাল' অর্থ ভাগ্য বা ললাট। হিন্দু-পুরাণ ও লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষের কপালে তার ভাগ্য লেখা থাকে–এই বিশ্বাস থেকে 'কপাল' শব্দটি এসেছে 'ভাগ্য' বোঝাতে। সাধারণত মানুষের একটিই কপাল থাকে, যেখানে তার ভাগ্য নির্ধারিত। কিন্তু 'আট কপাল' বলা মানে বোঝানো হচ্ছে–তার দুর্ভাগ্য এতটাই বেশি, যেন একটির জায়গায় আটটি কপালেও শুধুই দুঃখ ও অমঙ্গল লেখা আছে। এটি অতিশয়োক্তি করে দুর্ভাগ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

অষ্টমঙ্গলা - আনন্দের রেশ থাকাবস্থা।



সাধারণত হিন্দু বিবাহের পর আট দিনের মাথায় বর ও কনে একসঙ্গে মেয়ের বাড়ি যায় এবং কনের বাড়িতে এই মাঙ্গলিক লোকাচারটি পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে একটি থালায় দুধ, আলতা এবং জল একসাথে মিশানো হয়। এরপর এই মিশ্রণের ভিতরে বর কনের হাত ডুবিয়ে, সধবারা বর-কনের মঙ্গলসূত্রের বন্ধন মুক্ত করে থাকেন। এই সময় বিবাহকালীন গাঁটছড়াও মুক্ত করা হয়। সত্যনারায়ণ পুজো করে হাতের সুতো খুলে দেওয়া হয় এবং মেয়ের মা জোরের গিট খুলে দেন। বিবাহের অষ্টম দিনের মঙ্গলসূত্রের বন্ধন ছিন্ন করার অনুষ্ঠানটিকে অষ্টমঙ্গলা বা অষ্টাহার বলা হয়। অষ্টমঙ্গলা অনুষ্ঠানে বিয়ের প্রথম দিন থেকে অষ্টম দিন পর্যন্ত টানা আনন্দের রেশ থাকে।

অষ্টরম্ভা - কাঁচকলা, ফাঁকি, কিছুই না।



'অষ্টরম্ভা' বাগধারার অর্থ কাঁচকলা, ফাঁকি বা কিছুই না–অর্থাৎ এমন কিছু যার অনেক আড়ম্বর, প্রচার বা ঘোষণা থাকলেও বাস্তবে ফল হয় শূন্য। শব্দটি এসেছে 'অষ্ট' অর্থে আট এবং 'রম্ভা' অর্থে কলা গাছ থেকে; কলা গাছ দেখতে বড় হলেও ভেতরে ফাঁপা ও দুর্বল–এটি বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ভঙ্গুরতার প্রতীক। আটটি কলাগাছ সাজিয়ে কোন আড়ম্বরপূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হলেও তার ভিতরে কোনো শক্ত ভিত্তি থাকে না। তাই 'অষ্টরম্ভা' দিয়ে বোঝানো হয় এমন কিছু যা বাইরে

Educationblog24.com

Educationblog24.com

থেকে জাঁকজমকপূর্ণ মনে হলেও আসলে সম্পূর্ণ ফাঁকা ও প্রতারণামূলক। কাঁচকলা দেখতে বড় ও সবুজ হলেও তা খাওয়ার যোগ্য নয়, অর্থাৎ না পাকা, না মিষ্টি, না উপভোগ্য। ফলে কেউ যদি কাঁচকলা পায়, সেটা একরকম "প্রাপ্তি নয়, অপূর্ণতা"। কথ্য বাংলায় এটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়– যেমন কাউকে কিছু দেওয়ার ভান করা হলো, কিন্তু আদতে কিছুই দেওয়া হয়নি, বরং তাকে অপূর্ণতা দিয়ে ঠকানো হলো।

অমৃতে অরুচি - দামি জিনিসে বিতৃষ্ণা। মূল্যবান জিনিসের প্রতি অনীহা।

"অমৃতে অরুচি" বাগধারার অর্থ - অত্যন্ত মূল্যবান বা উৎকৃষ্ট জিনিসের প্রতিও অনীহা বা বিতৃষ্ণা। এটি বোঝায় এমন অবস্থা, যেখানে কেউ সবচেয়ে ভালো জিনিসটিকেও গ্রহণ করতে চায় না, যেন তার রুচি একেবারে মরে গেছে। অমৃত = দেবতাদের পানীয়, যা অমরত্ব দান করে; সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, অমূল্য বস্তু। অরুচি = রুচি না থাকা, অনীহা বা বিতৃষ্ণা। 'অমৃতে অরুচি' এমন এক অবস্থা, যেখানে অমৃতের মতো শ্রেষ্ঠ জিনিসও ভালো লাগে না – অর্থাৎ সর্বোচ্চ গুণসম্পন্ন জিনিসে আগ্রহহীনতা।

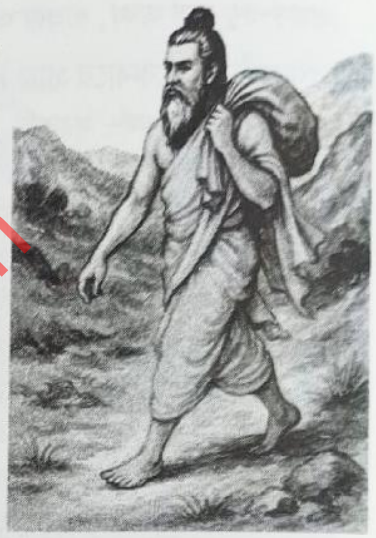
অগ

অগত্যা মধুসূদন - অনন্যোপায় হয়ে।



'অগত্যা মধুসূদন' অর্থ হলো অনন্যোপায় হয়ে শেষ ভরসা হিসেবে ঈশ্বর বা কারো সাহায্য নেওয়া, অর্থাৎ যখন আর কোনো রাস্তা খোলা নেই, তখন শেষ আশ্রয় হিসেবে যে উপায় বেছে নেওয়া হয়। 'অগত্যা' মানে গত্যন্তর না থাকা, বা আর কোনো উপায় না থাকা। 'মধুসূদন' মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অসুর 'মধু'কে বধ করেছিলেন ও বহুবার বিপদে রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এই বাগধারার ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে মহাভারতের দ্রৌপদী-চীরহরণ কাহিনিতে- যেখানে সভায় লাঞ্ছিত দ্রৌপদী যখন কারো সাহায্য পান না, তখন দুই হাত তুলে 'হে মধুসূদন!' ডেকে শরণ নেন, আর কৃষ্ণই তখন তাকে কাপড় বাড়িয়ে রক্ষা করেন। এই কাহিনির ভিত্তিতে বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে 'অগত্যা মধুসূদন' বলতে বোঝানো হয় এমন পরিস্থিতি, যেখানে মানুষ সব চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে বাধ্য হয়ে ঈশ্বর (মধুসূদনের) বা শেষ আশ্রয়ের দ্বারস্থ হয়।

অগস্ত্য যাত্রা - চিরদিনের জন্য প্রস্থান/ মৃত্যু।



'অগস্ত্য যাত্রা' অর্থ- চিরদিনের জন্য প্রস্থান, বিশেষত মৃত্যু বা না-ফেরার যাত্রা। অগস্ত্য: একজন ঋষির নাম, যিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সাধক ও পণ্ডিত; ঋষি অগস্ত্য ছিলেন সিদ্ধ ও জ্ঞানী। যাত্রা: যাওয়া বা গমন। 'অগস্ত্য যাত্রা' হলো ঋষি অগস্ত্যর মতো যাত্রা; যেখানে গেলে আর ফেরা হয় না, অর্থাৎ মৃত্যু বা চিরবিদায়। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, অগস্ত্য ঋষি দেব-ঋষিদের মধ্যে একজন, যিনি হিমালয় ছেড়ে একসময় দক্ষিণ ভারতে চলে যান। তিনি একা, নির্জনে, সাধনার জন্য প্রবেশ করেন গভীর বনে ও পরে আর ফেরেন না। তিনি অদৃশ্য, অন্তর্ধান বা আত্মসমাধিস্থ হয়ে থাকেন– যা ভারতীয় দর্শনে চিরবিদায়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

অবরে সবরে - কালে-ভদ্রে। সময়ে-অসময়ে।

অবরে মানে অন্য সময়ে, মাঝে মাঝে। সবরে মানে সুযোগ বুঝে, সময় সময়, বা ধীরে ধীরে। অতএব অবরে সবরে = কখনো কখনো, সময় বুঝে: মানে – নিয়মিত নয়, অনিয়মিতভাবে।

অক্ষয় ভাণ্ডার - অফুরন্ত।

'অক্ষয় ভাণ্ডার' অর্থ - অফুরন্ত সম্পদ বা শেষ না হওয়া ভাণ্ডার। এটি সাধারণত এমন কিছু বোঝাতে ব্যবহার হয় যা চিরস্থায়ী, অবিনাশী, এবং প্রয়োজনে বারবার নেওয়া যায়, তবুও ফুরোয় না। অক্ষয় মানে ক্ষয়হীন, যা কখনো শেষ হয় না। ভাণ্ডার হলো সংগ্রহশালা, যেখানে ধন, খাদ্য, রত্ন ইত্যাদি মজুত থাকে। 'অক্ষয় ভাণ্ডার' হলো এমন এক ভাণ্ডার বা সম্পদ, যা অফুরন্ত, ক্ষয়হীন, এবং চিরকাল চলতে থাকে।

Educationblog24.com

অকাট মূর্খ - নিরেট।

'অকাট মূর্খ' বাগধারার অর্থ চূড়ান্ত বা নিরেট মূর্খ ব্যক্তি, যার মূর্খতা যুক্তি দিয়ে ভাঙা যায় না। এটি এমন এক অবস্থা বোঝায় যেখানে ব্যক্তি অতিমাত্রায় অজ্ঞান, বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনো কাজ হয় না। 'অকাট' মানে যার কোনো কিছু কাটা বা খণ্ডন করা যায় না, অর্থাৎ ভাঙা যায় না, অটুট, অপরিবর্তনীয়। মূর্খ মানে অজ্ঞান, অশিক্ষিত, যুক্তিহীন ব্যক্তি। অতএব 'অকাট মূর্খ' হলো এমন মূর্খ ব্যক্তি, যার মূর্খতা যুক্তি-তর্ক দিয়েও দূর করা যায় না, মানে সে একেবারে নিরেট, গোঁয়ার এবং অশিক্ষিত।

অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু।

'অমাবস্যার চাঁদ' বাগধারার অর্থ অত্যন্ত দুর্লভ বা দেখা না-যাওয়ার মতো বস্তু। এটি এমন কিছুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা বাস্তবে খুব কম সময়ে দেখা যায় বা পাওয়া যায়, অনেকটা অলৌকিক বা কল্পনার মতো। অমাবস্যা = চন্দ্রমাসের এমন এক রাত্রি, যেদিন চাঁদ একেবারে আকাশে দেখা যায় না; অর্থাৎ পূর্ণ অন্ধকার। মহাশূন্যে সূর্য ও চাঁদের অবস্থান এক রেখায় থাকায় চাঁদের অন্ধকার অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে। চাঁদ হলো জ্যোৎস্নাময়, উজ্জ্বল, সুন্দর, আকাঙ্ক্ষিত জ্যোতিষ্ক। সুতরাং, 'অমাবস্যার চাঁদ' মানে এমন একটি চাঁদ যা বাস্তবে দেখা যায় না, কিন্তু চাঁদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তার অনুপস্থিতি মানুষের অনুভবে ধরা দেয়; অর্থাৎ দেখা যায় না এমন দুর্লভ কিছু।

অক্ষর পরিচয় - সামান্য বিদ্যা/বর্ণজ্ঞান/বিদ্যারম্ভ।



'অক্ষর পরিচয়' একটি বাংলা বাগধারা, যার অর্থ হলো সামান্য বিদ্যা, বর্ণজ্ঞান বা শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা। 'অক্ষর' মানে বর্ণ বা ধ্বনি, যেমন ক, খ, গ... অর্থাৎ ভাষার মৌলিক একক। 'পরিচয়' মানে পরিচিত হওয়া বা জানা। বাংলা সমাজে শিক্ষার সূচনা ঐতিহ্যগতভাবে খুব গুরুত্বসহকারে পালিত হতো, যার একটি রূপ ছিল হাতেখড়ি বা অক্ষর পরিচয়ের অনুষ্ঠান। ছোট ছেলেমেয়েরা যখন প্রথম শিক্ষার্জন শুরু করত, তখন তাকে অক্ষর শেখানো হতো—'অ' থেকে শুরু করে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে। এই প্রাথমিক জ্ঞানই ছিল 'অক্ষর পরিচয়'। এটি এমন এক স্তর, যা শিক্ষার দরজা খুলে দেয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিদ্যা নয়, বরং তার সূচনা মাত্র। তাই এই বাগধারাটি রূপক অর্থে সীমিত বা সামান্য বিদ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন: "তার তো কেবল অক্ষর পরিচয়, তর্কে পারবে না।"

অঘাচণ্ডী/ অঘারাম - নির্বোধ, নিরেট বোকা।



'অঘা' শব্দটি এসেছে গ্রামীণ, অশিক্ষিত, সরল মানুষের প্রতীক হিসেবে। চণ্ডী - দেবীর নাম, কিন্তু লোকভাষায় 'চণ্ডী' বলতে বোঝানো হয় উগ্র, গোঁয়ার, এবং বেহায়া আচরণ। তাই "অঘাচণ্ডী" = এমন এক ব্যক্তি, যার মূর্খতা + গোঁয়ারত্ব + বাড়াবাড়ি রকম আত্মবিশ্বাস – যা তাকে কৌতুক বা অবজ্ঞার পাত্র করে তোলে। আর 'অঘারাম' শব্দটি অঘা + রাম (সাধারণ মানুষের প্রতীক নাম), যা বোঝায়– অঘা স্বভাবের লোক, অর্থাৎ নিরেট মূর্খ ব্যক্তি।

অঞ্চল প্রভাব - স্ত্রীর প্রভাব।



'অঞ্চল প্রভাব' একটি রূপকধর্মী বাংলা বাগধারা, যার অর্থ হলো স্ত্রীর প্রভাব, বিশেষ করে স্বামীর উপর তার কর্তৃত্ব, দখল বা সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার। অঞ্চল হলো নারীদের পরনের শাড়ির প্রান্তভাগ, যা সাধারণত কাঁধে থাকে। প্রভাব মানে নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব, প্রভাব বিস্তার। অতএব 'অঞ্চল প্রভাব' হলো নারীর শাড়ির আঁচলের প্রভাবে কারও চালিত হওয়া, অর্থাৎ প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত পরিবার বা স্বামীর আচরণ ও সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করে।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

অপোগণ্ড - অকর্মণ্য, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, নাবালক।



'অপ' একটি উপসর্গ, যার অর্থ বাহিরে বা নিচে (অর্থাৎ, হীন বা অনুন্নত)। গণ্ড অর্থ সীমা, পরিপক্কতার পর্যায়, কিংবা বয়সের গণ্ডি। অপোগণ্ড = যে ব্যক্তি গণ্ডীর বা পরিণতির সীমার নিচে আছে, অর্থাৎ বয়সে বা বুদ্ধিতে অসম্পূর্ণ, নাবালক বা অবিবেচক। প্রাচীন ভারতে (বিশেষত ধর্মশাস্ত্র ও আচার-ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাখ্যায়), 'গণ্ড' শব্দটি বয়স ও পরিপক্কতা বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। একজন মানুষ যখন ১৬ বা ১৮ বছরের নিচে থাকত, তাকে বলা হতো 'অপোগণ্ড' - কারণ সে তখনো সামাজিকভাবে কর্মক্ষম নয়, সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম।

অন্তর টিপুনি - গোপন ইশারা / গোপন ব্যথা।

'অন্তর টিপুনি' অর্থ গোপন ব্যথা বা গোপন ইশারা, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অন্তর = হৃদয়, মন, ভেতরের দিক, অভ্যন্তর। টিপুনি = টিপে ধরা, চাপ দিয়ে অনুভব করানো (বা চাপা ব্যথা)। অতএব 'অন্তর টিপুনি' হলো ভেতরটায় চাপ পড়া বা চাপা আঘাত লাগা অর্থাৎ – মন বা হৃদয়ের গোপন কষ্ট কিংবা নির্বাক ইঙ্গিত যা বাইরের কারো বুঝে আসে না।

অন্নজল ওঠা - আয়ু বা সময় শেষ হওয়া।



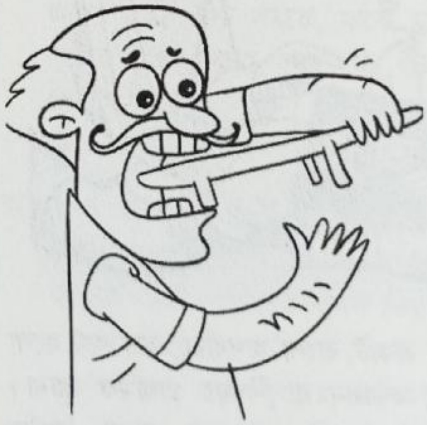
'অন্নজল ওঠা' বাগধারার অর্থ আয়ু ফুরানো, সময় শেষ হওয়া, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে থাকা। এটি সাধারণত এমন অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, যখন কেউ এতটাই অসুস্থ বা ক্লান্ত যে আর খেতে বা জল গ্রহণ করতে পারছে না, অর্থাৎ জীবনপ্রবাহ প্রায় থেমে গেছে। অন্ন মানে ভাত বা খাদ্য। জল মানে পানি বা তরল। আর ওঠা মানে উঠিয়ে দেওয়া, গ্রহণে অনিচ্ছা, পরিত্যাগ। অতএব 'অন্নজল ওঠা' হলো অন্ন ও জল গ্রহণ না করা; খাদ্য ও পানীয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছানো।

অন্ধিসন্ধি - ফাঁকফোকর, গোপন তথ্য।



'অন্ধিসন্ধি' অর্থ ফাঁকফোকর, গোপন জায়গা বা লুকানো তথ্য, যা সহজে চোখে পড়ে না বা সরাসরি ধরা যায় না। অন্ধি = অন্ধ (অন্ধকার), যেখানে আলো পৌঁছায় না; গোপন বা অস্পষ্ট স্থান; গহ্বর, ফাঁক, গোপন গর্ত বা সরু চোরা পথ। সন্ধি = সন্ধিস্থল, যোগ বা সংযোগের ফাঁক বা সন্ধিক্ষণ। প্রাচীন বাংলার বাড়িঘর, দুর্গ বা মন্দিরে 'অন্ধিসন্ধি' বলা হতো দেয়ালের চিপা, কোণা বা গোপন ফাঁকফোকর-কে– যেখানে চাবি, গুপ্ত বস্তু বা মূল্যবান কিছু লুকানো থাকত। এখান থেকে শব্দটি ফাঁকফোকর বা লুকোনো জায়গা বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা / উপরোধে ঢেঁকি গেলা - অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা।



ঢেঁকি হলো ধান ভানার জন্য ব্যবহৃত একটি ভারী ও বিশাল যন্ত্র। একটি বিশাল ঢেঁকি গিলে ফেলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কারণ এটি একটি যন্ত্র এবং এটি মানুষের খাদ্যের অংশ নয়। এই কাজটি যেমন শারীরিক দিক থেকে বেদনাদায়ক, তেমনি মানসিকভাবেও অপ্রীতিকর। যখন কোনো ব্যক্তি কারো অনুরোধে এমন একটি কাজ করতে বাধ্য হয়, যা তার

Educationblog24.com

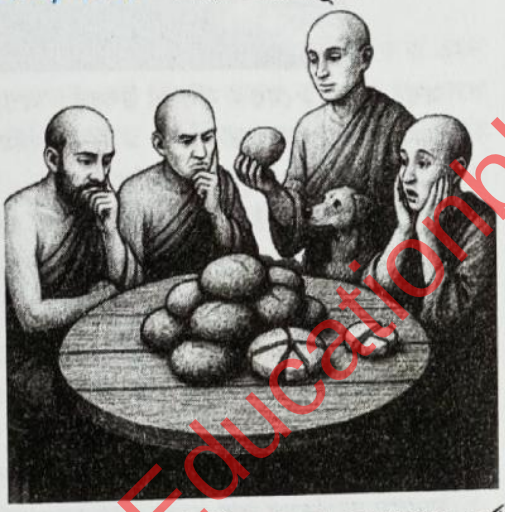
কাছে ঢেঁকি গিলে ফেলার মতোই অপ্রীতিকর এবং কষ্টকর, তখন সেই অবস্থাকে 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা' বলা হয়।

অক্ষ

অক্ষরে অক্ষরে - সম্পূর্ণভাবে, যথাযথ।

'অক্ষরে অক্ষরে' বাগধারার অর্থ হলো - কোনো কিছু একেবারে হুবহু, যেমন লেখা বা বলা হয়েছে ঠিক তেমনভাবেই পালন বা অনুসরণ করা। এখানে 'অক্ষর' মানে হরফ বা লিখিত বর্ণ, আর 'অক্ষরে অক্ষরে' বোঝায় প্রতিটি বর্ণ ঠিক রেখে সম্পূর্ণভাবে কিছু করা। প্রাচীন ভারতে ধর্মগ্রন্থ, আইন বা শিক্ষায় প্রতিটি অক্ষরের গভীর গুরুত্ব ছিল–একটি অক্ষর বদলালেই অর্থ পাল্টে যেত, তাই সঠিকভাবে মুখস্থ ও পালন করাকে বলা হতো 'অক্ষরে অক্ষরে পালন'। এই ভাবনা থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি, যা এখনো নিখুঁততা বোঝাতে ব্যবহার হয়।

অস্থির পঞ্চক/পঞ্চম - কিংকর্তব্যবিমূঢ়।



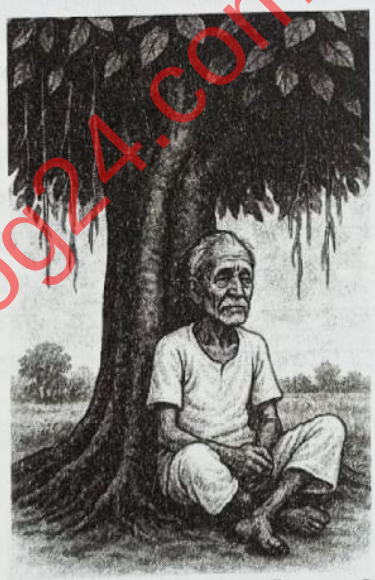
'অস্থির পঞ্চক' বা 'অস্থির পঞ্চম' বাগধারার অর্থ হলো–কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা চরম সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়ে যাওয়া, আর এই অর্থের পেছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক গণিত সমস্যা: চারজন সন্ন্যাসী মিলে কিছু রুটি সংগ্রহ করলেন এবং ঠিক করলেন সকালে ঘুম থেকে উঠে তা সমান ভাগে ভাগ করে খাবেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাতে...

প্রথম সন্ন্যাসী জেগে উঠল, কাউকে না ডেকে রুটিগুলো সমান ৪ ভাগ করল। একটা রুটি বাড়তি থাকল–সে সেটা কুকুরকে দিয়ে নিজের ভাগ খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এরপর দ্বিতীয় সন্ন্যাসী উঠল, তখনও রুটির সংখ্যা সমান ৪ ভাগে ভাগযোগ্য ছিল, আবার একটা বাড়তি থাকল–সেও সেটা কুকুরকে দিয়ে নিজের ভাগ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। একইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ সন্ন্যাসীও রাতের বাকি সময়ে উঠে একই কাজ করল–প্রতিবারই রুটি ৪ ভাগে ভাগ হলো, একটা বাড়তি থাকল, সেটা কুকুরকে দিয়ে একজন নিজের ভাগ খেয়ে নিল। সকালে সবাই জেগে উঠল, তখন আবার রুটির সংখ্যা ঠিক ৪ ভাগে ভাগযোগ্য ছিল এবং প্রত্যেকে সমান ভাগ পেল।

অঙ্কের চ্যালেঞ্জ: প্রথমে কতগুলো রুটি ছিল?

এই অঙ্কটি এমনভাবে গঠিত যে এর সমাধান করতে গিয়ে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়–প্রতিটি ধাপে একই প্যাটার্ন, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ঘুরপাক খায়। এই চিন্তা ও জটিলতা থেকেই জন্ম নেয় "অস্থির পঞ্চক" বাগধারা, যার অর্থ হয় এমন পরিস্থিতি যেখানে মানুষ কি করব, কোথা থেকে শুরু করব–এই ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এইভাবে, একটি গণিত-ধাঁধা থেকেই বাংলা ভাষায় একটি চিরস্থায়ী রূপক বাগধারা সৃষ্টি হয়েছে।

অক্ষয় বট - প্রাচীন ব্যক্তি।



'অক্ষয় বট' বাগধারার অর্থ হলো অত্যন্ত প্রাচীন ও স্থায়ী ব্যক্তি, যিনি অনেক দিন ধরে বেঁচে আছেন বা একই জায়গায় রয়েছেন– যেন আর চলে যাবেন না। 'অক্ষয়' শব্দের অর্থ যা ক্ষয় হয় না বা চিরস্থায়ী, আর 'বট' হলো বটবৃক্ষ, যা ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে দীর্ঘজীবী, স্থায়ী ও পূজ্য গাছ হিসেবে পরিচিত। বটগাছ শত বছর বেঁচে থাকে, শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে এক জায়গায় স্থায়ী হয় এবং বহু পুরনো স্মৃতির ধারক হয়ে ওঠে– ফলে কাউকে 'অক্ষয় বট' বলা মানে হলো সে এতদিন ধরে আছে যে, তাকে সরানো বা বদলানোই যায় না। কেউ অনেক বছর ধরে অফিসে, এলাকায় বা সমাজে একই জায়গায় থেকে গেলে তাকে মজা করে 'অক্ষয় বট' বলা হয়। এটি একদিকে প্রাচীনত্বের রূপক, আবার অন্যদিকে আটকে পড়া বা চিরস্থায়ী হয়ে যাওয়া অবস্থার প্রতীক।

অগ্নি

অগ্নিশর্মা - নিরতিশয় ক্রুদ্ধ/ ক্ষিপ্ত।

'অগ্নিশর্মা' বাগধারার অর্থ চরম রাগান্বিত বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তি, যেখানে 'অগ্নি' মানে আগুন (রাগ ও ধ্বংসের প্রতীক) এবং 'শর্মা' মানে শান্তি–এই দুই শব্দ মিলিয়ে বোঝায় এমন একজন যার শান্তির অবস্থাও অগ্নিময়, অর্থাৎ যার ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলছে।

Educationblog24.com

অগ্নিপরীক্ষা - কঠিন পরীক্ষা।



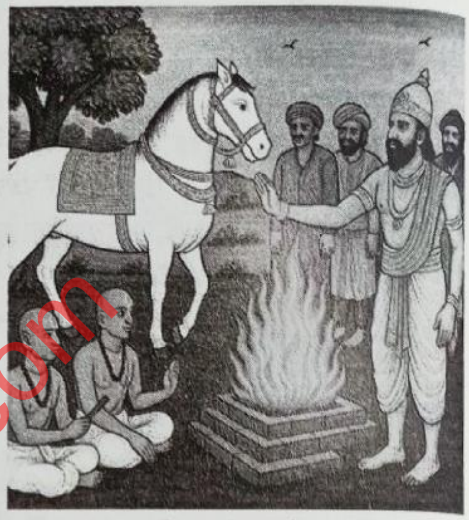
'অগ্নিপরীক্ষা' বাগধারার অর্থ হলো চূড়ান্ত ও কঠিন পরীক্ষা, যেখানে কাউকে সত্য, যোগ্যতা বা সততার প্রমাণ দিতে হয় চরম পরিস্থিতিতে। 'অগ্নি' মানে আগুন এবং 'পরীক্ষা' মানে যাচাই বা প্রমাণ; অর্থাৎ আগুনের মধ্য দিয়ে যাচাই করা। রামায়ণে, সীতা রাবণের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর সমাজ ও রামের কাছে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করতে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে সতীত্বের পরীক্ষা দেন– আর সেখান থেকে অগ্নিপরীক্ষা কথাটি চূড়ান্ত আত্মত্যাগ ও কঠিন পরীক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে। কালক্রমে এই বাগধারাটি ব্যবহার হতে থাকে এমন সব অবস্থার জন্য, যেখানে কাউকে দুর্বিষহ পরিস্থিতি পেরিয়ে নিজের সত্যতা বা মূল্য প্রমাণ করতে হয়।

অলক্ষ্মীর দশা - দারিদ্র্য।



'অলক্ষ্মীর দশা' বাগধারার অর্থ হলো দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য বা অভাবের কঠিন অবস্থা, যেখানে ঘরে অর্থ, শান্তি বা সৌভাগ্য কিছুই থাকে না। 'লক্ষ্মী' হলেন হিন্দু ধর্মে ধন, সৌভাগ্য ও শ্রী-সৌন্দর্যের দেবী। আর দুর্ভাগ্যের দেবীর নাম অলক্ষ্মী। তিনি লক্ষ্মীর বড়ো বোন। সর্বত্র ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। সে ছিল দারিদ্র্য, অশান্তি ও অশুভ শক্তির প্রতীক। যেখানে লক্ষ্মী বিরাজ করেন না, সেখানে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে এবং ঘরে আসে অভাব, কলহ, অস্থিরতা ও দুর্ভাগ্য। 'অলক্ষ্মীর দশা' বলতে তাই বোঝায় এমন এক সময় বা অবস্থা, যখন মানুষের জীবনে আর্থিক সংকট, অশান্তি ও দুর্ভাগ্য একসঙ্গে নেমে আসে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে, বিশেষত ধনের টানাপোড়েনে থাকা পরিবারে, যখন টানা দুরবস্থা চলতে থাকে, তখন বলা হয় 'ঘরে অলক্ষ্মীর দশা' চলছে।

অশ্বমেধ যজ্ঞ - বিপুল আয়োজন।



অশ্ব - ঘোড়া। মেধ - বলি বা উৎসর্গ। 'অশ্বমেধ' মানে ঘোড়া উৎসর্গের যজ্ঞ। যজ্ঞ - হিন্দু ধর্মমতে ধর্মীয় অগ্নিহোত্র ও উৎসর্গমূলক আয়োজন।

'অশ্বমেধ যজ্ঞ' প্রাচীন ভারতে ছিল এক রাজচক্রবর্তী অনুষ্ঠান, যা ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার প্রমাণের প্রতীক। একজন রাজা যখন নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, তখন সে একটি বিশেষভাবে সজ্জিত ঘোড়া ছাড়ত, এবং সেই ঘোড়া বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বেড়াত–যে রাজা ওই ঘোড়াকে বাধা দিত, তার সঙ্গে যুদ্ধ হতো। শেষে ঘোড়াকে ফিরিয়ে এনে বিশাল যজ্ঞের মাধ্যমে তা উৎসর্গ করা হতো। এই যজ্ঞে অংশ নিতেন হাজারো ব্রাহ্মণ, বিশাল অন্নদানের ব্যবস্থা থাকত, বহুদিন ধরে চলত, আর খরচ হতো রাজকোষ থেকে বিপুল পরিমাণে। তাই এটি ছিল রাজকীয় ধন-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ।

এই কারণেই আজ 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' বাগধারাটি ব্যবহার হয় এমন কোনো বিপুল, মহা আয়োজন বোঝাতে, যেখানে প্রচুর অর্থ, সময় ও লোকবল জড়িত থাকে।

অকড়িয়া - ধনহীন।

অকড়িয়া – বাগধারার অর্থ: ধনহীন, অভাবী বা নিঃস্ব। 'অ' একটি সংস্কৃত অব্যয় উপসর্গ, যার অর্থ না বা বিরুদ্ধ। কড়ি: প্রাচীনকালে প্রচলিত ক্ষুদ্র মুদ্রা বা অর্থের একক (বিশেষত ঝিনুক বা ধাতব কড়ি), যা লেনদেনের জন্য ব্যবহার হতো। অতএব, 'অ-কড়ি-আ' বা 'অকড়িয়া' মানে হলো যার এক কড়িও নেই–অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যক্তি।

Educationblog24.com

অর্ধচন্দ্র - গলা ধাক্কা।



অর্ধচন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অর্ধপ্রকাশিত চাঁদ, কিন্তু এর আলংকারিক অর্থ গলাধাক্কা দেওয়া। যখন কাউকে গলাধাক্কা দেওয়া হয়, তখন হাতের আকৃতি প্রায়ই অর্ধবৃত্তাকার বা অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁকা হয়ে যায়, যা গলাধাক্কার এক ধরনের চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ভঙ্গিটি থেকেই 'অর্ধচন্দ্র' বাগধারাটি গলাধাক্কার বিকল্প শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

অসূর্যম্পশ্যা - গৃহে অন্তরীণ।

অসূর্যম্পশ্যা বাগধারার অর্থ হলো গৃহে অন্তরীণ বা এমন অবস্থা যেখানে কেউ দিনের আলো বা সূর্যের মুখ দেখে না। শব্দটি এসেছে 'অ-' মানে না, 'সূর্য মানে সূর্যের আলো, এবং 'পশ্য' মানে দেখা। মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় 'সূর্য দেখেনি'। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের পার্দানশীন জীবনে দীর্ঘ সময় ঘরের ভিতর অবস্থান, রাজনৈতিক বন্দিত্বে সূর্যের আলো দেখা থেকে বঞ্চিত থাকা, কিংবা তপস্বীদের গুহাবাস ইত্যাদি সামাজিক-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে এই শব্দের ব্যবহার হতো। এইসব অন্তরীণ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই 'অসূর্যম্পশ্যা' বাগধারাটি জন্ম নেয়, যা আজও ঘরবন্দি অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার হয়। শব্দটি 'অসূর্যম্পশ্যা' হবে; অসূর্যম্পশ্যা হবে না।

অদৃষ্টের পরিহাস - ভাগ্যের/বিধির বিড়ম্বনা।

অদৃষ্ট হলো যা দেখা যায় না এমন, অর্থাৎ ভাগ্য বা নিয়তি। পরিহাস অর্থ উপহাস বা ঠাট্টা। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্মমতে, মানুষের জীবন ঈশ্বরের বা নিয়তির হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়তিই নির্ধারণ করে যে কে কী পাবে বা কী হারাবে। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনে এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হয়, যা তার প্রাপ্য ছিল না, তখন সেই অবস্থাকে 'অদৃষ্টের পরিহাস' বলা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, এই ঘটনাটি কোনো সাধারণ দুর্ভাগ্য নয়, বরং এটি ভাগ্যের একটি নির্মম উপহাস। উদাহরণস্বরূপ, একজন অত্যন্ত সৎ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি যদি জীবনে বারবার ব্যর্থ হয়, আর একজন অসৎ ব্যক্তি যদি সহজেই সফল হয়, তখন সেই অবস্থাই 'অদৃষ্টের পরিহাস'।

অক্কা পাওয়া - মারা যাওয়া।

অক্কা অর্থ প্রভু বা মালিক। অক্কা পাওয়া বাকভঙ্গির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রভুকে পাওয়া। প্রভুকে পাওয়ার একটাই অর্থ - প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়া, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা। কেউ মারা গেলে আমরা বলি, সে ঈশ্বরের কাছে চলে গেছে কিংবা ঈশ্বর তাকে নিয়ে গেছে। তাই মারা গেছে বোঝাতে আলংকারিকভাবে বলা হয় অক্কা পেয়েছে বা ঈশ্বরকে পেয়েছে।

অঙ্গ জল হওয়া - শীতল।



অঙ্গ জল হওয়া বাগধারার অর্থ হলো - ভয়, আতঙ্ক বা তীব্র শীতের কারণে শরীর শীতল হয়ে যাওয়া বা ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা। 'অঙ্গ' মানে শরীর, আর 'জল হওয়া' মানে ঠান্ডা বা আর্দ্র অনুভব করা। বাংলার আবহাওয়া ও লোকজ সংস্কৃতিতে শীত বা ভয়জনিত কাঁপুনি খুব পরিচিত অভিজ্ঞতা; সেই বাস্তবতা থেকেই এই রূপক বাগধারাটির জন্ম, যা শরীর বা মনে প্রবল সাড়া বোঝাতে ব্যবহার হয়।

অরণ্যে রোদন - বৃথা অনুনয় বা নিষ্ফল আবেদন।



'অরণ্য' মানে গভীর বন, আর 'রোদন' বা 'ক্রন্দন' মানে কাঁদা বা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আকুতি। তৎকালীন সময়ে গভীর বনগুলো ছিল জনশূন্য, অর্থাৎ সেখানে মানুষের উপস্থিতি খুবই কম ছিল। সে কারণে, যদি কেউ অরণ্যে গিয়ে কাঁদত বা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আবেদন করত, তাহলে তার কথা শোনার বা সাড়া দেওয়ার কেউ থাকত না। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো, যে কোনো চেষ্টা বা আবেদন যদি সাড়া না পায়, তবে তা হয়ে যায় বৃথা বা নিষ্ফল। এই ধারণা থেকেই 'অরণ্যে রোদন' বাগধারাটি উদ্ভূত হয়েছে, যা আজও বৃথা অনুনয় বা নিষ্ফল চেষ্টা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

Educationblog24.com

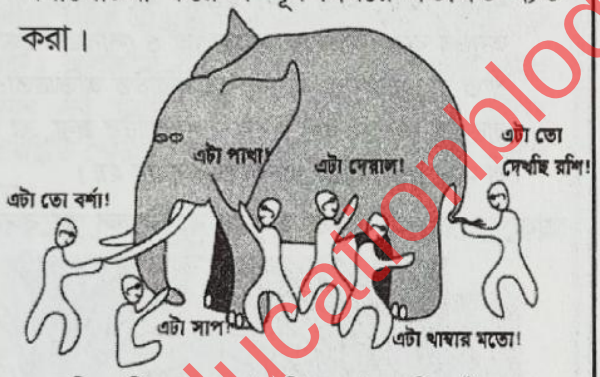
Educationblog24.com

অহি-নকুল সম্পর্ক - ভীষণ শত্রুতা।



অহি মানে সাপ আর নকুল মানে বেজি। প্রাণিকুলে সাপ ও বেজি পরস্পর চিরশত্রু। একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না। দেখলেই পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। প্রাণিকুলের মতো মানুষের মাঝেও পরস্পর শত্রুতা বোঝানোর জন্য অহিনকুল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সমার্থক বাগধারা অহিনেউল।

অন্ধের হাতি দেখা - কোনো বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না নিয়ে শুধু অংশবিশেষ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা।



রাজবাড়ির পিলখানায় (হাতিশালা) হাতি বাঁধা আছে। কয়েকজন অন্ধ হাতির আকার-আকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে। কেউ হাতির পা নেড়েচেড়ে বললো, হাতি স্তম্ভ বা পিলারের মতো। কেউ হাতির কান নেড়ে বললো, হাতি কুলার মতো। কেউ হাতির লেজ স্পর্শ করে অনুভব করলো, হাতি গরুর লেজের মতো। কেউ শুড় নেড়ে জানালো যে, হাতি হচ্ছে বিশাল মোটা অজগর সাপের মতো। এভাবে অন্ধরা হাতির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে বিভিন্ন রকম বর্ণনা দিচ্ছে হাতির আকার সম্পর্কে। আসলে হাতির পুরো বর্ণনা তাদের কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না নিয়ে শুধু অংশবিশেষ পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করাকে অন্ধের হাতি দেখার সাথে তুলনা করা হয়। কোনো বিষয়ের সামান্য অংশ দর্শন করে বা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে অল্প কিছু জ্ঞান লাভ করে কিংবা গোটা কাহিনীর অংশমাত্র শুনেই যারা বিজ্ঞের মতো অভিমত ব্যক্ত করেন তাদের কাজ অন্ধের হাতি দেখার সাথে তুলনীয় এবং প্রবাদটি সেখানে প্রযোজ্য।

অষ্টবজ্র সম্মিলন - প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একত্র সম্মেলন, সমাবেশ।



অষ্ট = আট। বজ্র = বজ্রপাত নয়, বরং এখানে 'বজ্র'র অর্থ শক্তিশালী ব্যক্তি বা প্রভাবশালী উপাদান। সম্মিলন = একত্র সমবেত হওয়া, সম্মেলন। 'অষ্টবজ্র সম্মিলন' বলতে বোঝায় আটটি দেবতাসুলভ শক্তির প্রতীকী অস্ত্রের সম্মিলন– যেমন: বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি এবং দুর্গার অসি। এই আটটি অস্ত্রই আলাদাভাবে অতি শক্তিশালী এবং দেবতাদের প্রধান শক্তির উৎস। যখন এদের সম্মিলন কল্পনা করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এক মহাশক্তির প্রতীক। এই ধারণা থেকেই 'অষ্টবজ্র সম্মিলন' বাগধারাটির রূপক ব্যবহার শুরু হয়–যেখানে একাধিক প্রতিভাবান, শক্তিমান বা প্রভাবশালী ব্যক্তির একত্র হওয়াকে বোঝানো হয়, যেন তারা মিলে এক বিশাল শক্তি প্রকাশ ঘটায়। তাই এই বাগধারা প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বিরল সম্মেলন বা একত্র উপস্থিতিকে চিহ্নিত করে।

Educationblog24.com

চর্চা হলো অনুমতি ছাড়া বা অধিকার ছাড়াই কিছু করা। সমাজে প্রতিটি মানুষের একটি নিজস্ব সীমা ও অধিকার থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি সেই সীমা অতিক্রম করে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয় বা এমন কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে, যার ওপর তার কোনো অধিকার নেই, তখন সেই কাজটি 'অনধিকার চর্চা' বলে বিবেচিত হয়। এটি দিয়ে এমন এক হস্তক্ষেপকে বোঝানো হয়, যা অপ্রয়োজনীয় এবং অনুচিত।

অগড়-বগড়/অগড়ম-বগড়ম - অর্থহীন বা আবোলতাবোল কথা/ পাগলের প্রলাপ।

অগড় এবং বগড় আর অগড়ম এবং বগড়ম শব্দগুলো নিজে কোনো অর্থই প্রকাশ করে না। বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে এসব শব্দ ব্যবহৃত হয় অপ্রাসঙ্গিক, বিভ্রান্ত বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির কথাবার্তা বোঝাতে, তাই এই শব্দগুলো অর্থহীন বা অপ্রয়োজনীয় কথা বা বাজে কথা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সমার্থক বাগধারা - আগড়-বাগড়, আগড়ম-বাগড়ম, আবোল-তাবোল।

অন্ধকার দেখা - দিশেহারা হয়ে পড়া।

অন্ধকার দেখা বাগধারার অর্থ দিশেহারা হয়ে পড়া, যেখানে কেউ কোনো পথ বা উদ্ধার খুঁজে পায় না এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকে না। 'অন্ধকার' শব্দটি বোঝায় এমন অবস্থা যেখানে কিছুই দৃশ্যমান বা স্পষ্ট নয়, আর 'দেখা' শব্দটি কোনো দৃশ্য বা পরিস্থিতি উপলব্ধি করা বোঝায়। প্রাচীন সমাজে অন্ধকার রাত বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিংবা গভীর বনে পথ খোঁজা কঠিন হয়ে পড়ত এবং অনেক সময় কোনো দিকনির্দেশনা না পাওয়ার কারণে মানুষ হতাশ বা দিশেহারা হয়ে পড়ত। এইভাবেই 'অন্ধকার দেখা' বাগধারাটি ব্যবহার হয়ে এসেছে, যা এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কোনো সাহায্য বা সমাধান পাওয়া যায় না।

আ

আকাশ

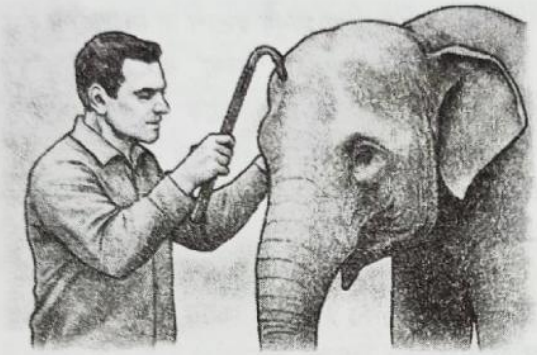
- **আকাশ কুসুম**
  
  অসম্ভব জিনিস/ কাল্পনিক বস্তু
- **আকাশ ভেঙে পড়া**
  
  বড় বিপদ
- **আকাশে তোলা**
  
  অতিরিক্ত প্রশংসা করা
- **আকাশ ধরা**
  
  বৃষ্টি বন্ধ হওয়া
- **আকাশ থেকে পড়া**
  
  অপ্রত্যাশিত
- **আকাশের চাঁদ**
  
  দুর্লভ বস্তু

Educationblog24.com

অকট বিকট - ছটফটানি।

অকট বিকট বাগধারার অর্থ হলো ছটফটানি, যেখানে কেউ উদ্বেগ, অস্থিরতা বা ভয় থেকে এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না এবং বারবার ছোটাছুটি করে। 'অকট' শব্দটি অস্বস্তি বা বিপদ বোঝায়, এবং 'বিকট' মানে ভয়ংকর বা প্রচণ্ড। এই বাগধারাটি বাংলা লোকভাষায় ব্যবহৃত হয়, বিশেষত এমন পরিস্থিতি বোঝাতে যেখানে কেউ কোনো বিপদের বা অস্বস্তির কারণে অস্থির হয়ে ওঠে এবং শান্ত থাকতে পারে না।

অঙ্কুশ তাড়না - অন্তর্গত আঘাত।



অঙ্কুশ = ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রাচীন উপকরণ যা হাতি বা গবাদি পশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হত। এটি সাধারণত ধাতু বা কাঠের তৈরি, যার এক মাথায় তীক্ষ্ণ ধাঁধা বা পৃষ্ঠ থাকে, যা পশুকে বাধ্য করার জন্য ব্যবহৃত। তাড়না = প্রচণ্ড চাপ দেওয়া বা তাড়া করা বা প্রহার করা; যার মাধ্যমে কোনো কিছু বা কাউকে চলতে বা এগিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। একত্রে, 'অঙ্কুশ তাড়না' বোঝায় অঙ্কুশ দ্বারা সেই ধরনের আঘাত বা চাপ, যা পশুকে দেওয়া হয়; কিন্তু পশু সেই আঘাতের ব্যথা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না; এটি একটি অন্তর্গত আঘাত বা অদৃশ্য কষ্ট।

অন্ধের যষ্টি/ নড়ি - অপরিহার্য/ একমাত্র অবলম্বন।



অন্ধ: দৃষ্টিহীন ব্যক্তি; যে চোখে দেখে না। যষ্টি বা নড়ি: লাঠি বা বাঁশের তৈরি সরল কাঠি, যা দৃষ্টিহীন ব্যক্তি হাঁটার সময় সহায়তা হিসেবে ব্যবহার করেন। 'অন্ধের যষ্টি' বা 'নড়ি' এই দুটি শব্দ মিলিয়ে বোঝায় সেই একমাত্র সহায় বা পথপ্রদর্শক বস্তু, যা ছাড়া অন্ধ ব্যক্তি চলাফেরা করতে অক্ষম। বাংলার গ্রামীণ সমাজে অন্ধ ব্যক্তির চলাফেরার একমাত্র ভরসা ছিল একটি লাঠি, যাকে বলা হতো যষ্টি বা আঞ্চলিক ভাষায় নড়ি। চোখে দেখতে না পাওয়া মানুষজন এই লাঠির সাহায্যে পথ নির্ধারণ করতেন, দিক চিনতেন, প্রতিবন্ধকতা এড়াতেন। ফলে লাঠি শুধু শারীরিক সহায় নয়, জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠত। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রূপক অর্থে গড়ে ওঠে 'অন্ধের যষ্টি' – যা এমন একটি মাত্র জিনিস বোঝায়, যা ছাড়া কেউ চলতে পারে না, অর্থাৎ যার উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকতে হয়।

অগাধ জলের মাছ - অত্যন্ত কৌশলী।

অগাধ অর্থ খুব গভীর, যার তল পাওয়া যায় না; জল অর্থ পানি; আর মাছ হচ্ছে সেই প্রাণী, যা পানির মধ্যে দুর্দান্তভাবে চলাচল করে, ধরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই শব্দগুলো মিলে গঠিত 'অগাধ জলের মাছ' মানে সেই মাছ, যা গভীর পানিতে থাকে–যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারে না, কিংবা সহজে ধরতে পারে না। তারা দ্রুত সরে যায়, জালের নাগালের বাইরে চলে যায় এবং তাদের অবস্থান বোঝাও কঠিন হয়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গড়ে ওঠে বাগধারাটির রূপক অর্থ–যে ব্যক্তি খুব কৌশলী, চতুর ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে, তাকে বলা হয় 'অগাধ জলের মাছ'। অর্থাৎ, সে এমন এক ব্যক্তি, যাকে মোকাবিলা করা সহজ নয়।

অকূল পাথার - ভীষণ বিপদ।

কূল মানে তীর বা নিরাপদ আশ্রয়। অকূল মানে কূলহীন – অর্থাৎ এমন এক জায়গা যেখানে কোনো দিক বা আশ্রয় নেই। পাথার: পাথার মানে বিশাল জলরাশি বা সমুদ্রতুল্য বিস্তৃত অঞ্চল, যা গভীর ও অজানা। এই দুই শব্দ একত্রে বোঝায় এক বিশাল, দিকহীন ও বিপজ্জনক জলরাশি – যা প্রতীকী অর্থে ব্যবহার হয় বিপর্যস্ত, দিশেহারা ও চরম বিপদের পরিস্থিতির জন্য। বাংলা একটি নদীপ্রধান অঞ্চল, যেখানে জলপথ ও নৌযাত্রা ছিল মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী বা সাগরে চলতে গিয়ে মাঝেমধ্যে যাত্রীরা এমন স্থানে পৌঁছাত যেখানে কোনো কূল দেখা যেত না – না ছিল দিক, না ছিল আশ্রয়। এই অবস্থায় তারা হতভম্ব ও বিপন্ন বোধ করত। এই বাস্তব বিপদের অভিজ্ঞতা থেকেই "অকূল পাথার" শব্দবন্ধটির জন্ম। পরে এটি রূপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে – যেমন জীবনের কঠিন সময়, গভীর সংকট, দিকহীন অবস্থা বোঝাতে। যেমন কেউ ঋণের বোঝায় ভেঙে পড়লে বা জীবনের যন্ত্রণায় দিশেহারা হলে, বলা হয় 'সে তো এখন অকূল পাথারে পড়ে গেছে'।

অনধিকার চর্চা - অনুচিত বা অনায়ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

'অনধিকার' মানে কোনো অনুমতি বা অধিকার ছাড়া কিছু করা। 'চর্চা' মানে কিছু একটা করা বা কিছু করার অভ্যাস বা প্রয়োগ। এই দুই শব্দ মিলিয়ে 'অনধিকার

Educationblog24.com

আকাশ কুসুম - অসম্ভব জিনিস/কাল্পনিক বস্তু।

আকাশ মানে আসমান বা আকাশ যেখানে কেউ সহজে পৌঁছাতে পারে না; কুসুম মানে ফুল; সৌন্দর্য ও কোমলতার প্রতীক। এই দুটি শব্দ একত্রে 'আকাশ কুসুম' বোঝায় আকাশে জন্ম নেওয়া ফুল, যা বাস্তবে হয় না–শুধু কল্পনায় সম্ভব। যেমন কেউ বলে, 'আমি চাঁদে জমি কিনব আর আকাশে ফুল ফোটাব' এগুলো বাস্তবে অসম্ভব, তাই তা আকাশ কুসুম।

আকাশ ভেঙে পড়া - বড় বিপদ।

আকাশ ভেঙে পড়া বাগধারার অর্থ হলো বড় বিপদ বা মহাবিপর্যয়, এমন এক পরিস্থিতি যা আকস্মিক, ভয়ংকর এবং সর্বনাশা - যার সামনে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। যেখানে 'আকাশ' প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর ওপরের আশ্রয় ও নিরাপত্তার, আর 'ভেঙে পড়া' বোঝায় সেই আশ্রয়ের সম্পূর্ণ ধ্বংস। বাংলার প্রকৃতিনির্ভর সমাজে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বজ্রপাত, কালবৈশাখী, অতিবৃষ্টি, ঝড় বা প্রলয় সবই আকাশ থেকে ঘটে, তখন মানুষের মনে হতো আকাশই যেন ভেঙে পড়েছে; এই বাস্তব ভয় আর অসহায়ত্ব থেকেই বাগধারাটি গড়ে উঠেছে, যা এখন কোনো হঠাৎ আসা ভয়ংকর বিপদ বা সর্বনাশা পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

আকাশে তোলা - অতিরিক্ত প্রশংসা করা।



আকাশ মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ স্থান, সবকিছুর উর্ধ্বে অবস্থান করা বিস্তৃত ও দূরগামী পরিসর; আর তোলা মানে কারো অবস্থান বা মর্যাদা উপরে উঠিয়ে দেওয়া। এই দুটি শব্দ মিলিয়ে 'আকাশে তোলা' বলতে বোঝায় কাউকে এতটাই প্রশংসা করা যে, তাকে মানুষের সাধ্য-সীমার বাইরে, একপ্রকার দেবতুল্য বা অতিপ্রাকৃত পর্যায়ে উন্নীত করে ফেলা। ঐতিহাসিকভাবে, রাজসভা বা জনসম্মেলনে রাজা-প্রজা, গুরু-শিষ্য কিংবা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশংসা করতে গিয়ে অনেক সময় এত বাড়াবাড়ি করা হতো যে তা 'আকাশে তোলা'র মতই লাগত। তাই এই বাগধারাটি আজও ব্যবহৃত হয় যখন কেউ কাউকে অতিরিক্ত প্রশংসা করে বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে।

আকাশের চাঁদ - দুর্লভ বস্তু।

আকাশ অর্থ বিস্তৃত, দূরের ও মানবসীমার বাইরে থাকা স্থান, আর চাঁদ হলো সৌন্দর্য, আকর্ষণ ও কল্পনার প্রতীক। চাঁদ আকাশে থাকলেও মানুষের নাগালের বাইরে – দেখা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। আকাশের চাঁদ অনেক আকাঙ্ক্ষিত কিছু হলেও, বাস্তবে সেটি পাওয়া যায় না। এই ভাবনা থেকেই 'আকাশের চাঁদ' বাগধারার উৎপত্তি, যা বোঝায় এমন কোনো বস্তু বা ব্যক্তি যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হলেও অত্যন্ত দুর্লভ বা অধরা। কেউ যখন কোনো অসম্ভব আশা বা দুর্লভ প্রেমের পেছনে ছুটে, তখন বলা হয় সে আকাশের চাঁদ চায়।

আকাশ থেকে পড়া - অপ্রত্যাশিত।



আকাশ সাধারণত আমাদের মাথার অনেক ওপরে, যেখানে মানুষ বসবাস করে না–অর্থাৎ, কোনো কিছু যদি আকাশ থেকে পড়ে, তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অবিশ্বাস্য ও অচেনা মনে হয়। সেই ভাবনা থেকেই 'আকাশ থেকে পড়া' বোঝায় এমন কাউকে বা এমন অবস্থাকে, যে কোনো পরিস্থিতি বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নয় এবং একেবারে অজান্তে এমন জায়গায় এসে পড়েছে–ফলে সে চমকে যায়, হতবাক হয়ে যায়।

আকাশ ধরা - বৃষ্টি বন্ধ হওয়া।



যখন দিনের পর দিন বৃষ্টি হতে থাকত, মানুষ উৎকণ্ঠিত হতো - চাষবাস নষ্ট হতো, ঘর-বাড়ি ভিজে যেত, কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। অনেকক্ষণ টানা বৃষ্টির পর হঠাৎ করে বৃষ্টি থেমে যায় এবং আকাশ স্থির ও শান্ত হয়ে আসে, তখন বলা হয়–"আকাশ ধরেছে।" এই ধরা বোঝায় যেন আকাশ মেঘকে ধরে ফেলেছে বা থামিয়ে দিয়েছে, আর নিচে কিছু নামতে দিচ্ছে না। অর্থাৎ আকাশ বৃষ্টিকে ধরে তা পড়া বন্ধ করে দিয়েছে।

Educationblog24.com

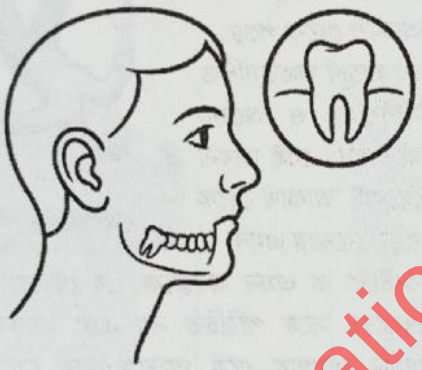
Educationblog24.com

আক্কেল

আক্কেল গুড়ুম - হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত।

আক্কেল: আরবি 'আক্‌ল' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ বুদ্ধি বা বিবেক। গুড়ুম: বিকট বা ভারী শব্দ, কিছু পড়লে বা বিস্ফোরণ ঘটলে যে শব্দ হয়। যেমন - বাজ পড়ার শব্দ, বোমা পড়ার শব্দ বা আচমকা ভেঙে পড়া। বিশেষ করে গ্রামীণ ও লোকজ পরিবেশে যখন কেউ বড় কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা দেখে বা শুনে– যেমন কারও মৃত্যু, দুর্ঘটনা, বা অত্যন্ত অবাক করা খবর, চোখের সামনে বাজ পড়া এবং এর তীব্র শব্দ, কোন বিস্ফোরক বা কামানের শব্দ শুনে তখন তার মুখে কথা থাকে না, চোখ স্থির হয়ে যায়, কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়–মাথা কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তার বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুই কাজ করে না। এই হতবুদ্ধি হওয়ার মানসিক অবস্থাকে 'আক্কেল গুড়ুম' বলে চিহ্নিত করা হয়।

আক্কেল দাঁত ওঠা - পাকা বুদ্ধি।



আক্কেল দাঁত হলো মুখের সর্বশেষ চোয়ালের শেষ প্রান্তে যে দাঁতগুলো পরে ওঠে (Wisdom Teeth) - তাকেই বোঝায়।

আক্কেল দাঁত ওঠা বাগধারাটি বোঝায় পরিপক্ব বা পাকা বুদ্ধি হওয়া–যখন কেউ শিশুসুলভ ভাবনা ছাড়িয়ে বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল চিন্তা করতে শেখে। 'আক্কেল' মানে বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচক্ষণতা; আর 'দাঁত ওঠা' বোঝায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে নতুন দাঁতের গজানো–বিশেষ করে আক্কেল দাঁত, যা সাধারণত ১৭-২৫ বছর বয়সে ওঠে এবং তা পরিণত বয়সের প্রতীক। এই শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানসিক পরিপক্বতার তুলনা করেই বাগধারাটির উৎপত্তি, যা সাংস্কৃতিকভাবে বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধি আসার ইঙ্গিত দেয়।

আক্কেলমন্ত/ আক্কেলমন্দ - বিবেচনা করে এমন।

'আক্কেল' অর্থ বুদ্ধি, জ্ঞান বা বিবেচনাশক্তি। 'মন্ত' মানে হলো বিশিষ্ট বা যুক্ত, এবং 'মন্দ' মানে হলো ধারণকারী। উভয় শব্দই কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করাকে বোঝায়। যে ব্যক্তি তার বুদ্ধিমত্তা এবং বিবেচনাশক্তি দিয়ে কোনো কাজ করে, তাকে 'আক্কেলমন্ত' বা 'আক্কেলমন্দ' বলা হয়। এই ব্যক্তি তার নিজের জীবনের কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনেক কিছু ভাবে এবং তার ভালো-মন্দ বিচার করে। এই গুণটি সমাজের কাছে সম্মান এবং মর্যাদার প্রতীক।

আক্কেল সেলামি - নির্বুদ্ধিতার দণ্ড।



আক্কেল অর্থ কাণ্ডজ্ঞান, বোধবুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা, আর সেলামি মানে আইন-নির্ধারিত প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ–যা অনেক সময় ঘুষ, জরিমানা বা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রেষণমূলক অর্থও বোঝায়। যখন কেউ অপরিণত বুদ্ধি বা অনভিজ্ঞতার কারণে ভুল করে এবং তার ফলস্বরূপ লোকসান, শাস্তি বা আর্থিক দণ্ড ভোগ করে–তখন সেই দণ্ডকেই রসিকতার ছলে বলা হয় 'আক্কেল সেলামি'। যেমন, আপনি যদি ট্রেনে যেখানে নামার কথা সেখানে না নেমে পরের স্টেশনে নেমে পড়েন এবং টিকিট চেকার এসে আপনাকে ধরে ফেলে জরিমানা করেন–তাহলে সেটি আপনার নির্বুদ্ধিতার খেসারত, অর্থাৎ আক্কেল সেলামি। সহজভাবে বললে, যখন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত বা বোকামির জন্য কাউকে দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তখন সেই দণ্ডকেই বলা হয় 'আক্কেল সেলামি'–নির্বুদ্ধিতার মূল্য।

আট

আটকপালে - হতভাগ্য।



আট কপালে



হতভাগ্য

অষ্ট - আট; কপাল - কলসের অংশবিশেষ। অষ্ট কপাল বা আট কপালে হলো একটি মৃৎপাত্র অর্থাৎ মাটির তৈরি পাত্র বা বাসন। অষ্ট কপালে বা মৃৎপাত্রে পাক করা অন্ন বা ভাত। সাধারণত অতিদরিদ্র বা গরিব বা হতভাগ্য লোকেরা মাটির পাত্রে ভাত রান্না করে থাকে। অষ্ট কপাল (আট কপালে) দিয়ে হতভাগ্য অর্থ প্রকাশ করে।

Educationblog24.com

আট প্রহর - সারা দিনরাত।

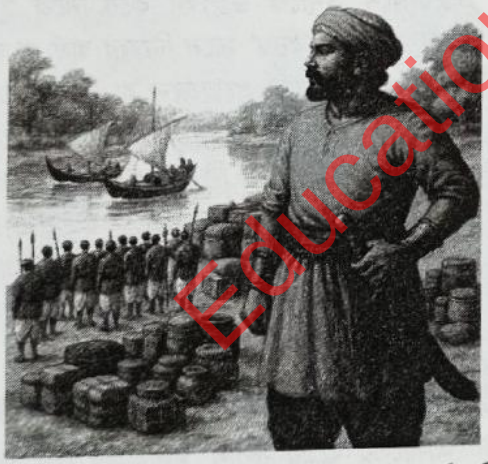
'আট প্রহর' বাগধারার অর্থ হলো সারা দিনরাত–অর্থাৎ সম্পূর্ণ ২৪ ঘণ্টা বা নিরবচ্ছিন্ন সময় ধরে কিছু ঘটানো বা ঘটতে থাকা। আট: সংখ্যাবাচক, অর্থাৎ ৮। প্রহর: প্রাচীন ভারতীয় সময় মাপার একক, যেখানে ১ প্রহর = ৩ ঘণ্টা। অতএব, ৮ প্রহর = ৮ × ৩ = ২৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ এক পূর্ণ দিনরাত।

আঁটকুড়ো - নিঃসন্তান।

'আঁটকুড়ো' বাগধারার অর্থ নিঃসন্তান, বিশেষত সেই নারী যাঁর গর্ভে সন্তান আসেনি বা সন্তান জন্ম হয়নি। এখানে 'আঁট' অর্থ 'আটকে যাওয়া' বা 'ধরা পড়ে স্থির থাকা', আর 'কুড়ো' মানে ছোট টুকরো বা খণ্ড অংশ; ফলে 'আঁটকুড়ো' শব্দটি গঠনগতভাবে বোঝায় এমন কিছু যা আটকে গেছে, পুরো হয়নি বা থেমে গেছে মাঝপথে। 'আঁটকুড়ো' শব্দটি রূপকভাবে এমন দম্পতি বা নারীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো, যার সন্তান আসছে না– যেন গর্ভে কিছু 'আঁটছে না' বা বেড়ে উঠছে না।

আটঘাট বাঁধা - প্রস্তুতি নেওয়া।

'আটঘাট বাঁধা' বাগধারার অর্থ হলো – কোনো কাজ শুরু করার আগে সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই রূপক অর্থ গঠনে দুটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট একত্রে কাজ করেছে।



প্রথমত, আট অর্থ আটটি (সংখ্যাগত), ঘাট অর্থ নদীর ঘাট বা নৌযাত্রার জন্য ব্যবহৃত জেটি/তীর। 'আটঘাট' বলতে বোঝানো হয়–একাধিক ঘাট, অর্থাৎ যাত্রা বা পরিকল্পনার নানা দিক। 'বাঁধা' অর্থ হলো শক্তভাবে গুছিয়ে রাখা, স্থির করে প্রস্তুত করা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে, নদীপথ ছিল যোগাযোগ ও যাত্রার প্রধান মাধ্যম। সে সময় রাজা বা জমিদাররা বড় কোনো যাত্রায় বা অভিযানে গেলে, বিভিন্ন নদীপথের ঘাট পাড়ি দিতে হতো। তখন যাত্রা শুরুর আগে সব ঘাট সম্পর্কে জানা, নৌকা প্রস্তুত রাখা, দলবল ঠিক রাখা, এমনকি খাবারদাবার, পথনির্দেশ ও রক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল 'আটঘাট বাঁধা'। অর্থাৎ, সব দিক থেকেই প্রস্তুত হওয়া। এই বাস্তব জীবন থেকেই বাগধারাটি এসেছে। বর্তমানে তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় - যখন কেউ কোনো কাজে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নামে।



দ্বিতীয়ত, সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালি জাতির ঘরে ঘরে যে বাদ্যযন্ত্র দুটি দেখা যায় তা হলো হারমোনিয়াম ও তবলা। এই তবলার প্রতিটি গুটির উপর চামড়ার যে দুটি ফিতা বা চ্যাপ্টা দড়ি থাকে তার মাঝের অংশকে ঘাট বলা হয়। তবলায় ঘাট আটটি। তবলা বাজানোর পূর্বে গুটির উপর হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ঘাটগুলো যত্নসহকারে খুব গভীরভাবে যাচাই করে বেঁধে নিতে হয়। নইলে তবলার আওয়াজ শুদ্ধ হয় না। তবলা বাজানোর আগে তবলা বাদক প্রয়োজনীয় এই কাজটি অবশ্যই সেরে নেন। এর থেকেই কোনো বিশেষ কাজ শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নেওয়াকে আটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করা বলা হয়। তাই আটঘাট বেঁধে কাজে নামার অর্থ হলো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিয়ে কাজে নামা।

আদা

আদার ব্যাপারী - সাধারণ লোক। ছোটো ব্যবসায়ী।

আদার ব্যাপারী বাগধারার অর্থ হলো একজন সাধারণ, ছোটোখাটো ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি, যার কাজের পরিসর ও গুরুত্ব খুব সীমিত; এখানে 'আদা' মানে এমন এক মসলা, যা প্রয়োজনীয় হলেও খুব দামি নয় এবং সহজলভ্য, আর 'ব্যাপারী' মানে ব্যবসায়ী–এই দুই শব্দ মিলিয়ে বোঝায় এমন লোক, যিনি বড় ব্যবসা বা গুরুতর বিষয়ে যুক্ত নন, বরং ছোটখাটো তুচ্ছ বিষয় নিয়েই ব্যস্ত; বাংলার গ্রামীণ সমাজে বড় ব্যবসায়ীদের (যেমন - ধান, কাপড়, সোনা বা জমির ব্যবসায়ী) তুলনায় আদা বা নিত্যপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র পণ্যের বিক্রেতারা তেমন গুরুত্ব পেতেন না, এই সামাজিক বাস্তবতা থেকেই 'আদার ব্যাপারী' শব্দটি রূপক হয়ে গড়ে ওঠে, যা আজও ব্যবহার হয় সাধারণ, সীমিত ক্ষমতা বা প্রভাবসম্পন্ন লোককে বোঝাতে–ব্যঙ্গ, হালকা তাচ্ছিল্য কিংবা বাস্তব বর্ণনার ভঙ্গিতে।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

আদায় কাঁচকলায় - শত্রুভাবাপন্ন/ তিক্ত সম্পর্ক।



আয়ুর্বেদ মতে, আদা হলো রেচক–অর্থাৎ শরীরকে পরিষ্কার করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। অপরদিকে, কাঁচকলা হলো ধারক–অর্থাৎ এটি পাকস্থলীতে ধারণক্ষমতা বাড়ায়, উদরাময় (ডায়রিয়া) প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ আদা ও কাঁচকলার গুণ প্রকৃতিগতভাবেই একে অন্যের বিপরীত। এমনকি রান্নার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, আদা যদি কাঁচকলা দিয়ে রান্না করা হয়, তবে কাঁচকলা সহজে সেদ্ধ হতে চায় না–এটিও একরকম স্বভাবগত বিরুদ্ধতা। এই গুণগত ও ব্যবহারিক বিরোধ থেকেই গড়ে ওঠে রূপক অর্থ–যেখানে দুটি ব্যক্তি বা পক্ষের সম্পর্ক এমনই যে, একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। সেখান থেকেই 'আদায় কাঁচকলায়' বলতে বোঝায় পারস্পরিক বিরোধ, তিক্ততা বা স্পষ্ট শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক।

আদা জল খেয়ে লাগা - প্রাণপণ চেষ্টা করা।

আদাজল খেয়ে কোনো কাজ করতে বেশি শক্তি পাওয়া যায়। আদাজলের রোগ প্রতিরোধ ও শরীর সুস্থ রাখার ক্ষমতা বিজ্ঞান স্বীকৃত। এটি খেলে পেশির কর্মক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ও কিডনির সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আদা-জল খেয়ে কোনো কাজ করতে যাওয়া মানেই হলো নিজের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

আদিখ্যেতা - ন্যাকামি।

আদিখ্যেতা শব্দটি গঠিত হয়েছে দুটি অংশে – 'আদি' অর্থ প্রাচীন বা প্রথম, আর 'খ্যেতা' কথ্য রূপে এসেছে সংস্কৃত ক্ষেত্র থেকে, যার অর্থ মাটির টুকরো বা প্রসারিত অবস্থা; তবে বাংলা চলিত রূপে 'খ্যেতা' অর্থে ব্যবহার হয় বেহুদা, বাহুল্য, বা বাড়াবাড়ি বোঝাতে। সুতরাং, 'আদিখ্যেতা' বলতে বোঝায় – প্রাচীন কালের মতো বাড়াবাড়ি করা, অপ্রাসঙ্গিক আবেগ বা নাটকীয়তা দেখানো। কোনো ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাটক করে, কাঁদে, হাসে বা ভঙ্গিমা করে – তাকে বলা হয় "আদিখ্যেতা করিস না"।

আপ্ত শ্রুতি - কিংবদন্তি।

আপ্ত শ্রুতি বাগধারার অর্থ হলো এমন কোনো কথা, কাহিনি বা প্রবচন–যা বহুজনের মুখে মুখে প্রচলিত, শুনে শোনা গেছে, এবং লোকসমাজে বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছে। এখানে 'আপ্ত' শব্দের অর্থ প্রাপ্ত, লব্ধ অর্থাৎ যা পাওয়া গেছে বা অর্জিত হয়েছে, এবং 'শ্রুতি' মানে শোনা হয়েছে। সুতরাং, 'আপ্ত শ্রুতি' দাঁড়ায়–শ্রদ্ধেয় বা লোকবিশ্বাসভিত্তিক সূত্র থেকে পাওয়া বা শোনা কাহিনি, যা লোকপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়েছে। এটি সাধারণত প্রামাণিক ইতিহাস নয়, বরং ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে গঠিত লোকবিশ্বাস বা কিংবদন্তি-নির্ভর চরিত্র অনেকটা লোককথা, প্রবচন বা জনশ্রুতির মতো। এই ধরনের কাহিনি কখনো আদর্শ, কখনো অলৌকিকতা, কখনো বীরত্ব বা অলীক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, এবং দীর্ঘকাল ধরে লোকমনে বেঁচে থাকে। তাই 'আপ্ত শ্রুতি' বলতে বোঝানো হয়–মুখে মুখে প্রচলিত এমন কোনো জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি, যা সরাসরি প্রমাণিত না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও গুরুত্ববহ।

আপ্ত-গরজি - স্বার্থপর।

'আপ্ত-গরজি' বাগধারার অর্থ হলো নিজের স্বার্থ বা প্রয়োজনে অন্যকে উপেক্ষা করে নিজে সুবিধা লাভ করা। এখানে 'আপ্ত' মানে নিজের স্বার্থ বা স্বার্থ সিদ্ধি আর 'গরজি' মানে প্রয়োজনে বা প্রয়োজনমতো। এই বাগধারাটি বোঝায় এমন কাউকে, যে নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য কোনো কিছু করতে প্রস্তুত থাকে, তা অন্যদের অনুভূতি বা প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয় না। এর মাধ্যমে সমাজে স্বার্থপরতা, নিজেদের লাভের জন্য অন্যদের অবহেলা বা অন্যকে উপেক্ষা করার মানসিকতা প্রকাশ পায়।

আলালের ঘরের দুলাল - অতি আদুরে নষ্ট ছেলে।

'আলালের ঘরের দুলাল' বাগধারার অর্থ হলো অতি আদুরে, অলস ও বিলাসপ্রিয়ভাবে বড় হওয়া এমন ছেলে, যে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে না। বাগধারাটি এসেছে প্যারীচাঁদ মিত্রের ১৮৫৭ সালে লেখা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে, যেখানে 'আলাল' মানে স্বচ্ছল ও আয়েশি জীবন যাপনকারী আর 'দুলাল' মানে আদরের ছেলে–এই উপন্যাসের চরিত্র মতিলাল ছিল এক অলস, ভোগবিলাসে ডুবে থাকা যুবক, যাকে পৈতৃক সম্পদে বড় করা হয়েছিল কিন্তু কর্মজীবনে একেবারেই অযোগ্য; এই চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে অভিজাত শ্রেণির সন্তানদের আদরে-আয়েশে নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতাই রূপকভাবে উঠে আসে, যা পরবর্তীতে বাগধারায় পরিণত হয়।

Educationblog24.com

আমতা আমতা করা - ইতস্তত করা।

আমতা শব্দটি বাংলা ভাষায় অস্বস্তি বা সংকোচের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত তখন ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কিছু বলতে বা করতে গিয়ে চিন্তা করে বা সংকোচ অনুভব করে। এটি অনিচ্ছা বা দোলাচল বোঝাতে পারে। "আমতা আমতা করা" বাগধারার অর্থ হলো ইতস্তত করা বা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকা। এটি এমন এক আচরণ বোঝায়, যখন কেউ কিছু করতে চাইছে, কিন্তু ঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বা করতে পারছে না, এবং একদিকে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে না।

আগুনে ঘি ঢালা - রাগ বাড়ানো।

'আগুন' শব্দটি প্রতীকীভাবে রাগ বা উত্তেজনাকে বোঝায় আর 'ঘি' (যা একটি তেল, বা দানাদার পদার্থ), আগুনে ঢাললে তা তীব্র হয়ে উঠে এবং আগুনের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। এই ধারণা থেকেই 'আগুনে ঘি ঢালা' বাগধারাটি গড়ে ওঠে, যা একটি উত্তেজিত বা রেগে ওঠা পরিস্থিতি আরও বাড়িয়ে দেওয়া বা একে আরও তীব্র ও নিয়ন্ত্রণহীন করে তোলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

আঁজল পাঁজল করা - গা ঝাড়া দেওয়া/ঝাঁকুনি দেওয়া



আঁজল পাঁজল করা বাগধারার অর্থ হলো গা ঝাড়া দেওয়া, ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর বা সম্পর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলা। এই বাগধারায় দুটি অংশ আছে 'আঁজল' মানে শাড়ি বা ওড়নার প্রান্ত, যেখানে নারীরা চাল, ফল বা অন্য কিছু রাখেন, আর 'পাঁজল' মানে ঝাঁকিয়ে ফেলা বা নেড়ে সরে যাওয়া। ফলে, 'আঁজল পাঁজল করা' বলতে বোঝায় - যে জিনিস আঁজলে রাখা ছিল, তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, প্রতীকীভাবে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। গ্রামের ভাষায়, কেউ যখন রাগে, দুঃখে বা অপমানে সব সম্পর্ক বা দায় ছেড়ে চলে যায়, তখন তাকে বোঝাতে বলা হয়: "ও আঁজল পাঁজল করে চলে গেল।" এতে বোঝায় - সে আর কিছুই ধরে রাখল না, একেবারে ঝেড়ে ফেলল।

আউলিয়া চাঁদ - যে অল্পেই আকুল হয়।

'আউলিয়া চাঁদ' বাগধারাটি এমন একজন মানুষের প্রতীক, যে খুব অল্পতেই কাঁদে বা আবেগে ভেসে যায়। আউলিয়া শব্দটি আরবি শব্দ 'ওলি' থেকে এসেছে; ইসলাম ধর্মে 'আউলিয়া' হলো আল্লাহর বন্ধু, সাধক, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তারা সাধারণত শান্ত, কোমল, কেঁদে ফেলেন এমন মানবিক গুণের অধিকারী। আর চাঁদ হলো নরম, কোমল, শুভ্র ও আলো দেওয়া এক মায়াময় প্রতীক – যা সহজেই মনের ওপর প্রভাব ফেলে। শিশুর মুখ, প্রেমিকের রূপ বা কিছু কোমল বিষয় বোঝাতে চাঁদ ব্যবহৃত হয়। এই দুই মিলিয়ে বোঝানো হয় এমন মানুষ, যিনি সামান্য ঘটনায়ও কাতর হয়ে পড়েন। গ্রামীণ বাংলায় কেউ যখন সামান্য কথাতেই কেঁদে ফেলেন বা খুব আবেগ দেখান, তখন তাকে ঠাট্টা করে বলা হয় 'আউলিয়া চাঁদ'।

আষাঢ়ে গল্প - আজগুবি গল্প/ অবিশ্বাস্য গল্প।



আষাঢ় মাস হলো বর্ষার শুরু–মাঠঘাট পানিতে থইথই করে, প্রবল বৃষ্টি, নদী ফুলে ওঠা, ক্ষেত খামার ডুবে যাওয়া, কৃষিকাজ বন্ধ থাকে, ঘরের মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়ে। অলস সময় কাটানো ছাড়া হাতে আর কোনো কাজ থাকে না। এই সময়ে কৃষক বা মজুর, জেলে, ব্যবসায়ী, ছেলে-মেয়েরা বা সাধারণ মানুষ বৃষ্টির বাধায় ঘরে বসে গল্পগুজবে মেতে উঠত। এই সময় তাদের মুখে শোনা যেত বিচিত্র সব গল্প–ভূত-প্রেত, রাজা-রাণি, অলৌকিক ঘটনা বা বিদেশ ভ্রমণের অবিশ্বাস্য কাহিনি। এই গল্পগুলোর বেশিরভাগই ছিল কাল্পনিক, অতিশয়োক্তিপূর্ণ ও বিনোদনের জন্য বলা। তাই সময়ের সঙ্গে 'আষাঢ়ে গল্প' বলতে বোঝানো শুরু হয়–অবিশ্বাস্য বা আজগুবি গল্প।

আষাঢ়ান্ত বেলা - দীর্ঘস্থায়ী সময়।

বাংলা বর্ষপঞ্জিতে আষাঢ় মাস বর্ষার শুরু। এসময় প্রবল বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ, কর্দমাক্ত পথ–সব মিলিয়ে সময় যেন স্থবির হয়ে থাকে। দিনের আলোও কমে যায়, আকাশ যেন সারা দিনই ঝিমিয়ে থাকে। আষাঢ়ান্ত (আষাঢ় + অন্ত) = আষাঢ়ের শেষভাগ মানে দিন তখনও ভারী, ক্লান্তিকর, বৃষ্টিস্নাত – সময় যেন কাটতেই চায় না। এসময় জল জমে যেত, কাজকর্ম বন্ধ থাকত, মানুষ ঘরে বসে সময় কাটাত। এই আবহমান অভিজ্ঞতা থেকেই "আষাঢ়ান্ত বেলা" হয়ে উঠেছে এক রূপক, যা বোঝায় – এমন এক দীর্ঘায়িত সময়, যার শেষ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

Educationblog24.com

আঠারো পর্ব মহাভারত - দীর্ঘ কাহিনি।

'আঠারো পর্ব মহাভারত' বাগধারার অর্থ হলো দীর্ঘ, জটিল ও প্রায় শেষ না হওয়া কাহিনি বা বর্ণনা, যা অনেক সময় শ্রোতার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আঠারো পর্ব: 'মহাভারত' গ্রন্থটি মোট ১৮টি পর্বে বিভক্ত, প্রতিটি পর্বে অসংখ্য ঘটনা, উপাখ্যান ও চরিত্র রয়েছে। মহাভারত: ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম ও বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ, যেখানে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধসহ বহু কাহিনি স্থান পেয়েছে। তাই 'আঠারো পর্ব মহাভারত' বলতে বোঝায় এমন বিশাল, বিস্তৃত ও দীর্ঘ কাহিনি, যার শেষ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আঠারো মাসে বছর - দীর্ঘসূত্রিতা/ কুঁড়ে স্বভাব।

'আঠারো মাসে বছর' বাগধারার অর্থ হলো অতিরিক্ত সময় নেওয়া, দীর্ঘসূত্রিতা বা কুঁড়ে স্বভাব, যেখানে কেউ সহজ বা স্বাভাবিক কাজেও অকারণে দেরি করে। এই বাগধারায় 'বছর' মানে সাধারণ ১২ মাসের সময়কাল, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে 'আঠারো মাসে বছর', অর্থাৎ যা এক বছরে হওয়ার কথা, তা হতে লাগছে দেড় বছর– বোঝাচ্ছে অযথা বিলম্ব, অলসতা বা দীর্ঘসূত্রিতা। গ্রামীণ বাংলায় অলস মানুষ বা কাজে ঢিলেমি দেওয়া লোককে কটাক্ষ করতে বলা হতো "ওর তো আঠারো মাসে বছর"– যেন সে সব কাজেই দেরি করে।

আজব খানা - জাদুঘর।

'আজব খানা' অর্থ জাদুঘর বা বিচিত্র জিনিসপত্রে ভরা জায়গা, যেখানে বহু ধরনের অদ্ভুত, দুর্লভ বা পুরনো বস্তু একসঙ্গে দেখা যায়। আজব অর্থ আশ্চর্য, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক বা অভিনব। খানা = ঘর, ঘরবাড়ি, স্থান। আজব খানা = আশ্চর্য জিনিসে ভরা ঘর বা জায়গা – অর্থাৎ জাদুঘর বা বিচিত্র সংগ্রহশালা। আজব খানা শব্দটির উৎপত্তি মুঘল আমল থেকে। দিল্লি ও আগ্রার মতো রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠা রাজকীয় সংগ্রহশালাকে বলা হতো "Ajab Khana"– যেখানে বহু দুর্লভ অস্ত্র, শিল্পকর্ম, অলংকার, বিদেশি বস্তু, প্রাকৃতিক কৌতূহল বা প্রাচীন নিদর্শন রাখা হতো। সেই জায়গাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে ছিল এক বিস্ময়ভরা স্থান–একপ্রকার দুর্লভের ভাণ্ডার। পরে এই ধারণা থেকেই বাংলা ভাষায় 'আজবখানা' শব্দটি জাদুঘর বা বিচিত্র ও পুরনো জিনিসের ভাণ্ডার বোঝাতে বাগধারায় পরিণত হয়।

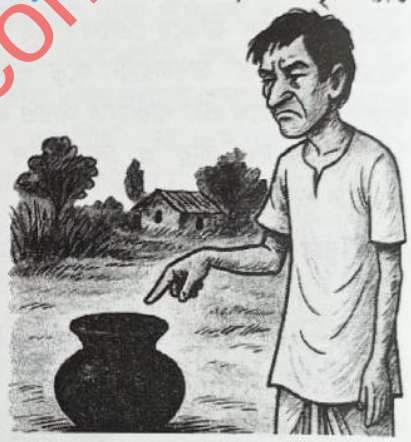
আদমের কাল - সুপ্রাচীন কাল।

আদম হলো ধর্মমতে মানবজাতির প্রথম মানুষ, নবী আদম (আ.)। কাল মানে সময়, যুগ, পর্ব। 'আদমের কাল' অর্থ আদমের যুগ, অর্থাৎ মানবজাতির আদি সূচনাকাল, যখন মানবসভ্যতার শুরু হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়।

আধা খেঁচড়া - বিশৃঙ্খলা।

'আধা খেঁচড়া' বাগধারার অর্থ হলো অগোছালো অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা, যেখানে কোনো কি ঠিকমতো গুছিয়ে হয়নি বা এলোমেলোভাবে ক গেছে। এখানে 'আধা' মানে অর্ধেক বা অসম্পূর্ণ, আ 'খেঁচড়া' কথ্য বাংলায় এসেছে 'খিচুড়ি' বা মিশ্রিত কি বোঝাতে; অর্থাৎ একসঙ্গে টেনে হিঁচড়ে গুলিয়ে দেওয়া এলোমেলোভাবে মিশ্রিত কিছু যা একসঙ্গে জগাখিচুড়ি মতো। তাই 'আধা খেঁচড়া' মানে দাঁড়ায়–অর্ধেক ক ফেলা, আবার যা করা হয়েছে, তাও গুছি হয়নি–ফলে পুরোটা অগোছালো ও বিশৃঙ্খল। এ বাগধারাটি বাংলার গ্রামীণ সমাজে এমন কাজ অবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয় যা না সম্পূর্ণ, না সুন্দর, ক এলোমেলো ও বিরক্তিকর।

আদাড়ের হাঁড়ি - সামান্য লোক/ অনাদৃত ব্যক্তি।



'আদাড়ের হাঁড়ি' মানে - এমন একটি হাঁড়ি যা পিছনে অপ্রয়োজনীয় জায়গায় পড়ে থাকে, কেউ ব্যবহার ক না, কেউ গুরুত্ব দেয় না। রান্নার জন্য দরকা হাঁড়িগুলো চুলায় ওঠে, যত্নে রাখা হয়, কিন্তু হাঁড়িগুলো পুরোনো, ভাঙা বা অপ্রয়োজনীয়–সেগু ফেলে রাখা হয় রান্নাঘরের এক কোণে বা 'আদাড়ে ঠিক তেমনি সমাজে কিছু মানুষ থাকে যাদের গুরু কেউ দেয় না, দৃষ্টির আড়ালে রেখে দেয়। এরা গ্রামে প্রান্তিক বা অবহেলিত অঞ্চলের দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় সামাজিকভাবে অনগ্রসর লোক। তাদের কোনো মূল্য নে তারা সবসময় অবহেলিত, অনাদৃত এবং অপ্রয়োজনীয়।

আটাশে ছেলে - দুর্বল ছেলে।

আটাশে হলো আট মাসে, আর আটাশে ছেলে হলো ছেলে আট মাসেই ভূমিষ্ঠ হয়। স্বাভাবিক গর্ভা সাধারণত দশ মাস থেকে সাড়ে দশ মাস হয়। যদি কোনো শিশু আট মাসেই ভূমিষ্ঠ হয়, তবে অপরিণত, শারীরিকভাবে দুর্বল এবং নিস্তেজ হয়। অকালজাত শিশুরা সাধারণত স্বাস্থ্য এবং শারী শক্তির দিক থেকে দুর্বল থাকে। এই কারণে, 'আটা শব্দটি দুর্বল এবং অপুষ্টির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

Educationblog24.com

আঁস্তা কুড়ের পাতা - নীচ ব্যক্তি।



আঁস্তা - নিচু, তলানিতে পড়ে থাকা, যা আর ব্যবহারযোগ্য নয় বা ছেঁড়া-ছোবড়া। পরিত্যক্ত জিনিস। কুড়ে - রান্নাঘরের ছাইভরা চুল্লি বা চুলার নিচের অংশ; সাধারণত বোঝায় জঞ্জাল বা আবর্জনা জমে থাকা স্থান। পাতা - গাছের পাতা। এই তিনটি মিলে 'আঁস্তা কুড়ের পাতা' মানে হয়–চুলার নিচে জমে থাকা ছাই ও পোড়া আবর্জনার নিচে পড়ে থাকা একেবারে তুচ্ছ ও মূল্যহীন বস্তু।

রান্নাঘরের চুলার নিচে 'কুড়ে' অংশে ছাই, কয়লা, ভাঙা কাঠ, পোড়া পাতাবর্জ্য জমে থাকে। সেই জায়গায় পড়ে থাকা 'পাতা' সবচেয়ে নোংরা, ধুলোয় মাখা ও অপ্রয়োজনীয়। যেহেতু তা সবার নিচে পড়ে থাকে, তাই এটি রূপক হয়ে দাঁড়ায় এমন মানুষ বোঝাতে, যাকে সমাজে কেউ মূল্য দেয় না, যার চরিত্র বা ব্যবহার অত্যন্ত নীচুস্তরের, এবং যাকে সবাই এড়িয়ে চলে। অন্যভাবে, 'আঁস্তা' মানে পশুর উচ্ছিষ্ট খাবার, 'কুড়ে' মানে কুড়িয়ে নেওয়া, আর 'পাতা' বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যে সেই আঁস্তা কুড়িয়ে খায়।

আলেয়ার আলো - দুর্লভ বস্তু। মিথ্যা আশা।



আলেয়া এক ধরনের রহস্যময় আলো, যা রাতের বেলায় জলাভূমিতে দেখা যায়। বিজ্ঞান অনুযায়ী, এটি মিথেন গ্যাসের দহনের ফলে সৃষ্ট এক ধরনের প্রাকৃতিক আলো। আলেয়া হলো এক ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাস, যা জলাভূমি বা বধ্যভূমির পচা জৈব পদার্থ থেকে নির্গত হয়। এটি যখন জ্বলে, তখন দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক ধরনের বাতি জ্বলছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে রাতে ধানক্ষেত, জলাভূমি, বিল-ঝিলে প্রায়শই এই রহস্যময় আলো দেখা যেত। অতীতে মানুষ একে প্রেতাত্মার আলো বা ভূত বলে মনে করত। মানুষ যখন দুর্লভ বস্তু মনে করে এই আলোর পিছু নিত, যতই সামনে যেত আলোটা ততই পিছিয়ে যেত এবং এক সময় আলোটা হারিয়ে যেত। তখন তারা বুঝতে পারত না যে এটি একটি গ্যাস এবং এটি তাদের বিপদে ফেলতে পারে। আলেয়ার আলো বলতে এমন কোনো বস্তুকে বোঝানো হয়, যা দেখতে মূল্যবান মনে হলেও তা বাস্তবে এক ধরনের বিভ্রম। এটি দিয়ে সেই মিথ্যা আশাকে বোঝানো হয়, যা কোনো মানুষকে তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং বিপদে ফেলে।

আপন কোলে ঝোল টানা - স্বার্থ।

'আপন' মানে নিজের, 'কোল' মানে কোলে নেওয়া বা নিজের আশ্রয়ে রাখা জিনিস, যা খুবই ঘনিষ্ঠ বা মূল্যবান, 'ঝোল' মানে তরল খাবার, রান্নার ঝোল, যা ভাগ করে খাওয়া যায়, আর 'টানা' মানে নিজের দিকে টেনে নেওয়া। "আপন কোলে ঝোল টানা" মানে–খাবার বা সম্পদ নিজের কোলেই টেনে আনা, অন্যদের দেওয়া নয়। বাংলার গ্রামীণ সমাজে একসময় এক হাঁড়ি রান্না হলে সবাই মিলে খেত, এবং কোনটা কার ভাগ–তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ থাকত না। কিন্তু কেউ যদি নিজের কোলের দিকে 'ঝোল টেনে আনে', মানে সে নিজের সুবিধা বা অংশ বাড়িয়ে নিচ্ছে, নিজের স্বার্থটাই দেখছে। সেই থেকেই এই বাগধারায় স্বার্থপরতা বা নিজের স্বার্থরক্ষার প্রবণতা বোঝানো হয়।

আলেয়ার পেছনে ছোটা - অসম্ভবের পেছনে ছোটা।



'আলেয়া' বলতে দূর থেকে দেখা আলোকে বোঝায় যা জলাভূমি বা ধানক্ষেতে রাতের বেলা দেখা যায় – বৈজ্ঞানিকভাবে এটি *marsh gas* বা মিথেনের কারণে সৃষ্ট একধরনের *will-o'-the-wisp*। আলেয়া বাংলার গ্রামীণ জনপদে এক রহস্যময় বিষয় হিসেবে পরিচিত। কৃষক বা পথিকরা রাতে মাঠ বা জলাভূমিতে এমন আলোকচ্ছটা দেখতে পেতেন, যা তারা অপার্থিব বা প্রেতাত্মার আলো বলে ভাবতেন। অনেকেই সেই আলো দেখে সরাসরি সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন, কিন্তু আলোর উৎসে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব হতো না–বরং তারা বিপদে পড়তেন, পথ হারাতেন বা ডুবে যেতেন।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 'আলেয়ার পেছনে ছোটা' বাগধারাটি গঠিত হয়েছে–যেখানে বোঝানো হয়, কেউ মায়া বা বিভ্রমের পেছনে ছুটছে, কিন্তু বাস্তবে তা কখনো ধরা পড়ে না। এটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় অসম্ভব স্বপ্ন, অবাস্তব লক্ষ্য বা প্রতারক আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

আমড়াগাছি করা - তোষামোদ করা/ প্রশংসা করা।

I আমড়া দেখতে আমের মতো বলে আমড়া গাছকে আম গাছ বলে অযথা অনেক প্রশংসা করে তোষামোদে প্রতারিত করা বা ভুলিয়ে দেওয়া।



I আমড়া একটি টক ফল, যা গাছ থেকে পাড়ার জন্য ডাল ধরে ঝাঁকাতে হয়। একটি বড় বা শক্ত ডাল ধরে ঝাঁকালে আমড়া সহজে পড়ে। কিন্তু একটি ছোট বা পাতলা ডাল ধরে ঝাঁকালে সেভাবে ফল পাওয়া যায় না। আমড়া হলো সেই ফল বা সুবিধা, যা একজন ব্যক্তি পেতে চায়। আর আমড়াগাছি হলো সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি, যাকে তোষামোদ করা হয়।

I আমড়া ফলটি কাঁচা অবস্থায় টক হয় এবং তার কোনো স্বাদ থাকে না। যদি কেউ এই ফলের প্রশংসা করে, তবে তার মানে হলো সে মিথ্যা কথা বলছে। এই মিথ্যা প্রশংসাটি তার তোষামোদের প্রতীক।

আয়াস ঘর - বিশ্রাম ঘর।

'আয়াস' অর্থ শ্রম, ক্লান্তি বা পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি। 'ঘর' শব্দটি আবাস বা আশ্রয় বোঝায়। ফলে "আয়াস ঘর" মানে হয় এমন একটি ঘর বা স্থান, যেখানে আয়াস বা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নেওয়া যায়। বাংলার প্রাচীন গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে চাষাবাদ বা দৈহিক শ্রমের পর, গৃহস্থ বাড়ির এক নিরিবিলি কোণ বা আলাদা একটি কুটিরে শরীর-মন চাঙা করার ব্যবস্থা থাকত–এই ঘরটিই রূপক অর্থে "আয়াস ঘর" নামে পরিচিত হতে শুরু করে। এটি শুধু শারীরিক বিশ্রামের জায়গা নয়, মানসিক প্রশান্তির আশ্রয় হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাই "আয়াস ঘর" বলতে বোঝায় এমন এক শান্তির জায়গা যেখানে মানুষ ক্লান্তি ভুলে স্বস্তি পায়।

আড়ি পাতা - লুকিয়ে লুকিয়ে শোনা।



আড়ি শব্দটি এসেছে 'আড়াল' থেকে, যার অর্থ ঢেকে রাখা বা আড়ালে থাকা; আর 'পাতা' মানে পেতে বসানো বা অবস্থান নেওয়া অর্থাৎ নিজেকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে কেউ টের না পায়। এভাবে 'আড়ি পাতা' বোঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে কেউ নিজেকে আড়ালে রেখে অন্যের কথোপকথন শুনছে বা খবর নিচ্ছে। কখনও কৌতূহলে, কখনও সন্দেহ থেকে, আবার কখনও নিছক বিনোদনের জন্য বিশেষ করে শিশু বা কিশোররা বড়দের গোপন আলোচনা শোনার জন্য দরজার পাশে বা বেড়ার ফাঁকে বা পর্দার আড়ালে গিয়ে কান পাতত। এই অভ্যাস থেকেই 'আড়ি পাতা' শব্দগুচ্ছ জন্ম নেয়।

আঙুল ফুলে কলাগাছ - হঠাৎ ধনী হওয়া।



আঙুল হলো মানুষের দেহের একটি ছোট, সরু ও অপ্রধান অংশ, আর ফুলে মানে ফুলে ওঠা বা স্ফীত হওয়া বা আকৃতি বেড়ে যাওয়া; কলাগাছ এমন একটি গাছ যা দেখতে সরু হলেও দ্রুত বাড়ে এবং বেশি জায়গা নেয়। আর আঙুলের মতো ছোট জিনিস যদি ফুলে কলাগাছের মতো বিশাল হয়ে যায়, তবে তা অসম্ভব ও অতিরঞ্জিত। এই বাগধারাটি সেই পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যখন কেউ হঠাৎ করে খুব ধনী বা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, যাতে তার আগের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে এক বিস্ময়কর ফারাক তৈরি হয়। তাই 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' বাগধারার অর্থ হলো হঠাৎ করে অত্যন্ত ধনী বা প্রভাবশালী হয়ে যাওয়া, সাধারণত অতিরঞ্জিত বা অস্বাভাবিক গতিতে।

আথিবিথি - তাড়াতাড়ি, ছটফট।

আথি - অতি, বিথি - ব্যস্ত বা ছটফট ভাব; এই ধ্বনিদ্বয়ের মিলনে বোঝায় এমন একটি মানসিক ও শারীরিক অবস্থা যেখানে মানুষ দ্রুত কিছু করতে চায়, সময় পাচ্ছে না, মনের মধ্যে ব্যাকুলতা আছে।

Educationblog24.com

আগাপাছতলা - আদ্যন্ত, আগাগোড়া (আদি হতে অন্ত)।

আগা শব্দটি বাংলা ভাষায় শুরু বা প্রথম বোঝায়, যেমন আগে (প্রথমে)। পাছতলা শব্দটি মূলত পেছনের অংশ বা শেষ বোঝায়, অর্থাৎ শেষের দিকে বা পরিণতি। এই দুটি শব্দ মিলিয়ে 'আগাপাছতলা' মানে হলো এমন কিছু যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বা পুরোপুরি ঘটে, যেমন কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি যেটি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত একেবারে পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ হয়।

আসরে নামা - আবির্ভূত হওয়া।

'আসর' শব্দটি সাধারণত ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বোঝাতে ব্যবহৃত হতো, যেখানে কোনো পুরোহিত বা বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হন বা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে 'নামা' শব্দটি প্রবেশ করা বা উপস্থিত হওয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। পুরনো সমাজে, যখন কোনো অনুষ্ঠান বা বৈঠক হত, তখন বিশেষ কোনো অতিথি বা পুরুষ আসরে প্রবেশ করে তার গৌরবময় উপস্থিতি জানান দিতেন। সেই থেকেই 'আসরে নামা' বাগধারাটি এসেছে।

আরশিতে পড়শি দেখা - নিজের মত করে অন্যকে দেখা।



আরশি অর্থ আয়না বা দর্পণ। পড়শি মানে প্রতিবেশী বা অন্য মানুষ। আয়নায় যেমন আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখি, তেমনি কখনও কেউ নিজের মতো করে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা বা কল্পনার ভিত্তিতে অন্যকে দেখে, আসলে সে নিজেকেই অন্যের মধ্যে দেখে। "আরশিতে পড়শি দেখা" মানে হচ্ছে, বাস্তব মানুষটিকে না দেখে, তাকে নিজের কল্পনার মতো ভাবা বা বিচার করা। অর্থাৎ নিজের ভাবনা, ইচ্ছা বা কল্পনা অনুসারে অন্যকে দেখা বা বিচার করা; অর্থাৎ বাস্তবতা নয়, বরং নিজের মানসিক প্রতিবিম্বে অন্যকে দেখা।

আহ্লাদে আটখানা - খুব খুশি। আনন্দে আত্মহারা।

আহ্লাদ - আনন্দ। আটখানা - আট খণ্ড বা টুকরো। ভালো জিনিস টুকরো হলে, ৮ টুকরোই হয়। ওটা সীমারেখা। যা ৮ অতিক্রম করে, তাতে আর ভালো কিছু থাকে না। যার আহ্লাদের মাত্রা এত অধিক হয় যে আহ্লাদ ধরে রাখার আর স্থান থাকে না, তখন অঙ্গ যেন আটটি অংশে বিভক্ত করে (অঙ্গ ভঙ্গেই প্রকাশ) বের হয়ে পড়ে বা হর্ষ পুলকিত অঙ্গে ফুটে বের হয়। আনন্দের আট খণ্ড মানে আনন্দের আটটি খণ্ডে পরিপূর্ণভাবে আনন্দিত হওয়া বা হেসে কুটি কুটি হওয়া।

আখাম্বা - বেখাপ্পা।

আখাম্বা – বাগধারার অর্থ: বেখাপ্পা, অর্থাৎ এমন কিছু যা অস্বাভাবিক বা অপ্রচলিত, মানানসই বা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বা যেটি স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে। "আখাম্বা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো খাম্বা বা থামের মতো মোটা, লম্বা বা দীর্ঘাকৃতি। সাধারণত, খাম্বা বা থামা এমন কিছু বোঝায় যা প্রকৃতির বা নির্মাণের মধ্যে স্থির, শক্ত বা একটানা থাকে, এবং সেই কারণেই কোনো কিছু খাপ খায় না, বেমানান বা বিসদৃশ হলে তাকে "আখাম্বা" বলা হয়। এর মানে হলো যে বস্তু বা ব্যক্তি একেবারে অযত্নে, গড়নহীন বা অস্বাভাবিকভাবে থাকে, যেমন কোনো কিছু যা একে অন্যের সঙ্গে খাপ খায় না বা যে কোনও কাজ নিয়ম বা সিস্টেম অনুযায়ী হয় না।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ/ অকর্মণ্য।

আমড়া কাঠ হলো নরম ও দুর্বল কাঠ, যা সহজে ভেঙে যায় ও ভার বহনে অযোগ্য। আর ঢেঁকি হলো এক ধরনের কাঠের যন্ত্র, যা বাংলার গ্রামীণ সমাজে ধান ভানার কাজে ব্যবহৃত হতো এবং সেটি তৈরি হতো শক্ত, মজবুত কাঠ দিয়ে, যেমন শাল, সেগুন, বট বা গামার কাঠ। যদি ঢেঁকি বানানো হয় আমড়া কাঠ দিয়ে, তবে তা আর কাজের থাকবে না–সহজেই ভেঙে যাবে বা ধান ভানতে পারবে না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই রূপক অর্থে বাগধারাটি গঠিত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতিতে ঢেঁকি ছিল গৃহস্থালির অপরিহার্য উপকরণ, আর সেটির অক্ষমতা মানেই অকর্মণ্যতা। তাই 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি' বলতে বোঝায় এমন কেউ, যার দেখতে গঠন আছে, কিন্তু কাজে কোনো যোগ্যতা নেই–অর্থাৎ নিরর্থক, অযোগ্য বা অপদার্থ ব্যক্তি।

আনাড়ি - অপটু, অনভিজ্ঞ।

'আনাড়ি' বাগধারাটির অর্থ – অপটু, অনভিজ্ঞ, কাঁচা হাতে করা বা যে কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। এটি সাধারণত বিদ্রূপ, সমালোচনা বা সংশোধনের ভাষায় ব্যবহৃত হয়। 'আনাড়ি' শব্দটি মূলত এসেছে উর্দু ভাষা থেকে, যেখানে 'না + আড়ি' অর্থ দাঁড়ায় যিনি (অভিজ্ঞতা) অর্জন করেননি। 'না' অর্থ নেই বা বর্জন এবং 'আড়ি বা আড়ি-ধারী' অর্থ দক্ষ ব্যক্তি। সেই সূত্রেই বাংলা ভাষায় এটি অর্থ নিয়েছে: যিনি এখনো দক্ষতা অর্জন করেননি, অর্থাৎ অভিজ্ঞ নন।

Educationblog24.com

আঁতে ঘা - খুব কষ্ট, মনে ব্যথা দেয়া।

'আঁত' মানে অন্তঃস্থানীয় অঙ্গ, অর্থাৎ শরীরের ভেতরের সংবেদনশীল ও কোমল জায়গা (বিশেষত যকৃত বা পাকস্থলীর গভীর অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত)। আর 'ঘা' মানে আঘাত বা আঘাতজনিত ক্ষত। আঁতের ব্যথাকে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক বলা হয়, কারণ এটি বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু ভিতরে খুব পীড়া দেয়। সেখান থেকেই 'আঁতে ঘা' বাগধারাটি গঠিত হয়েছে–কাউকে এমন কিছু বলা বা করা, যাতে সে ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে বা অপমানবোধ করে। সুতরাং, এর অর্থ দাঁড়ায় – গভীরভাবে কষ্ট দেওয়া বা এমনভাবে আঘাত করা যাতে মনে ব্যথা লাগে।

আচাভুয়ার বোম্বাচাক - অসম্ভব ব্যাপার।

আচাভুয়া অর্থ অসম্ভব, আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।



বোম্বাচাক গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বোম্বাচাক ছিল এক ধরনের গান, যা বোম্বা নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গাওয়া হতো। বোম্বা একধরনের ড্রাম বা ঢাকের মতো বাদ্যযন্ত্র। এ গান একসময় বারোয়ারি পূজায় গাওয়া হতো। এই গান এখন আর প্রচলিত নেই এবং এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি অদ্ভুত এবং অবাস্তব বিষয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এটিকে 'আচাভূয়া' বা অসম্ভব বলে মনে করা হয়। যখন কোনো ঘটনা এতটাই অবাস্তব বা অদ্ভুত হয় যে তা বিশ্বাস করা অসম্ভব, তখন তাকে 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' বলে অভিহিত করা হয়।

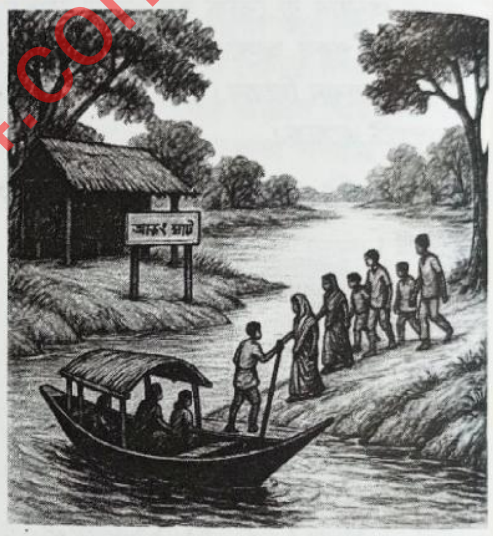
আতান্তরে পড়া - বিপদে পড়া।

আতান্তরে পড়া বাগধারায় 'আতান্তর' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'আতন্ত্র' থেকে, যার অর্থ হলো জটিল অবস্থা, দুরবস্থা বা ফাঁদে পড়া। বাংলায় এটি ধীরে ধীরে রূপান্তর হয়ে আতান্তর বা আতান্তরে হয়েছে। লোকজ বাংলায় এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হতো এমন এক অবস্থা, যেখানে কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে গভীর বিপদ, সংকট বা দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায় এবং সহজে বেরোনোর উপায় থাকে না। বিশেষ করে প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেনা-পাওনা বা সামাজিক বিপর্যয় ঘটলে মানুষ বলত–সে আতান্তরে পড়েছে, অর্থাৎ এমন এক জটিলতায় পড়েছে, যেখান থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। তাই এই বাগধারাটি আজও ব্যবহার হয় বিপদের গভীরে আটকে যাওয়া পরিস্থিতি বোঝাতে।

আঁকুপাঁকু করা - ছটফটানি।

আঁকু ও পাঁকু – এরা মূলত ধ্বনিগত অনুকরণমূলক শব্দ, যা শারীরিক বেঁকানো, মোচড়ানো, কুঁচকে যাওয়া বা নড়াচড়া করার ভাব প্রকাশ করে। আর কেউ যখন আঁকুপাঁকু করে এর মানে সে অস্থিরভাবে ছটফট করছে, অর্থাৎ কোনো কারণে ভীষণ অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা বা কষ্টে শরীর ও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আড়ং ঘাট - খেয়াঘাট।



আড়ং ঘাট বাগধারার অর্থ খেয়াঘাট, অর্থাৎ এমন এক স্থান যেখানে নদী পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা ব্যবহার হয়। এখানে 'আড়ং' শব্দটি লোকজ বাংলায় ব্যবহৃত হয় পণ্য লেনদেন, নৌকা বোঝাই বা গৃহস্থালি মালামাল আনা-নেওয়ার স্থান বোঝাতে, আর 'ঘাট' মানে নদীর পাড় বা পারাপারের জায়গা। বাংলার নদীমাতৃক সমাজে এই ধরনের ঘাটগুলি শুধু যাত্রী পারাপারের জন্য নয় বরং বাজার, মাল লোড-আনলোড ও সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। তাই 'আড়ং ঘাট' বলতে বোঝানো হয় এমন খেয়াঘাট যা কেবল নদী পার হওয়ার জায়গা নয়, বরং লোকজীবনের একটি চালচিত্র।

আয়োসুয়ো - সধবা স্ত্রীলোকের দল।

আয়োসুয়ো শব্দটি বাংলা গ্রামীণ সমাজে স্ত্রীলোকের সম্মিলিত উচ্চস্বরে কথাবলা, হাসাহাসি বা বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে একত্র জমায়েতকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত। 'আয়ো' মানে এসো বা ডাক দেওয়া, আর 'সুয়ো' মানে সধবা মহিলা (যে স্ত্রীর স্বামী জীবিত আছে)

Educationblog24.com

বাংলার বিশেষত হিন্দু সমাজে সধবা নারীরা দুর্গাপূজা, বসন্ত উৎসব, বা বিবাহবাড়িতে একত্র হয়ে শাঁখ বাজানো, উলুধ্বনি দেওয়া, হুল্লোড় ও রঙ্গরসপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতেন। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা থেকেই 'আয়োসুয়ো' বাগধারাটি এমন একদল সধবা, প্রাণবন্ত, গৃহস্থ নারীর সমাবেশ বোঝাতে গড়ে ওঠে, যারা একত্র হলে স্থান মুখরিত হয়ে ওঠে।

আঁচল ধরে বেড়ানো - ব্যক্তিত্বহীন।



'আঁচল ধরে বেড়ানো' বাগধারার অর্থ নিজস্ব মত ও ব্যক্তিত্বহীনভাবে অন্যের উপর নির্ভর করে চলা। 'আঁচল' অর্থ শাড়ির প্রান্ত, যা আশ্রয় বা নিরাপত্তার প্রতীক; আর 'ধরে বেড়ানো' বোঝায় নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে সবসময় অন্যের ছায়ায় চলাফেরা করা। বাংলার গ্রামীণ জীবনে ছোট বাচ্চারা ভয় পেলে মায়ের আঁচল ধরে ঘুরত–সেই আশ্রয়প্রবণতার প্রতীক রূপেই এই বাগধারার জন্ম। কিন্তু পরিণত একজন মানুষ যদি নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে সবসময় অন্যের মত অনুসরণ করে চলে, তাহলে তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় 'আঁচল ধরে বেড়ানো', যা রূপক অর্থে ব্যক্তিত্বহীন ও পরনির্ভরশীল মানুষকে বোঝায়।

আমগন্ধি - কাঁচাগন্ধ যুক্ত।

আমগন্ধি বাগধারার অর্থ হলো কাঁচাগন্ধযুক্ত, বিশেষত এমন রান্না করা খাবার যা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি বা ভালোভাবে রান্না না হওয়ার ফলে যার মধ্যে এখনো কাঁচা উপাদানের গন্ধ রয়েছে। এখানে 'আম' মানে কাঁচা বা অপক্ব, অর্থাৎ যা সিদ্ধ বা পরিপক্ব নয় (এখানে আম্রফল বোঝানো হয়নি), 'গন্ধ' মানে ঘ্রাণ, আর 'ই' একটি প্রত্যয়,. যা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয়। বাংলার গৃহস্থ সংস্কৃতিতে রান্না ঠিকমতো না হলে বা কাঁচা থেকে গেলে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তাকে 'আমগন্ধ' বলা হয় এবং সেই গন্ধযুক্ত অবস্থাকে বোঝাতেই 'আমগন্ধি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আঁধার ঘরের মানিক - প্রিয় বস্তু।

আঁধার ঘরের মানিক বাগধারার অর্থ হলো - অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান কিছু, যা সাধারণত দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বা সীমাবদ্ধতার ভেতরে থেকেও পাওয়া যায়। এখানে 'আঁধার ঘর' দিয়ে বোঝায় অন্ধকার ঘর, অর্থাৎ যেখানে আলো নেই; এটি প্রতীকীভাবে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা বা কষ্ট বোঝায়। আর 'মানিক' মানে অমূল্য রত্ন, অতি মূল্যবান বস্তু, যা সাধারণত পাওয়া দুষ্কর এবং খুব যত্নে রাখা হয়। এই দুটি শব্দ মিলিয়ে বোঝানো হয় - দুঃখ-কষ্ট, অস্বচ্ছলতা বা নিরাশার মধ্যে থাকা এমন কিছু বা কেউ, যা আসলে অপূর্ব, গোপন অথচ খুব মূল্যবান। যেমন কোনো দরিদ্র ঘরে জন্ম নেওয়া প্রতিভাবান সন্তান, শিক্ষিত নারী বা একজন গুণী মানুষ–যাঁরা সেই আঁধারে থেকেও আলো ছড়ান।

আড়াই অক্ষরে - অল্প কথায়।

'আড়াই অক্ষরে' বাগধারার অর্থ হলো অল্প কথায় বা সংক্ষেপে কিছু বলা। আড়াই হলো ২.৫; মানে অল্প বা কম, আর অক্ষর মানে ধ্বনি বা বর্ণ; ফলে আড়াই অক্ষরে বোঝায় এমন কিছু যা খুবই ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন বাংলা পুঁথি সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় 'আড়াই অক্ষরে চিঠি' বা 'আড়াই অক্ষরের মন্ত্র' কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ছিল খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবাহী বার্তা। এসব চিঠি বা মন্ত্র সাধারণত অল্প শব্দে লেখা হতো, যার মাধ্যমে অনেক বড় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝানো হতো। সেই থেকেই 'আড়াই অক্ষরে' বলতে বোঝায় অল্প কথায় অনেক কিছু প্রকাশ করা বা সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ বাক্য ব্যবহার।

আতারি কাতারি - ছটফটে ভাব।

আতারি কাতারি বাগধারাটি গঠিত হয়েছে দুটি শব্দমূল থেকে 'আতার' এসেছে 'আতুর' থেকে, যার অর্থ রুগ্ণ, রোগাক্রান্ত বা শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি; আর 'কাতারি' এসেছে 'কাতর' থেকে, যার অর্থ যন্ত্রণায় ছটফট করা বা আর্তনাদ করা। তাই 'আতারি কাতারি' বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা, যেখানে কেউ ব্যথা বা যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কাতরাচ্ছে বা ব্যাকুলভাবে আর্তনাদ করছে।

আঁটুনি কষুনি সার - কেবল আড়ম্বর মাত্র।

আঁটুনি কষুনি সার বাগধারার অর্থ - সব আয়োজন, সাজসজ্জা, প্রস্তুতি থাকলেও বাস্তবে কাজের কোনো ফল নেই, অর্থাৎ শুধু আড়ম্বরমাত্র। 'আঁটুনি' মানে শক্ত করে বাঁধা বা পরিপাটি করে তোলা, আর 'কষুনি' মানে জোর করে আঁটসাঁট করা বা গুছিয়ে সাজানো; কিন্তু 'সার' বলতে বোঝানো হচ্ছে ফল বা আসল কাজ, যা এখানে নেই। এই বাগধারাটি সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে বলা হয়, যেখানে কেউ অনেক আয়োজন বা কথার জোর দেখালেও আসলে তাতে কোনো বাস্তব ফল নেই। যেমন - অনুষ্ঠানে ব্যানার, মাইক, চেয়ার-টেবিল থাকলেও বক্তা আসেন না, কাজ হয় না; তখন বলা হয়, 'সবই আঁটুনি কষুনি সার।' বাংলার গ্রামীণ ও সামাজিক পরিসরে এমন সাজসজ্জা ভিত্তিক আয়োজনের প্রচলন থাকায় এই বাগধারাটি লোকজ জীবনের বাস্তবতা থেকে জন্ম নিয়েছে, যেখানে বাহ্যিক ঘটা থাকলেও ভেতরে ফাঁকাই থেকে যায়।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

আস্ত কেউটে - অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক।

'আস্ত কেউটে' বাগধারার অর্থ হলো–অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক, যার কাছে কোনোভাবেই নিরাপদ থাকা যায় না। এখানে 'আস্ত' মানে সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ, আর 'কেউটে' হলো বিপজ্জনক সাপ, বিশেষ করে বড় এবং আক্রমণাত্মক সাপ; একত্রে এটি বোঝায় এমন এক লোককে, যাকে প্রথমে সহজ মনে হলেও, সে আসলে বিপদজনক, বিশ্বাসঘাতক বা অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। এটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় কোনো ধূর্ত, বিশ্বাসভঙ্গকারী বা ক্ষতিকর ব্যক্তির জন্য।

ই - ঈ

ইঁদুর দৌড় - স্বার্থসিদ্ধির বা নিজের উন্নতির জন্য বেপরোয়া প্রতিযোগিতা/ শৃঙ্খলাহীন।



ইঁদুর তার খাদ্য সংগ্রহের জন্য সারাদিন ছোটাছুটি করে। এই ছোটাছুটির সময় তার কোনো ধরনের শৃঙ্খলা বা নিয়ম থাকে না। সে কেবল তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির বা ক্ষুধা নিবারণের জন্য পাগলের মতো দৌড়ায়। ইঁদুর দৌড় শব্দটি ইংরেজি rat-race শব্দের বাংলা অনুবাদ। rat-race শব্দটির জন্ম আমেরিকায়। এটি ছিল আমেরিকায় বহুল প্রচলিত একপ্রকার নাচ। এ নাচে অংশগ্রহণকারীরা ইঁদুরের মতো অস্থির ও চঞ্চলচিত্তে কোনোরূপ নিয়ম-নীতি ছাড়া ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করে নৃত্য করত। যে যত অস্থিরচিত্তে বিশৃঙ্খলভাবে ইচ্ছেমতো দৌড়াদৌড়ি করত তাকে বলা হতো ভালো নৃত্যশিল্পী। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে কোনোরূপ নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে যেকোনো উপায়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চরম প্রতিযোগিতা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভর্তি, চাকরি ও চারদিকে অভাবের যুগে লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য সকল বয়স ও শ্রেণির মানুষের যে তীব্র প্রতিযোগিতা তা আমেরিকার ইঁদুর নাচের মতোই শৃঙ্খলাহীন।

ইতর বিশেষ - প্রভেদ বা পার্থক্য/ ভেদাভেদ।

ইতর বিশেষ বাগধারার অর্থ হলো- ভেদাভেদ বা পার্থক্য, বিশেষ করে মর্যাদা, আচরণ বা চারিত্রিক দিক থেকে একে অপরের মধ্যে তফাৎ বোঝাতে। এখানে 'ইতর' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে; যার অর্থ নিচু, তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট ব্যক্তি; আর 'বিশেষ' মানে আলাদা বা পৃথক। দুটি শব্দ মিলিয়ে বোঝায় - একজন আরেকজনের চেয়ে স্বভাবে, স্তরে বা আচরণে ভিন্ন, এবং সাধারণত এই ভিন্নতা নেতিবাচকভাবে বোঝানো হয়। এই বাগধারাটি বাংলার সমাজে শ্রেণি, সম্মানবোধ ও আচরণগত পার্থক্যের এক কটাক্ষপূর্ণ প্রকাশ।

ইতুনিদকুঁড়ে - অলস।



'ইতুনিদকুঁড়ে' বাগধারার অর্থ হলো চূড়ান্ত অলস ও কর্মবিমুখ ব্যক্তি, যার অলসতা এত বেশি যে সূর্য উঠলেও যার ঘুম ভাঙে না; এখানে 'ইতু' অর্থ সূর্য, 'নিদ' অর্থ ঘুম, আর 'কুঁড়ে' অর্থ ছোট ঘর–এই তিনটি মিলে বোঝায় এমন একজন, যে সূর্যের আলোতেও নিজের কুঁড়ে ঘরে নিদ্রায় মগ্ন থাকে, যখন সক্রিয় মানুষজন কাজে বের হয়ে যায়; বাংলার কৃষিপ্রধান সংস্কৃতিতে সকালে সূর্য ওঠা মানেই কাজের শুরু, আর যারা তখনও ঘুমিয়ে থাকে, তারা সমাজে অলস, কুঁড়ে ও অকর্মণ্য হিসেবে ধরা হতো–এই সামাজিক বাস্তবতা ও রূপক ভাবনা থেকেই 'ইতুনিদকুঁড়ে' বাগধারাটি অলসতার তীব্র ব্যঙ্গ হিসেবে গড়ে ওঠে।

ইলশে গুঁড়ি - গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।



ইলশে হলো ইলিশ মাছ। গুঁড়ি অর্থ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি বা হালকা ও মিহি বৃষ্টি যা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। বর্ষার শুরুতে যখন টিপটিপ বৃষ্টি নামত, তখনই নদ-নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যেত। ইলিশ মাছ সাধারণত বর্ষাকালে ডিম পাড়ার জন্য নদীর উজানে আসে। এই

Educationblog24.com

সময়টায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি ইলিশের আগমনের সময়কে নির্দেশ করে। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ইলশে গুঁড়ি' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, হালকা ও মিহি বৃষ্টি যা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, তা যেন ইলিশের আগমনের একটি পূর্বাভাস। এই বৃষ্টিটি কোনো বড় ঝড় বা ভারী বৃষ্টি নয়, বরং এটি একটি শান্ত এবং মনোরম বৃষ্টি।

ইঁদুর কপালে - নিতান্ত মন্দভাগ্য।



ইঁদুরের জীবন নিরন্তর বিপদ ও দুর্দশার এক করুণ প্রতিচ্ছবি। ইঁদুরের প্রতি মানুষের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় না। যেখানে পায় সেখানে মারে। অথচ ইঁদুরের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রাণী আছে, যারা মানুষের এমন নিন্দা আর ঘৃণায় পতিত নয়। ভাগ্য খারাপ না হলে কি এমন হয়? ইঁদুর অনেক কষ্টে খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় আনে। কিন্তু সংগৃহীত খাদ্যের ওপর কোনো অধিকার থাকে না। মানুষ নিয়ে যায়। অন্য প্রাণী খেয়ে ফেলে। দেখুন, কপাল কত খারাপ। ইঁদুরকে সর্বদা লুকিয়ে থাকতে হয়। দেখামাত্র মারার জন্য মানুষ-বিড়াল তাড়া করে। যাতে খাদ্যসংগ্রহ করতে না পারে সেজন্য ঘরে আর দোকানপাটে বিড়াল পুষে। মারার জন্য ফাঁদ বসিয়ে রাখে। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছড়িয়ে দেয় যত্রতত্র। ঈগলেও খায়, সাপেও খায়। মানুষেও মারে আবার বিড়ালেও মারে। ইঁদুর পৃথিবীর প্রাণী, তবুও সবাই মনে করে পৃথিবীতে তার বাঁচার, থাকার, খাওয়ার অধিকার নেই। ইঁদুরের জীবনের এই করুণ পরিস্থিতিই 'ইঁদুর কপালে' বাগধারাটির জন্ম দিয়েছে। এই কারণেই 'ইঁদুর কপালে' বাগধারাটি দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যার ভাগ্য ইঁদুরের ভাগ্যের মতোই মন্দ এবং হতভাগ্য।

ইয়ারের টেক্কা - বন্ধু মহলের মধ্যে প্রধান।

ইয়ারের টেক্কা বাগধারার অর্থ হলো- বন্ধুমহলে সবচেয়ে প্রধান, প্রভাবশালী বা জনপ্রিয় ব্যক্তি। এখানে 'ইয়ার' শব্দটি ফারসি থেকে এসেছে, যার মানে বন্ধু, সহচর, সঙ্গী; আর 'টেক্কা' এসেছে তাস খেলার পরিভাষা থেকে, যার মানে সবচেয়ে বড় বা জোরালো তাস বা বা সবচেয়ে শক্তিশালী চিহ্ন। তাই ইয়ারের টেক্কা বলতে বোঝায় সেই বন্ধু, যিনি বাকিদের মধ্যে সেরা-চলনে, বলনে, সাহসে বা প্রভাবে। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে আড্ডা বা তরুণ সমাজের বন্ধুত্বপূর্ণ চক্রে এমন একজন থাকেই, যাকে সবাই মানে, অনুসরণ করে বা যার কথায় শেষ কথা হয়।

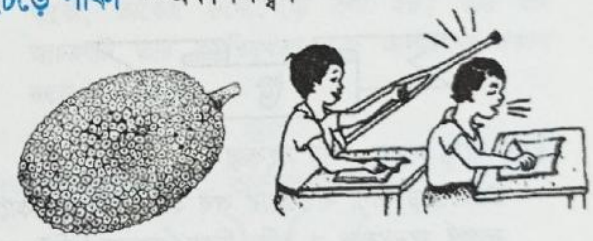
ইল্লতে কাণ্ড - নোংরা ব্যাপার।

ইল্লতে কাণ্ড বাগধারার অর্থ হলো- নোংরা, অপ্রীতিকর বা লজ্জাজনক ঘটনা, যা সমাজে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। 'ইল্লত' শব্দটি এসেছে আরবি থেকে, যার মানে দোষ, ব্যাধি বা চারিত্রিক ত্রুটি; আর 'কাণ্ড' মানে কোনো ঘটনা বা কাজ। দুই শব্দ মিলিয়ে বোঝায় এমন একটি ঘটনা, যা লুকানো, অশোভন বা অপমানজনক; যেমন অবৈধ সম্পর্ক, অনৈতিক কাজ বা সামাজিকভাবে লজ্জাজনক কিছু।

ইন্দ্রপতন - বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু।

'ইন্দ্রপতন' বাগধারার অর্থ হলো বিখ্যাত, প্রভাবশালী বা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির পতন বা মৃত্যু, বিশেষত যার অবস্থান ছিল সমাজে অত্যন্ত উচ্চে। ইন্দ্রঃ হিন্দু পুরাণমতে দেবরাজ, স্বর্গের অধিপতি-অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও শ্রদ্ধেয় অবস্থানে থাকা সত্ত্বা। পতনঃ পতন মানে পড়া, ধ্বংস, অবনতি বা মৃত্যু। "ইন্দ্রপতন" মানে দাঁড়ায়-স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের পতনের মতো এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির পতন, যা শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা ব্যবস্থার বা যুগের কাঁপুনি ডেকে আনে।

ইঁচড়ে পাকা - অকালপক্ব।



বাগধারা অর্থ

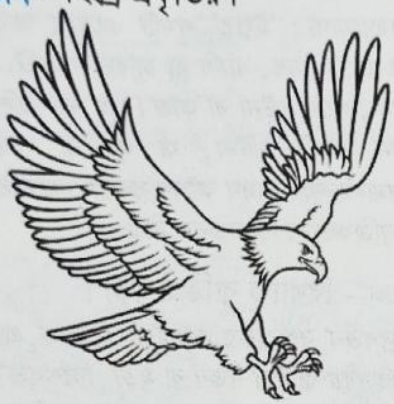
কাঁঠাল একটি বড় এবং মিষ্টি ফল। কাঁচা অবস্থায় কাঁঠালকে ইঁচড় বলা হয়। কাঁচা অবস্থায় তার কোনো স্বাদ থাকে না। ইঁচড়কে সাধারণত রান্না করে খাওয়া হয়। কিন্তু এই ইঁচড়কে যদি পাকানোর চেষ্টা করা হয়, তবে তা তার আসল স্বাদ এবং গুণগত মান হারায়। এটি অকালে পরিপক্ব হওয়ার এক প্রতীক। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো শিশু বা কিশোর বয়সের তুলনায় বেশি বুদ্ধি ও পরিপক্বতা দেখায়, তখন তাকে 'ইঁচড়ে পাকা' বলা হয়।

Educationblog24.com

ইয়ারবকশি - বন্ধুবান্ধব।

ইয়ারবকশি বাগধারার অর্থ বন্ধুবান্ধবের দল, কিংবা এমন পরিবেশ যেখানে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো হয়–আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া বা আলাপচারিতায় ভরা মিলনমেলা। ইয়ার অর্থ বন্ধু। বকশি (বা বখশি) অর্থ বণ্টন বা ভাগ করে দেওয়া। 'ইয়ারবকশি' মানে দাঁড়ায়–বন্ধুদের মাঝে বণ্টন করা বা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া আনন্দ। রূপকভাবে বোঝায় বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, আড্ডা, একসাথে সময় কাটানো।

ঈগল স্বভাব - হিংস্র প্রকৃতির।



ঈগল বিরাটাকার, শক্তিধর, দক্ষ শিকারি পাখি। অসাধারণ শক্তি, হিংস্রতা ও শিকার ধরার ক্ষিপ্রতার জন্য ঈগল বিখ্যাত। এ ঈগলের শক্তি এতই যে এরা ৩৪ কেজি ওজনের শিকার শূন্যে তুলে নিতে ও বহন করতে পারে। তাদের পায়ে ভীষণ শক্তি। নখগুলো এতটাই তীক্ষ্ণ যে, শিকার করা বস্তুকে মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে সক্ষম। ঈগলের এই হিংস্রতার জন্যই 'ঈগল স্বভাব' হিংস্র প্রকৃতির অর্থ প্রকাশ করে।

উ

উঠে পড়ে লাগা - দৃঢ় সংকল্প।

উঠে পড়ে লাগা বাগধারার অর্থ হলো- কোনো কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তি দিয়ে একদম নিবিষ্ট হয়ে লেগে যাওয়া, দৃঢ় সংকল্পে কাজ শুরু করা। 'উঠে' মানে শরীর ও মন প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে যাওয়া, মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করা, 'পড়ে' মানে কাজের মাঠে নামা বা বাস্তবে প্রয়োগে যাওয়া, আর 'লাগা' মানে জড়িয়ে পড়া বা আন্তরিকভাবে যুক্ত হওয়া। এই তিনটি অংশ একসাথে বোঝায়–আর দেরি নয়, এখনই কাজে নামো এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকো।

উনিশ-বিশ - সামান্য পার্থক্য।

'উনিশ-বিশ' বাগধারাটির অর্থ - সামান্য পার্থক্য বা তফাৎ, যা সংখ্যাগত বা গুণগত দিক থেকে খুবই নগণ্য। এটি সাধারণত এমন অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে দুটি বিষয় প্রায় একই হলেও অল্প একটু তারতম্য রয়েছে। 'উনিশ' মানে ১৯, অর্থাৎ কুড়ির চেয়ে এক কম। 'বিশ' মানে ২০, পরের ধাপের পূর্ণ সংখ্যা। এই দুটি পরপর থাকা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়- একটুর জন্য ফারাক, খুবই সামান্য ব্যবধান; যা হয়তো তেমন বড় নয়, কিন্তু নজরে পড়ে।

উভয় সংকট - দু-দিকেই বিপদ।

'উভয় সংকট' বাগধারার অর্থ হলো–দুই দিক থেকে বিপদের মুখে পড়া, এমন একটি জটিল পরিস্থিতি যেখানে যেদিকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, কোনো না কোনো ক্ষতি হবেই। 'উভয়' মানে দুইটি পক্ষ বা দিক, আর 'সংকট' মানে বিপদ বা সমস্যাজনক অবস্থা। এই দুই শব্দ মিলে বোঝায়–একইসঙ্গে দুই বিপদের মাঝে আটকে পড়া।

উর্জস্বল - বলবান।

উর্জস্বল শব্দের অর্থ হলো- শক্তিতে পূর্ণ, বলবান বা তেজস্বী। এটি এসেছে সংস্কৃত 'উর্জা' থেকে, যার মানে শক্তি বা বল, আর 'স্বল' মানে পরিপূর্ণ বা ভরা। ফলে 'উর্জস্বল' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়- যে শক্তিতে পূর্ণ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা বস্তু বলশালী, দৃঢ়, তেজস্বী বা প্রভাবশালী।

উড়ু উড়ু করা - অস্থির।

'উড়ু উড়ু করা' বাগধারার অর্থ হলো- মন অস্থির হয়ে থাকা বা চঞ্চলতার অনুভব, যেন মনটা কিছু একটা ঘটার আগে আগে উড়ে যেতে চাইছে। 'উড়ু' শব্দটি এসেছে 'উড়া' ক্রিয়ার অনুকৃতি থেকে, যা পাখির ডানা ঝাপটানোর মতো হালকা, দুলে ওঠা, অস্থির চলাচল বোঝায়, আর তা পুনরুক্ত হয়ে 'উড়ু উড়ু' হয়ে বোঝায়–মন বারবার একদিকে টানছে বা স্থির থাকতে পারছে না। এই বাগধারাটি সাধারণত এমন আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়, যখন কেউ খুব অপেক্ষায় থাকে, উত্তেজিত থাকে বা আগাম কোনো ঘটনা নিয়ে মনের ভেতরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

উচ্ছন্নে যাওয়া - অধঃপাতে যাওয়া।

'উচ্ছন্নে যাওয়া' বাগধারার অর্থ হলো নৈতিক বা সামাজিকভাবে অধঃপতনের দিকে যাওয়া। 'উচ্ছন্ন' এসেছে সংস্কৃত 'উৎ + শৃণ' ধাতু থেকে, যার অর্থ মূলত 'উপরে উঠে ছড়িয়ে যাওয়া' বা 'সীমার বাইরে চলে যাওয়া'; আর 'যাওয়া' মানে সেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কার্য। ফলে 'উচ্ছন্নে যাওয়া' মানে দাঁড়ায় - সীমা বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া, অর্থাৎ শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া। বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কৃতিতে নৈতিক শৃঙ্খলা, পারিবারিক রীতি ও সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তাই যখন কেউ সেগুলো উপেক্ষা করে অবাধ্য বা চরিত্রচ্যুত হয়, তখন তাকে বলা হয় - উচ্ছন্নে গেছে।

Educationblog24.com

উজুবাট - সোজা রাস্তা।



'উজুবাট' বাগধারার অর্থ হলো সরল, বাঁকহীন ও বাধাহীন পথ, যেখানে 'উজু' বাংলা লোকজ শব্দ, যার মূল অর্থ সোজা, সরাসরি, বা বাঁকহীন। আর 'বাট' মানে রাস্তা বা পথ–গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে কাঁচা মাটির পথ ছিল চলাচলের প্রধান মাধ্যম, এবং পাহাড়-জঙ্গল, বাঁশঝাড় বা পুকুরঘাট ঘুরে পথ গেলে তা হতো কষ্টকর, আর যেটা সোজা মাঠ বা চরের ভেতর দিয়ে যেত, সেটাকেই বলা হতো উজুবাট। 'উজুবাটে চল' অর্থাৎ সহজ-সরলভাবে চল বা সত্য পথে থাকো।

উদো

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে - একের অপরাধে অপরকে দায়ী করা।



উদোর একটি ছবি সুকুমার বাবু তার বইতে নিজেই এঁকে গেছেন কিন্তু বুধোর ছবি আঁকেননি।

বাংলা উদো শব্দের অর্থ: নির্বোধ, হাবাগোবা, বোকা, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অলস, অকর্মা। হিন্দি বুদ্ধু অর্থ: বোকা, মূর্খ। বুধো, বুদ্ধু শব্দের আঞ্চলিক রূপ। যার অর্থ: বোকা, মূর্খ প্রভৃতি। পিণ্ডি শব্দের প্রাসঙ্গিক আলংকারিক অর্থ: দোষ, কাজ, দেহ। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' - এক বোকার দোষ অন্য বোকার ঘাড়ে চাপানো। আলংকারিক অর্থ: একজনের দোষ অন্য জনের ওপর আরোপ করা।

সুকুমার রায়ের লেখা 'হযবরল' গল্পের দুটি চরিত্রের নাম উদো ও বুধো। গল্পের অন্য একটি চরিত্রের নাম কাকেশ্বর কুচকুচে। একদা কাক বুধোর সাথে হিসেবনিকেশ করছিল। তক্ষুণি এই উদোর আবির্ভাব হয়। উদো এই কাকেশ্বরকে তার কোনো এক বিশেষ হিসেবের দায়িত্ব দিয়েছে। হিসেব নিয়ে কথোপকথনের মাঝে উদো ও বুধোর মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো। একে অন্যের ঘাড়ে উঠে তারা এক অর্থহীন হাতাহাতিতে মেতে উঠলো। একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকে। তখনই প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হয়, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

উদোমাদা - বোকা।

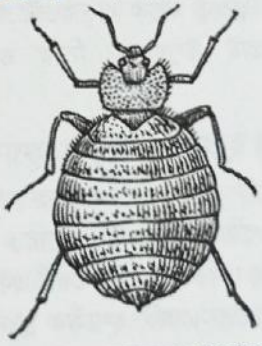
'উদোমাদা' বাগধারার অর্থ হলো বোকা, ভাবনায় ফাঁপা, হালকা মাথার লোক, যে কথা বা কাজের গভীরতা না বুঝেই আচরণ করে। উদো: মানে ফাঁকা, খালি বা উন্মুক্ত (যেমন- উদোম গা = খোলা শরীর)। মাদা: লোকজ উচ্চারণে মাথা–বুদ্ধি বা চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে বোঝায়। তাই 'উদোমাদা' মানে দাঁড়ায়–ফাঁপা মাথার লোক, অর্থাৎ যার মাথায় (চিন্তায়) কিছু নেই। অর্থাৎ যার মধ্যে চিন্তা, বিচক্ষণতা বা বোঝার ক্ষমতা নেই। বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে এমন লোককে বলা হয় যে না বুঝে কথা বলে, প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে হাসে, বা গুরুত্ব না বুঝে শিশুতোষ আচরণ করে।

উদোগেঁড়ে - আলসে, অকর্মণ্য।

উদো অর্থ নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন; হাবাগোবা; অলস বা অকর্মণ্য। আর 'গেঁড়ে' মানে হলো অটল হয়ে বসা বা কোনো এক জায়গায় শক্ত হয়ে বসে থাকা। এই বাগধারার মূল ধারণাটি হলো, যে ব্যক্তি নির্বোধ বা কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়ার কারণে কোনো কাজ করে না এবং অলসভাবে এক জায়গায় অটল বা শক্ত হয়ে বসে থাকে, তাকেই উদোগেঁড়ে বলা হয়। তার এই আচরণটি তার কর্মবিমুখতা এবং আলস্যকে প্রকাশ করে।

উপ

উপোসি ছারপোকা - অভাবগ্রস্ত লোক।

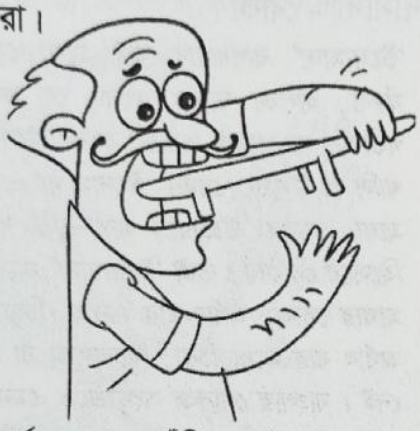


ছারপোকা হচ্ছে এক জাতের পোকা যারা খাদ্য হিসেবে মানুষের রক্ত গ্রহণ করে। পুরোপুরি নিশাচর না হলেও ছারপোকা সাধারণত রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং মানুষের অগোচরে রক্ত চুষে নেয়। তাই বলে যে দিনের বেলায় কামড়াবে না এমন না। পৃথিবীতে এত মানুষ

Educationblog24.com

থাকা সত্ত্বেও রক্তচোষা এই প্রাণী যদি উপোস থাকে তবে ধরে নিতে হবে সে চেষ্টা করেও তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে নি অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সে অভাবগ্রস্ত। তাই উপোসি ছারপোকা দিয়ে - অনাহারক্লিষ্ট লোক, অভাবগ্রস্ত লোক, অনাহারী বা অভাবী ব্যক্তি, অনেক ক্ষুধার্ত ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা - অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা।



উপরোধ অর্থ অনুরোধ। ঢেঁকি হলো ধান ভানার জন্য ব্যবহৃত একটি ভারী ও বিশাল যন্ত্র। একটি বিশাল ঢেঁকি গিলে ফেলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কারণ এটি একটি যন্ত্র এবং এটি মানুষের খাদ্যের অংশ নয়। এই কাজটি যেমন শারীরিক দিক থেকে বেদনাদায়ক, তেমনি মানসিকভাবেও অপ্রীতিকর। যখন কোনো ব্যক্তি কারো অনুরোধে এমন একটি কাজ করতে বাধ্য হয়, যা তার কাছে ঢেঁকি গিলে ফেলার মতোই অপ্রীতিকর এবং কষ্টকর, তখন সেই অবস্থাকে 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা' বলা হয়।

উলু

উলুখাগড়া - গুরুত্বহীন লোক।

উলু এক ধরনের খড়, আর খাগড়া হলো একরকম বড় ঘাস বা শর। ধান গাছ শুকানোর পর তা খড় হয় এবং তার ততটা গুরুত্ব থাকে না, যতটা থাকে ধান থাকা অবস্থায়। তাই উলুখাগড়া দিয়ে গুরুত্বহীন লোক বুঝায়।

উলু বনে মুক্তো ছড়ানো - অপাত্রে মূল্যবান কিছু প্রদান।

উলু বন: এটি হলো এক ধরনের আগাছার বন, যা সাধারণত পতিত জমিতে জন্মায়। মুক্তো একটি মূল্যবান এবং দুর্লভ রত্ন। যদি কেউ এই মূল্যবান রত্নটি উলু বনের মতো একটি মূল্যহীন স্থানে ছড়িয়ে দেয়, তবে তা থেকে কোনো লাভ হয় না। মুক্তো সেখানে হারিয়ে যায় এবং তা কোনো কাজে লাগে না। যখন কোনো ব্যক্তি তার জ্ঞান, উপদেশ, অর্থ বা কোনো মূল্যবান বস্তু এমন কাউকে দেয়, যে তার মূল্য বোঝে না বা তার যোগ্য নয়, তখন সেই কাজটি 'উলু বনে মুক্তো ছড়ানো' বলে বিবেচিত হয়। এটি দিয়ে সে অপব্যয়কে বোঝানো হয়, যা কোনো সার্থক ফল দে না।

উড়ে এসে জুড়ে বসা - হঠাৎ উপস্থিত হওয়া অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা দখল করা।

'উড়ে এসে জুড়ে বসা' বাগধারার অর্থ এমন কেউ, কোনো ভূমিকা বা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে এ কোনো জায়গা বা সুযোগ দখল করে নেয়। 'উ এসে' মানে হঠাৎ বা উড়ে এসে উপস্থিত হওয়া- যেমন পাখি বা পতঙ্গ হঠাৎ এসে কোথাও বসে প আর 'জুড়ে বসা' মানে জমিয়ে বসে পড়া, জায়গা দ করে নেওয়া বা স্থায়ী ভঙ্গিতে বসা; ফলে বাগধারাটি বোঝায়- অপ্রত্যাশিতভাবে, পরিশ্রম ছা কেউ এসে সুবিধাজনক জায়গায় স্থায়ী হয়ে যাওয়া বাংলার সামাজিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যখন বাইরের লোক হয়েও হঠাৎ পরিবার, জমি, পদের দাবিদার হয়ে বসত, তখন তাকে এই বাগধারায় ব করা হতো।

উড়

উড়ো চিঠি - বেনামি পত্র।



উড়ো অর্থ ওড়া বা উড়ে আসা। চিঠি: মানে প উড়ো চিঠি মানে উড়ে আসা পত্র। আধুনি যোগাযোগব্যবস্থা (ফোন, ইমেইল, মেসেজিং) আ আগে সমাজে বার্তা পাঠানোর প্রধান মাধ্যম ছিল হা লেখা চিঠি। সাধারণত প্রত্যেক চিঠির শুরু বা শে প্রেরকের নাম, ঠিকানা এবং স্বাক্ষর থাকত। কোনো কোনো সময় ব্যক্তিগত ভয়, প্রতিশোধ গোপনীয়তার কারণে অনেকে চিঠিতে নাম উল্লেখ ক না। সমাজে বিভিন্ন সময়ে হুমকি দেওয়া, নি রটানো, কিংবা গোপনে তথ্য জানানো উদ্দেশ্যে বেনা চিঠি পাঠানো হতো। এই চিঠির উৎস বা প্রেরক খ যেত না, মনে করা হতো চিঠিটি যেন 'উড়ে' এসেছে একে বলা হতো 'উড়ো চিঠি'।

Educationblog24.com

উড়ো কথা - গুজব।

কোনো কথা যখন বাতাসে উড়ে বেড়ায়, তখন তার কোনো নির্দিষ্ট উৎস থাকে না। এই কথাগুলো কোনো সত্যতা বহন করে না, বরং এটি একটি গুজব বা মিথ্যা। এই কথাগুলো বাতাসে উড়ে উড়ে এক মুখ থেকে অন্য মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে, এই কথাগুলোকে 'উড়ো কথা' বলে অভিহিত করা হয়।

উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী / উচ্ছৃঙ্খল।

উড়ন অর্থ ওড়া বা উড়ে চলা বা উড়ানো, অপব্যয় করা। চণ্ডী হলো হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রুদ্র রূপ, যিনি ক্রোধ এবং ধ্বংসের প্রতীক। এই বাগধারাটির মূল ভিত্তি হলো চণ্ডী দেবীর সেই রূপ, যা ক্রোধে উন্মত্ত এবং নিয়ন্ত্রণহীন। যখন কোনো ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ, সময় বা জীবনকে রাগে আর ক্রোধে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই উড়িয়ে দেয়, তখন সেই অবস্থাকে 'উড়নচণ্ডী' বলা হয়।

উজানের কৈ - সহজলভ্য।



উজান অর্থ - স্রোতের প্রতিকূল বা বিপরীত দিক; জোয়ার। বর্ষাকালে পুকুরে পানি ঢুকতে থাকলে পুকুরের দিকে একপ্রকার স্রোত তৈরি হয়। আর সেই স্রোতের বিপরীতে মাছগুলো সাধারণত কৈ মাছ পানি বেয়ে বের হয়ে আসতে চায়। তখন মাছগুলো ধরা খুবই সহজ হয়ে যায়। তাই উজানের কৈ বা উজানের মাছ দিয়ে সহজলভ্য অর্থ প্রকাশ করে।





উত্তম মধ্যম - পিটুনি/ বেদম প্রহার।



উত্তম মানে সবচেয়ে ভালো বা শ্রেষ্ঠ বা বেশি। মধ্যম অর্থ মাঝারি বা মাঝামাঝি। প্রাচীন সমাজে অপরাধ দমন বা অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শারীরিক শাস্তি প্রচলিত ছিল। ছোট অপরাধে মাঝারি শাস্তি (মধ্যম), বড় অপরাধে কঠিন শাস্তি (উত্তম) দেওয়া হতো। কোনো ব্যক্তিকে যদি গুরুতরভাবে দমন করতে হতো তবে তাকে একসঙ্গে উভয় প্রকার শাস্তি দেওয়া হতো – একে বলা হতো 'উত্তম-মধ্যম'। শিক্ষালয় ও গ্রামীণ সংস্কৃতিতে, শারীরিক প্রহার ছিল শিক্ষানুশাসনের সাধারণ অংশ। গুরু বা শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রকে 'উত্তম-মধ্যম শাস্তি' দিতেন।

ঊ

ঊর্মিমালী - সমুদ্র।

'ঊর্মিমালী' শব্দটি এসেছে দুটি অংশে 'ঊর্মি' মানে তরঙ্গ বা ঢেউ, আর 'মালী' মানে মালা পরিধানকারী বা মালাধারী (যেমন: ফুলের মালা পরা কেউ); ফলে 'ঊর্মিমালী' মানে দাঁড়ায় তরঙ্গের মালা ধারণকারী এক বিশাল সত্তা, অর্থাৎ যার শরীর জুড়ে ঢেউ মালার মতো ওঠানামা করে– আর একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই এই রূপ মেলে।

ঊন

ঊনপাঁজুরে - হতভাগ্য / অপদার্থ / দুর্বল।

ঊনপাঁজুরে বাগধারার অর্থ - হতভাগ্য, দুর্বল, অপদার্থ বা অক্ষম ব্যক্তি। এটি এমন কাউকে বোঝাতে বলা হয়, যার শারীরিক বা মানসিক বল কম, কাজের যোগ্যতা নেই, অথবা ভাগ্যের ফেরে বারবার ব্যর্থ হয়। ঊন - এক বা কিছু কম। পাঁজুরে - পাঁজরের মতো, শরীরের গঠন বা কাঠামোর সাথে যুক্ত। 'ঊনপাঁজুরে' - যার পাঁজর কম বা অসম্পূর্ণ অর্থাৎ দুর্বল গঠনের ব্যক্তি, রূপকে বোঝায় অসুস্থ, অপদার্থ, কিংবা ভাগ্যহীন মানুষ।

Educationblog24.com

ঊনকোটি চৌষট্টি - প্রায় সম্পূর্ণ।



'ঊনকোটি চৌষট্টি' বাগধারার অর্থ – প্রায় সম্পূর্ণ, একেবারে কাছাকাছি পূর্ণসংখ্যা। এটি এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়, যখন কোনো কিছু একেবারে পূর্ণ হয়নি, কিন্তু খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। 'ঊন' মানে এক কম, 'কোটি' মানে দশ লক্ষ এবং 'চৌষট্টি' মানে ৬৪–সব মিলিয়ে বোঝায় এক কোটি থেকে মাত্র ৬৪ কম, অর্থাৎ পূর্ণতার একেবারে কাছাকাছি; এই বাগধারার মূল পাওয়া যায় ত্রিপুরা রাজ্যের ঊনকোটি নামক এক ঐতিহাসিক স্থানের সঙ্গে, যেখানে শিবের এক কোটি গাণ (অনুচর) নিয়ে এক গল্প প্রচলিত আছে। কিংবদন্তি অনুযায়ী, শিব বলেছিলেন – সবাই যদি ভোরে উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে তারা স্বর্গে যাবে। কিন্তু এক কোটি গাণের মধ্যে একজন ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে বাকি সবাই ঊনকোটি, অর্থাৎ এক কোটি থেকে একজন কম – এই পৌরাণিক গণনার কারণে ঊনকোটি শব্দটি 'এক কম' বোঝাতে শুরু করে।

ঊনপঞ্চাশ বায়ু - পাগলামি।



ঊন আর পঞ্চাশ শব্দের সমন্বয়ে ঊনপঞ্চাশ বায়ু পদের সৃষ্টি। ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত 'মরুৎগণ' হলেন ঝঞ্ঝার দেবতাদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এরা সংখ্যায় ঊনপঞ্চাশজন, অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ। মরুৎ ও বায়ু সমার্থক করে বাংলায় ঊনপঞ্চাশবায়ু কথাটির ব্যবহার হয়। ঊনপঞ্চাশজন ঝঞ্ঝার দেবতা একসঙ্গে কোনো কাজে বা কোনো কিছু করতে গেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতো। তাঁরা কাজ করার সময় করেই সেত ভালোমন্দ, ক্ষতি-লাভ কিছুই চিন্তা করত না। কারও মাথায় ভয়ানক গণ্ডগোল হলে, মেজাজ বিগড়ে গেলে কোনো কারণে সেও 'ঊনপঞ্চাশ মরুৎ' এর মতো ভয়ানক কর্মকাণ্ড শুরু করে দিতে পারে। এজন্য কারও মাথায় ভয়ানক গণ্ডগোল বুঝাতে 'ঊনপঞ্চাশবায়ু চড়েছে' কথাটির ব্যবহার করা হতো। যা আস্তে আস্তে পাগলামি অর্থ ধারণ করে। কারণ এমন বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ড কোনো পাগল ছাড়া কেউ তো করতে পারে না।

এ

এসপার-ওসপার - চূড়ান্ত মীমাংসা।

এসপার মানে এই পার অর্থাৎ এই দিক/এই তীর। ওসপার মানে ওই পার অর্থাৎ ওই দিক/অপর তীর। বাংলা সমাজে নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতীক। নদী পারাপারের সময় মানুষকে ঠিক করতে হতো–সে এপারে থাকবে, নাকি ওপারে যাবে। মাঝনদীতে অনিশ্চয়তা বা দোদুল্যমানতা চলতো না। তাই 'এসপার-ওসপার' বলতে বোঝানো হয়েছে–কোনো একদিকে চূড়ান্তভাবে পৌঁছে যাওয়া।

এঁড়ে তর্ক - যুক্তিহীন তর্ক।

'এঁড়ে' মানে অল্প বয়সের বাছুর বা অপরিণত, বেপরোয়া প্রাণী–রূপকভাবে বোঝায় অবোধ, অপরিপক্ব বা জেদি মানুষকে, আর 'তর্ক' মানে মতভেদ, আলোচনা বা বিতর্ক; গ্রামীণ জীবনে এঁড়ে গরু যেমন অকারণে ঝাঁপাঝাঁপি বা লড়াই করে, তেমনি কিছু মানুষ যুক্তি ছাড়া শুধু জেদের বশে অপ্রয়োজনীয় তর্ক করে–এই বাস্তবতা থেকেই "এঁড়ে তর্ক" বাগধারার জন্ম, যা সমাজে যুক্তিবিচারহীন জেদি ও অবোধ তর্কের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এল

এলাহি কাণ্ড - বিরাট আয়োজন।

'এলাহি কাণ্ড' একটি বহুল প্রচলিত বাংলা বাগধারা, যার অর্থ– বিরাট, জাঁকজমকপূর্ণ ও অতিরঞ্জিত আয়োজন বা ঘটনা। এলাহি: এসেছে আরবি শব্দ 'ইলাহী' যার অর্থ ঈশ্বরীয়, রাজকীয়। 'কাণ্ড' মানে ঘটনা, কার্য বা কর্ম। 'এলাহি কাণ্ড' হলো এমন ঘটনা বা আয়োজন, যা অসাধারণ, রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ বা অত্যধিক আকর্ষণীয়। এই বাগধারার উৎপত্তি মুঘল যুগের রাজকীয় সংস্কৃতির প্রভাব থেকে। মুঘল বাদশাহদের রাজসভা, বিয়ে, উৎসব, সৈন্য সমাবেশ– এসবই ছিল বিশাল, বাহারী ও ব্যয়বহুল। সাধারণ মানুষ এই রাজকীয়তার কথা বলতে গিয়ে বলত 'এলাহি আয়োজন' বা 'এলাহি কাণ্ড'- মানে ঈশ্বরীয় বা রাজকীয়

Educationblog24.com

কাণ্ড, যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। কালক্রমে, এটি বাগধারায় রূপ নেয়। এরপর সাধারণভাবে যেকোনো বড়সড় আয়োজন, অতিরিক্ত সাজগোজ, কিংবা বিশাল বিশৃঙ্খলা বোঝাতেই 'এলাহি কাণ্ড' বলা হতে থাকে।

এলেবেলে - নিকৃষ্ট।

এলেবেলে বাগধারার অর্থ নিকৃষ্ট, তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন কিছু, যা সহজেই অবহেলার যোগ্য। এই শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক উৎস থেকে না এলেও ধ্বনিগত পুনরুক্তি বা উচ্চারণভিত্তিক অভিব্যক্তি হিসেবে গঠিত, যার শব্দতালেই থাকে ছন্নছাড়া, অগোছালো ও হালকা ভাব। অনেকটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য বোঝাতে বলা হয় 'এলেবেলে কাজ'; মানে- যা কোনো গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য না। অর্থাৎ যা ছেঁড়া-কাঁটা, গোঁজামিল, গরিবি কায়দায় করা বা গুরুত্বহীন।

এলোপাতাড়ি - বিশৃঙ্খলা।

"এলোপাতাড়ি" বাগধারার অর্থ হলো বিশৃঙ্খল, গুছনোহীন বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এক অবস্থান, যেখানে কোনো নিয়ম, ছন্দ বা পরিকল্পনার বালাই নেই; এখানে 'এলো' মানে এলোমেলোভাবে, আর পাতাড়ি: এটি 'পাতা' শব্দের সঙ্গে লোকজ সংযুক্তি–'পাতা' অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া বা বিছানো (যেমন: বিছানা পাতা)। গ্রামীণ বাংলায় বিছানা, জামাকাপড় বা বাজারের জিনিস যদি গুছিয়ে না রাখা হয়, তাহলে তা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই "এলোপাতাড়ি" শব্দটির জন্ম।

এক

এক চোখা - পক্ষপাত দুষ্ট।

"এক চোখা" বাগধারার অর্থ হলো পক্ষপাতদুষ্ট, একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি, যে কেবল নিজের পছন্দ বা স্বার্থ দেখে, অন্য দিকটি একেবারে অগ্রাহ্য করে। "এক চোখা" শব্দে 'এক' অর্থ একটিমাত্র, আর 'চোখা' মানে চোখ বা দৃষ্টি; ফলে "এক চোখা" মানে হয় যার শুধু একটি চোখ কাজ করে, অর্থাৎ সে অর্ধসত্য বা একতরফা দৃষ্টিতে বিচার করে। অর্থাৎ যে দুই চোখ দিয়ে সমানভাবে দেখে না, বরং এক চোখ দিয়ে কেবল নিজের সুবিধামতো দিকটাই দেখে;

এক যাত্রায় পৃথক ফল - একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি।

দুটি ভিন্ন ব্যক্তি যখন একই ধরনের পথ বা কাজ অনুসরণ করে, তখন তাদের ফলাফল সবসময় একই হয় না। একজন সফল হতে পারে, আর অন্যজন ব্যর্থ হতে পারে। একজনের জীবনে ভালো কিছু ঘটতে পারে, আর অন্যজনের জীবনে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। এই ভিন্ন ফলাফলটি তাদের নিজস্ব ভাগ্য, কর্ম এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো কাজের ফল তার নিজের ইচ্ছেমতো না পায়, তখন তার এই অবস্থাকে 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' বলে অভিহিত করা হয়।

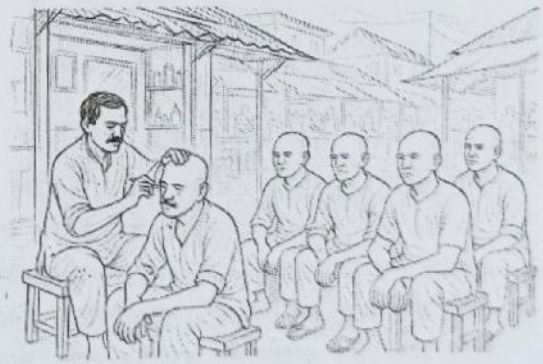
এক কথার মানুষ - দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি।

আমাদের সমাজে কথা এবং প্রতিজ্ঞাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কথা দেয়, তখন তার সেই কথাকে একটি প্রতিজ্ঞা হিসেবে দেখা হয়। যদি সেই ব্যক্তি তার কথা রাখতে পারে, তবে তার সম্মান এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সে তার কথা না রাখতে পারে, তবে তার সম্মান নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি তার কথা রাখে, তাকে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। একবার কোনো কথা দিলে তা থেকে সরে না আসাকে দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। অর্থাৎ যার কথায় ও কাজে মিল থাকে।

এক গোয়ালের গরু - একই শ্রেণিভুক্ত।

প্রাচীন গ্রামীণ সমাজে, কৃষকরা তাদের গরুদের একই গোয়ালে রাখত। তাই এই গরুদের খাদ্যাভ্যাস, সেবাযত্ন, স্বভাব এবং আচরণ প্রায় একই রকম হতো। তারা একই ধরনের পরিবেশে থাকত, একই খাবার খেত এবং তাদের জীবনযাত্রা একই রকম ছিল। এই কারণে, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য বা ভিন্নতা ছিল না।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো - একই দলভুক্ত।



এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো বাগধারার অর্থ হলো- সবাই একই দলের বা একই স্বভাবের মানুষ, যদিও দেখায় আলাদা মনে হয়। এখানে 'ক্ষুর' মানে একটি ধারালো ছুরি বা ক্ষৌর, যেটি দিয়ে সবাইকে একইভাবে মাথা ন্যাড়া করা হয়, আর 'মাথা মুড়ানো' মানে মাথার চুল সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া বা ন্যাড়া করা, যা একধরনের চিহ্ন বা সমতা বোঝায়; তাই 'এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো' বোঝায়- সবার রূপ আলাদা মনে হলেও, মূল স্বভাব বা আচরণে সবাই একই, কারণ সবাই একই ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছে অর্থাৎ একই চিন্তা, উদ্দেশ্য বা দলে রয়েছে।

Educationblog24.com

এক ডাকের পথ - নিকটবর্তী।

ডাকহরকরা যখন পত্রাদি দিতে যায় তখন মাঝেমধ্যে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব অনেক হতে পারে, কিন্তু যদি একই রাস্তায় বা পথে ডাক পৌঁছে দেওয়ার বাড়িগুলো হয় তবে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি একটা হবে না। অনতিদূর, খুব অল্প পথ, নিকট, কাছাকাছি।

এক হাত লওয়া - জব্দ করা।

এক হাত লওয়া বাগধারাটির অর্থ হলো- কাউকে কড়াভাবে শাসন করা, জব্দ করা বা শক্তভাবে মোকাবিলা করা। এই বাগধারাটি সাধারণত প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে তার দাপট বা অশোভন আচরণ নিয়ন্ত্রণে আনাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'এক হাত' দিয়ে প্রতীকীভাবে বোঝায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা একতরফা শক্তি প্রয়োগ। 'লওয়া' মানে ধরা, নিয়ন্ত্রণে নেওয়া বা কড়া প্রতিক্রিয়া দেখানো। এইভাবে 'এক হাত লওয়া' মানে দাঁড়ায়-একচেটিয়া শক্তিতে কাউকে দমন বা শায়েস্তা করা, যেন নিজের হাতে তাকে ধরেই ফেলেছি।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা - এক প্রচেষ্টায় দুই ফল। দুদিকে লাভবান।



'এক ঢিলে দুই পাখি মারা' বাগধারার অর্থ হলো একবারে দুইটা লাভ - এক কাজেই দুই ফল পাওয়া। এখানে ঢিল মানে ছোড়া পাথর, আর পাখি মারা মানে লক্ষ্যভেদ করে ফল পাওয়া; পুরনো দিনে ঢিল ছুড়ে পাখি মারা ছিল একধরনের দক্ষতার কাজ, আর যদি এক ঢিলে দুই পাখি মারা যেত, তবে সেটা হতো বুদ্ধির বড় দৃষ্টান্ত। সেখান থেকেই এই বাগধারাটি এসেছে, যা বোঝায় একটি চেষ্টা বা কৌশলে একসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য সফল হওয়া, এবং এইভাবে এটি বাংলার কৌশলী, সময় বাঁচানো ও ফলপ্রসূ চিন্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

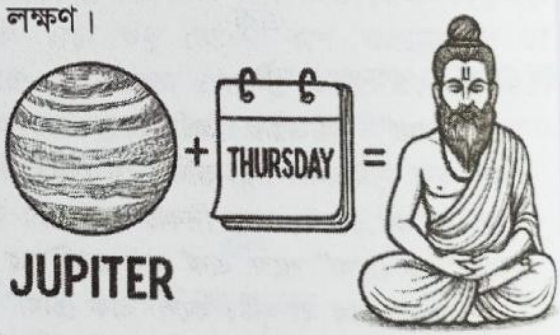
এক বনে দুই বাঘ - প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

'এক বনে দুই বাঘ' বাগধারার অর্থ হলো-একই জায়গায় দুইজন প্রভাবশালী, শক্তিশালী বা কর্তৃত্বপ্রবণ ব্যক্তি একসঙ্গে টিকতে পারে না, কারণ তারা একে অপরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এখানে 'বন' মানে জঙ্গল বা ক্ষেত্র (প্রতীকীভাবে একটি স্থান বা ক্ষেত্রবিশেষ); আর 'বাঘ' হলো ক্ষমতাধর ও একক কর্তৃত্বে অভ্যস্ত প্রাণী। প্রকৃতিতেও একটি বাঘ তার এলাকায় অন্য বাঘকে সহ্য করে না; সেই বাস্তবতা থেকেই এই বাগধারার জন্ম। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, যখন দুইজন নেতা, প্রতিদ্বন্দ্বী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি একই জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, তখন তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে-আর তখনই বলা হয়, এ তো এক বনে দুই বাঘ।

এক মাঘে শীত যায় না - বিপদ বার বার আসে।

'এক মাঘে শীত যায় না' বাগধারার অর্থ হলো একবার বিপদ কাটলে সব শেষ হয়ে যায় না, ভবিষ্যতে তা আবারও ফিরে আসতে পারে-যেমন মাঘ মাসে শীত আসে, আবার বছর ঘুরে মাঘ মাস এলে ফের শীত আসে; এখানে 'এক মাঘ' মানে শীতের একটি সময়কাল, আর 'শীত যায় না' মানে তার প্রভাব শুধু ওই সময়েই শেষ নয়-বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজে মাঘ মাসের তীব্র শীত অভিজ্ঞতায় জানা ছিল, এবং বোঝা যেত যে শীত শুধু একবার নয়, বারবার ফিরে আসে; এই বাস্তবতা থেকেই বাগধারাটি তৈরি হয়, যা রূপকভাবে বোঝায়-জীবনের কষ্ট, বিপদ বা দুর্যোগ একবার এলেই মিটে যায় না, বরং তা ফিরে ফিরে আসে, তাই প্রস্তুতি, ধৈর্য ও স্থায়িত্ব প্রয়োজন বিপদ মোকাবিলায়।

একাদশে বৃহস্পতি - মহাসৌভাগ্য/ সৌভাগ্যের লক্ষণ।



'একাদশে বৃহস্পতি' বাগধারার অর্থ হলো এমন এক মহাসৌভাগ্যের সময়, যখন ব্যক্তি একসঙ্গে দুদিক থেকে লাভবান হয়, আর চারপাশে অনুকূলতা ও সফলতা ঘিরে থাকে; এখানে 'একাদশী' হলো হিন্দু ধর্মে পবিত্র ও শুভ তিথি, যা উপবাস ও ব্রতের দিন হিসেবে মান্য, আর 'বৃহস্পতি' হলো বৃহস্পতি গ্রহ বা বৃহস্পতিবার-জ্যোতিষ মতে জ্ঞান, ধর্ম ও সৌভাগ্যের প্রতীক; যখন একাদশী তিথি বৃহস্পতি বার পড়ে, তখন ধর্মীয় বিশ্বাসে তা অত্যন্ত শুভ বলে ধরা হয়-এই যুগ্ম শুভতার ধারণা থেকেই বাগধারাটি তৈরি, যা রূপক অর্থে এমন পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যখন সৌভাগ্য একেবারে চূড়ায় পৌঁছে যায় এবং ব্যক্তি সময়, সুযোগ ও ফলাফল-সবদিক থেকেই লাভবান হয়।

Educationblog24.com

ও

ওষুধ

ওষুধ পড়া - সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া।

'ওষুধ পড়া' বাগধারার অর্থ হলো কোনো সমস্যার বিরুদ্ধে সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেখানে 'ওষুধ' মানে রোগ সারানোর প্রতিকার বা সমাধানকারী উপাদান, আর 'পড়া' মানে প্রয়োগ হওয়া বা কার্যকর হওয়া: বাংলার সংস্কৃতিতে যখন শরীরের রোগে সঠিক ওষুধ প্রয়োগে রোগ ভালো হয়, তখন বলা হয় 'ওষুধ পড়েছে'–এই বাস্তবতা থেকে রূপকভাবে সমাজে কোনো ব্যক্তির খারাপ আচরণের প্রতিকার বা কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াকেও 'ওষুধ পড়া' বলা হয়, যা বোঝায় এবার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ফল দেখা যাচ্ছে।

ওষুধ ধরা - প্রার্থিত ফল পাওয়া।

'ওষুধ ধরা' বাগধারার অর্থ হলো প্রার্থিত বা প্রত্যাশিত ফল পাওয়া, যেখানে 'ওষুধ' মানে সমস্যার প্রতিকার বা ফলদায়ক উপায়, আর 'ধরা' মানে কাজ করা বা প্রতিক্রিয়া দেওয়া; বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যখন অসুস্থ ব্যক্তির দেওয়া ওষুধে উপশম হয়, তখন বলা হয় 'ওষুধ ধরেছে'–এই বিশ্বাস থেকে বাগধারাটি রূপ নেয়, যা রূপকভাবে বোঝায় কোনো চেষ্টা, শাস্তি বা ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেছে, অর্থাৎ যা করা হয়েছিল, তা সফলভাবে কার্যকর হয়েছে।

ওষুধ করা - গুণ করা, বশ করা।

'ওষুধ করা' বাগধারার অর্থ হলো কাউকে গোপনে তন্ত্র-মন্ত্র বা জাদুবিদ্যার মাধ্যমে বশ করা বা প্রভাবিত করা, যেখানে 'ওষুধ' মানে শুধু রোগ সারানোর উপাদান নয়, বরং লোকবিশ্বাসে এমন গোপন কিছু যা মানুষের মন বা আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে, আর 'করা' মানে তা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা; বাংলার গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ছিল যে গুণ-ভক্তি, মন্ত্রপূত দ্রব্য বা পানীয় দিয়ে কাউকে প্রেমে পড়ানো, কথা শোনানো বা শত্রু নিরস্ত করা যায়, সেই বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকেই 'ওষুধ করা' বাগধারাটি গড়ে ওঠে, যা রূপকভাবে বোঝায় কাউকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করার জন্য গোপন কৌশল প্রয়োগ করা।

ওজন বুঝে চলা - আত্মসম্মান রক্ষা করা।

ওজন: শারীরিক বা রূপকভাবে মান, মর্যাদা বা গুরুত্ব বোঝায়। বুঝে চলা: পরিস্থিতি ও নিজের অবস্থান বুঝে সচেতনভাবে ব্যবহার বা আচরণ করা। তাই 'ওজন বুঝে চলা' মানে দাঁড়ায়–নিজের মান-মর্যাদা বুঝে সাবধানে ও চিন্তাপূর্ণভাবে চলাফেরা করা।

ওঁত পাতা - সুযোগের অপেক্ষায়।



'ওঁত পাতা' মানে গোপনে বা চুপচাপ থেকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা, যাতে সঠিক সময়ে আঘাত হানা বা লাভ তোলা যায়; এখানে 'ওঁত' মানে লুকিয়ে থাকা অবস্থান, আর 'পাতা' মানে ফাঁদ বা পরিকল্পনা তৈরি করা– ফলে 'ওঁত পাতা' বোঝায় সেই কৌশল, যেখানে সরাসরি কিছু না করে আড়াল থেকে ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হয়। প্রাচীন সমাজে শিকারিরা গাছের আড়ালে বা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে শিকারের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকত, যুদ্ধক্ষেত্রেও সৈন্যরা গোপনে ওঁত পেতে শত্রুর ওপর হামলা চালাত।

ওঝার বেটা বনগরু - পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।



'ওঝার বেটা বনগরু' অর্থ হলো এমন একজন, যার পিতা জ্ঞানী, দক্ষ বা পণ্ডিত হলেও সে নিজে গোঁয়ার, মূর্খ বা অযোগ্য। এখানে 'ওঝা' বোঝায় তন্ত্র-মন্ত্র বা লোক চিকিৎসায় পারদর্শী গ্রামীণ পণ্ডিত, আর 'বনগরু' মানে বুনো গরু– যা গৃহপালিত নয়, অবাধ্য, নিয়ন্ত্রণহীন ও অশিক্ষিত; বাংলার লোকজ সমাজে এমন অনেক পরিবারে দেখা যেত, পিতার গুণ বা বুদ্ধি সন্তান ধরে রাখতে পারেনি, তখন মজা করে বা তাচ্ছিল্য করে বলা হতো "ওঝার বেটা বনগরু"–অর্থাৎ যার বাবা লোকশ্রদ্ধেয়, কিন্তু ছেলে সেই পথের ধারে কাছেও নেই; এই অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটি তৈরি হয়েছে, যা আজও ব্যবহৃত হয় এমন কাউকে বোঝাতে, যে ভালো পটভূমি থেকে এসেও নিজেকে গড়ে তুলতে পারেনি।

Educationblog24.com

ক

ক অক্ষর গোমাংস - বর্ণপরিচয়হীন।



'ক অক্ষর গোমাংস' অর্থ যে ব্যক্তি একেবারেই অশিক্ষিত, বর্ণপরিচয়হীন, এমনকি 'ক' অক্ষরটিও চেনে না। ক অক্ষর ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রথম অক্ষর বা জ্ঞানের সূচনা। শিক্ষা শুরু হয় এই 'ক' থেকে। আর বাংলার রক্ষণশীল সমাজে গোমাংস (গরুর মাংস) খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ এবং সামাজিকভাবে ঘৃণিত। বাংলার গ্রামীণ ও রক্ষণশীল সমাজে একসময় শিক্ষার আলো সর্বত্র পৌঁছায়নি। কেউ কেউ অশিক্ষিত থেকে যেতেন, কখনো গরিবির কারণে, কখনো পরিবার বা সমাজের অনাগ্রহে। সেই মানুষগুলো বর্ণমালার 'ক' অক্ষরটিও চিনতেন না। অর্থাৎ, তার পক্ষে 'ক' অক্ষর শেখাও গোমাংস খাওয়ার মতো অসম্ভব বা ভয়ংকর। একে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলা হয় – কারও শিক্ষাজ্ঞান এতটাই নেই যে সে যেন 'ক' শেখাকেই গোমাংস খাওয়ার মতো ভয় পায়।

কল

কলমি কাপ্তেন - দরিদ্র কিন্তু বিলাসী।



কলমি কাপ্তেন একটি রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী বাংলা বাগধারা, যার অর্থ হলো- দরিদ্র হলেও বিলাসিতা করার ভান করে এমন ব্যক্তি, যার সাধ নেই কিন্তু চোখের চাহিদা অনেক। এই বাগধারাটি সাধারণত এমন লোককে বোঝাতে বলা হয়, যে নিজের সীমিত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আচরণে বা চালচলনে বড়লোক সাজে, অথচ বাস্তবে তার অবস্থা দুর্বল। কলমি হলো 'কলমি শাক' থেকে আসা রূপক, যা খুবই সাধারণ, সস্তা ও সহজলভ্য খাদ্য; প্রতীকীভাবে দারিদ্র্যের ইঙ্গিত। আর কাপ্তেন হলো 'ক্যাপ্টেন' শব্দের বাংলা রূপ, অর্থ- নেতা, সেনাপতি বা আধিকারিক-প্রতীকীভাবে মর্যাদা নেতৃত্ব বা উচ্চ অবস্থান। এই দুটি বিপরীতমুখী শ একত্র হয়ে তৈরি করেছে ব্যঙ্গ- 'কলমি কাপ্তেন' অর্থা যার জীবনে কলমি শাক খাওয়ার সামর্থ্য নেই, অথ আচরণ করছে যেন সে কাপ্তেন বা বড় কেউ।

কলমির ঝাড় - বংশে বহু লোক।



কলমির ঝাড় বাগধারার অর্থ হলো- একটি পরিবার বা বংশে এত বেশি লোক যে, যেদিকেই তাকানো যায়, তাদেরই কেউ না কেউ পাওয়া যায়। এখানে 'কলমি' হলো একটি দ্রুতবর্ধনশীল, সহজে জন্মানো শাক; যা পানির ধারে, মাঠে, বনে, বাংলার গ্রামী পরিবেশে প্রায় সর্বত্র জন্মায়। আর 'ঝাড়' মানে গাছে ঝোঁপ বা গুচ্ছ, যেখানে এক জায়গা থেকে অনে শাখা-প্রশাখা বেড়ে ওঠে। তাই 'কলমির ঝাড়' মা এমন একটি শাকগুচ্ছ, যা বিস্তারশীল, ছড়ায় খুব দ্রু ও সর্বত্র। এই দুটি শব্দ একত্রে বোঝায় এমন এক বংশ বা পরিবার, যেখানে লোকের সংখ্যা এত বেশি তা যেন থামছেই না; প্রতিটি শাখা থেকে নতুন নতু শাখা জন্ম নিচ্ছে।

কলির সন্ধ্যা - দুর্দিনের সূত্রপাত/ দুঃখ বা কষ্টের সূচনা।

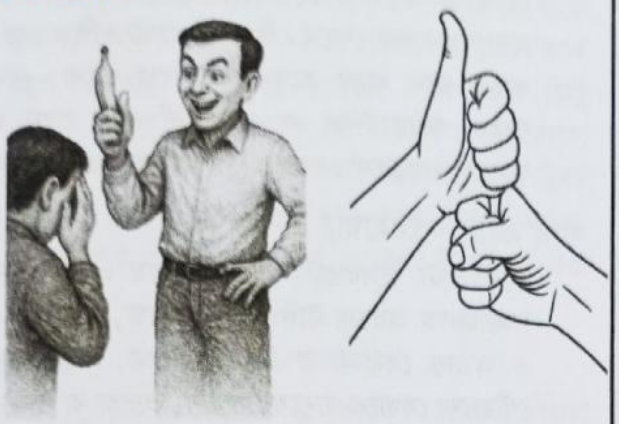


হিন্দু পুরাণে, যেখানে বলা হয় চারটি যুগের মধ্যে কলিযুগ সবচেয়ে খারাপ-এই যুগে মিথ্যা, লোভ, হিংসা, অন্যায় বাড়ে, আর মানুষ নৈতিকভাবে অবনতি লাভ করে। 'সন্ধ্যা' মানে দিনের শেষভাগ, অর্থাৎ অন্ধকার আসার সময়। ঠিক যেমন সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসে, তেমনই যখ কলিযুগ শুরু হয়, তখন মানবসমাজে দুর্দিনের অন্ধকা নামে-এই মিল থেকেই 'কলির সন্ধ্যা' শব্দটি এসেছে।

Educationblog24.com

কলা

কলা দেখানো - ফাঁকি দেওয়া।



'কলা দেখানো' বাগধারার অর্থ হলো কাউকে ধোঁকা দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া বা ঠাট্টা করে প্রতারণা করা। এর উৎস একটি পুরনো অঙ্গভঙ্গি থেকে, যেখানে এক হাতের মুষ্টির মধ্য থেকে অন্য হাতের বুড়ো আঙুল বের করে দেখানো হতো, দেখতে অনেকটা কলার মতো। এটি ছিল এক ধরনের বিদ্রূপসূচক ইশারা, যার মানে ছিল 'তুমি ঠকলে' বা 'তোমাকে বোকা বানানো হলো।' লোকজ সংস্কৃতিতে এই অঙ্গভঙ্গি ঠাট্টা বা অপমান বোঝাতে ব্যবহৃত হতো, আর সেখান থেকেই 'কলা দেখানো' কথাটির প্রচলন হয়। তাই যখন কেউ কাউকে কিছু আশ্বাস দিয়ে শেষে কিছু না দেয়, বা হঠাৎ প্রতারণা করে সরে যায়, তখন আমরা বলি - 'তাকে কলা দেখিয়ে দিল।'

কলা-বউ - অতিশয় লজ্জাশীলা নারী।



'কলা' শব্দটি এখানে কলা গাছ বা পাতাকে বোঝায়–যা অত্যন্ত নরম, সহজে নুইয়ে পড়ে এবং সবসময় নরম হাওয়াতেও দুলে ওঠে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে কলা গাছের এই সহজে দুলে ওঠা, কোমলতা, ও নরম-স্বভাবকে নারীদের লজ্জাবনত স্বভাবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিয়ের পর কিশোরী নববধূ যখন স্বামীর বাড়িতে আসে, তখন সে সাধারণত সংযত, চুপচাপ, লজ্জাশীলা হয়ে থাকে–এই আচরণটি যেন একেবারে একটি কলা গাছের মতো।

সেখান থেকেই 'কলা-বউ' অর্থে এমন একজন নারী বোঝায় যিনি অত্যন্ত লাজুক, চুপচাপ ও বিনয়ী। এটি বাংলার পল্লী সমাজে একধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি।

কড়ি

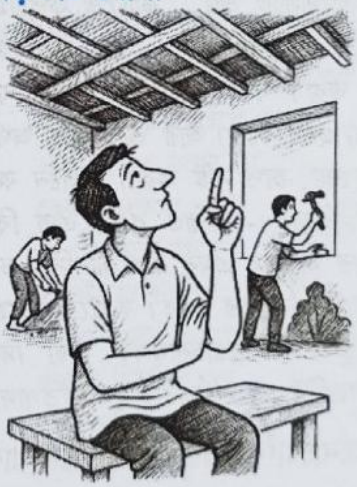
কাটনার কড়ি - সামান্য উপার্জন।



সুতো কাটার বা তৈরির যন্ত্রটিকে বলা হয়; চরকা।

কাটনা অর্থ তুলো থেকে সুতো প্রস্তুত করা। কাটনার কড়ি হলো কাটনা কাটার পারিশ্রমিক বা সুতো কাটার পয়সা। আগে গ্রামের গরিব নারীরা চরকা বা অন্য প্রাচীন যন্ত্রে বসে দিনের পর দিন সুতো কাটার কাজ করতেন। এই কাজকে বলা হতো 'কাটনা' এবং সেই শ্রমের বিনিময়ে তারা যে সামান্য মজুরি পেতেন, তাকেই বলা হতো "কাটনার কড়ি"। এই পারিশ্রমিক ছিল এতটাই অল্প যে তা দিয়ে কোনো বড় প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হতো না। সেই থেকেই "কাটনার কড়ি" বলতে বোঝায় অত্যন্ত অল্প বা তুচ্ছ উপার্জন, যা জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নয়।

কড়িকাঠ গোনা - কাজ না করে কালহরণ।



'কড়ি' মানে ছোট গোল কাঠের টুকরো বা বিম যা বাড়ির চাল বা ছাদ তৈরি করতে ব্যবহার হয়। বাড়ির চালের কাঠামোয় একাধিক কড়িকাঠ *(horizontal beams)* থাকে। গ্রামে বা প্রাচীনকালে যখন কেউ অলসভাবে বসে থাকত, তখন সে কখনো কখনো ছাদ বা চালের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাত। এই সময় সে অনেক সময় ঘরের কড়িকাঠগুলো গুনে গুনে নিজের খামোখা সময় কাটাত। অর্থাৎ কোনো দরকার নেই, কোনো কাজ নেই - তবুও সময় কাটানোর জন্য কড়িকাঠ গোনার মতো নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করত।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

কানাকড়ি - কপর্দক।

কানাকড়ি বাগধারার অর্থ – অত্যন্ত তুচ্ছ বা প্রায় মূল্যহীন অর্থ। এখানে 'কানা' মানে ছিদ্রযুক্ত বা ফুটো, আর 'কড়ি' হলো শামুকজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর খোল, যা একসময় বাংলায় বিনিময়ের মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অতিরিক্ত ব্যবহারে অনেক কড়িতে ছিদ্র হয়ে যেত, ফলে তা আর বাজারে গ্রহণযোগ্য থাকত না। সেই ফুটো কড়িই 'কানা কড়ি' অর্থাৎ অচল বা মূল্যহীন মুদ্রা। ধীরে ধীরে এই ফুটো কড়ি হয়ে ওঠে 'কানাকড়ি' - যা দ্বারা বোঝানো হয় অতি সামান্য বা গুরুত্বহীন অর্থসম্পদ। কথ্য বাংলায় যখন বলা হয় "তার পকেটে এক কানাকড়িও নেই," তখন বোঝায় তার কাছে সামান্যতম অর্থও নেই। এই বাগধারাটি কপর্দকহীনতা, নিঃস্বতা ও তুচ্ছ সম্পদের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কান

কান ভারী করা - কুপরামর্শ দেয়া।



কান ভারী করা বাগধারাটি অর্থ - কাউকে কুপরামর্শ দেওয়া বা অন্যের বিরুদ্ধে ইন্ধন দিয়ে তার মন পরিবর্তনের চেষ্টা করা। 'কান' হলো শ্রবণেন্দ্রিয়, যার মাধ্যমে মানুষ তথ্য গ্রহণ করে। আর 'ভারী করা' অর্থাৎ ওজন বাড়িয়ে দেওয়া, চাপ সৃষ্টি করা। এখানে কান ভারী করার অর্থ দাঁড়ায় - কারও কানে এত কিছু ঢোকানো বা বলার মাধ্যমে এমন এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করা, যা তাকে প্রভাবিত করে। কাউকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণে ভুল বা প্ররোচনামূলক তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করার কাজটিই এই বাগধারার মূল প্রতিপাদ্য।

কান খাড়া করা - মনোযোগী হওয়া, ওত পেতে থাকা।

কান খাড়া করা বাগধারার অর্থ হলো সতর্ক বা মনোযোগী হয়ে কোনো কিছু শোনার চেষ্টা করা, যেন আশপাশে কী হচ্ছে তা বোঝা যায়। 'কান': শ্রবণেন্দ্রিয়, যা দিয়ে মানুষ শব্দ ও পরিবেশের তথ্য সংগ্রহ করে। 'খাড়া করা': সোজা করে তোলা, সচল বা উত্তেজিত অবস্থায় রাখা। তাই 'কান খাড়া করা' মানে দাঁড়ায় – শব্দ শোনার জন্য কানকে সচল বা সজাগ করে তোলা। এর ব্যুৎপত্তি এসেছে পশু-পাখিদের আচরণ থেকে- যেমন, হরিণ বা কুকুর যখন বিপদের আভাস পায় কিছু শুনতে চায়, তখন তারা হঠাৎ করেই কান সো বা খাড়া করে দেয়, অর্থাৎ পুরো মনোযোগ দি চারপাশের শব্দ শোনে। শিকারি পশুরাও শিকারের শ ধরতে কান খাড়া করে ওত পেতে থাকে। যেখা কারও অপ্রত্যাশিত বা গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে হ মনোযোগ বাড়ানো বোঝাতে বলা হয় 'কান খাড়া করলো

কান কাটা - বেহায়া/ নির্লজ্জ।

কান কাটা বাগধারাটি বাংলা ভাষায় একটি তীব্র লজ্জাজনক অবস্থার ইঙ্গিতবাহী শব্দবন্ধ, যার অর্থ হ – অত্যন্ত বেহায়া বা নির্লজ্জ হওয়া, এমন অবস্থ পৌঁছানো যেখানে মানুষের সম্মান, ভদ্রতা বা লজ্জা লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন সমাজে শাস্তিস্বরূপ কারও ক কেটে দেওয়া একটি বাস্তব সামাজিক অপমান ছি এটি শুধু শারীরিক নয়, চিহ্নিত অপমান হিসে ব্যবহৃত হতো- যেমন চুরি বা বিশ্বাসভঙ্গের জ কাউকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে কান কেটে গ্রামে ঘোরা হতো। এতে সেই ব্যক্তি সমাজে লাঞ্ছিত ও নির্বাসি হতো। এই ধরনের ঘটনা থেকে 'কান কাটা' প্রতী হয়ে ওঠে - চরম লজ্জাজনক অবস্থার প্রকাশ।

কান পাতলা - সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ।

কান পাতলা মানে যে ব্যক্তি খুব সহজেই অন্যের ক বিশ্বাস করে ফেলে, যাচাই না করেই যা শোনে তা সত্য ধরে নেয়। 'কান' মানে শ্রবণেন্দ্রিয়; যা দিয়ে মানু তথ্য ও শব্দ গ্রহণ করে, আর 'পাতলা' মানে এমন কি যা সহজেই নড়ে যায় বা ভেঙে পড়ে। সুতরাং 'কা পাতলা' বলতে বোঝায় এমন একজন ব্যক্তি যা মনোযোগ বা বিচারবোধ দুর্বল আর শ্রবণগ্রহণ ক্ষমত এতটাই 'সহজে ভাঙে', যে তিনি সব শোনা ক বিশ্বাস করে ফেলেন। বাংলার লোকজ সমাজে এ বাগধারাটি ব্যবহৃত হয় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ মানুষে চরিত্র বোঝাতে, যারা কথায় কথায় প্রভাবিত হয় প্রায়ই ঠকে যায়।

কান ভাঙানো - কুপরামর্শ দান।

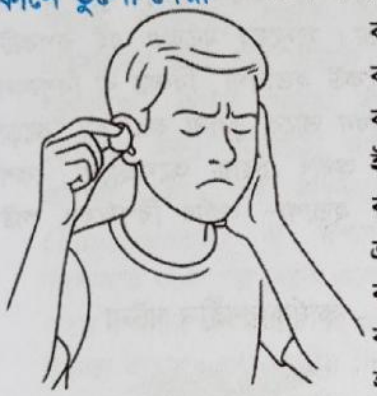
কান ভাঙানো বাগধারার অর্থ হলো – কারও কা কুপরামর্শ দিয়ে তাকে প্রভাবিত করা বা ভুল প চালিত করা। 'কান' হলো শোনার অঙ্গ, আর 'ভাঙা অর্থ এমনভাবে কিছু বলা বা বোঝানো যাতে আগে বিশ্বাস বা ধারণা ভেঙে যায়। বাংলার লোকজ সমাজে এটি এমন অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কেউ কারও কা বিকৃত বা চক্রান্তমূলক কথা বলে তার মনোভাব বদ দেয় - যেমন, কাউকে বন্ধু বা পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁ করানো। এই বাগধারাটি বোঝায় এক ধরনের মানসি প্রভাব বিস্তার, যেখানে উদ্দেশ্য থাকে অন্যের চিন্তাকে নিজের স্বার্থে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া।

Educationblog24.com

কানে তোলা - কোনো কথা উত্থাপন করা।

কানে তোলা বাগধারার অর্থ হলো - কোনো কথা বা অভিযোগ কারও সামনে এমনভাবে উত্থাপন করা, যাতে সে গুরুত্ব দিয়ে তা শুনে বা প্রতিক্রিয়া জানায়। 'কান' হলো শোনার অঙ্গ এবং 'তোলা' মানে হলো কিছু সামনে তোলা বা উপস্থাপন করা। অতীতে বিচারসভা বা পারিবারিক আলোচনায় যখন কাউকে কোনো বিষয় জানাতে হতো, তখন তা 'তার কানে তোলা' হতো- অর্থাৎ তার সামনে অভিযোগ বা তথ্য উপস্থাপন করা হতো।

কানে তুলো দেয়া - ভ্রুক্ষেপ না করা।



কানে তুলো দেওয়া বাগধারার অর্থ হলো- কারও কথা ইচ্ছাকৃতভাবে না শোনা বা কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। এর ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'কান' হলো শোনার অঙ্গ, আর 'তুলো দেওয়া' মানে সেই শোনার পথ বন্ধ করে দেওয়া। আগে লোকজন বিরক্তিকর শব্দ, ঠান্ডা বাতাস বা অনাকাঙ্ক্ষিত কথা এড়াতে কানে তুলো দিত-যা থেকে বোঝায়, সে আর কিছু শুনতে চায় না। এই ব্যবহার থেকেই বাগধারাটি রূপক অর্থে দাঁড়ায়- যখন কেউ অন্যের কথা, পরামর্শ বা অভিযোগ একেবারে গুরুত্ব না দিয়ে চুপচাপ নিজের মতো থাকে। তাই 'কানে তুলো দেওয়া' মানে হলো মনোযোগ না দেওয়া বা একরকম ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা প্রকাশ করা।

কানে খাটো - যে কম শুনতে পায়।

কানে খাটো বাগধারার অর্থ হলো – যে কম বা অস্পষ্ট শুনতে পায়, অর্থাৎ যার শ্রবণশক্তি দুর্বল বা ধীর। 'কান': শ্রবণেন্দ্রিয়, যেটি দিয়ে শব্দ বা কথা শোনা হয়। 'খাটো': সাধারণ অর্থে ছোট বা সীমিত কিছু বোঝায়। এখানে তা বোঝায় সীমিত কার্যক্ষমতা। তাই 'কানে খাটো' বলতে বোঝায় – যার কানের কাজ করার ক্ষমতা কম, অর্থাৎ যিনি অন্যদের তুলনায় কম বা বিলম্বে শোনেন। বিশেষ করে বয়স্ক বা রোগাক্রান্ত মানুষদের ক্ষেত্রে 'কানে খাটো' শব্দটি ব্যবহার হতো।

কানে লাগা - শ্রুতিকটু ঠেকা।

কানে লাগা বাগধারার অর্থ হলো কোনো কথা বা শব্দ শুনে অপ্রিয়, কষ্টদায়ক বা অপমানজনক মনে হওয়া, অর্থাৎ শ্রুতিকটু ঠেকা। এর ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'কান' হলো শোনার অঙ্গ, আর 'লাগা' মানে হলো স্পর্শ বা আঘাত করা। বাংলার লোকজ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কিছু কথা বা সুর এমনভাবে বলা হয়, যা কানে আঘাতের মতো লাগে- শুধু শোনা নয়, মানসিক প্রতিক্রিয়াও তৈরি করে। এই কারণে 'কানে লাগা' বলতে বোঝায় এমন কিছু শোনা, যা মনকে বিরক্ত করে বা কষ্ট দেয়।

কপাল

কপাল পোড়া - হতভাগ্য।

কপাল পোড়া বাগধারার অর্থ হলো হতভাগ্য বা দুর্ভাগা ব্যক্তি, যার জীবনে বারবার দুঃখ, ব্যর্থতা বা দুর্যোগ ঘটে। 'কপাল' মানে ললাট বা ভাগ্যের প্রতীক আর 'পোড়া' মানে জ্বলে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই 'কপাল পোড়া' বলতে বোঝায় – যার ভাগ্য পুড়ে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অর্থাৎ এমন এক ভাগ্যবিড়ম্বিত অবস্থা, যেখানে দুর্ভাগ্য যেন নিয়তির মতো মানুষের জীবনকে পুড়িয়ে দেয়।

কপাল ফেরা - সৌভাগ্য লাভ।

কপাল ফেরা বাগধারার অর্থ হলো দুর্ভাগ্য কাটিয়ে সৌভাগ্য ফিরে আসা বা ভাগ্যের পরিবর্তন হওয়া। 'কপাল' মানে ভাগ্য বা নিয়তির প্রতীক, আর 'ফেরা' মানে ফিরে আসা বা পরিবর্তিত হওয়া। বাংলার লোকবিশ্বাসে মনে করা হয় কপালে ভাগ্য লেখা থাকে, আর যখন দীর্ঘদিনের কষ্ট, ব্যর্থতা বা দুর্দশা শেষে জীবনে উন্নতি আসে, তখন বলা হয় 'কপাল ফিরেছে'। তাই 'কপাল ফেরা' বলতে বোঝায় একজন মানুষ দুর্ভাগ্যের সময় পার করে নতুন করে ভালো সময়ের মুখ দেখছে, অর্থাৎ তার ভাগ্য ফিরে এসেছে।

কপালের লিখন - বিধাতার ইচ্ছা।



'কপালের লিখন' বাগধারার অর্থ হলো বিধাতার লিখে দেওয়া পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য, যা কেউ বদলাতে পারে না। 'কপাল' মানে ললাট, যা বাংলার লোকবিশ্বাসে ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, আর 'লিখন' মানে লেখা বা লিখিত বিষয়। প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষের জন্মের আগেই তার ভাগ্য কপালে লিখে দেন সৃষ্টিকর্তা, আর সেই নিয়তিকে কেউ পাল্টাতে পারে না। তাই 'কপালের লিখন' বলতে বোঝায় জীবনে যা ঘটছে, তা আসলে বিধাতার ইচ্ছায় আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল।

Educationblog24.com

কপাল ঠুকে লাগা - ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কাজে নেমে পড়া।

'কপাল' মানে ভাগ্য, 'ঠোকা' মানে কপালে আঘাত করা অর্থাৎ ভাগ্যের সামনে নিজেকে নত করা, আর 'লাগা' মানে কাজে নেমে পড়া বা জড়িয়ে পড়া। বাংলার লোকবিশ্বাসে, যখন কেউ জানে না কোনো কাজে সফল হবে কি না, তখন সে ভাগ্যের উপর ভরসা রেখে বলে- "কপাল ঠুকে কাজটা ধরলাম।" তাই এই বাগধারাটি বোঝায় এমন এক মানসিকতা, যেখানে আশা কম, কিন্তু চেষ্টা না করেও উপায় নেই–ফলে ভাগ্যকে সমর্পণ করে কাজ শুরু করা।

কাক

কাকস্নান - অসম্পূর্ণ গোসল।

কাক বা পাখিরা মানুষের মতো গোসল করে না। তারা জলাশয়ের ধারে গিয়ে সামান্য জল ঝাপটায় বা ডানা ভিজিয়ে চলে যায়। এটি দেখে মনে হয় যেন পাখিটি স্নান করল, কিন্তু আদতে তা অসম্পূর্ণ ও অগোছালো। এই আচরণ থেকেই 'কাকস্নান' কথাটি এসেছে–অর্থাৎ এমন স্নান যা কেবল নামমাত্র, কার্যত নয়।

কাকনিদ্রা - অগভীর নিদ্রা।

'কাকনিদ্রা' বাগধারার অর্থ অগভীর নিদ্রা, অর্থাৎ এমন ঘুম যা খুব সহজেই ভেঙে যেতে পারে, অল্প শব্দ বা স্পর্শেই। কাকের ঘুম খুব হালকা। সে মাথা নিচু করে বসে থাকলেও চোখ আধা খোলা রাখে, আর সামান্য আওয়াজ বা গন্ধেও সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে ওঠে, নড়ে ওঠে, মাথা ঘোরায়, পাখা নাড়ায়। ঘুমেও থাকে আবার সর্বদা সতর্ক আচরণ থেকেই সংস্কৃত ভাষায় 'কাকনিদ্রা' শব্দটি এসেছে।

কাক ভূষণ্ডি বা ভূষণ্ডি কাক - দীর্ঘায়ু ব্যক্তি/ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি।



কাক ভূষণ্ডি হলেন রামায়ণের এক পৌরাণিক চরিত্র। বলা হয়, তিনি বহু যুগ আগে কাকরূপে জন্ম নিয়ে এখনো জীবিত আছেন এবং স্বয়ং মহাদেবের কৃপায় চিরজীবী হয়েছেন। তিনি অজস্র যুগ ও কালের পরিবর্তন দেখেছেন, বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ও অবতার প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আজও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হিমালয়ের কোনো পবিত্র স্থানে আছেন বলে বিশ্বাস। এই পৌরাণিক ধারণা থেকেই বাংলায় জন্ম নেয় 'কাক ভূষণ্ডি' বা 'ভূষণ্ডি কাক' বাগধারাটি; যেখানে কাউকে খুব প্রবীণ এবং অ কিছু দেখেছে এমন ব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

❑ **ঝড়ো কাক** - বিপর্যস্ত।

গ্রামীণ বাংলার প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে ঝড় বা কালবৈশাখী অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। এই ঝড়ের সময় কাকদের পালক এলোমেলো হয়ে যায়, ছটফট, ছুঁটে বেড়ানো আশ্রয়ের খোঁজে তারা বিধ্বস্তভাবে ওড়ে, কখনো গাছের ডালে কাঁপতে কাঁপতে বসে থাকে, চোখে মুখে আতঙ্ক আর দেহে দুর্বলতা। মানুষের মাঝেও এই রূপকটি তৈরি হয়– যখন কেউ হতভাগ্য, বিধ্বস্ত বা বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে, তখন তাকে তুলনা করা হয় "ঝড়ো কাক"-এর সঙ্গে। অর্থাৎ চেহারা অগোছালো, কেশ এলোমেলো, মুখে হতাশা– অর্থাৎ বিপর্যয়ের স্পষ্ট ছাপ।

কাকতালীয় ব্যাপার - কার্যকারণহীন ঘটনা।



কাকতালীয় = কাক (বায়স) + তাল (ফলবিশেষ) + ঈয়। 'কাকতালীয়' এই বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি প্রধানত 'কাক' ও 'তাল' এই শব্দদুটির থেকে। কাক ও তালের পরস্পর কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও আশ্চর্যজনক ভাবে একই সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাই কাকতালীয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একটি কাক উড়ে এসে তাল গাছে বসল এবং ঠিক সেই সময়েই গাছ থেকে একটি তাল নিচে পরে গেল। ঘটনা হলো কাকটি গাছে না বসলেও তালটি গাছ থেকে নিচে ঝরে পড়ত। কিন্তু কাকের গাছে বসার সময় ও তালের মাটিতে ঝরে পড়ার দৃষ্টান্ত দুটি ঘটনাচক্রে একই সময়ে ঘটায় এটিই কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ দুইটি ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো বাস্তব যোগসূত্র নেই। মিলে গেছে কেবল সময়, ঘটনা নয়। coincidental.

কাকতাল - আকস্মিক/ দৈব যোগাযোগজাত ঘটনা।

উপরের ব্যাখ্যাটি পড়ুন।

Educationblog24.com

❑ কাকের বাসা বাগধারাটি এসেছে কাকদের বাসা তৈরির স্বভাব থেকে। প্রকৃতিতে কাকেরা ডালপালা, ঘাসপাতা, রকমারি জিনিস এনে বাসা তৈরি করে। কিন্তু সেগুলো হয় খুব এলোমেলো, অগোছালো, এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে গাছে। তাই মানুষের অগোছালো ঘর বা পরিবেশ বোঝাতে বলা হয় "কাকের বাসা"। কাকের বুদ্ধি বাগধারাটি এসেছে কাকের চতুরতা ও পর্যবেক্ষণক্ষমতা থেকে; লোককথা, যেমন "কাক ও কলসের গল্পে" কাক পাথর ফেলে জলের স্তর বাড়িয়ে পান করে – একে রূপক করে বলা হয় কাকের বুদ্ধি। কাকচক্ষু বাগধারাটি বোঝায় পরিষ্কার ও গভীর দৃষ্টিশক্তি। কাকের চোখ অত্যন্ত চকচকে, গভীর কালো এবং পরিষ্কার; একধরনের তীব্র দৃষ্টি রয়েছে। সেই ভাবনা থেকেই "কাকচক্ষু" বলতে স্বচ্ছতা বা জলের নির্মল রূপ বোঝানো হয়। কাকচেষ্টা অর্থ অতিরিক্ত চেষ্টা বা প্রাণপণ চেষ্টা। এই বাগধারাটি প্রাচীন নীতিকথা (Panchatantra বা ঈশপের গল্প)-তে বর্ণিত 'পিপাসার্ত কাক' গল্প থেকে এসেছে, যেখানে কাক এক পাত্রে কণামাত্র জল পেতে বহু কষ্টে পাথর ফেলে জলের উচ্চতা বাড়ায়। এই অন্তহীন ধৈর্য ও কৌশলের প্রয়োগ বোঝাতে কাকচেষ্টা শব্দটির জন্ম। আর কাকভোর শব্দটি বোঝায় খুব ভোরবেলা, কারণ কাক খুব সকালে ডেকে ওঠে; তাই দিনের একেবারে শুরু বোঝাতে 'কাকভোর' বলা হয়। এই সব বাগধারা বাংলার লোকজ পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতিচিত্র ও রূপক বোধের অনন্য নিদর্শন।

কচু



কচুকাটা করা - নির্মমভাবে ধ্বংস করা।

'কচুকাটা করা' বাগধারার অর্থ হলো কাউকে বা কিছুকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা বা ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া। এই কথা এসেছে রান্নার সময় কচু কাটার অভিজ্ঞতা থেকে–কচু খুব নরম, তাই খুব দ্রুত আর নির্দয়ভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা যায়। ঠিক যেমন কচু কাটার সময় দয়া-মায়ার বালাই থাকে না, তেমনই যখন কাউকে নির্মমভাবে নিধন বা ধ্বংস করা হয়, তখন বলা হয় তাকে 'কচুকাটা করা' হয়েছে।

কচু পোড়া - অখাদ্য।



'কচু পোড়া' বাগধারার অর্থ অখাদ্য বা জঘন্য খাবার। এই অর্থের পেছনে রয়েছে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও দুর্ভিক্ষকালীন অভিজ্ঞতা। কচু সাধারণত একটি পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু কচু যদি ভালোভাবে রান্না না হয় বা পুড়ে যায়, তাহলে তা একেবারেই খাওয়া যায় না–জিভে জ্বালা ধরে, স্বাদ হয় কর্কশ, এবং তা নিতান্ত অখাদ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, কচুর ছড়া বা মুখি যদি পুড়ে যায়, তাহলে তা দেখতে কুৎসিত, গন্ধে বাজে এবং স্বাদে অখাদ্য হয়ে ওঠে। ইতিহাসে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষকালে যখন খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না, তখন মানুষ কচু পোড়াও খেতে বাধ্য হয়েছে। তাই 'কচু পোড়া' বলতে এমন জিনিস বোঝায় যা খেতে একেবারে অযোগ্য, জঘন্য এবং কষ্টে খাওয়া।

কচু বনের কালাচাঁদ - অপদার্থ।



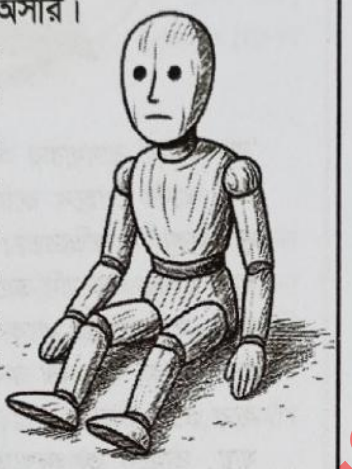
কচু বনের কালাচাঁদ বাগধারার অর্থ হলো অপদার্থ বা একেবারে অকর্মণ্য ব্যক্তি, যার থাকা না থাকা সমান। 'কচু বন' সাধারণত জঙ্গলাকীর্ণ, অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহৃত জায়গা বোঝায়, যেখানে কচু গাছ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়লেও বিশেষ কোনো উপকারে আসে না। আর 'কালাচাঁদ' নামটি এখানে এমন একজন তুচ্ছ চরিত্রকে বোঝায়, যে সেই নিরর্থক পরিবেশে থেকেও নিজের কোনো মূল্য তৈরি করতে পারে না। ফলে, 'কচু বনের কালাচাঁদ' বলতে বোঝায় এমন মানুষ, যিনি অকাজের জায়গায় থেকেও নিজে কোনো কাজের নন-একেবারে গৌরবহীন, মূল্যহীন ও অপ্রাসঙ্গিক।

Educationblog24.com

কেঁচো খুঁড়তে সাপ - সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি।

কৃষিজীবী বাংলায় মাটিতে কেঁচো পাওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কেঁচোর খোঁজে মাটি খুঁড়তে গিয়ে যদি হঠাৎ সাপ বেরিয়ে আসে, তাহলে তা ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করে। এখান থেকেই বাগধারাটি জন্ম নেয় – কোনো নিরীহ বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ কিছু বের হয়, তবে সেটি কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

কাঠের পুতুল - নির্জীব, অসার।



বাংলার গ্রামাঞ্চলে এক সময় কাঠের তৈরি পুতুল শিশুদের খেলনার প্রধান উৎস ছিল। এই পুতুলগুলো দেখতে মানুষের মতো হলেও তারা নিজেরা কিছু করতে পারে না – না নড়তে পারে, না চিন্তা করতে পারে, না কিছু বুঝতে পারে। আবার নাট্যজগতে বা পুতুলনাচে কাঠের পুতুল ব্যবহৃত হয়, যেগুলো অন্য কেউ সুতো টেনে নাড়াচাড়া করায়। এদের কোনো নিজস্ব ইচ্ছা বা কর্মক্ষমতা থাকে না। এই ভাবনা থেকেই 'কাঠের পুতুল' বাগধারাটি এসেছে – যে নিজে কিছু করে না, শুধু অন্যের ইচ্ছায় বা নির্দেশে চলে।

কাঁচা

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা - অল্প বয়সে বিগড়ানো।

বাংলার গ্রামীণ জীবনে বাঁশের ব্যবহার বহুল। বাঁশ মজবুত হতে সময় লাগে, কিন্তু সেই বাঁশ যদি কাঁচা অবস্থাতেই ঘুণে ধরে, তবে সেটা আর কোনো কাজে আসে না–শক্তি গড়ে ওঠার আগেই ভিতর থেকে শেষ হয়ে যায়। এই দৃশ্য থেকেই বাগধারাটির জন্ম। সমাজে যেসব শিশু বা কিশোর বয়সেই বাজে অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে, যেমন মিথ্যা, চুরি, নেশা, খারাপ সঙ্গ, তাদের চরিত্র গঠনের আগেই ক্ষয় শুরু হয়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও আগাম অবক্ষয় বোঝাতেই বলা হয়– 'কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা'।

কাঁচা হাত - অপক্ব।

বাংলার কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, তাঁত, রান্না বা অন্যান্য হাতে-কলমে কাজের ঐতিহ্যে 'হাত পাকা' বা 'হাত কাঁচা' বলার চল রয়েছে। নতুন বা শিক্ষানবিশ কাউকে নিয়ে কাজ শুরু করলে তার হাতের কাজ ত্রুটিপূর্ণ হয়, পরিপক্বতা থাকে না। যেমন - একজন নতুন রাঁধুনির রান্না ঠিকমতো মশলা বা তাপের নিয়ন্ত্রণ বুঝে না আসায় ভালো হয় না, অর্থাৎ 'কাঁচা' হয়, তাই তার হাতকে বলে "কাঁচা হাত"। এ থেকেই "কাঁচা হাত" বাগধারাটি এমন কাউকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এখনো গড়ে ওঠেনি।

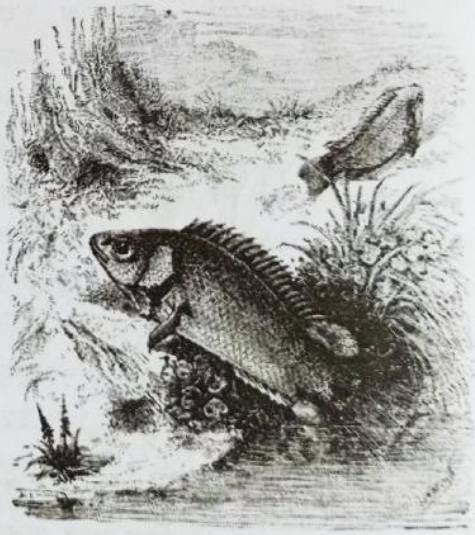
কাঁচা পয়সা - নগদ উপার্জন।

গ্রামবাংলার প্রাচীন অর্থনীতিতে লেনদেন হতো অনেক সময় পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বা বাকিতে। কিন্তু যখন কোনো কাজের পারিশ্রমিক সরাসরি হাতে নগদ দেওয়া হতো–তাকে বলা হতো 'কাঁচা পয়সা'। কারণ সেই অর্থ কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই, তাৎক্ষণিকভাবে হাতে এসেছে। বিশেষ করে দিনমজুর, কামার, কুমোর, তাঁতি বা অন্য পেশাজীবীরা যেদিন কাজ করতেন, সেদিনই সরাসরি মজুরি পেতেন–তাকে বলা হতো 'কাঁচা পয়সা'। এখানে 'কাঁচা' অর্থাৎ প্রসেস বা বিলের মাধ্যমে নয়–সরাসরি হাতে পাওয়া নগদ। এটি দ্রুত ও নির্ভেজাল আয় বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।

কাঁচা ধানে মই দেয়া - তৈরি জিনিস নষ্ট করা।

গ্রামীণ কৃষিজীবনে ধান উৎপাদনের সময় মাঠে ধান পেকে গেলে তা কাটার অপেক্ষা করা হয়। কিন্তু কেউ যদি ধান পাকার আগেই সেই জমিতে মই চালিয়ে দেয়, তাহলে ধানগাছগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যায়, গুঁড়ি ভেঙে যায় – পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনা এমন একটা অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা বোঝায়, যেখানে কিছু একটা তৈরি হচ্ছে বা ফল আসতে যাচ্ছে, তখনই কেউ সেটাকে ধ্বংস করে দেয়। যেন ফসল আসার আগেই সব পিষে নষ্ট করে দিল।

কৈ মাছের প্রাণ - দীর্ঘজীবী/ যা সহজে মরে না।



কই মাছের মাথা শক্ত ও ভোঁতা। এই মাছ পানি থেকে তোলার পরও ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সাধারণ মাছেরা পানিতে ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। কই মাছের শ্বাস নেওয়ার জন্য ফুলকা ছাড়াও বিশেষভাবে অভিযোজিত কানকো রয়েছে। এই মাছ কানকো-তে ভর করে ডাঙায় বা গাছে উঠে বাতাস

Educationblog24.com

থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। এই কারণে এরা ডাঙাতে পানি ছাড়া দীর্ঘসময় জীবিত থাকতে পারে। কঠিন প্রাণ কিংবা যা সহজে মরে না - এমন কোনো দীর্ঘজীবী ব্যক্তি ও প্রাণী বোঝাতে কই মাছের প্রাণ বাগধারাটির প্রয়োগ হয়।

কালনেমির লঙ্কাভাগ - মাত্রাতিরিক্ত আশা করে নিরাশ হওয়া। কাজে নামার আগেই লাভের হিসাব করা। ফললাভের আগেই ফল ভোগের কল্পনা।



রামায়ণের কাহিনিতে কালনেমি ছিলেন এক চতুর রাক্ষস, যাকে রাবণ পাঠিয়েছিল হনুমানকে বিভ্রান্ত করতে। সেই কালনেমি নিজেই কল্পনা করতে থাকে, যদি সে হনুমানকে হত্যা করতে পারে, তাহলে রাবণ নিশ্চয়ই খুশি হয়ে তাকে লঙ্কার কিছু অংশ পুরস্কার হিসেবে দেবে। তিনি এখনো কিছু করেননি, কিন্তু আগেই পুরস্কারের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এই অতিলোভ এবং অগ্রিম স্বপ্ন দেখা শেষে তার ফল হয় উল্টো – হনুমান তাকে হত্যা করে। কাজের আগে লাভের ভাগ চাওয়া বা চিন্তা করাই তার সর্বনাশ ডেকে আনে।

কুঁড়ের বাদশা - ভয়ানক অলস।

কুঁড়ের বাদশা বাগধারার অর্থ হলো চূড়ান্ত অলস বা ভয়ানক কর্মবিমুখ ব্যক্তি; যিনি অলসতারই রাজত্ব করেন। 'কুঁড়ে' অর্থ অলস বা কর্মবিমুখ, আর 'বাদশা' অর্থ রাজা বা সর্বোচ্চ ব্যক্তি। দুটো মিলে বোঝায় এমন একজন মানুষ, যিনি অলসতার শিখরে পৌঁছে অলসতার রাজা হয়ে উঠেছেন। বাংলার গ্রামীণ সমাজে যারা কোনো কাজ না করে শুধু শুয়ে-বসে খায়, সময় নষ্ট করে এবং কোনো দায়িত্ব নেয় না–তাদের ব্যঙ্গ করে 'কুঁড়ের বাদশা' বলা হয়। অতএব, বাগধারাটি অলস, অপ্রয়াসী, অক্রিয় এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবনযাপনকারী মানুষকে ব্যঙ্গ করে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কাঁটা

কাঁটার জ্বালা - অসহ্য দুঃখ।

কাঁটা: লতাগুল্ম, গাছের কাঁটা বা কাঁটাযুক্ত বস্তু যা বিঁধে শরীরে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। জ্বালা: জ্বালাপোড়া, অসহ্য ব্যথা, ক্লেশ বা দুঃখ। কাঁটা শুধু শারীরিক যন্ত্রণা বোঝায় না, এটি মানসিক আঘাত, হৃদয়ের ক্ষত, অপমান, অবহেলা বা হারানোর বেদনার প্রতীকও হয়ে দাঁড়ায়। যেমন – প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা, কাছের মানুষের মৃত্যুশোক, সামাজিক অপমান ইত্যাদি কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে মানুষের মনে গভীর কষ্ট সৃষ্টি করে। এমন দুঃখ কখনও প্রকাশ করা যায় না, আবার সহজে ভুলেও যাওয়া যায় না–এই দুঃখই "কাঁটার জ্বালা"।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা - শত্রু দ্বারা শত্রু বিনাশ।

যখন শরীরে কাঁটা বিঁধে যায়, তখন সরু আরেকটি কাঁটা দিয়ে ধীরে ধীরে সেই কাঁটা বের করে ফেলা হয়। অর্থাৎ এক কাঁটার সাহায্যে আরেক কাঁটা তোলা সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটি এসেছে। এই বাস্তবিক দৃশ্য রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে সমাজে–যেখানে কোনো শত্রুকে প্রতিহত করতে বা অপসৃত করতে অন্য একটি শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কাজে লাগানো হয়।

কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা - ব্যথার উপর ব্যথা দেয়া।

কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা অর্থ ব্যথার উপর ব্যথা দেওয়া বা বিপদের মধ্যে আরও বিপদ যোগ হওয়া। এখানে 'কাঁটা' বলতে বোঝানো হয়েছে ঝোপঝাড় বা গাছের তীক্ষ্ণ কাঁটা, যা শরীরে বিঁধে গিয়ে একধরনের জ্বালাপোড়া ও ক্ষত সৃষ্টি করে। সেই কাঁটার ঘায়ে যদি কেউ নুন ছিটায়, তাহলে ব্যথা আরও বাড়ে, এই অনুভবটি অত্যন্ত কষ্টকর। এই ধারণা থেকেই বাগধারাটির জন্ম হয়েছে। যখন কেউ দুঃখে থাকে, তখন যদি তাকে অপমান করা হয়, কটাক্ষ করা হয় বা তুচ্ছজ্ঞান করা হয়–তখন সেটিকে "কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা" বলা হয়।

কথা

কথা চালা - রটনা করা।

কথা চালা বাগধারার অর্থ হলো গুজব বা অপবাদ রটানো। এখানে 'কথা' মানে বাক্য বা বক্তব্য, আর 'চালা' এসেছে চালানো থেকে, যার অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া। বাংলার লোকজ সমাজে 'রটনা' বা 'পেছনে কথা চালানো' অর্থাৎ সরাসরি না বলে কারও পেছনে গোপনে বদনাম বা গুজব ছড়ানো ছিল প্রচলিত রীতি। বিশেষ করে কোনো নারী বা সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে লোকেরা মুখে না বললেও, গোপনে একে অপরের মধ্যে গুজব চালায়। এই 'চালা' বা 'চালানো' কথাটিই বোঝায় যে, কথাটি হাত ঘুরে ঘুরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

Educationblog24.com

কথায় চিঁড়ে ভেজা - ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন।
ফাঁকা আওয়াজে কাজ আদায়।

চিঁড়ে হলো একধরনের শুকনো খাদ্য, যা খাওয়ার আগে পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়; কিন্তু কেউ যদি শুধু কথা বলে বা আদেশ করে চিঁড়ে ভিজিয়ে ফেলতে চায়, তাতে তা ভেজে না। তবুও কেউ কেউ এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে যেন তার কথার জোরেই কাজ হয়ে যায়। এই অতিরঞ্জিত আত্মপ্রচারের প্রতি ব্যঙ্গ করে বাগধারাটি গঠিত হয়েছে। বাংলার প্রাত্যহিক জীবনে যেখানে কাজের চাইতে কথার জোরে সমস্যা সমাধানের প্রবণতা দেখা যায়, সেখানেই 'কথায় চিঁড়ে ভেজা' কথাটি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি বা বাস্তব চেষ্টার অভাবে মুখে মুখে কাজ আদায়ের ব্যর্থ প্রয়াস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

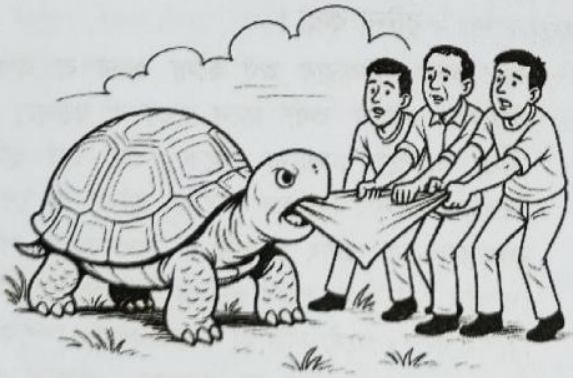
কথার কথা - গুরুত্বহীন কথা।

কথার কথা হলো - যে কথা কেবল বলা হয়, কিন্তু কোনো গুরুত্ব বা কাজে লাগার মতো কিছু নয়। বাংলায় এমন অনেক মানুষ বা পরিস্থিতি আছে, যেখানে কেউ শুধু মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে কিছু করে না। যেমন কেউ বলে "আমি সব কিছু করে ফেলব", কিন্তু আসলে কিছুই করে না, তখন বলা হয় "ওটা তো কথার কথা"।

কথা দিয়ে কথা নেয়া - কৌশলে মনের কথা বের করা।

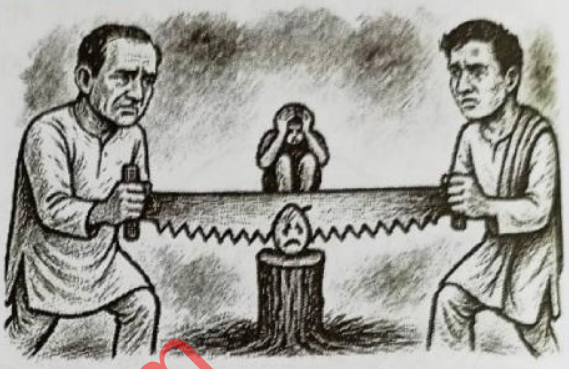
বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে কৌশলী কথোপকথনের মাধ্যমে অপরের মন বোঝার চেষ্টা ছিল এক ধরনের বুদ্ধির খেলা। গ্রামের হাটে-বাজারে, গৃহস্থালিতে বা আত্মীয়তার মধ্যে মানুষ মুখে এক কথা বলত, মনে রাখত আরেক কথা- তাই কৌশলে কথার ফাঁদ পেতে সত্য জানা হতো। কথায় কথায় কেউ যদি নিজের না-বলতে চাওয়া কিছু বলে ফেলে, তখন বলা হতো- "তাকে কথা দিয়ে কথা বের করে নেওয়া হয়েছে।"

কচ্ছপের কামড় - যা সহজে ছাড়ে না।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে কচ্ছপ বা কাছিম খুব পরিচিত প্রাণী। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, কচ্ছপ একবার কিছু কামড়ে ধরলে তা আর সহজে ছাড়ে না – যতক্ষণ না বজ্রপাত বা মৃত্যু ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার কামড় ছাড়ে না বলে মনে করা হয়। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই 'কচ্ছপের কামড়' কথাটি দিয়ে যে একবার কিছু ধরে ফেললে বা কিছুতে লেগে গেলে তা আর সহজে ছাড়ে না অর্থাৎ নাছোড়বান্দা অর্থ প্রকাশ করে।

করাতের দাঁত - উভয় সংকট।



করাত হচ্ছে কাঠ কাটার একটি প্রাচীন যন্ত্র, যার ধারালো দাঁত দিয়ে দুই ব্যক্তি বিপরীত দিকে টেনে কাঠ কাটে। এই দাঁতের মাঝে যদি কিছু পড়ে, তাহলে উভয়দিক থেকে চাপ পড়ে এবং সেটি কাটা অবধারিত। তাই 'করাতের দাঁত' মানে এমন একটি অবস্থায় পড়া, যেখানে যেদিকেই নাড়ানো হোক না কেন, কাটা বা ক্ষতি নিশ্চিত। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলায় জন্ম নিয়েছে 'করাতের দাঁত' বাগধারাটি, যা বোঝায় উভয় সংকট বা এমন পরিস্থিতি, যেখানে কোনোটিই ভালো নয়।

কায়েতের ঘরের ঢেঁকি - অপদার্থ লোক।

কায়েতের ঘরের ঢেঁকি বাগধারার অর্থ হলো অপদার্থ বা এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কোনো কাজে আসে না এবং পরিবেশের সঙ্গে বেমানান। 'কায়েত' অর্থাৎ কায়স্থ ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষিত ও চাকরিজীবী গোষ্ঠী, যাদের ঘরে শারীরিক শ্রমের যন্ত্রপাতি- যেমন ঢেঁকি-থাকত না। অন্যদিকে, 'ঢেঁকি' হলো গ্রামবাংলার নিম্নবর্গের ঘরে ব্যবহৃত ধান ভানার কাঠের যন্ত্র। তাই কায়েতের ঘরে ঢেঁকি থাকা মানে সেই পরিবেশে একেবারে অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক কিছু। এই সাংস্কৃতিক অসঙ্গতি থেকেই বাগধারাটি এমন ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যে কোথাও থেকে গেলেও তার কোনো উপযোগিতা নেই–শুধু জায়গা দখল করে আছে।

ঢেঁকির কুমির - অপদার্থ।
ঢেঁকি অবতার - নির্বোধ লোক।
ঢেঁকির কচকচি - বিরক্তিকর কথা।
নারদের ঢেঁকি - বিবাদের বিষয়।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অকেজো লোক/অকর্মণ্য।
উপরোধের ঢেঁকি গেলা - অন্যায় আবদার করা।
কায়েতের ঘরের ঢেঁকি - অপদার্থ লোক।

Educationblog24.com

কার্তিকে ঝড় - অসময়ের ঝড়।

কার্তিক মাসে প্রকৃতি স্বচ্ছ সবুজ থাকে। বাংলার মাঠে-ঘাটে সবুজ ফলের বুকে প্রাণ আসে। পেকে যায় ধান। সোনালী প্রান্তরে বেড়ে যায় কৃষকের ব্যস্ততাও। কার্তিকের শেষ দিকে গ্রামের মাঠে মাঠে ধান কাটার ধুম পড়ে। কার্তিক মাসের আকাশ পরিষ্কার থাকে। কিন্তু এই কার্তিক মাসেই হঠাৎ করে বৈশাখের কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। লণ্ডভণ্ড করে দেয় সবকিছু। কার্তিকে ঝড় হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের আগমন হওয়াই অসময়ের ঝড়।

কাপুড়ে বাবু - বাহ্যিক সভ্য/ ভণ্ড।

কাপুড়ে বাবু বাগধারার মানে হলো - যে ব্যক্তি ভালো কাপড়চোপড় পরে, নিজেকে ভদ্র-সভ্য দেখায়, কিন্তু আসলে ভিতরে ফাঁকা বা ভণ্ড। আগে সমাজে অনেকে শুধু বাহ্যিক পোশাক-আশাক দিয়ে বড়লোক বা শিক্ষিত সেজে চলাফেরা করতো, অথচ তাদের কাজকর্ম, ব্যবহার বা জ্ঞানে সেই মান ছিল না। 'কাপুড়ে' মানে ভালো কাপড় পরা আর 'বাবু' মানে অভিজাত মানুষ – কিন্তু একসাথে 'কাপুড়ে বাবু' মানে এমন লোক, যিনি শুধু কাপড়ের জোরে বাবু সাজার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভেতরে কিছু নেই। তাই এই বাগধারাটি বলা হয় মিথ্যা ভদ্রতা বা বাহ্যিক চাকাচক্য দেখানোর জন্য।

অপশনে বাহ্যিক সভ্য না থাকলে 'ভণ্ড' দিতে পারেন। তবে ভণ্ড ১০০% উত্তর হতে পারে না; কারণ সবাই বাহ্যিকভাবে সভ্য অর্থাৎ লোক দেখানো ভালো হতে পারে কিন্তু সবাই ভণ্ড হয় না।

কেতাদুরস্ত - ফ্যাশনবাগিশ, পরিপাটি।

আরবি ক'তা থেকে বাংলা কথ্য 'কেতা' শব্দটি এসেছে। যার অর্থ রীতি, আচার, স্টাইল বা চালচলন। আর 'দুরস্ত' শব্দটি এসেছে ফারসি থেকে, যার অর্থ ঠিকঠাক, উপযুক্ত, মানানসই। এই দুইয়ে মিলে 'কেতাদুরস্ত' মানে দাঁড়ায় - যিনি সব কিছু রীতি-রেওয়াজ, সাজসজ্জা, ফ্যাশন, শিষ্টাচার অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পালন করেন বা তার ভেতঁরে তা দেখানোর চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ রাজ-যুগে ও জমিদার সমাজে অভিজাত শ্রেণির মানুষদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, কথাবার্তা, খাওয়াদাওয়া–সব কিছুতেই একধরনের আড়ম্বর বা সৌন্দর্যরীতি মানার প্রবণতা ছিল। সেই সমাজে যারা এই নিয়মকানুন বা শিষ্টাচার বেশি মানত, তারা 'কেতাদুরস্ত' নামে পরিচিত হতো।

কালেভদ্রে - কদাচিৎ।

কালেভদ্রে অর্থ হলো - খুব কদাচিৎ বা অনেক দিন পর কোনো ঘটনা ঘটে, এমন কিছু। 'কালে' মানে সময় আর 'ভদ্রে' এসেছে 'ভদ্র মাস' থেকে, যা শুভ মাস হিসেবে ধরা হয়। আগে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষদের জীবনে অনেক ভালো ঘটনা বা আত্মীয়দের আসা যদি বহুদিন পর হতো, তখন বলা হতো - 'কালেভদ্রে আসে বা হয়। মানে, সেই ঘটনা বা মানুষটি খুব বিরল বা অনেক দেরিতে আসে। তাই এই বাগধারাটি আজও ব্যবহার হয় এমন কোনো কাজ বা ঘটনার জন্য, যা প্রায় হয় না বা অনেকদিন পর হয়।

কুল কাঠের আগুন - তীব্র জ্বালা/ দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট।

'কুল' এক ধরনের দেশি ফল, যার কাঠ অত্যন্ত কঠিন, ঘন ও শুষ্ক প্রকৃতির। এই কাঠ সহজে পোড়ে না, কিন্তু একবার আগুন ধরলে তা দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলে এবং গভীরভাবে দহনের সৃষ্টি করে। আগুন নিভে গেলেও এর তাপে ছাইয়ের নিচে দীর্ঘ সময় ধরে অদৃশ্য জ্বালা চলতে থাকে। এখান থেকেই কল্পনা করা হয় - কুল কাঠ যেমন দগ্ধ করে ধীরে ধীরে, তেমনি কোনো মনের গভীরে লুকানো দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা, দুঃখ বা কষ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি পোড়ায়, যা সহজে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসহ্য জ্বালার সৃষ্টি করে। এই কারণেই 'কুল কাঠের আগুন' বাগধারাটি বোঝায় এমন এক অভ্যন্তরীণ, ধীর, গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি কষ্ট, যা মানুষকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। এটি প্রেমে বঞ্চনা, অপমান, আঘাত বা শোকের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার হয়।

কানাগরুর ভিন্নপথ - অস্থানে সুনির্দেশনা।



কানাগরুর ভিন্নপথ বা ভিন্নগোঠ বাগধারার অর্থ – অন্ধকে পথ নির্দেশ করা, অর্থাৎ এমন একজনকে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করা, যে আদতেই সেই পথ বুঝতে বা অনুসরণ করতে অক্ষম।

কানাগরু = কানা (অন্ধ) + গরু (গবাদি পশু)। মানে অন্ধ গরু। ভিন্নপথ বা ভিন্নগোঠ = গরুকে যেখানে রাখা হয় (গোঠ/গোশালা), তার পরিবর্তে ভুল বা ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া। গ্রামীণ সমাজে গরু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গৃহপালিত পশু, এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট গোঠ বা গাভীর খোঁয়াড়ে তা রাখা হতো। কিন্তু যদি কেউ অন্ধ গরুকে ঠিক পথে না নিয়ে ভুল পথে বা অন্য

Educationblog24.com

কারও গোঠে নিয়ে যায়, তাহলে গরুটি তার জায়গা চিনতে পারবে না - এতে গরুর যেমন উপকার হয় না, তেমনি যে ব্যক্তি পথ দেখাল, তার পরিশ্রমও কোনো কাজে লাগে না। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও বৃথা চেষ্টা থেকেই এই বাগধারাটির জন্ম।

কড়ায় গণ্ডায় - সম্পূর্ণ, পুরোপুরি। চুলচেরা হিসাব।

কড়া: এটি একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র মুদ্রা ও পরিমাপ একক, যা খুবই ছোট পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। গণ্ডা: ২০ কড়ায় ১ গণ্ডা। এটি ছিল আরেকটি লেনদেন বা পরিমাপের একক। গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের হাট-বাজারে আগে পণ্যের দাম ও পরিমাণ নির্ধারণে কড়া, গণ্ডা, আনাসহ বিভিন্ন পরিমাপক ব্যবহৃত হতো। কোনোকিছু বিক্রির সময় ক্রেতা-বিক্রেতা যাতে একটুও ঠকানো বা বাড়িয়ে না নেয়, সে জন্য অনেক সময় "কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দাও" বলা হতো–মানে বিন্দুমাত্র কমবেশি যেন না হয়। এই চুলচেরা নিখুঁত হিসাবের ধারণা থেকেই বাগধারাটি এসেছে।

কুম্ভকর্ণের ঘুম - অস্বাভাবিক ঘুমকাতুরে।



'কুম্ভকর্ণের ঘুম' বাগধারার অর্থ হলো– অস্বাভাবিক গভীর ও দীর্ঘ ঘুম বা অতিরিক্ত ঘুমকাতুরে স্বভাব। 'কুম্ভ' অর্থ কলস, আর 'কর্ণ' মানে কান; কুম্ভকর্ণ - এর আক্ষরিক অর্থ কুম্ভ অর্থাৎ কলসির মতো কর্ণ। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড অনুযায়ী, রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ ছিল শক্তিশালী কিন্তু অলস ও ঘুমকাতুরে। সে ৬ মাস টানা ঘুমাতো, তারপর ১ দিন জাগতো, এবং আবার ৬ মাস ঘুমে যেত। দেবতারা তার আশীর্বাদে বিভ্রান্ত হয়ে এমন বর দিয়েছিলেন, যাতে সে পৃথিবীতে অল্প সময়েই জেগে থাকতো। রাম-রাবণ যুদ্ধের সময়, রাবণ তাকে জাগিয়ে তোলে যুদ্ধের জন্য। কুম্ভকর্ণকে জাগাতে রাবণের রাজ্যে এক বিশাল কর্মসূচি নিতে হয়েছিল – ঢাকঢোল, হাতি-ঘোড়া, খাবার-দাবার, আগুনে পুড়িয়ে জাগানো ইত্যাদি। এই পৌরাণিক অতিরঞ্জন থেকেই বাগধারাটির জন্ম– যে কেউ অতিরিক্ত ঘুমায়, সহজে জাগে না বা ঘুমে অচেতন থাকে, তাকেই বলা হয়– "কুম্ভকর্ণের ঘুম"।

কেল্লাফতে - জয়লাভ।

'কেল্লা' আরবি শব্দ; যার অর্থ– দুর্গ বা শক্তভাবে রক্ষিত কিল্লাবদ্ধ স্থান। 'ফতে' আরবি শব্দ; যার অর্থ জয় বা দখল। 'কেল্লাফতে' অর্থ দুর্গ বিজয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ তৈরি করা হতো। এমনভাবে তৈরি করা হতো, যাতে শত্রুবাহিনীর সৈন্য সহজে ঢুকতে না পারে। আর নিজেদের সৈন্য যাতে সেই দুর্গ থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে তাই প্রধান কৌশল হতো - কষ্ট করে হলেও বিরুদ্ধপক্ষের কেল্লা দখল করা। এই শব্দবন্ধ থেকে তৈরি হয় 'কেল্লাফতে' - যার অর্থ হয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ জয় করা, সাফল্য অর্জন করা।

কলুর বলদ - একটানা খাটুনি।



'কলু' হচ্ছে একটি পেশাজীবী সম্প্রদায়, যারা তিল, সরিষা ইত্যাদি তৈলবীজ থেকে তেল উৎপাদনের কাজ করত। তারা তেল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার করত ঘানি, যা একটি কাঠের যন্ত্র, এবং সেটি বলদ বা ষাঁড় দিয়ে ঘোরানো হতো। বলদটি সারাদিন ধরে একই স্থানে ঘুরে ঘুরে ঘানি ঘোরাত, কোনো বিরতি বা বিশ্রাম ছাড়াই। বলদটি শুধু শ্রম দিত, কিন্তু কীসের জন্য, তা উৎপন্ন হচ্ছে, সে বিষয়ে তার কোনো ধারণা থাকত না। এখান থেকেই 'কলুর বলদ' বাগধারার উৎপত্তি। এমন মানুষকে বোঝায়–যিনি চুপচাপ, একটানা যান্ত্রিকভাবে কাজ করে যান, কোনো প্রশান্তি বা লাভ বুঝে নয়, কেবল দায়িত্ব পালনের চাপে।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব - অলীক বস্তু।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব বাগধারার অর্থ হলো অলীক বস্তু বা অসম্ভব কিছু; যা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে হওয়া সম্ভব নয়। কাঁঠাল একটি আঁশযুক্ত ফল, যার মধ্যে রস নেই, আর আমসত্ত্ব হয় পাকা আমের রস ঘন করে। ফলে কাঁঠাল থেকে আমসত্ত্ব তৈরি করা অসম্ভব। আর এই দিক হাস্যকর এবং অবাস্তব কল্পনা।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

কাট গোঁয়ার - অত্যন্ত একগুঁয়ে।

"কাট গোঁয়ার" বাগধারার অর্থ হলো অত্যন্ত একগুঁয়ে ও জেদি ব্যক্তি, যেখানে 'গোঁয়ার' মানে হলো যুক্তিহীন, জেদি ও একরোখা লোক, যে নিজের মত ছাড়া কিছু মানে না, আর 'কাট' মানে চূড়ান্ত বা অতিরিক্ত মাত্রার, যা বাংলার কথ্য ভাষায় কোনো গুণ বা দোষকে প্রবলভাবে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; এই দুটি শব্দ মিলিয়ে বোঝানো হয় এমন একজন, যার জেদ এত তীব্র যে সে কোনো যুক্তি, পরামর্শ বা বাস্তবতা মানে না, নিজের মতেই অটল থাকে এবং পরিবর্তনের চেষ্টা করলে আরও রুখে দাঁড়ায়–এই অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটি গড়ে উঠেছে, যা সমাজে চরম একগুঁয়ে স্বভাবের লোকদের ব্যঙ্গ বা সমালোচনার সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কুপোকাত - পরাজিত।



কুপোকাত বাগধারাটি এসেছে দুটি শব্দ 'কুপো' (তেল রাখার মোটা পেটওয়ালা, সরু মুখবিশিষ্ট পাত্র) এবং 'কাত' (হেলে পড়া বা উপুড় হয়ে যাওয়া) - এই দুইয়ের সংমিশ্রণে। কুপো যদি কাত হয়ে পড়ে, তাহলে তার ভিতরের তেল মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়, যার ফলে এক ধরনের সম্পূর্ণ ক্ষতি, বিপর্যয় ও দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এখান থেকেই "কুপোকাত" শব্দটি চূড়ান্ত পতন, চিৎপাত হওয়া, সর্বাংশে পরাজিত হওয়া বা মর্মান্তিক ব্যর্থতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়।

কিম্ভূতকিমাকার - অদ্ভুত ও কুৎসিত।

কিম্ভূতকিমাকার বাগধারার অর্থ হলো অদ্ভুত, কুৎসিত ও বিকৃত চেহারা বা আকৃতির কিছু, যা স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও গঠন থেকে বিচ্যুত। শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে, যেখানে কিম্ অর্থ কি, ভূত অর্থ সত্তা এবং কিমাকার অর্থ কি রকম আকৃতি - অর্থাৎ এমন এক অস্তিত্ব বা রূপ, যার চেহারা দেখে বিস্ময় বা বিভ্রান্তি জন্মায়। প্রাচীন পুরাণ ও সাহিত্যে অস্বাভাবিক দৈত্য, বিকলাঙ্গ প্রাণী বা জাদুবলে সৃষ্ট ভয়ের বস্তু বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। এই ঐতিহ্য থেকেই 'কিম্ভূতকিমাকার' বাগধারাটি আজও ব্যবহৃত হয় এমন সব ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাতে যাদের রূপ বা গঠন এত অস্বাভাবিক বা বিকৃত যে তা বিস্ময় ও বিতৃষ্ণা জাগায়।

কাষ্ঠ হাসি - কপট হাসি।

'কাষ্ঠ' শব্দের অর্থ কাঠ বা কাঠের মতো শক্ত, নির্জীব বস্তু। "কাষ্ঠ হাসি" বলতে বোঝানো হয় কাঠের মতো মুখে জড়ানো হাসি, যেখানে প্রাণ নেই, উচ্ছ্বাস নেই–শুধু মুখে একটি জোরপূর্বক হাসির ছাপ টেনে রাখা হয়েছে। কিছু হাসি কেবল প্রয়োজনীয়তা, ভান কিংবা সাংসারিক বাধ্যবাধকতা থেকে আসে - যা ভেতরের অনুভবের সঙ্গে মেলে না।

কেউকেটা - সামান্য।

কেউকেটা শব্দের অর্থ ছিল : কে ও এবং কে ওটা। সুভাষ ভট্টাচার্যের মতে, সর্বনাম হিসেবে কে + ও + কে + টা হতে শব্দটির উদ্ভব। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছিল: "কে ওটা এবং কে এটা"। এখানে বর্ণিত 'ওটা' শব্দটি ছিল তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত একটি সর্বনাম। নগণ্য বা সামান্য ব্যক্তিদের সংখ্যা অগণিত এবং তাদের প্রকাশে একবচন জ্ঞাপক 'ওটা' তুচ্ছার্থ নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কত ধানে কত চাল - হিসেব করে চলা।

গ্রামবাংলায় ধান ছিল মূল কৃষিপণ্য। কৃষক যখন ধান চাষ করতেন, তখন সেটা বাজারে বিক্রি করে বা ঘরে রেখে চাল ভাঙাতেন। কিন্তু সব ধান থেকে এক রকম পরিমাণ চাল পাওয়া যায় না। কারও ধান মোটা, কারও চিকন আবার ভাঙানোর সময়ও চালের পরিমাণে পার্থক্য হয়। তাই চাষি, ব্যবসায়ী বা গৃহিণীরা হিসেব করে বুঝতে চাইতেন 'এই পরিমাণ ধানে কতটা চাল পাওয়া যাবে?' অর্থাৎ, একজন কৃষক বা গৃহস্থ প্রতিনিয়ত হিসাব রাখত, কত মন ধান ঘরে উঠেছে, কত চাল বেরোবে, কত বিক্রি হবে, কত ঘরে খরচ হবে ইত্যাদির সঠিক হিসেব কষতেন। এই নিখুঁত হিসাব থেকেই 'কত ধানে কত চাল' বাগধারাটি তৈরি হয়েছে।

কাছা ঢিলা - অসাবধান।



'কাছা ঢিলা' বাগধারার অর্থ– অসাবধান, গাফিলতিপূর্ণ বা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। এখানে 'কাছা' মানে ধুতি বা লুঙ্গির যে অংশ কোমরে গুঁজে কাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, আর 'ঢিলা' মানে আলগা বা শিথিল; অর্থাৎ

Educationblog24.com

কাজের সময় যদি কারও কাছা বাঁধা না থাকে বা সেটি ঢিলে থাকে, তবে বোঝায় সে শারীরিকভাবে প্রস্তুত নয় বা মনোযোগহীন বা অসাবধান।

কুয়োর ব্যাঙ - সীমিত জ্ঞান। সংকীর্ণমনা লোক।



কুয়া, কুয়ো, কূয়া - কূপ বা গর্ত। কুয়োর ব্যাঙ - যে ব্যাঙ কুয়োতে বসবাস করে এবং সেখানেই বড় হয়। কুয়ার ব্যাঙ কুয়ার ভেতরে থাকে; সেখান থেকে সে বাইরে আসতে পারে না। ফলে তার কাছে মনে হয়, ওইটুকুই বুঝি জগৎ। ওইটুকু জগতের খবরই সে জানে, কুয়ার বাইরের দুনিয়ার কোনো খবর সে জানে না, আবার তা জানার প্রয়োজনও বোধ করে না। একইভাবে কোনো মানুষ যদি কুয়ার ব্যাঙের মতো সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, সে যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশাল দুনিয়ার খবর না রাখে, তখন তাকে কূপমণ্ডূক বলা হয়। আর যার বাইরের কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান নেই সে অজ্ঞ হয়।

কূপমণ্ডূক - ঘরকুনো / সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন।

কূপ মানে কুয়া, আর মণ্ডূক মানে ব্যাঙ। অর্থাৎ কুয়ার ভেতর থাকা ব্যাঙ। একটি ব্যাঙ যদি জন্ম থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একটি কূপে থাকে, তবে সে ভাবতে পারে যে, ওই কূপটাই হলো সারা পৃথিবী। সে কখনো বিশাল পৃথিবী, সমুদ্র, পাহাড়, আকাশ এসব কিছু দেখেইনি - সেইজন্য তার জ্ঞান কেবল তার ছোট জগৎ নিয়েই। সংস্কৃত সাহিত্য ও উপদেশমূলক গ্রন্থে এই ধরনের ব্যাঙকে বলা হয়েছে 'কূপমণ্ডূক' যার মানে সেই ব্যক্তি, যার দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞান খুবই সীমিত এবং সংকীর্ণ।

কীটস্য কীট - অতি নগণ্য ব্যক্তি।

কীট হলো পোকা বা ক্ষুদ্র পতঙ্গ। কীটস্য অর্থ 'কীট-এর' অর্থাৎ কোনো পোকা বা পতঙ্গের। কীটস্য কীট হলো পোকারও পোকা, অর্থাৎ যেটি নিজেরও কোনো মর্যাদা নেই, বরং সেটির চেয়েও নিচু, তুচ্ছ বা হীন। 'কীট' বা পতঙ্গকে ধরা হয় প্রাণীজগতের একেবারে হীন বা নিচের স্তরের জীব। আর তার চেয়েও নিম্নস্তরের জীবকে বোঝাতে বলা হয় - কীটস্য কীট বা কীটেরও কীট। এটি দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যার অবস্থান বা গুরুত্ব তুচ্ছতমদের মধ্যেও সবচেয়ে তুচ্ছ।

কংস মামা - নির্মম আত্মীয়/ নিকটজনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী।



কংস মামা বাগধারাটি এসেছে হিন্দু পুরাণের নিষ্ঠুর চরিত্র কংসের নাম থেকে, যিনি ছিলেন মথুরার রাজা এবং ভগবান কৃষ্ণের মাতুল বা মামা। জন্ম থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল যে কংসের মৃত্যুর কারণ হবে দেবকী ও বসুদেবের অষ্টম পুত্র অর্থাৎ কৃষ্ণ। এই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে কংস এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, সে নিজেরই বোন দেবকী ও জামাই বসুদেব-কে বন্দি করে এবং একে একে দেবকীর ছয় সন্তানকে হত্যা করে। আত্মীয় হয়েও এমন নৃশংস আচরণের জন্য কংস হয়ে ওঠে নির্মম আত্মীয়তার প্রতীক। তার এই নিষ্ঠুরতা চিহ্নিত হয়ে বাংলায় "কংস মামা" বাগধারাটির জন্ম হয়। এখানে 'কংস' বোঝায় নিষ্ঠুরতা ও আত্মঘাতী বিদ্বেষ, আর 'মামা' বোঝায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

কংস মামার আদর - কৃত্রিম ভালোবাসা।

কংস ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মামা, কিন্তু ভাগ্নে জন্মানোর আগেই তিনি জানতেন যে এই শিশুই একদিন তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। তাই তিনি একে একে কৃষ্ণের ছয় ভাইকে হত্যা করেন এবং কৃষ্ণকেও বারবার হত্যার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কৃষ্ণকে 'ভাগ্নে' বলে সম্বোধন করতেন। এই দ্বিচারিতা বা মুখে আদর, ভেতরে বিদ্বেষই রূপ নেয় 'কংস মামার আদর' বাগধারায়।

কাঞ্চন মূল্য - অতি উচ্চ মূল্য।

কাঞ্চন অর্থ সোনা-যা সবসময়ই ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সোনা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু, যার দৃষ্টান্ত পুরাণ, মহাভারত ও লোকজ সাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে। তাই কোনো জিনিসের মূল্য খুব বেশি হলে যখন তা অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা না গেলে "কাঞ্চন মূল্য" বলা হয়।

Educationblog24.com

কুঁজড়োপনা - ঝগড়াটে স্বভাব।



কুঁজড়ো শব্দটি এসেছে 'কুঁজো' বা 'কুঁজো মানুষ' থেকে, অর্থাৎ যাঁদের পিঠ বাঁকা বা কুঁজো হয়ে গেছে – যাঁরা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে পারেন না। গ্রামীণ বাংলার লোকধারণা অনুযায়ী, যাদের দেহে কোনো শারীরিক অস্বাভাবিকতা থাকে, যেমন কুঁজো লোক, তারা সহজে ক্ষুব্ধ হয়, সব সময় সন্দেহপ্রবণ ও খিটখিটে হয় এবং অকারণে ঝগড়া করে। এই সামাজিক মনোভাব থেকেই "কুঁজড়োপনা" বাগধারাটি এসেছে যেখানে কাউকে বোঝানো হয় যে সে সবসময় ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে, তুচ্ছ বিষয়েও রেগে যায় বা বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি করে। যদিও এটি একটি প্রাচীন ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানসিক স্বভাব জুড়ে দেওয়া সংস্কৃতিভিত্তিক ধারণা, আজ তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র ঝগড়াটে চরিত্র বা দুর্ব্যবহারিক স্বভাব বোঝাতে।

কেঁচে গণ্ডূষ - নতুন করে আরম্ভ করা।



কেঁচে শব্দটা এসেছে কাপড় কাচার মতো করে ধোয়ার অর্থে মানে পুরনো দাগ মুছে ফেলা। আর 'গণ্ডূষ' মানে এক কোষ বা এক মুখ জল, যা মুখ ধুতে বা কুলি করতে ব্যবহার হয়। এই দুই মিলিয়ে বোঝায়, মন পরিষ্কার করে, ঝামেলা ভুলে, একদম নতুন করে কিছু শুরু করা। যেমন কেউ বলতেই পারে–"চলো, সব ভুলে কেঁচে গণ্ডূষ করে আবার শুরু করি।"

কনে দেখা মেঘ - গোধূলি লগ্নের সময় - উজ্জ্বল আলোয় পাত্রী দেখার উপযুক্ত সময়।

গ্রামীণ বাংলার সমাজে পূর্বে যখন বিদ্যুৎ বা কৃত্রিম আলো ছিল না, তখন বিয়ের উপযুক্ত মেয়েকে (কনে) দেখতে যাওয়ার সময় বেছে নেওয়া হতো গোধূলি লগ্নে, অর্থাৎ সূর্যাস্তের ঠিক আগে, যখন আকাশে নরম রোদ ও হালকা মেঘে চারপাশ ঝলমল করত। তখন দিনের আলো থাকলেও তা ছিল সূর্যালোকের কোমল ছায়ায় পরিপূর্ণ - যা মেয়ের সৌন্দর্য দেখার জন্য সবচেয়ে অনুকূল সময় বলে গণ্য হতো। সেই সময় আকাশে যে ধূসর-রাঙা মেঘ ভেসে বেড়াত, তা দেখে বোঝা যেত এই সময়টাই 'কনে দেখার উপযুক্ত সময়' এসেছে। সেই থেকেই রূপকভাবে "কনে দেখা মেঘ" বলতে বোঝায় গোধূলির সেই অপরূপ মেঘ, যা অদ্ভুত এক কোমল আলো ছড়ায় এবং শুভতা, সৌন্দর্য ও সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

কূর্ম অবতার - অলস।

কূর্ম অর্থ কচ্ছপ। অবতার অর্থ অবতরণকারী বা দেবতার রূপে পৃথিবীতে আগমনকারী। 'কূর্ম অবতার' হলো হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুর দশ অবতারের দ্বিতীয় অবতার - যেখানে তিনি কচ্ছপরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। দেবতা বিষ্ণু, মন্থন কাজের সহায়তার জন্য মন্দার পর্বতকে ভারসাম্য দিতে একটি কচ্ছপের রূপ ধারণ করেছিলেন এবং সেই কচ্ছপ হিসেবে সমুদ্রের তলে স্থির হয়ে বসে ছিলেন। তিনি ধীর, স্থির, নিশ্চল এবং একটানা একই ভঙ্গিতে থাকতেন। সাধারণত কচ্ছপের চলাচল খুব ধীর, তাকে কিছুতেই তাড়াহুড়ো করতে দেখা যায় না। সে অলসতার প্রতীক। তাই "কূর্ম অবতার" দিয়ে এমন কাউকে বুঝানো হয়, যার গতি খুব ধীর, যিনি অলস বা অনুৎসাহী–কাজ করতে ঢিলেমি করেন।

কেবলা হাকিম - অনভিজ্ঞ।

কেবলা হাকিম বাগধারাটি দ্বারা বোঝানো হয় এমন এক অনভিজ্ঞ, অযোগ্য কিংবা কাঁচা ব্যক্তি, যিনি দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন, কিন্তু কার্যত কোনো দক্ষতা বা জ্ঞান না থাকায় সবকিছু গুলিয়ে ফেলেন। এখানে 'কেবলা' শব্দটি এসেছে আরবি 'কিবলা' (নামাজের দিক), যা বাংলায় ব্যঙ্গার্থে এমন কাউকে বোঝায়, যে শুধুমাত্র নামাজের দিক চিনলেও ধর্ম বা জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর 'হাকিম' শব্দটি এসেছে আরবি থেকে, যার অর্থ চিকিৎসক বা জ্ঞানী ব্যক্তি। এই দুটি শব্দ মিলে এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক রূপ নেয়– যে ব্যক্তি চিকিৎসক বা জ্ঞানী সেজে বসে থাকলেও তার বাস্তব কোনো যোগ্যতা নেই।

কাগুজে বাঘ - মিথ্যা জুজু।

বাঘ সবসময় ভয়, শক্তি ও বিপদের প্রতীক। কিন্তু কাগজ দিয়ে তৈরি বাঘ দেখলে বোঝা যায়, সেটি শুধু বাহ্যিক ভয় দেখানোর জন্য, বাস্তব বিপদের জন্য নয়। এটি এক ধরনের প্রতারণামূলক প্রভাব – যা ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কিন্তু আসলে তাতে কোনো কার্যক্ষমতা নেই। জুজু ভয় দেখানোর জন্য কল্পিত জীব।

বাংলার মেলা, নাটক বা বিভিন্ন লোকজ উৎসবে কাগজ দিয়ে তৈরি বাঘের মুখোশ বা পুতুল তৈরি হতো, যা

Educationblog24.com

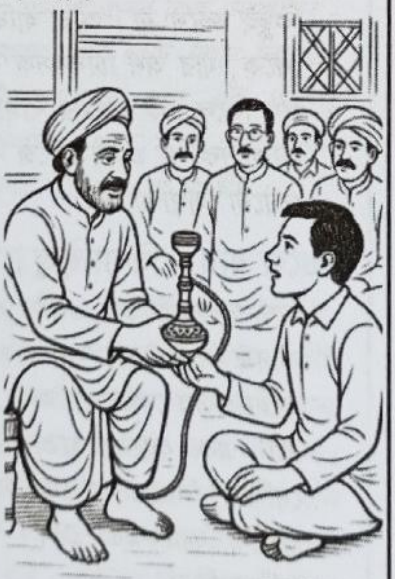
দূর থেকে দেখলে ভয়ংকর লাগত, কিন্তু বাস্তবে তাতে কোনো বিপদ ছিল না। আবার অনেক সময় ছোটদের ভয় দেখাতে এই ধরনের জিনিস দেখানো হতো–যা একধরনের "ভয়ের নাটক" বা "জুজু" ছিল।

কল্কি অবতার - অশুভ ধ্বংসকারী, অজ্ঞতা ধ্বংসকারী অথবা অন্ধকার দূরকারী।



কল্কি অর্থ কলুষ, অন্ধকার, অজ্ঞতা বা পাপ। অবতার: অবতরণ করা, ঈশ্বরের পৃথিবীতে নেমে আসা এক বিশেষ রূপ বা দেহে। তাই "কল্কি অবতার" শব্দবন্ধটির আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় – পাপ বা অজ্ঞতা ধ্বংস করার জন্য আগত ঈশ্বরের রূপ। হিন্দু ধর্মের পুরাণমতে, বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে কল্কি হচ্ছেন শেষ বা দশম অবতার – যিনি কলিযুগের শেষে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এই যুগে মানুষ নীতি-নৈতিকতা হারাবে, ধর্ম লুপ্ত হবে, চারদিকে থাকবে দুর্নীতি, মিথ্যাচার, হিংসা ও নৈতিক অবক্ষয়। তখন কল্কি অবতার এক হাতে খড়্গ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আগমন করবেন এবং সমস্ত অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে সত্য ও ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

কল্কে পাওয়া - পাত্তা পাওয়া।



কলকে পাওয়া বাগধারার অর্থ হলো – সম্মান পাওয়া বা পাত্তা পাওয়া। এখানে 'কলকে' বা 'কলকি' শব্দটি এসেছে ধূমপানের একটি প্রাচীন পাত্রের অংশ থেকে, যা সাধারণত হুঁকা বা গড়গড়ায় ব্যবহৃত হতো। সমাজে অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম উপায় ছিল হুঁকা পরিবেশন করা, বিশেষত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

মধ্যে। হুঁকার তামাকের মাটির পাত্র – অর্থাৎ কল্কে একে একে সবাইকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতো। যার কলকে পৌঁছাতো না, তাকে ধরে নেওয়া হতো সে তার মর্যাদা নেই বা তাকে অবহেলা করা হয়েছে। 'কলকে পাওয়া' বলতে বোঝানো হয় – সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া, খাতির বা গুরুত্ব পাওয়া। এই থেকেই বাগধারাটি গড়ে উঠেছে, যা আজও গুরুত্ব পাওয়া বা স্বীকৃতি পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়

কুরুক্ষেত্র ঘটানো - নিদারুণ কলহের সূত্রপাত



কুরু হলো প্রাচীন ভারতের একটি বংশের নাম। অর্থ মাঠ বা যুদ্ধক্ষেত্র। সুতরাং 'কুরুক্ষেত্র' কুরুদের যুদ্ধক্ষেত্র। 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটি এ মহাভারতের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্র' যেখানে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ১৮ দিনব্যাপী ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে অগণিত মানুষ হারায়, পরিবার ধ্বংস হয়, এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষা দাঁড়িয়ে বাংলায় 'কুরুক্ষেত্র ঘটানো' বলতে বো এমন এক দ্বন্দ্ব বা কলহ সৃষ্টি করা যা ভয়াবহ পরি দিকে ধাবিত হয়, এবং সহজে মিটে না।

কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা - বৃহৎ কাজে সা কারো সাধ্যমত সাহায্য।



লঙ্কা যাত্রার সময় যখন রামচন্দ্র তাঁর বানর সেনাদের দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করছিলেন (যেটিকে বলা হয় সেতুবন্ধ রামসেতু), তখন এক ছোট্ট কাঠবিড়ালও নিজের সামান্য শক্তি দিয়ে সেই কাজে অংশ নেয়। সে তার লোম ভিজিয়ে বালুতে গড়িয়ে এসে জলে ফেলে আসত একটু হলেও সমুদ্র বাঁধার কাজে সাহায্য করতে

Educationblog24.com

রামচন্দ্র তার এই আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পিঠে স্নেহ করে হাত বুলিয়ে দেন, এবং বলে ওঠেন– এই ছোট প্রয়াসও বড় কাজে মূল্যবান।

কুবেরের ভাণ্ডার বা কুবেরের ধন - অফুরন্ত ঐশ্বর্য।

হিন্দু পুরাণে কুবের হলেন স্বর্গীয় ধনসম্পদের রক্ষক ও বিতারক। তিনি অলকাপুরী নামক এক স্বর্ণভাণ্ডারসমৃদ্ধ রাজ্যের অধিপতি, যেখানে স্বর্ণ, রত্ন, মূল্যবান ধাতু ও সম্পদের পাহাড় রয়েছে। কুবের মূলত লক্ষ্মী দেবীর সহচর এবং তার দায়িত্ব হলো দেবতাদের মাঝে ধন বন্টন করা। তাই কুবেরের নাম উচ্চারিত হলে একধরনের প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়।

কুমিরের সান্নিপাত - অসম্ভব ব্যাপার।

কুমিরের সান্নিপাত বাগধারাটি বোঝায় এমন এক ঘটনা, যা অসম্ভব, অবাস্তব বা কল্পনাতীত - বাস্তবে যা ঘটার কোনো যৌক্তিক সম্ভাবনা নেই। এখানে 'কুমির' হলো এক কঠিনপ্রাণ, সবল ও স্বাস্থ্যবান জলচর প্রাণী, এবং 'সান্নিপাত' আয়ুর্বেদের মতে একটি মারাত্মক রোগ, যা শরীরের তিনটি দোষ – বায়ু, পিত্ত ও কফ – একসঙ্গে বিগড়ে যাওয়ার ফল। কুমিরের শরীরে সান্নিপাতের মতো জটিল রোগ হবে, এমনটা হওয়া প্রায় অসম্ভব এবং অবাস্তব। এই অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনা থেকেই বাগধারাটি এসেছে, যেখানে 'কুমিরের সান্নিপাত' বলতে বোঝায় এমন কিছু যা অবাস্তব, অবাস্তব-ধর্মী বা অসম্ভব।

কুম্ভীরাশ্রু - মায়াকান্না, কপট অশ্রু।



কুমির তার শিকারকে ফাঁদে ফেলার সময় বা খাওয়ার আগে চোখ থেকে অশ্রু ফেলে, যা দেখে শিকার সহানুভূতিতে পড়ে, এবং তখনই কুমির তাকে ধরে ফেলে। যদিও বাস্তবে এটা একটি জৈবিক প্রতিক্রিয়া – কুমিরের চোখ থেকে পানি পড়া তাদের চোখের আর্দ্রতা রক্ষা করতে সহায়তা করে – তবুও এই দৃশ্য দেখে মানুষের মনে হয়েছে, যেন কুমির দুঃখে কাঁদছে। এই কৃত্রিম বা ছলনাময় কান্না থেকেই 'কুম্ভীরাশ্রু' (crocodile tears) বাগধারার জন্ম হয়।

কানাঘুষা - গোপন রটনা।

কানাঘুষা বাগধারার অর্থ হলো গোপনে কোনো কথা রটানো বা গোপন আলোচনা, যা সাধারণত সন্দেহ, গুজব বা চক্রান্তমূলক হয়ে থাকে। শব্দটির বিশ্লেষণে দেখা যায়: 'কান' অর্থ শোনা বা শ্রবণেন্দ্রিয় এবং 'ঘুষা' এসেছে ঘষা বা কাছাকাছি ফিসফিস করে কিছু বলা থেকে। একত্রে 'কানাঘুষা' বোঝায় কারো কানে কানে কিছু ফিসফিস করে বলা। গ্রামীণ চায়ের দোকান, পাড়ার মোড় বা মহল্লার আড্ডায় বহু গোপন আলোচনা ছড়িয়ে পড়ত ফিসফাসে। কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলত না, কিন্তু সবার কান ভরে যেত গুজবে – এভাবেই 'কানাঘুষা' হয়ে উঠেছে গোপন রটনার প্রতিশব্দ।

কলম পেশা - কেরানিগিরি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলের শুরুর দিকে প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের জন্য বিপুল সংখ্যক লেখক বা কেরানি নিয়োগ দেওয়া হতো। এই কর্মচারীরা ছিলেন শিক্ষিত, যাঁরা অফিসে বসে নানা দলিল, চিঠিপত্র, হিসাব-নিকাশ, খতিয়ান ইত্যাদি লিখতেন। তাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল কলম - যা দিয়ে তারা দিনের পর দিন লিখে যেতেন সরকার বা জমিদার বা বণিক শ্রেণির প্রয়োজন অনুযায়ী। এই কাজকে তৎকালীন সমাজে 'কলম পেশা' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এতে কঠোর পরিশ্রম থাকলেও শারীরিক শ্রম তুলনায় কম থাকায় একে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হতো।

কটু কাটব্য - তিরস্কার / গালাগালি।

'কটু' অর্থ তিতা, ঝাঁঝালো বা তীব্র, আর 'কাটব্য' এসেছে 'কাটা' থেকে, যার অর্থ কথার মাধ্যমে আঘাত হানা বা বিদ্রূপ করা। গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় সমাজেই পরস্পরের প্রতি শ্লেষপূর্ণ বক্তব্য, অপমানসূচক উপহাস বা ধমকের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান বা মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেত। কথার মাধ্যমে অপমান করার এই প্রবণতা থেকেই 'কটু কাটব্য' বাগধারাটি এসেছে।

কথার ফুলঝুরি - বাগাড়ম্বর, অর্থহীন বাগ্‌বিস্তার, অলংকারবহুল কথা।

'কথা' অর্থাৎ ভাষা বা বাক্য, আর 'ফুলঝুরি' যা এক ধরনের আতশবাজি - চকচকে আলো ছড়ালেও তাতে কোনো স্থায়ী প্রভাব বা উপযোগিতা থাকে না। এই বাগধারায় 'ফুলঝুরি' প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় চোখ ধাঁধানো কিন্তু ফাঁপা কিছুর। যেমন ফুলঝুরি ঝলসে ওঠে, শব্দ হয়, আলো ছড়ায়, কিন্তু দ্রুত নিভে যায়–তেমনি কেউ যখন অতিরিক্ত অলংকারময় কথা বলে, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়, কিংবা স্রেফ চমকপ্রদ ভাষায় বাক্য সাজিয়ে মুগ্ধ করার চেষ্টা করে, তখন বলা হয় সে 'কথার ফুলঝুরি' ছাড়ছে।

Educationblog24.com

কথার তুবড়ি ছোটা - অনর্গল কথা বলা।

তুবড়ি হলো আগুনের ফুলকির ফোয়ারা বের হয় এমন আতশবাজি; এই আতশবাজিতে আগুনের ফুলকি অনর্গল বের হতে থাকে। অনেকের মুখ থেকে তুবড়ির মতোই কথাও অনর্গল বের হতে থাকে, থামেই না।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড - তুমুল হট্টগোল।



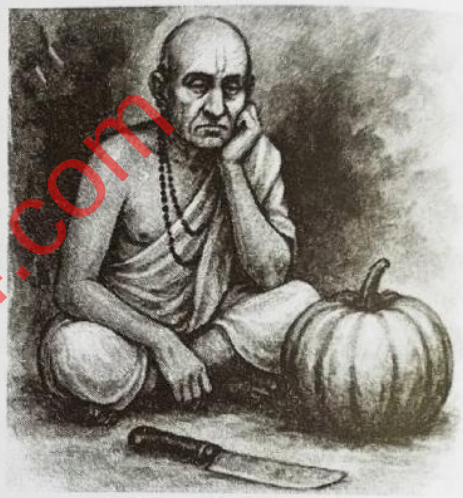
"কিষ্কিন্ধাকাণ্ড" একটি বাংলা বাগধারা, যার অর্থ– তুমুল হট্টগোল বা চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভরা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। শব্দটি গঠিত হয়েছে দুটি অংশে– 'কিষ্কিন্ধা' মানে রামায়ণের বানররাজ্য, যেখানে বালি ও সুগ্রীবের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও চেঁচামেচিতে ভরা ঘটনাবলী ঘটে; আর 'কাণ্ড' মানে পর্ব বা অধ্যায়। রামায়ণের "কিষ্কিন্ধাকাণ্ড" অংশে যে উত্তেজনা, বানরসেনার চিৎকার ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তার প্রতিফলন থেকেই বাংলায় "কিষ্কিন্ধাকাণ্ড" শব্দটি রূপক হয়ে দাঁড়ায় যেকোনো চরম গোলমালপূর্ণ অবস্থা বোঝাতে। তাই আজ এই বাগধারাটি ব্যবহার হয় যখন কেউ বলতে চায়– কোথাও দারুণ বিশৃঙ্খলা বা হট্টগোল চলছে।

কপোত বৃত্তি - সদ্য আহরণ করে বাঁচতে হয় এমন।



"কপোত বৃত্তি" বাগধারার অর্থ হলো এমন অনিশ্চিত জীবিকা, যেখানে প্রতিদিন আহরণ করেই বেঁচে থাকতে হয়–যেমন 'কপোত' বা কবুতর দিনে দিনে খাবার খোঁজে, জমিয়ে রাখে না বা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে না, আর 'বৃত্তি' মানে জীবিকা বা জীবনযাপন; এই ধারণার মূল উৎস প্রাচীন ধর্মীয় ও দার্শনিক সাহিত্যে, বিশেষত হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে, যেখানে 'কপোতবৃত্তি' বলা হতো সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের সেই জীবনধারা–যার প্রতিদিন ভিক্ষা করে, সেদিন যা পায়, তা নিয়েই চলে, পরদিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে না; এই জীবনযাপন প্রকারটি নির্ভরতা, চাহিদাহীনতা এবং মুহূর্তে বেঁচে থাকার দর্শনের প্রতীক হলেও, সমাজে এটি পরে রূপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে এমন অবস্থাকে বোঝাতে যেখানে মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে, প্রতিদিন নতুন করে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে, ঠিক পায়রার মতো–এই ভাবনাই "কপোত বৃত্তি" বাগধারার ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে তোলে।

কুমড়ো কাটা বটঠাকুর - অকর্মণ্য লোক।



"কুমড়ো কাটা বটঠাকুর" বাগধারার অর্থ– একেবারে অকর্মণ্য, কোনো কাজের না, শুধু বসে থাকা লোক। এখানে 'কুমড়ো কাটা' বোঝায় রান্নাঘরে কুমড়ো কাটার সময় বসে থাকা, অথচ কাজ না করা; আর 'বটঠাকুর' মানে বটগাছের নিচে বসানো ঠাকুরমূর্তি, যা চুপচাপ স্থির, কিন্তু কার্যহীন। অতএব "কুমড়ো কাটা বটঠাকুর" হলো যে লোক বসে থাকে কুমড়ো কাটার মতো বা বটগাছের নিচে বসানো ঠাকুরের মতো, কিছু করে না – অর্থাৎ একেবারে অকর্মণ্য, অলস ও অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন - যার যে গুণ নেই সে গুণের ভান করা।

একজন ছেলের চোখই নেই বা কানা, কিন্তু তার নাম রাখা হয়েছে 'পদ্মলোচন'–যার মানে পদ্মফুলের মতো সুন্দর চোখ! এতে বোঝানো হয়, সত্যের সঙ্গে মেলে না এমন বাড়াবাড়ি বা ভান করা। আমাদের সমাজে এমন অনেক সময় হয়, যখন অযোগ্য মানুষকে অযথা প্রশংসা করা হয় বা বড় করে দেখানো হয়–এই অভ্যাস নিয়েই মজার ছলে বাগধারাটি তৈরি হয়েছে। তাই আজও কেউ যদি অযোগ্য হয়েও বড়াই করে, তখন হাস্যরস করে বলা হয়–"কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।"

Educationblog24.com

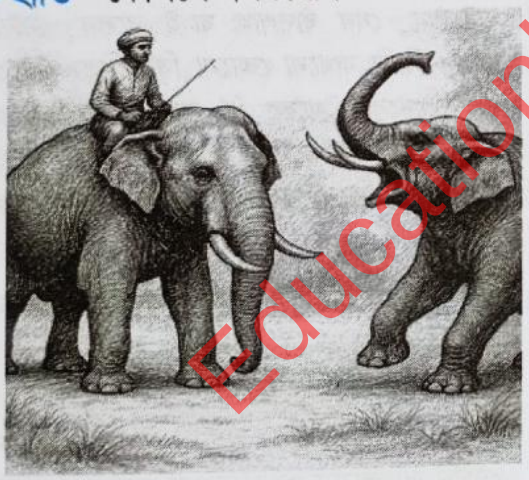
কলমের এক খোঁচা- লিখিত আদেশ

বাগধারাটি এসেছে প্রাচীন রাজসভা এবং আধুনিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট থেকে। পূর্বে রাজারা বা দেওয়ানরা একটি লিখিত ফরমানে কাউকে দণ্ডিত করতে পারতেন – সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, নির্বাসন, চাকরি থেকে বরখাস্ত বা শাস্তি কার্যকর করতেন কেবল 'একটা কলমের খোঁচা'তেই। আধুনিক প্রশাসনেও একই রকম – একজন সরকারি কর্মকর্তা কেবল একটি স্বাক্ষর বা লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে কারও জীবন বদলে দিতে পারেন।

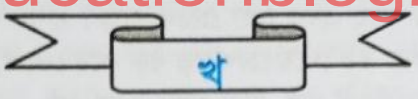
কেষ্ট বিষ্টু - গণ্যমান্য / বিশিষ্ট লোক।

কেষ্ট এসেছে 'কৃষ্ণ' বা 'কৃষ্ণকান্ত' নামের আঞ্চলিক রূপ থেকে। বিষ্টু এসেছে 'বিষ্ণু' থেকে। এই দুই নামই হিন্দু ধর্মে পূজনীয় ও প্রধান দেবতা, যাদেরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে উচ্চস্থানে বসানো হয়। এদের নাম একত্রে উচ্চারণ করে 'কেষ্ট বিষ্টু' বলা হয়। গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতে 'কেষ্ট-বিষ্টু' বলে কেউ কাউকে সম্বোধন করলে বোঝানো হয় - তিনি সেই এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি, যার কথায় লোক ওঠে-বসে, কিংবা যার সম্মান, পদমর্যাদা বা রাজনৈতিক দখল রয়েছে।

কুনকি হাতি - কৌশলে বশকারী।



কুনকি হাতি হলো এমন এক প্রশিক্ষিত হাতি, যার কাজ হয় বুনো বা উগ্র হাতিকে কৌশলে বশে আনা। খাবারের সন্ধানে বন্য হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে, তাণ্ডব চালায়–ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণনাশ ঘটায়। এই ভয়ংকর বুনো হাতিদের নিয়ন্ত্রণ বা তাড়ানো বা পোষ মানানোর জন্য যে বিশেষ প্রশিক্ষিত হাতি ব্যবহার করা হয়, তাকেই বলা হয় কুনকি হাতি। এরা আদতে মাহুত (হস্তী চালক, প্রশিক্ষক বা রক্ষক) দ্বারা পোষা এবং সুপ্রশিক্ষিত হয়ে থাকে। এই কুনকি হাতি পাশে পাশে থেকে ধীরে ধীরে বুনো হাতিকে ঘিরে ধরে, তার আচরণে প্রভাব ফেলে এবং তাকে পোষ মানায়–তাই একে বলা হয় নিয়ন্ত্রক বা বশকারী হাতি। এই অভিজ্ঞতা থেকেই কুনকি হাতি বাগধারাটি তৈরি হয়েছে।



খণ্ড

খণ্ডকপাল - দুর্ভাগ্য।

খণ্ডকপাল বাগধারার অর্থ হলো দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি বা যার ভাগ্য ভেঙে গেছে। এখানে খণ্ড মানে ভাঙা, আর কপাল অর্থ ভাগ্য। এই দুই শব্দ মিলিয়ে বোঝায় যার কপাল বা ভাগ্য ভেঙে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে কপালকে ভাগ্যলেখা ধারণকারী স্থান হিসেবে ধরা হতো, আর বাংলার লোকজ বিশ্বাসেও কপালের অবস্থানকে ভাগ্যের প্রতীক মনে করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তির জীবনে যদি বারবার দুর্ভাগ্য, অপমান, ব্যর্থতা বা দারিদ্র্য দেখা দেয়, তবে তাকে বলা হয় 'খণ্ডকপাল', অর্থাৎ যার কপালটাই ভাঙা বা যার জীবনে শুভ কিছু ঘটছে না। এই ভাবনা থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি ও ব্যবহার।

খণ্ডপ্রলয় - তুমুলকাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার।

খণ্ড অর্থ আংশিক বা অল্প অংশ, আর প্রলয় মানে চূড়ান্ত ধ্বংস বা সর্বনাশের সময় (যেমন হিন্দু পুরাণে মহাপ্রলয়)। এই দুটি শব্দ একত্রে ব্যবহার হয়ে বোঝায় – পুরো পৃথিবী ধ্বংস না হলেও, সেই ধ্বংসের একটি খণ্ডাংশ বা অনুরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি। 'প্রলয়' শব্দটি মূলত বিশাল ও সর্বনাশা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতীক – যেমন বন্যা, ঝড়, যুদ্ধ ইত্যাদি। তাই কোনো দৃশ্য বা ঘটনার ভয়াবহতা, বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় বোঝাতে লোকজ বাংলায় বলা হয় "খণ্ডপ্রলয় ঘটেছে"। অর্থাৎ, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে মনে হয় যেন ছোটখাটো প্রলয় নেমে এসেছে। এই ভাবনা থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি।

খাবি খাওয়া - ছটফট করা / হিমশিম খাওয়া।



খাবি শব্দটি দিয়ে বোঝায় - শ্বাসকষ্টে কেউ যখন হঠাৎ করে মুখ খুলে দম নেওয়ার চেষ্টা করে, অর্থাৎ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে চায়। সাধারণত কেউ যদি ডুবে যেতে থাকে বা দম বন্ধ হয়ে আসে, তখন সে এভাবে হাঁ করে দম নিতে চেষ্টা করে, যা 'খাবি খাওয়া' নামে পরিচিত। এ সময় মানুষ বা প্রাণী ভয়ে, দম নিতে না পেরে অস্থিরভাবে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, ছটফট করে। বিশেষ করে পানিতে ডুবে

Educationblog24.com

যাওয়ার সময় এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। মানুষ বা প্রাণী হঠাৎ করে ভয় পেয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলে, মুখ হাঁ করে দম নিতে চায়, আর অস্থির হয়ে ওঠে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই 'খাবি খাওয়া' বাগধারাটি এসেছে। পরে এটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়- যখন কেউ হঠাৎ কোনো সমস্যায় পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, চিন্তায় ছটফট করতে থাকে, তখন বলা হয় সে 'খাবি খাচ্ছে'।

খামকাজ - ভুল কাজ।

'খাম' মানে ভিত্তিহীন, অযাচিত বা অকারণে; আর 'কাজ' মানে কর্ম বা কার্যকলাপ। অর্থাৎ "খামকাজ" বোঝায় এমন কাজ যা উদ্দেশ্যহীন বা চিন্তাহীনভাবে বা আবেগে করে ফেলা হয়, ভুল সময়ে বা ভুলভাবে করা হয়, যার ফল ভালো নয় বরং ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর। বাংলার লোকভাষায় এই শব্দটি সাধারণত সেইসব কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যা না করলেও চলত, বা যা করার দরকার ছিল না বরং করেছে বলেই সমস্যা হয়েছে।

খিচুড়ি পাকানো - জটিল করা।

'খিচুড়ি পাকানো' বাগধারার অর্থ হলো কোনো বিষয়কে এতসব মিশিয়ে ও এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করা যে তা স্পষ্ট না থেকে জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে; এখানে 'খিচুড়ি' হলো চাল, ডাল, সবজি, মসলা মিশিয়ে তৈরি এক প্রকার খাবার, যা রান্নার পর আলাদা করে বোঝা যায় না–এটি রূপকভাবে বোঝায় বিভিন্ন মত, কথা বা ঘটনার এমন গুলিয়ে ফেলা, যা বুঝে ওঠা কঠিন; আর 'পাকানো' মানে রান্না করা বা তৈরি করা–বাংলার লোকজ জীবনে ও রান্নার সংস্কৃতিতে খিচুড়ি সহজ খাবার হলেও তার উপাদানগত জটিলতা ও মিশ্রতার জন্য এক ধরনের গোলমাল বা বিশৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়; সেখান থেকেই এই বাগধারাটি গড়ে উঠেছে, যা আজও ব্যবহার হয় এমন পরিস্থিতিকে বোঝাতে, যেখানে কেউ কোনো সরল বিষয়কে অকারণে গুলিয়ে ফেলে, জটিল করে তোলে বা মতের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

খেজুরে আলাপ - অকাজের কথা।

অনেকে খেজুরের গুড় তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে একেবারেই না জেনে, সেই কাজের অভিজ্ঞ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে মনগড়া ও অবান্তর গল্প বলে নিজেদের জ্ঞানী প্রমাণ করতে চায়। তারা খেজুর গাছ কেমন, রস কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, কীভাবে গুড় তৈরি হয়–এসব না জেনেও বানিয়ে বানিয়ে লম্বা কাহিনি জুড়ে দেয়। এই সময় তারা ভাবতেও পারে না, পাশে হয়তো এমন কেউ আছেন যিনি এসব কাজে সত্যিই অভিজ্ঞ। তাদের এই অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর ও বিরক্তিকর কথাবার্তা থেকেই 'খেজুরে আলাপ' বাগধারাটির জন্ম, যার অর্থ দাঁড়ায় অযথা, ভিত্তিহীন, বিরক্তিকর আলোচনা।

খয়ের খাঁ - চাটুকার বা তোষামোদকারী ব্যক্তি।



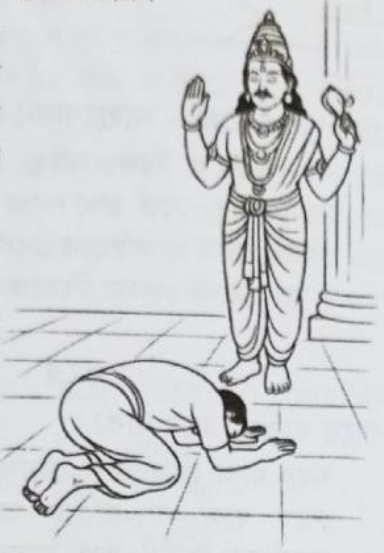
মুঘল আমলে বা রাজদরবারে 'খাঁ' উপাধি ছিল প্রভাবশালী বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য। আবার 'খয়ের (বা খয়েরি) বলতে বোঝানো হতো এমন এক ধরনের লালচে বাদামি রং, যা পানের সঙ্গে খাওয়া হয়, এ মুখে দিলে তা চেহারায় একধরনের 'ভক্তিভাব 'তোষামোদী হাসি'র ছাপ ফেলত। আবার কেউ বিশ্বাস করেন, 'খয়ের খাঁ' নামে একজন দরবারী ছি যিনি বাদশাহের সব কথায় সায় দিতেন, তার গুণগ গাইতেন, যেন বাদশাহ যা-ই বলেন, সেটাই কথা। তিনি কখনো কোনো বিরোধিতা করতেন এখান থেকেই 'খয়ের খাঁ' বলতে বোঝানো হয় অনুসারী বা তোষামোদকারী ব্যক্তি, যিনি নিজের প্রকাশ না করে সবসময় ক্ষমতাবানের পক্ষে বলেন।

খোদার খাসি - হৃষ্টপুষ্ট চিন্তা ভাবনাহীন ব্যক্তি।

খোদা: অর্থ ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা। খাসি: খোঁজা (বীর্যহী পোষা পশু; বিশেষত ছাগল বা ভেড়া, যা বলির জন্য কেবল পালন-পোষণের উদ্দেশ্যে মোটাতাজা করা হয় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ঈদে কোরবানির জন্য যে পশু প্রস্তুত করা হতো তা বি বিশেষ যত্নে প্রতিপালিত খাসি। এই খাসিগুলো 'খোদার খাসি' বলা হতো, কারণ তাদের জন্য নি ছিল এক পবিত্র কর্তব্য–কোরবানির জন্য উৎ হওয়া। এদের খাওয়ানো হতো উৎকৃষ্ট খাব চলাফেরা করতো স্বাচ্ছন্দ্যে, কোনো কষ্ট দেওয়া হ না–একেবারে বিলাসবহুল, নিশ্চিন্ত জীবন। কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানে না। তারা জা না যে একদিন হঠাৎ করেই কোরবানি দিয়ে দে হবে। ঠিক তেমনি-যেসব মানুষ আজ সুখে আ হৃষ্টপুষ্ট আছে, ভবিষ্যতের চিন্তা না করে নিশ্চিন্তে জী কাটাচ্ছে, তাদের তুলনা করা হয় 'খোদার খাসি' সঙ্গে।

Educationblog24.com

খুরে খুরে দণ্ডবৎ - হার স্বীকার।



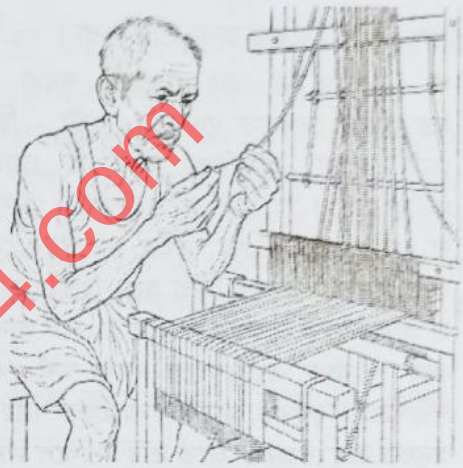
খুরে খুরে: খুড়িয়ে খুড়িয়ে বা ধীরে ধীরে হাঁটা। সাধারণত আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রাণী যেভাবে হাঁটে। দণ্ডবৎ: দণ্ডের মতো সোজা হয়ে শুয়ে পড়া। এটি মূলত এক ধরনের প্রণাম বা সম্মান প্রদর্শনের ভঙ্গি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষত হিন্দু ধর্মাচারে গুরু, দেবতা বা পিতার সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হয় – যাতে শরীর সম্পূর্ণভাবে মাটিতে শুয়ে থাকে। দুই শব্দ একত্রে বোঝায় – ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মাথা নিচু করে শুয়ে পড়া, অর্থাৎ নিজে নিজে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করা বা ক্ষমা চাওয়া। বাংলা অঞ্চলে দণ্ডবৎ প্রণাম একটি ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রথাগত ভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত। প্রাচীনকালে গুরু, দেবতা বা রাজাধিরাজের সামনে অপরাধী বা পরাজিত ব্যক্তি মাটিতে শুয়ে পড়ে (দণ্ডবৎ) প্রণাম করত – এটা ছিল ক্ষমা চাওয়ার প্রতীক। আবার, যিনি আহত বা পরাস্ত হয়েছেন, তিনি খুড়িয়ে খুড়িয়ে সামনে গিয়ে প্রণাম করছেন – এ অবস্থায় নিজেকে সমর্পণ করার চিত্র অত্যন্ত লজ্জার, বেদনাদায়ক ও আত্মসমর্পণমূলক।

খাণ্ডবদাহন - ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।



খাণ্ডব বন ছিল প্রাচীন ভারতে বর্তমান দিল্লি অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশাল, ঘন জঙ্গল। সেখানে নাগরাজ তক্ষক, বিভিন্ন অসুরজাতি, ঋষি-মুনি ও বন্যপ্রাণী বসবাস করত। দেবতা অগ্নি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে ঘৃতপান করার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন খাদ্য যা দাহ্য এবং প্রবল। তখন মিত্র এবং পরাক্রমশালী কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁকে সাহায্য করেন খাণ্ডব বন পুড়িয়ে দিতে। এই অগ্নিকাণ্ড এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তা রোধ করতে অনেক দেবতা ও অসুর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বনসহ সব প্রাণী, আশ্রম, বৃক্ষ, জনপদ–সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কেবল মাত্র ময়দানব ও অশ্বসেন (তক্ষকের পুত্র) রক্ষা পায়। এই ঘটনাকে বলা হয় "খাণ্ডবদাহন" – যার অর্থ খাণ্ডব বনকে দহন করা।

খেই হারানো - কোনো কিছু গুলিয়ে ফেলা বা কথা বলার সময় কথা হারিয়ে ফেলা।

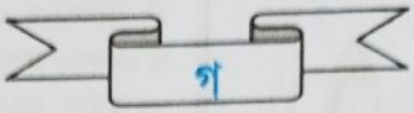


খেই শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সূত্র, ধারা, প্রসঙ্গ বা সন্ধান। এই শব্দটি এসেছে তাঁত শিল্প থেকে। তাঁতে কাপড় বোনার সময় মাঝেমধ্যে সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। তখন তাঁতি থেমে না থেকে সেই ছেঁড়া সুতোর মুখ বা 'খেই' খুঁজে নিয়ে আবার বোনার কাজ শুরু করেন। কিন্তু অনেক সময় এই খেই সহজে পাওয়া যায় না, ফলে তাঁতিকে অস্থিরভাবে খেই খুঁজতে হয়–কারণ খেই না পেলে বোনা শুরু করা যায় না। এখান থেকেই মানুষের কথাবার্তায় 'খেই' শব্দটি এসেছে। মানুষ যখন কথা বলে, অনেক সময় চিন্তার বা কথার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে–যেমন তাঁতির সুতো হারানো। তখন বলা হয়, সে 'খেই হারিয়ে ফেলেছে'। অর্থাৎ, কথার সূত্র বা ভাবের ধারা হারিয়ে ফেলেছে, এবং নতুন করে আবার সেই ভাব বা কথা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

খাল কেটে কুমির আনা - বিপদ ডেকে আনা।

বাংলার নদী-নালা, খাল-বিলপূর্ণ ভূপ্রকৃতিতে কৃষিজীবী সমাজের জন্য খাল কাটা ছিল খুবই সাধারণ বিষয়–জল সঞ্চালনের জন্য খাল খোঁড়া হতো। কিন্তু সেই খালে যদি বন্যপ্রাণী (বিশেষ করে কুমির) প্রবেশ করে, তাহলে যে পানি আনার জন্য খাল কাটা হয়েছিল, সেটাই হয়ে উঠত প্রাণঘাতী বিপদের পথ। জল আনতে গিয়ে কুমির এসে পড়া মানেই নিজ হাতে নিজের বিপদ ডেকে আনা।

Educationblog24.com



গা

গা-করা - মনোযোগ দেওয়া, উদ্যোগ নেয়া।

গা = শরীর, করা = সম্পৃক্ত হওয়া, নিজে জড়ানো, অংশগ্রহণ করা। 'গা-করা' মানে দাঁড়ায় – নিজের শরীর (অর্থাৎ নিজেকে) কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করা। বাংলা লোকসংস্কৃতিতে শরীর বা 'গা' দিয়ে কোনো কাজ করা মানে হলো - সেই কাজে নিজের পরিশ্রম, মনোযোগ এবং উপস্থিতি দেওয়া।

গা চাটা - স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভাব করা।

গা - শরীর বা গাত্র (এখানে কারো ব্যক্তিগত সত্তা/অস্তিত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত)। চাটা - জিভ দিয়ে চেটে দেওয়া, অতিরিক্ত আদর বা তোষামোদের প্রতীক। ফলে 'গা চাটা' মানে দাঁড়ায় - অন্যের শরীর বা অস্তিত্ব চেটে দেওয়া, অর্থাৎ এমনভাবে তোষামোদ করা, যাতে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি হয়। বিড়াল তার মালিক বা আরামদায়ক জায়গায় গা ঘষে বা চেটে আদর প্রকাশ করে – অথচ এর পেছনে থাকে স্বার্থ (খাবার বা নিরাপত্তা)। কুকুরও অনেক সময় প্রভুর পায়ে গা চেটে অনুগত ভাব দেখায় – যাতে তার মন গলে যায়।

গা ছাড়া ভাব - অমনোযোগ, অবহেলা, ঢিলেমি।

'গা' মানে শরীর বা নিজের সম্পৃক্ততা, আর 'ছাড়া' মানে আলাদা করা বা দূরে রাখা। তাই 'গা ছাড়া ভাব' মানে এমন মনোভাব, যেখানে কেউ নিজের মন, শরীর বা আন্তরিকতা কিছুই দেয় না – বরং দায়সারা ভাবে কাজটি করে ফেলে বা পাশ কাটিয়ে যায়।

গা ঝাড়া দেওয়া - আলসেমি বা জড়তা কাটিয়ে কাজে উদ্যোগী হওয়া।

গা = শরীর। ঝাড়া দেওয়া = ঝাঁকিয়ে ফেলা, ধুলোময়লা সরিয়ে ফেলা, নিষ্ক্রিয়তা থেকে সজাগ হওয়া। 'গা ঝাড়া দেওয়া' আক্ষরিক অর্থে - শরীর ঝাঁকিয়ে ধুলা, ময়লা বা জড়তা ঝেড়ে ফেলা। রূপক অর্থে বোঝায় - আলসেমি, ক্লান্তি বা উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে সচল হওয়া বা কাজে মন দেওয়া।

গা বাঁচিয়ে চলা - সামলে চলা, সতর্কভাবে কাজ করা।

বাংলার লোকজ সমাজে 'গা' মানে শুধু শরীর নয়, নিজের নিরাপত্তা ও মর্যাদাও বোঝায়। আর 'বাঁচিয়ে চলা' মানে কোনো ঝুঁকিতে বা সরাসরি কোনো ঝামেলায় না গিয়ে বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতায় এমনভাবে জীবনযাপন করা, যাতে অপমান, দ্বন্দ্ব বা ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া যায়।

গা ঢাকা দেওয়া - আত্মগোপন করা।

গা - শরীর বা নিজের অস্তিত্ব, ঢাকা দেওয়া - আড়াল করা, কিছু ঢেকে রাখা। 'গা ঢাকা দেওয়া' অর্থ নিজের শরীর বা অস্তিত্বকে ঢেকে রাখা বা আড়াল – সরল অর্থেই বোঝায় নিজেকে লুকিয়ে রাখা।

গায়ে

গায়ে থাকা - মনে থাকা।

গায়ে থাকা মানে হলো কোনো কিছুর শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা বা জড়িয়ে থাকা। বাংলা লোকসংস্কৃতিতে 'শরীর' আর 'মনের' মধ্যে একটি গভীর রূপক সম্পর্ক রয়েছে। কোনো কিছু শরীরে লেগে থাকলে যেমন অস্বস্তি হয়, ঠিক তেমনি কারো মনে কষ্ট বা অপমানের স্মৃতি থেকে গেলেও মানুষ তা বারবার অনুভব করে, মনে করে, ভুলতে পারে না – ঠিক যেন সেটা শরীরে এখনও লেগে আছে। তাই 'গায়ে থাকা' বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে – মনে গেঁথে থাকা বা ভুলতে না পারা।

গায়ে মাখা - গুরুত্ব দেওয়া।

গায়ে মাখা মানে কোনো বিষয় বা জিনিসকে খুব গুরুত্ব দিয়ে নিজের জীবনের অংশ হিসেবে নেওয়া। অর্থাৎ সেটা শুধু ভাবনায় বা কথায় নয়, মন থেকে মানা, নিয়ম করে তার যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত তা অনুসরণ করা। অন্যভাবে, বাংলা গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গায়ে মাখা বা গায়ে লাগানো পদার্থ যেমন হলুদ, তেল, কুসুমাদি, বা রং অত্যন্ত সম্মানের প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ–বিবাহ, পূজা, উৎসব, বা বিশেষ অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ মাখানো হয় যার অর্থ ঐ ব্যক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া বা শুভেচ্ছা জানানো।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল - স্বয়ংসিদ্ধ নেতা।

'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' বাগধারাটি বোঝায় - যে নিজে নিজেকে বড় বা নেতা মনে করে, কিন্তু কেউ তাকে সেইভাবে স্বীকার করে না। আগে গ্রামে মোড়ল হতেন গ্রামের সম্মতিতে, সবাই যার কথা মানত। কিন্তু কেউ যদি কারো অনুমতি বা স্বীকৃতি ছাড়া নিজেই নিজেকে নেতা সাজায়, নিজের মতামত জোর করে চাপায়, তখন তাকে ঠাট্টা করে বলা হয়–"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"; মানে আপনি নিজেই মোড়ল হয়েছেন, কিন্তু গাঁ তো আপনাকে মানেই না। তাই এই বাগধারার অর্থ হয়েছে স্বয়ংসিদ্ধ নেতা বা নিজেকে জাহির করা লোক, যাকে কেউ মানে না।

Educationblog24.com

গায়ে পড়া - অনধিকার চর্চা।

'গায়ে' শব্দটি এখানে শরীর বা উপরের অংশ বোঝায়, আর 'পড়া' মানে ছুঁয়ে থাকা বা অবস্থিত থাকা। বাংলার পুরনো সামাজিক ব্যবস্থা ও গ্রামীণ পরিবেশে 'গায়ে পড়া' অর্থ–অন্য কারো জায়গায় বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা বা হস্তক্ষেপ করা। সহজ কথায় - অনধিকারভাবে বা অনুমতি ছাড়া অন্য কারো ওপর হস্তক্ষেপ করা, কোনো বিষয়ে অবাঞ্ছিত বা অযথা দখলদারি করা।

গায়ে কাঁটা দেওয়া - ভয়ে শিউরে ওঠা, রোমাঞ্চিত হওয়া।



গায়ে মানে শরীরের উপর। আর কাঁটা দেওয়া মানে কাঁটার মতো খোঁচা লাগা বা খাড়া হয়ে ওঠা। 'গায়ে কাঁটা দেওয়া' মানে দাঁড়ায় – শরীরে এমন এক অনুভূতি হওয়া, যেন হঠাৎ করে ছোট ছোট কাঁটার মতো কিছু গায়ে ফুটে উঠেছে। যখন কেউ হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়; আতঙ্কিত হয়, খুব আবেগে ভেসে যায় বা চমকে ওঠে, তখন শরীরে একটা শিহরণ জাগে, লোম খাড়া হয়ে যায়। এই অনুভূতিকে বাংলায় বলা হয় 'গায়ে কাঁটা দেওয়া'।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো - ফাঁকির মনোভাব, কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা।

গায়ে - শরীরের ওপর, ফুঁ দেওয়া - বাতাস বা নিঃশ্বাস ছাড়ার মাধ্যমে হালকা কোনো কিছু সরিয়ে দেওয়া (যেমন ধুলা, পোকা, বা মাটি), বেড়ানো - ঘোরা বা চলাফেরা করা। সব মিলিয়ে - 'গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো' অর্থ দাঁড়ায়: নিজের শরীরের ওপর লাগা কিছু হালকা জিনিসকেও মুছে ফেলে, যেন কিছুই তাকে ছুঁতে পারে না; এরপর দায়হীনভাবে ঘুরে বেড়ানো।

গায়ে হাত তোলা - প্রহার করা।

গায়ে মানে শরীর বা দেহের ওপর, হাত তোলা মানে আঘাতের উদ্দেশ্যে হাত উঠানো। এই দুটি শব্দ মিলে বোঝায়, কারো দেহের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে হাত ব্যবহার করা বা বাস্তবে আঘাত করা।

গায়ে হাওয়া লাগানো - অলসভাবে বা আরামে দিন কাটানো।

বাংলার গ্রামীণ সমাজে গরমের দিনে অনেক কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষ কাজ শেষে বা কাজ না থাকলে গাছতলায় বসে বিশ্রাম নিতেন, যাতে শরীরে বাতাস লাগে। আবার কোনো কোনো অলস ব্যক্তি কাজ না করে শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিন পার করত। এই প্রথা থেকেই 'গায়ে হাওয়া লাগানো' কথাটি অলসতা, দায়িত্বহীনতা বা আরামপ্রিয়তার প্রতীক হিসেবে প্রবাদ হয়ে ওঠে।

গাছ

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি - কাজে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র ফল প্রাপ্তির আশা।

কলা একটি সাধারণ ফল। কলার কাঁদি (অনেক কলা বা ফল) পেতে হলে গাছে উঠতে হয়, কষ্ট করে পাড়তে হয়। কেউ যদি গাছে না উঠেই কাঁদি পাওয়ার আশা করে, তবে তা কোনো কাজ বা প্রয়াস ছাড়া বা কাজ শুরুর সাথেসাথেই অতিরিক্ত ফলের প্রত্যাশা করে।

গাছে তুলে মই কাড়া - সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা।

গ্রামবাংলায় গাছে ওঠার জন্য সাধারণত মই ব্যবহার করা হতো, বিশেষ করে নারকেল, তাল বা আম কুড়াতে। কেউ যদি গাছে ওঠার পর মই তুলে নেয়, তবে সে ব্যক্তি পড়ে যাওয়ার ভয় বা অসহায়তার মধ্যে পড়ে যায়–কারণ তখন নামার আর কোনো পথ থাকে না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই প্রবাদটি এসেছে। এটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় সেইসব মানুষের, যারা শুরুতে সাহায্য বা সহানুভূতির ভান করে এবং পরে সেই সাহায্য ফিরিয়ে নিয়ে অন্যকে বিপদে ফেলে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল - প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন।



'গাছে কাঁঠাল' মানে কাঁঠাল এখনো গাছেই আছে, অর্থাৎ এখনো হাতেই আসেনি; আর 'গোঁফে তেল' মানে নিজেকে সাজিয়ে বা প্রস্তুত করে ফেলছে, যেন সেটা নিশ্চিতভাবে পেয়ে যাবে। কাঁঠাল একটি লোভনীয় ও প্রিয় ফল। কিন্তু কাঁঠাল গাছে থাকা মানেই তা

Educationblog24.com

ভক্ষণযোগ্য নয় – তার পাকতে, নামাতে ও কাটতে সময় লাগে। অথচ কেউ কেউ ফল পাড়ার আগেই ভোজের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়, এমনকি নিজের গোঁফে তেল দিয়ে বসে – যেন সে-ই হবে প্রধান অতিথি! এ থেকেই বোঝায় – যা এখনো অর্জিত হয়নি, তা উপভোগের আয়োজন করা, বা ফলাফল না জেনে আগে থেকেই বড় আশা করে বসে থাকা।

গরু খোঁজা - তন্ন তন্ন করে খোঁজা।

গ্রামীণ বাংলায় গরু শুধু পোষা প্রাণী নয়, এটি কৃষকের ক্ষেত চাষ, দুধের উৎস এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার প্রতীক। একটি গরু হারিয়ে গেলে সেটি ফিরে পাওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যরা রাত-দিন খোঁজ চালাত, আশপাশের গ্রাম, মাঠ, খালবিল, জঙ্গল, এমনকি চোর সন্দেহে বাজার পর্যন্ত খুঁজে দেখত। এই নিখুঁত ও নিস্তারহীন খোঁজার চিত্র থেকেই এসেছে "গরু খোঁজা" বাগধারাটি। এখানে 'গরু' মানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু, আর 'খোঁজা' মানে গভীর মনোযোগ দিয়ে খুঁজে দেখা। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজা, একাগ্রতা ও যত্নের সঙ্গে খুঁজে বেড়ানো।

গুরু মারা বিদ্যা - যার কাছে শিক্ষা তারই উপর প্রয়োগ।

গুরু হলো শিক্ষক, জ্ঞানদাতা বা পথপ্রদর্শক। মারা মানে হত্যা বা হারিয়ে দেওয়া (এখানে রূপক অর্থে: পরাস্ত করা, ক্ষতি করা)। আর বিদ্যা মানে জ্ঞান, শিক্ষা, কৌশল। সব মিলিয়ে "গুরু মারা বিদ্যা" হলো এমন বিদ্যা বা জ্ঞান, যা কেউ তার শিক্ষকের (গুরুর) কাছ থেকে শিখেছে, সেটাই একসময় সেই গুরুর বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করে তাকে পরাস্ত বা অপমান করে।

গলা

গলায় গামছা দেওয়া - অপমান করা।

গ্রামবাংলায় যখন কোনো ব্যক্তি সমাজের নিয়ম ভেঙে ফেলে, চুরি করে, বা এমন কিছু করে যা লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হয়, তখন তাকে গলায় গামছা দিয়ে প্রকাশ্যে ধরে আনা হত। এটি ছিল একধরনের সামাজিক তিরস্কারের রূপ, যেখানে অপরাধীকে বা অপদস্থ ব্যক্তিকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে সবাইকে দেখানো হত–এ যেন অপমানের প্রতীক। এমনকি কোনো জমিদার বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দরবারে কেউ অপমানিত হলে, তার গলায় গামছা দিয়ে তাকে উঠিয়ে দেওয়া হত। এতে বোঝানো হত সে সমাজচ্যুত, তার সম্মান নেই।

গলায় গলায় ভাব - সৌহার্দ, গভীর ভাব।

বাংলার লোকজ সমাজে গলা জড়িয়ে ধরা বা গলায় হাত রাখা খুব সাধারণ এক ভালোবাসা প্রকাশের ভঙ্গি। দুই বন্ধু, দুই ভাই, বা আত্মীয়ের মধ্যে যখন মিলন হয় বা খুব আন্তরিক মুহূর্তে দেখা হয়, তখন তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। এই আলিঙ্গনের ভাবনা থেকেই "গলায় গলায় ভাব" বাগধারাটি এসেছে।

গলাগলি - ঘনিষ্ঠতা।

গ্রামীণ বাংলায় বিশেষ করে ছোটবেলায় ভাইবোনেরা বা বন্ধুরা যখন একসঙ্গে খেলা করে, বা আত্মীয়স্বজন যখন দেখা করে, তখন তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, পাশাপাশি বসে। এমন সময় তাদের গলা একে অপরের গলার কাছাকাছি আসে, অনেক সময় একে অপরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটে বা বসে। এই অবস্থান থেকে 'গলাগলি' শব্দটি এসেছে, যা বোঝায় - অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।

গলগ্রহ - পরের বোঝা হয়ে থাকা।



'গলগ্রহ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো গলায় অবস্থানকারী। এখানে 'গল' মানে গলা, আর 'গ্রহ' মানে আশ্রয় নেওয়া বা চেপে বসা। সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা নিজেরা কোনো উপার্জন না করে পরিবারের উপর নির্ভর করে খায়-দায় ও ঘুমায়। আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে তাদের দূরে ঠেলা যায় না, আবার পালন করাও কষ্টকর। তারা যেন গলায় আটকে থাকা এমন একটি বস্তু-যা না গেলা যায়, না ফেলা যায়। এদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভরণপোষণ করতে হয় বলেই তাদের 'গলগ্রহ' বলা হয়। এই শব্দটির আরেকটি উৎস গলার এক ধরনের যন্ত্রণাদায়ক রোগ–'গলগ্রহ'–যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রবল ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও গলার যন্ত্রণায় কিছু গিলতে পারে না। এই অবস্থার প্রতীকী ব্যঞ্জনাই 'গলগ্রহ' বাগধারার মাধ্যমে বোঝানো হয়–যে ব্যক্তি বা বস্তুকে গ্রহণ করাও যায় না, আবার ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। তাই 'গলগ্রহ' এখন দাঁড়ায়–অপ্রয়োজনীয় অথচ এড়ানো অসম্ভব এক বোঝা।

Educationblog24.com

গণেশ

গোবর গণেশ - অকর্মণ্য।



'গোবর গণেশ' বাগধারার অর্থ হলো এমন ব্যক্তি, যিনি দেখতে গম্ভীর বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও আসলে একেবারেই অকর্মণ্য ও অযোগ্য; এখানে 'গোবর' মানে গরুর মল, যা সাধারণত মূল্যহীন বা নিম্নমানের জিনিস হিসেবে বিবেচিত, আর 'গণেশ' মানে হিন্দু ধর্মে জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাফল্যের দেবতা। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে পূজার সময় গোবর দিয়ে গণেশের প্রতীক বানানো হয়–যা দেখতে গণেশ হলেও ভিতরে প্রকৃত শক্তিহীন। সেখান থেকেই এই বাগধারাটি এসেছে, যা রূপক অর্থে বোঝায় এমন মানুষ, যার গম্ভীর রূপ আছে কিন্তু কার্যক্ষমতা বা গুণ নেই–ফলে সে কেবল ভান করে, আসলে একেবারে অকর্মণ্য।

গণেশ উল্টানো - ফেল মারা বা উঠে যাওয়া।

গণেশ উল্টানো বাগধারার অর্থ হলো ফেল করা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া, বা বিপর্যয় ডেকে আনা–বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে যখন কিছু শুরু ভালো হলেও শেষে ফলাফল খারাপ হয়। গণেশ: হিন্দু ধর্মে 'শুভ সূচনার দেবতা'। কোনো নতুন কাজ, যজ্ঞ, পূজা বা পরীক্ষার শুরুতে গণেশের নাম নেওয়া হয়–শুভ সূচনার প্রতীক হিসেবে। উল্টানো: উল্টে যাওয়া, নিচে পড়ে যাওয়া বা শুদ্ধ অবস্থান থেকে উল্টো হয়ে পড়া–রূপকভাবে বোঝায় ধ্বংস, বিফলতা বা বিপদ। তাই "গণেশ উল্টানো" মানে দাঁড়ায়–শুভ সূচনাও বিফল করে ফেলা, অর্থাৎ কাজের শুরুতেই নষ্ট করে দেওয়া বা চূড়ান্তভাবে ফেল করা।

গো

গোকুলের ষাঁড় - স্বেচ্ছাচারী; ভবঘুরে।

গোকুল হিন্দু পুরাণে একটি পবিত্র স্থান, যেটি কৃষ্ণের শৈশবস্থান হিসেবে পরিচিত। এ অঞ্চলটি ছিল গো-সম্পদের জন্য বিখ্যাত। প্রচুর গরু, ষাঁড়, বাছুর পালন হতো সেখানে। এই অঞ্চলে কিছু ষাঁড় থাকত যাদের পোষ মানানো সম্ভব হতো না – তারা গোঠে বাঁধা থাকত না, ঘরভরা গরুর দলে থেকেও ঘুরে বেড়াত নিজ খেয়ালে। কারও নিয়ন্ত্রণ মানত না, আবার নিজের এলাকা ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যেত। কেউ বাধা দিতে গেলে তেড়ে যেত। এই কারণে গোকুলের সেই নির্ভয়ার্থ, পোষ না মানা, ভবঘুরে ষাঁড়দেরকে সমাজে উদাহরণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এমন মানুষের প্রতীক হিসেবে যারা নিয়ম-শৃঙ্খলা মানে না, নিজের খেয়ালে চলে, অন্যের উপদেশ বা বাঁধা মেনে চলে না।

গো-মূর্খ - জড়বুদ্ধি, নিরেট মূর্খ।

গো-মূর্খ হলো গরুর মতো মূর্খ। গরু হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত পবিত্র প্রাণী হলেও তাকে সাধারণত নির্বোধ, ধীর-গতিসম্পন্ন ও জড় প্রতিক্রিয়াশীল প্রাণী হিসেবে দেখা হয়। গরু পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে না শুনলে সরেও না, নতুন কোনো পরিস্থিতিতে তৎপর হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায় না–এই ধরণের আচরণকে অবিবেচনাপূর্ণ বা নিষ্ক্রিয় বুদ্ধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি বাস্তবতায় প্রতিক্রিয়া দেখায় না, কোনো কিছু সহজে বোঝে না, অচল, অলস বা নির্বোধের মতো আচরণ করে তাকেই 'গো-মূর্খ' বলা হয়।

গো-বৈদ্য - আনাড়ি চিকিৎসক, হাতুড়ে।

গো মানে গরু। বৈদ্য মানে চিকিৎসক (আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি)। প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে পশু চিকিৎসার জন্য বিশেষ কোনো প্রশিক্ষিত ব্যক্তি ছিল না। কেউ কেউ অভিজ্ঞতা বা কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের ভিত্তিতে গরুর চিকিৎসা করত–যেমন: তাবিজ, মন্ত্র, কপালে ছাই দেওয়া, গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া ইত্যাদি। এদের পেশাগত দক্ষতা না থাকলেও তারা নিজেদের 'বৈদ্য' বলে দাবি করত। এমন লোকদের চিকিৎসায় গরু সুস্থ হওয়ার চেয়ে আরও বেশি অসুস্থ বা মরে যেত। ফলে লোকমনে এই রকম অদক্ষ চিকিৎসকদের বিদ্রুপ করতে 'গো-বৈদ্য' শব্দটি চালু হয়।

গোঁয়ার গোবিন্দ - নির্বোধ অথচ হঠকারী

গোঁয়ার শব্দটি এসেছে 'গোঁ' ধাতু থেকে, যার অর্থ হলো একগুঁয়ে, আধেয় বা অবাধ্য – যে নিজের কথা ছাড়া কিছু শুনতে চায় না।

গোঁয়ার গোবিন্দ বাগধারাটির উৎপত্তি ঐতিহাসিক রাজা গৌড় গোবিন্দ-এর নাম থেকে, যিনি তৎকালীন গৌড় (বর্তমানে সিলেট অঞ্চল) এর শাসক ছিলেন। ইতিহাস ও লোককথায় তিনি পরিচিত ছিলেন অত্যাচারী, একগুঁয়ে ও হঠকারী শাসক হিসেবে, যিনি কোনো পরামর্শ মানতেন না এবং অন্য মতকে সহ্য করতেন না। তার এ ধরনের আচরণ সমাজে এতটাই কুখ্যাত ছিল যে, সময়ের ব্যবধানে 'গৌড় গোবিন্দ' নামটি রূপান্তরিত হয়ে হয়ে যায় 'গোঁয়ার গোবিন্দ'-তে। এই বাগধারাটি পরবর্তীতে ব্যবহার হতে থাকে নির্বোধ অথচ একগুঁয়ে এবং জেদি আচরণকারী মানুষদের বোঝাতে।

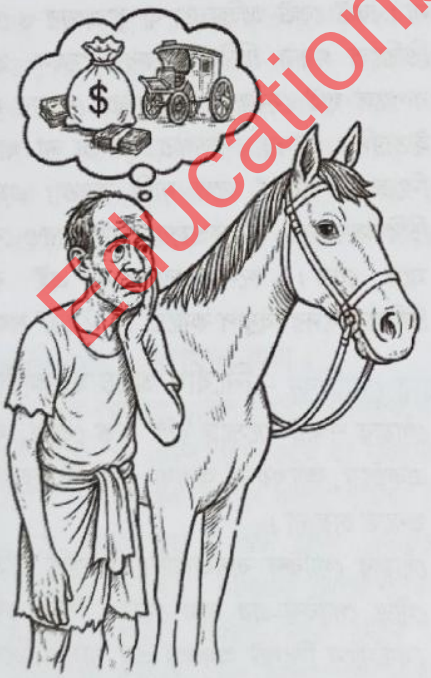
Educationblog24.com

গোবরে পদ্মফুল - নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি।



'গোবর' বোঝায় দুর্গন্ধময়, নোংরা, তুচ্ছ ও অযোগ্য পরিবেশ বা অবস্থা, আর 'পদ্মফুল' বিশুদ্ধতা, সৌন্দর্য ও আত্মিক উৎকর্ষতার প্রতীক। পদ্মফুল যেমন কাদা, গন্ধ ও গোবরময় পরিবেশে জন্ম নিয়েও অমলিন ও মনোমুগ্ধকর থাকে, তেমনি কেউ যদি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নীচ কুল বা পিছিয়ে থাকা সমাজে জন্ম নিয়েও নিষ্ঠা, মেধা ও সততায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়, তখন তাকে 'গোবরে পদ্মফুল' বলা হয়।

গরিবের ঘোড়া রোগ- অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা।



অতীতে ঘোড়া ছিল রাজা-বাদশা, জমিদার বা অভিজাত শ্রেণির বাহন, যা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ঘোড়ার জন্য ছিল আলাদা খোরাক, পরিচর্যা, জায়গা, লালন-পালন – যা সাধারণ মানুষ বহন করতে পারত না। সেকালে গরিব মানুষের ঘোড়া পালা ছিল অবাস্তব এবং কোনো দরিদ্র যদি ঘোড়া কিনে, ঘোড়া পালার বা ঘোড়ায় চড়ার স্বপ্ন দেখে, তাহলে সেটিকে সমাজ ব্যঙ্গ করে "গরিবের ঘোড়া রোগ" বলে।

গৌর

গৌরীসেনের টাকা - অফুরন্ত অর্থ।

গৌরীসেন ছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। ১৮-১৯ শতকের মধ্যে তিনি বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার নামে প্রচুর জমিদারি, দানধ্যান, ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা লোকমুখে প্রচলিত ছিল। তিনি বিভিন্ন মন্দির, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা দান করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার ধনসম্পদের পরিমাণ নিয়ে একধরনের অতিমাত্রিক কল্পনা গড়ে ওঠে। এ থেকেই 'গৌরীসেনের টাকা' শব্দবন্ধটির উদ্ভব হয়।

গৌরচন্দ্রিকা - ভূমিকা / ভণিতা।



'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দটি দুটি অংশে গঠিত – 'গৌর' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নামে পরিচিত; আর 'চন্দ্রিকা' মানে প্রশস্তি, আলো বা দীপ্তি। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে কবিরা কাব্যের মূল অংশে প্রবেশের আগে শ্রীচৈতন্যের গুণগান করতেন এটিকে বলা হতো 'গৌরচন্দ্রিকা'। এটি ছিল একধরনের ধর্মীয় ও সাহিত্যিক ভূমিকা, যার মাধ্যমে কবি নিজের ভক্তিভাব প্রকাশ করতেন এবং পরে মূল কাহিনিতে প্রবেশ করতেন। এই রীতি ছিল সময়সাপেক্ষ এবং অনেক সময় মূল বিষয়ের তুলনায় দীর্ঘও হতো। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য বা কথোপকথনে কেউ যদি মূল বিষয়ে ঢোকার আগে দীর্ঘ ভূমিকা বা ভণিতা করে, তখন মজা করে বলা হয় "এত গৌরচন্দ্রিকা কেন?"। অর্থাৎ, অপ্রয়োজনীয় ভূমিকা না দিয়ে মূল কথায় এসো।

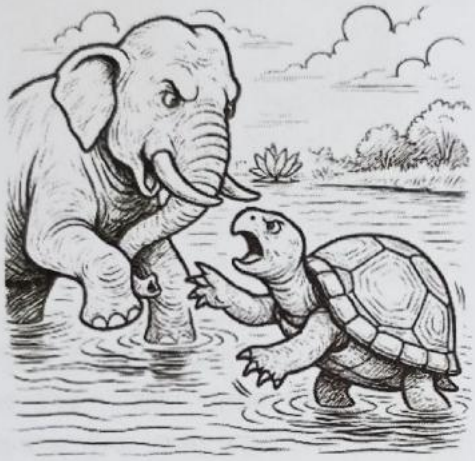
গণ্ডারের চামড়া - কিছুতেই অপমান বোধ করে না এমন মনোবৃত্তি।

'গণ্ডার' হলো একটি বিশাল দেহের বন্যপ্রাণী, যার দেহে মোটা, শক্ত ও রুক্ষ চামড়া থাকে। এই চামড়া এতটাই পুরু ও শক্তিশালী যে সাধারণ আঘাতেও এর কিছু হয় না। সেই ভাবনা থেকেই বাংলায় 'গণ্ডারের চামড়া' বলতে বোঝানো হয় এমন একজন মানুষ,

Educationblog24.com

মানসিকতা এমন যে অপমান, কটাক্ষ বা সমালোচনায় তার কিছুই আসে যায় না। সমাজে অনেক সময় এমন লোক থাকে যারা বারবার সমালোচিত হলেও লজ্জা পায় না, অনুশোচনা করে না, বা মুখ লুকিয়ে পালায় না–বরং নির্লজ্জভাবে নিজের অবস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকে। এই বাগধারাটি সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গজকচ্ছপের লড়াই - প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা/ দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ।



'গজকচ্ছপের লড়াই' বাগধারাটি একটি পুরাণভিত্তিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে গঠিত, যেখানে গজ (হাতি) ও কচ্ছপ (কাছিম) একটি পদ্মমালা নিজের দাবি করে তীব্র লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। গজ ছিল বলশালী স্থলচর, আর কচ্ছপ ছিল ধীরস্থির কিন্তু জলের অধিকারী ও জলের রাজা। তারা কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ ছিল–ফলে লড়াই চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। এই রূপক থেকেই বাগধারাটি প্রচলিত হয়–যেখানে দুই সমান শক্তিশালী পক্ষ এতটাই অনড় অবস্থানে থাকে যে দ্বন্দ্বের সমাধান দীর্ঘ সময়েও সম্ভব হয় না।

গণ্ডগ্রাম - বড়ো গ্রাম।

গণ্ড অর্থ প্রধান বা বৃহৎ। গণ্ডগ্রাম - বৃহৎ গ্রাম, বহু জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র ও দূরবর্তী গ্রাম। 'গণ্ডগ্রাম' শব্দের আক্ষরিক মানে বড়োগ্রাম না হলেও, এটি প্রচলিত অর্থে এমন একটি গ্রাম বোঝায় যেখানে মানুষ, ঘরবাড়ি ও কার্যকলাপ এত ঘন ও গা-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকে যে তা এক বিশাল, জনাকীর্ণ ও ঘিঞ্জি বসতির রূপ নেয়; এখানেই 'বড়ো গ্রাম' অর্থটি জন্ম নেয়। 'গণ্ড' শব্দটি লোকভাষায় গুচ্ছ, সীমাবদ্ধতা বা জনসমাগমপূর্ণ অবস্থাকে বোঝায়, আর 'গ্রাম' মানে গ্রামীণ বসতি; ফলে গণ্ডগ্রাম বলতে বোঝানো হয় এমন গ্রাম, যেখানে গণ্ডে গণ্ডে (অর্থাৎ গা ঘেঁষে) মানুষ বসবাস করে। অতিরিক্ত ঘনত্ব, বিশৃঙ্খলা ও গাদাগাদি পরিবেশের জন্য সময়ের ব্যবধানে এই শব্দটি "বড়ো গ্রাম" অর্থে ব্যবহৃত হয়ে প্রতিষ্ঠা পায়।

গোলক ধাঁধা - দিশেহারা।

'গোলক ধাঁধা' বাগধারাটি বোঝায় - এমন এক জটিল, ঘুরপ্যাঁচে ভরা অবস্থা, যেখানে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে ও সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় না। শব্দটির মধ্যে 'গোলক' মানে গোল আকৃতি বা গোলাকার জটিল পথ, আর 'ধাঁধা' মানে বিভ্রান্তিকর বা জটিল প্রশ্ন। প্রাচীনকাল থেকে মন্দির, রাজপ্রাসাদ বা প্রতিরক্ষা দুর্গে নিরাপত্তার কারণে গোলকধাঁধা নির্মাণ করা হতো, যাতে অনধিকারচর্চাকারী ঢুকলে দিক হারিয়ে ফেলে এবং সহজে বের হতে না পারে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটি এসেছে।

গাছপাথর - হিসাব নিকাশ।

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা গুহায় বাস করত এবং ফলমূল সংগ্রহ বা পশু-পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত, তখন তারা দৈনন্দিন শিকারের পরিমাণ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখার জন্য গাছের গায়ে বা গুঁড়িতে ধারালো পাথর দিয়ে দাগ কাটত। কখনও পাহাড় বা গুহার দেওয়ালে চিহ্ন আঁকত, কিংবা দড়িতে গিঁট দিয়ে হিসাব রাখত। এভাবেই তারা শিকার বা সম্পদের পরিমাণ গণনা করত। সেই ঐতিহাসিক অভ্যাস থেকেই "গাছপাথর" শব্দজোড়া হিসাব-নিকাশ বা জটিল হিসাব করার কৌশল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গুড়ে বালি - আশায় নৈরাশ্য।

প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে গুড় ছিল অত্যন্ত প্রিয় এবং মূল্যবান একটি খাবার। তা নানা রকম রান্না, পিঠে-পুলি বা পানীয়তে ব্যবহৃত হতো। কেউ যদি গুড়ে বালি মিশিয়ে দেয় – অর্থাৎ মিষ্টি জিনিসের মধ্যে একেবারে অখাদ্য কিছু ঢুকিয়ে দেয় – তাহলে সেটা পুরো খাবারটাই নষ্ট করে দেয়।

গোঁফ খেজুরে - নিতান্ত অলস/ অত্যন্ত কুঁড়ে।

এক অলস ও কুঁড়ে লোকের প্রচণ্ড খেজুর খাওয়ার শখ হলো। কিন্তু সে এতটাই কুঁড়ে যে গাছে উঠে খেজুর পাড়ার কষ্টটুকু করতেও রাজি নয়। তাই সে এক খেজুর গাছের নিচে শুয়ে রইল, এই আশায় যে গাছ থেকে আপনা-আপনি খেজুর মুখে পড়বে। অনেকক্ষণ পরে একটি পাকা খেজুর পড়ে গোঁফের ওপর। কিন্তু গোঁফ থেকে তুলে মুখে দেওয়ার কষ্টটুকুও সে করতে চায় না। সে শুয়ে থাকে এই আশায় যে, কেউ একজন তার গোঁফ থেকে খেজুর তুলে মুখে পুরে দেবে। এই উদ্ভট অলসতা থেকেই 'গোঁফ খেজুরে' প্রবাদের উৎপত্তি, যা আজও চরম অলস, কর্মবিমুখ ও আশাভরসায় বসে থাকা লোককে ব্যঙ্গ করে বলা হয়। এ প্রবাদের অনুরূপ একটি প্রবাদ হলো - পিপু ফিশু।

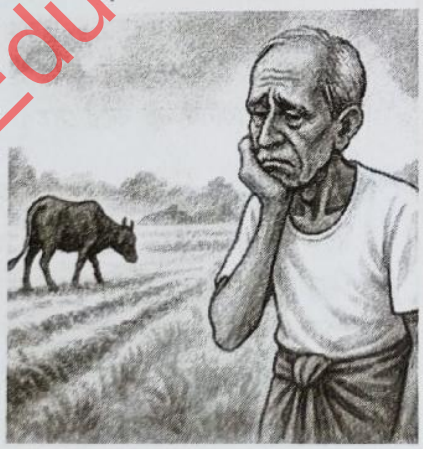
Educationblog24.com

গন্ধমাদন বয়ে আনা - কাউকে কোনো জিনিস আনতে দিলে যদি একাধিক জিনিস টেনে আনে।



'গন্ধমাদন' হলো হিমালয়ের একটি পৌরাণিক পর্বত, যেখানে দুর্লভ ও ঔষধিগুণসম্পন্ন গাছগাছালির অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হতো। রামায়ণে বর্ণিত আছে – লক্ষ্মণ যখন রাম-রাবণের যুদ্ধে আহত হন, তখন চিকিৎসার জন্য 'সংজীবনী বুটি' নামক এক বিশেষ ওষধির প্রয়োজন হয়। হনুমানকে সেই ওষধি আনতে পাঠানো হয় গন্ধমাদন পর্বতে। কিন্তু নির্দিষ্ট গাছ চিনতে না পেরে হনুমান পুরো গন্ধমাদন পর্বতটাই তুলে নিয়ে আসেন! এ ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাছবিচার না করে একসঙ্গে কোনো বৃহৎ বস্তু আনয়ন করাকে 'গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনা' বলা হয়। এখানে 'গন্ধ' অর্থ সুগন্ধ বা সুবাস এবং 'মাদন' অর্থ আকর্ষণীয় বা মোহময়।

গোড়ায় গলদ - শুরুতেই ভুল।



'গোড়ায় গলদ' একটি বাংলা বাগধারা, যার অর্থ– কোনো কিছুর শুরুতেই ভুল বা ত্রুটি থাকা, যার ফলে পুরো ব্যাপারটাই বিফলে যায়। এখানে 'গোড়া' মানে হলো মূল, ভিত্তি বা শুরুর অংশ, আর 'গলদ' মানে ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতি। বাংলার সংস্কৃতিতে যেমন গাছ, ঘর বা যেকোনো কাজের গোড়া বা ভিত্তি ঠিক না হলে তা টেকে না, ঠিক তেমনি কোনো চিন্তা, পরিকল্পনা বা কর্মযজ্ঞের শুরুতেই যদি ভুল থাকে, তাহলে তার পরিণতিও ব্যর্থ হয়। এই বাস্তব ও রূপক অভিজ্ঞতা থেকেই 'গোড়ায় গলদ' কথাটি প্রচলিত হয়েছে, যা মূলত ত্রুটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গজকপিত্থবৎ - অন্তঃসারশূন্য অবস্থা।



'গজকপিত্থবৎ' শব্দটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: গজ = হাতি, কপিত্থ = কতবেল জাতীয় এক শক্ত খোসার ফল, বৎ = মতো। মানে দাঁড়ায়: "হাতির খেয়ে দেওয়া কতবেল ফলের মতো"। হাতি যখন কপিত্থ (কতবেল) ফল খেতে যেত, তখন অনেক সময় গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে ফেলত, আবার খোসা ছড়িয়ে দিত কিন্তু ফলের মূল অংশটা খেত না বা নষ্ট করে ফেলত। ফলে বাইরে শুধু শক্ত খোলস বা ছিবড়া পড়ে থাকত–যার ভেতরে কিছুই নেই। "গজকপিত্থবৎ" মানে এমন কিছু বা কেউ, যার বাহ্যিক চাকচিক্য আছে কিন্তু ভেতরে কোনো গুণ, উপযোগিতা বা সত্যিকারের মূল্য নেই। যেমন– বড় বড় কথা, ফাঁপা প্রতিশ্রুতি, বা গড্ডলিকা ভঙ্গি–যার বাস্তবে কোনো কাজের মূল্য নেই।

গয়ংগচ্ছ - ঢিলেমি।

'গয়ং' শব্দটি 'গো' (অর্থ: গরু) এর দ্বিত্বরূপ, আর 'গচ্ছ' এসেছে 'গম্' ধাতু থেকে, যার অর্থ গমন বা যাওয়া বা চলা; ফলে 'গয়ংগচ্ছ' মানে দাঁড়ায় 'গরু চলছে'। অর্থাৎ 'গরু যাক' বা 'যা খুশি হোক' - এমন এক উদাসীন ভাব। প্রাচীন ভারতীয় কৃষিভিত্তিক সমাজে গরুর চলন ছিল ধীর, শিথিল ও অনিয়ন্ত্রিত-এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'গরুর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে চলা' বলতে বোঝানো হতো দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও শৃঙ্খলার অভাব। সেই থেকেই 'গয়ংগচ্ছ' বাগধারাটি গা ছাড়া ভাব, ঢিলেমি বা নিয়মে শৈথিল্যের অর্থে ব্যবহার হয়।

গোল্লায় যাওয়া - নষ্ট হওয়া।

গোল্লা শব্দটি এসেছে 'গোলোক' বা 'গোলক' থেকে, যার অর্থ চক্র, গোলাকার স্থান বা অনেক সময় ফাঁকা কোনো আবর্ত। লোকবিশ্বাসে 'গোল্লায় যাওয়া' মানে এমন এক জায়গায় যাওয়া, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে শেষ বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

Educationblog24.com

গুরুচণ্ডালী - উঁচু-নিচুর সহাবস্থান।

'গুরু' শব্দটির অর্থ হলো বড়, মহান বা উঁচু এবং 'চণ্ডাল' শব্দটির অর্থ নিচু শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, চাঁড়াল; নিচু, ক্ষুদ্র বা কম গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণিবিন্যাসে 'গুরু' অর্থাৎ উচ্চবর্ণের লোক এবং 'চণ্ডালী' অর্থাৎ নিম্নবর্ণ বা নিচু অবস্থানের লোকদের মধ্যে পার্থক্য ছিল প্রকট। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই দুই ধরনের মানুষ অনেক সময় একই গ্রাম, পাড়া বা এলাকায় একসাথে বসবাস করতো, যার ফলে 'গুরুচণ্ডালী' অর্থাৎ উঁচু-নিচু মানুষের সহাবস্থান বা মিশ্রণ ঘটে।

গদাই লস্করি চাল - মৃদু মন্থর গমন বা আলসেমি বা দীর্ঘসূত্রতা।

'লস্কর' অর্থ সৈনিক। আর 'গদাই' হলো সেই সৈনিক, যে গদা (একধরনের ভারি অস্ত্র) বহন করত। যেহেতু গদা ছিল খুব ভারি, তাই এসব সৈনিকদের চলাফেরা ছিল ধীর এবং ভারবাহী; অনেক সময় তারা অন্যদের তুলনায় মন্থর গতিতে চলত ও কাজ করত। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অলস মানুষের স্বভাব মিলে যায়–যারা কোনো কাজ দ্রুত করতে চায় না, বরং টানতে টানতে করে।

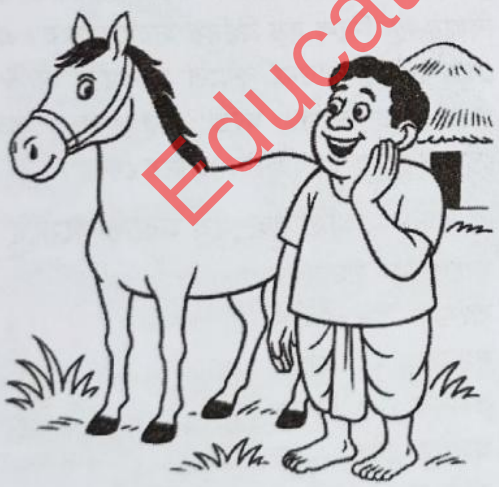
গড্ডলিকা প্রবাহ - অন্ধ অনুকরণ।



গড্ডল বা গড্ডর সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ ভেড়া বা গাড়ল। গড্ডলিকা বা গড্ডরিকা অর্থ ভেড়ি, মানে সেই ভেড়ি, যা পালের মধ্যে প্রথমে চলে, অর্থাৎ নেতৃত্বদানকারী। ভেড়ার স্বভাব হলো–নিজে চিন্তা না করে পালের অনুসরণ করা। স্রোতে সাঁতার না জানলেও যদি নেত্রী-ভেড়ি ঝাঁপ দেয়, বাকিরাও না ভেবে পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে–ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। এই ভেড়ার অন্ধ অনুসরণ থেকেই এসেছে 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারাটি।

ঘ

ঘোড়া রোগ - সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ।



ঘোড়া রোগ অর্থ হলো সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ বা এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যা ব্যক্তির বাস্তব সামর্থ্যের বাইরে। অতীতে ঘোড়া ছিল রাজা, জমিদার বা অভিজাত শ্রেণির বাহন–মর্যাদা, সম্পদ ও শক্তির প্রতীক; ঘোড়াকে দ্রুতগামী রাখার জন্য প্রচুর খরচ করতে হতো এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার মূল্য ছিল সাধারণ লোকের ঘোড়া কেনার ক্ষমতার বাইরে এবং যথাযথভাবে লালন-পালন করার সাধ্য ছিল না। আর 'রোগ' অর্থে এখানে বোঝানো হয়েছে এমন এক ধরনের আসক্তি বা মানসিক ব্যাধি, যেখানে কেউ নিজের সীমাবদ্ধতা না বুঝে বড়লোকি স্বপ্নে বিভোর থাকে। এই বাগধারাটি মূলত ব্যঙ্গ করে ব্যবহৃত হয়, যখন কোনো দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চায় বা দেখাতে চায়।

ঘোড়ার ডিম - অলীক বস্তু, অবাস্তব



ঘোড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী, অর্থাৎ এরা বাচ্চা প্রসব করে, ডিম পাড়ে না। কাজেই 'ঘোড়ার ডিম' বললে বোঝানো হয় এমন কোনো কল্পনাপ্রসূত বা অবাস্তব জিনিস, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই – কারণ ঘোড়ার ডিম কোনোদিন দেখা যায়নি, এবং হবেও না।

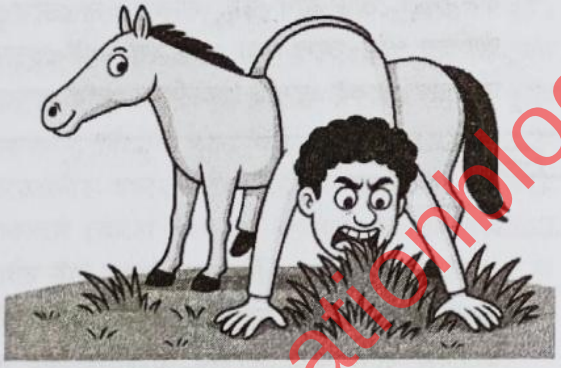
Educationblog24.com

ঘোড়ার কামড় - দৃঢ় পণ।



যারা গ্রামবাংলার ঘোড়ার সাথে পরিচিত, তারা জানে - ঘোড়ার কামড় বেদনাদায়ক ও বিপজ্জনক হয়। ঘোড়া যদি কাউকে একবার কামড়ে ধরে, তা সহজে ছেড়ে দেয় না। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই 'ঘোড়ার কামড়' বলতে বোঝানো হয় যা কেউ একবার করলে সহজে ছেড়ে দেয় না অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প, অটল সিদ্ধান্ত বা অটুট পণ।

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া - মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা



ঘোড়া এমন একটি প্রাণী, যা ঘাস খায়। সাধারণভাবে, ঘোড়া নিজেই নিজের মুখ দিয়ে নিচ থেকে ঘাস খায়। এখন কল্পনা করো – ঘোড়াকে না খাইয়ে বা পাশ কাটিয়ে তার পিঠের ওপরে দিয়ে ঘাস তুলে অন্য কেউ খাচ্ছে, বা ঘোড়ার মাথা উপেক্ষা করে ঘাসে হাত বাড়ানো হচ্ছে – এটা কেমন? এটা অস্বাভাবিক, অশোভন এবং অপ্রত্যাশিত। রূপক অর্থে এখানে ঘোড়া হচ্ছে মাধ্যম বা মধ্যবর্তী ব্যক্তি, আর ঘাস হচ্ছে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কোনো কাজ করার নিয়ম হল প্রথমে মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারীর (যেমন সিনিয়র, অভিভাবক, দালাল, শিক্ষক, বা পদমর্যাদাক্রমে যিনি আছেন) মাধ্যমে গন্তব্যে বা মূল কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়া। কিন্তু কেউ যদি মাধ্যমকে এড়িয়ে সরাসরি উদ্দেশ্যে যায়, অর্থাৎ ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খায় – তখন সে প্রথা, শিষ্টাচার বা নিয়ম লঙ্ঘন করছে।

ঘাঘু - অভিজ্ঞ।

'ঘাঘু' বাগধারার অর্থ হলো - অভিজ্ঞ, চতুর ও চালাক ব্যক্তি, যিনি নানা রকম জটিল পরিস্থিতি সামলে নিতে পারেন নিজের কৌশল বা অভিজ্ঞতার জোরে। এই শব্দটি সাধারণত সুযোগসন্ধানী বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যার বাস্তবজ্ঞান অনেক, যিনি সহজে ঠকে না।

ঘুঘু চরানো - সর্বনাশ করা।



'ঘুঘু চরানো' মানে হলো এমন কিছু কাজে সময় মনোযোগ দেওয়া, যার আসলে কোনো ফল নেই-বরং সেই ভুল কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে বড় ক্ষতি বা সর্বনাশ হয়ে যায়। ধরুন, কেউ খুব দামী ধানের জমি পাহারা না দিয়ে ঘুঘু নামের একটি নিরীহ বন্য অকেজো পাখিকে মাঠে ঘোরাতে বা চরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন ধান অন্য পাখিরা খেয়ে ফেলতে পারে, অন্য কোনো পশু ধান গাছ নষ্ট করে ফেলতে পারে বা কেউ চুরি বা নষ্ট করতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায়, তুচ্ছ বিষয়ে মন দিলে বড় জিনিস হারানো যায়। এই ভাব থেকেই 'ঘুঘু চরানো' বলতে বোঝানো হয় - বুদ্ধিহীন কাজ করে নিজের ক্ষতি করে ফেলা। তুচ্ছ কিছু পেছনে লেগে বড় জিনিস হারিয়ে ফেলা।

ঘাটের মড়া - অতি বৃদ্ধ, যে মরতে বসেছে।



আগেকার সময়কার বাংলার গ্রামীণ সমাজে একটি ভয়ানক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল - যে অতি বৃদ্ধ, মুমূর্ষু বা মৃত্যুপথযাত্রী রোগী যদি বাড়িতে মারা যায়, তাহলে তা পরিবারের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে। এই ভ্রান্ত ধারণা ও অযৌক্তিক বিশ্বাস থেকেই এমন মানুষদের বাড়িতে না রেখে গঙ্গার ঘাটে এনে শোয়ানো হতো, উদ্দেশ্য ছিল-গঙ্গার জোয়ারে

Educationblog24.com

জল একসময় তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে দীর্ঘ রোগভোগের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে এবং সেইসঙ্গে গঙ্গাপ্রাপ্তির মাধ্যমে এক পুণ্যজনক মৃত্যু ঘটবে। বাস্তবে এটি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর এক সামাজিক রীতি, যেখানে অসহায় বৃদ্ধদের মৃত্যুর অপেক্ষায় ফেলে রাখা হতো ঘাটের মড়া বানিয়ে। গৌতম ঘোষ পরিচালিত 'অন্তর্জলী যাত্রা' চলচ্চিত্রে এই নির্মম সংস্কার ও তার সামাজিক বাস্তবতা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘাড়ে-গর্দানে - অত্যন্ত মোটা।

'ঘাড়ে-গর্দানে' বাগধারার অর্থ হলো - অত্যন্ত মোটা বা স্থূল দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি, যার শরীরের গঠন এত ভারী হয়ে গেছে যে ঘাড় আর গলার সংযোগস্থল আলাদা করে বোঝা যায় না। এখানে 'ঘাড়' মানে মাথা ও কাঁধের সংযোগ, আর 'গর্দান' মানে গলা বা ঘাড়ের অংশ; কিন্তু দেহে মেদ এতটাই বেড়ে গেলে এই দুই অঙ্গ একাকার হয়ে যায়। বাংলার লোকজ রীতিতে এ ধরনের দেহবর্ণনা ব্যঙ্গ বা রসিকতার মাধ্যমে বোঝাতে 'ঘাড়ে-গর্দানে' বাগধারাটি তৈরি হয়েছে, যা বোঝায় মোটাসোটা এমন একজন ব্যক্তি, যার শরীরে ঘাড়-গলা আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না।

ঘর

ঘরের ঢেঁকি কুমির - বলিষ্ঠ ও ভোজনপটু অথচ অলস।



ঘরের ঢেঁকি: এক ধরনের কাঠের যন্ত্র, যা আগে বাড়িতে ধান ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হতো। এটি বিশাল, ভারী, শক্ত কাঠের তৈরি, কিন্তু এটি স্থির অবস্থায় অলস পড়ে থাকে, নিজে কোনো কাজ করতে পারে না – তাকে চালাতে হয়। কুমির: জলজ প্রাণী, দেখতে শুয়ে থাকা, কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ও হিংস্র। এটি খেতে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং অলস অবস্থায় পড়ে থাকে। তাই এই দুই শব্দ একত্রে একটি চিত্র তৈরি করে – একটি শক্তিশালী কিন্তু অলস ও ভোজনপ্রিয় প্রাণী, যে নিজে কোনো কাজ করে না, কিন্তু খেতে জানে। এটি একটি রূপক বা উপমা, যা সংসারের সেই সদস্যদের বোঝায় যারা পরিবারে খায়-দায়, পরিশ্রমে অংশ নেয় না, দেহে বল আছে, কিন্তু তা কাজে লাগে না।

ঘর ভাঙানো - সংসার বিনষ্ট করা।

বাংলা সমাজে ঘর মানে শুধু একটি বাড়ি নয়, বরং একটি পরিবার, একটি সংসার, একটি দাম্পত্যজীবন। 'ঘর করা' মানে সংসার পাতানো, আর 'ঘর ভাঙানো' মানে সেই সংসারকে ধ্বংস করা, বিভক্ত করা, সম্পর্ক নষ্ট করা। অনেকসময় আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বা বাইরের কারো হস্তক্ষেপে একটি সুন্দর সম্পর্ক বা সংসার নষ্ট হয়ে যায়–এমন বাস্তবতা গ্রামীণ সমাজে অনেক দেখা যায়। স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, গুজব ছড়ানো, হিংসা বা তৃতীয় পক্ষের অনধিকার চর্চা–এই সবকিছুই ঘর ভাঙার কারণ হতে পারে। এই কারণেই 'ঘর ভাঙানো' বাগধারাটি ব্যবহার হয় এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা সংসারে ফাটল ধরায়, অশান্তি সৃষ্টি করে বা সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

ঘর জ্বালানো পর ভুলানো - আত্মীয়ের কষ্টদায়ক অথচ অপরের প্রিয়।

'ঘর জ্বালানো' মানে সংসার বা সম্পর্ক নষ্ট করা, আর 'পর ভুলানো' মানে অন্যকে মোহিত বা মুগ্ধ করা। বাংলা সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে (অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের প্রতি) অবহেলা বা দুঃখজনক আচরণ করে, অথচ বাইরের লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, উপকার করে, এমনকি আনন্দ দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এতে পরিবারের লোক কষ্ট পায়–তাদের কাছে সেই আচরণ 'জ্বালানোর' মতো, অথচ বাইরের লোক তাকে প্রশংসা করে। এই দ্বিমুখী বাস্তবতার থেকেই বাগধারাটি এসেছে–যেখানে একই ঘটনার দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়, পরিবারের সদস্যদের বা আত্মীয়দের জন্য দুঃখের আর বাইরের লোকের জন্য প্রীতিকর।

ঘরে আগুন দেয়া - সংসারে বিবাদ বাধানো।

'ঘর' শুধু একটি বাসস্থান নয়, বরং সংসার, পরিবার, সম্পর্কের আবাস। 'আগুন দেওয়া' মানে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগানো, ধ্বংস বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা। সব মিলিয়ে 'ঘরে আগুন দেওয়া' মানে একটি শান্ত পরিবেশে ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাদ, ভাঙন বা ধ্বংস ডেকে আনা।

ঘর পোড়া গরু - বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

গ্রামবাংলায় গরু ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গৃহপালিত প্রাণী। যদি কোনো গরু একবার আগুনে পোড়ে বা আগুনের কারণে আহত হয়, তাহলে পরবর্তীতে সে শুধু আগুন নয়, আগুনের ধোঁয়া বা আলো দেখলেও ভয় পায়–এমনকি আগুন না থাকলেও, কিছুটা তাপমাত্রা বা ধোঁয়ার অনুভূতিতেই সরে যায় বা কাঁপে। এ থেকেই জন্ম নেয় 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়' এই প্রবচন, যার সংক্ষিপ্ত রূপ 'ঘর পোড়া গরু'।

Educationblog24.com

ঘরের শত্রু বিভীষণ - যে গৃহে বিবাদ করে।

রামায়ণের কাহিনি অনুসারে - লঙ্কার রাজা রাবণ যখন সীতা হরণ করেন, তখন তার ছোট ভাই বিভীষণ এই কাজের প্রতিবাদ করে। সে রাবণকে বারবার বোঝায় এটা অন্যায় হয়েছে, রামের স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে কিছুই শোনে না। তখন বিভীষণ নিজের ভাইয়ের পক্ষ না নিয়ে রামের দলে যোগ দেয়। সে রামকে রাবণের দুর্বলতা জানায়, যুদ্ধের পরিকল্পনা বলে দেয়, এবং শেষ পর্যন্ত রাবণের পতনে সাহায্য করে। যদিও বিভীষণ ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে নিজের আপন ভাইয়ের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করেছিল–এই কারণেই অনেকের চোখে সে ঘরের শত্রু, অর্থাৎ আপন ঘরের সদস্য হয়েও সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, শত্রুর মতো আচরণ করে।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো - নিজ খরচে পরের বেগার খাটা।



প্রাচীন গ্রামীণ বাংলায় মোষ ও গরু বন বা চারণভূমিতে চরানো হতো। মোষ পাহারা দেওয়া ছিল কষ্টকর কাজ। তাদের তাড়াতে হতো, নজরদারি করতে হতো। সাধারণত যার মোষ, তার দায়িত্ব এটা করার। কিন্তু অনেক সময় এমন দেখা যেত, কেউ নিজের খাওয়া-পরার খরচে, নিজের পরিশ্রমে, সময় বা সম্পদে, বিনা মজুরিতে, অন্যের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে - এই চিত্র থেকেই তৈরি হয় বাগধারাটি।

ঘণ্টাগরুড় - অকর্মণ্য লোক।

ঘণ্টা: সাধারণত মন্দির বা আশ্রমে ব্যবহার হয় এমন একটি ধ্বনিমূলক বস্তু, যা কেবল আওয়াজ তোলে কিন্তু কোনো কার্যসাধনে অংশ নেয় না। গরুড় হলো পৌরাণিক এক বিরাট পাখি, বিষ্ণুর বাহন; লোকজ কল্পনায় গরুড় এক অলৌকিক শক্তির পাখি – প্রচণ্ড আওয়াজ করে, ডানা ঝাপটায়, আকাশ কাঁপিয়ে উড়ে বেড়ায়। এটি এমন এক পাখি, যে শুধু 'ঘণ্টার মতো' শব্দ তোলে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে না। 'ঘণ্টাগরুড়' শব্দটি সেখান থেকেই এসেছে – এমন লোককে বোঝাতে, যে খালি ফাঁকা বুলি আউড়ে, অনেক কথা বলে, ঢাকঢোল পেটায় – কিন্তু কোনো কাজ করে না। যেমন, সমাজে অনেকেই আছেন যারা বক্তৃতা দিতে পছন্দ করেন, কিন্তু বাস্তবে কোনো কাজে এগিয়ে আসেন না। এই ধরনের মানুষকে "ঘণ্টাগরুড়" বলা হয়।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে - নিজের অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা।



সুপ্রাচীনকাল থেকেই জ্বালানি হিসেবে এদেশের গ্রামাঞ্চলে ঘুঁটে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গোবরের সঙ্গে কাঠ কয়লার গুঁড়া বা ধানের তুষ মিশিয়ে গোল চাকতির মতো বানিয়ে শুকিয়ে ঘুঁটে তৈরি হয় ও পরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। একটি ঘুঁটে যখন আগুনে ফেলে পোড়ানো হতো, তখন পাশে পড়ে থাকা অন্য ঘুঁটটি ভেবে নিত - সে নিরাপদে আছে, তাই হাসত। অথচ বাস্তবে তাকেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনে ফেলা হবে, তার পরিণতিও সেই একই। এখান থেকেই তৈরি হয়েছে বাগধারাটি। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় - ব্যক্তি অন্যের দুর্দশা দেখে ঠাট্টা করে, অথচ বুঝতে পারে না, খুব শিগগিরই তার নিজেরও একই পরিণতি হবে।

ঘা খাওয়া - কষ্ট পাওয়া।

ঘা হলো শারীরিক আঘাত, ফোস্কা, ক্ষত বা ব্যথাজনক আঘাত। খাওয়া মানে ভোগ করা, সহ্য করা বা প্রাপ্ত হওয়া। তাহলে 'ঘা খাওয়া' মানে দাঁড়ায় – কোনো ক্ষত বা আঘাত পাওয়া, যা শরীরেও হতে পারে, আবার মনের মধ্যেও। এই 'ঘা খাওয়া' শুধু চামড়ায় চোট নয়, বরং হৃদয়ে চেপে বসা কষ্ট, যন্ত্রণা বা অপমান মানুষকে ব্যথিত করে তোলে।

ঘুণ হওয়া - দক্ষতা লাভ করা।

'ঘুণ' একধরনের ক্ষুদ্র কীট যা কাঠ বা পুরনো বই বাসা বাঁধে এবং ভিতরে ভিতরে তা কেটে দেয়। 'ঘুণ' হওয়া বলতে বোঝায় - কোনো কিছুর গভীরে ঢুকে পড়া বা দীর্ঘ সময় ধরে তার সঙ্গে লেগে থাকা। অর্থেই কেউ যদি কোনো একটি কাজে দীর্ঘ সময় ধরে লেগে থাকে, নিয়মিতভাবে চর্চা করে, তবে তাকে বলা হয় সে সেই কাজে 'ঘুণ হয়ে গেছে'। তাই 'ঘুণ হওয়া' বাগধারাটি বোঝায় - ধীরে ধীরে কোনো বিষয়ের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া, তাতে দক্ষতা অর্জন করা এবং সেই কাজে একপ্রকার মিশে যাওয়া।

Educationblog24.com

ঘটিরাম - অপদার্থ/ অযোগ্য।



ঘটি: একদিকে এটি একটি জল রাখার পাত্রের নাম, কিন্তু বাংলা সমাজে 'ঘটি' শব্দটি পশ্চিমবঙ্গ (বিশেষ করে হুগলি-হাওড়া-কলকাতা অঞ্চলের) বাঙালিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। রাম: সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তির প্রতীকী নাম।

পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বহুদিন ধরে সামাজিক রেষারেষি ও ঠাট্টা-মশকরা চালু ছিল। পূর্ববঙ্গের মানুষকে 'বাঙাল' আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 'ঘটি' বলা হতো। এই বিভেদ বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর আরও তীব্র হয়, যখন বহু পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে শরণার্থী হয় এবং সংঘর্ষ ও শ্রেণি বৈষম্য শুরু হয়। 'ঘটি'দের নিয়ে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) অনেক জায়গায় নানা কটাক্ষ ছিল। তাদের কিছুটা নাকউঁচু, অলস, কম পরিশ্রমী বা অহঙ্কারী ভাবা হতো। এরই ফলশ্রুতিতে 'ঘটিরাম' বলতে এক ধরনের অপদার্থ বা ভাবনাহীন অলস ব্যক্তি বোঝাতে শুরু করে।

ঘোল খাওয়া - নাকাল হওয়া, জব্দ হওয়া।



সাধারণভাবে 'ঘোল' হলো দুধ থেকে তৈরি নানি-মিশ্রিত একটি সুপেয় খাদ্য, যা বাঙালি সমাজে এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু "ঘোল খাওয়া" বাগধারায় ব্যবহৃত 'ঘোল' সেই ঘোল নয়–বরং এক বিপজ্জনক অপমানের প্রতীক।

এক সময় গ্রামবাংলায় একটি অদ্ভুত শাস্তি চালু ছিল, যেখানে অপরাধীর মাথা ক্ষুর দিয়ে ন্যাড়া করে, তাতে ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে বসিয়ে পুরো গ্রামে ঘোরানো হতো। মুখে লাগানো হতো চুন ও কালি, পেছনে বাজত ঢোল, আর সবাইকে জানানো হতো তার অপরাধ। এই ভয়ংকর অপমানজনক অবস্থায় অপরাধী হয়ে যেত বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত। এই শাস্তি থেকেই বাগধারাটি এসেছে। তাই "ঘোল খাওয়া" মানে দাঁড়ায়–চরম অপমান সহ্য করা, নাকাল হয়ে পড়া, বা সামাজিকভাবে হেয় হওয়া।

চ

চোখ

চোখের বালি - চক্ষুশূল, শত্রু, অপ্রিয় ব্যক্তি।

'চোখের বালি' বাগধারাটির অর্থ হলো - চক্ষুশূল বা এমন কোনো ব্যক্তি, যাকে দেখলেই অস্বস্তি হয় বা যার উপস্থিতি সহ্য করা কঠিন। 'চোখ' আমাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গ, আর 'বালি' বা ধূলিকণা চোখে পড়লে যেমন প্রচণ্ড জ্বালা ও অস্বস্তি হয়, তেমনি জীবনে কিছু মানুষ থাকে যাদের আচরণ বা উপস্থিতি মনে তীব্র বিরক্তি বা মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটির জন্ম, যা এমন ব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যিনি কারও জীবনে কাঁটার মতো বিদ্ধ হন - নিত্যদিনের জীবনে যেন এক অসহনীয় 'চোখের বালি'।

চোখের চামড়া/ পর্দা - লজ্জা।

চোখের পর্দা অর্থ লজ্জা বা সংকোচ। চোখের পর্দা, চোখের পাতা, চোখের চামড়া- এগুলো সব অনুরূপ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। চোখের ওপর পাতা বা নেত্রপল্লব সবারই থাকে। লজ্জা পেলে মানুষের চোখের পাতা এমনিতেই নেমে আসে। চোখে পাতা বা পর্দা থাকার কারণে লজ্জাজনক কাজ করতে মানুষ সংকোচ বোধ করে। কিন্তু বাগধারায় বলা হয়, যে মানুষের চোখে পর্দা নেই, তার লজ্জা বলেও কিছু নেই।

চোখ ফোটা - প্রকৃত অবস্থা জানতে পারা।

বিড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণী জন্মের পর দেখতে পায় না। এদের চোখের ওপর একধরনের পাতলা আবরণ থাকে। কয়েক দিন পর ওই আবরণ সরে গেলে চারপাশের সবকিছু দেখতে পায়। এভাবে চোখ ফুটতে প্রাণিভেদে ছয় দিন থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে। মানবশিশু অবশ্য জন্মের পর থেকেই সবকিছু দেখতে পায়। তবে কোনো মানুষ যখন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে বা বুঝতে পারে তখন বলা হয়, এত দিনে চোখ ফুটেছে।

চোখ টাটানো - ঈর্ষা করা।

চোখে কিছু পড়ে গেলে যেমন তা জ্বালা করে বা টাটায়, তেমনি কারও সাফল্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বা সুখ দেখে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির মনেও এক ধরনের জ্বালা বা অসহ্য অনুভব হয়। টাটানো অর্থ জ্বালা ধরা, পুড়া-পুড়া অনুভব হওয়া।

Educationblog24.com

চোখের মণি - অত্যন্ত প্রিয় বস্তু / ব্যক্তি।

মানবদেহে চোখ হলো সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর একটি। আর চোখের ভেতরে যে গোলাকার কালো অংশটি দিয়ে দেখা হয় তাকে বলা হয় 'চোখের মণি' বা pupil। এটি চোখের সবচেয়ে সংরক্ষিত অংশ, চোখের যত্ন নেওয়ার সময় মানুষ এই অংশটিকেই সবচেয়ে বেশি রক্ষা করতে চায়। ঠিক তেমনি, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যদি কারো কাছে অতিশয় প্রিয় হয়, তাকে মানুষ তেমন গুরুত্ব ও সুরক্ষায় রাখে - যেমন চোখ তার মণিকে রক্ষা করে। তাই প্রিয়জন বা মূল্যবান কিছু বোঝাতে এই রূপক প্রয়োগ করা হয় - 'সে তো আমার চোখের মণি' অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়, অমূল্য।

চোখ কপালে তোলা - বিস্মিত হওয়া।

যখন কেউ হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত, ভয়ংকর, বা অবিশ্বাস্য কিছু দেখে – তখন চোখ বড়ো হয়ে যায় এবং ভুরু উঁচু হয়, ফলে চোখ যেন কপালে উঠে আসে এমন ভঙ্গি হয়। এই অভিব্যক্তি থেকেই বাংলা ভাষায় তৈরি হয়েছে 'চোখ কপালে তোলা' বাগধারাটি, যার অর্থ - এমন কিছু দেখে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া, যেন চোখ স্বাভাবিক জায়গা ছেড়ে কপালে উঠে গেছে!

চোখের মাথা খাওয়া - কানা বা অন্ধ।

'চোখের মাথা' বলতে বোঝানো হয় চোখের মধ্যস্থ কেন্দ্র - অর্থাৎ চোখে দেখার শক্তি বা চক্ষুগ্রন্থি, যা যদি 'খেয়ে ফেলে' বা বিনষ্ট হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি হয়ে পড়ে অন্ধ বা কানা। গ্রামবাংলার ভাষায় 'খাওয়া' শব্দটি ধ্বংস বা ক্ষয় বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এইভাবেই 'চোখের মাথা খাওয়া' মানে দাঁড়ায় – এমন অবস্থা হওয়া, যেখানে চোখ থাকলেও আর দেখা যায় না, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অন্ধ বা দৃষ্টিহীন।

চোখের নেশা - রূপের মোহ।

চোখের মাধ্যমে আমরা সৌন্দর্য, রং, রূপ, ভঙ্গিমা সবকিছু দেখি এবং সেখান থেকেই আকর্ষণ তৈরি হয়। যখন কোনো ব্যক্তি, বস্তুর রূপ বা বাহ্যিক চাকচিক্য এমনভাবে আমাদের মন জয় করে যে আমরা বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি, তখন তাকে বলা হয় 'চোখের নেশা' লেগেছে। নেশা যেমন ধীরে ধীরে মানুষকে গ্রাস করে এবং বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত করে, ঠিক তেমনি রূপের মোহও মানুষকে বাস্তবতা ভুলিয়ে দিতে পারে। এই মোহ চোখ দিয়েই শুরু হয় - তাই একে বলা হয় 'চোখের নেশা'।

চোখে সরষে ফুল দেখা - বিপদে দিশেহারা হওয়া।

মানুষ যখন কোনো হঠাৎ আঘাত, দুর্ঘটনা বা আতঙ্কের সম্মুখীন হয়–তখন শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। সেই ধাক্কার ফলে অনেক সময় চোখে দৃষ্টিতে ঝাঁপসা, হলদে আলো ঝলসানো দাগ, কিংবা বিচিত্র রং বা ফুলের মতো কিছু দেখা দেয়, যা আসলে বাস্তব নয়, বরং দৃষ্টিভ্রম বা চেতনার ব্যাঘাত। বাংলা লোকমুখে একে চিত্রাত্মকভাবে বলা হয় 'চোখে সরষে ফুল দেখা'। সরষে ফুল ছোট, হলুদ, চকচকে ও ঝলমলে রঙের কারণে ঝাপসা চোখে ভাসতে পারে এই ঝাপসা, অস্পষ্ট ও অবাস্তব চিত্রই বাগধারাটিকে ব্যঞ্জনাময় করেছে।

চোখে ধুলো দেওয়া - প্রতারণা করা।

আগে ডাকাত বা চোরেরা বিপদ থেকে পালাতে কিংবা কাউকে ফাঁকি দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিত–এতে লোকজন কিছুক্ষণ কিছু দেখতে পেত না, আর সেই সুযোগে অপরাধী পালিয়ে যেত বা কিছু চুরি করে দৌড় দিত। আবার বাস্তবে ধুলোর মধ্যে পড়লে চোখ জ্বলে, কিছু দেখা যায় না, এবং মানুষ বিভ্রান্ত হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলো থেকে 'চোখে ধুলোর ঝাঁপি মারা' বা 'চোখে ধুলো দেওয়া' কথাটি এসেছে। বাংলা লোকসাহিত্যেও দেখা যায় - বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি থেকে শুরু করে বহু গল্পে ধূর্ত ব্যক্তি সত্য গোপন করতে বা কাউকে ফাঁকি দিতে নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। সেসব কৌশলকেও বলা হয় 'চোখে ধুলো দেওয়া'। অর্থাৎ কাউকে এমনভাবে ধোঁকা দেওয়া যাতে সে সত্য বুঝতে না পারে এবং প্রতারিত হয়।

চোখ পাকানো - রাগ দেখানো।

চোখ - দৃষ্টি বা দৃষ্টিবদ্ধ অঙ্গ। পাকানো - ঘোরানো, বাঁকানো বা ঘূর্ণায়মান করা। এখানে 'চোখ পাকানো' বলতে বোঝানো হয় কারো উপর বিরক্ত হয়ে বা রেগে গেলে লোকেরা সাধারণত চোখ বড় করে তাকায় বা চোখের পাতা কিছুটা নিচে নামিয়ে, কুঁচকে এবং চোখ পাকিয়ে তাকায়। যা রাগ, বিরক্তি বা হুমকির প্রকাশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চক্ষু

চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন - নিঃসন্দেহ হওয়া।

চক্ষু - চোখ। কর্ণ - কান। বিবাদ - মতভেদ, অসামঞ্জস্য। ভঞ্জন - ভাঙা বা দূর করা। অর্থাৎ, চক্ষু কর্ণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বা অমিল দূর হওয়া, অর্থাৎ চোখে দেখেছি তা-ই কানে শুনেছি – তখন আর কোনো দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ থাকে না। বাংলা সংস্কৃতিতে 'কানে শোনা' ও 'চোখে দেখা' - এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্যকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। কানে শোনা অনেক সময় ভুল বা গুজব হতে পারে। কিন্তু চোখে দেখা দৃশ্য সাধারণত বিশ্বাসযোগ্য ধরে নেওয়া হয়। তাই আগে যা শুধু শোনা ছিল, এখন তা চোখে দেখে মিলেছে - তখন মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

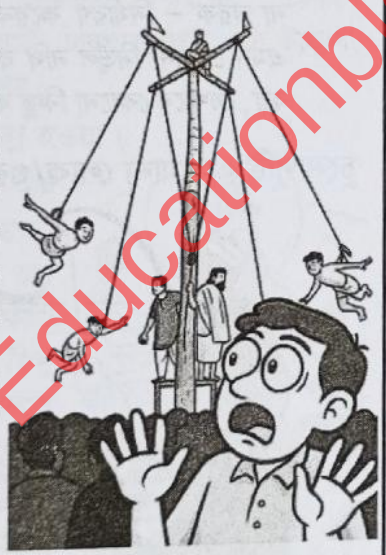
Educationblog24.com

চক্ষুদান করা - চুরি করা।



'চক্ষুদান করা' এর আক্ষরিক অর্থ - চোখ দান করা। কিন্তু বাগধারাটির প্রকৃত অর্থ হলো চুরি করা; এমনভাবে যে, যার জিনিস চুরি হলো সে বুঝতেই পারল না। যখন কেউ নিজের সামনে থেকে জিনিস হারায় অথচ তা কখন বা কীভাবে হারাল বুঝতে পারে না। তখন বলা হয় - 'চোর চক্ষুদান করে গেল', অর্থাৎ এমনভাবে জিনিসটা নিয়ে গেল যেন চোখ দিয়েই দিয়ে গেল, কিন্তু সেই চোখ দিয়েও কিছু দেখা গেল না। এই বাগধারায় চোখ থাকা সত্ত্বেও কিছু না দেখা বা না বোঝার মাধ্যমে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজির রসিক ইঙ্গিত বোঝানো হয়।

চক্ষু চড়ক গাছ - বিস্ময়ে চোখ বড় হওয়া।



বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির এক চমকপ্রদ উৎসব চড়ক পূজা। এই পূজায় বিশাল লম্বা খুঁটি বা চড়ক গাছের মাথায় মানুষকে দড়ি বেঁধে আকাশে ঘোরানো হতো আর আশপাশের মানুষ বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকত- যেন চোখ উঠে গেছে সেই চড়ক গাছ পর্যন্ত! এখান থেকেই এই রূপক বাগধারার জন্ম। চড়ক গাছ যেমন অনেক উঁচু, তেমনি বিস্ময়ে মানুষের চোখ বড় হয়ে উঠলে মনে হয় তা যেন সেই গাছ পর্যন্ত উঠে গেছে। 'চক্ষু' মানে চোখ, আর 'চড়ক গাছ' মানে বিশাল উঁচু খুঁটি – এই দুইয়ের মিলনে বাগধারাটি এমন এক চিত্র দাঁড় করায় যেখানে কেউ কিছু দেখে এতটাই অবাক হয় যে তার চোখ যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলে।

চক্ষুশূল - পীড়াদায়ক।

চক্ষু - চোখ। শূল - খোঁচা, কাঁটা বা শল্য (তীক্ষ্ণ বস্তুর দ্বারা বিদ্ধ হওয়া যন্ত্রণা)। তাই 'চক্ষুশূল' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে বোঝায় – চোখে শূল বা কাঁটা বিঁধে যাওয়া, যা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। রূপকভাবে এটি বোঝায় – কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে সহ্য করতে না পারা, তার উপস্থিতি বা অস্তিত্বও কষ্টদায়ক মনে হওয়া।

চক্ষের পুতলি - আদরের ধন।

চক্ষু - চোখ। পুতলি - চোখের কেন্দ্রস্থ কালো অংশ (pupil), যা দৃষ্টির মূল অংশ এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল। 'চোখের পুতলি' সবচেয়ে নরম, সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ, যা আমরা অজান্তে সবসময় রক্ষা করি। কেউ চোখের দিকে হাত বাড়ালেই আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখ বন্ধ করে দিই - এই প্রতিক্রিয়া চোখের পুতলিকে রক্ষার জন্যই।

চামচিকের লাথি - নগণ্য ব্যক্তির কটূক্তি।



একটি ছোট, দুর্বল, নিরীহ ধরনের নিশাচর প্রাণী (ছোট বাদুড়জাতীয় বা টিকটিকির মতো বোঝানো হয়)। আর 'লাথি' অর্থ পদাঘাত বা আঘাত। বাংলার গ্রামীণ ঘরে দেয়ালে ঘোরাফেরা করা এই ছোট প্রাণীটি ভয়ংকর নয়, তবু হঠাৎ গায়ে পড়লে আতঙ্ক লাগে, ভয় জাগে, অস্বস্তি জাগায়–এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটির জন্ম। এতে বোঝানো হয় - কোনো তুচ্ছ ও ক্ষমতাহীন ব্যক্তি যদি কটূ কথা বলে বা আঘাত করে, সেটি বড়জোর বিরক্তি জাগায়, কিন্তু লজ্জার ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চড়ুই পাখির প্রাণ - ক্ষীণজীবী লোক।

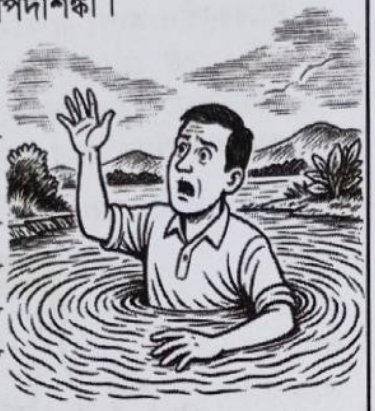
বাংলার গ্রামীণ জীবনে চড়ুই পাখি একটি ছোট ও হালকা পাখি, যা খুবই সহজে ভয় পায় এবং সামান্য আঘাত বা বিপদেই মারা যেতে পারে। সামান্য আঘাত, তীব্র বাতাস, বৃষ্টি, কিংবা শিকারির আক্রমণে সহজেই এর জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। চড়ুইয়ের জীবনকালও তুলনামূলকভাবে ছোট, এবং তার দেহে রোগ বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে 'চড়ুই পাখির প্রাণ' বলতে এমন এক প্রাণ বোঝানো হয়, যা খুবই ক্ষীণ, দুর্বল এবং সামান্য আঘাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

Educationblog24.com

চর্বিত চর্বণ - পুনরাবৃত্তি।

চর্বিত মানে চিবানো হয়েছে (অতীতে চিবানো হয়েছে এমন কিছু)। চর্বণ অর্থ চিবানো (ক্রিয়াপদ)। তাহলে "চর্বিত চর্বণ" মানে দাঁড়ায় – যা একবার চিবানো হয়েছে, আবারও সেটিকে চিবানো। এর দ্বারা বোঝানো হয় এমন একটি কাজ বা কথা, যা বহুবার হয়ে গেছে – এখন আবারো তা বলা বা করা।

চোরাবালি - অদৃশ্য বিপদাশঙ্কা।



চোরা = গোপন, লুকানো। বালি = বালুকাময় অঞ্চল (বালি বা বালু)। 'চোরাবালি' মানে লুকানো বালির ফাঁদ, যেখানে দেখলে মনে হয় মাটি শক্ত, কিন্তু বাস্তবে তা নিচে টানার মতো বিপজ্জনক ফাঁদ। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ বহু নদীতীরবর্তী অঞ্চলে এমন বালুমাটি থাকে, যা উপর থেকে শক্ত মনে হলেও পা দিলেই তা ধীরে ধীরে গিলে ফেলে, ধসে পড়ে। ব্যক্তি নিমজ্জিত হতে থাকে। অনেক সময় বাচ্চা বা গবাদিপশু সেখানে আটকে যেত, কেউ কেউ মারা যেত। এ জাতীয় জায়গাকে 'চোরাবালি' বলা হয়। এই বাস্তব ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকেই এই শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। পরে এটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়– যে বিপদ বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষকে গ্রাস করে।

চুলোয় যাওয়া - ধ্বংস।

বাংলার গ্রামীণ ও শহুরে জীবনে একসময় 'চুলো' ছিল রান্নার প্রধান স্থান–কাদামাটি বা ইট দিয়ে তৈরি চুলায় কাঠ, খড় বা কয়লা জ্বালিয়ে রান্না হতো। আগুন জ্বলার সময় চুলার তাপ ও শিখা খুব তীব্র হয়, এবং এতে পড়া যেকোনো জিনিস সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই 'চুলোয় যা' বা 'চুলোয় যাক' মানে এমন জায়গায় যাওয়া যেখানে সবকিছু পুড়ে শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া বা বিলীন হয়ে যাওয়া।

চুল পাকানো - অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

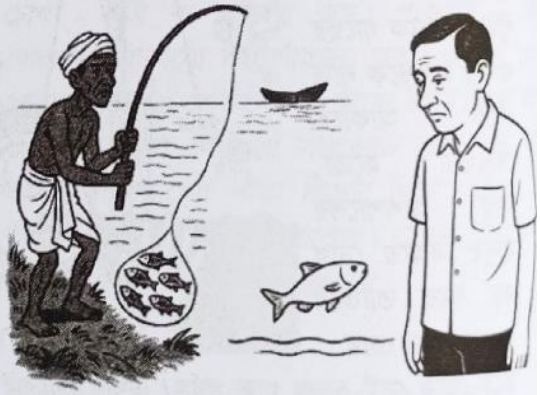
মানুষের চুল সাধারণত বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পাকে। দীর্ঘ জীবনের পথে কেউ যত দিন কাটায়, তত বেশি সময়, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সঞ্চয় করে। প্রাচীন সমাজে মনে করা হতো - যার চুল পেকেছে, সে জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, বুঝেছে, শিখেছে। তাই 'চুল পাকানো' হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতীক।

চিত্রগুপ্তের খাতা - যে খাতায় সব কিছু লেখা যায়। মানুষের পাপপুণ্য এর নির্ভুল হিসাব, কপালের ভবিষ্যৎ ফলাফলের নির্ভুল হিসাব।



'চিত্রগুপ্ত' মানে সেই দেবতা যিনি গোপনে (গুপ্তভাবে) চিত্র বা লিখিত রূপে হিসাব রাখেন, আর খাতা মানে হিসাবের বই বা রেকর্ড রাখার খাতা। অর্থাৎ 'চিত্রগুপ্তের খাতা' মানে হলো মানুষের প্রতিটি কাজের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল রেকর্ড। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী চিত্রগুপ্ত হলেন যমরাজের সহকারী দেবতা, যিনি প্রতিটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাজের – ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের – খুঁটিনাটি হিসাব লিখে রাখেন। বিশ্বাস করা হয়, মানুষের মৃত্যুর পর এই হিসাবের ভিত্তিতেই যমরাজ তার পরবর্তী গন্তব্য - স্বর্গ না নরক – নির্ধারণ করেন। এই কারণে বাগধারাটি এমন কোনো নির্ভুল নথি বা হিসাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে কোনো কিছু বাদ পড়ে না।

চুনোপুঁটি - সামান্য লোক/গুরুত্বহীন লোক।



'চুনো' মানে খুব ছোট আকারের, আর 'পুঁটি' হলো এক ধরনের ছোট মিঠেপানির মাছ। গ্রামবাংলায় মাছ ধরা ও বাজারে মাছ বিক্রির সময় ছোট পুঁটিমাছকে তেমন দাম বা গুরুত্ব দেওয়া হতো না, কারণ এটি খাদ্যের দিক থেকে স্বল্পমূল্য ও সাধারণ। বড় মাছ যেমন ইলিশ, কাতলা বা রুই যেভাবে সম্মান ও দাম পায়, ছোট পুঁটিমাছ তা পায় না। এই তুলনা থেকেই 'চুনোপুঁটি' শব্দগুচ্ছ রূপক অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে– সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা বা প্রভাব খুবই সামান্য তাকে বোঝাতে। তাই চুনোপুঁটি বাগধারার অর্থ দাঁড়ায় - গুরুত্বহীন, প্রভাবহীন বা তুচ্ছ ব্যক্তি।

Educationblog24.com

চাঁদের হাট - আনন্দের প্রাচুর্য, প্রিয়জনের সমাগম।





বাংলার গ্রামীণ সমাজে বছরে এক-দুইবার বড় মেলা বা উৎসব বসত, সাধারণত পূর্ণিমার রাতে। তখন চাঁদের আলোয় খোলা মাঠে বা নদীর ধারে পসরা সাজিয়ে বিক্রেতারা বসতেন, আশেপাশের গ্রাম থেকে মানুষ পরিবার-পরিজনসহ আসত, গান, নাচ, নাটক, খাবার, খেলাধুলা – সব মিলিয়ে আনন্দের জোয়ার বইত। চাঁদের আলো, মানুষের ভিড় ও আনন্দের আবহ একত্রে হয়ে এই মিলনমেলাকে বলা হতো 'চাঁদের হাট'। অর্থাৎ এটি এমন এক আনন্দঘন পরিবেশ, যেখানে প্রিয়জনদের মিলন ঘটে, চারপাশ ভরে ওঠে উচ্ছ্বাস, সৌন্দর্য ও মিলনোৎসবে।

চতুর্ভুজ হওয়া - উৎফুল্ল হওয়া।



'চতুর' মানে চার আর 'ভুজ' মানে বাহু বা হাত। চতুর্ভুজ মানে চার বাহুবিশিষ্ট বা চারকোণা আকৃতির বস্তু। হিন্দু পুরাণে 'চতুর্ভুজ' বলতে বোঝায় ভগবান বিষ্ণুকে, যিনি চার হাতে চিত্রিত হন। তাকে সর্বদা শান্ত, সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ রূপে দেখানো হয়। তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকে–যা মহাশক্তি ও মহাসৌন্দর্যের প্রতীক। বাংলার লোকবিশ্বাসে, বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ হয়ে যাওয়া মানে আনন্দ, শান্তি ও তৃপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো। অতীতে মন্দির ও ধর্মীয় উৎসবে ভক্তরা যখন পূজা বা দর্শনের সময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসত, তখন মুখমণ্ডল ও অভিব্যক্তি এমনভাবে ছড়িয়ে যেত যে তা চারদিকে বিস্তৃত – প্রতীকীভাবে 'চার কোণা' বা 'চতুর্ভুজ' রূপ ধারণ করে। এই অভিজ্ঞতা ভাষায় রূপক হয়ে 'চতুর্ভুজ হওয়া' বাগধারায় রূপ নেয়, যা উৎফুল্লতা বা প্রাপ্তির আনন্দ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

চিঁড়ে চেপটা - নাজেহাল।



বাংলার গ্রামীণ জীবনে চিঁড়ে (চাল ভিজিয়ে শুকিয়ে বানানো খাদ্য) তৈরি ও প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যবহৃত হতো ঢেঁকি বা অনুরূপ চাপা দেওয়ার যন্ত্র। চিঁড়ে তৈরি করার সময় তা বারবার চাপ দিয়ে সমান ও পাতলা করা হতো। এই চাপ দেওয়ার ফলে চিঁড়ে একদম চেপ্টা হয়ে যেত–যার আর কোনো উপায় বা পালাবার পথ থাকত না। এই চিত্র থেকেই এসেছে রূপক অর্থ–যখন কোনো মানুষ চারদিক থেকে চাপ, ঝামেলা বা সমস্যায় পড়ে এমন অবস্থা হয়ে যায় যেখানে সে অসহায়, ক্লান্ত ও অতিষ্ঠ তাকে বলা হয় 'চিঁড়ে চেপটা'।

চিনে/ছিনে জোঁক - নাছোড়বান্দা।



'ছিনে বা চিনে' শব্দটি এসেছে 'ছেঁকে ধরা' বা 'আঁকড়ে ধরা' অর্থ থেকে, যা কাউকে শক্তভাবে ধরে রাখা বুঝায়। জোঁক রক্তচোষা প্রাণী হিসেবে খুব পরিচিত একটি উপদ্রব ছিল। ধানক্ষেত, পুকুর বা কাদামাটি ভরা জলাশয়ে পা দিলেই জোঁক আঁকড়ে ধরত এবং সহজে ছাড়ত না, যতক্ষণ না পেট ভরে রক্ত খায় বা জোর করে সরানো হয়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই রূপক অর্থে 'চিনে/ছিনে জোঁক' বাগধারার জন্ম। কোনো ব্যক্তি যখন কাউকে বা কোনো বিষয়ে এমনভাবে লেগে থাকে যে, তাকে সহজে সরানো যায় না এমন নাছোড়বান্দা - সেই পরিস্থিতিকে বোঝাতে এই বাগধারা ব্যবহার হয়।

চটকের মাংস - সামান্য জিনিস।

চটক হলো চড়ুই পাখি। এই পাখি আকারে খুবই ছোট হয়। এর ওজনও অনেক কম, মাত্র ২৪ থেকে ৪০ গ্রাম হয়। এর মাংসও পরিমাণে অনেক কম হয়। তাই চটকের মাংস দিয়ে সামান্য জিনিস অর্থ প্রকাশ করে।

Educationblog24.com

চিনির পুতুল - শ্রমকাতুরে। (পরিশ্রম করতে চায় না)



চিনির পুতুল হলো এমন এক পুতুল যা চিনি দিয়ে বানানো, খুব নরম আর ভঙ্গুর। রোদে বা পানিতে পড়লে গলে যাবে, বেশি নড়াচড়া বা চাপ সহ্য করতে পারবে না। যা মানুষের মত তৈরি হলেও জীবন্ত নয়, নড়াচড়া করে না, এবং কোন কাজ করতে পারে না। যা কেবল সাজানোর জন্য, কোন পরিশ্রমের উপযোগী নয়, অর্থাৎ অলস। তাই যে মানুষ কাজ করতে চায় না, পরিশ্রম এড়ায়, একটু কষ্ট হলেই ভেঙে পড়ে–তাকে মজা করে বা ব্যঙ্গ করে 'চিনির পুতুল' বলা হয়।

চিনির বলদ - ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়



গ্রামীণ বাংলায় একসময় আখ থেকে চিনি তৈরির জন্য বলদকে একটি বড়ো যন্ত্রে (ঘানি বা কল) বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোরানো হতো। বলদ তার শক্তি দিয়ে আখ চিপে রস বের করত, সেই রস থেকে চিনি বা গুঁড় তৈরি হতো। কিন্তু দিনভর শ্রম দিলেও বলদ সেই চিনি বা মিষ্টির কোনো অংশ তার ভাগ্যে জুটত না, বরং তার খাবার ছিল কেবল খড় ও ভুসি। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই 'চিনির বলদ' বাগধারার জন্ম। এটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে কষ্ট করে পরিশ্রম করলেও তার শ্রমের ফল অন্য কেউ ভোগ করে এবং সে নিজে কোনো লাভের অংশীদার হয় না।

চশমখোর - সম্পূর্ণ বেহায়া।

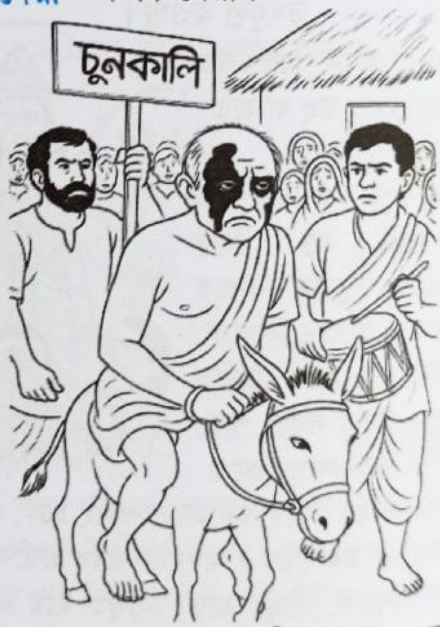
চশম অর্থ চোখ বা চক্ষু। খোর অর্থ যে খায়, ভোগ করে। একত্রে চশমখোর অর্থ দাঁড়ায় – যে নিজের চোখের পাতা বা চামড়া খেয়ে ফেলে। কেউ লজ্জা পেলে বা বিব্রত হলে চোখ নামিয়ে আনে, অথবা চোখের পাতা দিয়ে চোখ আড়াল করে। চোখের পাতা থাকা মানে মানুষের মধ্যে লজ্জাভাব থাকা। কিন্তু চশমখোর অর্থে চোখের পাতা খেয়ে ফেলা মানে হলো লজ্জাহীন বা বেহায়া হয়ে যাওয়া – কারণ চোখে তখন আর কোনো ঢাকনা বা আড়াল থাকে না।

চৌদ্দবুড়ি - প্রচুর।



চৌদ্দ মানে সংখ্যা ১৪, আর বুড়ি মানে বয়সে বড় নারী। বাংলার লোকভাষায় এমন অনেক সংখ্যা রয়েছে যা দিয়ে অনেক বা প্রচুর বোঝানো হয়। যেমন - সাত সমুদ্র তেরো নদী, একশো একটা উপায়, নয়ছয় বা চৌদ্দগোষ্ঠী ইত্যাদি।। 'চৌদ্দবুড়ি'ও তেমন, যেখানে ১৪ জন বুড়ি মানে অনেক মানুষ, অনেক ভিড় বা প্রচুর পরিমাণ। আগে গ্রামে প্রবীণ নারীরা আড্ডা, গল্প আর অভিজ্ঞতার কেন্দ্র ছিলেন, তাই তাঁদের সংখ্যা দিয়ে অনেক বোঝানো হতো।

চুনকালি দেয়া - কলঙ্ক দেয়া।

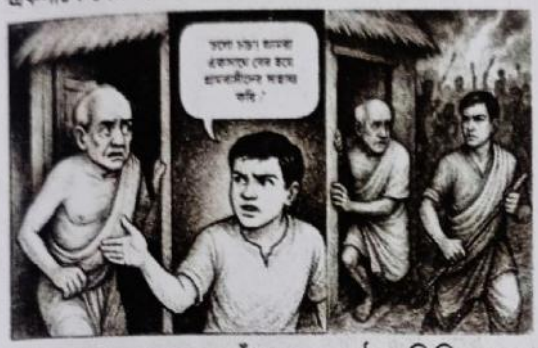


বাংলার গ্রামে একসময় অপরাধী বা খারাপ কাজ করা মানুষকে প্রকাশ্যে লজ্জা দিতে তার মুখে এক পাশে সাদা চুন আর অন্য পাশে কালো কালি মেখে গ্রামে ঘুরানো হতো, যাতে সবাই তাকে দোষী ও অপমানিত হিসেবে চিনতে পারে। সাদা চুন আর কালো কালির এই দাগ ছিল সমাজে কলঙ্কের চিহ্ন। এখান থেকেই 'চুনকালি দেওয়া' বাগধারার প্রচলন, যার অর্থ কাউকে প্রকাশ্যে কলঙ্কিত বা অপমান করা।

Educationblog24.com

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - স্বার্থপর।

এক শান্ত গ্রামে চাচা ও ভাতিজা একসাথে থাকতেন। ভাতিজা ছিল সাহসী ও সৎ, আর চাচা ছিলেন কিছুটা ভীরু ও স্বার্থপর স্বভাবের। এক রাতে হঠাৎ গ্রামে ডাকাতের দল হানা দিল। চারদিক থেকে চিৎকার, দৌড়ঝাঁপ, লাঠি-সড়কি পড়ার শব্দ ভেসে আসছিল। ভাতিজা চাচার ঘরে গিয়ে বলল, - 'চলো চাচা! আমরা একসাথে বের হয়ে গ্রামবাসীদের সাহায্য করি।'



চাচা তখন ভয় পেয়ে কাঁপছেন। হঠাৎ তিনি সুযোগ বুঝে চুপিচুপি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন, ভাতিজাকে একা ফেলে রেখে। ভাতিজা ডাকাতদের হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ লড়ল। পরদিন গ্রামের সবাই চাচার এই স্বার্থপর কাজ দেখে তাকে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে ডাকতে লাগল। এরপর থেকে এই বাগধারাটি সেই ধরনের স্বার্থপর মানুষের জন্য ব্যবহার হয়, যারা বিপদের সময় কেবল নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবে।

ছ

ছাই

ছাই চাপা আগুন - অপ্রকাশিত প্রতিভা/ গোপন গুণ।

আগুন জ্বলার পর তার ওপর ছাই পড়ে গেলে বাইরে থেকে নিভে গেছে মনে হয়, কিন্তু ভেতরে অঙ্গার (জ্বলন্ত কয়লা বা কাঠ বা আগুনের টুকরো) জ্বলতে থাকে, সামান্য নাড়া পেলেই আবার দপ করে জ্বলে ওঠে। গ্রামীণ জীবনে এই অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝানো হয় - কোনো মানুষ বাইরে থেকে শান্ত বা সাধারণ হলেও ভেতরে অসাধারণ ক্ষমতা, সাহস বা প্রতিভা লুকিয়ে রাখতে পারে, যা সঠিক সময়ে প্রকাশ পায়।

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো - সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তি।

গ্রামে রান্না শেষে চুলার ছাই ফেলা ছিল একেবারে সহজ কাজ, যা কুলো দিয়ে করা হতো। যদি কুলো ভাঙা হয়, তাহলে এমনকি ছাই ফেলার মতো সহজ কাজও ঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ এমন ব্যক্তি বোঝাতে 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' বাগধারা ব্যবহার করে, যিনি তুচ্ছ বা সহজ কাজও করতে পারেন না।

ছুঁচ

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা - নগণ্য স্বার্থে দুর্নাম অর্জন।

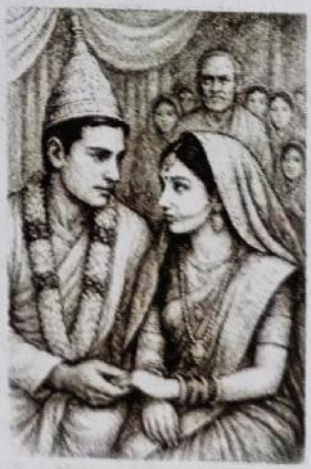
ছুঁচো খুব ছোট আকারের ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, যা তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ছুঁচো মারা খুব তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন কাজ। কিন্তু এটি মারতে গিয়ে যদি হাত গন্ধে ভরে যায়, তাহলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। অর্থাৎ খুব সামান্য বা নগণ্য কোনো লাভের জন্য বড় ধরনের লজ্জা, অপমান বা দুর্নাম কুড়ানো।

ছুঁচোর কেত্তন - অবিরাম কলহ।



ছুঁচো খুব ছোট আকারের ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। কেত্তন: 'কীর্তন' শব্দের আঞ্চলিক রূপ, যা সাধারণত গান বা সঙ্গীতের দীর্ঘ পরিবেশনা বোঝায়। গ্রামীণ বাংলায়, ছুঁচো রাতে চাল-ডাল বা খাবার খোঁজার জন্য ঘরে ঢুকে বারবার এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে, রান্নাঘরের হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দেয়, এবং মাঝে মাঝে সেগুলোর ধাক্কাধাক্কি থেকে কিঁকি, চিঁচি অদ্ভুত শব্দ হয় - যেন এক ধরনের হট্টগোল বা 'কেত্তন' শুরু হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটি এসেছে - যেখানে মানুষের অবিরাম ঝগড়া, বকাঝকা বা কলহকে ছুঁচোর রাতভর কিচিরমিচিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

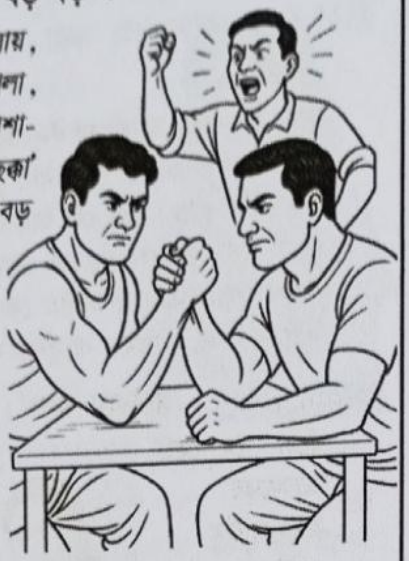
ছামনি নাড়া - দৃষ্টি বিনিময়।



বাঙালি বিবাহপ্রথায় 'ছামনি' হলো বর-কনের শুভদৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্ত, যা সাধারণত মালাবদল বা শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠানে ঘটে। এর আগে কনের মুখ বা চোখ আংশিকভাবে ঢেকে রাখা হয় (ঘোমটা বা পানের পাতা দিয়ে), আর নির্দিষ্ট সময়ে পুরোহিত বা পরিবারের সদস্যদের নির্দেশে তারা প্রথমবার চোখে চোখ মিলিয়ে তাকায়। এই দৃষ্টি বিনিময় থেকেই "ছামনি নাড়া" বাগধারার উৎপত্তি।

Educationblog24.com

ছক্কা-পাঞ্জা করা - বড় বড় কথা বলা।



ছক্কা – খেলাধুলায়, বিশেষত লাঠিখেলা, কুস্তি, কিংবা পাশা-গুটির খেলায় 'ছক্কা' মানে জেতার বা বড় চাল মারার একটি অবস্থান। আবার ক্রিকেটে ছক্কা মানে সবচেয়ে বড় শট। পাঞ্জা - দুই হাতে বা বাহু দিয়ে শক্তি মাপা প্রতিযোগিতা, বা শক্তি প্রদর্শনের ভঙ্গি। গ্রামীণ বাংলায় মেলা, কুস্তি বা আখড়ায় লোকেরা 'ছক্কা' বা 'পাঞ্জা' লড়ে শক্তি প্রদর্শন করত। এ ধরনের খেলায় প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে বা নিজের ক্ষমতা বোঝাতে অনেকে খেলার আগেই বড় বড় কথা বলত, দম্ভ করত। এ থেকেই "ছক্কা-পাঞ্জা করা" বাগধারার উৎপত্তি, যা এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে কাজের চেয়ে কথায় বেশি শক্তি দেখায়–অর্থাৎ কেবল বড় বড় কথা বলে দাপট দেখায়।

ছাঁদনা তলা - বিবাহের মণ্ডপ।



'ছাঁদনা তলা' বলতে বাংলার ঐতিহ্যে বিয়ের সময় বর-কনের বসার জন্য সাজানো বিশেষ মণ্ডপকে বোঝায়। 'ছাঁদনা' শব্দের অর্থ হলো চারদিকে কাপড়, ফুল বা শামিয়ানা দিয়ে তৈরি সজ্জিত ছাউনি, আর 'তলা' মানে নিচের স্থান বা মঞ্চ। আগে গ্রামীণ বিয়েতে বাঁশ-কাঠের কাঠামো বানিয়ে তার উপর রঙিন কাপড়, ফুলের মালা, কলাপাতা ও আলপনায় সাজিয়ে ছাঁদনা তলা তৈরি করা হতো, যেখানে বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা – বিশেষত শুভদৃষ্টি, মালাবদল ও অন্যান্য রীতি সম্পন্ন হতো। এ কারণে 'ছাঁদনা তলা' বাগধারাটি এখন বিয়ের মণ্ডপ বা বিয়ের মুহূর্তকেই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ছুতোনাতা - অজুহাত।

'ছুতো' মানে উপলক্ষ, বাহানা বা অজুহাত। আর 'নাতা' মানে সম্পর্ক বা যোগসূত্র। কোনো কাজ না করার জন্য বা দায়িত্ব এড়ানোর জন্য মানুষ ছোটখাটো বাহানা দিত - যেমন হঠাৎ অসুস্থ হওয়া, জরুরি অন্য কাজের কথা বলা, বা পুরোনো কোনো ঘটনা টেনে এনে যুক্তি দাঁড় করানো। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত কারণের বদলে তুচ্ছ বা বানানো কারণকে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আসল কাজ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অজুহাত খোঁজা।

ছকড়া নকড়া - সস্তা দর/ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

গ্রামীণ হাট-বাজারে সস্তা ও নিম্নমানের পণ্যের জন্য বিক্রেতা-ক্রেতার মধ্যে দরকষাকষি হতো। যে পণ্য খুব কম দামে বিক্রি হতো বা যার প্রতি মানুষ গুরুত্ব দিত না, তাকে 'ছকড়া' বলা হতো। 'নকড়া' শব্দটি যুক্ত হয়ে একে আরও অবজ্ঞাসূচক করে তোলে। সময়ের সঙ্গে 'ছকড়া নকড়া' কেবল পণ্যের সস্তা দর বোঝাতে নয়, বরং কোনো বিষয়, প্রস্তাব বা ব্যক্তির অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সুরে উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

ছিনিমিনি খেলা - নষ্ট করা।



ছিনিমিনি খেলা মূলত গ্রামের শিশুদের এক ধরনের জলখেলা, যেখানে তারা পুকুর বা শান্ত জলাশয়ে হাঁড়ি-পাতিলের চ্যাপ্টা ভাঙা টুকরো (খোলামকুচি) এমনভাবে ছুড়ে দেয় যে, টুকরোটি একবার পানিতে লেগে, একবার শূন্যে উঠে হাঁস বা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূর যায়। যার টুকরো সবচেয়ে বেশি দূরে যায়, সে জেতে। এই খেলায় আনন্দ থাকলেও, অনেক সময় সুবিধাজনক খোলামকুচি না পেলে শিশুরা খেলার জন্য ভালো হাঁড়ি-পাতিল ভেঙে ফেলত, ফলে জিনিস নষ্ট হতো। এখান থেকেই "ছিনিমিনি খেলা" কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার শুরু হয় - যে কোনো মূল্যবান জিনিস, সুযোগ বা সম্পদ খামখেয়ালি, অদূরদর্শী বা স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে নষ্ট করাকে বোঝাতে।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

ছেলের হাতের মোয়া - সামান্য বস্তু/সহজলভ্য বস্তু।



'মোয়া' হলো মুড়ি, চিড়া বা চালের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে বানানো গোল মিষ্টান্ন। বাংলার গ্রামীণ জীবনে মোয়া ছিল শিশুদের প্রিয় ও সহজে বানানো যায় এমন খাবার। মা-দাদিরা ঘরে বসেই মুহূর্তে মোয়া বানিয়ে দিতেন, এবং শিশুরা হাতের মুঠোয় নিয়ে নির্দ্বিধায় খেত। শিশুর হাতের মোয়া নিয়ে কোনো সংগ্রাম, পরিশ্রম বা জটিলতা ছিল না–যে কোনো সময় পাওয়া যেত। তাই 'ছেলের হাতের মোয়া' বাগধারাটি ব্যবহার হয় এমন জিনিস বোঝাতে, যা খুব সহজে পাওয়া যায়, সহজলভ্য বস্তু, খুবই তুচ্ছ, বা পেতে কোনো বিশেষ পরিশ্রম লাগে না।

ছিঁচ কাঁদুনে - অল্পেই কাঁদে এমন।

বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় 'ছিঁচ' মানে সামান্য বা অল্প পরিমাণ। কাঁদুনে: যে খুব কান্না করে। 'ছিঁচ কাঁদুনে' মূলত এমন মানুষকে বোঝায়, যে সামান্য কারণেই কেঁদে ফেলে - হোক সেটা সামান্য বকুনি, তুচ্ছ আঘাত বা ছোটখাটো অভিমান। বিশেষ করে, শিশুদের মধ্যে এমন অনেকেই থাকে যারা ছোট্ট একটি আঘাত, সামান্য বকা, এমনকি খেলায় হেরে গেলেও প্রচুর কান্না শুরু করে দেয়। গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের মানুষকে হাস্যরস বা মজা করে 'ছিঁচ কাঁদুনে' বলা হতো।

ছারখার হওয়া - ধ্বংস হওয়া।

'ছার' মানে হলো ছাই বা পোড়া ধূলিকণা, আর 'খার' মানে পোড়া কাঠের গুঁড়া বা ভস্ম। এই দুইটি মিলিয়ে 'ছারখার' মানে এমন অবস্থা, যেখানে কিছু সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাংলার গ্রামীণ জীবনে আগুন লাগা ছিল এক ভয়াবহ দুর্যোগ। আগুনে ঘরবাড়ি, ফসল বা গুদাম পুড়ে গেলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত–ফলে সেখানে শুধু ছাই (ছার) ও পোড়া কাঠের গুঁড়া (খার) পড়ে থাকত। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই 'ছারখার হওয়া' কথাটি এসেছে, যা কেবল আগুনে পুড়ে যাওয়া নয়, বরং সম্পূর্ণ ধ্বংস, নষ্ট বা সর্বনাশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখন এটি শুধু অগ্নিকাণ্ড নয়, যেকোনো বড় ক্ষতি বা বিপর্যয়ের রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

ছা-পোষা - অত্যন্ত গরিব।



'ছা' মানে ছাগলছানা বা ছাগলের বাচ্চা, আর 'পোষা' মানে লালন-পালন করা। অতীতে বাংলার গ্রামীণ গরিব পরিবারগুলো বড় গবাদি পশু গরু, মহিষ, ঘোড়া পালতে পারত না; তারা কেবল ছোট ছাগল বা ছাগলছানা পালন করত, যা থেকে অল্প আয় হতো। এই বাস্তবতা থেকেই 'ছা-পোষা' বাগধারার উৎপত্তি; যার অর্থ অত্যন্ত গরিব, যে কোনো মতে সংসার চালায়।

জ

জল

জলাঞ্জলি দেওয়া - বিসর্জন দেওয়া।



জল মানে পানি। অঞ্জলি মানে হলো হাতের তালুর মধ্যে রাখা বস্তু, যা উৎসর্গের সময় পানিতে বা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে 'জলাঞ্জলি' ছিল দেবতার উদ্দেশ্যে জলসহ অন্য বস্তু উৎসর্গ করার একটি রীতি। এতে দুই হাতের তালুতে জল বা ফুল, ধান ইত্যাদি রেখে তা পানিতে বা পূজার বেদিতে ঢেলে দেওয়া হতো, যা প্রতীকীভাবে কোনো বস্তুর ত্যাগ বা উৎসর্গ বা বিসর্জন দেওয়া বোঝাত।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ - উভয় সংকট।



কুমির এবং বাঘ মানুষ পেলে খেয়ে ফেলে। পানিতে কুমির ছিল বড় ভয়, আর বন বা জঙ্গলে বাঘ ছিল মারাত্মক শত্রু। সুন্দরবন ও নদীমাতৃক অঞ্চলে মানুষ প্রায়ই এমন পরিস্থিতিতে পড়ত - ডাঙায় বা শুকনো স্থানে থাকা অবস্থায় বাঘ আক্রমণ করলে বাঁচার জন্যে পানিতে ঝাঁপ দিল, দেখল সেখানেও কুমির আছে। যখন মানুষ দুই দিক থেকেই বিপদের মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ উভয় সংকটে থাকে এমন বিপজ্জনক ও নিরুপায় অবস্থা থেকেই 'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ' বাগধারা তৈরি হয়।

জলপান - হালকা খাবার।

বাংলার ঐতিহ্যে দিনের শুরুতে বা বিকেলে হালকা নাশতা - যেমন মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট বা ফলের সঙ্গে সাধারণত পানি বা অন্য পানীয় (যেমন দুধ, শরবত, চা) খাওয়া হতো। তাই 'জলপান' বলতে শুধু পানি পান নয়, বরং হালকা খাবার খাওয়া বোঝাতে শুরু হয়।

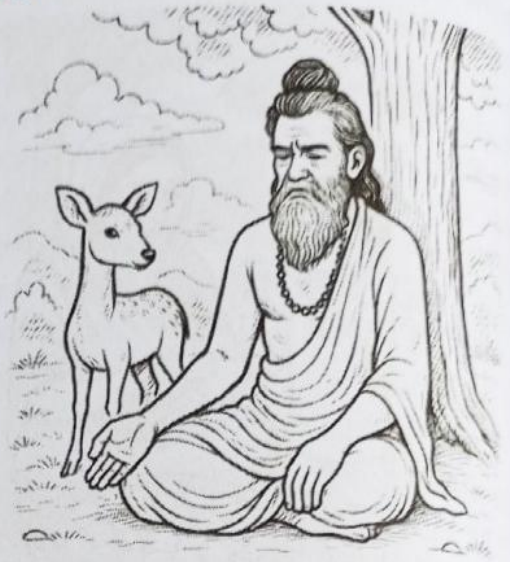
জলযোগ - হালকা খাবার।

বাংলার ঐতিহ্যে সকাল বা বিকেলে হালকা নাশতার সঙ্গে পানি, দুধ, শরবত বা চা খাওয়ার রীতি ছিল। খাবার হিসেবে থাকত মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট বা ফলের মতো হালকা জিনিস। আগে 'জলযোগ' মানে শুধু পানি বা পানীয় পান করা হলেও, এই অভ্যাসের কারণে শব্দটি ধীরে ধীরে হালকা খাবার বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

জল গ্রহণ না করা - সম্পর্ক না রাখা।

আপনি কারো বাড়িতে মেহমান হিসেবে গেলেন কিন্তু তাদের আপ্যায়ন করতে দেওয়া খাবার থেকে আপনি একটু জলও পান করলেন না; এর মানে হলো তার সাথে আপনার সম্পর্কের চরম অবনতি হয়েছে অথবা শত্রুতা অথবা আপনি আর সম্পর্ক রাখতে চান না।

জড়ভরত - অকর্মণ্য ব্যক্তি, নিষ্ক্রিয়।



জড় - যার কোনো প্রাণ নেই, নিষ্প্রাণ; নড়াচড়া বা কাজ করার ক্ষমতাহীন বস্তু। জড়ভরত বাগধারাটি এসেছে মহাভারতের একটি কাহিনি থেকে। রাজা ভরত (যিনি পূর্বজন্মে ধর্মপ্রাণ ও রাজ্যশাসনে বিখ্যাত ছিলেন) তপস্যার সময় এক হরিণশিশুর প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁর মন তপস্যা থেকে সরে যায় এবং তিনি পুনর্জন্মে হরিণ হন। পরের জন্মে মানুষ হয়ে তিনি যেন সংসারের মোহে না পড়েন, সেই জন্য একেবারে নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন - কোনো কাজকর্ম করতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, চুপচাপ বসে থাকতেন। তাঁর এই স্থবির, অচল ও নিষ্ক্রিয় আচরণ থেকেই 'জড়ভরত' কথাটি প্রচলিত হয়, যা আজ অকর্মণ্য বা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মানুষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

জলের দাগ - ক্ষণস্থায়ী।

জলের নির্দিষ্ট কোনো রং নেই। জল কোথাও লাগলে তা একটু পরেই শুকিয়ে যায় অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী।

জগা খিচুড়ি পাকানো - গোলমাল বাঁধানো।

জগন্নাথ নামে একজন বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। তিনি সারাদিন হরিনামে মগ্ন থাকতেন। তিনি দিনের কোনো একবার মাত্র সাধন কুটির থেকে বেরিয়ে কয়েকটি গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করে চাল, ডাল, আলু, শাকসবজি - যা পেতেন সব একসঙ্গে সিদ্ধ করে খিচুড়ি পাকাতেন এবং সারাদিনে একবার ভোজন করতেন। তিনি স্থানীয় লোকদের কাছে 'জগা' নামে পরিচিত ছিলেন। এভাবে নানা রকম জিনিস একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস থেকেই 'জগাখিচুড়ি' শব্দের জন্ম হয়। পরে এই শব্দ বাগধারায় রূপ নিয়ে বোঝাতে শুরু করে - যখন বিবিধ ও অসংগত জিনিস একত্র হয়ে এমনভাবে মিশে যায় যে আলাদা করে কিছু বোঝা যায় না, কিংবা কোনো ঘটনা গুলিয়ে ফেলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

Educationblog24.com

জোড়ের পায়রা - ঘনিষ্ঠ বন্ধু।



পায়রা বা ঘুঘু প্রজাতির পাখিরা সাধারণত জোড়ায় থাকে এবং একে অপরের কাছ থেকে খুব কমই বিচ্ছিন্ন হয়। খাওয়ার সময়, উড়ার সময় বা বিশ্রামের সময়ও তারা একে অপরের সঙ্গ ছাড়ে না। এই নিবিড় সঙ্গ, পারস্পরিক বিশ্বাস ও স্নেহের কারণে পায়রা যুগল দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকেই 'জোড়ের পায়রা' কথাটি এসেছে, যা দিয়ে এমন দুই ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যারা সবসময় একসঙ্গে থাকে, একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সঙ্গী।

জগদ্দল পাথর - গুরুভার।



জগদ্দল = জগৎ (বিশ্ব) + দল (দলিত/পিষা/চূর্ণ করা)। জগদ্দল পাথর আক্ষরিক অর্থে এমন বড় ও ভারী পাথর যা পৃথিবী পর্যন্ত পিষে ফেলতে পারে। গ্রামীণ লোকজ ভাষায় 'জগদ্দল পাথর' বলতে বোঝাতো এমন পাথর, যা জগতের মতো বিশাল, গুরুভার (অন্তত ভারী), যা একা নড়ানো অসম্ভব। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও মন্দির নির্মাণে অনেক সময় জগদ্দল পাথর ব্যবহার করা হতো। নওগাঁ জেলার ধামইরহাটের ঐতিহাসিক জগদ্দল বিহারে এমন বিশাল ও ভারী পাথর পাওয়া যায়, যা তুলতে কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই শব্দটির সঙ্গে অতিভার ও নড়ানো-কষ্টসাধ্য ভাব যুক্ত হয়। পরবর্তীতে এটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা বা বোঝা বোঝাতে, যা বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে, যেমন -সন্তানের মৃত্যু পিতার বুকে জগদ্দল পাথর হয়ে আছে।

জিলাপির প্যাঁচ - কুটিলতা।



জিলাপি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন খাবারবিশেষ। এর গায়ে একটার পর একটা পাকানো বৃত্ত থাকে, যা দেখতে সুন্দর হলেও তা সোজা নয়, বাঁকানো ও জটিল। যে কথা বা কাজ সোজা পথে না গিয়ে নানা বাঁক, কৌশল ও জটিলতার মধ্যে দিয়ে এগোয়, তাকে তুলনা করা হয় 'জিলাপির প্যাঁচ' -এর সঙ্গে। এভাবে এই বাগধারা কুটিলতা (এমন কুটিল আচরণ যা সহজে বোঝা যায় না), ঘোরপ্যাঁচ বা উদ্দেশ্যমূলক জটিলতা বোঝাতে প্রচলিত হয়েছে।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ - ছোটবড় সব কাজ।



জুতো সেলাই একসময় সমাজে নিম্নশ্রেণির পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো, যেখানে চণ্ডীপাঠ হলো দেবী চণ্ডীর স্তুতিবাক্য পাঠ, যা পুরোহিত বা বিদ্বান ব্রাহ্মণদের উচ্চ মর্যাদার কাজ। যখন কোনো ব্যক্তি নিম্ন থেকে উচ্চ – সব ধরনের কাজ একসাথে করত, তখন তার কাজের ব্যাপ্তি বোঝাতে বলা হতো, 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ'। অর্থাৎ সবচেয়ে সাধারণ কাজ থেকে সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ–সবই সে করে।

জিয়ন্তে-মরা - জীবন্মৃত।

বাংলা লোকসমাজে কোনো ব্যক্তি যখন চরম দুঃখ, দুর্ঘটনা, রোগব্যাধি, প্রিয়জন হারানো, শারীরিক অক্ষমতা, সামাজিক অপমান বা মানসিক যন্ত্রণায় এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে বেঁচে থেকেও কোনো অর্থ, আনন্দ বা কার্যক্ষমতা থাকে না–তখন তাকে 'জিয়ন্তে-মরা' বলা হয়। অর্থাৎ, দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু জীবনের অর্থ ও স্বাভাবিক কার্যকলাপ সব হারিয়ে গেছে।

Educationblog24.com

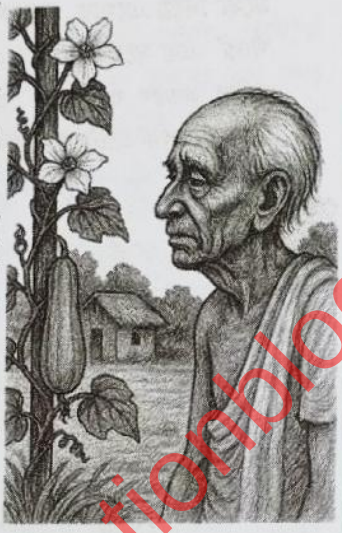
Educationblog24.com

জাহান্নামে যাওয়া - কুপথে যাওয়া।

ইসলামী বিশ্বাসে জাহান্নাম হচ্ছে চরম শাস্তির প্রতীক। যে ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হবে, অন্যায় করবে বা আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে, সে মৃত্যুর পর জাহান্নামে যাবে। জীবিত অবস্থায়ও যখন কেউ নৈতিকভাবে ভুল পথে যায়, ধ্বংসের দিকে এগোয় বা সমাজ-ধর্মবিরোধী কাজে যুক্ত হয়, তখন বলা হয় সে 'জাহান্নামে যাচ্ছে'। অর্থাৎ, সে নিজের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ঝ

ঝিঙেফুল ফোটা - আয়ু ফুরিয়ে আসা।



ঝিঙে – একপ্রকার লতা জাতীয় সবজি, যার কচি ফল রান্না করে খাওয়া হয়। 'ঝিঙেফুল ফোটা' বাগধারার অর্থ আয়ু ফুরিয়ে আসা, আর এর পেছনে দুটি যুক্তি প্রচলিত। প্রথমত, ঝিঙের লতা বয়সের শেষদিকে এসে ফুল ফোটায়, কিন্তু তখন নতুন ফল ধরার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না - যা জীবনের শেষপ্রান্ত বা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছানো বোঝায়। দ্বিতীয়ত, ঝিঙেফুল সাধারণত বিকেলে, অর্থাৎ দিনের শেষ সময়ে ফোটে, যা সময় বা আয়ু ফুরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়। এই দুটি বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে 'ঝিঙেফুল ফোটা' বলতে বোঝানো হয় - জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া, আয়ু প্রায় শেষ হয়ে আসা, অথবা মৃত্যুর পূর্বাবস্থা।

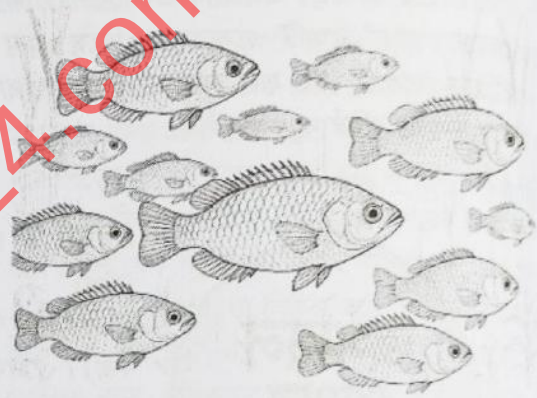
ঝোলের লাউ অম্বলের কদু - সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা।

বাংলার প্রাচীন রান্না ও খাদ্যসংস্কৃতিতে অতিথি আপ্যায়ন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো গৃহস্থ বাড়িতে অতিথি এলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের মানুষদের সন্তুষ্ট করতে একই সময়ে লাউ রান্না হতো দুইভাবে - একদিকে লাউ রান্না হতো পর্যাপ্ত ঝোল দিয়ে যা হালকা ও সবার উপযোগী; অন্যদিকে অম্বল বা টক দিয়ে কদু বা লাউ রান্না করা হতো, যা টক স্বাদের রান্না পছন্দ করা অতিথিদের খুশি করত। এভাবে একসঙ্গে দুই ধরনের স্বাদ যোগ করে সবার মন জুগিয়ে চলার প্রবণতা কথ্য ভাষায় রূপ নেয় 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগধারায়।

ঝালে ঝোলে অম্বলে - সর্বত্র বিরাজমান।

ঝাল - রান্নায় মরিচ বা মসলা দিয়ে তৈরি তীব্র স্বাদের তরকারি। ঝোল - হালকা, তরল বা মাঝারি স্বাদের তরকারি, যাতে ঝোল বা পানি বেশি থাকে। অম্বল - টক স্বাদের তরকারি, যেমন টক ডাল বা টক তরকারি। রান্নার কৌশল জানা গৃহিণীরা প্রায় প্রতিদিন ঝাল, ঝোল আর অম্বল এ তিন রকম খাবার তৈরি করতেন। যদি কোনো উপাদান (যেমন লবণ, তেল, ডাল, মাছ, বা বিশেষ মসলা) প্রতিটি পদেই ব্যবহার হতো, তবে বলা হতো - "ঐ ঝালে ঝোলে অম্বলে আছে।" অর্থাৎ ঐ উপাদানটি সর্বত্র বিরাজমান। তাই "ঝালে ঝোলে অম্বলে" বাগধারাটি এমন ব্যক্তি বা বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা সব জায়গায়, সব ক্ষেত্রে বা সব অবস্থায় উপস্থিত বা জড়িয়ে আছে - অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান।

ঝাঁকের কৈ - একই দলভুক্ত।



বাংলার নদী-খাল, পুকুর ও বিল-ঝিলে কৈ মাছ দলে দলে সাঁতার কাটে। এই দলে থাকা মাছগুলো একসাথে চলে, একই দিকে ঘোরে, একই রকম আচরণ করে এবং এরা অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। মৎস্যজীবী বা সাধারণ মানুষ যখন কৈ মাছ ধরত, তখন একসাথে অনেকগুলো কৈ ধরা পড়ত–যা প্রমাণ করত তারা একই ঝাঁকের। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই 'ঝাঁকের কৈ' এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যারা সবাই একই দলে বা গোষ্ঠীতে যুক্ত, স্বভাব-চরিত্রে একরকম, এবং সাধারণত একই উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ঝড়ো কাক - বিপর্যস্ত



ঝড়ো কাক হলো ঝড়ের দ্বারা পীড়িত বা আঘাতপ্রাপ্ত, যা বিপর্যস্ত অবস্থা বুঝায়।

ঝরা পাতা- জীর্ণশীর্ণ লোক



গাছ থেকে পাতা ঝরে যাওয়া মানে হলো স্বাভাবিক অবস্থা থেকে মৃত বা জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় পতিত হওয়া।

Educationblog24.com

ট

টাকা

টাকার কুমির - ধনী ব্যক্তি।



পৌরাণিক বিশ্বাসমতে, কুবের হচ্ছে ধন-সম্পদের দেবতা। তাঁর কাছে প্রচুর টাকা, সোনাদানা ও নানা সম্পদ জমা থাকত। এই দেবতা কুবের থেকে টাকার কুবের কথাটির উদ্ভব। কিন্তু পরে টাকার কুবের কথাটি টাকার কুমির হয়ে যায়। এর পেছনে ছিল একটি লোকবিশ্বাস - কুমির মানুষ খেলে তার সঙ্গে রক্ষিত সব টাকা-পয়সা, সোনাদানা বা অন্যান্য সম্পদ কুমিরের পেটে জমা পড়ে থাকত। যে কুমির অধিক মানুষ খেত, সে কুমিরের পেটে অনেক টাকা জমা হতো। এভাবে টাকা, সোনাদানা ও সম্পদাদি জমতে জমতে ওই কুমিরের পেট টাকায় ভরে যেত। এই বিশ্বাস থেকে যে মানুষের প্রচুর ধনসম্পদ হতো তাকে টাকার কুমির আখ্যায়িত করা শুরু হয়।

টাকার গরম - ধনের অহংকার।

'টাকা' মানে অর্থ-সম্পদ আর 'গরম' রূপক অর্থে উদ্ধত ভাব বা দাম্ভিকতা। সাধারণভাবে চলাফেরা করা মানুষ হঠাৎ অনেক টাকা পেলে অনেক সময় অন্যদের অবহেলা করতে শুরু করে, দাম্ভিক হয় এবং নিজের ধন দেখিয়ে বড়াই করে। এই কারণেই ধনের অহংকার বোঝাতে "টাকার গরম" কথাটি ব্যবহার করা হয়।

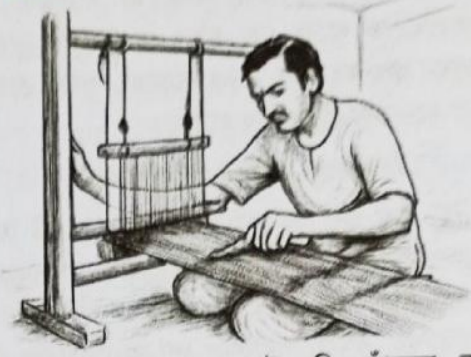
টাকার আণ্ডিল - প্রভূত বিত্ত।

'টাকার আণ্ডিল' মানে প্রচুর পরিমাণে টাকা বা সম্পদ। 'আণ্ডিল' শব্দটি এসেছে বাংলার পুরোনো শব্দভাণ্ডার থেকে, যার অর্থ মাটির নিচে চাপা দেওয়া গুপ্তধন বা সঞ্চয়। অতীতে গ্রামীণ মানুষ সোনা, রূপা, টাকা-পয়সা মাটির হাঁড়ি বা কলসে ভরে লুকিয়ে রাখত, যা 'আণ্ডিল' বলা হতো। যখন কেউ অনেক ধনী হতো, তখন বলা হতো তার "টাকার আণ্ডিল" আছে, অর্থাৎ তার বিপুল ধনসম্পদ আছে।

টেকে গোঁজা - আত্মসাৎ করা/ পকেট ভারী করা।

'টেক' মানে টাকা, আর 'গোঁজা' মানে কোথাও পোঁতা বা ঢুকানো বা জমা করা বা একত্রিত করা। টেকে গোঁজা মানে অন্যের টাকা বা সম্পদ নিজের কাছে রেখে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে তা ভারী করা বা অন্যের সম্পদ জোর করে, না জানিয়ে বা ঠকিয়ে নিজের করে নেয়া অর্থাৎ আত্মসাৎ করা।

টানা পড়েন - বিরক্তিকর যাতায়াত।



'টানা পড়েন' বাগধারার উৎপত্তি তাঁতের কাজের প্রক্রিয়া থেকে। তাঁতের ফ্রেমে দৈর্ঘ্যের সুতাকে টানা এবং প্রস্থের সুতাকে পড়েন বলা হয়। এই দুটি সুতোর গ্রন্থনেই কাপড় বোনা হয়। কাপড় বোনার কাজের সময় টানা ও পড়েন সুতোর একসঙ্গে গ্রন্থন বা বোনা হয়ে থাকে। যদি এই সুতাগুলোর কোনো একটিতে সামান্য এদিক-ওদিক হয়, তবে কাপড় বোনা বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে কাজটি কেবল বিরক্তিকরই নয়, বরং অনেক কষ্টকরও। কাপড় বোনার সময় টানা এবং পড়েন সুতোর মধ্যে একঘেয়েমি শব্দ ও ক্রমাগত কাজের অনবরত একই প্রক্রিয়ার জন্য এক ধরনের ক্লান্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই কাজের একঘেয়েমি ও চলতে থাকা পরিশ্রমকে জীবনযাত্রার টানাপড়েন বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, যেখানে মানুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে না, একই সমস্যা বা সংগ্রাম চলতে থাকে, ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে কিছু করতে থাকে, যা কখনও শেষ হয় না বা কোনো সন্তুষ্টি দেয় না।
টানাপড়েন শব্দের আভিধানিক অর্থ পুনঃপুন ক্লান্তিকর কোনো কিছুর মধ্যে ঝুলে থাকা, সংকটের মধ্যে থাকা।

টুসকির মাল - ভঙ্গুর জিনিস।



টুসকি হলো বুড়ো আঙুল ও মধ্যমা বা তর্জনী দিয়ে ক্ষিপ্র ও লঘু বা ছোট আঘাত। সহজ কথায়, আঙুল দিয়ে কোনো কিছুর উপর টোকা মারা। 'টুসকির মাল' বাগধারার অর্থ দাঁড়ায় যে মাল বা দ্রব্য বা পণ্যে আঙুল দিয়ে টুসকি দিলে তা সহজেই ভেঙ্গে যায়। ভঙ্গুর বা নাজুক বস্তু, যেটি একটি ছোট আঘাতে বা চাপেই ভেঙে যাবে। যেমন, গ্লাস বা মাটির হাঁড়ির মতো নাজুক জিনিসের ওপর টুসকি মারলে সহজেই ভেঙে যাবে।

Educationblog24.com

টনক নড়া - চৈতন্যোদয় হওয়া/ বুঝে ওঠা।

'টনক' মানে শরীরের কোনো অংশে অস্বস্তি বা অনুভূতি, আর 'নড়া' মানে কোনো পরিবর্তন বা গতি। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহেলিত থাকে এবং হঠাৎ সে বিষয়টি বুঝে ওঠে, তখন বলা হয় তার 'টনক নড়েছে', অর্থাৎ তার চেতনা বা মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে।

টইটম্বুর - ভরপুর/ কানায় কানায় পূর্ণ।

'টই' অর্থ ভরা বা পূর্ণ বা শীর্ষদেশ। এটি সাধারণত কোনো বস্তু বা জিনিসের পূর্ণতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর 'টম্বুর' অর্থ যেকোনো বস্তু যা অতিরিক্ত পূর্ণ হওয়া। 'টইটম্বুর' শব্দটি সাধারণত পূর্ণ বা অতিরিক্ত পরিমাণে ভরা কোনো জিনিস বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা কখনো ওভারফ্লো বা কানায় কানায় পূর্ণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বালতি বা কলসি টইটম্বুর হয়ে থাকে, মানে তার মধ্যে পানি বা অন্য কিছু এত বেশি পরিমাণে ভরা যে, আর কিছু সন্নিবেশিত হওয়ার জায়গা নেই।

টীকা ভাষ্য - দীর্ঘ আলোচনা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

'টীকা ভাষ্য' বাগধারাটি এসেছে সাহিত্য ও পাঠ্য বইগুলির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার থেকে। যখন কোনও গ্রন্থ বা বইয়ের কোনো নির্দিষ্ট অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তখন তাকে টীকা বলা হয়। আর সেই টীকাকে যদি আরও বিস্তারিতভাবে বা বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করা হয়, তখন সেটি ভাষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই শব্দ দুটি মিলিয়ে বোঝানো হয় এমন দীর্ঘ এবং গভীর আলোচনা যা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়, যেন কোনও বিষয় বা লেখা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়।

টুপ ভুজঙ্গ - নেশায় বিভোর।

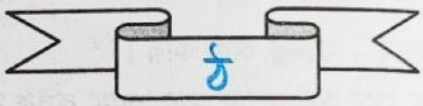
'টুপ' মানে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ডুব দেওয়ার অনুকার শব্দ। আর ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। সাপ যখন পানিতে ডুব দেয় বা পানির মধ্যে চলাচল করে, তখন সাপের শরীর সোজা হয়ে চলতে পারে না, বরং সে তার নিজস্ব গতিতে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে। ঠিক তেমনি, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত নেশায় মত্ত হয়ে থাকে, তার চলাফেরা বা আচরণও স্বাভাবিক থাকে না। সাপের চলার মতো এলোমেলো, আঁকাবাঁকা এবং অগোছালো। সাপের পানিতে চলাচল নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির অস্থির, বিভ্রান্ত ও অগোছালো আচরণের মতো হওয়ায় 'টুপ ভুজঙ্গ' বাগধারাটির উৎপত্তি।

টিপ্পনী কাটা - ঝাঁঝালো উক্তি বা মন্তব্য করা।

'টিপ্পনী কাটা' বলতে বোঝানো হয় এমন মন্তব্য করা, যা তীব্র, কটাক্ষপূর্ণ বা বিদ্রূপাত্মক। একে অপরকে খোঁচা দেওয়ার জন্য বা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার হতো। এটা এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কথায় প্রহার করার মতো অনুভূতি থাকে। এটি এক ধরনের মনঃকষ্টদায়ক মন্তব্য যা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে অপমান বা আঘাত বা বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়। মূলত টিপ্পনী (কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য) শব্দটি এসেছে এমন ধরনের কথাবার্তা থেকে, যা সরাসরি আঘাত করে না কিন্তু এক ধরনের তীব্র বিদ্রূপভাবে আঘাত করে।

টক্কর দেয়া - প্রতিযোগিতা করা।

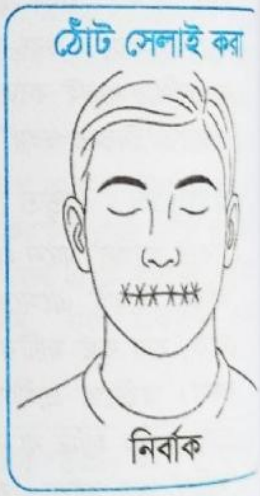
'টক্কর দেয়া' বাগধারাটি এসেছে গ্রামীণ বাংলার খেলা প্রতিযোগিতা থেকে, যেখানে দুই পক্ষ একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে লড়াই করত। যেমন - ব্যবসায়, কোনো সৃজনশীল প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক যুদ্ধ লড়াই, ঘোড়া দৌড়, কুস্তি বা অন্য খেলার সময় ব্যক্তি বা প্রাণী একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি বা দক্ষতা প্রদর্শন করত। এই ধরনের প্রতিযোগিতা বা সংঘর্ষকে বলা হতো 'টক্কর দেয়া', যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে পরাস্ত করতে চাইতো। সময়ের সাথে এই বাগধারাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে, যখন দুটি পক্ষ কোনো কাজ বা লক্ষ্য অর্জনে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে।



ঠোঁট



বেহায়া/ স্পষ্টভাষী/ স্পষ্ট বক্তা



নির্বাক

ঠোঁট কাটা - বেহায়া/ স্পষ্টভাষী/স্পষ্ট বক্তা।

ঠোঁট সাধারণত শব্দ বা ভাষার প্রকাশের মাধ্যম। যখন ঠোঁট বন্ধ থাকে, তখন শোভনীয় নয় বা অন্যদের কাছে প্রকাশ করা উচিত নয় এমন বিষয়গুলো ঠোঁটের ভেতরে থাকে। কিন্তু যখন ঠোঁট কাটা হয়, তখন ঠোঁটের বন্ধন ভেঙে যায় এবং সেই 'কাটা অংশ' দিয়ে সমস্ত কথাবার্তা বেরিয়ে আসে। এভাবে, ব্যক্তি আর তার কথা আটকে রাখতে পারে না, এবং তার কথাগুলো সরাসরি অবলীলায় এবং কখনো কখনো অশালীনভাবে প্রকাশিত

Educationblog24.com

হয়। সমাজে এমন ব্যক্তিকে স্পষ্টভাষী বলা হয়, যারা কোনো কিছু দ্বিধা ছাড়াই বলেই ফেলে, এবং তাদের ঠোঁট থেকে সমাজে অপ্রত্যাশিত বা বেহায়া মন্তব্য বের হয়ে আসে, কারণ তাদের মধ্যে লজ্জা বা সংকোচ থাকে না।

ঠোঁট সেলাই করা - নির্বাক।

ঠোঁট মানুষের ভাষা ও ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। কথা বলার জন্য ঠোঁটকে খোলা-বন্ধ করতে হয়। যদি ঠোঁট সেলাই করা হয় তাহলে ঠোঁট দিয়ে কোনো শব্দ বের হতে পারবে না। এভাবে 'ঠোঁট সেলাই করা' রূপকভাবে ব্যবহার করা হয় কাউকে সম্পূর্ণ নীরব থাকার অর্থে।

ঠুঁটো জগন্নাথ - অকর্মণ্য।



মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈব নির্দেশে মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেখানে একটি মূর্তি নির্মাণের দায়িত্ব দেন বিশ্বকর্মাকে (যিনি একজন কারুশিল্পী)। বিশ্বকর্মার শর্ত ছিল যে মূর্তি নির্মাণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরের দরজা খোলা যাবে না। কিন্তু মহারাজ কৌতূহলবশত দরজা খুলে ফেলেন এবং দেখেন জগন্নাথ দেবের মূর্তি তৈরি হলেও তার হাত তৈরি হয়নি। এর ফলে জগন্নাথ দেবের হস্তহীন রূপ প্রকাশ পায়, যা পরে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ঠুঁটো মানে হাতবিহীন বা অকর্মণ্য, আর জগন্নাথ হলো দেবতা, যার মূর্তি তৈরির সময় তার হাত তৈরি হয়নি, তাই তাকে হস্তহীন বা অক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এই বাগধারাটি অকর্মণ্য বা নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ঠোঁট টেপা - মুখ বন্ধ করা।

টেপা মানে হলো টিপে ধরা বা বন্ধ করে রাখা, অর্থাৎ কোনো কিছু আটকানো বা চাপ দিয়ে বন্ধ করা। ঠোঁট যখন চেপে ধরা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে কোনো শব্দ বা কথা বের হতে পারে না। অতীতে গুরুতর গোপন কথা, সামাজিক লজ্জাজনক বিষয় বা বিপজ্জনক তথ্য অন্যের কাছে প্রকাশ না করার জন্য ঠোঁট চেপে ধরে নীরব থাকার ভঙ্গি ব্যবহার করা হতো। এই শারীরিক ভঙ্গি থেকে রূপক অর্থে 'ঠোঁট টেপা' বাগধারার জন্ম হয়।

ঠোঁট ফুলানো - অভিমান করা।

'ঠোঁট ফুলানো' এক ধরনের শারীরিক অভিব্যক্তি, যা সাধারণত অভিমান বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বিশেষ করে শিশু বা নারীরা অভিমানে কথা বলা বন্ধ করলে বা কারো প্রতি রাগ প্রকাশ করলে ঠোঁট এমনভাবে বাঁকানো বা উঁচু হয়ে থাকে যেন তা ফুলে আছে। এই ভঙ্গি মুখের অভিব্যক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় সে ব্যক্তি মনঃকষ্টে আছে বা অভিমান করেছে।

ঠেলার নাম বাবাজি - চাপে পড়ে কাবু।

'ঠেলার নাম বাবাজি' মানে হলো – চাপে পড়ে বা পরিস্থিতির জোরে নতি স্বীকার করা। এখানে ঠেলা মানে জোর করে ধাক্কা দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা, আর বাবাজি মানে সম্মানিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তি। আগে গ্রামে যখন কেউ জোরের মুখে কিছু করতে বাধ্য হতো, তখন মজা করে বলা হতো - ঠেলার মুখে পড়ে সে 'বাবাজি' হয়ে গেল। অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং চাপ বা জোরের কারণে কাউকে মান্য করা বা হার মানা।

ঠাট বজায় রাখা - অভাব চাপা রাখা।

'ঠাট' মানে হলো সম্মান বা বাহ্যিক অবস্থান, যেমন শখ, পোশাক বা জীবনযাত্রার মান। 'বজায় রাখা' মানে ধরে রাখা, অটুট রাখা বা স্থায়ীভাবে রাখা। একজন ব্যক্তি তার অভাব বা কষ্ট কাউকে দেখাতে না দিয়ে, বাইরের দুনিয়ায় একটি সম্মানজনক জীবনযাপন করে। অর্থাৎ, তার বাস্তব অবস্থা খারাপ হলেও, সে সমাজে মর্যাদা বা ভালো ভাবমূর্তি বজায় রাখতে চায়। তাই 'ঠাট বজায় রাখা' বাগধারা দিয়ে অভাব বা কষ্ট চাপা রাখা এবং বাহ্যিকভাবে সম্মান বা মর্যাদা বজায় রাখা অর্থ প্রকাশ করে।

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় - যেখানে মন্দের ভাগ বেশি।

'ঠগ' মানে প্রতারণা বা ঠকানো। 'বাছতে' মানে বাছাই করতে বা খুঁজে বের করা। 'গাঁ' মানে গ্রাম বা এলাকা, আর উজাড় মানে ধ্বংস বা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। ঠগ হলো এক প্রকার দুষ্কৃতিকারী বা ডাকাত দল, যারা পথে পথে সাধারণ মানুষকে হত্যা বা লুটতরাজ করত। এসব ঠগকে খুঁজে বের করার জন্য রাজা বা স্থানীয় শাসক কখনো কখনো কঠোর অভিযান চালাতেন। কোনো গ্রামে এসব ঠগের খোঁজ শুরু হলে রাজা বা স্থানীয় শাসক প্রায়ই কঠোর অভিযান চালাতেন। কিন্তু সেই অভিযানে এক দুজন ঠগ ধরতে গিয়ে নিরপরাধ মানুষও ধরা পড়ত, শাস্তি পেত বা নিপীড়নের শিকার হতো, ফলে গ্রাম প্রায় ফাঁকা হয়ে যেত এবং জনজীবন ও সম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এক-দুজন অপরাধী ধরতে গিয়ে পুরো গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এই অভিজ্ঞতা থেকেই লোকমুখে জন্ম নেয় বাগধারা 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'। অর্থাৎ যেখানে

Educationblog24.com

মন্দের ভাগ এত বেশি যে তা ধরতে গিয়ে পুরো গ্রামকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।

ড

ডান

ডানায় ভর দিয়ে থাকা - শূন্যলোকে ভাসা।



ডানা - পাখি বা পতঙ্গের উড়বার অঙ্গ, যা আকাশে ভেসে থাকার ক্ষমতা দেয়। ভর দিয়ে থাকা মানে হলো ভরসা করে থাকা বা নির্ভর করা। সাধারণত পাখিরা ডানায় ভর দিয়ে শূন্যে ভেসে থাকে। এ বাগধারাটি এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কেউ কোনো স্থির ভিত্তি বা সমর্থন ছাড়া টিকে আছে।

ডানপিটে - দুরন্ত, দুঃসাহসিক।



'ডান' মানে ডান হাত, যা সাধারণত মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হাত, লোকধারণায় ডান দিককে তেজ, গতি ও শক্তির প্রতীক ধরা হয়। 'পিটে' মানে পেটা বা পেটানো। অর্থাৎ যাকে বারবার শাসন বা মারধর বা পিটিয়েও নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। গ্রামীণ বাংলায় ডানপিটে শব্দটি মূলত শিশু বা তরুণদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, যারা প্রচণ্ড চঞ্চল, নিয়ম ভাঙতে অভ্যস্ত এবং সাহসী বা দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত। অতীতে গ্রামে বা পাড়ায় এমন ছেলেমেয়েরা ছিল, যারা গাছে চড়া, নদীতে সাঁতার কেটে দূরে চলে যাওয়া, লুকিয়ে মাঠে খেলতে যাওয়া, বড়দের সাথে তর্ক করা বা নিষেধ অমান্য করার মতো কাজ করত। এসব কাজে তারা প্রায়ই ধরা পড়ত এবং পেটানোর শিকার হতো–এ কারণে 'পিটে' শব্দটি যুক্ত হয়। কিন্তু শাস্তি পেয়েও তাদের স্বভাব বদলাত না, বরং তারা আগের মতোই দুরন্তপনা চালিয়ে যেত। ফলে 'ডানপিটে' বলতে বোঝানো হয়ে থাকে এমন ব্যক্তি, যে দুঃসাহসিক, দুরন্ত ও বেপরোয়া, যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন উদ্যম ও সাহস রয়েছে।

ডান হাতের ব্যাপার



খাওয়া, ভোজন

ডান হাতের ব্যাপার বলতে 'খাওয়া'কে বোঝানো হয়। কারণ আমরা ডান হাত দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করি বা ভালো কাজ করি।

বাঁ হাতের ব্যাপার



ঘুষ

ঘুষ সাধারণত টেবিলের নিচ দিয়ে বাম হাতেই গ্রহণ করা হয়, তাই 'বাঁ হাতের ব্যাপার' বলতে 'ঘুষ'কে বোঝানো হয়।

ডাকাবুকো - দুরন্ত, নির্ভীক।

'ডাকা' অর্থ ডাকাত, আর 'বুকো' অর্থ বুকের পাটা বা সাহস। প্রাচীন ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ডাকাতি পেশায় নিয়োজিতদের সমাজে সবচেয়ে সাহসী ও ভয়ডরহীন ধরা হতো, কারণ তারা বিপদ, ধাওয়া কিংবা সংঘর্ষের মুখেও পিছিয়ে যেত না। সেই ধারণা থেকে রূপকভাবে "ডাকাবুকো (যার সাহস ও বুকের পাটা ডাকাতের মতো প্রবল) শব্দটি ব্যবহার শুরু হয়, যা আজ নির্ভীক, দুরন্ত ও দুঃসাহসিক স্বভাবের মানুষের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে।

ডামাডোল - গোলযোগ।

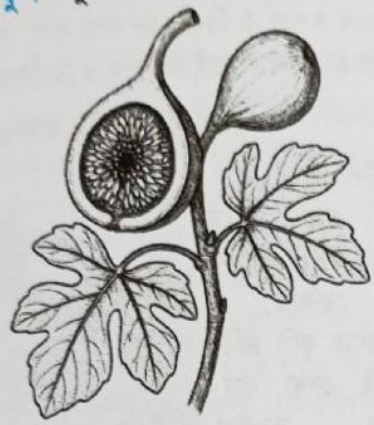


ডামা - ঢাক-ঢোলের জোরালো আওয়াজ। ডোল - দোলা বা দুলুনি। বাংলা সমাজে মেলা, যাত্রাপালা বা বড় জমায়েতে যখন ঢাক-ঢোল, করতাল ইত্যাদির সঙ্গে জনসমাগম হতো, তখন শব্দ ও ভিড় মিলিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হত। লোকেরা এই অবস্থা বর্ণনা করতে ঢাক-ঢোলের শব্দের অনুকার ধ্বনি 'ডামা' এবং ভিড়ের

Educationblog24.com

ঠেলাঠেলি বা দোলন থেকে 'ডোল' মিলিয়ে 'ডামাডোল' বলতে শুরু করে। তাই 'ডামাডোল' বাগধারার অর্থ - গোলযোগ, হট্টগোল, অস্থিরতা বা অশান্ত পরিস্থিতি; যেখানে শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

ডুমুরের ফুল - দুর্লভ বস্তু / অদর্শনীয়।



'ডুমুরের ফুল' বাগধারার উৎস প্রকৃতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য–ডুমুর গাছে সাধারণ ফুলের মতো বাইরে কোনো ফুল দেখা যায় না, কারণ এর ফুল ফলের ভেতরে লুকানো থাকে। ফলে বাইরের কেউ তা দেখতে পায় না। প্রাচীন বাংলার মানুষ কখনো ডুমুরের ফুল চোখে না দেখে একে অদর্শনীয় বা দুর্লভ বলে মনে করত, আর সেই ধারণা থেকেই বাগধারাটি জন্ম নেয়।

ডানা কাটা পরি - পরমা সুন্দরী।



লোককথা, রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনিতে 'পরি' হল এক ধরনের স্বর্গীয় রমণী, যাদের সৌন্দর্য অতুলনীয় এবং যাদের ডানা থাকে, যাতে তারা আকাশে উড়ে বেড়ায়। অনেক গল্পে বলা হয়, যদি কোনো পরীর ডানা কেটে দেওয়া হয় বা লুকিয়ে রাখা হয়, তবে সে আর উড়তে পারে না এবং তাকে মানুষের জগতে বাস করতে হয়। এমন অবস্থায় সেই পরী তার স্বর্গীয় রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে মাটির মানুষের মতো বাস করে, কিন্তু তার সৌন্দর্য তখনও অপরূপ থাকে। লোকমুখে এই কাহিনিগুলো থেকেই 'ডানা কাটা পরি' বাগধারা তৈরি হয়, যা দিয়ে বোঝানো হয় এমন একজন নারীকে, যার সৌন্দর্য অসাধারণ, স্বর্গীয় রূপের মতো, যেন সে আকাশের পরী; কেবল উড়বার ডানা নেই।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া - গোপনে কাজ করা।

নদী, পুকুর বা বিলের জলে কেউ যদি মুখ ডুবিয়ে পানি পান করে, তাহলে বাইরে থেকে দেখলে তা সহজে বোঝা যায় না – মনে হয় সে কেবল সাঁতার কাটছে বা খেলছে। অর্থাৎ কাজটি হচ্ছে, কিন্তু তা হচ্ছে আড়ালে এবং চোখ এড়িয়ে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই রূপক অর্থে বাগধারায় রূপ নেয়। এখন 'ডুবে ডুবে জল খাওয়া' বলতে বোঝানো হয় – গোপনে বা চুপিসারে কোনো কাজ করা, যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে।

ডাকের সুন্দরী - খুবই সুন্দরী।



ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডাক বিভাগের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের পোস্টকার্ড ও স্ট্যাম্প ছাপানো হতো, যেখানে সুন্দরী নারীর ছবি ব্যবহার করা হতো। এগুলোতে সাধারণত সিনেমার নায়িকা, অভিজাত পরিবারের মহিলা, অলঙ্কৃত মডেল, শিল্পীর আঁকা বা তোলা অপূর্ব নারীদের ছবি মুদ্রিত হতো, যা ডাকঘরের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। ফলে এই নারীরা গোটা দেশে পরিচিত হয়ে যেতেন "ডাকের সুন্দরী" নামে। সামাজিকভাবে এই প্রচারণার কারণে "ডাকের সুন্দরী" বলতে বোঝানো হতে থাকে এমন নারী, যিনি অসাধারণ সুন্দরী এবং যার রূপের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

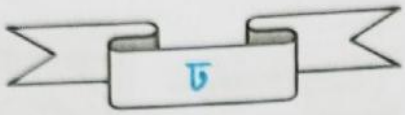
ডাকে উঠা - বাতিল বা নষ্ট হওয়া।



'ডাক' মানে নিলাম, বিড বা আহ্বান। 'উঠা' – কোনো প্রক্রিয়া থামা বা শেষ হয়ে যাওয়া। দুই মিলে 'ডাকে ওঠা' মানে দাঁড়ায় – নিলাম বা ঘোষণা বন্ধ হয়ে যাওয়া। গ্রামীণ মেলা, হাট-বাজার এবং জমি বিক্রির

Educationblog24.com

ক্ষেত্রে একসময় নিলামের প্রথা ছিল খুব প্রচলিত। বিক্রেতা উচ্চস্বরে দাম হাঁকতে শুরু করত, ক্রেতারা প্রতিযোগিতা করে দাম বাড়াত। যদি কোনো কারণে নিলাম বন্ধ হয়ে যেত (যেমন ক্রেতা না থাকা, ঝগড়া হওয়া, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ), তখন বলা হতো 'ডাকে উঠেছে'। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া চলছিল তা আর শেষ হলো না – আয়োজন বাতিল বা নষ্ট হয়ে গেল।



ঢেঁকি

ঢেঁকির কুমির - অপদার্থ।



ঢেঁকি একটি বড়, ভারী কিন্তু প্রাণহীন কাঠের যন্ত্র, যা ধান ভানার কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন যদি এই প্রাণহীন ঢেঁকিকে কুমিরের আকৃতিতে তৈরি করা হয়, তবে তা কেবল দেখতে কুমিরের মতো হলেও, আসলে তার কোনো শক্তি বা ক্ষমতা থাকবে না। সে শিকার করতে পারবে না, সাঁতরাতে পারবে না, ভয়ও দেখাতে পারবে না। অর্থাৎ, বাহ্যিক রূপে ভয়ংকর হলেও বাস্তবে একেবারেই অকার্যকর। এই কারণেই 'ঢেঁকির কুমির' বাগধারাটি অপদার্থ বা নিষ্কর্মা মানুষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যারা চেহারা বা নামের জোরে বড় বলে মনে হলেও কাজের বেলায় শূন্য।

ঢেঁকি অবতার - নির্বোধ লোক।

গ্রামীণ সমাজে ঢেঁকি ছিল একটি এতিহ্যবাহী স্থির ও প্রাণহীন কৃষি যন্ত্র। দিনভর একইভাবে ধান ভানার কাজ করে। এর কোনো বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি বা স্বাধীনতা নেই। শুধু পায়ের চাপ পড়লেই ওঠে, চাপ সরলেই নামে; যেন নিজে কিছু বোঝে না। যদি কোনো মানুষ চিন্তা বা বুদ্ধি ছাড়া, শুধুই অন্যের নির্দেশে কাজ করে, তাহলে তাকে ঢেঁকির সাথে তুলনা করা হয়। যেন সে অকর্মণ্য এবং নির্বোধ ঢেঁকি রূপে অবতার বা অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঢেঁকির কচকচি - কলহ/ বিরক্তিকর কথা।

ঢেঁকি – ধান ভানার জন্য গ্রামীণ বাংলায় ব্যবহৃত এক ধরনের বড় কাঠের যন্ত্র। ধান ভানার সময় ঢেঁকির কাঠের অংশ বারবার উপরে-নিচে ওঠানামা করে একে

অপরের সাথে ঘষা লাগে, একই রকম বিরামহীন বা কটকট শব্দ তুলতে। এই শব্দ একঘেয়ে ও অবি চলতে থাকত, যা কিছুক্ষণ পর মানুষের কা বিরক্তিকর মনে হতো। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা রূপকভাবে ব্যবহার করে বলা শুরু হয় – যেসব মা লাগাতার ঝগড়া বা বিরক্তিকর কথা বলে, তাদের ঢেঁকির কচকচির মতোই অবিরাম ও বিরক্তিকর।

ঢিপির মাকাল - দেখতে সুন্দর হলেও আস অকর্মণ্য।



'ঢিপি' শব্দটি মূলত মাটির উঁচু ঢিবি বা টিলা বোঝায়, যা সাধারণত কৃষি জমির পাশেই দেখা যায়। গ্রামীণ বাংলায়, মাকাল লতা জন্মাত উঁচু টিলার মাটিতে, যেখানে একে দেখতে খুব সুন্দর লাগত। এটি লালচে-কমলা রঙের আকর্ষণীয় হয়ে উঠত, বিশেষ করে রোদে পেকে গেলে। তবে, কে যদি ভুল করে সেটি খাবার উপযোগী মনে করে খে যেত, তবে হতাশ হতো–কারণ এর ভেতরের ফ একেবারেই নিরস, দুর্গন্ধ ও অখাদ্য শাঁসযুক্ত। তা 'ঢিপির মাকাল' বাগধারা বোঝায় - বাহিরে সুন্দর আকর্ষণীয়, কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য বা নিরর্থক

ঢিমে তেতালা - কুঁড়ে/ অতিশয় মন্থর গতি।



ঢিমে – ঢিলা, ধীর, আস্তে, মন্থর গতির। তেতাল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে একটি ধীর লয়ের তাল, যেখানে প্র মাত্রা দীর্ঘ ও প্রসারিতভাবে বাজানো হয়। তা শাস্ত্রীয় সংগীতে তালগুলোর মধ্যে তেতালা অন্যতম ১৬ মাত্রার হলেও ধীর গতিতে (ঢিমে লয়ে) বা তার গতি হয় অত্যন্ত মন্থর। এমন ধীর তালের কোনো কাজ করলে তা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ সময় এবং অগ্রগতি হয় ধীরে। যখন কেউ খুব ধীরে করে, কুঁড়ে ভাব দেখায় বা অনর্থক সময় নষ্ট

Educationblog24.com

তখন তাকে "ঢিমে তেতালা" বলা হয় – যেন সে সারা কাজ ধীর গতির সুরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তাড়াহুড়ো বা গতি নেই। তাই এই বাগধারাটি সংগীতের ধীর তালের ভাব থেকে জীবনের মন্থর, কুঁড়ে স্বভাবের আচরণ বোঝায়।
[ঢিমে তেতালা আর ঢিমে তাল একই অর্থের বাগধারা]

ঢাকাই সাক্ষী - কারো দোষ ঢাকবার জন্য প্রদত্ত বিবৃতি।

মুঘল আমল থেকে ঢাকা ছিল বাংলার বাণিজ্য, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র। সে সময় স্থানীয় বাজার, নওয়াবি দরবার বা কাচারিতে নানান মামলার শুনানি হতো, যেখানে সাক্ষীদের উপস্থিতি ছিল জরুরি। লোকমুখে প্রচলিত হয় যে ঢাকার কিছু পেশাদার সাক্ষী অর্থ বা প্রভাবের বিনিময়ে মামলার সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেন, যাতে আসল অপরাধীর বদলে নির্দোষকে ফাঁসানো যায় অথবা অপরাধীকে রক্ষা করা যায়। এভাবে 'ঢাকাই সাক্ষী' কথাটি রূপক অর্থে গড়ে ওঠে – যে সাক্ষ্য সত্য নয়, বরং কারো দোষ ঢাকবার জন্য দেওয়া হয়।

ঢক্কা-নিনাদ - উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা।



ঢক্কা মানে ঢাক (বাদ্যযন্ত্র), যা উৎসব, সমাবেশ, যুদ্ধ বা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার সময় উচ্চস্বরে বাজানো হয়। নিনাদ অর্থ গর্জন, উচ্চ চিৎকার বা প্রবল শব্দ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ, সেনাপতি বা স্থানীয় শাসকরা জনসাধারণকে কোনো ঘোষণা জানানোর জন্য ঢক্কা বাজাতেন, যাতে দূর-দূরান্তে মানুষ সেই শব্দ শুনে জড়ো হতে পারে বা খবরটি জানতে পারে। যেমন-যুদ্ধের ডাক, জয়লাভের খবর, কর আদায়ের ঘোষণা, কিংবা বিশেষ উৎসবের সংবাদ প্রচারের জন্য নগরজুড়ে ঢক্কা বাজানো হতো। এই ঢাকের জোরালো আওয়াজ (ঢক্কা) এবং উচ্চস্বরে চিৎকার বা গর্জনকে (নিনাদ) একত্রে "ঢক্কা-নিনাদ" বলত। তাই এর অর্থ দাঁড়ায়-উচ্চ কণ্ঠে বা প্রবলভাবে ঘোষণা করা।

ঢাক

ঢাকের কাঠি - তোষামুদে/ মোসাহেব/লেজুড়বৃত্তি।

'ঢাক' এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। সাধারণত মেলা, পূজা, শোভাযাত্রা, বিজয়-উৎসব বা ঘোষণায় বাজানো হয়। 'কাঠি' হলো ঢাক বাজানোর জন্য ব্যবহৃত লাঠি বা স্টিক। ঢাক বাজাতে কাঠি ছাড়া উপায় নেই; ঢাক যখন বাজে, কাঠি শুধু সেই তালে সাড়া দেয় এবং ঢাকের ইচ্ছামতোই চলে - নিজস্ব কোনো ভূমিকা বা স্বাধীনতা নেই। এ কারণে লোকমুখে ঢাকের কাঠিকে তোষামুদে বা মোসাহেবের প্রতীক ধরা হয়, যে সবসময় ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালীর ইশারায় চলে, নিজের কোনো মতামত বা অবস্থান থাকে না। তাই 'ঢাকের কাঠি' বলতে বোঝানো হয় এমন মানুষ, যে শুধু অন্যের পেছনে ঘোরে, তার প্রশংসা করে এবং তার ইচ্ছামতো চলে।

ঢাকের বায়া - মূল্যহীন/অপ্রয়োজনীয়।



ঢাক বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র, যার দুই দিক থাকে–ডান দিক (ডায়া) ও বাঁ দিক (বায়া)। ডায়া তীক্ষ্ণ ও প্রাণবন্ত সুর তোলে, যা নাচ-গান ও উৎসবের মূল আকর্ষণ তৈরি করে। অন্যদিকে বায়া গভীর ও কম সুর দেয় এবং সুরের সৌন্দর্য বাড়াতে তেমন ভূমিকা রাখে না; অনেকে মনে করেন এটি ছাড়া ঢাক বাজালেও চলে। তাই ঢাকের বায়া অংশ থাকলেও তা গৌণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই "ঢাকের বায়া" বাগধারাটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় এমন কিছু বা কাউকে বোঝাতে, যা উপস্থিত থাকলেও খুব একটা কাজে আসে না–অর্থাৎ মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয়।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় - লুকোচুরি/ গোপন রাখার প্রয়াস।

ঢাক ঢাক: ঢাক হলো এক ধরনের বড় বাদ্যযন্ত্র। ঢাক ঢাক শব্দটি ড্রাম বাজানোর শব্দকে অনুকরণ করে, যা অনেক শোরগোল বা হৈচৈ বোঝায়। গুড় গুড়: একটি নিচু, চাপা বা অস্পষ্ট গর্জনের শব্দকে বোঝায়, যেমন মেঘের গুড়গুড় শব্দ। যখন কোনো ঘটনা ঘটে তখন সবার মনোযোগ ঐ ঘটনার দিকেই চলে যায়। তবে সে মনোযোগ অন্য দিকে সরাতে বা ঘটনাটি গোপন করতে ঢাক বাজতে শুরু করলে সবার মনোযোগ

Educationblog24.com

ঢাকের শব্দে হারিয়ে যায়, মানুষ কৌতূহলী হয়-কি ঘটতে চলেছে? একইভাবে আকাশে গুড়গুড় শব্দ হলে সবার মনোযোগ সেই শব্দে লুকায়। যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কিছু গোপন করার চেষ্টা করে, তখন তারা প্রায়শই অপ্রয়োজনীয় শোরগোল বা ভান করে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

ঢাকে কাঠি পড়া - সূচনা হওয়া।

বাংলার সমাজে দুর্গাপূজা একটি সর্বজনীন উৎসব। পূজা শুরুর আগে বহু প্রস্তুতি থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঢাকের কাঠি প্রথমবার পড়ার সাথে সাথে পূজার আসল



উৎসব শুরু হয়। তাই ঢাকের শব্দ হলো – উৎসবের সূচনা ঘোষণা। ঢাকের আওয়াজ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে গ্রাম বা শহরের মানুষ বুঝতে পারে যে, পূজা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ঢাকের কাঠি পড়ার মুহূর্তটাই হয়ে দাঁড়ায় সমাজব্যাপী সূচনার বার্তা। শুধু পূজার ক্ষেত্রেই নয়, যেকোনো কাজ, অনুষ্ঠান বা কার্যক্রম শুরু হলে তাকে বলা হয় "ঢাকে কাঠি পড়েছে"। যেমন – নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলে, কোনো নতুন প্রজেক্ট শুরু হলে, কিংবা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ হলে।

ঢি ঢি পড়া - কলঙ্ক প্রচার হওয়া।

বাংলার গ্রামীণ ও লোকজ সমাজে যখন কারও অনৈতিক কাজ বা অপরাধ জনসমক্ষে ফাঁস হয়ে যেত, তখন আশেপাশের মানুষ প্রকাশ্যে সেই ব্যক্তিকে ধিক্কার দিত 'ঢি-ঢি' বলে। এই উচ্চারণ ছিল এক ধরনের সামাজিক শাস্তি, যার মাধ্যমে অপরাধীকে লজ্জিত করা এবং তার কাজের নিন্দা প্রকাশ করা হতো। ধিক্কার জানাতে 'ঢি-ঢি' চিৎকার করা ছিল জনসমক্ষে দোষীকে অপমান করার একটি প্রচলিত উপায়। যখন এই ধিক্কারের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ত, তখন বোঝা যেত যে ওই ব্যক্তির অপকর্ম বা কলঙ্ক এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে এবং লোকমুখে আলোচনা হচ্ছে।

টুঁ-মারা - খোঁজখবর নেয়া/ প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে কোথাও কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া।

ছাগল অনেক সময় কারণ ছাড়াই মানুষের দিকে বা জিনিসের দিকে তেড়ে এসে মাথা দিয়ে হালকা ঠেলা বা ঢুস মারে, যেটাকে বাংলায় 'টুঁ মারা' বলা হয়। ঠিক তেমনি মানুষও মাঝে মাঝে কোনো জায়গায় হঠাৎ মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দেয় বা সামান্য খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত সরে আসে; এই আচরণের রূপক অর্থই কথ্য বাংলার বাগধারা হয়ে স্থায়ী হয়েছে, যা আজও বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের কাছে হালকা দেখা-সাক্ষাৎ বা উদ্দেশ্যহীন স্বল্পস্থায়ী উপস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ত

তাল

তাল পাতার সেপাই - অতিশয় দুর্বল, ক্ষীণজীবী।



'তালপাতার সেপাই' হলো একধরনের তালপাতা দিয়ে বানানো খেলনা সেপাই বা সৈনিক–যা দেখতে সৈন্যের মতো বানানো হলেও বাস্তবে যুদ্ধ করার মতো কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই। শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বানানো এই খেলনাটি গ্রামীণ বাংলায় একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল। তালপাতাকে ছোট ছোট করে কেটে মানুষের দেহের হাত-পা, মাথা ইত্যাদি অংশ বানিয়ে সুতো দিয়ে জোড়া লাগানো হতো। ভেতরে বাঁশের কঞ্চি এমনভাবে বসানো থাকত যে কঞ্চি ঘোরালে হাত-পা নড়তে শুরু করত, ফলে সেপাইটি নাচছে বা চলছে বলে মনে হতো। খেলনাটি দেখতে আকর্ষণীয় হলেও এটি ছিল সম্পূর্ণ তালপাতা ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি–বাস্তবে এর কোনো শক্তি, স্থায়িত্ব বা কার্যক্ষমতা ছিল না। এই কারণেই রূপকভাবে, যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে যতই সাজানো-গোছানো বা শক্তিশালী মনে হোক না কেন, কিন্তু বাস্তবে একেবারে অক্ষম বা দুর্বল–তাকে বোঝাতে 'তাল পাতার সেপাই' বলা হয়।

Educationblog24.com

তিলকে তাল করা - ছোটকে বড়ো করা, অতিরঞ্জিত করা।



তিল তাল

বাংলা ভাষায় তিল মানে হলো অতি ক্ষুদ্র আকারের তিলের দানা–যা বাস্তবে একেবারেই ছোট। আর তাল হলো বড় আকারের একপ্রকার ফল, যা তিলের তুলনায় আকারে বহু গুণ বড়। প্রাচীন বাংলায় গ্রামীণ মানুষ আকারের তুলনায় বিশাল পার্থক্য বোঝাতে তিল ও তালকে একসাথে ব্যবহার করত। যখন কেউ কোনো তুচ্ছ বা নগণ্য ঘটনা নিয়ে অতিরিক্ত কথা বলে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমনভাবে বলে যেন সেটি গুরুতর ও বড় ব্যাপার তখন বলা হয় সে 'তিলকে তাল করেছে'।

তাল গাছের আড়াই হাত - শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ।

তালগাছ খুব উঁচু ও মসৃণ হওয়ায় তাতে ওঠা সহজ নয়, আর একেবারে শীর্ষের প্রায় আড়াই হাত অংশ সবচেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য–এখানে গাছ সরু হয়ে যায়, ধরতে অসুবিধা হয়, বাতাসে দুলে যায় এবং তালফল বা পাতা তুলতে অতিরিক্ত সাবধানতা লাগে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই রূপকভাবে বলা হয় - যেকোনো কাজের শেষ ধাপ সাধারণত সবচেয়ে কঠিন, তাই শেষের চ্যালেঞ্জিং অংশকে বোঝাতে 'তাল গাছের আড়াই হাত' বাগধারা ব্যবহার হয়।

তালকানা - কাণ্ডজ্ঞানহীন, বেতাল হওয়া।

'তাল' শব্দটি এসেছে সংগীতের তাল বা লয় বা রিদম থেকে, যা সঠিক ছন্দ ও ভারসাম্যের প্রতীক; আর 'কানা' মানে ঘাটতি বা অভাব। ফলে 'তালকানা' হলো এমন ব্যক্তি বা অবস্থা, যেখানে সঠিক তাল বা লয়, সংযম বা বিচারবোধ অনুপস্থিত - যেমন সংগীতে তাল না থাকলে সে সুর বেতাল শোনায়, তেমনি জীবনের কাজে তালকানা মানুষ অগোছালো, বেমানান ও অসচেতন আচরণ করে। অর্থাৎ যার মধ্যে সংগীতের তাল বা লয় বোঝার ক্ষমতা নেই - সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বা অনভিজ্ঞ - এইরূপ মানে 'তালকানা'।

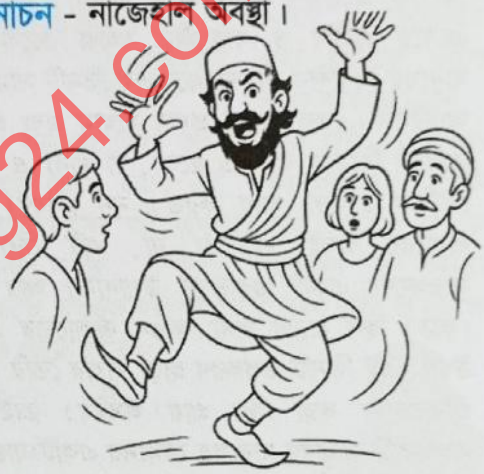
তাক লাগা - আশ্চর্য হওয়া।

'তাক' শব্দটি এসেছে ক্রিয়া তাকানো থেকে, যা গভীর মনোযোগ বা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার অর্থ প্রকাশ করে। গ্রামীণ ও নগর জীবনে, যখন মানুষ কোনো অপ্রত্যাশিত সুন্দর দৃশ্য, দক্ষতার কাজ বা বিরল ঘটনা দেখে, তখন তারা অবচেতনভাবে তাকিয়ে থাকে - চোখ সরে না। এই দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার অভিজ্ঞতা থেকেই 'তাক লাগা' বাগধারাটি গড়ে উঠেছে।

তিক্ত অভিজ্ঞতা - কষ্টকর ধারণা।

গ্রামীণ ও নগর জীবনে তিতা স্বাদ সাধারণত অপছন্দনীয়, যা অস্বস্তি বা অসন্তোষের কারণ। তাই যে কোনো কষ্টদায়ক, প্রতারণার শিকার, অপ্রীতিকর বা হতাশাজনক ঘটনার পর মানুষের যে অভিজ্ঞতা হয়, তাই তিক্ত অভিজ্ঞতা।

তুর্কি নাচন - নাজেহাল অবস্থা।



'তুর্কি নাচন' বাগধারার অর্থ নাজেহাল অবস্থা, অর্থাৎ চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে বিব্রতকর ও অসহায়ভাবে নড়াচড়া বা কাজ করা। এর উৎপত্তি মধ্যযুগীয় বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ও শাসনকালের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে–তখন তুর্কি সৈন্যরা বন্দি বা শত্রুপক্ষের লোকদের অপমানের জন্য জোর করে নাচাতো। এই নাচ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং ভয়, বাধ্যবাধকতা ও লজ্জার মধ্যে করা – যা শারীরিক ও মানসিকভাবে নাজেহাল অবস্থা তৈরি করত। এখান থেকেই বাংলার লোকমুখে 'তুর্কি নাচন' এমন পরিস্থিতির প্রতীক হয়ে ওঠে, যেখানে কেউ চাপে পড়ে বা অসহায়ভাবে বিব্রতকর কাজ করতে বাধ্য হয়।

এখানে 'তুর্কি' মানে তুর্কি জাতি আর 'নাচন' মানে নাচ করা।

তেল কাজলা - চকচকে।

বাংলার গ্রামে একসময় শিশুদের শরীরে সরষের তেল মাখানো এবং চোখে কাজল দেওয়ার রীতি ছিল প্রচলিত। তেল মাখালে ত্বক কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর কাজল চোখকে করতো আরও স্পষ্ট ও দীপ্তিময়। এই সমন্বয়ে শিশুর পুরো চেহারাই যেন চকচকে ও প্রাণবন্ত দেখাতো।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

তেল

তেল-নুন-লকড়ি - মৌলিক প্রয়োজন।



'তেল-নুন-লকড়ি' বাগধারাটির অর্থ হলো জীবনের মৌলিক প্রয়োজন বা ন্যূনতম চাহিদা। এই অর্থটি এসেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে, যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে এই তিনটি সামগ্রী ছিল অপরিহার্য। তেল রান্নার প্রধান মাধ্যম এবং প্রদীপের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যা খাদ্য ও আলোর মৌলিক চাহিদা পূরণ করত। নুন (লবণ) কেবল খাবারের স্বাদই বাড়াতো না, এটি ছিল খাদ্য সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর লকড়ি (কাঠ) ছিল রান্নার জন্য আগুন জ্বালানোর একমাত্র উৎস। এই তিনটি উপকরণ ছাড়া খাবার তৈরি করা বা জীবনযাপন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তাই, এই বাগধারাটি সাধারণ মানুষের জীবনের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে, যেখানে এই তিনটি জিনিস জোগাড় করা মানেই অন্তত এক বেলার খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সময়ের সাথে সাথে এই বাগধারাটি আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে জীবনের যেকোনো মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব।

তামার পাত্রে রাখা জল খাওয়ার অনেক গুণ বা health benefits আছে। তামার গ্লাসে বা বোতলে শুদ্ধ জল রাখলে তা দীর্ঘসময়ের পরও একইরকম স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ থাকে। তবে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অর্থ লাভের আশায় প্রায় সময়ে তামার সঙ্গে লোহা বা সিসা মিশিয়ে 'কপার বটল' নাম দিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু এই মিশ্রণ শরীরের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর ও বিষাক্ত প্রভাব ফেলে। বেশি অর্থ লাভের আশায় অর্থাৎ অর্থের কুপ্রভাবে তামার সাথে সিসা নামক বিষ মিশিয়ে বিক্রয় করা থেকেই তামার বিষ বাগধারাটি তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ অর্থের কুপ্রভাবে মানুষ যখন নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ক্ষতিকর, প্রতারণামূলক বা ধ্বংসাত্মক কাজ করে, তখন সেই প্রভাবকে "তামার বিষ" বলা হয়।

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা - ক্রুদ্ধ হওয়া।

যখন বেগুনকে ফুটন্ত গরম তেলে ছাড়া হয়, তখন তা খুব দ্রুত তেল শুষে নেয় এবং সিস্-সিস্ শব্দ করে তীব্রভাবে ফুটতে থাকে। এই আকস্মিক এবং তীব্র প্রতিক্রিয়াটি মানুষের হঠাৎ করে রাগে ফেটে পড়ার দৃশ্যের সাথে তুলনীয়। এখানে তেল হলো সেই উস্কানি বা কারণ, যা রাগ সৃষ্টি করে এবং বেগুন হলো সেই ব্যক্তি, যিনি সেই উস্কানির প্রভাবে মুহূর্তেই প্রচণ্ড রেগে ওঠেন। তাই, বেগুন গরম তেলে পড়ার মতো আকস্মিক, তীব্র ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার চিত্রকল্প থেকে এই বাগধারার উদ্ভব হয়েছে।

তেল মাখানো - তোশামোদ।

তেল দিয়ে কোনো যন্ত্রে মালিশ করলে তার অংশগুলো মসৃণ ও পিচ্ছিল হয়ে যায়, ফলে ঘর্ষণ কমে এবং কাজ সহজ হয়। একইভাবে, যখন কেউ কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মনকে নরম করতে বা তার কাছ থেকে কোনো সুবিধা আদায় করতে চায়, তখন সে অতিরিক্ত প্রশংসা বা তোষামোদের মাধ্যমে তার মনকে মসৃণ করে তোলে। তাই, তেল দিয়ে কোনো কিছু মসৃণ করার এই চিত্রকল্পটিকে রূপক অর্থে তোষামোদ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীনকালে রাজদরবারে বা জমিদারদের সভায় অনুগত প্রজারা, কর্মচারী বা চাটুকাররা প্রভাবশালী ব্যক্তির মন ভোলানোর জন্য প্রশংসা, চাটুকারিতা ও তোষামোদের আশ্রয় নিত। এই অতিরিক্ত মিষ্টি ও নমনীয় আচরণকে তেলের মসৃণতা ও কোমলতার সঙ্গে তুলনা করে 'তেল মাখানো' বলা হতো।

ত-খরচ - বাজে খরচ।



পুরনো দিনের হিসাবরক্ষায় বড় ও প্রয়োজনীয় খরচ আলাদা করে উল্লেখ করা হতো, কিন্তু ছোটখাটো, বাজে বা অপ্রধান খরচগুলো (চা-নাস্তা, চটজলদি ভাড়া, বখশিশ, খুচরা কেনাকাটা) একত্রে একটি বিশেষ চিহ্ন 'ত'-দিয়ে দেখানো হতো। ধারণা করা হয়, এই 'ত' এসেছে 'তোফা' (অতিরিক্ত), 'তথা' (অন্যান্য) বা 'তালিকাভুক্ত

Educationblog24.com

নয় অর্থে, যা বোঝাতো যে এই খরচ মূল খরচের অংশ নয় বরং আনুষঙ্গিক খরচ। অর্থাৎ যে কোনো পরিকল্পনাহীন, অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় বা বাজে খরচ। আজও কথ্য ভাষায় এটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়, যখন কারও খরচকে অপচয় বা অর্থহীন বলা হয়।

ত্রিশঙ্কুদশা - দোটানা অবস্থা।

'ত্রিশঙ্কু' ছিলেন অযোধ্যার এক ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা। তিনি জীবিত অবস্থায় দেহসহ স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর এই ইচ্ছা পূরণের জন্য যজ্ঞ করলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিলেন না এবং মাঝ



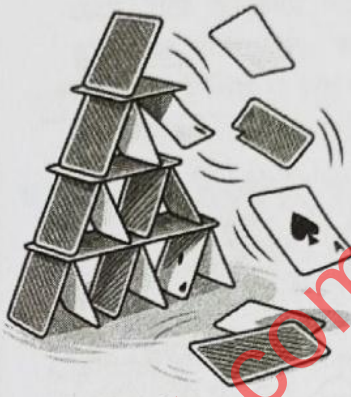
আকাশে ঝুলিয়ে রাখলেন। ফলস্বরূপ, ত্রিশঙ্কু না পৃথিবীতে ফিরতে পারলেন, না স্বর্গে উঠতে পারলেন-শুধু মাঝখানে ঝুলে রইলেন। ত্রিশঙ্কুর এই দশা থেকে 'ত্রিশঙ্কুদশা' বাগধারার উৎপত্তি; যা এমন অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে মানুষ একেবারেই দোটানায়-কোনো দিকেই স্থিরভাবে যেতে বা সমাধান পেতে পারে না। মাঝামাঝি ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি।

তুলসী বনের বাঘ - ভণ্ড।



তুলসী বন হলো একটি অত্যন্ত পবিত্র, পূজনীয় এবং শান্তিময় স্থান, যেখানে সাধারণত কোনো হিংস্র প্রাণীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হয় না। অন্যদিকে, বাঘ হলো হিংস্রতা ও শিকারের প্রতীক। যখন কোনো বাঘ পবিত্র তুলসী বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তখন তার হিংস্র রূপটি সেই পবিত্রতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। এই চিত্রকল্পটি এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে বাইরে থেকে সাধু বা ধার্মিক সেজে থাকে (তুলসী বনের প্রতীক), কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য থাকে ক্ষতি করা বা শিকার করা (বাঘের প্রতীক)। সে তার ধার্মিকতার আড়ালে নিজের হিংস্র চরিত্রটি লুকিয়ে রাখে, যাতে অন্যরা তাকে বিশ্বাস করে এবং তার ফাঁদে পড়ে। এই সাংঘর্ষিক চিত্র থেকেই জন্ম নেয় 'তুলসী বনের বাঘ' বাগধারাটি।

তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী।



তাসের ঘর বলতে বোঝায় তাসের পাতা দিয়ে তৈরি ঘর। তাসের পাতা খুবই পাতলা, হালকা এবং ভঙ্গুর; সামান্য বাতাস, কম্পন বা স্পর্শেই ভেঙে পড়ে। খেলায় বা বিনোদনের জন্য অনেকে তাসের পাতা সাজিয়ে ঘরের মতো কাঠামো তৈরি করলেও এটি স্থায়ী হয় না-অল্প সময়েই ভেঙে যায়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলায় 'তাসের ঘর' বাগধারা গড়ে উঠেছে, যা এমন কোনো অবস্থা, সম্পর্ক, পরিকল্পনা বা কাঠামো বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যার ভিত্তি দুর্বল এবং যা সহজেই ভেঙে যেতে পারে।

তোলোহাঁড়ি - গম্ভীর।



তোলোহাঁড়ি একটি বিশেষ ধরনের বড় ও ভারী হাঁড়ি বা পাত্র, যা অতীতে গ্রামবাংলায় মূলত ধাতু (পিতল, তামা, লোহা) দিয়ে তৈরি হতো। এগুলোতে সাধারণত অনুষ্ঠান, পূজা বা বড় ভোজে খাবার রান্না করা হতো। তোলোহাঁড়ি দেখতে যেমন বিশাল, তেমনি এর গড়নও মজবুত এবং ভারী। লোকায়ত ভাষায় এই ধরনের বড়, দৃঢ়, অনড় জিনিসের সঙ্গে মানুষের স্বভাবের মিল টেনে বলা হতো-যে ব্যক্তি খুব গম্ভীর, ভারী মেজাজের এবং সহজে হাসিখুশি হয় না, সে যেন 'তোলোহাঁড়ি'। সময়ের সঙ্গে এই তুলনা থেকেই 'তোলোহাঁড়ি' বাগধারাটি গুরুগম্ভীর ও ভারী স্বভাব বোঝাতে প্রচলিত হয়ে যায়।

তুষের আগুন - দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা।

ধান বা গমের খোসা, অর্থাৎ তুষে, আগুন ধরলে তীব্র শিখা দেয় না; বরং ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে ধুঁইয়ে বা

Educationblog24.com

ধিকিধিকি করে জ্বলে এবং তা পুড়ে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতেই থাকে। সহজে নিভে না। কারও ভিতরে অভিমান, দুঃখ বা ক্ষোভ জমে থাকলে তা বাইরে তেমন প্রকাশ পায় না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে দীর্ঘ সময় ধরে পুড়িয়ে দেয়। তাই 'তুষের আগুন' বলতে রূপকভাবে বোঝানো হয় দীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা বা ভিতরে ভিতরে চলতে থাকা কষ্ট।

তুঘলকি কাণ্ড - হুলস্থুল ব্যাপার/খামখেয়ালিপূর্ণ কাজ।



দিল্লির পাঠান সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন মহানুভব এবং নিষ্ঠুর, বিদ্বান এবং বোকা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং খামখেয়ালি। ১৩২৭ সালে তিনি হঠাৎ দিল্লীর সব লোক নিয়ে ৭০০ মাইল দক্ষিণে দৌলতাবাদে তার রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে জনগণকে অকল্পনীয় দুর্দশা পোহাতে হয়। অথচ, এই স্থানান্তর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং ১৩৩৫ সালে রাজধানী আবার দিল্লীতে ফিরিয়ে আনতে হয় তার জনগণ সমেত। সমস্ত জনগণকে দুই-দুইবার ৭০০ মাইল স্থানান্তর করা ছিল তুলকালাম ব্যাপার। তার এই পাগলাটে কীর্তিকলাপই 'তুঘলকি কাণ্ড' হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি পায়।

তীর্থের কাক - সুযোগ সন্ধানী, সাগ্রহে প্রতীক্ষারত।



বাংলার গ্রামীণ ও লোকজ সংস্কৃতিতে 'তীর্থ' ছিল এক বিশেষ ধর্মীয় স্থান – যেমন গঙ্গার ঘাট, মন্দির, বা পবিত্র নদীর ধারে তীর্থস্থান। মানুষ সেখানে বহু দূর থেকে ধর্মস্নান, পূজা, দান, কিংবা পুণ্যলাভের জন্য যেত। এসব স্থানে ভক্তরা অনেক সময় ভোগ্য সামগ্রী নৈবেদ্য, প্রসাদ ইত্যাদি নিয়ে যেত এবং স্নান শেষে পূজা শেষে নদীর ধারে কিংবা মন্দিরের কাছে বসে খেত বা বিলাত। এই সময় দেখা যেত, আশপাশে থাকা কাকগুলো দিনভর ধৈর্য ধরে বসে থাকে, কার হাত থেকে খাবার পড়বে বা প্রসাদ ফেলে দেওয়া হবে – সেই সুযোগের অপেক্ষায়। এই কাকেরা নিজে কিছু সংগ্রহ করে না, বরং অন্যের পূজা বা দানের অবশেষ লুফে নেওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে থাকে। এই বাস্তব দৃশ্য থেকেই মানুষের কথায় 'তীর্থের কাক' রূপক এসেছে – যা বোঝায়, যে কোনো সুযোগের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে রাজি এবং সুযোগ পেলে দ্রুত তা গ্রহণ করবে।

তুবড়ি ছোটা - অনর্গল কথা বলা।

প্রাচীনকাল থেকে দুর্গা পূজা বা দীপাবলির মতো উৎসবগুলোতে তুবড়ি একটি জনপ্রিয় আতশবাজি। যেটি জ্বালানোর পর হঠাৎ করেই প্রচুর পরিমাণে স্ফুলিঙ্গ ও আগুনের ফোয়ারা ছিটিয়ে দেয়, এবং সেটি কয়েক সেকেন্ড ধরে অবিরাম বের হতে থাকে। এই দৃশ্যের সঙ্গে মানুষ তুলনা করেছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি একবার কথা শুরু করলে থামেন না–টানা, দ্রুত ও অবিরাম কথা বলে যান। তাই রূপকভাবে 'তুবড়ি ছোটা' বলতে বোঝায় অনর্গল, দ্রুত ও বিরামহীনভাবে কথা বলা।

তুলা ধুনা করা - দুর্দশাগ্রস্ত করা।

বাংলার গ্রামীণ জীবনে তুলা ধুনা একটি পরিচিত পেশা ছিল। গদি, বালিশ, রজাই ইত্যাদি বানাতে তুলা ফুলানো ও ফোলানোর জন্য ধুনুক (ধুনন যন্ত্র) দিয়ে জোরে আঘাত করা হতো। এই প্রক্রিয়ায় ধুনুকের টঙ্কার আঘাতে তুলা ছিটকে যেত, এলোমেলো হতো, এবং চাপে-পেষণে সেটি একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলে যেত। যখন কারও উপর বারবার আঘাত, চাপ, বা কষ্ট চাপানো হতো, তখন তাকে তুলা ধুনার মতো অবস্থা বলে তুলনা করা হতো। ধুনা করা তুলার মতো মানুষও তখন ছিটকে যাওয়া, বিপর্যস্ত হওয়া বা ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছে যেত।

থ

থতমত খাওয়া - অপ্রস্তুত হয়ে পড়া, কি করবে বুঝতে না পারা।

'থতমত খাওয়া' বাগধারাটির অর্থ হলো হঠাৎ করে অপ্রস্তুত হয়ে পড়া বা হতভম্ব হয়ে কী করবে তা বুঝতে না পারা। এই বাগধারাটি এসেছে মানুষের এমন একটি

Educationblog24.com

অবস্থা থেকে, যখন সে অপ্রত্যাশিত কোনো পরিস্থিতিতে পড়ে কথার মধ্যে তোতলায় বা তার আচরণে জড়তা আসে। 'থতমত' শব্দটি আসলে সেই আকস্মিক ছন্দপতন এবং অপ্রস্তুত অবস্থার একটি ধ্বন্যাত্মক রূপ। আর 'খাওয়া' শব্দটি এখানে কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই, 'থতমত খাওয়া' মানে হলো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার সেই অবস্থাটিকে অনুভব করা বা তার শিকার হওয়া, যা দিয়ে একজন মানুষের হঠাৎ হতভম্ব হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

থরহরি কম্প - ভীতির আতিশয্যে কাঁপা।



ভারতে রাজস্থানের জয়সলমিরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে একটি মরুভূমির নাম 'থর'। মাঝেমধ্যে শোঁ শোঁ বাতাসের সঙ্গে উষ্ণ বালুর বিশাল কম্পিত ঘূর্ণি ওঠে এই মরুভূমিতে। বালু এসে আছড়ে পড়ে গায়ে, মাথায়। তখন ভয়ে শরীর কাঁপতে থাকে। আর তা থেকেই 'থরহরি কম্প' বাগধারার উৎপত্তি।

থানা পুলিশ করা - নালিশ করা।

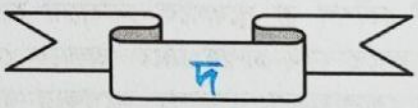
থানা পুলিশ করা বাগধারাটির অর্থ হলো কোনো ঝগড়া বা বিবাদের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নালিশ করা বা অভিযোগ দায়ের করা। এই বাগধারাটি এসেছে আমাদের সমাজের এক বাস্তব চিত্র থেকে, যেখানে ছোটখাটো বিবাদ প্রথমে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু যখন কোনো সমস্যা সেভাবে সমাধান করা যেত না, তখন সেই বিবাদের সমাধান খুঁজতে থানা অর্থাৎ পুলিশের কাছে যাওয়া হতো এবং পুলিশ-এর সাহায্য নেওয়া হতো, যাকে এই বাগধারার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, 'থানা পুলিশ করা' বলতে সেই গুরুতর পদক্ষেপকে বোঝানো হয়, যেখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক পর্যায় থেকে কোনো সমস্যাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

থ পাতা - স্থায়ীভাবে কিছু করা।

থ পাতা বাগধারাটির অর্থ হলো কোনো কাজ স্থায়ীভাবে করা বা কোনো স্থানে পাকাপাকিভাবে থিতু হওয়া। এর মূল কারণ হলো 'থ' শব্দটি হঠাৎ থেমে যাওয়া বা নিশ্চল হওয়ার একটি ধ্বন্যাত্মক রূপ, যা স্থিরতাকে নির্দেশ করে। আর 'পাতা' শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু স্থাপন করা বা বিছানো। যখন এই দুটি শব্দ একত্রিত হয়, তখন তা কেবল থেমে যাওয়াকে বোঝায় না, বরং থেমে গিয়ে স্থায়ীভাবে নিজের অবস্থান স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। তাই, এই বাগধারাটি দিয়ে এমন একটি কাজ বা সিদ্ধান্তকে বোঝানো হয়, যা আর নড়চড় করবে না এবং যা দীর্ঘস্থায়ী।

থ বনে যাওয়া - স্তম্ভিত হওয়া।

বাংলা বর্ণ 'থ' উচ্চারণের সময় জিভ ও দাঁত এক নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে; যা নড়াচড়াহীনতা বা স্তম্ভিত হওয়ার শারীরিক অবস্থাকে মনে করিয়ে দেয়। 'বনে যাওয়া' এখানে কোন কিছুতে পরিণত হওয়া বা বিশেষ কোনো অবস্থায় চলে যাওয়া বোঝায়। এই দুটি শব্দ মিলে এমন একটি চিত্র তৈরি করে, যেখানে একজন মানুষ অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বা খবর শুনে হঠাৎ করে একেবারে নড়াচড়াহীন হয়ে যায়। তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হয় না, যেন সে 'থ' বর্ণের মতো স্থির হয়ে গেছে।



দা

দা কুমড়ো সম্পর্ক - শত্রুতা।

দা একটি ধারালো এবং কঠিন অস্ত্র, যার একমাত্র কাজ হলো আঘাত করা ও বিচ্ছেদ ঘটানো। আর তার বিপরীতে কুমড়ো হলো একটি নরম, নিরীহ সবজি যার জন্ম হয়েছে মাটির কোলে। এদের সম্পর্কটা এমন যে, দা-এর অস্তিত্বই কুমড়োকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য। তাদের একসঙ্গে থাকা মানেই এক অনিবার্য পরিণতি–নরম কুমড়োকে নির্দয়ভাবে কেটে টুকরো করে ফেলা। এটি দিয়ে এমন দুটি মানুষের সম্পর্ককে বোঝানো হয়, যাদের মধ্যে এতটাই তীব্র বৈরিতা যে তাদের পক্ষে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে থাকা অসম্ভব। একজনের উপস্থিতি যেন অন্যজনের জন্য ধ্বংসের সংকেত। এ সম্পর্ক কেবল মতের অমিল নয়, এটি হলো অস্তিত্বের সংঘাত, যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নির্মূল করতে সদা প্রস্তুত।

দু-কান কাটা - নির্লজ্জ, বেহায়া।

প্রাচীনকালে সমাজে কান কেটে ফেলা ছিল এক চরম শাস্তির বিধান, যা সাধারণত চুরি বা প্রতারণার মতো

Educationblog24.com

অপরাধের জন্য দেওয়া হতো। এই শাস্তির ফলে অপরাধীর কানে একটি স্থায়ী চিহ্ন তৈরি হতো, যা তার সম্মানহানির প্রতীক ছিল এবং তাকে সমাজে লজ্জার সঙ্গে চিহ্নিত করত। তাই, যার কান কাটা, তার আর হারানোর মতো কোনো সম্মান বা লজ্জা বাকি থাকে না। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই এমন নির্লজ্জ ও বেহায়া মানুষকে বোঝাতে এই বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে, যার কোনো কিছুরই পরোয়া নেই।

দাঁও মারা - মোটা অংক লাভ করা।



দাঁও মারা বাগধারাটির অর্থ হলো কোনো অপ্রত্যাশিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মোটা অংকের অর্থ লাভ করা। এর উৎপত্তি মূলত জুয়া বা পাশা বা তাস বা গুটি খেলার মতো ক্ষেত্র থেকে, যেখানে দাঁও বলতে খেলার একটি কৌশল বা সুযোগকে বোঝানো হতো, এবং মারা বলতে সেই চালটি দিয়ে জেতাকে বোঝাতো। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং সঠিক মুহূর্তে তাদের চাল (দাঁও) দিয়ে বড় অঙ্কের অর্থ জিতে নেয় (মারা)। এই বাগধারাটি দিয়ে এমন এক পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়, যেখানে কেউ কঠোর পরিশ্রমের চেয়ে কৌশল ও সুযোগের উপর নির্ভর করে রাতারাতি বড়সড় লাভ করে। এটি যেন সুযোগের সন্ধানে থাকা এক ব্যক্তির চিত্র, যে সঠিক মুহূর্তে বাজিমাত করে সব লাভ লুফে নেয়।

দু-দণ্ড - কিছু সময়, একটু খানি সময়।

প্রাচীনকালে যখন ঘড়ি বা আধুনিক সময় পরিমাপের ব্যবস্থা ছিল না, তখন দণ্ড ছিল সময় গণনার একটি প্রচলিত উপায়। একটি দিনের (২৪ ঘণ্টা) ৬০ ভাগের এক ভাগকে এক দণ্ড হিসেবে ধরা হতো। সে হিসেবে এক দণ্ড ছিল ২৪ মিনিটের সমান। এই হিসেবে দু-দণ্ড এর আক্ষরিক অর্থ হলো ৪৮ মিনিট। এটি যদিও কিছুটা লম্বা সময়, কিন্তু সময়ের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এটি খুব দীর্ঘ কোনো সময় নয়। সময়ের সাথে সাথে আধুনিক ঘড়ির প্রচলন হলে 'দণ্ড' নামক এই এককটি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু লোকমুখে এর ব্যবহার থেকে যায়। 'দু-দণ্ড' বাগধারাটি তখন থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় (৪৮ মিনিট) বোঝানোর বদলে একটি অনির্দিষ্ট, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত সময় বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

দু

দু নৌকায় পা - উভয় সংকট।



দু নৌকায় পা বাগধারাটির অর্থ হলো উভয় সংকট, অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী পক্ষকে একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়া। এটি এসেছে নদীমাতৃক বাংলার এক বাস্তব চিত্র থেকে–যখন কোনো ব্যক্তি দুটি ভিন্ন নৌকায় পা দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। যতক্ষণ নৌকা দুটি পাশাপাশি থাকে, ততক্ষণ ভারসাম্য বজায় রাখা গেলেও, যেকোনো মুহূর্তে তাদের গতিপথ বদলে গেলে বা দূরে সরে গেলে পা রাখা ব্যক্তিটি নিশ্চিতভাবে পানিতে পড়ে যায়। এই বাস্তব চিত্রটিই আমাদের জীবনে সেই কঠিন পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে দুটি ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী আদর্শ বা পক্ষকে একসঙ্গে ধরে রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

দুমুখো সাপ - দু জনকে দু রকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী।

'দুমুখো সাপ' বলতে মূলত একটি কাল্পনিক বা বিরল সাপের কথা বলা হয়, যার দুটি মুখ থাকে। একটি স্বাভাবিক সাপের ছোবলই যেখানে প্রাণঘাতী, সেখানে একটি দুমুখো সাপকে দ্বিগুণ বিপজ্জনক ও অপ্রত্যাশিত বলে মনে করা হয়। সমাজে এই রূপকটি ব্যবহার করা হয় এমন ব্যক্তিকে বোঝাতে, যে সাপের মতোই বিশ্বাসঘাতক এবং বিপজ্জনক। দুমুখো সাপের দুটি মুখের মতো এই ব্যক্তিও দুইজনের কাছে দুই ধরনের কথা বলে। এক পক্ষের কাছে সে এক কথা বলে, আবার অন্য পক্ষের কাছে গিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। এই ধরনের প্রতারণামূলক কথাবার্তার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও শত্রুতা তৈরি হয়, ঠিক যেন সাপের বিষের মতো।

Educationblog24.com

দক্ষিণ

দক্ষিণার জোরে - টাকা পয়সা দিয়ে।

দক্ষিণা হলো যজ্ঞ, পূজা, পাঠ বা কোনো ধর্মীয় কাজের শেষে পুরোহিত, গুরু বা ব্রাহ্মণকে দেওয়া পারিশ্রমিক বা অর্থ বা উপহার। শিষ্যরা গুরুকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দক্ষিণা দিত। মাঝে মাঝে দেখা যেত যারা বেশি দক্ষিণা দিত, তারা হয়তো গুরুর কাছে বা পুরোহিতের কাছে বিশেষ সুবিধা পেত। এই প্রেক্ষাপট থেকেই মানুষের মধ্যে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা তৈরি হয়, যেখানে মানুষ বুঝতে পারে যে টাকা দিয়ে অনেক অসাধ্য কাজও সাধন করা যায়। এই উপলব্ধি সময়ের সাথে সাথে আরও প্রকট হয়, এবং মানুষ দেখে যে যেখানে ন্যায় বা নীতি দিয়ে কাজ হয় না, সেখানে টাকা বা ঘুষ দিলে কাজ হয়ে যায়। এ থেকেই দক্ষিণার জোরে বাগধারাটির অর্থ দাঁড়ায় টাকা-পয়সার জোরে বা প্রভাবে বা ঘুষের বিনিময়ে কোনো কাজ সম্পন্ন করা।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার - খাওয়া / ভোজন।

বাঙালি সংস্কৃতিতে, বিশেষত হিন্দু এবং মুসলিম পরিবারে, খাদ্য গ্রহণের জন্য ডান হাতকে শুভ ও পবিত্র মনে করা হয়। বাঁ হাত সাধারণত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হয়, তাই এটিকে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় না। যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ ডান হাত দিয়েই খায়, তাই 'দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার' বলতে আক্ষরিক অর্থে 'ডান হাতের কাজ' বোঝানো হলেও, এর দ্বারা মূলত খাওয়াকেই পরোক্ষভাবে এবং মার্জিতভাবে নির্দেশ করা হয়। এটি একটি সামাজিক প্রথার প্রতিফলন, যা থেকে এই বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে।

দাঁতে আঙ্গুল কাটা - লজ্জা পাওয়া।

যখন কোনো ব্যক্তি খুব বেশি লজ্জিত হয়, অবাক হয় বা কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে, তখন সে কী বলবে বা করবে তা বুঝতে পারে না। এমন অবস্থায় অনেকেই নিজের আঙ্গুল বা ঠোঁট কামড়ান। এই কাজটি মূলত নিজের আবেগ বা প্রতিক্রিয়াকে দমন করার একটি অবচেতন চেষ্টা। নিজের আঙ্গুল কামড়ানোর এই শারীরিক প্রকাশটি বাইরে থেকে এমন এক চিত্র তৈরি করে যে, ব্যক্তিটি তার নিজের ওপরই যেন রাগে বা লজ্জায় কামড় বসিয়ে দিচ্ছে। এটি ভিতরের গভীর লজ্জা, অনুশোচনা বা মানসিক চাপের বহিঃপ্রকাশ।

দহরম মহরম - ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

দহরম: এই শব্দটি সম্ভবত 'আশুরা' (মহরমের দশম দিন) বা মহরমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ। মহরম: এটি হিজরি বছরের প্রথম মাস। এই মাসের দশম দিনে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতকে স্মরণ করে শিয়া মুসলমানরা শোক পালন করেন। মহরম মাসে, বিশেষ করে আশুরার দিনে, শোক মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে বুকে আঘাত করে, বিলাপ করে এবং ইমাম হোসাইনের (রা.) স্মরণে শোক প্রকাশ করে। এই ধরনের মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষেরা, যারা এক গভীর দুঃখ ও শোকের অনুভূতিতে আবদ্ধ, তাদের মধ্যে এক ধরনের দৃঢ় সংহতি ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত। এই শোক পালনের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া এই গভীর আত্মিক বন্ধনকেই বোঝাতে 'দহরম মহরম' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে।

দোহাই মানা - কথা রাখা।

দোহাই মানা মানে হলো - যে শপথ বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেটি ঠিকভাবে রাখা। 'দোহাই' শব্দের অর্থ শপথ, দিব্যি বা মিনতি। আগে মানুষ শপথ করত - যেমন 'মায়ের দোহাই' বা 'আল্লাহর দোহাই'–যা ভাঙা ছিল বড় অন্যায় ও লজ্জার বিষয়। তাই কেউ যদি দোহাই দেয়, তখন সেই কথা মানা বা প্রতিশ্রুতি রাখা ছিল খুব জরুরি। এই কারণে 'দোহাই মানা' বলতে এখনো বোঝানো হয় কথা রাখা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা।

দূর্বা গজানো - উৎখাত।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে যখন কোনো বাড়ি বা স্থান দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত থাকে এবং তার দেখভাল করা হয় না, তখন সেখানে প্রথম যে উদ্ভিদটি জন্মায় তা হলো দূর্বা ঘাস। এই ঘাস এমন দ্রুত বাড়ে যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা পুরো জায়গাটি ঢেকে ফেলে। সুতরাং, যেখানে একসময় মানুষের পদচারণা ছিল, একটি পরিবার বাস করত, সেখানে যখন দূর্বা ঘাস গজিয়ে ওঠে, এর অর্থ হলো মানুষ বা পরিবার সেই স্থান থেকে উৎখাত বা বিলুপ্ত। এই দৃশ্যটি থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি। এটি রূপকভাবে বোঝায়–কোনো মানুষ, পরিবার বা প্রতিষ্ঠান এমনভাবে কোনো স্থান থেকে সরে গেছে যে তাদের উপস্থিতির সব চিহ্ন মুছে গিয়ে কেবল প্রকৃতি জায়গাটির দখল নিয়েছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছে।

দাগাবাজ - প্রতারক।

দাগাবাজ বাগধারাটির অর্থ হলো প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক। এর উৎপত্তি মূলত ফারসি ভাষা থেকে, যেখানে দাগা শব্দের অর্থ ছিল দাগ বা চিহ্ন। মধ্যযুগে গুরুতর অপরাধীদের, বিশেষত যারা প্রতারণা করত, তাদের কপালে বা শরীরে গরম লোহা দিয়ে একটি স্থায়ী লজ্জার চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো। এই দাগটি ছিল তার

Educationblog24.com

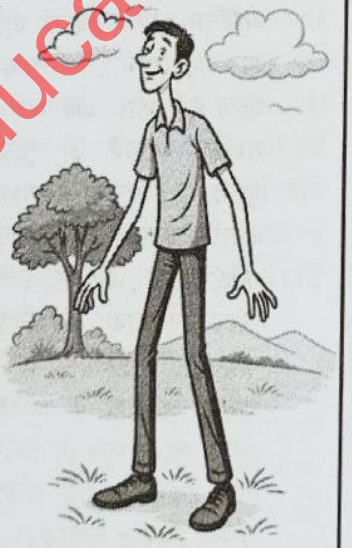
অপরাধী পরিচয়ের প্রতীক। 'বাজ' প্রত্যয়টি সেই কাজ করে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়। তাই, দাগাবাজ বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যার প্রতারণার স্বভাব এতটাই গভীর যে তার কপালে লজ্জার দাগ দেওয়া উচিত।

দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ - অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা।



'দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ' বাগধারার অর্থ হলো–অন্যের আভিজাত্য বা সৌন্দর্যের অনুকরণ করতে গিয়ে হাস্যকর অবস্থায় পড়া। লোককথায় আছে, এক সাধারণ কালো দাঁড়কাক ময়ূরের ঝলমলে পুচ্ছ পেয়ে নিজের লেজে বেঁধে ভেবেছিল সবাই তাকে ময়ূর ভাববে; কিন্তু তার কর্কশ ডাক ও কালো চেহারা দেখে সবাই বুঝে গেল সে আসলে কাক, ফলে তার এই বাহ্যিক ভান উপহাসের কারণ হলো। এখান থেকেই এই বাগধারার উৎপত্তি, যা বোঝায় - প্রকৃত গুণ বা স্বভাব বদল না করে কেবল বাইরের সাজসজ্জা নকল করলে তা কৃত্রিম ও হাস্যকর হয়ে ওঠে।

দিগ্‌ধেড়েঙ্গা - বেমানান রকমের লম্বা।



দিগ্ মানে দিক বা দিগন্ত বা দীর্ঘ। ধেড়েঙ্গা = ধেড়ে (ডাগর বা বড়) + অঙ্গ + আ। বা লম্বা-চওড়া কিন্তু কদাকার বা বেমানান চেহারার মানুষ বা বস্তুকে বোঝায়। গ্রামীণ বাংলায় অতিরিক্ত লম্বা গড়নের কাউকে সাধারণত প্রশংসার চোখে দেখা হতো না, বিশেষত যখন উচ্চতার সঙ্গে সৌন্দর্য বা সুষমা মেলেনি। লোকেরা এমন ব্যক্তিকে হাস্যরসের ছলে 'দিগ্‌ধেড়েঙ্গা' বলত - যেন সে এত লম্বা যে তার মাথা দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলছে। সময়ের সাথে এই শব্দটি বাগধারায় পরিণত হয়, এবং শুধু মানুষ নয়, যে কোনো অতিরিক্ত লম্বা, কদাকার বা বেমানান জিনিস বোঝাতেও ব্যবহার হতে থাকে।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ - মন্দ বংশে ভালো লোক।



হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যরাজ রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র। হিরণ্যকশিপু ছিলেন অত্যাচারী, অহংকারী এবং ভগবান বিষ্ণুর চরম শত্রু। কিন্তু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন ঠিক উল্টো স্বভাবের–গভীরভাবে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ। পিতার নিষেধ ও ভয়ংকর নির্যাতন সত্ত্বেও প্রহ্লাদ তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও সৎ চরিত্র থেকে একটুও সরেননি। এমনকি হিরণ্যকশিপু যখন নানা যন্ত্রণা ও হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তখনও প্রহ্লাদ অটল ছিলেন। এখানে 'দৈত্যকুল' বোঝায় দুষ্ট, অত্যাচারী বা অনৈতিক পরিবার/সমাজ, আর 'প্রহ্লাদ' সততা, ন্যায় এবং ভক্তির প্রতীক। তাই এই বাগধারা এমন কাউকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যে খারাপ পরিবেশ বা দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারে জন্মেও সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও গুণী থেকে যায়।

দশবাই চণ্ডী - অত্যন্ত রাগী স্ত্রীলোক।

দশবাই বা দশভুজা (দশ হাতবিশিষ্টা) চণ্ডী হলেন হিন্দুদের দশভুজা দেবী দুর্গা। যিনি অসুরবিনাশিনী, যুদ্ধপ্রিয় ও ক্রোধশক্তির প্রতীক। তাঁর দশটি হাতে থাকে বিভিন্ন অস্ত্র, যা দিয়ে তিনি অসুরদের বধ করেন। গ্রামীণ সমাজে কোনো নারী যদি খুব রাগী, তেজস্বিনী ও অদম্য স্বভাবের হন, তাহলে তাঁকে রূপকভাবে 'দশবাই চণ্ডী' বলা হতো– যেন তাঁরও দশ হাত আছে এবং তিনি যুদ্ধে প্রস্তুত। সময়ক্রমে এই বাগধারা সাধারণ ভাষায় 'অত্যন্ত রাগী নারী' বোঝাতে ব্যবহার হতে শুরু করে, যা দেবী দুর্গার যুদ্ধংদেহী রূপের সাংস্কৃতিক প্রতিধ্বনি বহন করে।

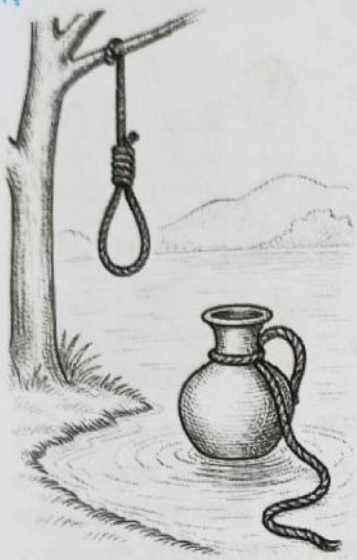
দেঁতো হাসি - কৃত্রিম হাসি।

দেঁতো শব্দটি দাঁত থেকে এসেছে এবং এটি এমন এক হাসি বোঝায় যেখানে দাঁতগুলো অস্বাভাবিকভাবে বেশি প্রকাশিত হয়। একটি সত্যিকারের হাসি মানুষের চোখের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়, কিন্তু যখন কেউ কোনো অস্বস্তি বা ভান করার জন্য হাসে, তখন সেই হাসিটি

Educationblog24.com

কেবল মুখের অঙ্গভঙ্গি হিসেবেই থাকে, যার পেছনে কোনো আন্তরিকতা থাকে না। তাই, এই ধরনের অপ্রাকৃতিক ও আন্তরিকতাহীন হাসিকে 'দেঁতো হাসি' বলা হয়।

দড়ি কলসি - আত্মহত্যার উপায়/ উপকরণ।



বাংলার গ্রামীণ জীবনে আত্মহত্যার দুটি প্রচলিত উপায় ছিল - গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যাওয়া এবং পানিতে ডুবে মারা যাওয়া। গলায় ফাঁস দেওয়ার জন্য দড়ি এবং পানিতে ডোবার সময় দেহের ভার বাড়ানোর জন্য কলসি ব্যবহার হতো। অনেক সময় আত্মহত্যাকারী পানিভর্তি কলসি বুকে বা গলায় ঝুলিয়ে নদী বা পুকুরে ঝাঁপ দিতেন, যাতে ভেসে উঠতে না পারেন। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই 'দড়ি কলসি' কথাটি আত্মহত্যার উপায় বা তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বোঝাতে ব্যবহার হতে শুরু করে।

দিনকে রাত করা - সত্যকে মিথ্যা করা।

দিনের আলো মানে স্বচ্ছতা, প্রকাশ্য সত্য এবং বাস্তব দৃশ্য; আর রাতের অন্ধকার মানে গোপনীয়তা, অস্বচ্ছতা এবং বিভ্রান্তি। কারও বক্তব্য বা কাজে যদি সত্যকে অস্বীকার করে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হতো, তখন তাকে রূপকভাবে বলা হতো – 'দিনকে রাত করা'। এই কথাটি মূলত সামাজিক বিচার, গ্রামীণ পঞ্চায়েত, কিংবা পারিবারিক বিবাদে ব্যবহৃত হতো, যেখানে কেউ প্রমাণের অভাব বা কথার জোরে সত্যকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করত।

দফা নিকেশ - সমূহ সর্বনাশ।

দফা নিকেশ বাগধারাটির অর্থ হলো সমূহ সর্বনাশ বা সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া। এই বাগধারাটি এসেছে আরবি প্রশাসনিক ভাষা থেকে, যেখানে দফা বলতে কোনো হিসাবের অংশ বা অধ্যায়কে বোঝানো হতো এবং নিকেশ বলতে সেই হিসাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকে বোঝানো হতো। এই হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ধারণাটিই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনের সমস্ত অধ্যায় বা হিসাব চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এই বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। এটি এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেছে এবং কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

দোজবরে - দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়।

দো অর্থ দুই। জবরে অর্থ জোরপূর্বক বা ক্ষমতা খাটিয়ে কিছু করা। দোজবরে – আক্ষরিক অর্থে দুইবার চেষ্টা করা ব্যক্তি, যা রূপক অর্থে দ্বিতীয়বার বিয়ের চেষ্টা করা পুরুষ বোঝায়। তৎকালীন সমাজে কোনো পুরুষ যখন তার প্রথম স্ত্রী মারা গেলে বা বিবাহবিচ্ছেদের পর দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো করত, তখন তাকে 'দোজবরে' বলে ব্যঙ্গ করা হতো।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার - বিরাট সমারোহ/প্রলয়কাণ্ড, চরম হট্টগোল, লণ্ডভণ্ড কর্মকাণ্ডে বিপর্যস্ত অবস্থা।



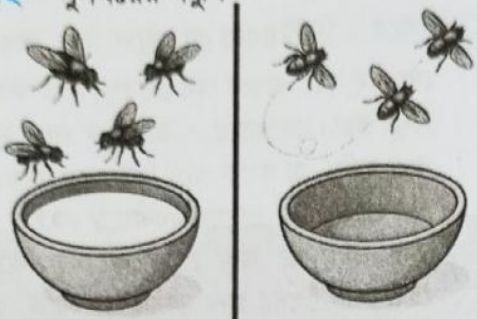
'দক্ষযজ্ঞ' বাগধারাটি দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত: দক্ষ এবং যজ্ঞ। দক্ষ হলেন একজন প্রজাপতি, অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং একজন প্রভাবশালী রাজা। আর যজ্ঞ হলো একটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেখানে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। রাজা দক্ষ একবার একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি সকল দেব-দেবীকে নিমন্ত্রণ করলেও তার জামাতা মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেননি। দক্ষের কন্যা ও মহাদেবের স্ত্রী সতী বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞস্থলে যান, কিন্তু সেখানে বাবার কাছে মহাদেবের অপমান দেখে নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং যজ্ঞের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই খবর শুনে মহাদেব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার অনুচর বীরভদ্রকে পাঠান যজ্ঞ ধ্বংস করার জন্য। বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে গিয়ে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড করে দেন এবং দক্ষের মাথা কেটে ফেলেন। এই পৌরাণিক ঘটনা থেকে 'দক্ষযজ্ঞ' বাগধারাটির উৎপত্তি। প্রথমে যজ্ঞের বিশাল আয়োজন, তারপর সেই আয়োজন চরম বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তাই, যখন কোনো বড় অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল বা ধ্বংসের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন তাকে 'দক্ষযজ্ঞের কাণ্ড' বলে অভিহিত করা হয়।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

দুধ

দুধের মাছি - সুসময়ের বন্ধু।



মাছি স্বভাবতই মিষ্টি বা সুস্বাদু খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যখন দুধ বা কোনো মিষ্টি খাবার থাকে, তখন মাছিরা তার চারপাশে ভিড় করে। কিন্তু খাবারটি শেষ হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে মাছিরা আর সেখানে থাকে না, তারা অন্য কোথাও চলে যায়। দুধের মাছি বলতে এমন এক বন্ধুকে বোঝানো হয়, যে কেবল বন্ধুর ভালো সময়ে বা যখন তার কাছে সম্পদ ও প্রতিপত্তি থাকে, তখনই তার আশেপাশে থাকে। কিন্তু বন্ধুর দুর্দিন এলে বা তার সুসময় শেষ হয়ে গেলে সেই বন্ধুটি আর তার পাশে থাকে না, ঠিক যেন মাছিরা দুধ শেষ হয়ে গেলে চলে যায়।

দুধের ছেলে - কচি ছেলে।

বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুধপানকারী শিশু বলতে সদ্যজাত বা খুব অল্পবয়সী, এখনও শক্ত খাবার খাওয়া শুরু না করা শিশুকে বোঝানো হতো–যার শরীর ও মানসিকতা দুটোই কোমল ও অক্ষম, আর এই বাস্তব চিত্র থেকেই বাগধারাটি রূপক অর্থে গড়ে উঠেছে, যা এখন কচি, অভিজ্ঞতাহীন বা নাবালক বালককে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

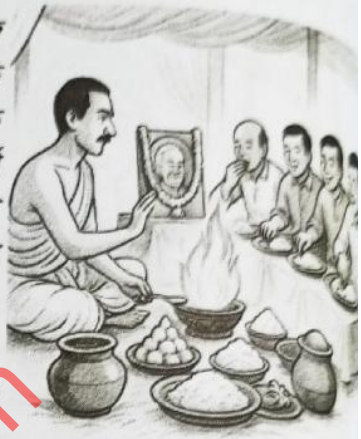
দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো - ভালোর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ।

আমাদের সমাজে দুধকে একটি উন্নত, পুষ্টিকর এবং মূল্যবান খাদ্য হিসেবে ধরা হয়। অন্যদিকে, ঘোল হলো দুধের একটি সস্তা ও হালকা বিকল্প। যখন কোনো ব্যক্তি দুধের মতো একটি উন্নতমানের খাবার খেতে চায়, কিন্তু তার সামর্থ্য না থাকায় তাকে ঘোলের মতো একটি নিম্নমানের জিনিস দিয়ে সেই ইচ্ছা পূরণ করতে হয়, তখনই এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

দুধে ভাতে থাকা - খেয়ে-পড়ে সুখে থাকা।

ভাত হলো বাঙালির প্রধান খাদ্য আর দুধ হলো পুষ্টিকর খাদ্য। গরিব মানুষেরা কেবল ভাত খেতে পারলেও দুধের মতো মূল্যবান খাদ্য নিয়মিত তাদের পক্ষে খাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই, যখন কোনো পরিবারে নিয়মিত ভাত এবং দুধের মতো পুষ্টিকর খাবার থাকত, তখন সেই অবস্থাকে সচ্ছল এবং সুখী জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। এই কারণে, এই বাগধারা কেবল খাবারকেই বোঝায় না, বরং সেই খাবারের মাধ্যমে দিয়ে আসা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, মানসিক শান্তি ও অভাবমুক্ত জীবনকেও ইঙ্গিত করে।

দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা - অপব্যয়।



গ্রামীণ সমাজে 'শ্রাদ্ধ' ছিল মৃত আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও পুণ্যার্থে আয়োজন করা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধভোজের খাবারে দুধ ও ঘি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এগুলো পবিত্র, পুষ্টিকর ব্যয়বহুল বলে ধরা হতো। তবে অনেক সময় দেখা যেত, পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো না হলেও লোকসম্মুখে আড়ম্বর দেখাতে গিয়ে দুধ ও ঘি-সহ আয়োজন করা হতো। এতে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ নষ্ট হতো, যা আসলে মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য প্রয়োজনীয় নয় – বরং সামাজিক প্রতিযোগিতা ও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। এই অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক খরচ থেকেই 'দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা' বাগধারাটি জন্ম নেয়।

দাদ নেওয়া/ তোলা - প্রতিশোধ নেয়া।

ফারসি শব্দ 'দাদ'-এর আক্ষরিক অর্থ হলো নালিশ বা অভিযোগ, যা তৎকালীন বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের জন্য করা হতো। যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার বা বিচার চাইত, তখন সে দাদ দিত। কিন্তু অনেক সময় রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার পেতে বিলম্ব হতো বা পাওয়া যেত না, তখন মানুষ নিজেই তার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে তার অভিযোগের নিষ্পত্তি করত।

দিবাস্বপ্ন - অলীক কল্পনা।

দিবাস্বপ্ন শব্দটি এসেছে দিবা (দিন) + স্বপ্ন (ঘুমের মধ্যে দেখা কল্পচিত্র) থেকে। আক্ষরিক অর্থে এর মানে হলো দিনের বেলায় জেগে থাকা অবস্থায় মনে মনে অবাস্তব কল্পনা দেখা। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রিক মনোবিশ্লেষণে দিবাস্বপ্নকে অলসতা ও বাস্তববিমুখতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাধারণত এটি এমন কল্পনা, যা বাস্তবে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কিন্তু মানুষ নিজের মনে সুখ বা আশা পাওয়ার জন্য তৈরি করে। তাই রূপক অর্থে 'দিবাস্বপ্ন' মানে হলো অলীক কল্পনা–যা মনের আনন্দের জন্য গড়া হলেও বাস্তবতার সঙ্গে যার মিল নেই।

Educationblog24.com

ধ

ধামা

ধামা চাপা দেওয়া - ঢাকিত বা গোপন করা।



'ধামা' হলো বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরি এক ধরনের বড় পাত্র, যা শস্য বা অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। ধামার ভিতরে খাদ্যশস্য রাখার পর তা ঢাকনা দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হতো, যাতে বাইরের কেউ দেখতে না পায় বা চুরি করতে না পারে, এবং ভেতরের জিনিসও নষ্ট না হয়। এই বাস্তব চিত্র থেকেই বাগধারাটির রূপক অর্থের জন্ম–যখন কোনো খবর, ঘটনা বা সমস্যা ইচ্ছাকৃতভাবে জনসমক্ষে না আনা হয় বা সত্য চেপে রাখা হয়, তখন বলা হয় "ধামা চাপা দেওয়া।" অর্থাৎ যেমনিভাবে ধামার ভেতরের জিনিস ঢাকনা দিয়ে আড়াল করা হয়, তেমনি কোনো বিষয় গোপন রেখে প্রকাশ বন্ধ করাকে এই বাগধারা বোঝায়।

ধামাধরা - চাটুকারি, তোষামোদকারী।



'ধামা' বলতে বোঝায় ধান, চাল বা শস্য রাখার বড় বাঁশের বা কাঠের পাত্র। 'ধরা' মানে ধরে রাখা বা বয়ে নেওয়া। 'ধামাধরা' মানে হলো কারো জন্য ধামা বা ঝুড়ি ধরে রাখা। আগেকার দিনে গ্রামে জমিদার বা ধনী গৃহস্থদের ধান-চাল রাখার জন্য বড় ধামা থাকত। অনেক সময় গৃহকর্মী বা তোষামোদকারী লোকেরা প্রভুর ধামা নিজের হাতে ধরে বহন করত, যাতে প্রভু খুশি হন এবং কিছু পারিতোষিক বা সুযোগ-সুবিধা দেন। ধামায় সে যা রাখবে বা করবে, তা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা। অর্থাৎ মনিব বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি যা বলবেন বা করবেন, সেটি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া এবং নিজের দায়িত্ব মনে করে তা পালন করা। এই আচরণ থেকেই তোষামোদ, অন্ধ অনুসরণ ও চাটুকারিতার অর্থ তৈরি হয়েছে।

ধনুক ভাঙা পণ - সুকঠিন প্রতিজ্ঞা।



রাজা জনক এক অসাধ্য পণ করলেন–তার কন্যা সীতাকে বিয়ে করতে হলে শিবের দেওয়া বিশাল ও শক্তিশালী ধনুকটি ভাঙতে হবে। এই শর্তে রাজসভায় একের পর এক পরাক্রমশালী রাজা ও রাজকুমার এলেন, কিন্তু কেউই সেই ধনুকটি সামান্য নাড়াতেও পারলেন না। তখন সেই সভায় এলেন রাজকুমার রাম। তিনি অনায়াসে ধনুকটি হাতে তুলে নিলেন এবং তাতে গুণ পরাতে গিয়েই ধনুকটি দু'খণ্ডে ভেঙে ফেললেন। রামের এই অলৌকিক কাজটিই ছিল সেই সুকঠিন পণ রক্ষা। এই কাহিনি থেকেই ধনুক (সেই ধনুক), ভাঙা (ভেঙে ফেলা) এবং পণ (শর্ত) শব্দের সমন্বয়ে এই বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে, যা দিয়ে এমন একটি প্রতিজ্ঞাকে বোঝানো হয় যা অসম্ভব মনে হলেও সফলভাবে পালন করা হয়।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির - অত্যন্ত ধার্মিক।



পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির ছিলেন সত্য ও ধর্মের প্রতি অবিচল, যিনি কখনো মিথ্যা বলেননি এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে ন্যায়ের পথে চলেছেন। মহাভারতের মতে, যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মদেবের পুত্র, তাই তাকে 'ধর্মপুত্র' বলা হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজনীতি, পারিবারিক সংকট থেকে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নৈতিকতার নীতি মেনে চলেছেন। এমনকি পাশা খেলায় সব হারালেও তিনি অসত্যের আশ্রয় নেননি। তাঁর এই অটল সততা ও ধর্মনিষ্ঠ চরিত্র থেকেই বাগধারাটি এসেছে।

Educationblog24.com

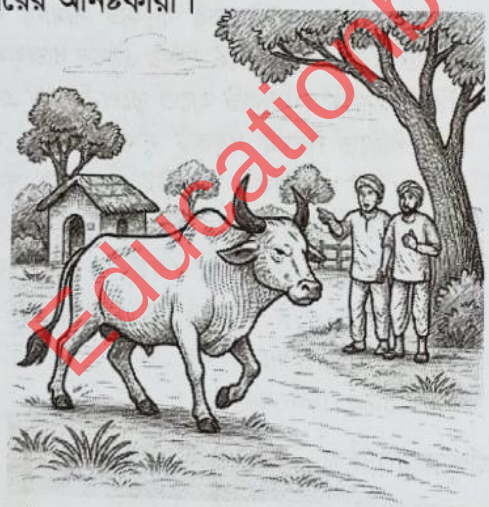
Educationblog24.com

ধর্মের কল - সত্য।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে 'কল' বলতে বোঝানো হতো একটি ঘূর্ণনযন্ত্র বা মেকানিজম, যেমন - তেল বের করার কল বা আটা পেষার কল বা ধান ভাঙার কল –যা নির্দিষ্ট নিয়মে অবিরাম ঘোরে। আবার, ধর্ম বা নৈতিকতা মানবজীবনে এক অচল, অবিনাশী ও চিরস্থায়ী নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই বিশ্বাস ছিল যে, যেমন কলের গতি একবার শুরু হলে তা নির্দিষ্ট পথে অবিচল থাকে, তেমনই সত্য ও ধর্মও চিরন্তনভাবে নির্ভুল পথে চলে–তা কখনো নষ্ট বা পরিবর্তিত হয় না।

ধর্মের ষাঁড়/গোকুলের ষাঁড়/খোদার খাসি - স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি / অকর্মণ্য / স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী ও পরের অনিষ্টকারী।



ধর্মের ষাঁড় / গোকুলের ষাঁড় / খোদার খাসি – এই বাগধারাগুলো মূলত এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করে, কোনো কাজকর্ম করে না, তবুও অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং অন্যের ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না।

- ঐতিহাসিকভাবে, গ্রামীণ সমাজে **'ধর্মের ষাঁড়'** বলতে এমন ষাঁড় বোঝানো হতো, যাকে দেবতার নামে দান করা হতো। এই ষাঁড়কে কেউ বাধা দিত না, কারণ তাকে পবিত্র ও দেবতার সম্পত্তি হিসেবে ধরা হতো। ফলে সে মুক্তভাবে গ্রামে ঘুরে বেড়াত, ক্ষেত নষ্ট করত, গাছ ভাঙত, মানুষের ক্ষতি করত, কিন্তু কেউ তাকে তাড়াত না।
- **'গোকুলের ষাঁড়'** - গোকুল কৃষ্ণের জন্মভূমি, সেখা গোবর্ধনের মতো বহু গরু-ষাঁড় থাকত, তাদের ম কিছু ষাঁড় অবাধে চলাফেরা করত, যার দায়িত্ব নিত না। এমন ষাঁড় গোকুল থেকে বেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছাচার করত।
- **'খোদার খাসি'** - খোদার নামে দান করা ছে খাসিকে কেউ ধরত না, তাই সেটিও অবাধে বেড়াত। এই প্রতীকী চিত্র থেকেই বাগধারার এসেছে– যেখানে সেই পশুগুলো কোনো নিয়ন্ত্রণ চলাফেরা করত, তেমনই কিছু মানুষ দায়িত্বহীনভাবে ও স্বেচ্ছাচারিতায় জীবন কাটায়।

ধ্রুব সত্য - চরম সত্য।

ধ্রুবতারা এমন একটি তারা, যা উত্তর আ চিরস্থায়ীভাবে একই স্থানে দেখা যায়, একই স্থানে অবস্থায় থাকে এবং যুগের পর যুগ নাবিক, যাত্রী পথিকেরা দিক নির্ণয়ে এর উপর নির্ভর করেছে। স্থিরতার কারণে 'ধ্রুব' শব্দটি সংস্কৃত সাহিত্য লোকভাষায় চিরস্থায়ী, অচল, অবিনাশী–এই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে "ধ্রুব সত্য" বলতে বোঝানো এমন একটি সত্য, যা ধ্রুবতারার মতোই চিরকাল থাকবে, কখনো বদলাবে না।

ধোপা

ধোপার গাধা - পরের জন্য খাটা।



বাংলার গ্রামীণ জীবনে ধোপা বা কাপড় লোকেরা কাপড় আনা-নেওয়ার জন্য এবং পুকুরঘাটে কাপড় নিয়ে যেতে একটি গাধা করত। গাধা দিনের পর দিন ভারী কাপড়ের বহন করত, কিন্তু কাপড় সে কখনো নিজের ব্যবহার করত না। এই বাস্তব চিত্র থেকেই 'ধো গাধা' বাগধারার জন্ম, যা প্রতীকী অর্থে বোঝায় একজন ব্যক্তি, যে সারা দিন কষ্ট করে কাজ করে, সেই পরিশ্রমের ফলভাগ অন্য কেউ ভোগ করে, নি কোনো লাভ হয় না।

Educationblog24.com

ধোপা নাপিত বন্ধ করা - একঘরে করা।

বাংলার গ্রামীণ সমাজে ধোপা ও নাপিত ছিল দুই গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী, যারা সামাজিক জীবন ও আচার-অনুষ্ঠানে অপরিহার্য ভূমিকা রাখত। ধোপা কাপড় ধোয়ার দায়িত্ব পালন করত, আর নাপিত চুল কাটা, দাড়ি ছাঁটা, বিয়ের বর সাজানো, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য করা–এ ধরনের কাজে অপরিহার্য ছিল। কারও সঙ্গে সামাজিক বিরোধ হলে বা কেউ সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি হিসেবে 'ধোপা নাপিত বন্ধ' করে দেওয়া হতো। এর মানে, ধোপা তার কাপড় ধোবে না, নাপিত তার চুল-দাড়ি কাটবে না–ফলে সে সমাজে অশুচি ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ত। এটি ছিল কার্যত সামাজিক বয়কট বা একঘরে করার প্রতীকী রূপ।

ধোপে টেকা - পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

বাংলার গ্রামীণ জীবনে ধোপা কাপড় ধোয়ার জন্য নদী বা পুকুরের ধারে একটি বড়ো সমতল পাথরের উপর কাপড় রেখে শক্তভাবে পেটাতেন, যেন সমস্ত ময়লা ও দাগ উঠে যায়। কাপড় যদি এই ধোওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিঁড়ে না যায় বা রং নষ্ট না হয়, তবে সেটি ভালো মানের বা শক্ত কাপড় বলে গণ্য হতো। সুতরাং, 'ধোপে টেকা' মূলত বোঝাতো–ধোপার কড়া ধোলাই ও আঘাতের পরেও কাপড় টিকে থাকা। সময়ের সাথে সাথে এই ধারণা রূপক অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে–যে ব্যক্তি বা বিষয় কঠিন পরীক্ষা বা পরীক্ষার মতো পরিস্থিতি পার করেও অটুট থাকে, তাকে বলা হয় 'ধোপে টেকেছে'।

ধুন্ধুমার কাণ্ড - ভীষণ আয়োজন/ ভীষণ ব্যাপার।

ধুন্ধু ছিল এক শক্তিশালী দৈত্য। সে ব্রহ্মার বরে এতটাই পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে যে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল–সবখানে সে ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করে। অবশেষে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা কুবলশ্ব ধুন্ধুকে দমন করার জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু ধুন্ধু ছিল মারাত্মক শক্তিশালী। যুদ্ধের সময় সে মুখ থেকে অজস্র আগুনের হলকা বের করতে থাকে, যা রাজার হাজার হাজার পুত্রকে পুড়িয়ে মারল। শেষ পর্যন্ত রাজা ঋষি উতঙ্কের সাহায্যে ধুন্ধুকে ব্রহ্মাস্ত্রে ভস্ম করে হত্যা করেন। এই যুদ্ধে যে ভয়ানক মারপিট, দাঙ্গা ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল, এই ভয়ংকর যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকেই 'ধুন্ধুমার কাণ্ড' বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে। তাই, যখন কোনো স্থানে বা অনুষ্ঠানে চরম হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা বা বড় ধরনের গণ্ডগোল হয়, তখন আমরা এই পৌরাণিক যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে তাকে 'ধুন্ধুমার কাণ্ড' বলি।

ধড়া-চূড়া - সাজপোশাক।

'ধড়া-চূড়া' বাগধারাটির অর্থ হলো সাজপোশাক বা সাজসজ্জা, বিশেষ করে উৎসবের জন্য পরা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক। এই বাগধারাটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রা বা পৌরাণিক নাটকের চরিত্রদের পোশাক থেকে। 'ধড়া' বলতে এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী পোশাক বোঝায় যা কোমরে পরা হয় (ধুতি) এবং 'চূড়া' মানে মাথায় পরা মুকুট বা পাগড়ি। এই দুটি পোশাক একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং তার সঙ্গীদের সাজসজ্জার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাই, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানে খুব সুন্দর বা জমকালো পোশাক পরে, তখন তার সাজসজ্জাকে এই দুটি বস্তুর নাম ব্যবহার করে 'ধড়া-চূড়া' বলে উল্লেখ করা হয়। এটি কেবল সাধারণ পোশাক নয়, বরং এমন এক ধরনের সাজসজ্জাকে বোঝায় যা কোনো বিশেষ চরিত্র, উৎসব বা পরিবেশের সঙ্গে মানানসই।

ধর লক্ষ্মণ - যে কাজটি করতে বলা হয়নি অথচ করা যুক্তিযুক্ত সে কাজটি না করা।

'ধর লক্ষ্মণ' বাগধারাটির অর্থ হলো যে কাজটি করতে বলা হয়নি অথচ করা যুক্তিযুক্ত, সে কাজটি না করা, যার পেছনে রয়েছে হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণের একটি বিখ্যাত ঘটনা। রাবণ যখন রামকে ফাঁদে ফেলে সীতাকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিল, তখন সীতা লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তার ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা (রাম তাকে আদেশ দিয়েছিলেন সীতাকে একা রেখে না যেতে) অনুযায়ী সীতাকে একা রেখে যেতে চাননি, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি রাক্ষসের একটি ছলনা। সীতার তিরস্কার সত্ত্বেও তিনি তার নৈতিকতা এবং রামের নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকেই এই বাগধারার সৃষ্টি। লক্ষ্মণ সেই কাজটি করলেন না যা আপাতদৃষ্টিতে করা উচিত ছিল (অর্থাৎ রামকে সাহায্য করতে যাওয়া), কারণ তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব এবং ভাইয়ের আদেশের প্রতি অটল ছিলেন। এই ঘটনা থেকেই "ধর লক্ষ্মণ" বাগধারাটির সৃষ্টি, যা নীতির প্রতি অটল থাকার এক প্রতীক।

ধোয়া তুলসী পাতা - নির্দোষ।

হিন্দুধর্ম অনুসারে, তুলসী একটি অত্যন্ত পবিত্র এবং পূজনীয় উদ্ভিদ এবং এটিকে 'দেবী' হিসেবে পূজা করা হয়। কোনো কিছুকে পবিত্র বা শুদ্ধ করতে তুলসী পাতা ব্যবহার করা হয়। যখন কাউকে 'ধোয়া তুলসী পাতা' বলা হয়, তখন এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে সেই ব্যক্তি তুলসী পাতার মতোই পবিত্র, নির্দোষ এবং বিশুদ্ধ।

Educationblog24.com

ধরাকে সরা জ্ঞান - অহংকার করা।

'ধরা' বলতে বিশাল পৃথিবীকে বোঝানো হয় এবং 'সরা' হলো মাটির তৈরি একটি ছোট ও মূল্যহীন পাত্র। যখন কোনো ব্যক্তি অতিরিক্ত অহংকারী হয়ে ওঠে, তখন সে নিজেকে এতটাই ক্ষমতাশালী মনে করে যে তার কাছে বিশাল পৃথিবীও একটি তুচ্ছ সরা-এর মতো মনে হয়। এই বাগধারাটি সেই অহংকারী মানসিকতাকে তুলে ধরে, যেখানে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বা ক্ষমতার দর্পে সবকিছুকে অবহেলা করে। এটি একটি নৈতিক শিক্ষা দেয় যে অহংকার মানুষকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার পতনের কারণ হয়।

ন

নেপোয় মারে দই - ধূর্ত লোকের ফল প্রাপ্তি।

- অনেক পণ্ডিতের মতে, 'নেপো' শব্দটি 'নৃপ' থেকে এসেছে, যার অর্থ রাজা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রবাদটির মূল ভাব হলো–সাধারণ মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে যা উপার্জন করে, তা শেষ পর্যন্ত রাজার মতো ক্ষমতাশালী বা ধূর্ত ব্যক্তিরাই দখল করে নেয়।
- একসময় কিছু নেপালী ব্যবসায়ী কোনো এক বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিল, যেখানে একটি বড় হাঁড়িতে দই পাতা হয়েছিল। বাড়ির সরল লোকেরা দই খাওয়ার অপেক্ষায় থাকলেও, ধূর্ত নেপালীটি সবার অজ্ঞাতে একাই সেই হাঁড়ির দই খেয়ে শেষ করে ফেলে। পরে সবাই এসে দেখে হাঁড়ি খালি। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়–যে চালাক বা ধূর্ত, সে সুযোগ বুঝে সব সুবিধা লুফে নেয়, আর যারা সৎ ও সরল, তারা বঞ্চিত হয়।
- এখানে 'নেপো' মানে ফাঁকিবাজ বা ধূর্ত লোক, 'মারে' মানে কোনো কাজ ঘটানো বা করিয়ে নেওয়া, আর 'দই' প্রতীক হিসেবে বোঝায় মূল্যবান ও আকর্ষণীয় বস্তু। যেমন দই তৈরিতে অনেক পরিশ্রম লাগে, তেমনি জীবনে কাঙ্ক্ষিত কিছু অর্জন করতেও শ্রম প্রয়োজন, কিন্তু 'নেপো' নিজে কষ্ট না করে বুদ্ধি ও ফন্দি করে শেষ মুহূর্তে সেই প্রস্তুত জিনিস নিজের দখলে নেয়–এই কারণেই 'নেপোয় মারে দই' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে কৌশলে অন্যের শ্রমের ফল নিজের কাজে লাগায়।

নাড়াবুনে - মূর্খ/অজ্ঞ।

নাড়া মানে ধান কেটে নেওয়ার পর জমিতে পড়ে থাকা অকেজো খড়ের গোড়া, আর বুনে মানে বীজ বপন করা। নাড়ায় বীজ বোনা যেমন নিরর্থক–কারণ সেখানে ফসল ফলবে না–তেমনি কোনো মূর্খ বা অজ্ঞ ব্যক্তিকে যতই জ্ঞান দেওয়া হোক, সে তা কাজে লাগাতে পারে না। তাই 'নাড়াবুনে' বলতে বোঝানো হয় এমন মানুষকে, যার কাছে শিক্ষা দেওয়া বা বোঝানো বৃথা।

নদের চাঁদ - সুন্দর ব্যক্তি অথচ অপদার্থ/অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি।

নদীর জলে যখন পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে, তখন তা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর লাগে। কিন্তু এই সৌন্দর্য কেবল দৃষ্টিসুখ – নদীর সেই চাঁদ আসল চাঁদ নয়, এটি শুধুই প্রতিচ্ছবি। এর কোনো আলো, কোনো শক্তি বা কার্যক্ষমতা নেই। এই দৃশ্যকে লোকেরা রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে – এমন মানুষের জন্য, যিনি দেখতে সুন্দর বা কথায় বড় বড় কথা করেন, কিন্তু বাস্তবে অকার্যকর বা নিরর্থক। বাহ্যিক চাকচিক্য থাকলেও অভ্যন্তরে শূন্যতাকে বোঝাতে 'নদের চাঁদ' বলা হয়।

নয়

নয়-ছয় - অপব্যবহার, অপব্যয়।

বাংলার পুরনো বাজারব্যবস্থায় এবং হিসাবরক্ষণে ব্যবসায়ীরা অঙ্কে গরমিল বা হিসাবের কারচুপি বোঝাতে "নয়-ছয়" শব্দ ব্যবহার করতেন। যখন কোনো লেনদেনে ৯ ও ৬-এর মতো সংখ্যা উল্টে দেওয়া বা অদলবদল করা হতো, তখন সেটি মানে দাঁড়াত হিসাবের গন্ডগোল বা ইচ্ছাকৃত ভুল। পরবর্তীতে "নয়-ছয়" কথাটি শুধু সংখ্যার অদলবদল নয়, বরং অযথা খরচ, অনিয়ম, বা সম্পদের অপব্যবহার বোঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

নয়নের মণি - পরম আদরের পাত্র।



প্রাচীনকাল থেকে চোখ মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। চোখের মণি বা পিউপিলকে বিশেষ যত্নে রক্ষা করতে হয়, কারণ এটি আলো প্রবেশের দ্বার এবং দৃষ্টি শক্তির মূল কেন্দ্র। তাই চোখের মণি নিজের দেহে যেমন সবচেয়ে সুরক্ষিত ও প্রিয় অংশ, তেমনি প্রিয়জন বা অত্যন্ত আদরের কাউকে বোঝাতে 'নয়নের মণি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য, কবিতা ও লোকসংগীতে প্রিয়জনকে 'নয়নের মণি' বলে সম্বোধন করার বহু দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে এটি ভালোবাসা, স্নেহ ও যত্নের প্রতীক।

Educationblog24.com

নাড়ির টান - স্নেহের আকর্ষণ, মায়া।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণ ও মায়ের শরীরের সংযোগ হয় নাড়ি বা অম্বিলিক্যাল কর্ড দ্বারা। এই নাড়ির মাধ্যমে সন্তান মায়ের শরীর থেকে খাদ্য, অক্সিজেন ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু পায়। জন্মের পর নাড়ি কেটে গেলেও সেই শারীরিক ও মানসিক বন্ধন হৃদয়ে রয়ে যায়, যা রক্তের টানের মতোই অটুট। এখানে নাড়ি মানে গর্ভস্থ অবস্থায় মা ও সন্তানের সংযোগকারী দড়ি, আর টান মানে টান বা আকর্ষণ। ফলে 'নাড়ির টান' বলতে বোঝায় এমন এক প্রাকৃতিক, স্বভাবজাত মায়া ও স্নেহ, যা বিশেষত মা-সন্তান কিংবা ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায় এবং যা যুক্তি বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকে।

নব

নবমীর দশা - মূর্ছা।



বাংলার লোকাচার ও পূজা-পার্বণে 'নবমী' একটি বিশেষ দিন। দুর্গাপূজার নবম দিনে সারারাত ধরে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, বলি, যজ্ঞ, ভোগ এবং নিরন্তর পূজা চলতে থাকে। ভক্তরা দিন-রাত নিরন্তর উপবাস, পূজা, গান, ধূপ-ধুনো ও ভক্তিভাব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এই ক্লান্তিকর উপবাস, পূজার আচার, নিদ্রাহীনতা এবং অতি শ্রমের কারণে নবমী দিনের শেষে ভক্তদের শরীর একধরনের অচেতন বা মূর্ছার অবস্থায় পৌঁছাত, অবসন্ন ও জ্ঞান শূন্য অবস্থার মতো হয়ে যেত। সেই বিশেষ অবস্থাকেই 'নবমীর দশা' বলা হতো। যখন কেউ অতিরিক্ত ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা বা শারীরিক কারণে জ্ঞান হারায় বা মূর্ছিত হয়, তখন সেটাকে 'নবমীর দশা' বলা হয়।

নব কার্তিক - সুদর্শন কিন্তু অকর্মণ্য ব্যক্তি।

নব = নতুন, তরুণ, সতেজ। কার্তিক = হিন্দু পুরাণের যুদ্ধদেবতা কার্তিকেয় (শিব ও পার্বতীর পুত্র)। কার্তিককে বাঙালি সমাজে সুদর্শন যুবকের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়। তিনি ছিলেন অতি সুদর্শন, ললনামোহন, চমৎকার সাজসজ্জাপ্রিয়। তাঁকে বাংলার ঘরে ঘরে পূজা করা হলেও তিনি ছিলেন মূলত সৌন্দর্য ও শৌখিনতার প্রতীক। গ্রামীণ সমাজে কথিত ছিল- কার্তিক সুপুরুষ হলেও কাজের বেলায় তেমন যোগ্য ছিলেন না। তাঁর চরিত্রে ছিল অলসতা, ভোগপ্রবণতা ও লাবণ্যময় শ্রীদীপ্তি। সেই কারণেই সমাজে যখন এমন কাউকে দেখা যায় যে বাহ্যিক সৌন্দর্যে চমকপ্রদ হলেও কাজে অকর্মণ্য, তাকে তুলনা করা হয় 'নব কার্তিক' - এর সঙ্গে; অর্থাৎ নব রূপে কার্তিক হয়ে আগমন।

নারানাং মাতুল ক্রম - মানুষ মাতুল বা মামার অনুসরণকারী।

'নারানাং মাতুল ক্রম' বাগধারাটির অর্থ হলো মানুষ তার মামার স্বভাব বা গুণ অনুসরণ করে, অর্থাৎ ভাগ্নের ওপর মামার চরিত্রের প্রভাব পড়ে। এই বাগধারাটি তিনটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে: নারানাং (মানুষের), মাতুল (মামা) এবং ক্রম (অনুসরণ)। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মামা ছিলেন ভাগ্নের জীবনের একজন গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ অভিভাবক। বিশ্বাস করা হতো যে শিশুরা তাদের মামার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে এবং তাদের স্বভাবও মামার মতো হয়। এই সামাজিক পর্যবেক্ষণ থেকেই এই বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে, যা দিয়ে বোঝানো হয় যে পারিবারিক সম্পর্কের টান এবং প্রভাবের কারণে ভাগ্নেরা অনেক সময় তাদের মামার মতোই আচরণ করে বা একই ধরনের গুণ ধারণ করে।

নবমীর পাঁঠা - প্রাণ ভয়ে ভীত ব্যক্তি।

নবমী: দুর্গাপূজার নবম দিন। পাঁঠা: এটি হলো পুরুষ ছাগল, যা বলি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। দুর্গাপূজার নবমী তিথিটি বলি বা পশুবলির জন্য পরিচিত। এই দিনে দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়ার জন্য যে পাঁঠাটিকে আনা হয়, তার ভাগ্যে কী আছে তা যেন সে বুঝতে পারে এবং তার চোখেমুখে এক ধরনের চরম ভয়ের ছাপ দেখা যায়। সে তখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ছটফট করতে থাকে। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার মূল উৎস। নবমীর পাঁঠা বলতে সেই অসহায় মানুষটিকে বোঝানো হয়, যে তার আসন্ন বিপদ বা অনিবার্য পরিণতির কথা জেনে এতটাই ভীত যে সে প্রাণভয়ে কাঁপছে।

নবাবি চাল - অতিরিক্ত বিলাসিতা।

মুঘল আমলে বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের বলা হতো নবাব। আর চাল মানে আচার-আচরণ, ভঙ্গি বা চলাফেরার ধরন। মুঘল আমলে ও পরে বাংলার নবাবরা (যেমন সিরাজউদ্দৌলা, নবাব আলিবর্দী খান, নবাব মুর্শিদকুলি খান প্রমুখ) বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। তাঁদের পোশাক-আশাক, খাবারদাবার, চলাফেরা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, চাকচিক্যময় সভা-সবকিছুতেই জাঁকজমক ও আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। সাধারণ মানুষের চোখে এই বিলাসিতাই নবাবি জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। 'নবাবি চাল' বাগধারাটি এসেছে ঐতিহাসিক

Educationblog24.com

নবাবদের বিলাসী জীবনযাত্রা থেকে। আজও যদি কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আড়ম্বর করে, অকারণে বিলাসিতা দেখায়, তখন আমরা তার ভঙ্গিকে 'নবাবি চাল' বলি।

নজর

নজর লাগা - অশুভ দৃষ্টিতে পড়া।

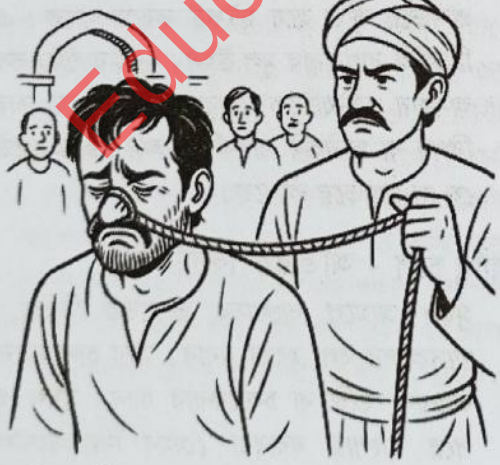
নজর লাগা বাগধারাটির অর্থ হলো অশুভ দৃষ্টিতে পড়া, যা লোকবিশ্বাস থেকে এসেছে। এখানে 'নজর' মানে হলো অশুভ বা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি এবং লাগা মানে সেই দৃষ্টির প্রভাবে আক্রান্ত হওয়া। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সুন্দর বা সফল জিনিসের প্রতি ঈর্ষান্বিতভাবে তাকায়, তখন সেই অশুভ দৃষ্টির প্রভাবে সেই জিনিসটির ক্ষতি হতে পারে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, যেকোনো ভালো জিনিস বা ব্যক্তির ওপর বদনজর পড়লে তার অমঙ্গল হয়। তাই, যখন কোনো ব্যক্তির হঠাৎ কোনো ক্ষতি হয় বা তার ভালো অবস্থা থেকে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে, তখন এর কারণ হিসেবে 'নজর লাগা'কে দায়ী করা হয়।

নজরে পড়া - সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে বা তার মধ্যে এমন কোনো গুণ থাকে যা প্রশংসার যোগ্য, তখন তা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে 'নজরে পড়া' বলা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, সেই ব্যক্তি বা তার কাজ অন্যদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

নাক

নাকাল হওয়া - জব্দ হওয়া, হয়রান হওয়া।



'নাকাল' শব্দটি এসেছে 'নাক' থেকে। প্রাচীনকালে, কোনো অপরাধীকে লাঞ্ছিত করার জন্য তার নাক কেটে দেওয়া বা নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হতো। এই পদ্ধতিটি এতটাই অপমানজনক ছিল যে এটি কেবল শারীরিক কষ্টই দিত না, বরং মানসিকভাবেও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে দিত। গরু বা উটের মতো করে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো বলে সে অসহায় ও অপমানিত বোধ করত। এই নিষ্ঠুর... থেকেই 'নাকাল হওয়া' বাগধারাটির জন্ম হয়েছে। এটি... সেই চরম অসহায় ও অপমানিত অবস্থাকে বোঝায়... যখন একজন ব্যক্তি প্রচণ্ড ঝামেলা বা হয়রানির শিকার... হয়ে একেবারে জব্দ হয়ে যায়। বাগধারাটি শারীরিক... শাস্তি থেকে তার রূপক অর্থ অর্থাৎ মানসিক হয়রানি... ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

নাক সিঁটকানো/ বাঁকানো - অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো অপ্রীতিকর বা অপছন্দের... জিনিস দেখে, তখন অবচেতনভাবে সে তার নাকের... কুঁচকে নেয় বা সিটকে নেয়। এই শারীরিক... প্রতিক্রিয়াটি তার বিতৃষ্ণা, ঘৃণা বা অপছন্দের... অনুভূতিকে প্রকাশ করে। এই অঙ্গভঙ্গিটি এতটাই... শক্তিশালী যে, কোনো কথা না বলেও এটি তার... মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাই, যখন কোনো... ব্যক্তি কোনো কিছুকে তুচ্ছ বা নিম্নমানের মনে করে... তখন সে নাক সিটকিয়ে তার অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

নারদের ঢেঁকি - বিবাদের বিষয়।



নারদ মুনি প্রায়শই দুই পক্ষের মধ্যে এমন কোনো তথ্য বা মন্তব্য আদান-প্রদান করতেন, যা তাদের মধ্যে বিবাদ বা ঝগড়ার জন্ম দিত। তিনি শিব ও পার্বতীর বিয়ের সময় বা কৃষ্ণের জীবনে নানা ধরনের বিবাদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি দেব-দেবী, মানুষ ও অসুরদের মাঝে নানা কথাবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে প্রায়ই ঝগড়া লাগাতেন। এই কারণে তিনি 'কলহপ্রিয়' (বিবাদপ্রিয়) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই বাগধারাটি সেই নারদ মুনির স্বভাবকে বাংলার একটি সাধারণ যন্ত্র, 'ঢেঁকি'র সঙ্গে তুলনা করে। ঢেঁকি যেমন ভারী এবং চলার সময় কাঠের ঘর্ষণে বিরক্তিকর প্রচণ্ড শব্দ করে (এবং বিরক্তি আর অন্তহীন গোলযোগ অবস্থা সৃষ্টি করে), তেমনি... ব্যক্তি বিবাদ ঘটায়, সে-ও যেন নারদের মতো... ঝামেলাপূর্ণ ও শোরগোল সৃষ্টিকারী। বাগধারাটি... এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে সব সময় ঝগড়া... অশান্তির সৃষ্টি করে।

Educationblog24.com

নকড়া ছকড়া - হেলা ফেলা করা।



নকড়া - অকেজো, ভাঙাচোরা, তুচ্ছ জিনিস। ছকড়া - অতি জীর্ণ ও নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি, ছ্যাকপড়াগাড়ি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে একসময় যাতায়াতের বড় ভরসা ছিল ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ি যখন নতুন থাকত, তখন তা সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি জীর্ণ, নড়বড়ে ও ভাঙাচোরা হলে সেটি আর যাত্রী বহনের যোগ্য থাকত না। তখন তাকে বলা হতো ছকড়া গাড়ি। এমন ছকড়া গাড়ি সাধারণত মানুষ উপেক্ষা করত, তাতে আর চড়তে চাইত না। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে এই শব্দটি রূপক অর্থে 'তুচ্ছ, অকেজো, হেলা ফেলা করার মতো' অর্থে ব্যবহার হতে শুরু করে। এখান থেকেই 'নকড়া ছকড়া' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়–কোনো বিষয়, কাজ বা মানুষকে গুরুত্ব না দিয়ে অবজ্ঞাভরে সরিয়ে রাখা বা অবহেলা করা বোঝাতে।

নমাসে-ছমাসে - কালে ভদ্রে, কদাচিৎ।

নয় মাস এবং ছয় মাস উভয়ই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়। নয় মাস হলো মানব গর্ভধারণের সময়কাল, যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, ছয় মাস হলো অর্ধ বছর। যখন কোনো ঘটনা খুব কম ঘটে বা অনেকদিন পর পর হয়, তখন তাকে এই বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এটি বোঝায় যে, ঘটনাটি এতোই বিরল যে তার জন্য ছয় বা নয় মাসের মতো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা - সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।

যখন কোনো ব্যক্তি ৯৯টি জিনিস বা ৯৯ টাকা সঞ্চয় করে, তখন তার মনে ১০০ সংখ্যায় পৌঁছানোর জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। এই শেষ ধাপটি পার করার জন্য তার মধ্যে যে প্রচণ্ড চাপ বা লোভ কাজ করে, তাকেই 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বলা হয়। এই মানসিকতা এমন এক ধরনের লোভকে তুলে ধরে, যেখানে মানুষ কেবল একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যায়ভাবে হলেও সঞ্চয় করতে থাকে। এটি সমাজের সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরে, যেখানে মানুষ প্রয়োজনের বাইরেও কেবল একটি সংখ্যা বা লক্ষ্য পূরণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে।

নখদর্পণে - পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে।

'দর্পণ' মানে আয়না। আবার আঙুলের নখের উজ্জ্বলতা আয়নার মতো চকচক করে, যেখানে সূক্ষ্ম কোনো ছবি বা ছায়া দেখা যায়। পুরাণ ও শাস্ত্রে বলা হয়েছে–যোগী ও ঋষিরা 'নখদর্পণ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাবিশ্বকে ক্ষুদ্রাকারে দেখতে পারতেন। অর্থাৎ তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি এমন ছিল যে, আঙুলের নখের দর্পণের মতো ক্ষুদ্র জায়গাতেও সমস্ত জগতের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন দেখতে পেতেন। এই ধারণা থেকেই 'নখদর্পণে' বাগধারার উৎপত্তি। এর দ্বারা বোঝানো হয়–কোনো বিষয় এতটাই পরিষ্কারভাবে জানা বা আয়ত্তে আনা যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবির মতোই সবকিছু ধরা পড়ে।

নেই আঁকড়া - একগুঁয়ে স্বভাবের।

এই বাগধারাটির মূল ভাবনাটি হলো একটি বিপরীতার্থক ধারণা। এখানে 'আঁকড়া' মানে হলো কোনো কিছুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখা। যে ব্যক্তি তার নিজের মত বা অবস্থানকে শক্ত করে ধরে রাখে, তাকেই 'নেই আঁকড়া' বলা হয়। অর্থাৎ, সে তার অবস্থান থেকে একটুও নড়ে না। এই বাগধারাটি দিয়ে এমন একগুঁয়ে বা নাছোড়বান্দা মানুষকে বোঝানো হয়, যে অন্যের কোনো যুক্তি বা পরামর্শ শোনে না এবং তার নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। তার এই স্বভাবের কারণে সে অনেক সময় অন্যদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তার এই একগুঁয়েমি তার জন্য সমস্যা তৈরি করে।

নাচতে নেমে ঘোমটা - বৃথা লজ্জা।

নাচ করা একটি প্রকাশ্য এবং নির্লজ্জ কাজ, যা সমাজের পর্দার নিয়ম লঙ্ঘন করে। আর ঘোমটা হলো লজ্জা ও সংযমের প্রতীক। যখন কোনো নারী নাচ করার মতো একটি প্রকাশ্য কাজ শুরু করার পর লজ্জার ভান করে ঘোমটা দেয়, তখন তার এই আচরণটি হাস্যকর বলে বিবেচিত হয়। কারণ, যদি তার সত্যি লজ্জা থাকত, তবে সে নাচতেই নামত না।

নাড়ি নক্ষত্র - সব তথ্য।

নাড়ি মানে ধমনী। নক্ষত্র অর্থ তারা। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন একজন মানুষের নাড়ি দেখে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সব তথ্য বলতে পারতেন, তেমনি একজন জ্যোতিষীও তার নক্ষত্রের অবস্থান দেখে তার জীবন সম্পর্কে সব কিছু বলতে পারতেন। 'নাড়ি নক্ষত্র' বাগধারাটি এই দুটি ধারণাকে একত্রিত করে। এটি দিয়ে এমন এক অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে কেউ একজন ব্যক্তি বা কোনো বিষয় সম্পর্কে তার অভ্যন্তরীণ (নাড়ি) এবং বাহ্যিক বা ভাগ্য সম্পর্কিত (নক্ষত্র)–সব ধরনের তথ্যই জানে। অর্থাৎ, আক্ষরিক ও রূপক অর্থে তার সম্পর্কে সবকিছুই অবগত।

Educationblog24.com

ননির পুতুল - কর্মবিমুখ/শ্রমবিমুখ/অতি আদরের।



ননির পুতুল বলতে এমন এক পুতুলের কথা কল্পনা করা হয়, যা ননি বা মাখন দিয়ে তৈরি। এই পুতুলটি যেমন তাপ বা সামান্য চাপে গলে যাবে, তেমনি এটি দিয়ে কোনো কঠোর বা কঠিন কাজ করা অসম্ভব। এই রূপকটি এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যে এতটাই আদরে বড় হয়েছে যে তার মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করার কোনো প্রবণতা নেই। সে ননির পুতুলের মতোই নরম ও সংবেদনশীল এবং সামান্য পরিশ্রমেই সে ভেঙে পড়ে। এই বাগধারাটি সাধারণত এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়, যাদের কর্মবিমুখতা এবং অলসতা তাদের অতি আদর-যত্নের ফল।

নিমরাজি - আংশিক স্বীকার করা, প্রায় রাজি।

এই বাগধারাটি এসেছে দুটি ফারসি শব্দ থেকে: 'নিম' যার অর্থ অর্ধেক বা অংশবিশেষ, এবং 'রাজি', যার অর্থ হলো সম্মত হওয়া। 'নিমরাজি' বাগধারাটি এমন এক ব্যক্তির অবস্থাকে বোঝায়, যে কোনো বিষয়ে পুরোপুরি সম্মত নয়, আবার অসম্মতও নয়। সে রাজি হওয়ার এবং না হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাটি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারা বা সম্পূর্ণভাবে নিজেকে কোনো কিছুতে না জড়ানোর মনোভাবকে প্রকাশ করে। এই বাগধারাটি দ্বিধাগ্রস্ততা ও আস্থাহীনতাকে নির্দেশ করে।

নাছোড়বান্দা - যে কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

'নাছোড় অর্থ হলো যে ছাড়ে না, এবং 'বান্দা মানে ব্যক্তি। এই দুটি শব্দ একত্রিত হয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝায়, যে একবার কোনো কিছু ধরে ফেললে বা কোনো কিছুর পেছনে লাগলে তাকে আর ছাড়তে চায় না। এই বাগধারাটি দিয়ে সেই মানুষের চরিত্রকে তুলে ধরা হয়, যে তার নিজের মতামত বা অবস্থানে অনড় থাকে। এটি দৃঢ় সংকল্প বা একগুঁয়েমির প্রতীক, যা ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে।

নাটের গুরু - মূলনায়ক/ যত নষ্টের গোড়া।

'নাটের' শব্দটি নাটক থেকে এসেছে এবং 'গুরু' মানে প্রধান বা পরিচালক। বাংলার সংস্কৃতিতে যাত্রাপালা এবং নাটক একটি জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। একটি যাত্রাপালা বা নাটকের পেছনে একজন প্রধান পরিচালক বা 'গুরু' থাকেন, যিনি পুরো কাহিনিটি সাজান এবং চরিত্রদের পরিচালনা করেন। তিনি পর্দার আড়াল থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। যখন কোনো খারাপ ঘটনা, কেলেঙ্কারি বা বিশৃঙ্খলা ঘটে, তখন এর পেছনে যিনি প্রধান পরিকল্পনাকারী বা মাস্টারমাইন্ড থাকেন, তাকেই 'নাটের গুরু' বলা হয়। এখানে পুরো খারাপ ঘটনাটি যেন একটি নাটকের মতো, যার পেছনে একজন প্রধান পরিচালক আছেন, যিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন। এই বাগধারাটি দিয়ে বোঝানো হয় যে, যদিও সামনে অনেক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু আসল দোষী বা মূল হোতা হলেন সেই 'নাটের গুরু'।

নাম ডুবানো - গৌরব বিসর্জন দেওয়া।

'নাম' বলতে কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর সম্মান ও মর্যাদাকে বোঝানো হয়। আর 'ডুবানো' মানে কোনো কিছুকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া, যা তার অস্তিত্বকে শেষ করে দেয়। যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যা তার পরিবারের সম্মান নষ্ট করে, তখন সেই কাজটি তাদের নামকে চিরতরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো। এটি এমন এক ধরনের সামাজিক লাঞ্ছনা বোঝায়, যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

নথ নাড়া - গর্ব করা।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে নথ বা নাকফুল ছিল বিবাহিতা নারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গয়না। এটি শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, বরং স্বামী, সংসার ও আর্থিক সচ্ছলতারও প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। যার নথ যত বড়, তার পরিবারের ধন-সম্পদের পরিচয় তত বেশি। তাই নারীরা আলাপ-আলোচনায় বা ভিড়ের মাঝে নথ নাড়িয়ে (দুলিয়ে) নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বা গর্ব প্রকাশ করতেন। এখান থেকেই 'নথ নাড়া' বাগধারাটি এসেছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় কেউ নিজের সম্পদ, সৌন্দর্য বা সামাজিক মর্যাদা অহংকারের সঙ্গে প্রকাশ করছে।

Educationblog24.com

নামকাটা সেপাই - কর্মচ্যুত ব্যক্তি।

ব্রিটিশ আমলে এবং তার আগে মুঘল যুগেও সামরিক বাহিনীতে সৈনাদের নাম একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকত। কোনো সেপাইকে যখন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হতো, তখন তার নাম সেই তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হতো। এই কাজটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক ও অপমানজনক প্রক্রিয়া, যা বোঝাত যে সেই সেপাই আর সেনাবাহিনীর অংশ নয়।

নাস্তানাবুদ - বিপন্ন ও বিধ্বস্ত।

নাস্ত: ফারসিতে 'নাস্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো নয় বা নেই। এটি কোনো কিছুর অস্তিত্বের অভাবকে নির্দেশ করে। নাবুদ: ফারসিতে 'নাবুদ' শব্দের অর্থ হলো ধ্বংস বা বিনাশ। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বা সম্মানকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া, যেন তার আর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে। যেমন, কোনো যুদ্ধে যখন একটি বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, তখন সেই অবস্থাটিকে 'নাস্তানাবুদ' বলা হয়।

নিমক হারাম - অকৃতজ্ঞ।

নিমক: ফারসি শব্দ, যার অর্থ লবণ। হারাম: আরবি শব্দ যার অর্থ নিষিদ্ধ বা অপবিত্র। মুঘল আমলে এবং তারও আগে, যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাদের সৈন্যদের, কর্মচারীদের এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদের ভরণপোষণ দিতেন। এই ভরণপোষণের মধ্যে অন্যতম ছিল লবণ, যা ছিল খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। 'নিমক খাওয়া' বলতে তাই কোনো মনিব বা উপকারীর কাছে ঋণী হওয়াকে বোঝাত। আর 'নিমক হারাম' বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হতো, যে তার মনিবের কাছ থেকে সব সুবিধা নেওয়ার পরেও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত। এই ধরনের ব্যক্তিকে এতটাই অকৃতজ্ঞ ও ঘৃণিত মনে করা হতো যে, সে যেন মনিবের দেওয়া লবণকে হারাম বা অপবিত্র করে দিয়েছে। এই বাগধারাটি বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপকে প্রকাশ করে।

প

পর্বতের মূষিক প্রসব - বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন/ বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি।



একদিন একটি বিশাল পর্বত থেকে প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। মনে হলো যেন পর্বতটি কোনো বিশাল কিছুর জন্ম দিতে চলেছে। চারপাশের সবাই সেই শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেল এবং অপেক্ষা করতে লাগল কী এক বিশাল জিনিস জন্ম নেবে। দীর্ঘ সময় ধরে সেই শব্দ চলতে লাগল, কিন্তু যখন সব শেষ হলো, তখন পর্বতটি একটি ছোট্ট ইঁদুর (মূষিক) প্রসব করল। এই গল্পটি থেকে 'পর্বতের মূষিক প্রসব' বাগধারাটির উৎপত্তি। এটি এমন একটি পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে, যেখানে কোনো কাজ করতে গিয়ে বিরাট আয়োজন, বিপুল চেষ্টা এবং বিশাল সম্ভাবনা দেখা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফল হয় খুবই সামান্য এবং তুচ্ছ। এই বাগধারাটির মূল ভিত্তি একটি বিখ্যাত উপকথা, যা গ্রিক পুরাণেও পাওয়া যায় এবং এটি 'The Mountain in Labour' (শ্রমরত পর্বত) নামে পরিচিত।

পয়মন্ত - সুলক্ষণযুক্ত।



'পয়' এসেছে সংস্কৃত পায় বা পদ থেকে, যার মানে হলো পা বা পদচিহ্ন। আর 'মন্ত' প্রত্যয়ের অর্থ যুক্ত বা সম্বলিত। তাই 'পয়মন্ত' মানে দাঁড়ায়- যার পদচিহ্নে মঙ্গল বা শুভ ফল ঘটে। প্রাচীনকালে গ্রামীণ সমাজে বিশ্বাস ছিল, কোনো ব্যক্তির আগমন বা পদচিহ্নে যদি সৌভাগ্য আসে– যেমন গৃহে ধন, সমৃদ্ধি, ফসলের প্রাচুর্য, বা রোগমুক্তি– তবে তাকে বলা হতো 'পয়মন্ত'। লোকজ সংস্কৃতিতে নারীর ঘরে প্রবেশকেও অনেক সময় এই 'পয়মন্ত' ধারণার সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, যেমন– কোনো বধূর আগমনে পরিবারে উন্নতি হলে তাকে 'পয়মন্তা' বলা হতো। গ্রামে যখন নতুন শিশু জন্মাত, অনেকে বলত–'পয়মন্ত বাচ্চা, ঘরে সুখ আসবে।' ফলে এই বাগধারা শুভ লক্ষণ, সৌভাগ্য এবং কল্যাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পান্তা ভাতে ঘি - অপব্যবহার।

পান্তা ভাত সাধারণত খুবই নরম হয়, আর তা ঘি দিয়ে খাওয়া যায় না। পান্তা ভাতে ঘি-এর ব্যবহার করা অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

Educationblog24.com

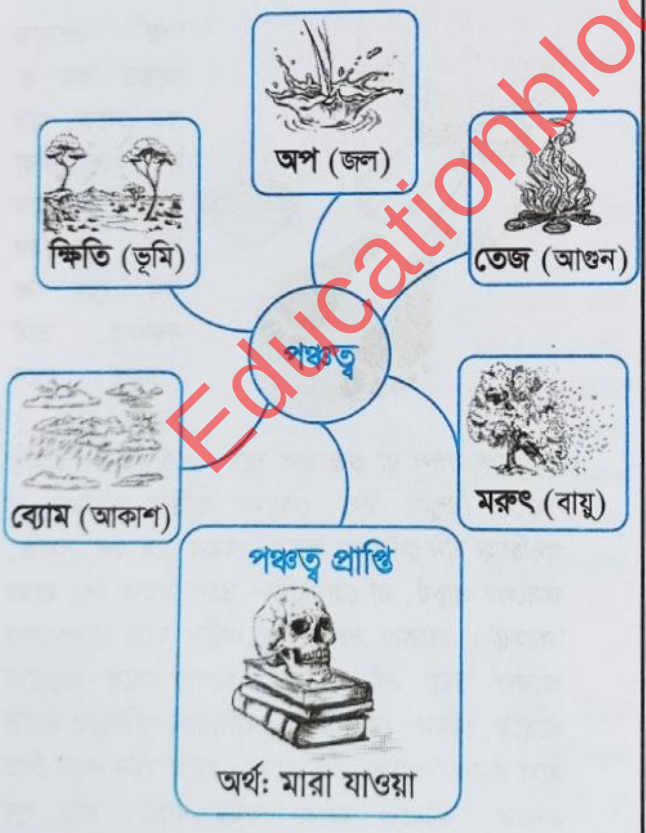
পঞ্চ

পঞ্চমুখ - প্রশংসায় মুখরিত হওয়া।

হিন্দু পুরাণে মহাদেব শিবকে প্রায়শই পাঁচটি মুখ নিয়ে চিত্রিত করা হয়। এই পাঁচটি মুখ তাঁর পাঁচটি ভিন্ন রূপ ও গুণের প্রতীক। যখন কোনো ব্যক্তি কারো প্রশংসা করতে গিয়ে পঞ্চমুখ হয়, তখন এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, সে এতটাই মুগ্ধ যে তার প্রশংসার শেষ নেই। অর্থাৎ, তার যদি পাঁচটি মুখও থাকত, তাহলেও সে সেই ব্যক্তির প্রশংসা করতে থাকত।

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত - মারা যাওয়া।

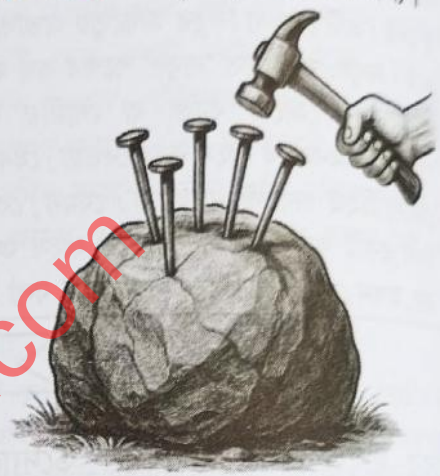
হিন্দু দর্শন অনুযায়ী, মানব শরীর পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। এই উপাদানগুলো হলো–ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বাতাস) এবং ব্যোম (আকাশ)। যখন কোনো জীবের মৃত্যু হয়, তখন তার শরীর আবার এই পাঁচটি উপাদানে মিশে যায়। অর্থাৎ, জীবাত্মা শরীর ছেড়ে চলে গেলে শরীরটি পুনরায় প্রকৃতিতে ফিরে যায়। এই পাঁচটি উপাদানে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়াকেই 'পঞ্চত্ব প্রাপ্তি' বলা হয়। এখানে 'পঞ্চত্ব' মানে হলো সেই পাঁচটি উপাদানের সঙ্গে একীভূত হওয়া।



পগারপার - আয়ত্তের বাইরে পালিয়ে যাওয়া।

পগার হলো গভীর গর্ত বা খাল, ডোবা, নালা বা দেয়াল। পার মানে অতিক্রম করা বা অন্য পাশে যাওয়া। যখন কোনো অপরাধী বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পুলিশের হাত থেকে বা কোনো বিপদ থেকে পালাতে চাইত, তখন তার সামনে থাকা নদী, খাল বা অগভীর গর্ত (পগার) ছিল একটি বড় বাধা। সে যদি বাধাটি অতিক্রম করে অন্য পাশে চলে যেতে পারত, তাহলে তাকে আর সহজে ধরা যেত না। পগার পার হওয়া ছিল এক ধরনের চূড়ান্ত মুক্তি। এই বাস্তব চিত্র থেকেই 'পগারপার' বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কোনো বিপদ, ঝামেলা বা অপ্রয়োগকারী সংস্থার হাত থেকে পালিয়ে যায় এবং তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তার এই অবস্থাটিকে 'পগারপার' বলে অভিহিত করা হয়।

পাথরে পাঁচ কিল - অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন/ সৌভাগ্য।



পাথর মানে শক্ত জিনিস, আর কিল মানে পেরেক। সাধারণত শক্ত পাথরে পেরেক ঠুকা অসম্ভব। কিন্তু কেউ পাঁচটি কিলও পাথরে ঠুকাতে পারে, তবে সেটা অদ্ভুত সৌভাগ্যের ব্যাপার। এখান থেকেই বাগধারার জন্ম। তাই 'পাথরে পাঁচ কিল' বলতে বোঝানো হয়- এমন সৌভাগ্য, যা খুব কঠিন বা অসম্ভব ব্যাপারকেও সহজ করে দেয়। অর্থাৎ কারও ভাগ্য এতটাই ভালো যে, অসম্ভব কাজও তার হয়ে যায়।

পালের গোদা - সর্দার / দলপতি।



পাল বলতে সাধারণত একদল পশুকে বোঝানো হয়, যেমন গরুর পাল বা ছাগলের পাল। গোদা: সবচেয়ে বড়, শক্তিশালী বা নেতৃত্বদানকারী। আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজে একদল গরু বা ছাগল বা ভেড়ার মধ্যে যে পশুটি সবচেয়ে বড়, শক্তিশালী এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাকে 'পালের গোদা' হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই পশুটি পুরো পালকে চালিত করত এবং তার কথাই ছিল দলের শেষ কথা। এই ধারণা থেকেই 'পালের গোদা' বাগধারাটির উৎপত্তি। এটি মানুষের দল

Educationblog24.com

গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি তার দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী, শক্তিশালী এবং নেতা হিসেবে কাজ করে, তখন তাকে 'পালের গোদা' বলা হয়।

পিঁপড়ের পেট টেপা - অত্যধিক হিসাব করে চলা।



'পিঁপড়ে' একটি ছোট ও দুর্বল প্রাণী, যার দেহে প্রায় মাংস নেই বললেই চলে। তার সামান্য খাদ্যেই চলে। অথচ 'পিঁপড়ের পেট টেপা' মানে হলো তার সামান্য খাদ্যের হিসাবও ধরে দেখা – যেন কোনো কিছুতেই খরচ না হয়, প্রতিটি দানা পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ, এমন ক্ষুদ্র প্রাণীর পেট চাপলেও কিছু পাওয়া যায় না, তবু যদি কেউ সেই পিঁপড়ের পেট টেপে কিছু বের করতে চায়, তবে সে অত্যন্ত কৃপণ, হিসাবি ও অযথা খুঁটিনাটি নিয়ে পড়ে আছে বোঝানো হয়।

পায়াভারি - অহংকার।



একটি আসবাবপত্রের পায়া ভারি হলে যেমন তা সহজে নড়ে না বা টলে যায় না, তেমনি কোনো ব্যক্তির যখন অহংকার বেড়ে যায়, তখন তার সেই অহংকার তার ব্যক্তিত্বকে এতটাই ভারি করে তোলে যে সে সহজে নড়তে চায় না বা কাউকে গুরুত্ব দিতে চায় না। এই বাগধারাটি দিয়ে সেই ব্যক্তির মনোভাবকে প্রকাশ করা হয়, যার দম্ভ এত বেশি যে তার আচরণে সহজেই তা ফুটে ওঠে।

পিঠ চাপড়ানো - প্রশংসা করে উৎসাহ দেয়া।

পিঠ চাপড়ানো একটি বিশ্বজনীন অঙ্গভঙ্গি, যা প্রায় সব সংস্কৃতিতেই প্রশংসা, সমর্থন বা উৎসাহ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কঠিন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে বা ভালো ফল করে, তখন তার পিঠে চাপড় মেরে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। এটি মুখের কথায় প্রশংসা করার একটি বিকল্প, যেখানে হাতের স্পর্শের মাধ্যমে ইতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করা হয়।

পোয়াবারো - অত্যধিক সুবিধে/ সুসময়।



বাংলার গ্রামীণ জীবনে পাশা খেলা, গুটি খেলা ছিল বিনোদনের একটি বড় অংশ। এ খেলাগুলোতে নির্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়ার ওপর জয়-পরাজয় বা বিরাট লাভ নির্ভর করত। এ খেলার একটা দান হলো 'পোয়াবারো'। ছক্কার ঘুঁটি ফেলে কোনো চালে যদি পর পর ৬ + ৫ + ১ অথবা ৬ + ৬ + ১ দান পড়ে সেটাই 'পোয়াবারো' দান নামে পরিচিত। বিশেষত পোয়া (১) আর বারো (১২ = ৬ + ৬) যদি একসাথে পড়ত, তবে খেলোয়াড় হঠাৎ করে বিরাট সুবিধা পেত–এমন সুবিধা যেন জয়সূচক দান পাওয়া। জয় ও সৌভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বলে পোয়াবারো দানটি 'পোয়াবারো' শব্দরূপে বাগধারায় যুক্ত হয়েছে। এই খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই রূপক অর্থে বাগধারাটি জন্ম নেয়। যখন কারও জীবনে আকস্মিকভাবে প্রচুর সুযোগ, সুবিধা বা সৌভাগ্য এসে যায়, তখন বলা হয় তার 'পোয়াবারো' হয়েছে।

পান থেকে চুন খসা - খুব সামান্য ত্রুটি হওয়া।

পান বানানোর সময় অত্যন্ত সাবধানে সামান্য পরিমাণে চুন ব্যবহার করতে হয়; এই নিখুঁত কাজের মধ্যে যদি এক কণা চুন পাতা থেকে ঝরেও পড়ে, তবে তা এতটাই নগণ্য যে পানের স্বাদে বা মানে কোনো পার্থক্যই হয় না। ঠিক তেমনি, যখন কোনো বড় কাজ বা নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় অতি সামান্য কোনো ভুল বা বিচ্যুতি ঘটে, তখন তাকে 'পান থেকে চুন খসা'র সাথে তুলনা করা হয়। এর মাধ্যমে ভুলের ক্ষুদ্রতাকে বোঝানো হয়। সাধারণত, এই বাগধারাটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি এতটাই খুঁতখুঁতে হন যে তিনি অতি সামান্য ত্রুটিও সহ্য করতে পারেন না, তখন বলা হয়, 'পান থেকে চুন খসলেই তিনি রেগে যান'।

Educationblog24.com

পাণ্ডববর্জিত - সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য।



মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র-যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, এই পাঁচ ভাইকে একত্রে পাণ্ডব বলা হয়। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে, পাণ্ডবদের যখন জুয়া খেলায় পরাজিত হতে হয়েছিল, তখন তাদের ১২ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়েছিল। এই বনবাসের সময় তারা নির্জন ও বন্য পরিবেশে বাস করতেন, যেখানে সভ্য মানুষের কোনো আনাগোনা ছিল না। এই বনভূমি ছিল হিংস্র পশু, রাক্ষস এবং অশুভ শক্তির আবাসস্থল। সেখানে কোনো সভ্যতা বা ন্যায়-নীতি ছিল না। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'পাণ্ডববর্জিত' বাগধারাটির উৎপত্তি। যে স্থান বা পরিবেশ থেকে পাণ্ডবের মতো সৎ, ধার্মিক এবং সভ্য মানুষেরা বঞ্চিত বা পরিত্যক্ত, সেই স্থানটি সভ্য মানুষের বসবাসের অযোগ্য।

পটোল তোলা - মারা যাওয়া।



'পটোল তোলা' মানে হলো - গাছ থেকে পটোল সবজি তুলে ফেলা। গাছ থেকে যখন পটোল তুলে নেওয়া হয়, তখন গাছে আর কোনো ফল অবশিষ্ট থাকে না, গাছ কার্যত 'শূন্য' হয়ে যায়, তার কার্যকারিতাও শেষ। তেমনি একজন মানুষ মারা গেলে তাঁর জীবন-কার্যও শেষ হয়ে যায়।

পেটের শত্রু - যে সন্তান মায়ের দুঃখের কারণ।

এখানে 'পেটের' বলতে মায়ের গর্ভকে বোঝানো হয়, যেখানে সন্তান থাকে, এবং 'শত্রু' বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে অনিষ্ট সাধন করে। এই বাগধারার মূল ধারণা হলো, যে সন্তানের জন্য মা অনেক কষ্ট সহ্য করেন, সেই সন্তানই যখন তার দুঃখের কারণ হয়, তখন সেই কষ্ট আরও তীব্র হয়। তাই, যখন কোনো সন্তান তার মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বা তার কষ্টের কারণ হয়, তখন সেই অকৃতজ্ঞতাকে তুলে ধরতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়, যা সেই দুঃখের গভীরতাকেও প্রকাশ করে।

পাততাড়ি গুটানো - জিনিসপত্র গোটানো।



'পাততাড়ি গুটানো' বাগধারাটি এসেছে তালপাতার গুচ্ছ গুটিয়ে শিক্ষার্থীদের বাড়ি ফেরার প্রাচীন প্রথা থেকে। 'পাত' মানে তালপাতা, আর 'তাড়ি' মানে এক গুচ্ছ বা গাদা। তাই পাততাড়ি শব্দের আদি অর্থ দাঁড়ায় তালের পাতার গুচ্ছ। প্রাচীনকালে, যখন কাগজের প্রচলন হয়নি, তখন শিক্ষার্থীরা পাঠশালায় লেখালেখি করত তালপাতায়। দিনের পড়াশোনা শেষে তারা সেই পাতার তাড়ি গুছিয়ে বাড়ি ফিরত। পাততাড়ি গুছিয়ে বাড়ি ফেরার এ প্রাচীন অনুষঙ্গ থেকে 'পাততাড়ি' শব্দের উৎপত্তি। তাই 'পাততাড়ি গুটানো' বলতে বোঝানো হলো - সব জিনিস গুটিয়ে নেওয়া, বিদায় নেওয়া বা চলে যাওয়া।

পুঁটি মাছের প্রাণ



ছোটো মন/ক্ষুদ্র প্রাণ/ক্ষীণজীবী লোক

যখন কোনো পুঁটি মাছকে জাল থেকে ডাঙায় তোলা হয়, তখন সে দ্রুত মারা যায়। তার জীবন এতটাই দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী যে সামান্য আঘাত বা প্রতিকূলতাই তার জন্য যথেষ্ট। এই বাস্তব চিত্রটি দিয়ে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে মানসিকভাবে দুর্বল, অল্পতেই ভেঙে পড়ে বা যার জীবন ক্ষণস্থায়ী।

কৈ মাছের প্রাণ



দীর্ঘজীবী/যা সহজে মরে না

কৈ মাছ তার অবিশ্বাস্য জীবনীশক্তির জন্য পরিচিত। এটি জল থেকে তুললেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে এবং জীবন্ত থাকে। এমনকি, পুকুর বা ডোবা শুকিয়ে গেলে এ কাদা বা অন্য জায়গায় হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই অসাধারণ সহনশীলতা থেকেই এই বাগধারাটির জন্ম হয়েছে।

Educationblog24.com

পেলা দেয়া - ত্রুটি সংশোধন করা।



পেলা - ঠেস, ধাক্কা বা ভর দিয়ে রাখা। পেলা দেওয়া - যখন কোনো বস্তু যেমন গাছ, ঘর বা বেড়া ভেঙে পড়তে থাকে, তখন তাকে খুঁটি, লাঠি বা অন্য কিছুর সাহায্যে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানোকে বোঝানো হয়। গ্রামীণ বাংলায় মাটির ঘর, বেড়া বা গাছপালা প্রায়ই বৃষ্টি-ঝড়ে দুর্বল হয়ে হেলে পড়ত। তখন মানুষ খুঁটি বা বাঁশ ঠেস দিয়ে সেটিকে আবার দাঁড় করাত। এই ঠেস দেওয়াকে বলা হতো 'পেলা দেওয়া'। এভাবে পেলা মানে দাঁড়িয়ে থাকা জিনিসকে ভেঙে পড়া থেকে বাঁচানো, অর্থাৎ তার ত্রুটি বা দুর্বলতা সামলে দেওয়া।

পোড়া কপালে - দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষের কপালকে তার ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এমন একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মানুষের কপালে তার ভাগ্যের রেখা লেখা থাকে। যদি এই রেখাগুলো স্পষ্ট এবং ভালো হয়, তবে সেই ব্যক্তির ভাগ্য ভালো হয়। এই প্রেক্ষাপটে, যখন কোনো ব্যক্তি চরম দুর্ভাগ্য বা মন্দভাগ্যের শিকার হয়, তখন তার সেই অবস্থাকে 'পোড়া কপাল' বলে অভিহিত করা হয়। এখানে 'পোড়া' শব্দটি বোঝায় যে, তার ভাগ্যের রেখা যেন আগুনে পুড়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তার ভালো ভাগ্য আর নেই। এই বাগধারাটি মানুষের সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, যেখানে ভাগ্যকে একটি শারীরিক অংশ হিসেবে দেখা হয়, যা পুড়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তার সৌভাগ্যও শেষ হয়ে যায়।

পাকা ধানে মই - অনিষ্ট করা।

কৃষিজীবী সমাজে পাকা ধান হলো কৃষকের বছরের পর বছর ধরে করা পরিশ্রমের চূড়ান্ত ফল। ধান যখন পেকে যায়, তখন কৃষকের মনে আনন্দ আসে, কারণ তার পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সময় হয়েছে। এই সময় যদি কেউ সেই পাকা ধানের উপর মই দিয়ে তা পিষে ফেলে, তাহলে সেই ধান নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। এটি কৃষকের জন্য একটি চরম নিষ্ঠুর এবং অপূরণীয় ক্ষতি।

পিপু ফিশু - বড় কুঁড়ে, নিতান্ত অলস, গোঁফ খেজুরে।



এক রাজা রাজ্যময় ঘোষণা দিলেন যে, রাজ্যের সকল অলস ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব রাজা নিজেই গ্রহণ করবেন। রাজার এই ঘোষণা শুনার পর রাজ্যের অনেক কর্মঠ ব্যক্তিও চলে এলো রাজার দরবারে। তারপর রাজা সকল অলসদের একটা বিশাল ঘরের মধ্যে বসতে দিয়ে পুরো ঘরের চারপাশে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুন দেখার পর যারা কর্মঠ ছিলো তারা দৌড়ে পালাতে শুরু করল। এর মাঝে ৩ জন ছিলো জাত অলস। ওদের একজনের আগুনের তাপ টের পেয়ে চোখ মেলার মত ইচ্ছা নাই। সে বলে উঠলো 'কতো রবি জ্বলেরে' মানে আজকে সূর্যের তাপ অর্থাৎ রোদ বেশি পড়ছে। পাশের অলস বলে 'কে বা আঁখি মেলেরে' তার চোখ খুলতেই অনিহা। আর শেষের জনের পিঠে তাপ লাগাতে সে বলতে চাইল 'পিঠ পুড়ে, ফিরে শুই'। কিন্তু এটা বলতেও অনেক কষ্ট। তাই বলে উঠে 'পিপু ফিশু'। ওদের অবস্থা দেখে রাজা তাদের সেরা কুঁড়ে/অলস হিসেবে পুরস্কার দিলেন। এই কাহিনি থেকেই নিতান্ত অলস বোঝাতে 'পিপু ফিশু' বাগধারার উৎপত্তি।

প্রমাদ গোনা - ভীত হওয়া।

'প্রমাদ' অর্থ ভুল, ভ্রান্তি, সর্বনাশ, বিপদ বা অমঙ্গল। 'গোনা' হলো - একের পর এক হিসেব করা, অর্থাৎ ঘনঘন মনে মনে চিন্তা করা। অতএব, 'প্রমাদ গোনা' মানে হলো - ভয়ে ভয়ে মনে মনে বিপদের আশঙ্কা করতে থাকা। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সমাজে অনিষ্ট বা বিপদের ভয়কে প্রকাশ করার জন্য 'প্রমাদ' শব্দ ব্যবহৃত হতো। মানুষ বিপদের ছায়া দেখলেই মনে মনে সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কা গুনতে শুরু করে। যেমন–যুদ্ধে সৈন্য যদি দেখে শত্রু প্রবল শক্তিশালী, তবে তারা মনে মনে নিজেদের অনিষ্ট গুনতে থাকে: আবার কোনো অসুখ দেখা দিলে রোগী বা তার পরিবার মনে মনে অনিষ্ট আশঙ্কা করে। সে যেন মনে মনে সম্ভাব্য বিপদগুলো (প্রমাদ) গণনা করতে থাকে। এখান থেকেই ধীরে ধীরে 'প্রমাদ গোনা' বাগধারাটি ভয় বা আতঙ্ক প্রকাশের প্রতীক হয়ে ওঠে।

Educationblog24.com

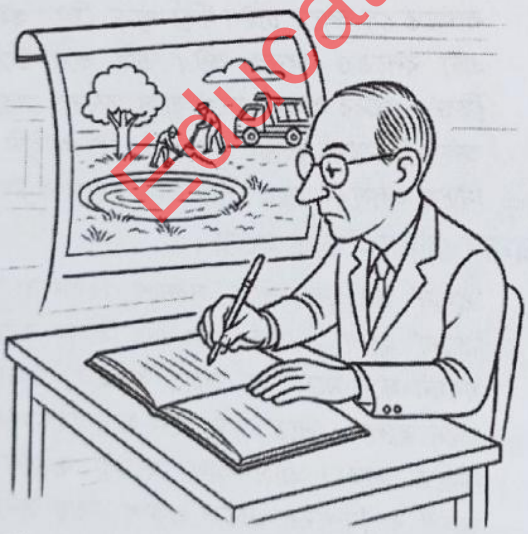
Educationblog24.com

পরশুরামের কুঠার - সর্ব সংহারক অস্ত্র/ নৃশংসভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের অস্ত্র।



পরশুরাম ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ ঋষি, যিনি একসময় প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। তাঁর পিতা জমদগ্নিকে ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্য অর্জুন হত্যা করলে পরশুরাম ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে তার কুঠার দিয়ে একুশবার পৃথিবী থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কে নির্মূল করেন। এই কুঠারটি কেবল একটি অস্ত্র ছিল না, বরং তা ছিল চরম ক্রোধ ও প্রতিশোধের প্রতীক। পরশুরামের হাতে থাকা এই কুঠারটি ছিল এক অবিস্মরণীয় ধ্বংসলীলার কারণ। এই পৌরাণিক কাহিনি থেকেই 'পরশুরামের কুঠার' বাগধারাটির উৎপত্তি। এটি এমন এক অস্ত্র বা শক্তিকে বোঝায়, যা চরম প্রতিশোধ বা ক্রোধের কারণে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। এটি কোনো সাধারণ ধ্বংস নয়, বরং এক নির্মম এবং সম্পূর্ণ বিনাশকে নির্দেশ করে।

পুকুর চুরি - বড় রকম চুরি।



বড়সাহেব ভাবলেন, অফিসের সামনে একটি সুন্দর পুকুর হলে ভালো হয়। সে লক্ষ্যে তিনি বাজেট চেয়ে উপরে লিখলেন। কিছুদিন পর অনুমোদনসহ বাজেট এল, কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই বড়সাহেবের বদলির হুকুম এসে যায়। তিনি খুব সুন্দর করে পুকুর খননের সব ভাউচার তৈরি করলেন। ফাইলের ভেতরে পুকুর কাটা হয়ে গেল। যেখানে যা যা করা দরকার সব ঠিকঠাক করে পকেট ভারি করে তিনি বিদায় নিলেন। নতুন বস এসে দেখলেন পুকুর আছে/ পুকুর নেই। তিনি বুদ্ধিমান। অতএব দেরি না করে অপরিকল্পিত পুকুর ভরাটের জন্য বাজেট চেয়ে উপরে লিখলেন। যথাসময়ে রমরমা বাজেট এসে গেল। তিনি খুব সুন্দর করে পুকুর ভরাটের সব ভাউচার তৈরি করলেন। ফাইলের ভেতরে পুকুর ভরাট হয়ে গেল। অতঃপর যেখানে যা যা করা দরকার সব ঠিকঠাক করে নিজের সিন্দুক ভারি করে সুখনিদ্রা উপভোগ করলেন।

পাটিপত্র - বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করার চুক্তি বিশেষ।



পাটি: এটি হলো এক ধরনের মাদুর বা চাটাই, যা গ্রামের বাড়িতে মেঝেতে বসার জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্র এর অর্থ হলো চিঠি বা লিখিত দলিল। প্রাচীন বাংলার সমাজে, যখন কোনো দুটি পরিবারের মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ হতো, তখন উভয় পক্ষের মুরুব্বিরা ঘরের মেঝেতে মাদুর বা পাটির ওপর বসে আলোচনা করতেন। এই আলোচনা শেষে যখন বিয়ের শর্তাবলী পাকা হয়ে যেত, তখন তার লিখিত দলিল তৈরি করা হতো, যাকে 'পাটিপত্র' বলা হতো। এই পত্রটি ছিল বিবাহ-সম্পর্কের একটি চূড়ান্ত ও আইনসম্মত প্রমাণ।

পয়লানম্বর - অতি চমৎকার।

যখন কোনো কিছুকে তার গুণগত মান বা গুরুত্ব অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়, তখন তার প্রথম স্থানটিই সেরা বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ, প্রথম নম্বর বা পয়লা নম্বর হলো সেই স্থান, যা সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে প্রশংসার যোগ্য।

পাখিপড়া করা - বার বার শেখানো।

টিয়াপাখিকে মানুষের মতো কথা শেখানোর একটি দীর্ঘদিনের প্রথা প্রচলিত আছে। টিয়াপাখিরা কোনো কথার অর্থ বোঝে না, কিন্তু বার বার শুনতে শুনতে তারা সেই কথাগুলো হুবহু নকল করতে পারে। এই কাজটি করার জন্য বারবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করে শেখাতে হয়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারাটির রূপক

Educationblog24.com

অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো বিষয় শিক্ষার্থীদেরকে বারবার মুখস্থ করানো হয়, যাতে তারা কোনো কিছুর অর্থ না বুঝেও তা হুবহু বলতে পারে, তখন সেই শিক্ষাপদ্ধতিকে 'পাখিপড়া করা' বলা হয়।

পটের বিবি - সুসজ্জিত/ সেজেগুজে বসে থাকে এমন বিলাসী ও নিষ্কর্মা মেয়ে।



পটের: পট হলো কাপড় বা কাগজের উপর বিশিষ্ট ঢঙে আঁকা চিত্র বা চিত্রাবলী। বিবি: সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত বংশের নারী বা স্ত্রী বা বউ। বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটশিল্পে প্রায়শই দেব-দেবী, রাজপরিবারের সদস্য বা সমাজের অভিজাত নারীদের ছবি আঁকা হতো। এই ছবিগুলোতে নারীদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো পোশাকে, অলংকারে সজ্জিত অবস্থায় দেখা যেত। ছবির এই চরিত্রগুলো ছিল নিষ্ক্রিয়, তাদের একমাত্র কাজ ছিল সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে ছবিতে ফুটে থাকা। পটের বিবি বলতে এমন এক নারীকে বোঝানো হয়, যিনি পটের ছবির মতো দেখতে সুন্দর এবং সুসজ্জিত। কিন্তু ছবির চরিত্রের মতোই তিনি কোনো কাজ করেন না, নিষ্কর্মা হয়ে বিলাসে দিন কাটান।

পোঁ ধরা - তোষামোদ করা/ অন্যকে দেখে একই কাজ করা / চাটুকার বৃত্তি।



বাংলার বিয়ে-শাদি, পূজা-পার্বণ, কিংবা জমিদারবাড়ির উৎসবে সানাই বাজানো ছিল অত্যন্ত প্রচলিত। এখানে মূল সানাইবাদক নানা রাগিণী ও সুর বাজাতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সহকারী সানাইবাদক কেবল একটানা 'পোঁ পোঁ' বাজিয়ে যেতেন। এই সহকারী বাদকের কাজ ছিল প্রধান বাদকের অনুকরণে একঘেয়ে সুর বাজানো। তিনি স্বাধীনভাবে নতুন সুর তুলতে পারতেন না, বরং কেবল 'পোঁ' বাজানোই ছিল তাঁর কর্তব্য। এই প্রথাগত বাদ্যযন্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে "পোঁ ধরা" বাগধারার অর্থ দাঁড়িয়েছে - **তোষামোদ করা** - অন্যের সুর/কথার সঙ্গে একটানা হ্যাঁ-হ্যাঁ করে যাওয়া। **অন্ধ অনুকরণ** - নিজস্ব কিছু না বলে কেবল অপরের সুর ধরে বাজানো। **চাটুকার বৃত্তি** - মূল বাদকের মতো মূল সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, বরং তাকে সমর্থন দিয়ে চলা।

পিত্ত জলে যাওয়া - অতিশয় ক্রোধান্বিত হওয়া।

এই বাগধারাটি এসেছে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে। এখানে 'পিত্ত' হলো মানবদেহের একটি উপাদান, যা শরীরের তাপ এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। আর 'জ্বলে যাওয়া' মানে হলো আগুনে জ্বলে ওঠা। আয়ুর্বেদ মতে, যখন কোনো ব্যক্তি প্রচণ্ড রাগে থাকে, তখন তার শরীরের ভেতরের পিত্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যা তার ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থা বোঝানোর জন্য বলা হয় যে তার 'পিত্ত জ্বলে গেছে'। তাই, এই বাগধারাটি রাগের চূড়ান্ত পর্যায়কে বোঝায়, যা শরীরের ভেতরে এক ধরনের আগুন তৈরি করে।

পঞ্চম বাহিনী (Fifth column) - বিশ্বাসঘাতক।

১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধ চলাকালীন, ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা মাদ্রিদ শহর অবরোধ করে। জাতীয়তাবাদী জেনারেল এমিলিও মোলা যুদ্ধের সময় একটি রেডিও ভাষণে বলেন যে, তার অধীনে থাকা চারটি সামরিক বাহিনী শহরের বাইরে থেকে মাদ্রিদকে আক্রমণ করছে, এবং শহরের ভিতরে থাকা তাদের সমর্থকরাই হলো তাদের 'পঞ্চম বাহিনী'। এই পঞ্চম বাহিনী শহরে থেকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং ভেতরের দিক থেকে আক্রমণ করে জাতীয়তাবাদী বাহিনীর বিজয় নিশ্চিত করবে। জেনারেল মোলার এই উক্তিটি দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'পঞ্চম বাহিনী' শব্দটি বিশ্বাসঘাতক, অন্তর্ঘাতকারী এবং গোপনে শত্রুকে সাহায্য করা ব্যক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। এটি এমন এক ধরনের গুপ্ত বাহিনীর কথা বলে, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু তা ভেতরে থেকেই নিজের পক্ষের ক্ষতি সাধন করে।

পত্রপাঠ - তৎক্ষণাৎ/ অবিলম্বে/ সঙ্গে সঙ্গে।

প্রাচীনকালে যখন কোনো রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কোনো জরুরি বার্তা বা আদেশ পাঠাতেন, তখন সেই আদেশটি লিখিতভাবে একটি পত্রে করে পাঠানো হতো। এই পত্রটি পাওয়ার পর সেটির বিষয়বস্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাঠ করা হতো এবং তা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই

Educationblog24.com

সেই আদেশ কার্যকর করা হতো। কোনো ধরনের বিলম্ব করা হতো না, কারণ বিলম্ব করাটা সেই আদেশ অমান্য করার শামিল ছিল। এই বাস্তব প্রথাটি থেকেই 'পত্রপাঠ' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে।

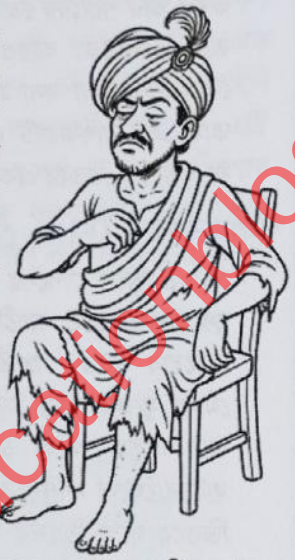
পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা - অপ্রীতিকর আলোচনা/ পুরোনো প্রসঙ্গে কটাক্ষ করা।

কাসুন্দি হলো সরিষার তৈরি একধরনের মসলা বা আচার। এটি দীর্ঘদিন রেখে দিলে অনেক সময় দুর্গন্ধ ছড়ায় বা টক-ঝাল স্বাদে তীব্র হয়ে যায়। বাঙালি সমাজে কাসুন্দি তৈরি করা একটি ঐতিহ্য। পুরনো কাসুন্দি যখন অনেক দিন ধরে পাত্রে রাখা হয়, তখন তার নিচে একটি ঝাঁজালো এবং তীব্র গন্ধযুক্ত জমা হয়। যদি সেই পুরনো কাসুন্দি নাড়াচাড়া হয়, তবে সেই তীব্র গন্ধ আবার ছড়িয়ে পড়ে এবং অপ্রীতিকর মনে হয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো অপ্রীতিকর অতীত বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করা ঠিক সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার মতোই। যেমন পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটলে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি অতীতের অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তার তিক্ততা আবার ফিরে আসে।

ফ

ফতো

ফতো নবাব/বাবু - সম্বলহীনের বড়লোকি ভাব।



ফতো: মানে ফতুর, ফকির অর্থাৎ গরিব, নিঃস্ব, কপর্দকহীন।
নবাব: ক্ষমতাবান রাজপুরুষ, শাসক, ধনাঢ্য অভিজাত শ্রেণির মানুষ। বাংলায় নবাবশাসনকাল ছিল আভিজাত্যপূর্ণ। নবাবেরা অঢেল সম্পদ, দালানকোঠা, বিলাসবহুল পোশাক-আশাক, হীরের গয়না, দাস-দাসী, পালকি, হাওদা ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গ্রামে বহু মানুষ ছিল যাদের হাতে কোনো ধনসম্পদ ছিল না, কিন্তু তারা কথাবার্তায়, পোশাকে বা আচরণে নিজেদের ধনী প্রমাণ করার চেষ্টা করত। যেমন- ঋণ করে গয়না কেনা, ভাড়ায় সাজগোজ করা, কিন্তু বাস্তবে দারিদ্র্যের জীবনযাপন। গ্রামীণ সমাজে যদি কারও সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সে বড়লোকি দেখাতে চাইত, তাকে হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ করে বলা হতো 'ফতো নবাব'। অর্থাৎ যার ফতো আছে, কিন্তু নবাবি নেই।

ফতুর হওয়া - নিঃস্ব।

যখন কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ বা সম্পত্তি এমনভাবে হারায় যে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তার এই অবস্থাকে 'ফতুর হওয়া' বলা হয়। এই শব্দটি এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক পতনের প্রতীক, যেখানে কোনো ব্যক্তি তার সব কিছু হারায়।

ফুল

ফুলের আঘাত - সামান্য দুঃখ-কষ্ট।

ফুল এতটাই কোমল ও নরম যে, তা দিয়ে আঘাত করলে কোনো ব্যথা বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি কোনো ব্যক্তি ফুল দিয়ে আঘাত করে, তবে সেই আঘাত খুবই হালকা এবং তুচ্ছ হয়। এই হালকা আঘাতে কষ্ট হয় না বললেই চলে। এই বাস্তব চিত্র থেকেই 'ফুলের আঘাত' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো দুঃখ বা কষ্ট যদি সামান্য হয় এবং তা সহজেই সহ্য করা যায়, তখন তাকে 'ফুলের আঘাত' বলে অভিহিত করা হয়।

ফুলটুসি - সহজে আহত বোধ করে যে।



ফুল অত্যন্ত কোমল। সামান্য চাপ, ধাক্কা বা টোকায় ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে যায়, রঙ মলিন হয়ে যায় বা আকৃতি নষ্ট হয়।

'টুসি' মানে টোকা বা ছোট আঘাত, খোঁচা বা স্পর্শ। ফুল + টুসি অর্থ দাঁড়ায় - ফুলের মতো নরম জিনিসে সামান্য আঘাত বা টোকা বা খোঁচা লাগা। যে ব্যক্তি সামান্য কথায়, সামান্য আঘাতে, বা সামান্য তিরস্কারে সহজেই আহত বা কষ্ট পায়, তাকে ফুলটুসি বলা হয়।

ফুলবাবু - বিলাসী।

উনিশ ও বিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনামলে কলকাতা শহরে এক নতুন শ্রেণির মানুষের আবির্ভাব ঘটে, যাদের বলা হতো 'বাবু'। এরা ছিলেন বিত্তশালী এবং অনেকেই ছিলেন শৌখিন ও বিলাসী। তারা কাজে

Educationblog24.com





Educationblog24.com

Educationblog24.com

ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব - নিয়ন্ত্রণহীন দানবীয় সৃষ্টি।



১৮১৮ সালে প্রকাশিত ম্যারি শেলীর উপন্যাস 'ফ্রাংকেনস্টাইন' থেকে এই বাগধারাটির উৎপত্তি। এই উপন্যাসে বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন বিভিন্ন মৃতদেহের অংশ দিয়ে একটি নতুন জীব তৈরি করেন। কিন্তু তার তৈরি সেই দানবটি ছিল দেখতে কুৎসিত এবং ভয়ংকর। এ কারণে সে ছিল নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। দানবটি তার স্রষ্টার কাছ থেকে ভালোবাসা ও স্বীকৃতি না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয় এবং তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত সেই দানবটি তার স্রষ্টার পরিবার ও বন্ধুদের হত্যা করে এবং তার জীবনের সব আনন্দ কেড়ে নেয়। এই কাহিনি থেকে 'ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব' বাগধারাটির সৃষ্টি। এটি সেই ধরনের সৃষ্টিকে বোঝায়, যা তার স্রষ্টারই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়।

ফাঁপা

ফেঁপে ওঠা - ধনবান হওয়া।

যখন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে সম্পদশালী হয়, তখন তার জীবনযাত্রা এবং আর্থিক অবস্থার একটি আকস্মিক উন্নতি ঘটে। এই উন্নতিকে একটি শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন, কোনো জিনিস ফুলে গেলে তার আকৃতি বেড়ে যায়, তেমনি কোনো ব্যক্তি ধনবান হলে তার সামাজিক মর্যাদা এবং প্রভাবও বেড়ে যায়। এই বাগধারাটি প্রায়শই ব্যঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেখানে বোঝানো হয় যে, সেই ব্যক্তি কোনো পরিশ্রম ছাড়াই বা অন্যায়ভাবে হঠাৎ করে সম্পদশালী হয়েছে।

ফাঁপা ঢেঁকি - সামর্থ্যহীন।

ঢেঁকি সাধারণত ভারী এবং শক্তিশালী হয়, এবং এটি ধান ভাঙার মতো কঠিন কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন একটি ঢেঁকি ফাঁপা হয় বা তার ভেতরে কোনো কাঠ না থাকে, তখন তার কোনো শক্তি বা কার্যকারিতা থাকে না। এটি দেখতে ঢেঁকির মতো হলেও, এটি কোনো কাজ করতে পারে না। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ফাঁপা ঢেঁকি' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বাইরে থেকে দেখতে শক্তিশালী বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও তার আসলে কোনো সামর্থ্য নেই।

ফোড়ন কাটা/ দেওয়া - কথার মাঝে বৃথা টিপ্পনী কাটা।

ফোড়ন কাটা এই কথাটির উৎস হলো রান্নাঘর। সবজি বা ডাল রান্নার একপর্যায়ে ফোড়ন দিতে হয়। গরম তেলে ভেজে নেওয়া শুকনা মরিচ, জিরা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলাকে বলা হয় ফোড়ন। রান্না কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে ফোড়ন তৈরি করে সেখানে ঢেলে দিতে হয় সবজি বা ডাল। ফোড়ন দেওয়ার সময় ছ্যাঁৎ করে শব্দ হয়। একইভাবে দুজনের কথার মাঝখানে তাদের থামিয়ে মন্তব্য করাকে বলা হয় ফোড়ন কাটা। আলাপের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলা বা ফোড়ন কাটা ওই দুজনের জন্য বিরক্তির কারণ হয়।

ফুসমন্তর - ফাঁকির মন্ত্র।

জাদু করার সময় অনেক ওঝা বা জাদুকর কিছু মন্ত্র পড়ার পর মুখে ফু দিতেন, যেন সেই ফুঁয়ের মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই 'ফুস' শব্দটি দিয়ে সেই ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য কাজটিকে বোঝানো হয়েছে, যা কোনো সত্যিকারের প্রভাব ফেলে না, বরং কেবল ভান বা কৌশল মাত্র। মন্তরঃ মানে মন্ত্র বা যাদু। ফুসমন্তর বলতে এমন কোনো ভুয়া সমাধান বা কৌশলকে বোঝানো হয়, যা দেখে মনে হয় খুব সহজে কোনো সমস্যার সমাধান করা যাবে, কিন্তু বাস্তবে তার কোনো কার্যকারিতা নেই। এটি কোনো ব্যক্তির ভণ্ডামি বা প্রতারণাকে নির্দেশ করে, যেখানে সে কেবল ফাঁকা বুলি দিয়ে মানুষকে বোকা বানায়।

ফুটো পয়সার লড়াই - সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ



প্রাচীনকালে যখন পয়সা মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল, তখন কিছু পয়সার মাঝখানে ছিদ্র থাকত। এই ছিদ্রযুক্ত পয়সাগুলো দিয়ে কোনো কেনাকাটা করা যেত না, কারণ এগুলো ছিল মূল্যহীন। এই কারণে, এই পয়সাগুলো ছিল সবার কাছেই অপ্রয়োজনীয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ফুটো পয়সার লড়াই' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন একটি মূল্যহীন বা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে, যা থেকে কোনো লাভ নেই, তখন সেই ঝগড়াকে ফুটো পয়সার লড়াই বলে অভিহিত করা হয়।

Educationblog24.com

ব

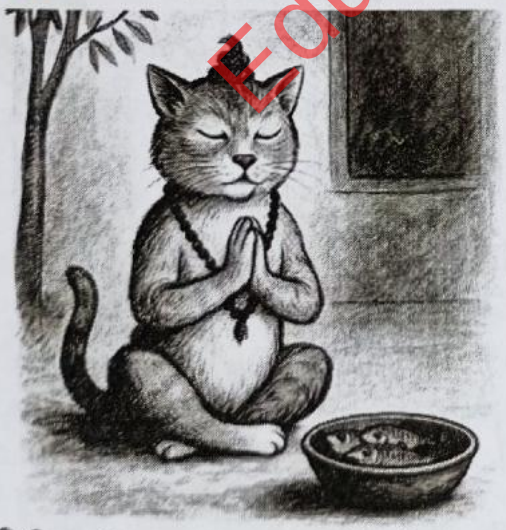
বিড়াল

বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা - বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।



এই বাগধারাটির মূল ভিত্তি একটি বিখ্যাত উপকথা, ঈশপের গল্প 'ইঁদুর ও বিড়াল'। গল্পটি হলো, এক বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল, যা সব ইঁদুরকে ধরে খেত। ইঁদুরেরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য একটি উপায় বের করার জন্য আলোচনায় বসল। এক তরুণ ইঁদুর প্রস্তাব দিল যে, বিড়ালের গলায় একটি ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হোক। যখনই বিড়াল আসবে, ঘন্টার শব্দ শুনে তারা সতর্ক হয়ে যাবে। এই প্রস্তাবটি সবাই সমর্থন করল, কিন্তু যখনই প্রশ্ন উঠল 'কে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে?', তখন কোনো ইঁদুরই সাহস দেখাল না। কারণ, এটি একটি অসম্ভব এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

বিড়াল তপস্বী - ভণ্ড লোক।

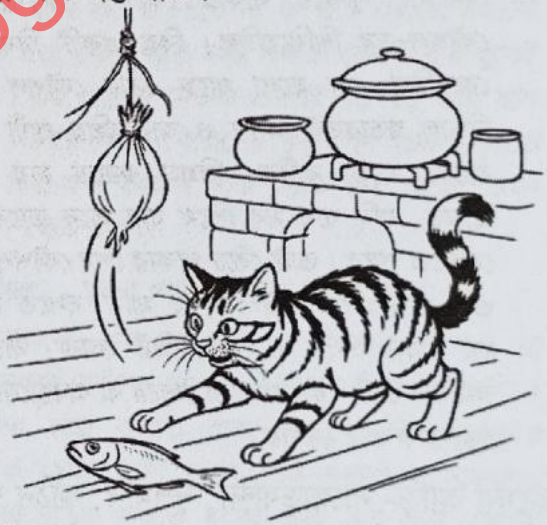


একটি বিড়াল কিছু মাছ ধরার জন্য নদীর তীরে তপস্যা করার ভান করে বসে থাকত। সে এমনভাবে ধ্যান করত যেন সে একজন সাধু পুরুষ এবং তার কোনো লোভ নেই। কিন্তু যখনই কোনো মাছ তার সামনে আসত, তখন সে দ্রুত তাকে ধরে খেত। তার এই ভণ্ডামি এবং কপটতা সহজেই ধরা পড়ে যেত। এই গল্পটি থেকে 'বিড়াল তপস্বী' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। যে বাইরে সাধু বা ধার্মিকের ভান করে, কিন্তু তার ভেতরে অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। এই ব্যক্তি তার নির্দোষ চেহারার আড়ালে লুকিয়ে থেকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে।

বিড়ালের আড়াই পা - বেহায়াপনা/ ক্ষণস্থায়ী রাগ।

বিড়ালকে তাড়িয়ে দিলে সে সামান্য কয়েক পা (আড়াই পা) গিয়ে আবার ফিরে আসে। তার এই আচরণ থেকে দুটো অর্থই তৈরি হয়েছে: ১. বেহায়াপনা: তাড়িয়ে দেওয়ার পরেও ফিরে আসাটা তার বেহায়াপনা বা নির্লজ্জতাকে বোঝায়। ২. ক্ষণস্থায়ী রাগ: যে রাগ বা ভয় নিয়ে বিড়ালটি সরে গিয়েছিল, তা আড়াই পা যেতে না যেতেই শেষ হয়ে যায়, যা ক্ষণস্থায়ী রাগের প্রতীক।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া - হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ/ভাগ্যক্রমে বিনা চেষ্টাতে কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ।



প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে যখন ফ্রিজ ছিল না, তখন খাবার সংরক্ষণের জন্য শিকা ব্যবহার করা হতো। এই শিকাটি সাধারণত ঘরের সিলিং থেকে ঝুলানো হতো, যাতে বিড়ালের মতো প্রাণী তার নাগাল না পায়। বিড়াল প্রায়শই এই শিকা থেকে খাবার চুরি করার চেষ্টা করত, কিন্তু তারা সাধারণত সফল হতো না। কিন্তু যদি কখনো কোনো কারণে শিকাটি ছিঁড়ে যেত এবং খাবার নিচে পড়ে যেত, তবে বিড়ালটি বিনা চেষ্টায় সেই খাবার পেয়ে যেত। এই দৃশ্য থেকে মানুষের মধ্যে প্রবাদ তৈরি হয় - 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া' অর্থাৎ, প্রচেষ্টা ছাড়াই হঠাৎ ভাগ্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত কিছু পেয়ে যাওয়া।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

বাঘ

বাঘের দুধ/ চোখ - অসম্ভব বস্তু, দুঃসাধ্য বস্তু।



বাঘ হলো একটি হিংস্র এবং ভয়ংকর প্রাণী, যার কাছে যাওয়া বা তার কোনো কিছু সংগ্রহ করা অসম্ভব। দুধ এবং চোখ হলো এমন দুটি জিনিস, যা বাঘের কাছ থেকে নিতে হলে তার জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়। এই বাগধারাটি বাঘের মতো একটি প্রাণীর কাছ থেকে কোনো কিছু সংগ্রহের অসম্ভবতাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। এটি এমন একটি কাজকে বোঝায় যা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, এবং এর জন্য প্রচুর সাহস ও ঝুঁকি প্রয়োজন।

বাঘের মাসি - আরাম প্রিয় ব্যক্তি।

বাংলা লোককথায় প্রচলিত আছে - এক সময় বিড়াল বাঘের মাসি ছিল। বিড়ালই বাঘটিকে শিকার ধরার কৌশল, লুকিয়ে থাকার কৌশল, ঝাঁপিয়ে পড়ার কৌশল-সব শিখিয়েছিল। কিন্তু একটি বিষয় গোপন রেখেছিল, তা হলো গাছে ওঠার কৌশল। কারণ, বিড়াল স্বভাবতই অলস ও আরামপ্রিয় প্রাণী এবং সে বাঘের মতো কঠিন পরিশ্রম করতে চায় না। সে জানত, যদি বাঘ সব শিখে যায় তবে তাকে বিপদে ফেলতে পারে। তাই বেঁচে থাকার শেষ কৌশলটি-গাছে ওঠা-শেখায়নি। তাই 'বাঘের মাসি' বলতে বোঝানো হয় এমন অলস ও আরামপ্রিয় লোক, যার নিজস্ব কর্মশক্তি নেই; কিন্তু অন্যের জোরে বা অবস্থানের কারণে বড়লোকি ভাব দেখায়।

বাঘের আড়ি- নাছোড়বান্দা, দুশমনি, কঠিন শত্রুতা।

আড়ি শব্দের অর্থ হলো-অসদ্ভাব, আক্রোশ বা শত্রুতা; আর বাঘ হলো হিংস্র, মাংসাশী প্রাণী, যে শিকার ধরতে নাছোড়বান্দা। ক্ষুধার্ত হলে বাঘ মানুষকেও আক্রমণ করে, সামনে থেকে না পেলে ঘুরে পিছন থেকে আঘাত করে, পাল্টা আঘাতে সরে যায় না, বরং নতুন কৌশলে আবার হামলা চালায়। বাঘের এই ক্ষিপ্রতা, আক্রোশ, শত্রুর পিছু না ছাড়ার স্বভাব ও হিংস্রতার কারণে 'বাঘের আড়ি' বাগধারার জন্ম হয়েছে। এখানে বাঘের মতো ভয়ংকর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুতাকে বোঝানো হয় - যেখানে প্রতিপক্ষ এতটাই নাছোড়বান্দা যে একবার দুশমন হলে যেকোনো কৌশলে সে প্রতিশোধ নেবে। তাই 'বাঘের আড়ি' মানে হলো - প্রবল শত্রুতা বা নাছোড়বান্দা দুশমনি।

বাঘের পিঠে সওয়ার - আগাম বিপদের সতর্কবার্তা



'বাঘের পিঠে সওয়ার' মানে হলো বাঘের পিঠে চড়া। এটি একটি দুঃসাহসিক কাজ। গ্রামীণ বাংলার লোকবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতায় বাঘ ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী। একবার যদি কেউ বাঘের পিঠে চড়ে, তখন নামার উপায় আর থাকে না-কারণ নামলেই বাঘ তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। অর্থাৎ, বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া মানে হলো এমন এক অবস্থায় পড়া, যেখানে না এগোনো সম্ভব, না পিছোনো; শুধু নিশ্চিত বিপদের দিকে এগোতে থাকা। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে "বাঘের পিঠে সওয়ার" বাগধারা। এটি ব্যবহার করা হয় এমন পরিস্থিতি বোঝাতে, যেখানে কেউ ভুল সিদ্ধান্ত, দুঃসাহসী পদক্ষেপ বা বিপজ্জনক উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছে, আর এখন সে চাইলেও সরে আসতে পারছে না। ফলে, আগাম বিপদের সতর্কবার্তা এই বাগধারার মূল ভাবার্থ।

বসন্তের কোকিল - সুদিনের বন্ধু।



কোকিল পাখি তার গানের জন্য পরিচিত। কিন্তু এই পাখি কেবল বসন্তকালেই গান গায়। যখন বসন্তকাল চলে যায় এবং গ্রীষ্ম আসে, তখন কোকিল আর গান গায় না এবং তার উপস্থিতি বোঝা যায় না। কোকিলের এই স্বভাবকে মানুষের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বসন্তের কোকিল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কেবল ভালো সময়ে (বসন্তকালে) পাশে থাকে এবং খারাপ সময়ে (যখন বসন্তকাল চলে যায়) ছেড়ে চলে যায়, তখন তাকে 'বসন্তের কোকিল' বলে

Educationblog24.com

অভিহিত করা হয়। এই ব্যক্তি তার বন্ধুদের দুঃসময়ে কোনো সাহায্য করে না, বরং কেবল তাদের সুসময়ে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে।

বাস্তুঘুঘু - প্রচ্ছন্ন শয়তান।

বাস্তু - যে স্থানে বসতি করে, অর্থাৎ বসত বাড়ি। বাংলার লোকবিশ্বাসে ঘুঘু পাখির ডাক সর্বদা অমঙ্গল, মৃত্যু বা দুঃসংবাদ বহন করে বলে মনে করা হতো। রাতের বেলা এদের ডাক শুনে গ্রামবাংলার মানুষ মনে করতো, পরিবারের কারও মৃত্যু বা সর্বনাশ আসন্ন। এই ভয় থেকে 'বাস্তুঘুঘু' হয়ে ওঠে এক ধরনের প্রতীক–যে চুপিসারে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে, কারও অজান্তে সর্বনাশ ডেকে আনে। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা সামনাসামনি খুব ভদ্র বা শান্ত স্বভাবের ভান করে, কিন্তু অন্তরে লুকিয়ে রাখে হিংসা, শত্রুতা ও কূটচাল। তারা প্রকাশ্যে নয়, গোপনে অন্যের ক্ষতি করে। এদেরকেই তির্যক ভঙ্গিতে বলা হয় 'বাস্তুঘুঘুৎ'।

বার

বারো ভূত - অনাত্মীয় লোকজন।

'বারো' শব্দটি অগণিত বা অনেককে বোঝায় এবং 'ভূত' হলো এমন একটি অস্তিত্ব যার কোনো পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন নেই। এই বাগধারাটির পেছনের মূল ধারণাটি হলো, যখন কোনো পরিবারে অনেক অনাত্মীয় বা অচেনা লোকের সমাগম ঘটে, তখন তাদের 'বারো ভূত' বলে ব্যঙ্গ করা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, এই লোকগুলোর সঙ্গে কোনো রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা নেই। তাই, এই বাগধারাটি অনাত্মীয়তা এবং বহিরাগতদের উপস্থিতি বোঝায়, যা কোনো পরিবারের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে।

বারো মাস তেরো পার্বণ - উৎসবের আধিক্য।



বাংলা সংস্কৃতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর উৎসবমুখরতা। বাংলায় প্রতিটি ঋতু, মাস, ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে কোনো না কোনো পার্বণ (উৎসব) - যেমন বসন্তে দোলযাত্রা, বৈশাখে পহেলা বৈশাখ, বর্ষায় রথযাত্রা, শরতে দুর্গাপূজা, শীতে পৌষসংক্রান্তি ইত্যাদি। কৃষিভিত্তিক সমাজে মৌসুম পরিবর্তন, ফসল কাটার সময়, দেব-দেবীর পূজা, পারিবারিক অনুষ্ঠান–সব মিলিয়ে বছরের প্রতিটি মাসেই থাকে উৎসব। ফলে কথ্যভাষায় লোকেরা মজা করে বলত– 'বারো মাসেও কম নয়, তার চেয়ে বেশি তেরো পার্বণ।' অর্থাৎ উৎসব-অনুষ্ঠান এত বেশি যে বছর যেন পার্বণেই ভরে ওঠে।

বাপান্ত করা - গালাগালি দেয়া।

বাপান্ত = বাপ (বাবা) + অন্ত (শেষ)। গালি দিতে দিতে অবশেষে বাপের উল্লেখ করে গালি দেওয়া। আমাদের সমাজে গালাগালির একটি প্রচলিত রূপ হলো কোনো ব্যক্তির বাবাকে নিয়ে গালি দেওয়া। এই ধরনের গালি দেওয়াকে অত্যন্ত জঘন্য এবং অপমানজনক মনে করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি অন্যকে গালি দিতে গিয়ে তার বাবাকে নিয়ে আসে, তখন সেই গালিটি চরম পর্যায়ে চলে যায়। 'বাপান্ত করা' মানে হলো এমনভাবে গালি দেওয়া যা তার বাবার সম্মানকে শেষ করে দেয়।

বচনবাগীশ - কেবল কথায় পটু।

বচন হলো কথা বা বাক্য। এটি কোনো ব্যক্তির বলার ক্ষমতাকে বোঝায়। বাগীশ অর্থ হলো পণ্ডিত বা দক্ষ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল কথা বলাতেই পণ্ডিত। সে বাস্তবে কোনো কাজ করতে পারে না বা তার কাজের কোনো কার্যকারিতা নেই। তার সমস্ত দক্ষতা কেবল তার মুখেই থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিরা প্রায়শই বড় বড় কথা বলে এবং অন্যের কাছে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে চায়, কিন্তু যখন কোনো কাজ করার সময় আসে, তখন তারা পিছিয়ে যায়।

বেগার ঠেলা - বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা।

প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে, জমিদার, রাজা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের কাজ করতে বাধ্য করত। এই জোরপূর্বক শ্রমকে 'বেগার' বলা হতো। এই কাজগুলো সাধারণত অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে হতো এবং এর জন্য কোনো মজুরি দেওয়া হতো না। এই ধরনের কাজ করা ছিল সাধারণ মানুষের জন্য এক ধরনের বোঝা। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বেগার ঠেলা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। 'বেগার' হলো সেই বিনামূল্যে শ্রম, আর 'ঠেলা' হলো অনিচ্ছাসহকারে সেই কাজটি সম্পন্ন করা। বাগধারাটি দিয়ে এমন কোনো কাজকে বোঝানো হয়, যা করতে কারো কোনো আগ্রহ নেই, এবং যার জন্য তাকে কোনো পারিশ্রমিকও দেওয়া হয় না।

বাঁ-হাতের ব্যাপার - ঘুষ।

ঘুষ সাধারণত টেবিলের নিচ দিয়ে বাম হাতেই গ্রহণ করা হয়, তাই 'বাঁ-হাতের ব্যাপার' বলতে 'ঘুষ'কেই বোঝানো হয়।

Educationblog24.com

বুক

বুক-চাপড়ানো - হতাশা বা দুঃখে হায় হায় করা।

মানব সমাজে যখন কোনো বড় দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা ক্ষতি হয়, তখন মানুষ তাদের দুঃখ ও হতাশা প্রকাশ করার জন্য বুক চাপড়ায়। এই অঙ্গভঙ্গিটি তাদের হৃদয়ের কষ্ট, যন্ত্রণা এবং আফসোসকে প্রকাশ করে। বুক চাপড়ানো এমন একটি শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা কোনো কথা না বলেও সেই ব্যক্তির দুঃখের গভীরতাকে ফুটিয়ে তোলে।

বুকের পাটা - সাহস।

আমাদের সমাজে বুককে সাহসের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি সাহস দেখায়, তখন বলা হয় তার 'বুকের পাটা' আছে। এখানে 'পাটা' শব্দটি সেই সাহসের গভীরতা এবং দৃঢ়তাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। এটি এমন এক ধরনের সাহসকে বোঝায় যা কোনো কঠিন বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার জন্য অপরিহার্য। প্রাচীনকালে যখন কোনো যোদ্ধা বা বীর সাহস দেখাত, তখন তার এই সাহসিকতাকে তার বুকের শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হতো। এই বাগধারাটি সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, যেখানে শারীরিক শক্তি এবং সাহসিকতা একসঙ্গে থাকে। এই বাগধারাটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে কোনো কঠিন বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভয় পায় না। এটি সেই ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং নির্ভীকতাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। এটি এমন একটি গুণ যা কোনো ব্যক্তি তার জীবন এবং কর্মজীবনে সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন।

বাজ

বাজখাঁই আওয়াজ - অত্যন্ত কর্কশ, গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

এখানে 'বাজ' এসেছে বজ্র থেকে, যার মানে আকাশের প্রচণ্ড গর্জন; 'খাঁই' হলো প্রতিধ্বনিমূলক ধ্বনি, পাহাড়-গুহায় বজ্রপাতের গর্জনের মতো প্রতিধ্বনি ধরা শব্দ; আর 'আওয়াজ' মানে শব্দ বা ধ্বনি। বজ্রের শব্দ যেমন হঠাৎ তীব্রভাবে কানে বাজে, ভীতিপ্রদ ও কর্তৃত্বপূর্ণ মনে হয়, তেমনি মানুষের গলা যদি অতিরিক্ত কর্কশ, রুক্ষ ও বজ্রগম্ভীর হয়, তাকে তুলনা করা হয় বজ্রধ্বনির সঙ্গে। বাংলা লোকজ সংস্কৃতিতে বজ্রপাত ছিল ভয় ও শক্তির প্রতীক, তাই এমন কণ্ঠকে বলা হয় 'বাজখাঁই আওয়াজ', যা ভীতিপ্রদ, গম্ভীর ও কর্তৃত্বশীল ধ্বনিকে প্রকাশ করে।

বাজারে কাটা - বিক্রি হওয়া।

প্রাচীনকালে যখন বাজারে কোনো পণ্য বিক্রি হতো, তখন তার মূল্য হিসাবের খাতা থেকে কেটে নেওয়া হতো। অর্থাৎ, কোনো পণ্য বিক্রি হলে তার নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হতো। এই কেটে দেওয়া কাজটি সেই পণ্যের বিক্রি হওয়াকে নির্দেশ করে।

বিষের পুঁটলি/ হাঁড়ি - হিংসুটে, বিদ্বেষী।

যে ব্যক্তি তার মনের মধ্যে বিষের মতো ক্ষতিকর এবং হিংসাত্মক অনুভূতি লুকিয়ে রাখে, তার মন যেন বিষের একটি পুঁটলি বা হাঁড়ি। বাইরে থেকে দেখতে স্বাভাবিক মনে হলেও, তার ভেতরের অনুভূতিগুলো অন্যকে ক্ষতি করার জন্য যথেষ্ট। প্রাচীনকালে যখন বিষ সংরক্ষণ করা হতো, তখন তা একটি পুঁটলি বা হাঁড়িতে রাখা হতো। এই পাত্রগুলো বাইরে থেকে দেখতে স্বাভাবিক মনে হলেও, তাদের ভেতরে থাকা বিষ মুহূর্তে অন্যের জীবন নিতে পারত। এই বাস্তব চিত্র থেকেই 'বিষের পুঁটলি/হাঁড়ি' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এই বাগধারাটি সেই ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করতে ব্যবহৃত হয়, যে তার মনের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা এবং বিদ্বেষ পুষে রাখে। এটি সেই ব্যক্তির আচরণের প্রতীক, যা তার ভেতরের বিদ্বেষকে প্রকাশ করে।

বিধির বিড়ম্বনা - অদৃষ্টের পরিহাস।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্মমতে, মানুষের জীবন ঈশ্বরের বা নিয়তির হাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়তি নির্ধারণ করে যে কে কী পাবে বা কী হারাবে। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনে এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার হয়, যা তার প্রাপ্য ছিল না, তখন সেই অবস্থাকে 'বিধির বিড়ম্বনা' বলা হয়। এখানে 'বিধি' বলতে নিয়তিকে এবং 'বিড়ম্বনা' বলতে সেই ভাগ্যের পরিহাসকে বোঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন অত্যন্ত সৎ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি যদি জীবনে বারবার ব্যর্থ হয়, আর একজন অসৎ ব্যক্তি যদি সহজেই সফল হয়, তখন সেই অবস্থাকে 'বিধির বিড়ম্বনা' বলে অভিহিত করা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, এটি কোনো সাধারণ ব্যর্থতা নয়, বরং এটি ভাগ্যের পরিহাস।

বাড়াভাতে ছাই দেওয়া - আশা ভঙ্গ/ অনিষ্ট করা।

যখন একজন মানুষ অনেক পরিশ্রমের পর খাবার রান্না করে এবং সেই খাবার পরিবেশন করা হয়, এই সময় যদি কেউ সেই ভাতের থালায় ছাই ফেলে দেয়, তবে সেই খাবার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার সমস্ত আনন্দ ও আশা মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই বাস্তব চিত্রটি বাগধারাটির রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। এখানে 'বাড়াভাত' হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল, যা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর 'ছাই দেওয়া' হলো সেই ফলকে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে দেওয়া। এই বাগধারাটি দিয়ে এমন এক বিদ্বেষপূর্ণ কাজকে বোঝানো হয়, যা কেবল অনিষ্টই করে না, বরং কোনো ব্যক্তির আশা ও আনন্দকেও চরমভাবে ভেঙে দেয়।

Educationblog24.com

বক

বক দেখানো - অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা।



আমাদের সমাজে বক দেখানো বলতে বুড়ো আঙুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ঠোঁট টেনে ধরে অন্যকে ভেঙচি কাটা বোঝানো হয়। এই অঙ্গভঙ্গিটি বক পাখির ঠোঁটের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা দিয়ে বক তার শিকারকে ধরে। এই অঙ্গভঙ্গিটি অশোভন এবং অপমানজনক, যা অন্যকে বিদ্রূপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বক দেখানো' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার মুখের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অন্যকে বিদ্রূপ করে বা অপমান করে, তখন তার সেই আচরণকে 'বক দেখানো' বলে অভিহিত করা হয়।

বকধার্মিক - ভণ্ড সাধু।



বাংলার লোকজ সমাজে বক পাখির আচরণকে ভণ্ডামির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কারণ বককে যখন নদীর ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, মনে হয় সে যেন সাধুর মতো তপস্যায় বা গভীর ধ্যানে বা প্রার্থনায় নিমগ্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ওই সময় মাছ ধরার সুযোগ খুঁজছে। যখনই কোনো মাছ তার সামনে আসত, তখন সে দ্রুত তাকে ধরে খেত। অর্থাৎ বাহ্যিক চেহারায় পবিত্রতার ভান থাকলেও ভিতরে লুকিয়ে থাকে শিকারি মনোভাব। তাই 'বকধার্মিক' বাগধারার অর্থ দাঁড়ায়–ভণ্ড সাধু, অর্থাৎ যারা বাইরে থেকে ধার্মিক বা সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করে, কিন্তু ভিতরে থাকে অসৎ, প্রতারণাপূর্ণ।

বোকার স্বর্গ - অবাস্তব সুখের মধ্যে থাকা/ কল্পিত সুখে বিভোর থাকা।

এই বাগধারাটির উৎপত্তি মূলত ইংরেজি 'a fool's paradise' থেকে এসেছে, যা বাংলা ভাষায় সরাসরি রূপান্তর হয়েছে। 'স্বর্গ' হলো এমন এক স্থান যেখানে কোনো দুঃখ নেই, কেবল সুখ ও আনন্দ আছে। 'বোকার স্বর্গ' বলতে এমন এক অবস্থা বোঝায়, যেখানে একজন ব্যক্তি তার নির্বুদ্ধিতা বা অজ্ঞতার কারণে একটি কাল্পনিক সুখের মধ্যে থাকে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এই ব্যক্তিটি তার চারপাশের বিপদ বা খারাপ বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং একটি মিথ্যা বা অবাস্তব সুখের মধ্যে বসবাস করে।

বাহাত্তরে ধরা - মতিচ্ছন্ন হওয়া/ বার্ধক্যের কারণে কাণ্ডজ্ঞানহীন।

সমাজে এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, ৭২ বছর বয়সকে মানুষের জীবনের এমন একটি পর্যায় হিসেবে দেখা হয়, যেখানে তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি কমতে শুরু করে। এই বয়সে মানুষ অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বা অস্বাভাবিক আচরণ করে, যা বার্ধক্যজনিত মতিভ্রমের লক্ষণ। 'বাহাত্তরে ধরা' বাগধারাটি সেই অবস্থার চিত্রকে তুলে ধরে। এটি দিয়ে এমন কাউকে বোঝানো হয়, যার কাণ্ডজ্ঞান বা স্বাভাবিক বুদ্ধি যেন ৭২ বছর বয়সের বার্ধক্যজনিত কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এই বাগধারাটি দিয়ে বার্ধক্যজনিত বোকামি বা মতিচ্ছন্নতাকে ব্যঙ্গ করা হয়।

বালি

বালির বাঁধ - ক্ষণস্থায়ী।



একটি বাঁধের কাজ হলো জলকে আটকে রাখা এবং তার শক্তিকে প্রতিরোধ করা। এই কাজটি করার জন্য বাঁধকে দৃঢ় এবং মজবুত হতে হয়। কিন্তু যদি একটি বাঁধ বালি দিয়ে তৈরি করা হয়, তবে তা দুর্বল হয় এবং জলের সামান্য চাপেই ভেঙে যায়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারাটির রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। বালির বাঁধ বলতে সেইসব বিষয়কে বোঝানো হয়, যা দেখতে শক্তিশালী বা স্থায়ী মনে হলেও যার কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। এটি দিয়ে কোনো সম্পর্ক, প্রতিশ্রুতি বা পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়, যা সামান্য চাপেই ভেঙে যায়।

Educationblog24.com

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ - ভঙ্গুর।

'বড়র' অর্থাৎ কোনো প্রভাবশালী, ধনী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পিরীতি বালির বাঁধের মতো দুর্বল একটি বাঁধ। যা কোনো চাপ বা ধাক্কা সহ্য করতে পারে না এবং খুব সহজে ভেঙে যায়। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সমাজে, সাধারণ মানুষেরা প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইত, কারণ তাতে তাদের লাভ হতো। কিন্তু এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সম্পর্ক রাখত এবং সেই সম্পর্কগুলো কোনো আবেগ বা ভালোবাসা দিয়ে তৈরি হতো না। তাদের ভালোবাসা বা স্নেহ ছিল বালির বাঁধের মতো দুর্বল এবং ক্ষণস্থায়ী। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, বালির বাঁধ যেমন সামান্য চাপেই ভেঙে যায়, তেমনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ভালোবাসা বা সম্পর্কও খুব দ্রুত ভেঙে যায়। কারণ, তাদের ভালোবাসা কোনো গভীর আবেগের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং তাদের স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। যখন তাদের স্বার্থ পূরণ হয়ে যায়, তখন তারা সেই সম্পর্কটি ছেড়ে দেয়।

ব্যাঙ

ব্যাঙের আধুলি - সামান্য সম্পদ / সামান্য ধনে অহংকার।



একটি ব্যাঙ পুকুরের পাড়ে একটি আধুলি পেয়েছিল। সেই অহংকারে সে নিজেকে রাজার মত ধনী বলে মনে করতে লাগলো। ভাবল আমি যেহেতু আধুলির মালিক তাই আমি এই পুকুরেরও মালিক। রাজার হাতিকে এই পুকুরে জল খেতে দিব না। রাজার হাতি পুকুরে জল খেতে এলে ব্যাঙটি তাকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারতে লাগল। কিন্তু সে হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়ে এবং প্রাণ হারায়। ব্যাঙ এই সামান্য আধুলি দিয়ে অনেক অহংকার দেখানোর কারণে 'ব্যাঙের আধুলি' দিয়ে 'সামান্য সম্পদ' বা 'সামান্য ধনে অহংকার' অর্থ প্রকাশ করে। আগেরকার দিনে পঞ্চাশ পয়সাকে আধুলি বলা হত।

ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব ব্যাপার।

ব্যাঙ যেহেতু উভচর প্রাণী এবং তার শরীর শীতল, তাই মানুষের মতো তার সর্দি লাগা বা ঠান্ডা লাগা সম্ভব নয়। ব্যাঙের সর্দি লাগা তাই একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অসম্ভব ধারণা।

বর্ণচোরা

বর্ণচোরা আম - কপট ব্যক্তি।

এক ধরনের আম আছে, যা পাকার পরেও তার স্বাভাবিক হলুদ রং ধারণ করে না। বাইরে থেকে সবুজ দেখায় বলে মনে হয় এটি এখনো কাঁচা ও টক। কিন্তু ভেতরে এটি সম্পূর্ণ পাকা এবং সুমিষ্ট হয়। এই আমটি যেন তার পাকার রংটি লুকিয়ে রেখেছে। বর্ণচোরা আম বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে বাইরে থেকে নিরীহ, সাধারণ বা অজ্ঞ মনে হলেও তার ভেতরের রূপটি সম্পূর্ণ আলাদা। তার বাহ্যিক আচরণ দেখে তার আসল চরিত্র বা বুদ্ধিমত্তা বোঝা যায় না। বাগধারাটি দিয়ে এমন কপট বা ধূর্ত মানুষকে বোঝানো হয়, যে তার আসল পরিচয় গোপন রেখে মানুষকে বোকা বানায়।

বর্ণচোরা - কপটচারী।

কিছু ফল, যেমন বিশেষ ধরনের আম, বাইরে থেকে দেখতে কাঁচা (সবুজ) মনে হলেও ভেতরে তা সম্পূর্ণ পেকে যায়। এই ফলগুলো বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না যে তা পেকে গেছে। এই কারণে সেগুলোকে 'বর্ণচোরা' বলা হয়, কারণ তারা তাদের পাকার আসল রং লুকিয়ে রাখে। কোনো ব্যক্তি যদি বাইরে থেকে নির্দোষ বা সাধারণ মনে হয়, কিন্তু তার ভেতরে তার আসল স্বভাব বা উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে, তখন তাকে 'বর্ণচোরা' বলে অভিহিত করা হয়। এটি সেই ব্যক্তির কপটতা, ভণ্ডামি এবং তার আসল স্বভাবকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে।

বিন্দেদূতী - যে পরস্পরের মধ্যে কথা চালাচালি করে

এই বাগধারাটির মূল উৎস হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনি। রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের লীলায় বিন্দেদূতী ছিলেন রাধার এক অন্তরঙ্গ সখী। তিনি রাধা এবং কৃষ্ণের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করতেন, তাদের প্রেমের কথা পৌঁছে দিতেন এবং তাদের মিলন ঘটানোর জন্য মধ্যস্থতা করতেন। বিন্দেদূতী ছিলেন তাদের সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধ। এই কাহিনিটি থেকেই 'বিন্দেদূতী' বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি দুটি ভিন্ন পক্ষের (বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকার) মধ্যে মধ্যস্থতা করে বা তাদের মধ্যে কথা চালাচালি করে, তখন তাকে এই বাগধারাটি দিয়ে বর্ণনা করা হয়। এটি দিয়ে এমন একজনকে বোঝানো হয়, যে কেবল মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং সম্পর্কের সেতুবন্ধনকারী হিসেবে কাজ করে।

Educationblog24.com

বইয়ের পোকা



অর্থ: সব সময়ে বই পড়ে এমন, পড়ুয়া

বইকে নষ্ট করে এমন কিছু পোকা আছে, যারা বইয়ের মধ্যে বসবাস করে এবং সেখানেই থাকে। তাদের অস্তিত্ব বইয়ের বাইরে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। বইয়ের পোকা *(bookworm)* বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে তার বেশিরভাগ সময় বই পড়া বা পড়াশোনা নিয়ে থাকে। যে সমাজের অন্য সবকিছু থেকে দূরে থেকে কেবল বই নিয়েই থাকে।

বিদ্যার জাহাজ



অর্থ: অতিশয় পণ্ডিত

একটি জাহাজ যেমন তার বিশাল আকারের কারণে প্রচুর মালপত্র বহন করতে পারে, তেমনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তির মনও তার বিশাল জ্ঞানের ভার বহন করে। 'বিদ্যার জাহাজ' বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যার জ্ঞানের গভীরতা এবং পরিমাণ জাহাজের মতো বিশাল। যার জ্ঞান কেবল বিস্তৃত নয়, বরং গভীর এবং পরিপূর্ণ।

বিদ্যার দিগ্‌গজ - মহামূর্খ।



'দিগ্‌গজ' শব্দটি এসেছে 'দিক' (দিকসমূহ) এবং 'গজ' (হাতি) থেকে। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, দিগ্‌গজ হলো আটটি বিশাল হাতি, যারা পৃথিবীর আটটি দিক রক্ষা করে। এরা শক্তি এবং বিশালতার প্রতীক। যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞানী হয়, তবে তাকে 'দিগ্‌গজ' বলা হতো, যা তার জ্ঞানের গভীরতাকে নির্দেশ করত। কিন্তু এই বাগধারাটি সেই ধারণাকে উল্টোভাবে ব্যবহার করে। এখানে 'বিদ্যার দিগ্‌গজ' বলতে এমন এক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়, যে নিজেকে বিশাল জ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করতে চায়, কিন্তু বাস্তবে সে একটি মহামূর্খ। তার জ্ঞানশূন্যতা এতটাই বিশাল যে তা দিগ্‌গজ হাতির মতোই চোখে পড়ার মতো।

বুদ্ধির ঢেঁকি - নির্বোধ লোক।



ঢেঁকি ধান ভাঙার মতো কঠিন কাজ করতে পারে, কিন্তু তার কোনো নিজস্ব বুদ্ধি নেই। এটি কেবল চাপ দিয়ে কাজ করে এবং সে তার নিজের কাজটিই বারবার করে। এই যন্ত্রটি তার নিজের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কিছু সম্পর্কে জানে না। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বুদ্ধির ঢেঁকি' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি দেখতে শক্তিশালী বা কর্মঠ মনে হয়, কিন্তু তার কোনো নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান না থাকে, তখন তাকে 'বুদ্ধির ঢেঁকি' বলে অভিহিত করা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, সে কেবল তার কাজ করতে পারে, কিন্তু তার কোনো বিচক্ষণতা বা প্রজ্ঞা নেই।

বিনা মেঘে বজ্রপাত - অপ্রত্যাশিত বিপদ।

বাংলার গ্রামীণ সমাজ প্রকৃতিনির্ভর। বজ্রপাত সাধারণত মেঘ জমলে বা ঝড়-বৃষ্টির সময় ঘটে। গ্রামবাসী জানে, মেঘ জমলেই বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি হঠাৎ করে একেবারে নির্মেঘ আকাশে বজ্রপাত হয়, তাহলে তা অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর মনে হয়। এই অস্বাভাবিকতাই মানুষের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। জীবনে যখন কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই অপ্রত্যাশিত দুঃখ বা বিপদ নেমে আসে, তখন তা 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' হিসেবে অভিহিত হয়।

বিষবৃক্ষ - অনিষ্টকারী।

একটি বৃক্ষ সাধারণত আমাদের জীবন ধারণে সহায়তা করে, কিন্তু যদি সেই বৃক্ষটি বিষাক্ত হয়, তবে তা জীবনের বদলে ধ্বংস বয়ে আনে। বাইরে থেকে এটি অন্য গাছের মতো মনে হলেও এর ফল বা ছায়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিষবৃক্ষ বলতে এমন এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়, যা বাইরে থেকে স্বাভাবিক মনে হলেও ভেতরে তার অনিষ্টকারী স্বভাব থাকে। তার প্রভাব সমাজের জন্য বিষের মতোই ক্ষতিকর।

Educationblog24.com

বিদুরের খুদ - শ্রদ্ধার সামান্য উপহার/ গরীব ভক্তের সামান্য উপহার।

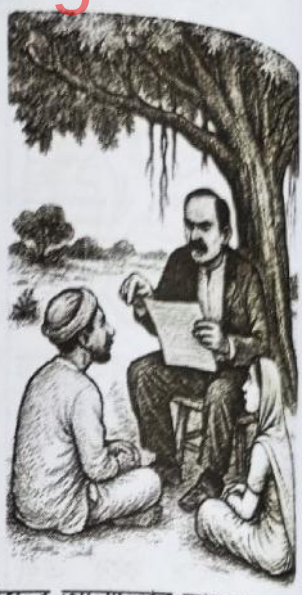


এই বাগধারাটির উৎস মহাভারতের একটি কাহিনি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে যখন শ্রীকৃষ্ণ শান্তির বার্তা নিয়ে হস্তিনাপুরে যান, তখন দুর্যোধন তাঁকে রাজকীয় আতিথেয়তার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজকীয় ভোজন প্রত্যাখ্যান করে তাঁর পরম ভক্ত বিদুরের বাড়িতে যান। বিদুর ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তিনি এতটাই আনন্দিত ও অভিভূত হন যে, তাঁর কাছে দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না, কেবল কিছু ভাঙা চাল বা খুদ ছাড়া। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের সেই সামান্য খুদ পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, ঈশ্বরের কাছে আড়ম্বরপূর্ণ খাবারের চেয়ে ভক্তের আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা অনেক বেশি মূল্যবান। এই ঘটনা থেকেই 'বিদুরের খুদ' বাগধারাটির উৎপত্তি।

বুজরুকি কাণ্ড - প্রতারণা বা চাতুরী।

বুজরুকি শব্দটি ফারসি 'বুজুর্গ' থেকে এসেছে, যার মূল অর্থ ছিল সম্মানিত ব্যক্তি, জ্ঞানী বা ধর্মপ্রাণ সাধু। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর অর্থ পরিবর্তিত হয়ে ভণ্ডামি বা প্রতারণা বোঝায়। কাণ্ড অর্থ ঘটনা বা ব্যাপার। সে সময় 'বুজুর্গ' বলতে সাধারণত ধর্মপ্রাণ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের বোঝানো হতো। কিন্তু কিছু ভণ্ড সাধু বা প্রতারক তাদের সম্মানকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকাতো। তারা বিভিন্ন কৌশল, ম্যাজিক বা মন্ত্রের ভান করে মানুষকে প্রভাবিত করত। এই ধরনের প্রতারণামূলক কাজকেই 'বুজরুকি' বলা হতো। 'বুজরুকি কাণ্ড' বলতে এমন একটি ঘটনাকে বোঝানো হয়, যা প্রতারণা, ভণ্ডামি বা চালাকির ওপর ভিত্তি করে ঘটে। এটি দিয়ে এমন কাউকে ব্যঙ্গ করা হয়, যে নিজেকে জ্ঞানী বা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে জাহির করলেও বাস্তবে সে একজন প্রতারক।

বটতলার উকিল - অনভিজ্ঞ।



প্রাচীনকালে যখন আদালত বা বিচার ব্যবস্থার সহজলভ্যতা ছিল না, তখন কিছু অনভিজ্ঞ এবং অদক্ষ ব্যক্তি বটতলার মতো অনানুষ্ঠানিক স্থানে বসে সাধারণ মানুষের আইনি পরামর্শ দিত। তারা কোনো আইনের জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই কাজটি করত। এই ব্যক্তিরা তাদের অদক্ষতার কারণে কোনো আইনি সমস্যা সমাধান করতে পারত না, বরং তা আরও জটিল করে তুলত। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বটতলার উকিল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার পেশায় অদক্ষ এবং অনভিজ্ঞ হয়, তখন তাকে এই বাগধারাটি দিয়ে অভিহিত করা হয়।

বানচাল করা - ভন্ডুল করা, ফাঁসিয়ে দেওয়া।



নৌকা তৈরি করার সময় এক তক্তার সঙ্গে আর একটি তক্তাকে জোড়া দেওয়ার জন্য যে খাঁজ কাটা হয় তাকে বলা হয় বান। চাল শব্দের অর্থ- ঢিলা হওয়া। অতএব, বানচাল অর্থ- তক্তাকে জোড়া দেওয়ার জন্য যে খাঁজ কাটা হয় সেটি বা সেগুলো ঢিলে হয়ে যাওয়া। বানচাল হলে নৌকা অকেজো হয়ে যায়। আর নদীর মাঝখানে যদি এমন ঘটনা ঘটে তো নৌকা ডুবে সহায়সম্পদ ও জানমালের প্রচুর হানি হতে পারে। তখন মাঝ-নদীতে নৌকার মাঝিমাল্লাসহ যারা থাকেন তারা সবাই ফেঁসে যান, শুধু তারা নন, নৌকা ডুবে যাওয়ায় নৌকার মালিকও ক্ষতিগ্রস্ত হন। যে উদ্দেশ্যে নৌকার যাত্রা সে উদ্দেশ্যও ভন্ডুল হয়ে যায়। বানচাল হলে অনেকের আশা-ভরসা ভন্ডুল হয়ে যায়। অনেকে ফেঁসে যায় বিভিন্ন কারণে। ভেস্তে যায় অনেক কিছু।

Educationblog24.com

বিন্দু বিসর্গ/ বিসর্জন - সামান্যতম।

বিন্দু (.) হলো বাংলা লিপির একটি ক্ষুদ্রতম অংশ, যা কোনো বর্ণের নিচে ব্যবহৃত হয় (যেমন ড়, ঢ়)। বিসর্গ (:) এটিও ক্ষুদ্র এবং একটি শব্দের উচ্চারণকে পরিবর্তন করে। বাংলা লিপিতে বিন্দু এবং বিসর্গ দুটিই খুব ছোট চিহ্ন। এই চিহ্নগুলো লেখার সময় সহজেই বাদ পড়ে যেতে পারে, কিন্তু এগুলোর অনুপস্থিতি একটি শব্দের অর্থকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন 'দাঁড়' শব্দের নিচে বিন্দু না দিলে তার অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বিন্দু বিসর্গ' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো কাজের ক্ষেত্রে সামান্যতম অংশও বাদ দেওয়া হয়নি। এটি কোনো কিছুর পূর্ণতা এবং নিখুঁততাকে ইঙ্গিত করে। যেমন, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ করে এবং তাতে সামান্যতম ত্রুটিও রাখে না, তখন তার সেই কাজকে 'বিন্দু বিসর্গ' বলে অভিহিত করা হয়।

বিশ বাঁও জলে - সাফল্যের অতীত/ সাফল্য লাভের অসম্ভাব্যতা।

বাঁও - দুই হাত উভয় দিকে প্রসারিত করলে এক হাতের মধ্যমাঙ্গুলের অগ্রভাগ হতে অন্য হাতের মধ্যমাঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ; সাড়ে তিন হাত দীর্ঘতা বা গভীরতা। বিশ বাঁও (৩.৫*২০) = প্রায় ৭০ হাত। প্রাচীনকালে নাবিকরা সমুদ্রের গভীরতা মাপার জন্য বাঁও একক ব্যবহার করত। কোনো কিছু যদি বিশ বাঁও জলে ডুবে যেত, তবে তার মানে হলো তা এতই গভীরে চলে গেছে যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া বা তুলে আনা সম্ভব নয়। এই গভীরতা মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'বিশ বাঁও জলে' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো সাফল্য বা লক্ষ্য যদি এমনভাবে হারিয়ে যায় যে তা আর পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সেই অবস্থাকে 'বিশ বাঁও জলে' বলে অভিহিত করা হয়।

বয়সের গাছ-পাথর না থাকা - অত্যন্ত বৃদ্ধ।

'বয়সের গাছ-পাথর না থাকা' বাগধারাটির অর্থ হলো অত্যন্ত বৃদ্ধ বা যার বয়সের কোনো সীমা নেই। গাছ অনেক বছর ধরে বাঁচে, আর পাথর তো হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকে। তাই, যখন কোনো ব্যক্তি এত বেশি বয়সী হয় যে তার বয়স নির্ধারণ করা কঠিন, তখন তার বয়সকে এই গাছ-পাথরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, তিনি এতটাই বৃদ্ধ যে তার বয়সের কোনো হিসাব নেই, ঠিক যেন গাছ বা পাথরের মতো।

বারো-সতের - খুঁটিনাটি।

এই বাগধারাটির উৎপত্তি মুঘল আমলের ভূমি রাজস্ব বা বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি থেকে। সেই সময়ে ভূমি পরিমাপ বা খাজনা আদায়ের জন্য জটিল ও সূক্ষ্ম গণনা করা হতো, যেখানে ১২ এবং ১৭-এর মতো সংখ্যাগুলো প্রায়শই ব্যবহৃত হতো। এই হিসাবগুলো ছিল অত্যন্ত জটিল এবং সামান্য ভুল হলে পুরো হিসেবেই গরমিল হতো। তাই এই ধরনের হিসাব করাকে একটি কঠিন ও খুঁটিনাটি বিষয় হিসেবে দেখা হতো।

ব্রজের গোপাল - আদুরে এবং অকর্মণ্য ছেলে।

ব্রজের: এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন-কে বোঝায়, যা ব্রজধাম নামেও পরিচিত। ব্রজ হলো এমন একটি স্থান, যা শ্রীকৃষ্ণের শৈশব এবং তার গোপাল-জীবনকে ধারণ করে। গোপাল: এটি হলো শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম, যার অর্থ গরুর রক্ষক। এটি তার বাল্যকালের একটি জনপ্রিয় নাম। এই বাগধারাটির মূল উৎস হলো শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নন্দ ও যশোদার আদরের গোপাল। ব্রজের গোপিনীরা তাকে এতটাই স্নেহ করতেন যে তার কোনো আবদারই অপূর্ণ থাকত না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীকটি ব্যঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 'ব্রজের গোপাল' বলতে এখন এমন এক ছেলেকে বোঝানো হয়, যে শ্রীকৃষ্ণের মতো শুধু আদরেই বড় হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। অর্থাৎ, সে কেবল দেখতে সুন্দর ও আদুরে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মঠতা বা দায়িত্ববোধের কোনো গুণ নেই।



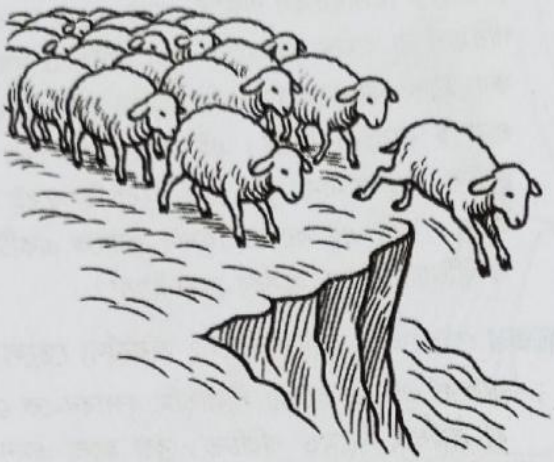
ভানুমতীর খেল - যাদুবিদ্যা/ ভেলকিবাজি।

লোককথা অনুযায়ী, ধারানগরীর ভোজ রাজার কন্যা ভানুমতী ছিলেন জাদুবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী। তিনি নিজ মেধা ও সাধনা দিয়ে এমন সব জাদুর কৌশল জানতেন, যা অন্যদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হতো। জাদুবিদ্যায় তাঁর এতটাই দক্ষতা ছিল যে, তা তাঁর সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই জাদুর খেলা বা কৌশলগুলোকেই 'ভানুমতীর খেল' বলে অভিহিত করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি তার চাতুরী, প্রতারণা বা জাদুর মতো কোনো কৌশল দিয়ে অন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তখন তাকে 'ভানুমতীর খেল' বলে অভিহিত করা হয়। এটি সেই ব্যক্তির আচরণের প্রতীক, যা তার অসৎ উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। এটি এমন এক ধরনের ভণ্ডামি, যা মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়।

Educationblog24.com

ভেড়া

ভেড়ার পাল - অন্ধ অনুকরণ।



ভেড়ারা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে চলে। একটি ভেড়া যখন কোনো দিকে যায়, তখন তার পেছনে থাকা অন্য ভেড়ারাও অন্ধভাবে অনুসরণ করে। তারা কেন যাচ্ছে বা তাদের গন্তব্য কোথায়, সে বিষয়ে তাদের কোনো নিজস্ব বিচার থাকে না। যদি প্রথম ভেড়াটি কোনো গর্তে পড়ে যায়, তবে অন্য ভেড়ারাও তার পেছনে পেছনে সেই গর্তে পড়ে যাবে। এই বাস্তব চিত্রটিই মানুষের আচরণের রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। 'ভেড়ার পাল' বলতে এমন একদল মানুষকে বোঝানো হয়, যাদের মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা নেই। তারা কোনো নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা বিচার না করেই মেনে চলে। ভেড়ার পাল আর গড্ডলিকা প্রবাহ সমার্থক বাগধারা।

ভেড়াকান্ত - শ্রেষ্ঠ বোকা।

ভেড়া হলো একটি নিরীহ ও বুদ্ধিহীন প্রাণী। আর কান্ত শব্দের অর্থ হলো স্বামী বা প্রিয়জন। এই দুটি শব্দ মিলে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে ভেড়ার মতোই বুদ্ধিহীন এবং অন্যের কথা অনুসরণ করে। ভেড়ারা তাদের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করে না, বরং কেবল তাদের সামনে থাকা ভেড়াকে অনুসরণ করে। এই কারণে, যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার না করে অন্যের কথায় চলে, তখন তাকে 'ভেড়াকান্ত' বলে ব্যঙ্গ করা হয়। এই একই অর্থে 'মেড়াকান্ত' বাগধারাটিও ব্যবহৃত হয়, যেখানে মেড়া শব্দের অর্থও ভেড়া।

ভালুক জ্বর - ক্ষণস্থায়ী জ্বর।

শীতকালে ভালুক দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকার পর বসন্তকালে যখন আবার জেগে ওঠে, তখন তার শরীর কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই উত্তাপকে জ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু এই জ্বর ক্ষণস্থায়ী, কারণ এটি খুব দ্রুত আসে এবং ভালুক তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ভালুক জ্বর' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তির যদি সামান্য জ্বর হয় এবং তা খুব দ্রুত সেরে যায়, তখন তার এই অবস্থাকে 'ভালুক জ্বর' বলে অভিহিত করা হয়।

ভস্ম

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা - অনড় সংকল্প/ অবিচল বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।



মহাভারতে দেখা যায়, ভীষ্মের বাবা রাজা শান্তনু সত্যবতী নামে এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে, সত্যবতীর পুত্ররা যেন রাজ্যের উত্তরাধিকার পায় সেই শর্ত দেওয়া হয়। তখন ভীষ্ম নিজের পিতার সুখের জন্য স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের কঠিন শপথ নেন, যাতে তাঁর কোনো সন্তান সিংহাসনের দাবিদার না হতে পারে। এই শপথ ছিল এতটাই কঠোর এবং অটল যে দেবতারাও বিস্মিত হয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁকে 'ভীষ্ম' (ভীষণ শপথ গ্রহণকারী) উপাধি দেওয়া হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই এই বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনো ব্যক্তির অদম্য সংকল্প, ত্যাগ এবং নীতির প্রতি তার অবিচল বিশ্বাসকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে।

ভস্মে ঘি ঢালা - নিষ্ফল কাজ/ নিরর্থক অপব্যয়।



যজ্ঞের আগুন যখন নিভে যায় এবং কেবল ভস্ম পড়ে থাকে, তখন সেখানে ঘি ঢালা একটি নিরর্থক কাজ। কারণ, ঘি আগুনের উপরে ঢাললে যেমন তা আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে, তেমনি ভস্মের উপর ঢাললে তা কোনো কাজেই লাগে না, কেবল অপচয় হয়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারাটির রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে, যেখানে তার প্রচেষ্টা, অর্থ বা সময় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, তখন সেই কাজটি 'ভস্মে ঘি ঢালা' বলে বিবেচিত হয়।

Educationblog24.com

ভূত

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ - অপব্যয়।

শ্রাদ্ধ হলো একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতি, যা মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান। কিন্তু যদি এই শ্রাদ্ধ 'ভূতের বাপের' জন্য করা হয়, তবে তা একটি হাস্যকর ও অবাস্তব কাজ। কারণ, ভূত নিজেই মৃত, তাই তার বাবার শ্রাদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। এটি একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজ। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি এমন একটি কাজে প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি বা সার্থকতা নেই, তখন সেই কাজটিকে 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' বলা হয়।

ভূতের বেগার খাটা -অযথা শ্রম/নিষ্ফল পরিশ্রম করা।

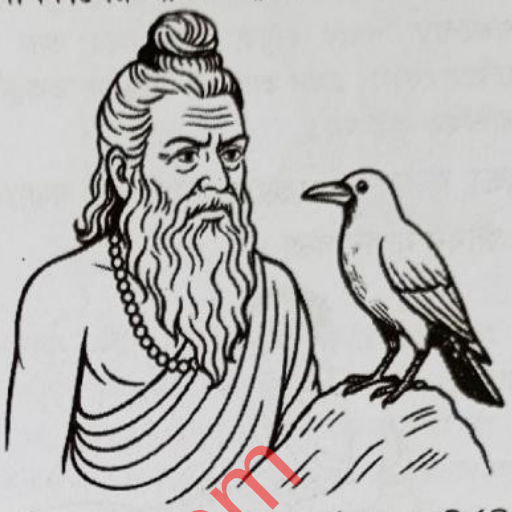
'ভূত' হলো একটি কাল্পনিক এবং অস্তিত্বহীন সত্তা। আর 'বেগার খাটা' মানে হলো বিনা পয়সায় কাজ করা। যদি কোনো ব্যক্তি ভূতের জন্য বিনা পয়সায় কাজ করে, তবে তার সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণ বৃথা, কারণ ভূতের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং সে এই কাজের কোনো ফল পাবে না। এই কারণে, যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যার থেকে কোনো লাভ বা ফল আসে না, তখন তার সেই পরিশ্রমকে 'ভূতের বেগার খাটা' বলে উল্লেখ করা হয়।

ভিজে বিড়াল - কপট ব্যক্তি / নিরীহ।



একটি বিড়াল যখন বৃষ্টিতে ভিজে বা অন্য কোনো কারণে ভিজে যায়, তখন তাকে খুব করুণ ও নিরীহ মনে হয়। সে তখন শিকারি সত্তা থেকে দূরে থাকে এবং অসহায়ভাবে মিউ মিউ করে। প্রকৃতপক্ষে সে দুর্বল বা শান্তশিষ্টের মতোই থাকে। কিন্তু শান্তশিষ্ট ভিজা বিড়াল সুযোগ পেলেই মাছ খেতে ছাড়ে না বা চুরি করে অন্যান্য খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকে না। যে মানুষ আপাতদৃষ্টিতে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকে এবং সুযোগ পেলেই অন্যের অনিষ্ট করতে তৎপর হয়ে ওঠে তাকে ভিজা বিড়ালের সাথে তুলনা করা হয়। ভিজে বিড়াল বলতে সেই ভণ্ড ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে তার দোষ ঢাকার জন্য অসহায়ত্বের ভান করে।

ভূষণ্ডির কাক - দীর্ঘজীবী / বিচক্ষণ ব্যক্তি / দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি।



ভূষণ্ডির কাক বাগধারাটির অর্থ হলো দীর্ঘজীবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। এই বাগধারাটি এসেছে হিন্দু পুরাণের এক কিংবদন্তি ঋষি ভূষণ্ডি থেকে। তিনি এক অভিশাপে কাকের রূপ ধারণ করেও তাঁর সমস্ত জ্ঞান ধরে রেখেছিলেন এবং অসংখ্য যুগ ধরে বেঁচে ছিলেন। তিনি অমরত্ব লাভ করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে জীবনের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কারণে, তাঁর নাম হয়ে উঠেছে দীর্ঘ জীবন ও গভীর অভিজ্ঞতার প্রতীক। যখন কোনো ব্যক্তিকে তার দীর্ঘ জীবনের কারণে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে মনে করা হয়, তখন তাকে 'ভূষণ্ডির কাক' বলা হয়।

ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া - মারা যাওয়া।

ভব - পৃথিবী, জগৎ, লীলা - খেলা, কার্যকলাপ। সাঙ্গ হওয়া - শেষ হওয়া, সমাপ্ত হওয়া। অতএব, 'ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া' মানে দাঁড়ায় এই জগতে জীবনের খেলা শেষ হওয়া, অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুবরণ করা।

ভুঁইফোঁড় - নতুন আগমন, অর্বাচীন।

ভুঁই হলো ভূমি বা মাটি। ফোঁড় হলো মাটি ভেদ করে বের হওয়া। মাটির বুক চিরে কোনো গাছের অঙ্কুর বা কোনো নতুন চারা যখন হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে, তখন চারাটির পৃথিবীতে নতুন আগমন হয়। এই দৃশ্যটি একটি নতুন জীবনের আগমনকে ইঙ্গিত করে। যখন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে কোনো স্থানে বা সমাজে এসে তার প্রভাব বিস্তার করে, তখন তাকে "ভুঁইফোঁড়" বলা হয়।

ভরাডুবি - সর্বনাশ।

প্রাচীনকালে নদীপথে বা সমুদ্রপথে ব্যবসা করা একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। যখন কোনো ব্যবসায়ীর ভরা নৌকা (মালামালে পূর্ণ নৌকা) ডুবে যেত, তখন তার মানে হতো সে তার সমস্ত সম্পদ এবং ভবিষ্যৎ হারিয়ে

Educationblog24.com

Educationblog24.com

ফেলেছে। এতে কেবল নৌকাটিই নষ্ট হতো না, বরং তার সঙ্গে থাকা সমস্ত মূল্যবান সম্পদ ও মানুষের জীবনও বিপন্ন হতো। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ভরাডুবি' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসা যখন তার সাফল্যের শিখরে থেকে হঠাৎ করে তার সবকিছু হারিয়ে ফেলে, তখন তার এই অবস্থাকে 'ভরাডুবি' বলে অভিহিত করা হয়।

ভেরেন্ডা ভাজা - অকাজে সময় নষ্ট করা/বেকার জীবন যাপন করা।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে ভেরেন্ডা বা এরণ্ড একটি তেতো স্বাদের সবজি, যেটি খাওয়ার জন্য বিশেষ উপযোগী নয় এবং সাধারণত ঔষধি গুণ ছাড়া অন্য কোনো কাজে লাগে না। ভেরেন্ডার বীজ কোনো খাদ্য নয় এবং এটি ভেজে খাওয়া যায় না। এটি ভাজলে তেল এবং সময় দুটোই নষ্ট হয়। এই ধরনের কাজ করা একটি সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং নিষ্ফল কাজ। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ভেরেন্ডা ভাজা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো কাজ করে যা থেকে কোনো ফল পাওয়া যায় না, তখন তার সেই কাজকে 'ভেরেন্ডা ভাজা' বলে অভিহিত করা হয়।

ভাতে মারা - না খাইয়ে কষ্ট দেওয়া।

'ভাতে মারা' বলতে আক্ষরিক অর্থে 'ভাতের মাধ্যমে মারা' বোঝানো হয়েছে। এটি শারীরিক আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করাকে বোঝায় না, বরং কারো জীবন ধারণের উপায় (জীবিকা) কেড়ে নিয়ে তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়াকে বোঝায়। এটি এমন এক ধরনের প্রতিহিংসা, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক আঘাত না করে তার রুটি-রুজির পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভণিতা করা/দেওয়া - আসল প্রসঙ্গের পূর্ব প্রস্তুতি। আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র এবং কাব্যে একটি নিয়ম ছিল যে, মূল কাহিনি শুরু করার আগে লেখক বা অভিনেতা একটি বিস্তৃত ভূমিকা বা 'ভণিতা' দিতেন। এই ভণিতার মাধ্যমে দর্শক বা শ্রোতাদের মূল বিষয়ের জন্য প্রস্তুত করা হতো। এই কাজটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। যখন কোনো ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে লম্বা ভূমিকা তৈরি করে বা মূল প্রসঙ্গে আসার আগে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে, তখন তার সেই আচরণকে 'ভণিতা করা' বলা হয়। এটি দিয়ে সেইসব মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়, যারা সরাসরি মূল কথায় না এসে অকারণে সময় নষ্ট করে ভান করে।

ভাদ্র মাসে তাল - মারা/ প্রচণ্ড কিল মারা।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে ভাদ্র মাস মানেই প্রখর রোদ, গরমে ক্লান্তি আর তাল ফলের মৌসুম। তাল গাছ খুব উঁচু, আর ভাদ্র মাসে তাল ফলগুলো ভালোভাবে পেকে যায় ও গাছ থেকে ঝরে পড়ে। তাল ফল যখন পড়ে, তখন তার আঘাত এতটাই তীব্র হয় যে কারও মাথায় বা শরীরে লাগলে গুরুতর আহতও হতে পারে। গ্রামীণ মানুষ এ অভিজ্ঞতাকে খুবই বাস্তবভাবে চিনত। এই কারণেই কারও প্রচণ্ড কিল খাওয়াকে বা প্রবলভাবে মার খাওয়াকে তুলনা করা হতো ভাদ্র মাসে তাল ফলের সঙ্গে। অর্থাৎ, ভাদ্রমাসে যেমন তাল প্রচণ্ড জোরে পড়ে এবং যার গায়ে লাগে সে চরম কষ্ট পায়, তেমনি কিল খেলে মানুষ কষ্ট পায়। এখান থেকেই 'ভাদ্র মাসে তাল' বাগধারাটি প্রচলিত হয়।

ভাগার ফলা - অনুর্বর।

ভাগার হলো এমন একটি স্থান, যেখানে মৃত পশুপাখিকে ফেলে দেওয়া হয়। এটি হলো পশুর ভাগাড়, যা দুর্গন্ধময় ও নোংরা। এই স্থানটি অনুর্বরতা এবং অব্যবহার্যতার প্রতীক। ফলা মানে ফল দেওয়া বা ফসল উৎপাদন করা। প্রাচীনকালে যখন কোনো পশু মারা যেত, তখন তার মৃতদেহ ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হতো। এই ভাগাড়ের মাটি মৃত পশুর দেহের কারণে বিষাক্ত হয়ে যেত এবং সেখানে কোনো ধরনের ফসল হতো না। তাই, ভাগাড়ের মাটি ছিল অনুর্বর এবং নিষ্ফল

Educationblog24.com

ভিটায় ঘুঘু চরানো - নিঃস্ব করা, সর্বস্বান্ত করা।



যখন কোনো পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন তারা তাদের বসতভিটা ও বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কালক্রমে সেই বাড়িটি ভেঙে যায় এবং ভিটাটি খোলা মাঠে পরিণত হয়। সেই পরিত্যক্ত ভিটাতে তখন কোনো মানুষের আনাগোনা থাকে না, বরং ঘুঘুর মতো পাখিরা এসে বিচরণ করে। এই চিত্রটিই বাগধারাটির রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। ভিটায় ঘুঘু চরানো বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে একটি পরিবার সবকিছু হারিয়ে এমনভাবে নিঃস্ব হয়ে গেছে যে তাদের বসতভিটা এখন পরিত্যক্ত।

ভাঁড়ে মা ভবানী - রিক্ত হস্ত, নিঃস্ব অবস্থা।



ভাঁড় অর্থ মাটির ভাণ্ড, মৃৎপাত্র। বাংলার গ্রামীণ সমাজে 'ভাঁড়ারঘর' বা ভাঁড় ছিল পরিবারের খাদ্যশস্য রাখার প্রধান স্থান। সাধারণত ধান, চাল, গম ইত্যাদি মাটির বা বাঁশের তৈরি গোলা বা ভাঁড়ে সংরক্ষণ করা হতো। যখন ভাঁড় পূর্ণ থাকত, তখন সংসারে স্বচ্ছলতা থাকত। কিন্তু একসময় যখন সেই ভাঁড় একেবারে খালি হয়ে যেত, তখন মানুষ রসিকতা বা হতাশার সুরে বলত - 'ভাঁড়ে মা ভবানী' - মানে ভাঁড়ারঘর একেবারে শূন্য, কেবল দেবী ভবানী (দারিদ্র্যের প্রতীক) সেখানে অধিষ্ঠান করছেন।

ভাঁড়ের কলসি - স্বার্থ সিদ্ধির উপায়।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে ভাঁড়ারঘরে ধান-চাল রাখার পাশাপাশি অনেক সময় একটি কলসি লুকিয়ে রাখা হতো, যেখানে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা বা জরুরি জিনিস জমা থাকত। সংসারে যদি বড় অভাব-অনটনও দেখা দিত, তবুও সেই কলসি ছিল পরিবারের আসল ভরসা–যা দিয়ে প্রয়োজনে সমস্যার সমাধান করা যেত। তাই লোকেরা বলত– 'ওর ভাঁড়ের কলসি আছে' অর্থাৎ, সে একেবারে অসহায় নয়, তার হাতে নিজের স্বার্থ রক্ষার গোপন উপায় আছে। এখান থেকেই এই বাগধারার প্রচলন, যা ব্যবহার করা হয় এমন মানুষ বা পরিস্থিতি বোঝাতে, যেখানে বাইরে থেকে নিঃস্ব মনে হলেও ভেতরে নিজের সুবিধা আদায়ের রাস্তা লুকিয়ে থাকে।

ভাগ্যের দোহাই দেওয়া - কপালে হাত দেওয়া।

এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বড় ব্যর্থতা বা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়, তখন সে তার সেই অবস্থাকে তার ভাগ্যের কাছে ছেড়ে দেয়। কপালে হাত দেওয়া একটি শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, যা হতাশা, দুঃখ এবং ভাগ্যের কাছে হার মেনে নেওয়ার প্রতীক। মানুষ যখন কোনো কিছু করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে তার কপালকে দোষারোপ করে এবং তার ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বলে যে, এটি তার কপালে লেখা ছিল।

ভজকট - ঝঞ্ঝাট / ঝামেলা।

ভজকট শব্দটি গঠিত হয়েছে ভজ (ভজনা বা পূজা করা) এবং কট (অর্থ ঝামেলা, গোলযোগ) থেকে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে পূজা-পার্বণ বা ভজন-আচার ছিল অত্যন্ত প্রচলিত, কিন্তু অনেক সময় এসব পূজাকে ঘিরে খরচের হিসাব, প্রসাদ ভাগাভাগি বা আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দলে দলে ঝগড়া হতো। যেখানে ভক্তি ও শান্তির পরিবেশ থাকার কথা, সেখানে উল্টো গোলযোগ তৈরি হওয়াকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলা হতো 'ভজকট'। সেখান থেকেই বাগধারাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে - অর্থহীন ঝামেলা, জটিলতা বা গোলযোগ।

Educationblog24.com

ম

মন

মন আনচান করা - অস্থির হওয়া।

আমাদের সমাজে মনকে প্রায়শই পাখির মতো চঞ্চল বা অস্থির হিসেবে দেখা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করে বা কোনো কারণে উদ্বিগ্ন হয়, তখন তার মন স্থির থাকে না। তার মন বারবার সেই জিনিসটির কথা ভাবে এবং তাকে অস্থির করে তোলে। এই অস্থিরতাকে 'মন আনচান করা' বাগধারা দিয়ে বোঝানো হয়।

মন না মতি - অস্থির মানব মন।

মানুষের মন সবসময় চঞ্চল এবং অস্থির থাকে। এটি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং কোনো কিছুতে দীর্ঘ সময় স্থির থাকতে পারে না। 'মন না মতি' বাগধারাটি এই ধারণাটিকেই সরাসরি প্রকাশ করে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো মন স্থীর নয়। এখানে মনকে এমন এক সত্তা হিসেবে দেখা হয়, যা তার নিজের ইচ্ছেমতো চলে এবং কোনো নিয়মে বা স্থিরতায় আবদ্ধ থাকে না। এটি দিয়ে বোঝানো হয় যে, মানুষের মন স্বভাবতই পরিবর্তনশীল, তাই তার কোনো সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা স্থায়ী হয় না।

মনের আগুন - উত্তেজনা।

আমাদের সমাজে আগুনকে প্রায়শই ক্রোধ, রাগ এবং হিংসার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি প্রচণ্ড রাগে বা ক্রোধে থাকে, তখন তার ভেতরের আবেগ তার শরীর ও মনকে উত্তপ্ত করে তোলে। এই উত্তাপকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তার এই রাগ এতটাই তীব্র যে তা তার মনকে যেন পুড়িয়ে দেয়। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, মানুষের মনের মধ্যে থাকা ক্রোধ বা উত্তেজনাকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

মনের গুড়ে বালি - আশা ভঙ্গ হওয়া / সম্মানহানি।

গুড় হলো একটি মিষ্টি এবং সুস্বাদু খাবার। যখন কোনো ব্যক্তি গুড় খায়, তখন তার মনে আনন্দ এবং তৃপ্তি আসে। কিন্তু যদি সেই গুড়ে বালি মিশে যায়, তবে সেই গুড়টি আর খাওয়া যায় না। এই সামান্য বালি সেই গুড়ের সম্পূর্ণ মিষ্টতা এবং স্বাদ নষ্ট করে দেয়। কোনো ব্যক্তির কোনো আশা, আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন যখন কোনো সামান্য কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তখন তার এই অবস্থাকে 'মনের গুড়ে বালি' বলে অভিহিত করা হয়।

মাথা

মাথার দিব্যি - শপথ।

আমাদের সমাজে মাথাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানের স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। মাথায় হাত দেওয়া বা স্পর্শ করাকে শ্রদ্ধার প্রতীক মনে করা হয়। তাই, যখন কেউ কোনো বিষয়ে সত্যতা বা প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করতে চায়, তখন সে তার নিজের মাথার দিব্যি বা কসম দেয়। এই বাগধারাটি সেই প্রথা থেকেই জন্ম নিয়েছে। 'মাথার দিব্যি' দিয়ে বোঝানো হয় যে, সেই শপথটি এতটাই গুরুতর যে তা যদি ভাঙা হয়, তবে শপথ গ্রহণকারীর নিজের জীবনের ওপর দুর্ভাগ্য বা বিপদ নেমে আসতে পারে।

মাথা মাটি হওয়া - বোধবুদ্ধি লোপ পাওয়া।

মাথা হলো জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান। যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে, যা বুদ্ধিহীন বা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, তখন সেই অবস্থাকে 'মাথা মাটি হওয়া' বলা হয়। এখানে 'মাটি হওয়া' মানে হলো সেই মাথার কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। এই বাগধারাটি এই রূপক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে মাথাকে মাটির সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো হয় যে, মাথা থেকে বুদ্ধি বা জ্ঞান যেন সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে। এটি দিয়ে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয়, যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলে এবং বুদ্ধিহীনভাবে আচরণ করে।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল - ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা।



কুকুর হলো একটি সাধারণ এবং সরল প্রাণী। যদি সেই কুকুরকে কেউ মাথার ওপর আঘাত করে, তবে সেই আঘাতের কারণে সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের আঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এটি যেকোনো প্রাণীকে পাগল করে দিতে পারে। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন এক ধরনের মানসিক চাপ বা যন্ত্রণার শিকার হয়, যা তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, তখন তার সেই অবস্থাকে 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' বলে অভিহিত করা হয়।

Educationblog24.com

মুখ

মুখে ফুল চন্দন পড়া - শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ।



প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো শুভ সংবাদ নিয়ে আসত, তখন তাকে সম্মান জানানোর জন্য তার মুখে ফুল এবং চন্দন দেওয়া হতো। এটি ছিল সেই শুভ সংবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সেই ব্যক্তির প্রতি সম্মান জানানোর একটি উপায়। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো খবর দেয় বা কোনো শুভ কামনা করে, তখন তার সেই ভালো কথাটিকে ফুল ও চন্দনের মতো পবিত্র এবং শুভ বলে মনে করা হয়। তাই, তাকে আশীর্বাদ করে বলা হয়, 'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক'। অর্থাৎ, তার মুখ থেকে যে ভালো কথাটি বের হয়েছে, তার জন্য তাকে ফুল ও চন্দনের মতো পবিত্র বস্তু দিয়ে আশীর্বাদ করা হোক। এই বাগধারাটি দিয়ে শুভ সংবাদ বা ভালো কথার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

মুখ করা - তিরস্কার করা, বকুনি দেয়া।

আমাদের সমাজে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে, তখন তার গুরুজন বা অভিভাবক তাকে মুখের কঠোর ভঙ্গিমা দিয়ে তিরস্কার করে। এই তিরস্কারটি কেবল কথার মাধ্যমে হয় না, বরং মুখের একটি বিশেষ ভঙ্গিমা তৈরি করে যা সেই ব্যক্তির রাগ বা বিরক্তিকে প্রকাশ করে। এই ভঙ্গিমাটি এতটাই শক্তিশালী যে, কোনো কথা না বলেও সেই ব্যক্তির মনোভাব বোঝা যায়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'মুখ করা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে।

মুখ রাখা - মান রাখা।

আমাদের সমাজে মুখ হলো একজন ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভুল বা লজ্জাজনক কাজ করে, তবে তার এই কাজ তার সম্মানকে নষ্ট করে। এই কারণে, কোনো ব্যক্তি যখন এমন কোনো কাজ করে যা তার সম্মানকে রক্ষা করে, তখন তার সেই কাজকে 'মুখ রাখা' বলে অভিহিত করা হয়।

মুখচোরা - লাজুক।

একজন লাজুক ব্যক্তি সহজে মানুষের সামনে আসে না বা কথা বলতে চায় না। সে যেন তার মুখকে লুকিয়ে রাখে বা মুখ দিয়ে কিছু বলতে ভয় পায়। 'মুখচোরা' বাগধারাটি সেই চিত্রকেই রূপক অর্থে প্রকাশ করে। এটি এমন এক ব্যক্তিকে বোঝায়, যে তার লাজুক স্বভাবের কারণে মানুষের সামনে নিজের মুখকে লুকিয়ে রাখে।

মুখে দুধের গন্ধ - অতি কম বয়স।

একটি নবজাতক বা খুব কম বয়সী শিশু তার জীবনের প্রথম কয়েক মাস কেবল মায়ের দুধ পান করে। এই সময়ে তার মুখে সব সময় দুধের একটি হালকা গন্ধ থাকে। এই গন্ধটি তার অপরিণততা, দুর্বলতা এবং কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবকে বোঝায়। এই কারণে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয় বা কোনো কাজ করতে পারে না, তখন তাকে এই বাগধারাটি দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়।

মুখে খই ফোটা - অযথা অনর্গল কথা বলা।

খই তৈরি হয় ধান থেকে। মাটির খোলায় বা পাত্রে বালু গরম করা হয়। এরপর শুকনা ধানকে সেই গরম বালুতে রেখে ঝাড়ুর কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করলে খই তৈরি হয়। সাদা রঙের খই পটপট করে ধান থেকে ফুটে বেরোতে থাকে। একবার ফোটা শুরু হলে দ্রুতগতিতে অবিরামভাবে চলতে থাকে। কারো মুখে কথা অনর্গল বা একটানা চলতে থাকলে বলা হয়, মুখে যেন খই ফুটেছে।

মুখ চুন হওয়া - লজ্জায় ম্লান হওয়া।

যখন কোনো ব্যক্তি লজ্জায় পড়ে বা বিব্রত হয়, তখন তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং সে তার মুখ লুকানোর চেষ্টা করে। এই ফ্যাকাসে হওয়াকে চুনের সাদা রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়। চুন যেমন সাদা এবং প্রাণহীন, তেমনি লজ্জার কারণে কোনো ব্যক্তির মুখও রক্তশূন্য হয়ে সাদা হয়ে যায়। এই অবস্থাটি সেই ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণা এবং তার লজ্জাকে প্রকাশ করে।

মাটি

মাটি খাওয়া - বোকার মতো কাজ করা।

আমাদের সমাজে মাটি খাওয়া একটি বোকার মতো কাজ হিসেবে দেখা হয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাটি খায় না, কারণ সে জানে যে মাটি অখাদ্য এবং নোংরা। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি মাটি খায়, তখন তার মানে হলো সে বোকা এবং তার কোনো বুদ্ধি নেই।

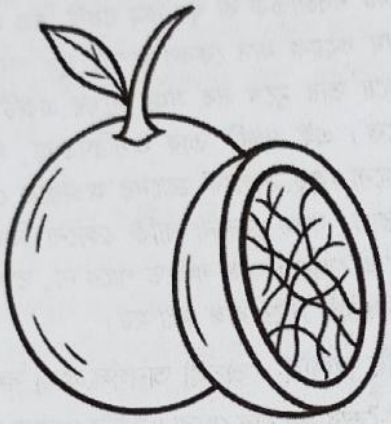
মাটির মানুষ - অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ লোক।

মাটি হলো এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যা তার শান্ত, নিরীহ এবং স্থিতিশীল প্রকৃতির জন্য পরিচিত। মাটিকে যত চাপ দেওয়া হোক না কেন বা আঘাত করা

Educationblog24.com

হোক না কেন, তা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। এটি কোনো ধরনের হিংসা বা ক্রোধ প্রকাশ করে না। এই কারণে, মাটিকে শান্তি এবং নিরীহতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। মাটির মানুষ বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যার স্বভাব মাটির মতোই শান্ত, সহনশীল এবং নিরীহ। এই ব্যক্তিটি কোনো কিছুতেই রাগ করে না বা কোনো ধরনের প্রতিশোধপরায়ণ হয় না। সে মাটির মতোই সবকিছু সহ্য করে।

মাকাল ফল - অন্তঃসারশূন্য।



মাকাল ফল দেখতে যতটা সুন্দর, ভেতরে ততটাই তিক্ত এবং অসার। এর সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করলেও এর কোনো খাদ্যগুণ নেই। এই কারণে এটি সৌন্দর্যের ভান এবং অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। মাকাল ফল বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে বাইরে থেকে দেখতে খুব আকর্ষণীয় বা প্রভাবশালী মনে হলেও তার ভেতরে কোনো জ্ঞান, গুণ বা সততা নেই।

ম্যাও ধরা - দায়িত্ব নেওয়া।



ম্যাও বিড়ালের ডাক। সুতরাং, 'ম্যাও ধরা' মানে হলো বিড়ালের ডাককে নিজে হাতে ধরা বা সামলানো। এই বাগধারাটির মূল ভিত্তি হলো ইঁদুর ও বিড়ালের গল্পটি। এই গল্পে, ইঁদুরেরা ঠিক করে যে তারা বিড়ালের গলায় একটি ঘণ্টা বাঁধবে যাতে তারা সতর্ক হতে পারে। কিন্তু যখন প্রশ্ন আসে 'কে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে?', তখন কোনো ইঁদুরই এই কাজটি করার সাহস দেখায় না। কারণ, এই কাজটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিড়ালের মুখোমুখি হওয়ার মতো ভয়ংকর। এই ঘণ্টা বাঁধা বা ম্যাও ধরা কাজটি ছিল এমন একটি কাজ, যা কেউ করতে চায় না কারণ এটি খুব বিপজ্জনক। তাই 'ম্যাও ধরা' বাগধারাটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ এবং অপ্রীতিকর কাজের দায়িত্ব নিতে সাহস দেখায়।

ময়ূর ছাড়া কার্তিক - রূপবান পুরুষ।



হিন্দু পুরাণে কার্তিকেয় বা কার্তিক দেবতা (মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র) ছিলেন অসাধারণ সুদর্শন, বীর ও যুবরাজসুলভ রূপবান। তাঁর বাহন ছিল ময়ূর। বর্ণনায় বলা হয়েছে, কার্তিকের সৌন্দর্য ছিল এমন যে, তাঁকে দেখলে যুবতীরা বিমোহিত হতো। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ময়ূরও সৌন্দর্যের প্রতীক–রঙিন পালক, লাবণ্যময় ভঙ্গি ও নৃত্যের জন্য। তাই ময়ূরছাড়া কার্তিক মানেই পূর্ণ সৌন্দর্য ও মহিমা। কিন্তু কোনো রূপবান যুবকের সঙ্গে তুলনা করার সময় শুধু 'কার্তিক' নাম উচ্চারণ করলেই বোঝা যায় সে অসাধারণ সুদর্শন। এজন্যই প্রচলিত হলো 'ময়ূর ছাড়া কার্তিক'। অর্থাৎ কার্তিক যদি বাহন ময়ূর ছাড়াও দাঁড়ান, তবুও তিনি রূপবান।

মাছ

মাছের মা - নির্মম/ নিষ্ঠুর।

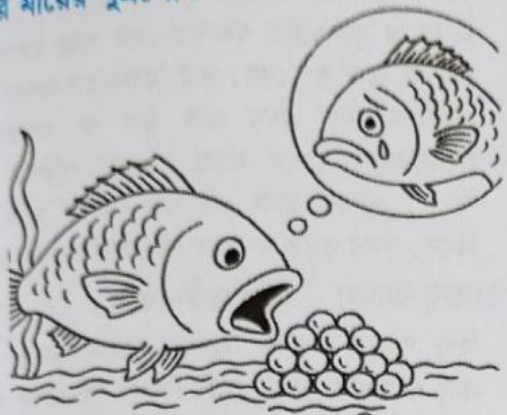
একজন মা তার সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহময় এবং মমতাময় হন, কিন্তু কিছু মাছ তার সন্তানের (ডিম) প্রতি কোনো ধরনের মায়া দেখায় না। মাছ তার নিজের ডিম খেয়ে ফেলে, যা একটি নির্মম এবং নিষ্ঠুর কাজ। এই কারণে, মাছের মায়ের আচরণকে নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

মাছের তেলে মাছ ভাজা - পরের দ্বারা কার্যোদ্ধার।

কিছু মাছ (যেমন ইলিশ মাছ) ভাজার সময় নিজেদের শরীর থেকে তেল ছাড়ে। এই তেলটি এতটাই বেশি হয় যে সেই তেল দিয়েই অন্য মাছ বা সবজি ভাজা যায়। অর্থাৎ, প্রথম মাছটি তার নিজের সম্পদ (তেল) ব্যবহার করে অন্য একটি কাজ (অন্য মাছ বা সবজি ভাজা) করে। যখন কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পদ বা শক্তি খরচ না করে, অন্যের সম্পদ বা সুযোগ ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে, তখন সেই কাজটি 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' বলে বিবেচিত হয়।

Educationblog24.com

মাছের মায়ের পুত্রশোক - কপট বেদনাবোধ।



একজন মা তার সন্তানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন, কিন্তু মাছ তার সন্তানের (ডিম) প্রতি কোনো ধরনের মায়া দেখায় না। মাছের ডিম থেকে অসংখ্য ছানা বের হয়, যাদের অনেকেই অল্পদিনের মধ্যে অন্য মাছ, পাখি, মানুষ বা প্রাকৃতিক কারণে মারা যায়। কিছু মাছ তার নিজের ডিম খেয়ে ফেলে, যা একটি নির্মম এবং নিষ্ঠুর কাজ। মা মাছ তার অসংখ্য সন্তান হারিয়েও কোনো শোক প্রকাশ করে না। এই কারণে, মাছের মায়ের পক্ষে পুত্রশোক প্রকাশ করা একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং কপট কাজ। তাই 'মাছের মায়ের পুত্রশোক' বাগধারাটি দিয়ে কপট বেদনাবোধ বা মিথ্যা শোক প্রকাশ করা বুঝায়।

মিছরির ছুরি - আপাত মধুর কিন্তু তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী।

মিছরি এবং ছুরি এই দুটি বস্তু একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। মিছরি যেমন মিষ্টি, নরম এবং সুস্বাদু, তেমনি ছুরি হলো ধারালো, কঠিন এবং বিপজ্জনক। এই দুটিকে একত্রিত করে একটি অবাস্তব চিত্র তৈরি করা হয়েছে-'মিছরির ছুরি'। এটি এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায়, যার কথাবার্তা বা আচরণ বাইরে থেকে মিছরির মতো মিষ্টি ও আকর্ষণীয় মনে হলেও তার ভেতরে ছুরির মতো তীক্ষ্ণ, নির্মম এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। এই ব্যক্তিটি তার মধুর ব্যবহারের আড়ালে অন্যকে আঘাত করার পরিকল্পনা করে।

মরণ কামড় - মরণপণ প্রচেষ্টা।

যখন কোনো প্রাণী বা মানুষ জীবন-মৃত্যুর সংকটে পড়ে এবং তার আর কোনো উপায় থাকে না, তখন সে তার জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে তার শত্রুকে কামড় দেয়। এই কামড়টি তার জীবনের শেষ চেষ্টা এবং এটি তার জীবনের সব শক্তি দিয়ে করা হয়। এই কামড়টি এতটাই শক্তিশালী হয় যে তা তার শত্রুকেও পরাজিত করতে পারে। 'মরণ কামড়' বাগধারাটি সেই মরিয়া অবস্থাকেই রূপক অর্থে প্রকাশ করে। এটি দিয়ে এমন একটি অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে ব্যক্তি বা প্রাণী তার জীবনের শেষ কামড়ের মতো তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে।

মণিকাঞ্চন যোগ - উপযুক্ত মিলন।



ভারতীয় সংস্কৃতিতে মণি এবং কাঞ্চন (সোনা) উভয়ই ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং দুর্লভ। যখন এই দুটি মূল্যবান জিনিস একসঙ্গে মিলিত হতো, তখন তাদের সৌন্দর্য এবং মূল্য আরও বেড়ে যেত। প্রাচীনকাল থেকে রাজা-মহারাজারা সোনায় রত্ন বসিয়ে অলংকার তৈরি করতেন। এই দুটি জিনিসের মিলনকে একটি নিখুঁত এবং উপযুক্ত মিলন হিসেবে দেখা হয়।

মেনিমুখো - সলজ্জ/ লাজুক।

বিড়াল, বিশেষত মেনি বিড়াল, সাধারণত মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে চায় না, বরং দূরে থাকে এবং লাজুকভাব দেখায়। সে সহজে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না এবং তার মুখাবয়বে এক ধরনের জড়তা দেখা যায়। মেনিমুখো বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যার মুখাবয়ব বা আচরণ মেনি বিড়ালের মতোই লাজুক ও শান্ত।

মাছরাঙার কলঙ্ক - অনেক অপরাধীর মধ্যে কেবল একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা।

মাছরাঙা ছাড়াও বক, পানকৌড়ি বা অন্য অনেক পাখিই মাছ ধরে খায়। কিন্তু যখন মাছ কমে যায়, তখন কেবল মাছরাঙাকেই তার জন্য দায়ী করা হয়। মাছরাঙা একা মাছ ধরার অপরাধী নয়, কিন্তু তাকেই তার জন্য দোষী করা হয় এবং একমাত্র মাছ শিকারি বলে মনে করা হয়। অন্য পাখিরা যেন আড়ালে থেকে যায়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো একটি অপরাধ বা খারাপ কাজ অনেকজন মিলে করে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল একজনকেই দায়ী করা হয় বা তাকেই সেই অপবাদের বোঝা বহন করতে হয়, তখন সেই পরিস্থিতিকে 'মাছরাঙার কলঙ্ক' বলা হয়।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা - দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার।

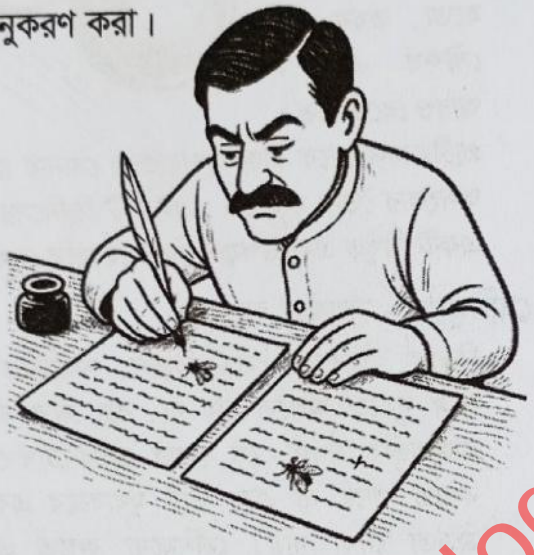
একটি মৃতদেহ যখন মাটিতে পড়ে থাকে, তখন তার কোনো শক্তি বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। যদি সেই মৃতদেহের উপর কেউ খাঁড়ার মতো একটি ভারী ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে, তবে তা একটি চরম নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অর্থহীন কাজ। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' বাগধারাটির

Educationblog24.com

Educationblog24.com

উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার চেয়ে দুর্বল বা অসহায় ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত অত্যাচার বা আঘাত করে, তখন তার এই আচরণকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' বলে অভিহিত করা হয়।

মাছি মারা কেরানি - অবিকল অনুসরণ/ ভুল ত্রুটির দিকে খেয়াল না রেখে কোনো কাজ হুবহু অনুকরণ করা।



এক কেরানিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল নকল করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। কেরানিটি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজ শুরু করলেন। তিনি প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি চিহ্ন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নকল করছিলেন, যাতে কোনো ভুল না হয়। হঠাৎ তিনি শেষ পৃষ্ঠার এক কোণে দেখতে পেলেন একটি মৃত মাছি কাগজের সঙ্গে চ্যাপ্টা হয়ে লেগে আছে। কেরানিটি তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। তিনি মূল দলিলের সব ভুল-ত্রুটি, এমনকি সেই মৃত মাছিটিকেও হুবহু নকল করে তার নতুন দলিলের পৃষ্ঠায় আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন! তার কাজ দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তিনি তার দায়িত্ব শতভাগ নির্ভুলতার সঙ্গে পালন করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির কোনো বালাই ছিল না। এই ঘটনা থেকেই 'মাছি মারা কেরানি' বাগধারাটির সৃষ্টি হয়েছে। এটি দিয়ে সেই ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়, যে তার নিজের বুদ্ধি ব্যবহার না করে কোনো কিছুকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে।

মহাভারত অশুদ্ধ - বড় রকমের অপরাধ।

মহাভারত হিন্দু সমাজের কাছে একটি আদর্শ গ্রন্থ, যা ন্যায় ও সত্যের পথ দেখায়। মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যায়, একটি মাত্র ভুল সিদ্ধান্ত বা অপরাধ (যেমন পাশা খেলার আয়োজন, দ্রৌপদীর অপমান, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ইত্যাদি) গোটা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্ম দেয়। ফলস্বরূপ রাজবংশের প্রায় সব পুরুষ ধ্বংস হয়, কোটি কোটি প্রাণহানি ঘটে এবং সমাজ অরাজকতায় নিমজ্জিত হয়। অর্থাৎ, সামান্য কিছু অপরাধ যেমন দুঃশাসনের দম্ভ, দুর্যোধনের হিংসা, শকুনি চাতুর্য ও ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষপাত–শেষ পর্যন্ত মহাভারত ভয়াবহ যুদ্ধে রূপ নেয়। তাই 'মহাভারত অশুদ্ধ' বলে বোঝানো হয় এমন এক ভুল বা অপরাধ, যা মহাভারতের যুদ্ধের মতো ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে। কোনো কাজ যদি বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনে, তখন তাকে বলা হয়–'মহাভারত অশুদ্ধ'।

মান্ধাতার আমল - অতি প্রাচীনকাল।

হিন্দু পুরাণে মান্ধাতা ছিলেন একজন অত্যন্ত ধার্মিক এবং শক্তিশালী রাজা। তিনি ছিলেন সূর্যবংশের একজন রাজা, যিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তাঁর শাসনকাল এতটাই দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ছিল যে, তা একটি প্রাচীন ও আদর্শ সময়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই কাহিনিটি থেকেই 'মান্ধাতার আমল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। যখন কোনো কিছু অত্যন্ত পুরোনো বা সেকেলে হয়, তখন তাকে বোঝানোর জন্য এই বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। এটি দিয়ে এমন এক সময়ের কথা বলা হয়, যা এখনকার সময়ের থেকে অনেক দূরে এবং বর্তমান যুগের সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়।

মগের মুল্লুক - অরাজকতা।



ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আরাকানের মগ দস্যুরা বার্মার রাজাদের সহায়তায় বঙ্গোপসাগর উপকূলে বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং সুন্দরবনের দিকে ব্যাপক লুটতরাজ চালাত। তারা স্থানীয় মানুষজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করত। তাদের এই অত্যাচারে বাংলার মানুষজন এতটাই ভীত ছিল যে, মগদের অঞ্চলকে অরাজকতা ও অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। তাদের এলাকায় কোনো আইন-কানুন ছিল না এবং সেখানে যা খুশি তাই করা যেত। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'মগের মুল্লুক' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো স্থান বা পরিবেশে যদি কোনো আইন-কানুন না থাকে এবং সেখানে যদি অরাজকতা বিরাজ করে, তখন সেই পরিবেশকে 'মগের মুল্লুক' বলে অভিহিত করা হয়। এটি সেই অঞ্চলের প্রতীক, যেখানে কোনো ধরনের

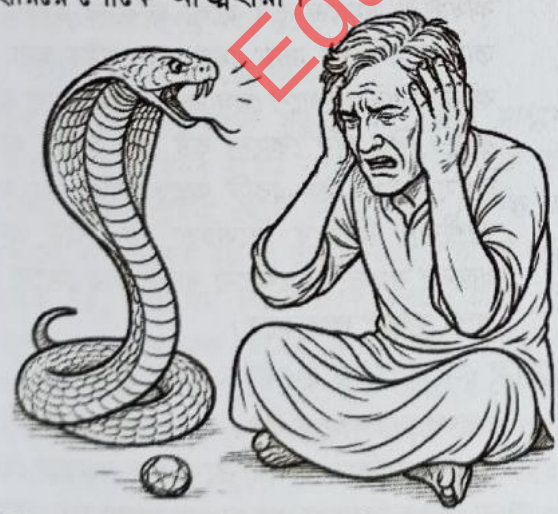
Educationblog24.com

মৃগতৃষ্ণা - মরীচিকা।



মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে যখন কোনো হরিণ জলের পিপাসায় অস্থির হয়, তখন সে দূরে জল দেখতে পায়। এই জলটি আসলে কোনো বাস্তব জল নয়, বরং এটি আলোর প্রতিসরণের কারণে সৃষ্ট একটি মরীচিকা। হরিণ সেই জলকে সত্য মনে করে তার দিকে ছুটে যায়, কিন্তু সে তার কাছে গেলে দেখে সেখানে কোনো জল নেই। এই অবস্থাটি হরিণের জন্য একটি চরম হতাশা এবং যন্ত্রণার কারণ হয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'মৃগতৃষ্ণা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো অবাস্তব কল্পনা বা মিথ্যা আশার পেছনে ছোটে, যা তার জীবনে কোনো ফল বয়ে আনে না, তখন তার এই অবস্থাকে 'মৃগতৃষ্ণা' বলে অভিহিত করা হয়।

মণিহারা ফণী - প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক/ ধন হারিয়ে শোকে আত্মহারা।



আমাদের সমাজে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, সাপের মাথার উপর একটি মণি থাকে। এই মণিটি সাপের জীবন এবং শক্তির উৎস। যদি কোনো সাপ তার মণি হারিয়ে ফেলে, তবে সে তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি হারায়। এই কারণে, সে শোকে আত্মহারা হয়, দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় এবং অস্থির হয়ে তার মণি খুঁজে বেড়ায়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তার সবচেয়ে প্রিয়জন বা মূল্যবান কোনো সম্পদ হারিয়ে শোকে দিশাহারা হয়ে যায়, তখন তার সেই অবস্থাকে 'মণিহারা ফণী'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। এখানে মণি হলো সেই প্রিয়জন বা মূল্যবান সম্পদ, আর ফণী হলো সেই ব্যক্তি, যে সেই সম্পদ বা প্রিয়জনকে হারিয়েছে।

মানিক জোড় - গভীর সম্পর্ক, অন্তরঙ্গ বন্ধু।



প্রাচীন বাংলার জলাভূমি ও গ্রামীণ পরিবেশে মানিকজোড় পাখি খুব পরিচিত ছিল। এরা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় চলাফেরা করে, একে অপরের কাছ থেকে আলাদা হয় না, ডানা না নেড়ে দীর্ঘসময় বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। এদের পা দুটি লম্বা ও লালচে, ফলে দূর থেকে দেখতে একজোড়া লাল মানিকের মতো মনে হয়। এজন্যই স্থানীয় মানুষ এদের নাম দেয় 'মানিকজোড়'। যেহেতু এই পাখি সর্বদা জোড়ায় থাকে এবং আলাদা হয় না, তাই সমাজে এমন দুই ব্যক্তিকে, যারা সর্বদা একসাথে থাকে বা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদেরকে 'মানিক জোড়' বলা হয়।

মরার সময় মকরধ্বজ - শেষ প্রচেষ্টা।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় মকরধ্বজকে একটি শক্তিশালী ঔষধ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা কোনো রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। যখন কোনো রোগী মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যেত এবং তার জীবনের কোনো আশা থাকত না, তখন তাকে এই ঔষধটি দেওয়া হতো। এটি ছিল তার জীবনের শেষ চেষ্টা, কারণ এই ঔষধটি যদি কাজ করত, তবে তার জীবন বেঁচে যেত। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'মরার সময় মকরধ্বজ' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যখন তার জীবনের শেষ মুহূর্তে থাকে এবং তার আর কোনো আশা থাকে না, তখন সে তার জীবনের শেষ চেষ্টা করে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। এই চেষ্টাটি তার জীবনের সব শক্তি দিয়ে করা হয়।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

মশা মারতে কামান দাগা - নিরর্থক অপব্যয়। সামান্য ব্যাপারে বৃহৎ আয়োজন।



বাংলা সমাজে কামান ছিল শক্তি, যুদ্ধশক্তি ও ধ্বংসক্ষমতার প্রতীক। কামানের ব্যবহার হতো বড় যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গ ভাঙার জন্য বা বিশাল সেনাদল ধ্বংস করার জন্য। অন্যদিকে মশা একটি তুচ্ছ প্রাণী–যাকে মারতে হাত বা ছোট কোনো সামান্য উপায়ই যথেষ্ট। এখন, যদি কেউ তুচ্ছ এক মশা মারতে যুদ্ধাস্ত্র কামান ব্যবহার করে, তবে সেটা হবে একেবারেই অযৌক্তিক, হাস্যকর এবং অপব্যয়ী। এই অযৌক্তিক তুলনা থেকেই এসেছে বাগধারাটি। যখন কোনো ব্যক্তি একটি সহজ ও সামান্য কাজ করার জন্য বৃহৎ আয়োজন বা শক্তি ব্যবহার করে, তখন সেই কাজটি 'মশা মারতে কামান দাগানো' বলে বিবেচিত হয়।

মেকি কান্না - লোক দেখানো কান্না।



বাঁয়ে ২ পাউন্ডের আসল ধাতব মুদ্রা, ডানে মেকি

'মেকি' ফারসি শব্দ যার অর্থ নকল বা ভেজাল। প্রাচীনকালে রূপার মুদ্রার মধ্যে ভেজাল হিসেবে নকল মুদ্রা মিশিয়ে দেওয়া হতো, যাকে 'মেকি' বলা হতো। এই নকল মুদ্রার যেমন কোনো মূল্য ছিল না, তেমনি যে কান্নায় কোনো আন্তরিকতা নেই এবং যা শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য করা হয়, তাকেও 'মেকি কান্না' বলা হয়। এই ধরনের কান্নায় কোনো সত্যিকারের আবেগ থাকে না, বরং এটি অন্যদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য করা হয়।

মড়াকান্না - উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ।

আমাদের সমাজে যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এক ধরনের শোক প্রকাশ করা হয়। এই শোক প্রকাশটি প্রায়শই উচ্চকণ্ঠে হয়। এই উচ্চকণ্ঠের কান্নাকে 'মড়াকান্না' বলে অভিহিত করা হয়।

মামদোবাজি - প্রতারণা/ শয়তানি করা।

আমাদের সমাজে মামদো ভূত নিয়ে অনেক ধরনের লোককথা প্রচলিত আছে। মামদোকে সাধারণত এমন একটি ভূত হিসেবে ধরা হয়, যে তার চালাকি ও ভান দিয়ে মানুষকে বোকা বানায়। সে বিভিন্ন ধরনের কৌশল বা ভোজবাজি দেখিয়ে মানুষকে ভয় দেখায় বা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করত। এই কারণে, মামদো আচরণকে প্রতারণা এবং শয়তানির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যে ব্যক্তি মামদো ভূতের মতো তার চালাকি এবং শয়তানি দিয়ে অন্যদের সঙ্গে প্রতারণা করে, তখন তার এই আচরণকে 'মামদোবাজি' বলে অভিহিত করা হয়।

ম-ম করা - সুগন্ধে ভরে যাওয়া, পূর্ণ হওয়া।

আমাদের সমাজে যখন কোনো স্থানে কোনো সুগন্ধী বস্তু থাকে, যেমন কোনো ফুল, খাবার বা সুগন্ধী, তখন তার গন্ধটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই স্থানটিকে সুগন্ধে পূর্ণ করে তোলে। এই পূর্ণ হওয়াকে 'ম-ম করা' বলে অভিহিত করা হয়। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, কোনো কিছুর সুগন্ধ এতটাই শক্তিশালী হয় যে তা পুরো পরিবেশকে প্রভাবিত করে। এটি কেবল কোনো সুগন্ধকে বোঝায় না, বরং সেই সুগন্ধের পেছনে থাকা সৌন্দর্য, আনন্দ এবং তৃপ্তিকেও ইঙ্গিত করে।

মেঘ না চাইতেই জল - আশাতীত ফল।

কৃষিজীবী সমাজে বৃষ্টি হলো জীবনের উৎস। কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য মেঘ এবং বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে। যখন আকাশে মেঘ জমে, তখন তারা বৃষ্টি আশা করে। কিন্তু যদি কোনো বৃষ্টি মেঘ ছাড়াই হঠাৎ করে আসে, তখন তা একটি অপ্রত্যাশিত এবং আশাতীত আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি এমন এক ধরনের সুফল, যা কোনো ব্যক্তি তার কোনো চেষ্টা বা আশা ছাড়াই লাভ করে।

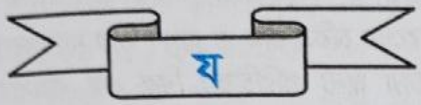
মেঘে মেঘে বেলা হওয়া - বয়স বাড়া।

মেঘের চলাচল খুব ধীর। আমরা যদি মেঘের দিকে এক পলকে তাকিয়ে থাকি, তবে তার নড়াচড়া বোঝা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলে বোঝা যায়, মেঘ অনেক দূর চলে গেছে এবং অনেক সময় পার হয়ে গেছে। যখন কোনো ব্যক্তি জীবন বা সময়ের দিকে মনোযোগ দেয় না, তখন তার বয়স কখন বেড়ে যায় বা কত সময় চলে যায়, তা সে বুঝতে পারে না। 'মেঘে মেঘে বেলা হওয়া' বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয় যেখানে অজান্তেই সময় কেটে যায় এবং ব্যক্তির বয়স বেড়ে যায়।

Educationblog24.com

মেছো হাটা - তুচ্ছ বিষয়ে মুখরিত।

মেছো অর্থ মাছ, আর হাটা মানে হাট বা বাজার। অর্থাৎ মাছের বাজার। মাছের বাজার হলো এমন একটি স্থান, যেখানে বিক্রেতা ও ক্রেতারা মাছের দরদাম নিয়ে প্রচণ্ড চেঁচামেচি ও শোরগোল করেন। বাইরে থেকে এই শোরগোল দেখে মনে হয় যেন খুব বড় কোনো ঘটনা ঘটছে, কিন্তু আসলে তা কেবল সামান্য কিছু মাছ কেনাবেচার জন্যই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সেখানে অনেক শোরগোল তৈরি হয়।



যম

(সকল জীবের প্রাণহরণকারী)

যম যন্ত্রণা - মৃত্যু যন্ত্রণা/ খুব কষ্ট।

হিন্দু ধর্মমতে, যখন কোনো পাপী মারা যায়, তখন তার আত্মাকে যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে তার পাপের জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। এই শাস্তি এতটাই যন্ত্রণাদায়ক হয় যে তা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই শাস্তি থেকে কোনো মুক্তি নেই। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'যম যন্ত্রণা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন এক ধরনের কষ্ট অনুভব করে যা মৃত্যুর মতোই যন্ত্রণাদায়ক, তখন তার এই অবস্থাকে 'যম যন্ত্রণা' বলে অভিহিত করা হয়। এটি কেবল কোনো শারীরিক কষ্ট নয়, বরং এটি এমন এক ধরনের মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণা, যা মানুষের জীবনকে চরম বিপন্ন করে তোলে।

যমের অরুচি - যে সহজে মরে না।

হিন্দু পুরাণে যম হলেন মৃত্যুদেবতা, যিনি মানুষের জীবন শেষ করেন। যমের কাজ হলো জীবকে তার নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এমন হয় যে তাকে বারবার যমের কাছে যেতে হয়, কিন্তু যম তাকে গ্রহণ করতে রাজি নন, তখন সেই অবস্থাকে 'যমের অরুচি' বলা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, এই ব্যক্তি এতটাই রোগগ্রস্ত, দুর্বল বা ঝামেলাপূর্ণ যে যমরাজও তাকে গ্রহণ করতে চান না। যমরাজ, যিনি সব জীবকে গ্রহণ করেন, তিনিও এই ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে রাজি নন। এটি সেই ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনকে বোঝায়, যা তার জন্য একটি বোঝা। এই ব্যক্তি তার জীবনের সব আশা হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু সে মরতে পারছে না।

যমের ভুল - যার মরণ হয় না।

হিন্দু ধর্মমতে, যমের কাজ হলো জীবকে তার নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এমন হয় যে তাকে বারবার যমের কাছে যেতে হয়, কিন্তু যম তাকে গ্রহণ না করে ভুল করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেন, তখন সেই অবস্থাকে 'যমের ভুল' বলা হয়। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, এই ব্যক্তি এতটাই রোগগ্রস্ত, দুর্বল বা ঝামেলাপূর্ণ যে যমরাজও তাকে গ্রহণ করতে চান না; তাই তার মরণ হয় না।

যমের দোসর - ভয়ানক লোক।

হিন্দু ধর্মমতে, যম হলেন মৃত্যুদেবতা, যিনি পাপীদের শাস্তি দেন। যমকে একা দেখা যায় না, বরং তিনি তার সঙ্গীদের (দোসর) নিয়ে আসেন, যারা পাপীদের আত্মা নিয়ে যান। এই সঙ্গীরাও যমের মতোই ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর হয়। তাদের আগমন মৃত্যু এবং যন্ত্রণার প্রতীক। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'যমের দোসর' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার আচরণে যমের মতোই নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর হয়, তখন তাকে এই বাগধারাটি দিয়ে অভিহিত করা হয়।

যমের ঘাটা/ যমের দুয়োর/ যমের বাড়ি/ যমালয়/ যমপুরী - মৃত্যুপুরী বা মৃত্যু।

- **যমের ঘাটা**

এখানে 'যম' হলেন মৃত্যুদেবতা। আর 'ঘাটা' মানে হলো নদীর ঘাট বা পার হওয়ার স্থান। এই বাগধারাটি এসেছে এমন একটি বিশ্বাস থেকে, যেখানে মনে করা হয় মৃত্যুর পর আত্মারা একটি নদী (বৈতরণী নদী) পার হয়ে যমরাজের রাজ্যে যায়। সেই নদীর ঘাটটি হলো যমের ঘাটা। তাই, যখন কোনো ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় থাকে, তখন বলা হয় সে 'যমের ঘাটায়' পৌঁছে গেছে। এটি জীবন থেকে মৃত্যুর যাত্রার একটি প্রতীকী রূপ।

- **যমের দুয়োর**

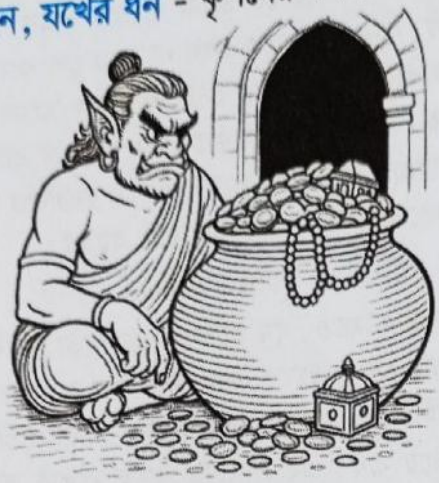
'যম' মানে যমরাজ। আর 'দুয়োর' মানে দুয়ার বা দরজা। এই বাগধারাটি দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি। সে হয়তো গুরুতর অসুস্থ বা কোনো বড় বিপদে পড়েছে। সে এখনো মারা যায়নি, কিন্তু তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে সে যেন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

- **যমের বাড়ি, যমালয়, যমপুরী**

এই তিনটি বাগধারার ক্ষেত্রেই 'যম' মানে যমরাজ। বাড়ি, আলয়, এবং পুরী তিনটি শব্দেরই অর্থ বাসস্থান বা ঘর। এই তিনটি বাগধারাই হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী মৃত্যুর দেবতা যমরাজের বাসস্থানকে নির্দেশ করে। এটি এমন এক স্থান যেখানে মৃতদের বিচার হয়। তাই এই বাগধারাগুলো দিয়ে এমন একটি স্থান বা পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়, যা অত্যন্ত ভয়াবহ, বিপজ্জনক এবং মৃত্যুভয়ের প্রতীক। যেমন: যুদ্ধক্ষেত্রটি যেন যমপুরী হয়ে উঠেছে।

Educationblog24.com

যক্ষের ধন, যখের ধন - কৃপণের ধন।



যক্ষরা ছিল এমন প্রেতাত্মা, যারা মাটির নিচে পোঁতা ধনসম্পদ পাহারা দিত। এই যক্ষদের রাজা ছিলেন কুবের। এই ধন যক্ষেরা নিজেরা ব্যবহার করত না, কেবল আগলে রাখত। তাদের এই স্বভাবের কারণেই 'যক্ষের ধন' বাগধারাটির উৎপত্তি। এটি বোঝায় যে, কোনো কৃপণ ব্যক্তি যখন ধনসম্পদ জমিয়ে রাখে, কিন্তু তা নিজে ব্যবহার করে না বা অন্য কাউকেও ব্যবহার করতে দেয় না, তখন সেই ধনকে যক্ষের ধনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

যবনিকা পতন - পরিসমাপ্তি।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যমঞ্চে নাটকের শেষে যবনিকা বা পর্দা নেমে আসত, যা নাটকের সমাপ্তিকে নির্দেশ করত। পর্দা নেমে আসার পর অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত এবং সেই মঞ্চের গল্পের সমাপ্তি ঘটত। যখন কোনো পরিস্থিতি, ঘটনা বা কোনো কিছুর চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে, তখন সেই সমাপ্তিকে 'যবনিকা পতন' বলে বর্ণনা করা হয়।

যাচ্ছেতাই - নিকৃষ্ট।

যাচ্ছে এর আক্ষরিক অর্থ হলো যা কিছু যাচ্ছে বা চলছে এমন কিছু। তাই মানে তেমন। যখন কোনো কাজ বা জিনিসের কোনো নির্দিষ্ট মান থাকে না এবং তা যেভাবেই হোক না কেন, তা চলতে থাকে, তখন সেই অবস্থাকে 'যাচ্ছেতাই' বলে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক ধরনের অনিয়ম, যেখানে কোনো কিছুকে তার গুণগত মান অনুসারে বিচার করা হয় না।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন - খুব সামান্য তফাৎ/ উনিশ বিশ পার্থক্য।

যখন দুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটি খুবই সামান্য হয়, তখন এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়। বাহান্ন এবং তিপ্পান্ন—এই দুটি সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য মাত্র এক। এই সামান্য পার্থক্যটি এমন এক ধরনের নগণ্যতাকে ইঙ্গিত করে, যা কোনো বড় পরিবর্তন আনতে পারে না। যখন দুটি ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতির মধ্যেকার পার্থক্য এতটাই কম হয় যে, নিয়ে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, সেই অবস্থাকে 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন' বলে বর্ণনা করা হয়। এটি বোঝায় যে, তাদের মধ্যেকার পার্থক্য এতটাই তুচ্ছ যে, যদি একটিকে ৫২ ধরা হয়, অন্যটি ৫৩, যা আসলে একই।

র

রাঘব বোয়াল - সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি।

রামায়ণের চরিত্র রাম বা রাঘব তার ন্যায়পরায়ণতা এবং সততার জন্য পরিচিত। কিন্তু এই বাগধারায় 'রাঘব' শব্দটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, বোয়াল মাছ যেমন তার চেয়ে ছোট সব মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনি একজন ক্ষমতাশালী এবং দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিও তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সমাজের দুর্বলদের সব কিছু কেড়ে নেয়। এই বাগধারাটি সেই সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে, যেখানে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সমাজের দুর্বলদের শোষণ করে। এটি সেই ব্যক্তির সর্বগ্রাসী স্বভাব, তার লোভ এবং তার দুর্নীতির মানসিকতাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। এটি এমন এক ধরনের অন্যায়, যা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস এবং ন্যায়বিচারের অভাবকে ইঙ্গিত করে।

রুই-কাতলা - নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি/ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

বাঙালির খাদ্য তালিকায় রুই এবং কাতলা মাছের একটি বিশেষ স্থান আছে। এগুলি কেবল আকারে বড়ই নয়, বরং দামেও অন্যান্য ছোট মাছের তুলনায় অনেক বেশি। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বা উৎসবে এই মাছগুলি প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারাটির রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। সমাজের যে ব্যক্তিরা প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী এবং যাদের গুরুত্ব অনেক, তাদের সঙ্গে এই দুটি মাছের তুলনা করা হয়। রুই-কাতলা বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়, যারা কোনো দল বা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। তাদের এই অবস্থান মাছ দুটির মতো প্রভাবশালী ও সম্মানজনক।

রক্ত

রক্তের অক্ষরে লেখা - সংগ্রামের কাহিনি।

আমাদের সমাজে রক্তকে জীবন এবং ত্যাগের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। যখন কোনো জাতি বা দেশ তাদের স্বাধীনতা বা অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে, তখন তাদের সেই সংগ্রামে অনেক মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করে। তাদের সেই আত্মত্যাগের ইতিহাসকে 'রক্তের অক্ষরে লেখা' বলে অভিহিত করা হয়। এই

Educationblog24.com

মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, এই ইতিহাসটি সাধারণ কোনো ইতিহাস নয়, বরং এটি অনেক কষ্ট, ত্যাগ এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। যেমন, কোনো যুদ্ধে যখন একটি দেশ জয়ী হয়, তখন তাদের সেই বিজয়কে 'রক্তের অক্ষরে লেখা' বলে অভিহিত করা হয়। এটি সেই বিজয়ের পেছনের আত্মত্যাগ এবং কষ্টকে তুলে ধরে।

রক্তগঙ্গা করা - খুনাখুনি করা।

গঙ্গা নদী তার বিশালতা এবং প্রবাহের জন্য পরিচিত। এই নদী ভারত এবং বাংলাদেশের এক বিশাল অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়। হিন্দু ধর্মমতে, গঙ্গা অত্যন্ত পবিত্র। এই বাগধারাটি সেই পবিত্র নদী এবং রক্তের একটি বিপরীত চিত্র তৈরি করে। 'রক্তগঙ্গা' বলতে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়, যেখানে এত বেশি রক্তপাত হয় যে তা একটি নদীর মতো প্রবাহিত হয়। এটি কেবল সামান্য খুনাখুনি নয়, বরং এক ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘাতকে নির্দেশ করে।

রক্তের টান - স্বজন প্রীতি।

আমাদের সমাজে রক্তকে সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। একই রক্তের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা একে অপরের প্রতি এক গভীর আকর্ষণ বা মায়া অনুভব করে। এই আকর্ষণটি কোনো সাধারণ আকর্ষণ নয়, বরং এটি একটি জন্মগত এবং অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। এই বন্ধনের কারণেই একজন ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সবকিছু করতে পারে। এই বাগধারাটি সেই সহজাত ভালোবাসাকে বোঝায়। এটি সাধারণত স্বজনপ্রীতি বা পরিবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো সম্পর্কের চেয়ে তার রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

রাবণ

রাবণের চিতা - চির অশান্তি।



লঙ্কার রাজা রাবণ প্রবল পরাক্রমশালী হলেও অহংকারী এবং পাপী ছিলেন। রামের হাতে তার মৃত্যুর পর যখন রাবণের চিতায় আগুন দেওয়া হয়, তখন তার পাপের ভার এতটাই বেশি ছিল যে সেই আগুন আর নিভল না। রাবণ তার জীবনে যে অশান্তি ও অনাচার সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রতীক হিসেবে সেই চিতাটি চিরকাল জ্বলতে থাকে। এই কাহিনি থেকেই 'রাবণের চিতা' বাগধারাটির উৎপত্তি, যা দিয়ে এমন এক অশান্তিকে বোঝানো হয়, যা সহজে শেষ হয় না এবং যা রাবণের পাপের মতোই গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

রাবণের গোষ্ঠী - বড় পরিবার।

রামায়ণের কাহিনি অনুসারে, রাবণ ছিলেন লঙ্কার রাজা এবং তার একটি বিশাল পরিবার ছিল। তার ভাই কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, তার পুত্র মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ) এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তার সঙ্গে ছিলেন। রাবণের এই বিশাল পরিবারটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তারা একসঙ্গে থাকলে কেউ তাদের পরাজিত করতে পারত না। কোনো পরিবার যদি রাবণের পরিবারের মতো বড় এবং শক্তিশালী হয়, তখন সেই পরিবারকে 'রাবণের গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করা হয়।

রাম

রাম রাজত্ব - শান্তি শৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য।



রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হিসেবে যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকে এক আদর্শ এবং স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর রাজত্বে কোনো অন্যায় ছিল না, কোনো প্রজা অভাবগ্রস্ত ছিল না এবং সবার মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করত। সব মানুষ সুখী এবং সন্তুষ্ট ছিল। রামের শাসনকালে ন্যায় ও ধর্মই ছিল সবকিছু। এই পৌরাণিক কাহিনিটি থেকেই 'রাম রাজত্ব' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। যখন কোনো দেশে বা সমাজে এমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে শান্তি, শৃঙ্খলা, ন্যায় এবং সমৃদ্ধি থাকে, তখন সেই অবস্থাকে 'রাম রাজত্ব' বলে বর্ণনা করা হয়।

রামগরুড়ের ছানা - গোমড়ামুখো লোক।

রামগরুড় একটি পৌরাণিক বা কাল্পনিক প্রাণী, যা হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত গরুড় পাখির একটি বিশেষ রূপ। ছানা মানে সন্তান বা শিশু। রামগরুড় নামক কাল্পনিক প্রাণীটি সব সময় মুখ ভার করে থাকত এবং তার কোনো হাসি বা আনন্দ ছিল না। তার এই গোমড়ামুখো স্বভাবের কারণেই তাকে দুঃখ এবং হতাশার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এই কারণে, যখন কোনো ব্যক্তি সব সময় মুখ ভার করে থাকে বা গোমড়ামুখো হয়, তখন তাকে 'রামগরুড়ের ছানা' বলে ব্যঙ্গ করা হয়।

Educationblog24.com



রজ্জু মানে দড়ি। সর্পজ্ঞান অর্থ হলো সাপের জ্ঞান। এটি কোনো কিছুকে সাপ বলে ভুল করাকে বোঝায়। যখন কোনো ব্যক্তি অন্ধকারে একটি দড়িকে দেখে, তখন তার মন সেই দড়িটিকে সাপ বলে ভুল করে। এই ভুলটি একটি বিভ্রম (illusion), কারণ সেখানে কোনো সাপ নেই, বরং সেখানে একটি দড়ি রয়েছে। এই বিভ্রমের কারণে সে ভয় পায় এবং তার মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নিরীহ বা সাধারণ জিনিসকে ভয়ংকর বা বিপদজনক মনে করে, তখন তার এই অবস্থাকে 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' বলে অভিহিত করা হয়।

রাজ

রাজ যোটক - উপযুক্ত মিলন/ সুন্দর মিল।



রাজ: এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো রাজা। এখানে এটি শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ এবং উপযুক্তকে বোঝায়। যোটক: অর্থ হলো মিলন বা জোড়। জ্যোতিষশাস্ত্রে, বর ও কনের কোষ্ঠী বা রাশিচক্র বা জন্মকুণ্ডলী মিলিয়ে দেখা হয়, যাকে যোগ বা যোটক বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের আগে বর ও কনের জন্মকুণ্ডলী মিলিয়ে দেখা হতো। যদি তাদের কুণ্ডলীতে

বোঝানো হতো যে, তাদের এই মিলনটি
উপযুক্ত যে তা রাজাদের বিবাহের মতোই
নিখুঁত। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো,
ব্যক্তির মিলন যদি সব দিক থেকে নিখুঁত হয়,
তাদের সম্পর্কটি স্থায়ী এবং সুখী হয়।

রাজা উজির মারা - বড় বড় গল্প/ আড়ম্বরপূ
গালগল্প।

প্রাচীনকালে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বড়
অস্বাভাবিক কথা বলত, তখন তার এই কথাকে 'রাজ
উজির মারা' বলে অভিহিত করা হতো। রাজা এ
উজিরকে হত্যা করা একটি অসম্ভব এবং অবিশ্ব
কাজ। তাই, যখন কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে
রাজা বা উজিরের মতো ব্যক্তিদের হত্যা করার মতো
তখন তার সেই কথাকে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলে গ
হয়।

রাম ধোলাই - প্রচণ্ড পিটুনি।

এখানে 'রাম' কোনো কিছুকে বড় বা প্রচণ্ড বোঝাতে
ব্যবহৃত হয়। যেমন- রামদা বা রামছাগল। ধোলা
শব্দের মূল হলো ধোওয়া বা ধৌত করা। ধোপা
কাপড় পরিষ্কার করার জন্য যে পিটুনি দিত, সে
পিটুনি থেকেও এই শব্দের উৎপত্তি। আমাদের সমাজে
'ধোলাই' শব্দটি কোনো কিছুকে পিটিয়ে পরিষ্কার ক
বা আঘাত করাকে বোঝায়। যেমন, কাপড় ধোলাই
করার সময় তাকে পিটিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এই
প্রক্রিয়াটি কঠোর এবং আঘাতপূর্ণ। এই আঘাত ম
তীব্র পিটুনিকেই রাম ধোলাই বলা হয়।

রাহুর দশা - দুঃসময়।



রাহু একটি ছায়াগ্রহ, যা মানুষের জীবনে অশুভ এবং ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। রাহু তার অশুভ শক্তির জন্য পরিচিত।দশা হলো কোনো ব্যক্তির জীবনে আসা ভালো বা খারাপ সময়কাল। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, প্রতিটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন গ্রহের প্রভাব পড়ে। এই গ্রহগুলো মানুষ
জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে রাহু হলো এক
অশুভ গ্রহ। যদি কোনো ব্যক্তির জীবনে রাহুর দ
আসে, তবে তার মানে হলো তার জীবনে খারাপ সম

Educationblog24.com

এসেছে। এই সময়ে তার জীবনে নানা ধরনের সমস্যা, দুঃখ এবং কষ্ট আসে। এই খারাপ সময়টি কোনো সাধারণ সময় নয়, বরং এটি এতটাই কঠিন হয় যে তা মানুষের জীবনকে চরম বিপন্ন করে তোলে।

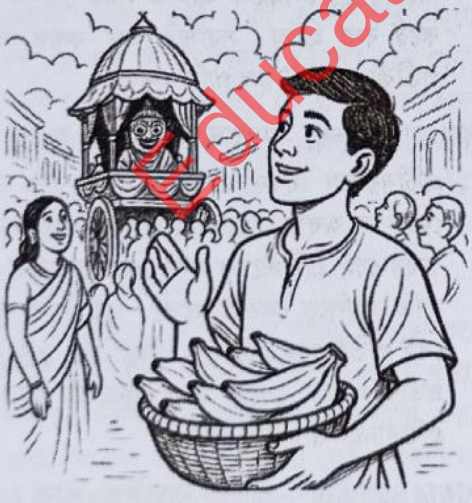
রাশভারি - গুরুগম্ভীর।

রাশ অর্থ হলো লগাম বা ঘোড়ার লাগাম। লাগাম দিয়ে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারি মানে ভারযুক্ত বা ওজনদার। প্রাচীনকালে ঘোড়ায় চড়ে চলা একটি সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ কাজ ছিল। একজন ভালো আরোহী তার ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করত যে ঘোড়াটি খুব শান্তভাবে, ধীরে ধীরে গম্ভীর এবং স্থিরভাবে চলত। এই আচরণটি ছিল তার সংযম এবং নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। কোনো ব্যক্তি যদি তার আচরণে লাগাম দিয়ে ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো শান্ত এবং গম্ভীর হয়, তখন তার সেই আচরণকে 'রাশভারি' বলে অভিহিত করা হয়।

রাঙা শুক্রবার - কোনো দিনই নয়।

শুক্রবার সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে পবিত্র দিন হিসেবে ধরা হয়, তবে এর সঙ্গে লাল বা রাঙা রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। শুক্রবার কখনোই রাঙা হতে পারে না। রাঙা শুক্রবার এমন একটি কল্পিত দিনের নাম, যা স্বাভাবিক পঞ্জিকায় নেই। তাই 'রাঙা শুক্রবার' হলো অসম্ভব একটি ব্যাপার, যা বাস্তবে ঘটে না এবং ঘটবে না। প্রতীকী অর্থে কোনো দিনই নয়।

রথ দেখা কলা বেচা - এক ঢিলে দুই পাখি মারা।



বাংলার গ্রামীণ সমাজে রথযাত্রা ছিল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমাত। এই মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না, বরং একে ঘিরে গড়ে উঠত এক বিরাট লোকসমাবেশ, যেখানে গ্রামীণ ব্যবসায়ীরাও নিজেদের পসরা সাজাত। বিশেষ করে কলা (ফল) ছিল সহজলভ্য, দ্রুত বিক্রিযোগ্য এবং লোকসমাগমে চাহিদাসম্পন্ন। তাই গ্রামীণ ব্যবসায়ীরা রথযাত্রা দেখতে আসতেন, আবার একই সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচে লাভ করতেন। এতে তারা একই সঙ্গে উৎসব উপভোগ এবং বাণিজ্যিক লাভ - দুই সুবিধাই পেতেন।

রায় বাঘিনী - উগ্র স্বভাবের নারী।

এখানে 'রায়' শব্দটি রাজা, জমিদার, ধনী বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিকে বোঝায়। আর 'বাঘিনী' মানে স্ত্রী বাঘ- যা হিংস্রতা, ভয়ংকরতা ও ক্রোধের প্রতীক। অতএব, 'রায় বাঘিনী' বলতে বোঝানো হয় এমন এক নারী, যিনি শুধু বাঘিনীর মতো উগ্র ও হিংস্র নন, বরং প্রভাবশালী বা কর্তৃত্বপরায়ণ অবস্থানের কারণে আরও ভয়ংকর, যাকে দমন করা কঠিন- এই কারণেই বাগধারাটি উগ্র, হিংস্র ও কঠোর মেজাজের নারীর রূপক হয়ে উঠেছে।

রাই কুড়িয়ে বেল - ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বৃহৎ।

একটি রাই বা সরষের দানা এতটাই ছোট হয় যে তা দিয়ে কোনো বড় কাজ করা যায় না। কিন্তু যদি অনেকগুলো রাই দানা কুড়িয়ে একত্রিত করা হয়, তবে তা একসময় একটি বেলের মতো বড় এবং মূল্যবান ফল তৈরি করতে পারে। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যদি একেকটি ছোট ছোট জিনিস (যেমন সরিষার দানা) ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়, তবে একসময় তা বড় জিনিসে (যেমন বেল) রূপ নিতে পারে। আর সেই কাজকে 'রাই কুড়িয়ে বেল' বলে অভিহিত করা হয়।

রত্ন প্রসবিনী - সুযোগ্য সন্তানের মা।

একজন মা যখন একটি সুযোগ্য, গুণবান বা প্রতিভাবান সন্তানের জন্ম দেন, তখন সেই সন্তানকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সেই মাকে তখন রত্ন প্রসবকারী বা রত্ন প্রসবিনী বলা হয়।

ল

লেজ

লেজ গুটানো - ভীত হওয়া বা পরাজয় স্বীকার করা।

কুকুর তার শরীরের লেজ দিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। যখন একটি কুকুর অন্য কোনো শক্তিশালী কুকুরের মুখোমুখি হয় বা কোনো কারণে ভয় পায়, তখন সে তার লেজটি তার দুই পায়ের মাঝখানে গুটিয়ে নেয়। এই অঙ্গভঙ্গিটি তার ভয়, দুর্বলতা এবং পরাজয়কে প্রকাশ করে। সে যেন তার এই অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলে যে, সে আর লড়াই করতে রাজি নয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিপদ বা দ্বন্দ্বের মুখে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং পরাজয় স্বীকার করে, তখন তার এই আচরণকে 'লেজ গুটানো' বলে অভিহিত করা হয়।

Educationblog24.com

লেজে গোবরে করা - নাকাল হওয়া বা বিপর্যস্ত হওয়া।



'লেজেগোবরে' বাগভঙ্গিটি এসেছে ভয়ে-ভীত গরু বা মহিষের নিরুপায় আচরণ থেকে। গরু বা মহিষ যদি কোনো কারণে ভীষণ ভয় পায় তখন লেজ উপরে তোলার কথা ভুলে যায় এবং লেজ উপরে না তুলে গোবর ত্যাগ করে। সেই গোবর লেজের সঙ্গে লেগে থাকে এবং পশুটি লেজ নাড়ালে সেই গোবর তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থাটি ছিল অত্যন্ত নোংরা এবং বিরক্তিকর। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'লেজে গোবরে করা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কাজ করতে গিয়ে এমনভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে যে তা তার জন্য একটি নোংরা এবং বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে, তখন তার এই অবস্থাকে 'লেজে গোবরে করা' বলে অভিহিত করা হয়।

লেজে পা পড়া - স্বার্থে আঘাত লাগা।

কোনো প্রাণী, বিশেষ করে কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণীর লেজে যদি হঠাৎ পা পড়ে, তবে সে প্রচণ্ড ব্যথা পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিংস্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। তার এই প্রতিক্রিয়াটি স্বাভাবিক, কারণ তার শরীরের সংবেদনশীল স্থানে আঘাত করা হয়েছে। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ, সম্মান বা কোনো সংবেদনশীল বিষয়ে আঘাত পায়, তখন তার এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লেজে পা পড়া প্রাণীর প্রতিক্রিয়ার তুলনা করা হয়। এই বাগধারাটি দিয়ে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত বিষয়ে আঘাত পেলে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

লেজে খেলা - ছলনা করা/ চাতুরি দ্বারা কষ্ট দেয়া।

এখানে 'লেজ' বলতে পশুর লেজকে বোঝানো হয়েছে, যা নেড়ে প্রাণীরা অনেক সময় খেলাচ্ছলে কাছে আসে, আর 'খেলা' বোঝায় সেই ভঙ্গিমা। বিশেষ করে কুকুর, শিয়াল বা বিড়ালের মতো প্রাণীরা লেজ নাড়িয়ে খেলাচ্ছলে কাছে আসে, নিরীহ ভাব দেখায় কিন্তু সুযোগ পেলেই কামড়ায় বা আঁচড়ায়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই 'লেজে খেলা' বাগধারার জন্ম, যা প্রতারণা, কপটতা ও ভান ধরে অন্যকে বিভ্রান্ত করা বা কষ্ট দেওয়ার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লম্বা দেওয়া - পালানো বা পালিয়ে যাওয়া।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিপদ বা কঠিন পরিস্থিতি থেকে পালাতে চায়, তখন সে দ্রুত পা ফেলে বা লম্বা লম্বা পা ফেলে শরীরের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে দ্রুত দৌড়ায়। তার এই দ্রুত দৌড়ানোকে 'লম্বা দেওয়া' বলে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক ধরনের দৌড়, যা তাকে বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় বা পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

লাল

লাল পানি - মদ।



পশ্চিমা সংস্কৃতিতে, যে মদ তৈরি হতো (তাড়ি, হাড়িয়া, ফল বা ভেষজ থেকে তৈরি মদ), তা অনেক সময় গাঢ় লালচে বা বাদামি রঙের হতো। আবার আঙ্গুর বা খেজুরের মদ (wine) স্বাভাবিকভাবেই লালচে রঙের ছিল। মদ্যপানকে বাংলার লোকসমাজে অনেক সময় গোপন বা আড়াল করে বলা হতো। সরাসরি 'মদ' বলার বদলে মানুষ প্রতীকী ভাষায় 'লাল পানি' বলত।

লাল বাতি জ্বলা - ধ্বংস/ দেউলিয়া হওয়া।

প্রাচীনকালে যখন কোনো ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া অবস্থা হতো এবং তা বন্ধ করে দেওয়া হতো, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের সদর দরজায় একটি লাল রঙের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। এই লাল বাতিটি ছিল সেই প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া অবস্থা এবং তার বন্ধ হওয়ার প্রতীক। এটি দেখে মানুষ বুঝতে পারত যে, এই প্রতিষ্ঠানটি আর চালু নেই।

লোহার কার্তিক - কালো কুৎসিত লোক।

লোহা - কালো, কঠিন ও অনাকর্ষণীয় ধাতু। কার্তিক - হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দেবসেনাপতি কার্তিকের নাম, যিনি রূপ, সৌন্দর্য ও শক্তির প্রতীক। বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে 'কার্তিক' শব্দটি সুন্দর যুবকের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। অতএব, "লোহার কার্তিক" মানে হলো—কার্তিকের মতো সুন্দর না হয়ে উল্টো লোহার মতো কালো ও কুৎসিত রূপের মানুষ।

Educationblog24.com

লক্কা পায়রা - ফুলবাবু/ কুচক্রী।



লক্কা এক ধরনের ঘন ও বিস্তৃত পুচ্ছযুক্ত পায়রা। এই পায়রা দেখতে খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়, এদের মাথায় ঝুঁটি এবং পায়ে পালক থাকে। এই পায়রাগুলি তাদের সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। কিন্তু অন্য পায়রার মতো বেশি উড়তে বা পরিশ্রম করতে পারে না। সে শুধু তার সৌন্দর্য নিয়েই থাকে। এই কারণে, যখন কোনো ব্যক্তি দেখতে সুন্দর বা শৌখিন হলেও কোনো কাজ করতে চায় না বা অলস হয়, তাদের ফুলবাবু বলা হয়। ফুলবাবুরা বাইরে ফিটফাট থাকে কিন্তু ভিতরে অন্তঃসারশূন্য। আর বাইরে ফিটফাট কিন্তু ভিতরে অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিরাই কুচক্রী স্বভাবের। তাই 'লক্কা পায়রা' বাগধারাটি দিয়ে বোঝানো হয় যে, এই ব্যক্তির বাইরের রূপ থাকলেও তার ভেতরের গুণ বা কাজের ইচ্ছা নেই অর্থাৎ ফুলবাবু এবং কুচক্রী স্বভাবের।

লগন চাঁদা - ভাগ্যবান।

যখন কোনো ব্যক্তির জন্ম এমন একটি শুভ মুহূর্তে (লগ্ন) হয়, যা তার জীবনে চাঁদকে (চাঁদা) এনে দেয়। অর্থাৎ, তার জন্মলগ্ন এতটাই শুভ যে তার জীবনে চাঁদ, অর্থাৎ সৌভাগ্য, চলে আসে। এটি এমন এক ধরনের ভাগ্যকে বোঝায় যা তার জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি, ধনসম্পদ ও সৌভাগ্য নিয়ে আসে।

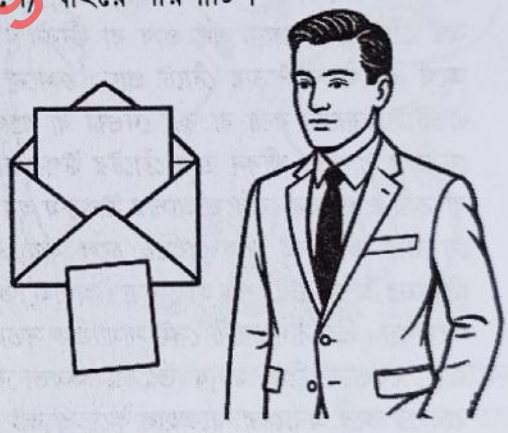
লঙ্কা কাণ্ড - তুমুল কাণ্ড।

রামায়ণের কাহিনিতে, রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যায়, তখন হনুমান সীতাকে খুঁজতে লঙ্কায় যান। সেখানে তিনি রাবণের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেন এবং লঙ্কাকে আগুনে পুড়িয়ে দেন। হনুমানের এই কাজ ছিল একটি ভয়ংকর এবং ধ্বংসাত্মক কাজ। পরবর্তীতে রাম এবং রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা ছিল আরও ভয়ানক এবং এতে লঙ্কার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'লঙ্কা কাণ্ড' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। রামায়ণে লঙ্কার এই যুদ্ধকে একটি পৃথক 'কাণ্ড' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা ছিল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসের প্রতীক। তাই, যখন কোনো স্থানে বা অনুষ্ঠানে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল বা ব্যাপক গোলমাল তৈরি হয়, তখন তাকে এই পৌরাণিক যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন - অর্থের অহেতুক অপচয়/ চাওয়া মাত্র যার কাছে টাকা পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকে হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে গৌরী সেন নামে এক ধনী ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁর ব্যবসা এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে উদারভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর দানশীলতার খ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মানুষ কোনো আর্থিক সংকটে পড়লে তাঁর কাছে যেত এবং তিনি তাদের চাওয়া মাত্রই টাকা দিতেন। এই কারণে, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বড় খরচ করতে চাইত বা কোনো কারণে টাকার প্রয়োজন হতো, তখন তাকে বলা হতো, 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো যে, টাকার কোনো অভাব নেই এবং তা সহজেই পাওয়া যাবে।

লেফাফা দুরস্ত - যারা বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে চলে/ বাইরে পরিপাটি।



লেফাফা: এই শব্দটি ফারসি থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো খাম বা মোড়ক। দুরস্ত: অর্থ হলো ঠিকঠাক, পরিপাটি বা নিখুঁত। প্রাচীনকালে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বা রাজকীয় দলিলপত্র পাঠানো হতো, তখন তার খাম বা 'লেফাফা' খুব সুন্দর, পরিপাটি এবং নিখুঁতভাবে তৈরি করা হতো। এই খামটি তার ভেতরের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং আভিজাত্যকে প্রকাশ করত। কিন্তু এই খামের ভেতরের চিঠিটি যদি কোনো সাধারণ বা মূল্যহীন বার্তা বহন করত, তখন সেই অবস্থাটিকে ব্যঙ্গ করা হতো। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'লেফাফা দুরস্ত' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার বাহ্যিক সাজসজ্জা ও আভিজাত্য বজায় রাখে, কিন্তু তার ভেতরের অবস্থা (যেমন, আর্থিক অবস্থা বা গুণ) তার বিপরীত হয়, তখন তার এই আচরণকে "লেফাফা দুরস্ত" বলে অভিহিত করা হয়।

Educationblog24.com

লাটে ওঠা - সর্বস্বান্ত হওয়া।

লাট অর্থ জমি বা জায়গা। ব্রিটিশ আমলে, জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য যে নির্দিষ্ট জমি দেওয়া হতো, তাকেও লাট বলা হতো। ওঠা মানে উঠে যাওয়া বা শেষ হওয়া। এখানে এটি নিলামে ওঠানোকে বোঝায়। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়, কোনো জমিদার যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাজনা দিতে ব্যর্থ হতেন, তবে তার জমিদারি কেড়ে নেওয়া হতো। সেই জমিদারিকে তখন সরকার নিলামে তুলত। এই নিলামে তোলার প্রক্রিয়াকেই বলা হতো 'লাটে ওঠা'। একজন জমিদারের জন্য তার জমিদারি নিলামে ওঠা ছিল এক চূড়ান্ত সর্বনাশ। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি কেবল তার সম্পদই হারাতেন না, বরং তার সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা এবং পরিচয়ও হারাতেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন তাদের অবস্থাকে 'লাটে ওঠা' বলে বর্ণনা করা হয়।

লবেজান করা - নাজেহাল করা।

লবেজান: এই শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। লব অর্থ ঠোঁট এবং জান অর্থ প্রাণ বা জীবন। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় ঠোঁটে প্রাণ। কোনো ব্যক্তিকে এতটাই হয়রানি করা বা কষ্ট দেওয়া বা যন্ত্রণা দেওয়া যে তার প্রাণ বা জীবন তার ঠোঁটের উপর চলে আসে বা তার প্রাণ যেন বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। অর্থাৎ, সে তার জীবনের শেষ পর্যায়ে চলে যায় এবং তার জীবনের শক্তি প্রায় শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, তার অবস্থা মরণাপন্ন। এই বাগধারাটি সেই সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে, যেখানে কিছু মানুষ তাদের ক্ষমতা বা প্রভাব ব্যবহার করে অন্যদের নাজেহাল করে বা কষ্ট দেয়।

লোটাকম্বল - সামান্য সংগতি/অল্প সম্পদ।

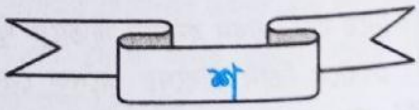


প্রাচীনকালে সন্ন্যাসী, দরবেশ বা দরিদ্র মানুষরা তাদের জীবনযাত্রা খুব সাধারণভাবে কাটাতেন। তাদের কাছে কোনো সম্পদ বা সম্পত্তি থাকত না। তাদের কাছে কেবল দুটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস থাকত - একটি লোটা অর্থাৎ একটি বদনা বা জলের পাত্র (জল ও খাবারের জন্য) এবং একটি কম্বল (শীত বা আশ্রয়ের জন্য)। এই দুটি জিনিস তাদের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'লোটাকম্বল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফেলে এবং তার কাছে কেবল তার অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র থাকে, তখন তার এই অবস্থাকে 'লোটাকম্বল' বলে অভিহিত করা হয়।

লক্ষ্মীর বরযাত্রী - সুসময়ের বন্ধু।



লক্ষ্মী: হিন্দু পুরাণে লক্ষ্মী হলেন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী। বরযাত্রী: এটি হলো বরকে বিয়ে করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সঙ্গে যাওয়া ব্যক্তি বা দল। হিন্দু ধর্মমতে, দেবী লক্ষ্মী যখন কোনো বাড়িতে বা কোনো ব্যক্তির কাছে যান, তখন সেই বাড়িতে সম্পদ এবং প্রাচুর্য আসে। এই দেবী লক্ষ্মীকে বর হিসেবে কল্পনা করা হয়, এবং তার বরযাত্রী হিসেবে যারা থাকেন, তারা তার সঙ্গে সম্পদ এবং প্রাচুর্য নিয়ে আসেন। এই বরযাত্রীরা কেবল লক্ষ্মীর ভালো সময়ে তার সঙ্গে থাকেন। যদি লক্ষ্মী কোনো কারণে সেই স্থান থেকে চলে যান, তবে তার বরযাত্রীরাও চলে যান। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যে ব্যক্তি কেবল ভালো সময়ে (লক্ষ্মীর আগমনে) পাশে থাকে এবং খারাপ সময়ে (লক্ষ্মীর চলে যাওয়ার পর) ছেড়ে চলে যায়, তখন তাকে 'লক্ষ্মীর বরযাত্রী' বলে অভিহিত করা হয়।



শরতের শিশির - ক্ষণস্থায়ী / সুসময়ের বন্ধু।

শরৎকালে সন্ধ্যা ও ভোরে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঘাসের উপর কুয়াশা বা শিশির পড়ে। শিশির ভেজা সকালের দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সূর্য উঠার সাথে সাথে শিশিরগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ শিশিরগুলো অল্প সময়ের জন্য বা ক্ষণস্থায়ী হয়। তাই শরতের শিশির - ক্ষণস্থায়ী অর্থ প্রকাশ করে। আবার যেহেতু শিশিরগুলো সুন্দর দৃশ্য তৈরি করে কিছুটা সময় থেকে সূর্যের তাপে

Educationblog24.com

স্বার্থপরের মত হারিয়ে যায়, তাই শরতের শিশির 'সুসময়ের বন্ধু' অর্থও প্রকাশ করে।

শিরে সংক্রান্তি - আসন্ন বিপদ।

সংক্রান্তি হলো বাংলা মাসের শেষ দিন। এই দিনে কোনো শুভ কাজ করা হয় না এবং এটি একটি অশুভ দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দিনে মানুষজন এক ধরনের মানসিক চাপে থাকে, কারণ তাদের একটি মাস শেষ হচ্ছে এবং একটি নতুন মাস শুরু হচ্ছে। অনেক পরিবারের জন্য অর্থসংকট দেখা দিত। কারণ, মাসের শেষে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে পড়ত। এটি ছিল এক ধরনের অর্থনৈতিক সংকট। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যখন সংক্রান্তির মতো একটি অশুভ দিন শির বা মাথার উপর চলে আসে, তখন তার মানে হলো একটি বড় বিপদ আসন্ন অর্থাৎ খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

শত্রুর মুখে ছাই - কুদৃষ্টি এড়ানো।

ছাই দিয়ে কোনো কিছুকে নষ্ট করে দেওয়া যায়। যদি কোনো ব্যক্তি তার শত্রুর মুখে ছাই দেয়, তবে তার মানে হলো সে তার শত্রুর সমস্ত অশুভ উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। এই ছাই দেওয়া কাজটি শত্রুর কুদৃষ্টি এবং তার ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রতীকীভাবে দূর করে।

শনি

শনির দশা - দুঃসময়/ দূরদৃষ্ট।



হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, প্রতিটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন গ্রহের প্রভাব পড়ে। এই গ্রহগুলো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে শনি হলো একটি অশুভ গ্রহ। যদি কোনো ব্যক্তির জীবনে শনির দশা আসে, তবে তার মানে হলো তার জীবনে খারাপ সময় এসেছে। এই সময়ে তার জীবনে নানা ধরনের সমস্যা, দুঃখ এবং কষ্ট আসে। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, শনির মতো একটি অশুভ গ্রহের প্রভাব যখন কোনো ব্যক্তির জীবনে আসে, তখন তার জীবনে সব কিছু খারাপ হতে থাকে। এই খারাপ সময়টি কোনো সাধারণ সময় নয়, বরং এটি এতটাই কঠিন হয় যে তা মানুষের জীবনকে চরম বিপন্ন করে তোলে।

শনির দৃষ্টি - কুদৃষ্টি।



হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি গ্রহকে একটি অশুভ এবং ক্ষতিকর গ্রহ হিসেবে ধরা হয়। মনে করা হয় যে, শনি যদি কোনো ব্যক্তির উপর তার দৃষ্টি দেয়, তবে সেই ব্যক্তির জীবনে নানা ধরনের সমস্যা, দুঃখ এবং কষ্ট আসে। এই দৃষ্টি এতটাই ক্ষতিকর হয় যে তা মানুষের জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে।

শিয়ালের যুক্তি - অকেজো যুক্তি।



আমাদের সমাজে শিয়াল তার ধূর্ততা এবং চালাকির জন্য পরিচিত। শিয়াল যখন কোনো বিপদ বা সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন সে তার বুদ্ধির মাধ্যমে একটি যুক্তি তৈরি করে, যা বাইরে থেকে ঠিক মনে হলেও আসলে তা অসার. অকেজো এবং ভিত্তিহীন। উদাহরণস্বরূপ, 'শিয়াল ও আঙুর' কাহিনিতে শিয়াল নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে বা ধূর্তামি বোঝাতে নানা অযৌক্তিক যুক্তি দিত। যেমন- আঙুর না পেয়ে বলল, আঙুর টক। এটাই হলো ভণ্ড যুক্তির উদাহরণ। এই যুক্তিটি তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তৈরি হয়।

শিঙে ফোঁকা - মারা যাওয়া।

প্রাচীনকালে যখন কোনো ব্যক্তি মারা যেত, তখন তার মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্য শিঙা বাজানো হতো। এই শিঙার শব্দ ছিল একটি শোকের প্রতীক। শিঙা বাজিয়ে বোঝানো হতো যে, একজন মানুষের জীবন শেষ হয়েছে। এই প্রথাটি এতটাই প্রচলিত ছিল যে, এটি মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

Educationblog24.com

শাঁখের করাত - উভয় সংকট।



বাংলার ঐতিহ্যবাহী শাঁখা শিল্পে শাঁখ থেকে চুরি তৈরি করার জন্য এক বিশেষ ধরনের করাত ব্যবহার করা হয়, যার উভয় দিকেই দাঁত থাকে। এই করাতটি দিয়ে যখন শাঁখ কাটা হয়, তখন তা সামনে ও পেছনে–উভয় দিক থেকেই কাটে। এটি এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে কাজ করার সময় আঘাত লাগার আশঙ্কা উভয় দিক থেকেই থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি এমন এক পরিস্থিতিতে পড়ে, যেখানে উভয় পক্ষই তার জন্য বিপদ ডেকে আনে, তখন সেই অবস্থাকে 'শাঁখের করাত' বলে বর্ণনা করা হয়। এটি এমন এক সংকট, যেখানে এক দিক থেকে বাঁচতে গেলে অন্য দিকে ক্ষতি হয়, ঠিক যেমন শাঁখের করাত উভয় দিক থেকেই কাটে।

শকুনি মামা - কুচক্রী লোক/ কুটিল।



মহাভারতের কাহিনি অনুসারে, শকুনি ছিলেন কৌরবদের (দুর্যোধন ও তার ভাইদের) মামা। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত, কুচক্রী এবং পাশা খেলায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তার ভাগ্নে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সব সময় উসকে দিতেন। তার পরামর্শেই কৌরবরা পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশা খেলায় প্রতারণা করে তাদের রাজ্য ও সম্মান কেড়ে নেয়। শকুনির এই চক্রান্তই মহাভারতের যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল। তার এই কুটিল এবং চতুর স্বভাবের কারণেই তিনি মহাভারতের এক অন্যতম খলনায়ক। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'শকুনি মামা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার মামার মতো কুটিল এবং চতুর হয় এবং তার শয়তানি দিয়ে অন্যদের ক্ষতি করে, তখন তাকে 'শকুনি মামা' বলে অভিহিত করা হয়।

শ্রীঘর - জেলখানা।



ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শ্রীবাবু নামের এক ধনী অভিজাত হিন্দু কলকাতায় বিশাল এক প্রাসাদ বানিয়ে বসবাস করতেন। শ্রীবাবু বাস করতেন বলে প্রাসাদটি সাধারণ জনগণের কাছে 'শ্রীঘর' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। শ্রীবাবু ছিলেন গৌরীসেনের ব্যবসায়িক গুরু ও অংশীদার। কালক্রমে শ্রীবাবু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আরও প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তার সহায়সম্পদ ক্রমশ বেড়েই চলে। তবে একসময় কোনো কারণে কোম্পানির সঙ্গে তার মতের অমিল শুরু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শ্রীবাবুকে কোম্পানির সব কর্মকাণ্ড হতে বহিষ্কার করে দেয়। কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে নিরাপত্তার খাতিরে শ্রীবাবুকে তারই নির্মিত 'শ্রীঘরে' আটকে রাখা হয়। শ্রীবাবু মারা যাওয়ার পর শ্রীঘরটি ইংরেজ অপরাধীদের সাময়িক কারাগার হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। কোনো ইংরেজ অপরাধ করলে তাকে ঘোষিত কারাগারে না দিয়ে শ্রীঘরে আয়েশে রাখা হতো। ফলে শ্রীঘর শব্দটি বাংলায় উপহাস অর্থে 'কারাগার' এর সমার্থক শব্দ হিসাবে স্থান করে নেয়।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি - উভয় সংকট।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনিতে, রাধার সামনে প্রায়শই একটি উভয়সংকট তৈরি হতো। একদিকে ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা এবং আবেগ (শ্যাম), আর অন্যদিকে ছিল তার পারিবারিক সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা (কুল)। রাধা যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন, তবে তিনি তার পারিবারিক সম্মান হারাতেন। আবার যদি তিনি কুল রাখতেন, তবে তিনি তার ভালোবাসা হারাতেন। এই উভয়সংকটটি রাধার জন্য এক চরম মানসিক যন্ত্রণা ছিল। কোনো ব্যক্তি যদি

Educationblog24.com

এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়ে, যেখানে দুটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া অসম্ভব হয়, তখন তার সেই অবস্থাকে 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' বলে অভিহিত করা হয়।

শবরীর প্রতিক্ষা - দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা।



রামায়ণের কাহিনি অনুসারে, শবরী ছিলেন একজন আদিবাসী বৃদ্ধা নারী এবং রামের একজন গভীর ভক্ত। তিনি রামকে দেখার জন্য এতটাই প্রতীক্ষা করেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন তার জন্য ফল সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলো তার কুটিরে রাখতেন। শবরী জানতেন যে রাম একদিন তার কুটিরে আসবেন। এই বিশ্বাসে তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা বা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ এমন একটি অপেক্ষা যা অনেক দিন ধরে চলে এবং যার শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত, রাম তার কাছে এসেছিলেন এবং তার ভালোবাসা ও ভক্তিকে সম্মান জানিয়েছিলেন। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'শবরীর প্রতিক্ষা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি শবরীর মতো কোনো কিছুর জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে, তবে তার সেই অবস্থাকে 'শবরীর প্রতিক্ষা' বলে অভিহিত করা হয়।

শিখণ্ডী খাড়া করা - কাউকে আড়াল করে অন্যায় কাজ করা।

শিখণ্ডী: মহাভারতের এক চরিত্র। তিনি প্রথমে নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, পরে পুরুষে রূপান্তরিত হন। খাড়া করা: মানে হলো সামনে দাঁড় করানো। এখানে এটি কাউকে অন্যায় কাজের আড়াল হিসেবে ব্যবহার করাকে বোঝায়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম ছিলেন কৌরবদের প্রধান সেনাপতি এবং তিনি এতটাই পরাক্রমশালী ছিলেন যে তাকে পরাজিত করা কঠিন ছিল। কিন্তু ভীষ্ম একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কোনো নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। তখন অর্জুন কৌশল করে নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত হওয়া শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে ঢাল হিসেবে দাঁড় করান। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে সামনে দেখে অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং অর্জুন এই সুযোগে তার ওপর তীর বর্ষণ করে তাঁকে হত্যা করেন। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'শিখণ্ডী খাড়া করা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার অন্যায় কাজ করার জন্য অন্য কোনো দুর্বল বা নিরীহ ব্যক্তিকে সামনে রেখে তার পেছনে লুকিয়ে থাকে, তখন তার এই আচরণকে 'শিখণ্ডী খাড়া করা' বলে অভিহিত করা হয়।

শিয়রে সমন - মৃত্যু আসন্ন।

আমাদের সমাজে শিয়রকে একটি বিশেষ স্থান হিসেবে দেখা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় থাকে, তখন তার মাথার কাছে বা শিয়রে বসে তার আত্মীয়-স্বজনরা তার সেবা-যত্ন করে। এই সময়ে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি চলে আসে, তখন বলা হয় যে তার কাছে মৃত্যুর আহ্বান বা 'সমন' এসেছে। এই আহ্বানটি ছিল জীবনের শেষ মুহূর্তের প্রতীক। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, কোনো ব্যক্তির জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন মৃত্যুর আহ্বান বা সমন তার মাথার কাছে চলে আসে, তখন তার মানে হলো তার মৃত্যু আসন্ন।

শিবরাত্রির সলতে - একমাত্র সন্তান / বংশধর।

শিবরাত্রি হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, যা ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পালিত হয়। এই রাতে ব্রত পালনের জন্য সারারাত ধরে নিশিজাগরণ করা হয় এবং শিবের পূজা করা হয়। এদিন ভক্তরা প্রদীপ জ্বালিয়ে সারারাত উপাসনা করেন। এই প্রদীপের একমাত্র অবলম্বন হলো সলতে। যদি সেই সলতেটি নিভে যায়, তবে প্রদীপও নিভে যায়। এই কারণে, যখন কোনো পরিবারের একজন মাত্র সন্তান থাকে, তখন সেই সন্তানকে তার পরিবারের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে দেখা হয়। সেই সন্তানটি তার পরিবারের শেষ প্রদীপ, যা তার বংশকে টিকিয়ে রাখে। এজন্য একমাত্র সন্তান বা বংশধরকে শিবরাত্রির সলতের সাথে তুলনা করা হয়। প্রায় একই রকম প্রবাদ কথা হলো - সবে ধন নীলমণি।

শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই - ভীষণ লড়াই।

এই বাগধারাটির মূল উৎস হলো মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্য। এই কাহিনি অনুযায়ী, শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামক দুই অসুর তাদের শক্তি দিয়ে দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন দেবতারা দেবী দুর্গার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। দেবী দুর্গা সেই দুই

Educationblog24.com

অসুরকে বধ করার জন্য এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধটি এতটাই তীব্র এবং ভয়ংকর ছিল যে, তা প্রলয়কাণ্ডের মতো মহাবিশ্বের সবকিছুকে বিপন্ন করে তুলেছিল। দেবী দুর্গা সেই যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন এবং দেবতাদের আবার স্বর্গে ফিরিয়ে আনেন। এই পৌরাণিক যুদ্ধটিকেই বাগধারাটির রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যখন কোনো সংঘাত বা যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যাপক, তীব্র এবং ধ্বংসাত্মক হয়, তখন সেই অবস্থাকে 'শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই' বলে বর্ণনা করা হয়।

শিকায় তোলা/ ওঠা - ছুগিত/ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া।



শিকা হলো একটি দড়ি দিয়ে তৈরি জাল, যা সাধারণত রান্নাঘরে জিনিসপত্র (যেমন দুধ, দই বা মাছ) ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো। প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে যখন ফ্রিজ ছিল না, তখন খাবার সংরক্ষণের জন্য শিকা ব্যবহার করা হতো। খাবারকে ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর বা ছোট শিশুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে শিকায় তুলে রাখা হতো। এই তুলে রাখার কাজটি ছিল সাময়িক, তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হতো। কারণ পরে সেই খাবার আবার নামিয়ে নেওয়া হতো। এটি কোনো কিছুকে নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়া এবং তা সাময়িকভাবে ব্যবহার থেকে দূরে রাখা।

শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া - আলস্যে সময় নষ্ট করা।

কুকুর বা বিড়ালের মতো প্রাণীরা যখন আরাম করে শুয়ে থাকে, তখন তারা প্রায়শই লেজ নাড়াতে থাকে। এই লেজ নাড়ানোটি হলো তাদের অলস এবং নিশ্চিন্ত অবস্থার প্রতীক। এটি কোনো ফলপ্রসূ কাজ নয়, বরং আলস্যের এক বহিঃপ্রকাশ। যখন কোনো ব্যক্তি অলসভাবে দিন কাটায় এবং তার কোনো কাজ করার আগ্রহ থাকে না, তখন তার সেই অবস্থাকে 'শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া' বলা হয়।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল - অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু।



শুঁড়ি মাতাল-এই শ্রেণির ব্যক্তি অপরের নিবিড়ভাবে শুঁড়ি মদ বিক্রি আর মাতাল পান করে। মদের



দোকানদারকে অনেক সময় অসাধু বলে মনে করা হয়। যদি কোনো মদের দোকানদারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসে, তবে তার পক্ষে একমাত্র যে সাক্ষী দেবে, সে হলে একজন মাতাল, যে তার নিয়মিত খদ্দের। একজন মাতাল ব্যক্তি যেমন তার বক্তব্যের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়, তেমনি সে তার স্বার্থের জন্য দোকানদারের পক্ষেই কথা বলবে। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো অসৎ ব্যক্তি কোনো অন্যায় করে এবং তার সেই অন্যায়কে একজন অসৎ বা অযোগ্য বন্ধু সমর্থন করে, তখন সেই অবস্থাকে 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল' বলা হয়। এটি দিয়ে এমন কাউকে বোঝানো হয়, যার সাক্ষ্য বা সমর্থন মূল্যহীন।

শুভংকরের ফাঁকি - ধোঁকা দিয়ে ফায়দা হাসিল।

শুভংকর ছিলেন সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের একজন বাঙালি গণিতবিদ। তাঁর লেখা গাণিতিক নিয়মাবলি একসময় বাংলার হিসাবরক্ষার প্রধান ভিত্তি ছিল। ফাঁকি অর্থ প্রতারণা, ধোঁকা বা চালাকি। শুভংকর তাঁর 'শুভংকরের আর্য' নামক গ্রন্থে গণনার এমন কিছু নিয়ম লিখেছিলেন, যা সে সময়ের জমিদার ও ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতেন। লোকমুখে প্রচলিত ছিল যে, শুভংকরের এই নিয়মগুলোতে কিছু ফাঁকি বা সূক্ষ্ম ত্রুটি ছিল। জমিদাররা এই ফাঁকি ব্যবহার করে সহজভাবে তাদের লাভ বাড়িয়ে নিতেন এবং সাধারণ মানুষকে ঠকাতেন। এই ফাঁকিটি ছিল এমন যে, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। এই কারসাজিটিকেই 'শুভংকরের ফাঁকি' বলা হতো। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো সহজ নিয়ম বা কৌশলের আড়ালে এমন চালাকি করে, যা দিয়ে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে, তখন সেই কাজটি 'শুভংকরের ফাঁকি' বলে বিবেচিত হয়।

Educationblog24.com

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা - দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা।



একটি বড় মাছকে যদি সামান্য শাক দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হয়, তবে সেই মাছটি সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে না। মাছটির কিছু অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই অবস্থাটি কোনো কিছুকে আড়াল করার একটি অসার এবং ব্যর্থ চেষ্টা। যখন কোনো ব্যক্তি এমন একটি ভুল বা অপরাধ করে, যা এতটাই বড় এবং সুস্পষ্ট যে তা সহজে গোপন করা সম্ভব নয়, তখন তার সেই গোপনের ব্যর্থ চেষ্টাকে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' বলে ব্যঙ্গ করা হয়।

শ্বেতহস্তী পোষা - বিপুল অর্থ ব্যয়।



প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে, যেমন থাইল্যান্ড, সাদা হাতিকে অত্যন্ত পবিত্র এবং রাজকীয় বলে মনে করা হতো। সাদা হাতি সাধারণত রাজাদের কাছে থাকত। এই হাতিগুলো তাদের সৌন্দর্য এবং পবিত্রতার জন্য পরিচিত ছিল, কিন্তু তারা কোনো কাজ করত না। তাদের খাবার, যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে অনেক অর্থ খরচ হতো। যদি কোনো রাজা তার কোনো শত্রুকে একটি সাদা হাতি উপহার দিতেন, তবে সেই শত্রুটি সেই হাতিটিকে কোনো কাজে লাগাতে পারত না, বরং তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করতে গিয়ে তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। এই কারণে, সাদা হাতিকে এক ধরনের বোঝা হিসেবে দেখা হতো। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'শ্বেতহস্তী পোষা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন একটি জিনিস বা কাজ করে যা থেকে কোনো লাভ হয় না, কিন্তু তার খরচ অনেক বেশি, তখন তার সেই কাজকে 'শ্বেতহস্তী পোষা' বলে অভিহিত করা হয়।

শাপে বর - অনিষ্টে ইষ্ট লাভ/অকল্যাণ থেকে কল্যাণ।

শাপ শব্দের অর্থ অভিশাপ, আর বর শব্দের অর্থ আশীর্বাদ। নিঃসন্তান রাজা দশরথ একবার বনে শিকারে গিয়ে ভুলে অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুকে বাণ নিক্ষেপ করেন, ফলে সে মারা যায়। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পুত্রের চিতায় নিজের স্ত্রী অর্থাৎ সিন্ধুর মা-সহ আত্মাহুতি দেয়ার আগে অন্ধক মুনি দশরথকে শাপ বা অভিশাপ দেন যে, দশরথেরও মৃত্যু হবে পুত্রশোকে। কিন্তু ইতোমধ্যেই দশরথ যেহেতু নিঃসন্তান ছিলেন, তাই সেই শাপের ফল হলো উল্টো। তার তিন রানির কোলজুড়ে আগমন ঘটে যথাক্রমে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। এরকম অনিষ্টের মাঝে ইষ্ট অথবা খারাপ কিছুর মাধ্যমে ভালো কিছুর আগমন ঘটলে তাকে শাপে বর বলা হয়।

স

সাত

'সাত সতেরো', 'সাত-পাঁচ না ভাবা' কিংবা 'সাত সকাল' ছাড়াও 'সাত' নিয়ে বাংলা ভাষায় আরও বেশ কয়েকটি বাগধারার প্রচলন আছে। যেমন - সাত জন্মে (কখনো), সাত-পাঁচ ভাবা (নানা চিন্তা), সাতঘাটের কানাকড়ি (অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ), সাতেও নেই পাঁচেও নেই (নির্লিপ্ত), সাত চড়ে রা করে না বা বেরোয় না (অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক), সাত পুরুষে না শোনা (বংশানুক্রমে অশ্রুত), সাত রাজার ধন মানিক (কষ্টার্জিত মহা-মূল্যবান সম্পদ), সাত ঘাটের জল খাওয়া/খাওয়ানো (বহু বিপদে পড়া বা ফেলা), সাত তাড়াতাড়ি (অতি শীঘ্র), সাত দিক (সর্বত্র) প্রভৃতি। এ সকল 'সাত'-যুক্ত বাগধারায় 'সাত' সংখ্যাটি মূলত 'সপ্তাহ' বা 'সাত দিন' বর্ণনার মাধ্যমে সময়ের পরিধি (অতিরিক্ত বা কম) প্রকাশ করেছে। সাত হচ্ছে সপ্তাহের সাত বারের প্রতীক। যা দিয়ে 'বার' শুরু এবং শেষ। তাই সাত দিয়ে বিস্তৃত, আদি-অন্ত, গভীর, নিবিড়, সময়, বৃদ্ধি, হ্রাস, কম প্রভৃতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হতো। শুধু তাই নয়, 'সাত আসমান', 'সাত স্বর্গ', 'সাত নরক', 'সাত সাগর' 'সপ্তরথী', 'সপ্তর্ষি', 'সপ্তলোক', 'সপ্তশতী', 'সপ্তানক', 'সৌভাগ্যের সাত' প্রভৃতির আদি-অন্ত, পরিধিও সপ্তাহের সাতদিনের সঙ্গে অভিন্ন অর্থ প্রকাশে বাগধারাগুলোকে প্রভাবিত

Educationblog24.com

করেছে। তাই 'সাত' শব্দটি যেমন অতিরিক্তি প্রকাশে ব্যবহার করা হতো তেমনি অতি-কম প্রকাশেও ব্যবহার করা হতো। কারণ সাত ছিল আদি-অন্ত বা কম-বেশির এবং ভালো-মন্দ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির পরম ও চরম পরিধি। 'সাত পুরুষে না শোনা' বাগধারায় 'সাত' দ্বারা দীর্ঘ সময় প্রকাশ করা হয়েছে। আবার 'সাত তাড়াতাড়ি' বাগধারার বর্ণিত 'সাত' প্রকাশ করছে 'স্বল্পতা'। তেমনি 'সাত সকাল' বাগধারার 'সাত' দ্বারা অতি সকাল প্রকাশ করা হচ্ছে। এমন আরও কয়েকটি উদাহরণ : সাত সন্ধ্যা, সাত জনম, সাত যুগ ইত্যাদি।

সাতঘাটের কানাকড়ি - অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ বা মূল্যহীন জিনিসপত্র।

প্রাচীনকালে যখন মুদ্রা হিসেবে কানাকড়ি প্রচলিত ছিল, তার মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকত, তাই এটি ছিল সবচেয়ে কম মূল্যের। কানাকড়ির মূল্য এতটাই কম ছিল যে এটি দিয়ে কোনো কিছু কেনা কঠিন ছিল। নদীমাতৃক বাংলায় নৌকা ছিল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম। একজন ব্যক্তি যখন বহু দূরে বা বিভিন্ন ঘাটে ভ্রমণ করতেন, তখন তিনি হয়তো বিভিন্ন স্থান থেকে মূল্যহীন কানাকড়ি বা সামান্য পরিমাণ মুদ্রা বা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেন। এই মুদ্রাগুলো ছিল কানাকড়ির মতোই মূল্যহীন এবং সামান্য। কোনো ব্যক্তি যদি অনেক পরিশ্রম করে এমন কোনো জিনিস সংগ্রহ করে যা কানাকড়ির মতো কোনো কাজে আসে না বা যার কোনো মূল্য নেই, তখন তার সেই সংগ্রহকে "সাতঘাটের কানাকড়ি" বলে অভিহিত করা হয়।

সাত সতের - অপ্রয়োজনীয় কথা/ নানা রকমের।

সাত এবং সতের - এই দুটি সংখ্যার মধ্যে কোনো গাণিতিক বা যৌক্তিক সম্পর্ক নেই। এরা দুটি বিচ্ছিন্ন এবং সম্পর্কহীন সংখ্যা। এই দুটি অসম্পর্কিত সংখ্যাকে একসাথে জুড়ে দিয়ে একটি বিশৃঙ্খল এবং অপ্রাসঙ্গিক ভাব তৈরি করা হয়েছে। যখন কেউ মূল বিষয় ছেড়ে দিয়ে সাত এবং সতের-এর মতো দুটি সম্পর্কহীন বিষয়ে কথা বলে, তখন তার কথার মধ্যে কোনো সঙ্গতি থাকে না। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মূল প্রসঙ্গে না এসে অপ্রয়োজনীয় এবং নানা রকমের কথা বলতে শুরু করে, তখন সেই অবস্থাকে 'সাত সতের' বলা হয়।

সাত পাঁচ ভাবা - নানা রকম চিন্তা।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাত এবং পাঁচ–এই দুটি ভিন্ন সংখ্যা নিয়ে ভাবে। এটি কোনো গাণিতিক হিসাব নয়, বরং এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যেখানে ব্যক্তি কোনো কিছু করার আগে অনেক ধরনের সম্ভাবনা এবং ফলাফল নিয়ে চিন্তা করে। এই চিন্তাগুলো সাধারণত সুশৃঙ্খল নয়, বরং এগুলো এলোমেলো এবং নানা ধরনের হয়।

সাত খুন মাফ - অত্যধিক প্রশ্রয়।

ব্রিটিশ আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশকে ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করে জমিদারি প্রথা চালু করা হয়। প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদাররা প্রজাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করত এবং অনেক ক্ষেত্রে তা খুন পর্যন্ত গড়াতো। রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকরা জমিদার ও তাদের লাঠিয়ালদের সাতটি পর্যন্ত খুনের অনুমোদন দেয় এবং এজন্য তাদের কোনো বিচারের সম্মুখীন হতে হতো না। সেখান থেকেই 'সাত খুন মাফ' কথাটির প্রচলন ঘটে।

সাতেও নয় পাঁচেও নয় - নির্লিপ্ত।

সমাজে যখন কোনো ঝগড়া, বিবাদ বা বিতর্ক হয়, তখন অনেক সময় মানুষ পক্ষ নেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সেইসব বিতর্কে অংশ নেয় না, সে যেন 'সাত-এর দলেও নেই এবং পাঁচ-এর দলেও নেই। অর্থাৎ, সে কোনো পক্ষের সঙ্গেই যুক্ত নয়। 'সাতেও নয় পাঁচেও নয়' বলতে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে কোনো বিষয়, বিবাদ বা ঝামেলার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে না। সে সব কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং তার কোনো বিষয়ে আগ্রহ থাকে না অর্থাৎ নির্লিপ্ত।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ - বৃহৎ বিষয়।





বৃহৎ বিষয়

গ্রন্থ: সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

রামায়ণ একটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বিস্তৃত মহাকাব্য, যা সাতটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সাতটি অধ্যায় মিলে রামের জীবনের সমস্ত ঘটনা, যেমন তার জন্ম, বনবাস, সীতার হরণ, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তার রাজত্ব–সবকিছুকে ধারণ করে। এই কাহিনিটি এতটাই বিস্তৃত যে এটি আলোচনা করতে অনেক সময় লাগে। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো বিষয় যদি রামায়ণের মতো বিশাল এবং বিস্তৃত হয়, তখন তাকে 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বলে অভিহিত করা হয়।

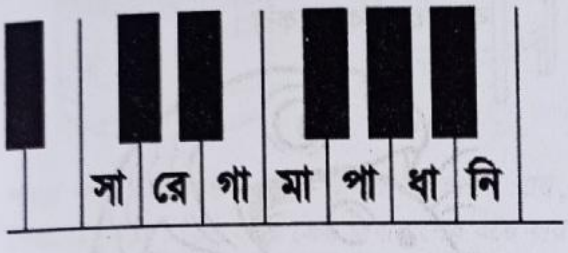
Educationblog24.com

Educationblog24.com

সাতকাহন - প্রচুর পরিমাণ।

প্রাচীনকালে যখন কড়ি দিয়ে কেনাকাটা করা হতো, তখন এই কড়ির হিসাব রাখা ছিল অত্যন্ত জটিল। এক কাহন কড়ি হলো ১২৮০টি কড়ি। সাত কাহন মানে হলো সাত গুণ ১২৮০টি কড়ি, যা একটি বিশাল সংখ্যা। এই বিশাল সংখ্যাটি কোনো কিছুর প্রাচুর্য এবং অতিরিক্ততাকে ইঙ্গিত করে।

সপ্তমে চড়া - প্রচণ্ড উত্তেজনা।



সপ্তম হলো সংগীতের সাতটি সুর - 'সা রে গা মা পা ধা নি'। চড়া মানে আরোহণ করা বা ওপরে ওঠা। এখানে এটি কোনো কিছুর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানোকে বোঝায়। এই স্বরগ্রামের সর্বোচ্চ সুর 'নি'। সপ্তমে চড়া - স্বরগ্রামের প্রথম সুর 'সা' থেকে সপ্তম সুর 'নি' তে ওঠা। 'সা' থেকে 'নি'তে ওঠতে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হয়। আর সপ্তম সুরে উচ্চারণের উত্তেজনা সর্বোচ্চ থাকে, তখন সেই সুরটি শুনতে খুবই তীক্ষ্ণ এবং উচ্চ হয়। এই সুরটি মানুষের মনে এক ধরনের উত্তেজনা এবং অস্থিরতা তৈরি করে। এই উচ্চ এবং তীক্ষ্ণ সুরটিকে মানুষের রাগের চূড়ান্ত সীমার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, কোনো ব্যক্তি যখন তার রাগের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় বা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়, তখন তার এই অবস্থাকে 'সপ্তমে চড়া' বলে অভিহিত করা হয়।

সোনা

সোনায় সোহাগা - সুন্দর/ উপযুক্ত মিল।



প্রাচীনকাল থেকে সোনা একটি মূল্যবান ধাতু হিসেবে পরিচিত। যখন সোনা গলানো হতো, তখন তাকে আরও পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং নিখুঁত করার জন্য সোহাগা নামক একটি খনিজ পদার্থ ব্যবহার করা হতো। সোহাগা সোনা গলানোর সময় বা জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয় যা সোনাকে আরও সুন্দর, ঝকঝকে এবং মূল্যবান করে তুলত। তাই, সোনা এবং সোহাগার এই মিলনকে একটি নিখুঁত এবং উপযুক্ত মিলন হিসেবে দেখা হয়। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই "সোনায় সোহাগা" বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। যখন দুটি মূল্যবান বা গুণী জিনিস বা ব্যক্তি একসঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাদের এই মিলন একটি উপযুক্ত এবং সুন্দর মিলন হয়।

সোনার পাথর বাটি - অসম্ভব বস্তু।



'সোনা' মূল্যবান ও নরম ধাতু, আর 'পাথর' শক্ত ও অনমনীয় বস্তু। দুটি প্রকৃতিগতভাবে একেবারেই বিপরীত। তাই সোনা ও পাথর মিলে একসঙ্গে মিশিয়ে কোনো বাটি হওয়া বাস্তবে অসম্ভব। কারণ সোনা ও পাথর একসঙ্গে কখনো মিশে না। বাটি হয়তো সোনার হবে, নয়তো পাথরের হবে, কিন্তু একসঙ্গে সোনা ও পাথরের অসম্ভব। এখান থেকেই বোঝা যায় সোনার পাথর বাটি = অসম্ভব বস্তু।

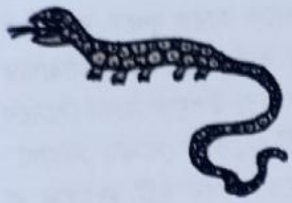
সোনার কাঠি রূপার কাঠি - বাঁচা মরার উপায়।

অনেক রূপকথায় দেখা যায়, কোনো রাজকুমার বা কোনো চরিত্রকে যদি সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করা হয়, তবে সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে বা তার জীবন ফিরে আসে। আবার যদি তাকে রূপার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করা হয়, তবে সে ঘুমিয়ে পড়ে বা তার জীবন শেষ হয়ে যায়। এই দুটি কাঠি জীবন ও মৃত্যুর অলৌকিক ক্ষমতাকে ধারণ করে। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যদি এমন অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করে, যা দিয়ে সে কোনো কিছুকে বাঁচিয়ে তুলতে বা মেরে ফেলতে পারে, তখন তার সেই ক্ষমতাকে 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' বলে অভিহিত করা হয়।

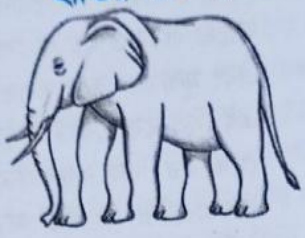
Educationblog24.com

সাপ

সাপের পাঁচ পা দেখা



হাতির পাঁচ পা দেখা



অর্থ: অহংকার বোধ করা/ দুঃসাহসী হওয়া

মানুষ আশে পাশে যা দেখে তার বেশির ভাগই চারপেয়ে। পাঁচ পায়ের জন্তু হয় না। হাতিরও চার পা আছে, পাঁচ পা হয় না। অর্থাৎ আপনার যা আছে তার চেয়ে বেশি দেখানো মানেই হলো অহংকার দেখানো। সাপের পা-ই নেই। সেখানে যার পা-ই নেই সেই সাপ পাঁচ খানা পা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে মানেই হলো অত্যধিক অহংকার দেখানো। সাপের বা হাতির পাঁচ পা দেখা মানে কাউকে তোয়াক্কা না করা নিজেকে বেশি বড়ো মনে করা।

সাপে নেউলে - শত্রুভাবাপন্ন।



সাপ এবং নেউলের মধ্যে সম্পর্ক চিরকালই শত্রুতার। যখন একটি সাপ এবং একটি নেউলে মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মধ্যে একটি জীবন-মৃত্যুর লড়াই হয়। নেউলে সাপ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলতে চায়, আবার সাপও নেউলেকে পেলে ছেড়ে দেয় না। নেউলে সাপের বিষ সহ্য করতে পারে বলে সে সাপের সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পায় না। এই দুটি প্রাণীর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তা কোনোভাবেই ভালো হতে পারে না। যখন দুই ব্যক্তি বা দুটি দলের মধ্যেকার শত্রুতা এতটাই গভীর ও তীব্র হয় যে তাদের মধ্যে কোনো সহাবস্থান সম্ভব হয় না, তখন তাদের সম্পর্ককে 'সাপে নেউলে' সম্পর্ক বলা হয়।

সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে - উভয় কুল রক্ষা।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সাপকে মারে, তখন সে এমনভাবে কাজটি করে যাতে সাপটিও মরে যায়, কিন্তু তার হাতে থাকা লাঠিটি না ভাঙ্গে। এই কাজটি করতে এক ধরনের কৌশল এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যদি লাঠিটি ভেঙ্গে যায়, তবে সাপটিকে মারা কঠিন হতে পারে। তাই, সাপ মারা এবং লাঠি না ভাঙ্গা–এই দুটি কাজ একই সঙ্গে করা এক ধরনের দক্ষতা। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ঝামেলা বা বিপদ এমনভাবে সমাধান করে, যাতে দুটি পক্ষেরই ক্ষতি না হয়, তখন তার সেই আচরণকে 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে' বলে অভিহিত করা হয়।

সাপের ছুঁচো গেলা - উভয় সংকটে পড়া/ অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে কাজ করা।



সাপ সাধারণত তার শিকারকে গিলে খায়। কিন্তু ছুঁচোর (ইঁদুরজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণি) শরীর থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হয়, যা সাপ পছন্দ করে না। তাই, একটি সাপ যখন একটি ছুঁচোকে গিলে ফেলে, তখন সে হজম করতে পারে না এবং সেটি তার পেটে আটকে থাকে। আবার সে যদি ছুঁচোটিকে বের করে দেয়, তবে সেটি তার শিকারকে ছেড়ে দেওয়ার মতো হয়, আবার যদি সেটি হজম করার চেষ্টা করে, তবে তার শরীর থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হয়। তখন সাপটি এক ধরনের উভয় সংকটে পড়ে যায়। তেমনি মানুষ যখন এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যে না করলে ক্ষতি, আবার করলে আরও বিপদ, তখন সেটি এক উভয় সংকট। তাই বাগধারাটি বোঝায় – অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপদজনক কিছু করতে বাধ্য হওয়া।

সুলুক সন্ধান - খোঁজখবর।

'সুলুক' শব্দের অর্থ হলো ছিদ্র, রন্ধ্র বা ফাঁকফোকর এবং 'সন্ধান' মানে খোঁজা। মিলিয়ে 'সুলুক সন্ধান' বলতে বোঝায় প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে খোঁজ নেওয়া বা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা। বাংলার লোকায়ত সমাজে যখন কোনো ঘটনা বা বিষয়ে ভেতরের খবর বের করতে হতো, তখন বলা হতো–'এর সুলুক সন্ধান করতে হবে।' অর্থাৎ শুধু উপরের দিকে নয়, বরং লুকোনো ত্রুটি, ফাঁকফোকর বা আসল রহস্য খুঁজে বের করা। তাই এই বাগধারাটি ব্যবহার হয় গভীর অনুসন্ধান বা পূর্ণাঙ্গ খোঁজখবর বোঝাতে।

Educationblog24.com

ATM

সুখের পায়রা - সুসময়ের/ সুদিনের বন্ধু।



পায়রা পাখি সাধারণত যেখানে খাবার বা আশ্রয় পায়, সেখানেই আসে। কিন্তু যখন সেই খাবার শেষ হয়ে যায় বা সেই আশ্রয় থেকে তারা কোনো সুবিধা না পায়, তখন তারা অন্য কোথাও চলে যায়। ফসল কাটা হলে কিংবা ঘরে শস্য মজুত হলে পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকে করে আসে। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা ঘরে খাবার নেই, তখন আর তাদের দেখা মেলে না। গৃহস্থের ঘরে ধান-চাল, ভাত বা শস্যের প্রাচুর্য থাকলে পায়রা এসে ভিড় করত। কিন্তু অভাব দেখা দিলে, শস্য ফুরিয়ে গেলে বা ঘরে কিছু না থাকলে পায়রা আর থাকত না। পায়রা কেবল সুখ-সমৃদ্ধির সময়েই সঙ্গী হতো। তাদের সম্পর্কটি ক্ষণস্থায়ী এবং সুযোগের উপর নির্ভরশীল। পায়রার এই স্বভাবকে মানুষের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যে ব্যক্তি পায়রার মতো কেবল ভালো সময়ে (সুখের সময়) পাশে থাকে এবং খারাপ সময়ে (দুঃখের সময়) ছেড়ে চলে যায়। তখন তাকে 'সুখের পায়রা' বলা হয়।

স্বখাত সলিলে - নিজ বিপদ ডাকা।

স্বখাত = স্ব (নিজ) + খাত (খনন করা বা খোঁড়া)। অর্থাৎ, নিজের হাতে খোঁড়া। সলিলে মানে জলে বা জলের মধ্যে। একজন ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজনে একটি পুকুর খনন করল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে সেই খনন করা পুকুরের জলেই ডুবে গেল। অর্থাৎ, যে জল তার উপকারের জন্য ছিল, সেই জলই তার মৃত্যুর কারণ হলো। এই বিপদটি কোনো বাইরের কারণ থেকে আসেনি, বরং এটি তার নিজের কাজের ফল।

সব শেয়ালের এক রা - ঐকমত্য।

শিয়ালের স্বভাব হলো, যখন তারা কোনো একটি জায়গায় দলবদ্ধভাবে থাকে, তখন তারা একই সময়ে একই ধরনের রা (শব্দ) করে। তাদের এই শব্দ করাটি কোনো ভিন্ন মত বা ভিন্ন চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করে না, বরং এটি তাদের দলবদ্ধতা এবং ঐক্যের প্রতীক। যখন কোনো দল বা গোষ্ঠীর সব সদস্য কোনো একটি বিষয়ে একমত হয় এবং একই কথা বলে, তখন সেই অবস্থাকে 'সব শেয়ালের এক রা' বলা হয়।

সবুরে মেওয়া - ধৈর্য ধরলে যথা সময়ে ফল পাওয়া যায়।

সবুর মানে ধৈর্য বা অপেক্ষা। মেওয়া হলো পেস্তা বাদাম, আখরোট, বেদানা, ডালিম, আঙুর প্রভৃতি উপাদেয় মিষ্টি ফল। এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'ধৈর্যের ফল মিষ্টি হয়'। কোনো ফল বা ফসল তখনই মিষ্টি হয়, যখন তা পর্যাপ্ত সময় ধরে পাকে। যদি কেউ কাঁচা ফলকে জোর করে খেতে চায়, তবে সে তার প্রকৃত স্বাদ পায় না। কিন্তু যদি সে ধৈর্য ধরে ফলটি পাকার জন্য অপেক্ষা করে, তবে সে একটি মিষ্টি ও সুস্বাদু ফল লাভ করে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, তখন সে তার পরিশ্রমের ভালো ফল পায়। 'সবুরে মেওয়া' বলতে সেই ফলকেই বোঝানো হয়, যা ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

সবে ধন নীলমণি - একমাত্র সন্তান।

সবে - সব। ধন - সম্পদ। নীলমণি - মূল্যবান রত্ন। তিনটি মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় - সব ধনের মধ্যে নীলমণি অমূল্য রত্ন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রত্ন ছিল ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক; তাই একমাত্র সন্তানকে নীলমণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তার ওপরই নির্ভর করত বংশধারা ও পারিবারিক ভবিষ্যৎ। অতীতে বহু পরিবারে একাধিক সন্তান টিকে না থাকায় বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তান হয়ে উঠত সবার স্নেহ-ভালোবাসা ও আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। তাই তাকে বলা হতো 'সবে ধন নীলমণি'–যেন পরিবারের অমূল্য সম্পদ, যার অনুপস্থিতিতে সবকিছু নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

সরফরাজি করা - প্রভাব খাটানোর চেষ্টা/ অনাবশ্যক মাতব্বরি/ অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি।

১৭৩৯ সালে সুজাউদ্দিন খাঁ-এর মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। রাজ্য শাসনের বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের প্রাদেশিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়। আলিবর্দি খাঁ এবং তাঁর ভাই হাজী আহম্মদ বাংলার মসনদ দখল করার জন্য ১৭৪০ সালে সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিরিয়া নামক স্থানে উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আলীবর্দী খাঁনের নিপুণ রণকৌশলের কাছে সরফরাজের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। সরফরাজ খাঁ অনভিজ্ঞ ও অক্ষম শাসক এবং তার চালাকি ফলপ্রসূ না হওয়ায় তার নামটি সরফরাজি করা অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তির চালাকি বলে বিদ্রূপ শুনতে হয়।

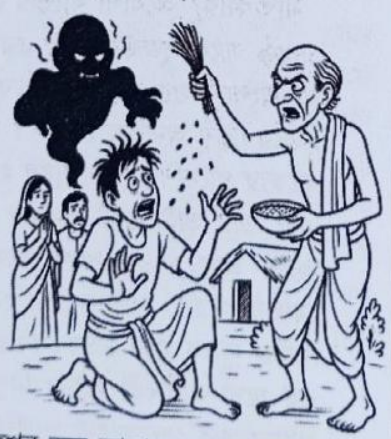
Educationblog24.com

সাক্ষী গোপাল - ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক, কর্তৃত্বহীন দর্শকমাত্র।



এই বাগধারাটির মূল উৎস হলো ওড়িশার একটি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনি। গল্পটি এমন: দুই ব্রাহ্মণ বন্ধু তাদের মেয়ের বিয়ের জন্য কথা দিয়েছিলেন যে, মেয়েটি তাদের বন্ধুর ছেলের সঙ্গেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। কিন্তু বন্ধুর মেয়ের বিয়ের সময় এলে সে সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে। ছেলেটি তখন তাদের এলাকার দেবতা গোপালের কাছে গিয়ে সেই ঘটনার সাক্ষ্য চায়, কারণ সেই গোপালের মূর্তির সামনেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তখন সেই গোপাল সাক্ষী দিতে রাজি হন। কিন্তু গোপাল কেবল সাক্ষীই ছিলেন, তিনি কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। অর্থাৎ, তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন সাক্ষী হিসেবে, কিন্তু এর বাইরে তাঁর আর কোনো ভূমিকা ছিল না। এই কাহিনিটি থেকেই 'সাক্ষী গোপাল' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনার সাক্ষী থাকে কিন্তু তার কোনো কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা না থাকার কারণে সে কেবল দর্শক হয়ে থাকে, তখন তাকে 'সাক্ষী গোপাল' বলা হয়।

সর্ষের ভেতরে ভূত - সমাধানের ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার মাঝেই সমস্যার অবস্থান বা সৃষ্টি।



আগেকার সময়ে গ্রামে যদি কেউ অপ্রকৃতিস্থের মতো আচরণ করত, তখন গ্রামের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে মানুষ বলত-'ওকে ভূতে ধরেছে'। তখন ভূত তাড়ানোর জন্য ওঝা ডাকা হতো। ওঝা নানা তুকতাক, ঝাড়ফুঁক করত আর রোগীর গায়ে সর্ষে ছিটাতো, কারণ বিশ্বাস ছিল-ভূত সর্ষের ভয়ে পালিয়ে যাবে। তাই ভূত তাড়ানোর প্রধান উপায় ছিল সর্ষে। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা গেছে এই ঝাড়ফুঁক আর সর্ষে ছিটানোর কারণে রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তখন লোকে বলত-প্রথমে ভূতের প্রভাব ছিল, কিন্তু ওঝার সর্ষের ভেতরে আরও শক্তিশালী ভূত ছিল, যে রোগীর শরীরে ঢুকে তাকে আরও খারাপ করে দিয়েছে। এভাবে ওঝার সোনা চাপা থাকত। এখান থেকেই 'সর্ষের ভেতরে ভূত' কথাটি জন্ম নেয়, যার মানে হলো - যে বা যা সমস্যার সমাধান করার কথা, সেই-ই যদি আসল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সর্ষে ফুল দেখা - অন্ধকার দেখা।



যখন কোনো ব্যক্তি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায় বা কোনো আকস্মিক মানসিক ধাক্কা খায় বা প্রচণ্ড মাথা ঘোড়ায়, তখন তার চোখের সামনে অনেক সময় ঝাপসা হয়ে যায় বা অন্ধকার হয়ে আসে। এই সময় সে অনেক ছোট ছোট হলদেটে বা উজ্জ্বল আলোর বিন্দু নাচতে দেখে, যা দেখতে সরিষার ফুলের মতো লাগে। যখন কোনো ব্যক্তি জীবনের কোনো কঠিন সমস্যা বা বিপদের কারণে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয় যে তার চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং সে অন্ধকার দেখতে শুরু করে, তখন তার সেই অবস্থাকে 'সর্ষে ফুল দেখা' বলা হয়।

সস্তার তিন অবস্থা - সস্তার জিনিস প্রায়ই খারাপ থাকে

প্রাচীনকালে, যখন মানুষ কম মূল্যে কোনো জিনিস কিনত, তখন সেই জিনিসটির মান সাধারণত ভালো হতো না। এই খারাপ মানের জিনিসটি তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যেত: **১. প্রথম অবস্থা:** জিনিসটি যখন কেনা হয়, তখন তার মান খারাপ হয়। **২. দ্বিতীয় অবস্থা:** জিনিসটি ব্যবহার করার পর তা আরও খারাপ হয়ে যায়। **৩. তৃতীয় অবস্থা:** জিনিসটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এই তিনটি নেতিবাচক পর্যায়কে 'সস্তার তিন অবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়।

স-সে-মি-রা অবস্থা - কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থা।

যখন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করে কোনো জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে বা কোনো আকস্মিক দুঃসংবাদ পায়, তখন তার স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা লোপ পায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপ বা আঘাতের কারণে তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে তখন অপ্রাসঙ্গিক বা অস্পষ্ট কথা বলতে শুরু করে, যা শুনে মনে হয় সে যেন 'স-সে-মি-রা' করছে।

Educationblog24.com

ষ

ষোল

ষোল আনা - পুরোপুরি।

ব্রিটিশ আমলে এবং তারও আগে, ভারতে মুদ্রা হিসেবে আনা প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে এক টাকায় ষোলো আনা হতো। অর্থাৎ, ষোলো আনা মানে হলো এক টাকার সম্পূর্ণ পরিমাণ। কোনো কিছুকে সম্পূর্ণভাবে পেতে হলে তাকে ষোলো আনা হিসেবে দেখা হতো। এই কারণে, ষোলো আনা পূর্ণতা এবং সম্পূর্ণতার প্রতীক। যদি কেউ কোনো কাজ সম্পূর্ণভাবে বা পুরোপুরি করত, তখন তাকে 'ষোল আনা' বলে বর্ণনা করা হতো।

ষোল কলা - সম্পূর্ণ।



হিন্দু পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, চাঁদকে একটি দেবতা হিসেবে দেখা হয়। চাঁদের আলো ১৬টি কলা বা অংশে বিভক্ত। যখন পূর্ণিমা হয়, তখন চাঁদ তার ১৬টি কলা দিয়েই পূর্ণতা লাভ করে এবং তার আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়। এই পূর্ণ চাঁদ হলো সম্পূর্ণতা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। হিন্দু পুরাণে বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ষোলো কলায় পূর্ণ। দেবতাদের অবতাররা নানা গুণ বা কলায় সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু কৃষ্ণকে বলা হতো পূর্ণাঙ্গ অবতার – অর্থাৎ, ষোলো কলায় পরিপূর্ণ। সেখান থেকে 'ষোল কলা' হয়ে ওঠে পূর্ণতার প্রতীক।

ষাঁড়ের গোবর - অকেজো বা অকর্মণ্য মানুষ।

হিন্দুদের মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য 'বৃষোৎসর্গ' নামে এক ধরনের শ্রাদ্ধ করা হয়। এই শ্রাদ্ধের অংশ হিসেবে যে ষাঁড়টিকে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হতো, তার গোবর অশুভ মনে করে কোনো মাঙ্গলিক কাজ, ঘর-দোর লেপা কিংবা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা হতো না। তাই সেই গোবর মূল্যহীন ও অকেজো হিসেবে বিবেচিত হতো। এই ধারণা থেকেই 'ষাঁড়ের গোবর' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এটি দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে জীবিত থাকলেও ষাঁড়ের গোবরের মতোই অকেজো, অকর্মণ্য এবং মূল্যহীন।

ষণ্ডামার্কা - গোঁয়ার অথচ মূর্খ।



গ্রামীণ সমাজে ষাঁড়কে শক্তিশালী কিন্তু একগুঁয়ে ও হিংস্র স্বভাবের প্রাণী হিসেবে দেখা হতো। ষাঁড় শক্তির প্রতীক হলেও অযথা আক্রমণাত্মক, বেপরোয়া এবং নিয়ন্ত্রণহীন। ষাঁড় তার গোঁয়ার্তুমির (একগুঁয়ে, জেদি) জন্য পরিচিত। একটি ষাঁড়কে যদি তার ইচ্ছেমতো চলতে না দেওয়া হয়, তবে সে জেদি হয়ে তার শক্তি দিয়ে সবকিছু ভেঙে ফেলতে পারে। তার এই আচরণে কোনো যুক্তি বা বুদ্ধি থাকে না। এই কারণেই ষাঁড়কে গোঁয়ার্তুমি এবং মূর্খের মার্কা বা প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কোনো ব্যক্তি যদি ষাঁড়ের মতো গোঁয়ার (একগুঁয়ে) এবং জেদি হয়, কিন্তু তার কোনো বুদ্ধি না থাকে, তখন তার এই আচরণকে 'ষণ্ডামার্কা' বলে অভিহিত করা হয়।

ষত্ব ণত্ব জ্ঞান - কাণ্ডজ্ঞান।

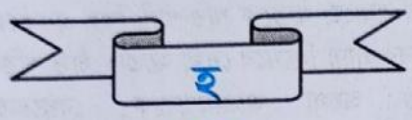


প্রাচীনকাল থেকে বাংলা শিক্ষার শুরু হতো অক্ষর, স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ, তারপর 'ষত্ব-ণত্ব' নিয়ম শেখার মাধ্যমে। এই নিয়মগুলিই ছিল সঠিক বানান ও উচ্চারণের ভিত্তি। যারা প্রাথমিক শিক্ষা পায়নি, তাদের সম্পর্কে সমাজে বলা হতো–'ষত্ব ণত্ব জ্ঞানও নেই।' অর্থাৎ, মৌলিক ব্যাকরণজ্ঞানও নেই। ধীরে ধীরে এটি প্রবাদে রূপান্তরিত হয় এবং শুধু ভাষাজ্ঞান নয়, যেকোনো মৌলিক বোধ বা কাণ্ডজ্ঞান বোঝাতে ব্যবহার হতে থাকে।

Educationblog24.com

ষাটের কোলে - অধিক বয়স।

আমাদের সমাজে ৬০ বছর বয়সকে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে দেখা হয়। এই বয়সে মানুষ তার কর্মজীবন থেকে অবসর নেয় এবং তার জীবনযাত্রায় এক ধরনের পরিবর্তন আসে। এই সময় থেকে মানুষ বার্ধক্যের দিকে এগোতে থাকে। কেউ যদি ষাট বছরের কাছাকাছি বাঁচতেন, তাঁকে বৃদ্ধ বা প্রবীণ বলা হতো। ফলে ষাট বছর পার হওয়া মানেই ছিল জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছানো বা বার্ধক্যে উপনীত হওয়া।



হাত

হাতে খড়ি - শিক্ষার শুরু বা সূচনা।



প্রাচীনকালে, যখন কোনো শিশুকে প্রথম অক্ষর জ্ঞান দেওয়া হতো, তখন তাকে মেঝেতে বা শ্লেটে খড়ি (লেখবার খড়িমাটি বা চক) দিয়ে লিখতে শেখানো হতো। শিশুটি প্রথম অক্ষর লিখত 'অ', 'ক বা কখনো 'ও'। এই প্রক্রিয়াটি ছিল তার জীবনের প্রথম শিক্ষার ধাপ। শিশুর হাতে প্রথমবার খড়ি তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানকেই বলা হতো হাতে খড়ি অনুষ্ঠান। সাধারণত বিদ্যার দেবী সরস্বতী পুজোর দিন বা শুভক্ষণে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হতো। কারণ, শিশুর হাতে খড়ি তুলে দেওয়া মানে তাকে বিদ্যার পথে প্রবেশ করানো।

হাত-ভারী - কৃপণ।

কাউকে কোনো কিছু দিতে গেলে সাধারণত হাত উঁচু করে দিতে হয়, কিন্তু যার হাত ভারি সে তো সহজে হাতই উঁচু করে না। তার হাত যেন ভারি হয়ে নিচু হয়ে যায়। সে কোনো কিছু দেওয়ার জন্য বা খরচ করার জন্য তার হাত তুলতে পারে না। হাত ভারি করে নিচু করে রাখে যাতে দান করতে বা খরচ করতে না হয়। হাত-ভারী দিয়ে - কৃপণ ব্যক্তিকে বোঝায়।

হাতের পাঁচ - শেষ সম্বল/ একমাত্র উপায়।



'হাতের' মানে নিজের হাতে থাকা ভরসা। 'পাঁচ' একটি সংখ্যা। এই সংখ্যাটি একটি বিশেষ তাসকে ইঙ্গিত করে, যা কোনো খেলায় শেষ সম্বল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাস খেলায় খেলোয়াড়রা তাদের হাতে থাকা তাস দিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু যখন কোনো খেলোয়াড় তার সব তাস শেষ করে ফেলে, তখন তার কাছে শেষ একটি তাস থাকে। এই শেষ তাসটিই তার জয়ের একমাত্র উপায়। এই তাসটি তার কাছে একটি শেষ সম্বল হিসেবে থাকে। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'হাতের পাঁচ' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার বিপদের সময় তার শেষ সম্পদ বা কৌশল ব্যবহার করে, তখন তার সেই সম্পদকে 'হাতের পাঁচ' বলে অভিহিত করা হয়।

হাত কামড়ানো - আফসোস করা।

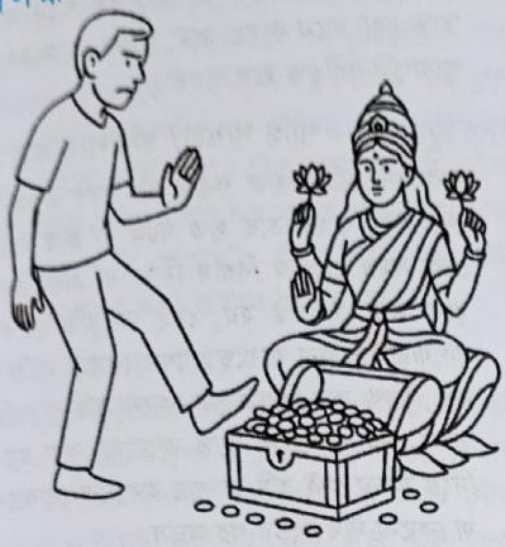
যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ভুল করে ফেলে এবং সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়, তখন সে প্রায়শই রাগে, হতাশায় বা অনুশোচনায় নিজের হাতে কামড় দেয়। এই কাজটি হলো নিজের প্রতি রাগ এবং অনুশোচনা প্রকাশের একটি উপায়। হাত কামড়ানো বলতে সেই মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়, যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের ভুলের জন্য তীব্র অনুশোচনা করে বা আফসোস করে।

হাত জোড়া থাকা - কর্মব্যস্ত থাকা।

যখন কোনো ব্যক্তি তার দুটি হাতই অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখে, তখন সে অন্য কোনো কাজ করতে পারে না। তার হাত দুটি তার নিজের কাজের সঙ্গে জোড়া থাকে। তাই, যদি কেউ অন্য কোনো কাজ করার জন্য তাকে অনুরোধ করে, তখন সে বলে যে তার 'হাত জোড়া আছে'। এর মাধ্যমে সে বোঝায় যে, সে বর্তমানে কোনো কাজে ব্যস্ত এবং সেই কাজটি করার জন্য তার কাছে কোনো সময় নেই।

Educationblog24.com

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা - হেলায় সুযোগ নষ্ট করা।



হিন্দু পুরাণে লক্ষ্মী দেবী ধনসম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। বিশ্বাস করা হতো, যার ঘরে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকবে, যিনি শ্রম, সততা ও ভক্তি নিয়ে লক্ষ্মীকে আঁকড়ে ধরবেন, তিনি ধনী ও সুখী হবেন। অর্থাৎ দেবী লক্ষ্মী যখন কোনো বাড়িতে বা কোনো ব্যক্তির কাছে যান, তখন সেই বাড়িতে সম্পদ এবং প্রাচুর্য আসে। আর যদি কোনো ব্যক্তি সেই লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে বা তাকে অবহেলা করে, তবে তার সৌভাগ্য, সম্পদ এবং সুযোগ চিরতরে হারিয়ে যায়।

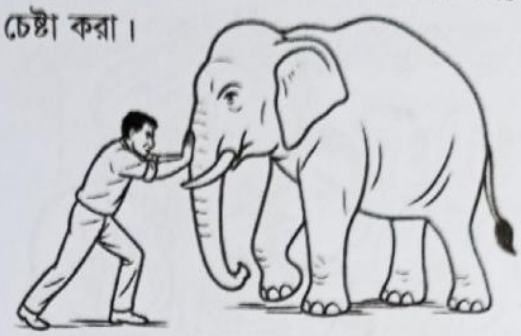
হাত আসা - অভ্যস্ত হওয়া।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ বারবার অনুশীলন করে, তখন তার সেই কাজটি করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। একসময় সেই কাজটি তার হাতের মুঠোয় চলে আসে এবং সে কোনো চিন্তা ছাড়াই কাজটি করতে পারে। আর সেই অবস্থাকে 'হাত আসা' বলা হয়। এটি দিয়ে সেই দক্ষতা ও অভ্যস্ত হওয়ার চরম পর্যায়কে বোঝানো হয়।

হাতটান - চুরির অভ্যাস।

আমাদের সমাজে হাতকে কোনো কিছু গ্রহণ করা বা কোনো কাজ করার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে অন্যের জিনিস চুরি করার প্রবণতা থাকে, তখন তার এই স্বভাবকে তার হাত টেনে নেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। তার হাত যেন সেই জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সে তা নিজের দিকে হাত দিয়ে টেনে নেয়। এই আচরণটি তার চুরির অভ্যাসকে প্রকাশ করে। সহজ কথায়, একজন চোর যখন কোনো কিছু চুরি করে, তখন সে তার হাত দিয়ে সেই বস্তুটি টেনে নেয় বা কারোর কাছ থেকে বা কারোর পকেট থেকে হাত দিয়ে টান দিয়ে দৌড় দেয়। এই টানটি হলো তার চুরির অভ্যাস।

হাত দিয়ে হাতি ঠেলা - অসম্ভবকে সম্ভবপর করতে চেষ্টা করা।



হাতি বৃহৎ আকারের ভূমি প্রাণী; যার ওজন ৫০০০ কিলোগ্রামের চেয়েও বেশি হয়। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে একটি মস্ত বড়ো হাতিকে ঠেলতে যাওয়া অর্থই অসম্ভব কিছু চেষ্টা করা। অর্থাৎ এমন কিছু করার চেষ্টা করা যা অসম্ভব বা খুব কঠিন। কেউ এমন কিছু অর্জন করার চেষ্টা করছে যা তাদের নাগালের বা ক্ষমতার বাইরে।

হাত ধুয়ে বসা - আশা ত্যাগ করা/ সাধু সাজা।

১. আশা ত্যাগ করা: যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ সম্পন্ন করে, তখন তার একটি স্বাভাবিক অভ্যাস হলো হাত ধোয়া। এই কাজটি সেই কাজের সমাপ্তিকে নির্দেশ করে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু নিয়ে অনেক চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয় এবং সেই কাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেয়, তখন তার এই অবস্থাকে 'হাত ধুয়ে বসা' বলা হয়। এটি দিয়ে বোঝানো হয় যে, সে সেই কাজটি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং তার আর কোনো আশা নেই।

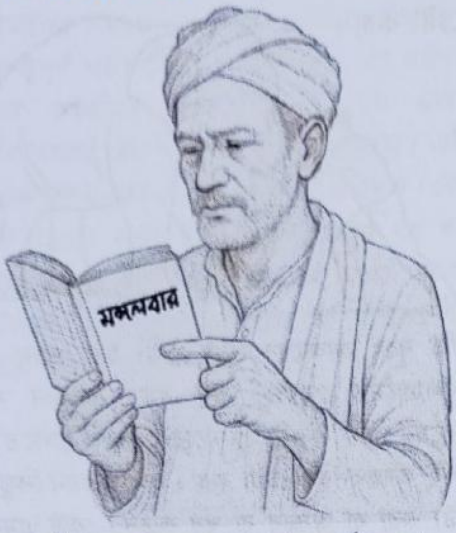
২. সাধু সাজা: হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ বা পূজার পর হাত ধোয়া এবং শান্তভাবে উপবিষ্ট হওয়া একটি প্রথা। এই কাজটি পবিত্রতা ও নির্লিপ্ততার প্রতীক। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি কোনো অন্যায় বা খারাপ কাজ করার পর নিজেকে নির্দোষ ও নির্লিপ্ত প্রমাণ করতে চায়, তখন তার সেই ভানকে 'হাত ধুয়ে বসা' বলা হয়। এটি দিয়ে সেই ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করা হয়, যেখানে একজন ব্যক্তি সাধু সেজে তার অন্যায়কে গোপন করতে চায়।

হাত পাকান - দক্ষতা।

'হাত' হলো কাজের প্রধান অঙ্গ, আর 'পাকান' মানে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার ফলে নিখুঁত বা পরিপক্ব হওয়া। বাংলার গ্রামীণ ও হস্তশিল্পভিত্তিক সংস্কৃতিতে কাজ শেখা মানেই হাতের উপর দক্ষতা গড়ে তোলা; যেমন- রান্না, সেলাই, ছবি আঁকা বা মাটি গড়া। কেউ যখন দীর্ঘদিন একই কাজ করতে করতে স্বচ্ছন্দ ও নিপুণ হয়ে ওঠে, তখন বলা হয় তার 'হাত পেকেছে' বা সে 'হাত পাকিয়েছে'। তাই 'হাত পাকান' মানে – অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষ হয়ে ওঠা।

Educationblog24.com

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার - প্রকৃত প্রমাণ দেওয়া।



হাতে পাঁজি মঙ্গলবার বাগধারার অর্থ হলো – কোনো কথার প্রকৃত, নির্ভুল ও লিখিত প্রমাণ তুলে ধরা। 'হাতে' বোঝায় হাতে ধরা – মানে, চোখের সামনে তুলে ধরা বা দৃশ্যমান করে দেখানো। 'পাঁজি' হলো বাংলা পঞ্জিকা, যেখানে দিনের গণনা, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র, বার ইত্যাদি লিখিত থাকে। 'মঙ্গলবার' হলো সপ্তাহের একটি দিন, এখানে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার হয়েছে – মানে, যেটা পাঁজিতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার' মানে দাঁড়ায় – কথার এমন প্রমাণ দেখানো, যা চোখের সামনে, খাতা-কলমে বা নির্ভরযোগ্য উৎসে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। বাংলা সমাজে পাঁজি (পঞ্জিকা) কেবল দিন-তারিখ দেখার মাধ্যম ছিল না, বরং ধর্মীয় আচরণ, শুভ মুহূর্ত নির্ধারণ, উপবাস, তিথি, রাশিফল – সবকিছুর জন্য এটি ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। গ্রামের মানুষ, পুরোহিত বা পরিবারপতি কারো কথায় সন্দেহ হলে পাঁজি খুলে বলা হতো – দেখো, লেখা আছে, আজ মঙ্গলবার। এই বিশ্বাস থেকে এই বাগধারার জন্ম।

হাত ধরা - বশীভূত।



হাত ধরা বাগধারার অর্থ হলো- কাউকে মানসিক বা আবেগগতভাবে বশীভূত করে ফেলা, বিশেষত প্রেমের বা গভীর সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। এর ব্যুৎপত্তিতে 'হাত' বোঝায় সম্পর্ক বা স্পর্শের প্রতীক, আর 'ধরা' মানে কারও নিয়ন্ত্রণে থাকা বা তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। বাংলার লোকজ ও সাহিত্যিক সংস্কৃতিতে এই বাগধারাটি ব্যবহার হয় সেই অবস্থাকে বোঝাতে, যেখানে কেউ এতটাই আবদ্ধ বা মোহিত হয়ে পড়ে যে সে অন্যের ইচ্ছার বাইরে ভাবতেই পারে না। তাই 'হাত ধরা' মানে কারও প্রেম, প্রভাব বা আকর্ষণে পুরোপুরি বশীভূত হয়ে যাওয়া।

হাত জুড়ানো - শান্তি পাওয়া/ স্বস্তি লাভ করা।

সারাদিন কঠিন কাজ করার পর যখন একজন ব্যক্তি ক্লান্ত হয়, তখন তার হাত গরম বা ক্লান্ত হয়ে যায়। সেই সময় হাতকে বিশ্রাম দিলে বা ঠান্ডা জল দিয়ে ধুলে তার যে স্বস্তি হয়, সেই অনুভূতি থেকেই এই বাগধারাটির জন্ম হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা বা দুশ্চিন্তার পর কোনো স্বস্তি বা শান্তি পায়, তখন সেই অবস্থাকে 'হাত জুড়ানো' বলা হয়। এটি দিয়ে মনের সেই স্বস্তি বা শান্ত অবস্থাকে বোঝানো হয়, যা কোনো দীর্ঘ কষ্টের পর আসে।

হাত চালাও - তাড়াতাড়ি করা।

কোনো কাজ যখন ধীরে ধীরে করা হয়, তখন তার গতি বাড়ানোর জন্য হাত চালানোর কথা বলা হয়। হাত দিয়ে করা কাজগুলো যদি দ্রুত করা হয়, তবে সেই কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়। এই কারণে, 'হাত চালাও' বাগধারাটি কর্মতৎপরতা এবং দ্রুততার প্রতীক।

হাল

হালে পানি পাওয়া - সুবিধা করা/ বিপদমুক্ত হওয়া।



'হালে পানি পাওয়া' বাগধারার অর্থ হলো – কঠিন অবস্থা কাটিয়ে ওঠা, সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছানো বা কোনো সমস্যা থেকে বের হয়ে আশা দেখা, অর্থাৎ বিপদমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে যাওয়া। 'হাল' এখানে নৌকার পেছনে চালনার কাঠামো বা দিকনির্দেশক অংশ বোঝায় (rudder)। 'পানি পাওয়া' মানে নৌকা চালানোর উপযোগী গভীর জল পাওয়া - অর্থাৎ যেখানে নৌকা ডোবে না এবং চলতে পারে। সুতরাং 'হালে পানি পাওয়া' বলতে বোঝায় - এমন

Educationblog24.com

পরিস্থিতি, যেখানে আগে নৌকা আটকে ছিল বা চলছিল না, কিন্তু এখন পানি পেয়েছে, তাই চলতে পারছে। বাংলার জীবনধারা নদীনির্ভর – কৃষিকাজ, পণ্য পরিবহন, যাতায়াত সবকিছুতেই নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নৌকা যখন নদীর চরে আটকে যেত, তখন বলা হতো 'হালে পানি নেই'। কিন্তু যখন আবার নৌকা গভীর জলে পৌঁছে চলতে শুরু করত, তখন বলা হতো – "হালে পানি পেয়েছে"। ধীরে ধীরে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

হাল ছাড়া - নিরাশ হওয়া।

হাল ছাড়া বাগধারার অর্থ হলো- নিরাশ বা দিশাহীন হয়ে পড়া, মানে আশা ও চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া। 'হাল' হলো নৌকার দিকনির্দেশক অংশ, যা দিয়ে নৌকা চালানো ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, আর 'ছাড়া' মানে ফেলে দেওয়া বা হাত ছেড়ে দেওয়া। বাংলার নদীমাতৃক সমাজে হাল ছাড়া নৌকা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, যেমনভাবে মানুষও জীবনের চাপে পড়ে চেষ্টা ছেড়ে দিলে দিশাহীন ও ভেসে যায়। এই বাস্তবতা থেকেই 'হাল ছাড়া' বাগধারাটি গড়ে উঠেছে, যা বোঝায়–আশা হারিয়ে জীবন বা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো।

হীরার ধার - অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

হীরার ধার বাগধারার অর্থ হলো- অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা প্রখর বিশ্লেষণক্ষমতা। 'হীরা' হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ও মূল্যবান রত্ন, যার ধার বা কাটার ক্ষমতা অনেক বেশি; আর 'ধার' মানে কাটার বা চিরে ফেলার ক্ষমতা – যা এখানে প্রতীকীভাবে মেধা বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বোঝাতে ব্যবহৃত। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিতে হীরাকে শক্তি, বিশুদ্ধতা ও মূল্যবোধের প্রতীক ধরা হতো, আর ধার মানেই ছিল কার্যক্ষমতা বা প্রভাব। তাই যখন কারও বুদ্ধি বা যুক্তি এতটাই তীক্ষ্ণ হয় যে তা যেকোনো জটিলতা কাটিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বোঝাতে পারে, তখন তাকে বলা হয় 'হীরার ধার' - মানে অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষক ব্যক্তি।

হোমরা চোমরা - গণ্যমান্য ব্যক্তি।

হোমরা হলো যারা হোম বা যজ্ঞ করে। হোমযজ্ঞে যিনি পুরোহিতের ভূমিকা পালন করতেন, তিনি ছিলেন সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। চোমরা শব্দটি 'হোমরা'-র সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যজ্ঞ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথা ছিল। যজ্ঞের পুরোহিত বা হোম যিনি করতেন, তিনি ছিলেন সমাজের একজন সম্মানিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। কোনো ব্যক্তি যদি তার মর্যাদা, প্রভাব এবং সম্মান দিয়ে সমাজের অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তখন তাকে 'হোমরা-চোমরা' বলে অভিহিত করা হয়।

হাতুড়ে বদ্যি - আনাড়ি চিকিৎসক।



প্রাচীনকালে, কিছু বদ্যি বা চিকিৎসক বা কবিরাজরা কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করতেন। তারা তাদের নিজেদের জ্ঞান এবং হাতুড়ির মতো কিছু সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার করে চিকিৎসা করতেন। তাদের এই অদক্ষ এবং আনাড়ি চিকিৎসা প্রায়শই রোগীদের জন্য বিপদ ডেকে আনত। এই কারণে, তাদের 'হাতুড়ে বদ্যি' বলে অভিহিত করা হতো। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যে ব্যক্তি তার পেশায় অদক্ষ এবং আনাড়ি। সে তার জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কোনো কাজ করার চেষ্টা করে এবং তার এই চেষ্টাটি তার রোগীদের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

হিতে বিপরীত - উল্টা ফল।

হিত মানে মঙ্গল, উপকার। বিপরীত মানে উল্টো বা বিরুদ্ধ। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো ভালো বা মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজ করে, কিন্তু তার ফলাফল উল্টো হয় এবং তা থেকে কোনো ভালো ফল পাওয়া যায় না। এই ধরনের ঘটনা মানুষের জীবনে হতাশা এবং দুঃখ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গরিবকে সাহায্য করার জন্য টাকা দেয়, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে সেই গরিবটি মদ কিনে তার জীবন নষ্ট করে ফেলে, তখন এই অবস্থাকে 'হিতে বিপরীত' বলা হয়। এখানে সাহায্য করার উদ্দেশ্যটি ভালো ছিল, কিন্তু তার ফলাফল খারাপ হয়েছে।

হিসেবের গরু বাঘে খায় না - হিসেব রাখা জিনিস নষ্ট হয় না।

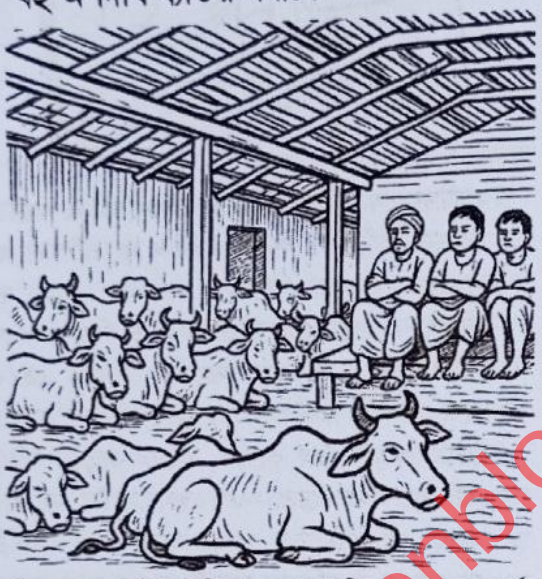
গ্রামীণ সমাজে গরু ছিল একটি পরিবারের অমূল্য সম্পদ। গ্রামের মানুষ যখন তাদের গরুর সঠিক হিসাব রাখত, তখন তার ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যেত। কারণ, যদি একটি গরুরও কোনো ক্ষতি হতো, তবে তা দ্রুত ধরা পড়ত। এমনকি গরুটি বাঘের মতো বিপদজনক

Educationblog24.com

প্রাণী থেকেও সুরক্ষিত থাকত। কারণ, সে তার গরুকে এমন এক জায়গায় রাখত যেখানে বাঘ পৌঁছাতে পারত না। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ, সময় বা যেকোনো কিছুর সঠিক হিসাব রাখে, তখন তার অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, কোনো বিপদ বা ক্ষতির মুখে পড়ে না।

হরি

হরি ঘোষের গোয়াল - নিষ্কর্মা লোকের আড্ডাখানা/ বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ।



হরি ঘোষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করতেন এবং বহু বেকার ও নিষ্কর্মা লোককে আশ্রয় দিতেন। তার বাড়িটি হয়ে উঠেছিল সেইসব অলস ও অকর্মণ্য মানুষের এক স্থায়ী আড্ডাখানা। গোয়ালঘরে যেমন গরু বা অন্য পশুরা অলসভাবে শুয়ে বা বসে থাকে, তেমনি হরি ঘোষের বাড়িতেও নিষ্কর্মা লোকেরা আড্ডা দিত। এই কারণে তার বাড়িটি 'হরি ঘোষের গোয়াল' নামে পরিচিতি পায়। যখন কোনো স্থান অকেজো, অলস এবং অপদার্থ ব্যক্তিদের আড্ডাখানা হয়ে ওঠে, তখন সেই স্থানকে 'হরি ঘোষের গোয়াল' বলে বর্ণনা করা হয়।

হরিলুট - অপচয়।

হরি: হলো হিন্দু দেবতা শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম। লুট: মানে লুট করা বা ছিনিয়ে নেওয়া। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কীর্তন বা সংকীর্তনের শেষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই প্রসাদ বিতরণ করার সময় প্রসাদটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে ভক্তদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হতো, যেখানে তারা হুড়োহুড়ি করে প্রসাদ লুট করে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে 'হরিলুট' বলা হতো। এখানে প্রসাদকে 'হরি'র দেওয়া সম্পদ হিসেবে এবং তা পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়িকে 'লুট' হিসেবে দেখা হয়। এই লুট করার সময় প্রসাদের অনেকটাই অপচয় হয় এবং তা নষ্ট হয়ে যায়। কোনো সম্পদ বা জিনিসপত্র যখন যথেচ্ছভাবে খরচ বা নষ্ট করা হয়, তখন তার সেই অপব্যয়কে 'হরিলুট' বলে অভিহিত করা হয়। আবার এই ধরনের প্রক্রিয়ার অনুকরণে কারো সম্পদ বা সরকারি সম্পদ কাড়াকাড়ি করে হাতিয়ে নেয়াকে লুট বলে।

হরিহর আত্মা - অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব।

হরি: হলো ভগবান বিষ্ণু-এর একটি নাম। হর: হলো ভগবান শিব-এর একটি নাম। শিবকে জগতের সংহারকর্তা হিসেবে দেখা হয়। হিন্দু পুরাণে বিষ্ণু এবং শিবকে প্রায়শই দুটি ভিন্ন এবং বিপরীত শক্তি হিসেবে দেখানো হয়। বিষ্ণু হলেন জগতের পালনকর্তা এবং শিব হলেন জগতের সংহারকর্তা। কিন্তু তাদের এই ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা একে অপরের পরিপূরক এবং তারা একে অপরের সঙ্গে একাত্ম আর তাদের মধ্যে অনেক হৃদ্যতা ছিল। তাদের এই একাত্মতাকে 'হরিহর' নামে পূজা করা হয়। এটি একটি প্রতীকী ঐক্য, যা দুটি ভিন্ন শক্তির মিলনকে নির্দেশ করে। সৃষ্টি ও বিনাশকে যেমন আলাদা করা সম্ভব নয়, হরিহরের মূর্তি যেমন অভিন্ন তেমনই দুই অভিন্ন হৃদয় মানুষ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হলে তাদের হরিহর আত্মা বলা হয়।

হাড়

হাড় হদ্দ - নাড়ি নক্ষত্র/ সব তথ্য।

একটি মানুষের জীবন, তার চরিত্র এবং তার সমস্ত তথ্য যেন তার শরীরের হাড়ে লেখা আছে। আর তার জীবনের শেষ বা হদ্দ বা সীমা পর্যন্ত সেই তথ্যগুলো বিদ্যমান থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো সম্পর্কে তার জীবনের প্রতিটি তথ্য (মৌলিক থেকে শেষ পর্যন্ত) জানতে চায়, তখন সেই অনুসন্ধানকে 'হাড় হদ্দ' বলা হয়।

হাড় জুড়ানো - শান্তি পাওয়া।

কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কঠিন বা কষ্টকর কাজ করে, তখন তার শরীর গরম হয়ে ওঠে এবং তার হাড়ে ব্যথা হয়। সেই কাজ শেষ হলে তার শরীর এবং হাড় যখন ঠান্ডা হয় বা আরাম পায়, তখন তার মানে হলো সে শান্তি এবং স্বস্তি পেয়েছে। এটি সেই কষ্টকর কাজের অবসান এবং তার ফলস্বরূপ আসা শান্তিকে ইঙ্গিত করে।

হাড়ে বাতাস লাগা - শান্তি পাওয়া।

কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কঠিন বা কষ্টকর কাজ করে, তখন তার শরীর গরম হয়ে ওঠে এবং তার হাড়ে ব্যথা হয়। সেই কাজ শেষ হলে তার শরীরে বাতাস

Educationblog24.com

লাগে তখন তার হাড় জুরায়, শান্তি পায়, তার সেই ব্যথা এবং কষ্ট দূর হয়। এটি সেই কষ্টকর কাজের অবসান এবং তার ফলস্বরূপ আসা শান্তিকে ইঙ্গিত করে।

হাড় হাভাতে - হতভাগ্য।

হাড়: হলো মানুষের শরীরের একটি অংশ। হাভাতে: শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পেটে ভাত নেই বা ক্ষুধার্ত। আমাদের সমাজে যখন কোনো ব্যক্তি খুব গরিব হয়, তখন তার শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং তার হাড় বেরিয়ে আসে। এই ধরনের ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় যেন সে কোনো ভাত বা খাবার পায় না। ভাত খেতে না পেরে শরীরের হাড় বেড়িয়ে যাওয়া অবস্থাকে 'হাড় হাভাতে' বলে অভিহিত করা হয়।

হাড়ে/ হাতে দূর্বা গজানো - অত্যন্ত অলস হওয়া/ আলসেমি।



দূর্বা ঘাস সাধারণত কোনো জনমানবশূন্য বা পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত এবং অবহেলিত জমিতে জন্মায়। এই ঘাস এতটাই দ্রুত বাড়ে যে যদি কোনো ব্যক্তি এতটাই অলস হয় যে সে তার হাত বা হাড়ও নাড়ায় না, তবে তার হাত বা হাড়ের উপর দূর্বা ঘাস জন্মাবে। যখন কোনো ব্যক্তি অলসতার কারণে কোনো কাজ করে না এবং তার হাত বা শরীরকে অলসভাবে ফেলে রাখে, তখন সেই অবস্থাকে 'হাড়ে/ হাতে দূর্বা গজানো' বলা হয়। এটি দিয়ে সেই চরম অলসতাকে বোঝানো হয়, যা দেখে মনে হয় যেন তার হাতে বা হাড়ে দূর্বা ঘাস গজিয়ে উঠেছে।

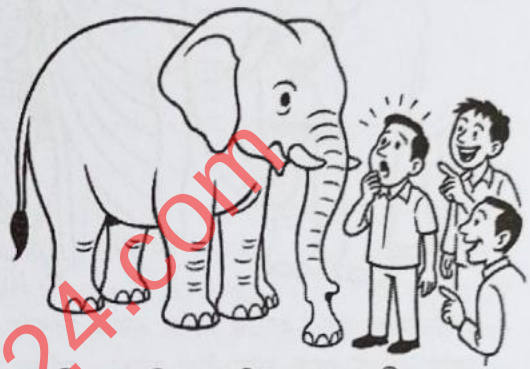
হাড়ে হাড়ে চেনা - মর্মান্তিকভাবে পরিচয় জানা।

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমনভাবে জানা, যা তার হাড়ের মতো গভীরে পৌঁছে গেছে। এটি কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে জানা নয়, বরং তার ভেতরের দিক, তার আসল স্বভাব, তার ভালো-মন্দ-সবকিছু সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া। তাই কাউকে হাড় পর্যন্ত চেনা মানে হলো, তাকে পুরোপুরি বা গভীরভাবে চেনা।

হাড়ের সাথে হাড়ের মর্মান্তিক সংঘর্ষে একটার সাথে আরেকটার পরিচয় হয়। তেমনি মানুষের জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা, দুঃখ, প্রতারণা বা কঠিন বাস্তবতার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এক মানুষ অন্য মানুষকে পুরোপুরি চিনে ফেলে। তাই 'হাড়ে হাড়ে চেনা' মানে দাঁড়ায় – কঠিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গভীরভাবে কারও প্রকৃতি বা চরিত্র উপলব্ধি করা বা চিনতে পারা।

হাতি

হাতির পাঁচ পা দেখা - অহংকার বোধ করা/ দুঃসাহসী হওয়া।



ভারতীয় সংস্কৃতিতে হাতি হলো রাজকীয় বাহন এবং মহাশক্তিধর প্রাণী। হাতির আসলে চার পা-ই আছে, কিন্তু কেউ যদি বাড়তি পঞ্চম পা কল্পনা করে তবে এটাই অহংকার বা বাড়াবাড়ি। মানে বাস্তবতার বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত কিছু দেখা বা ভাবা। এ থেকেই বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি অহংকারে অন্ধ, সে বাস্তবকে বিকৃতভাবে দেখতে শুরু করে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন এতটাই অহংকারী এবং দুঃসাহসী হয়ে ওঠে যে সে অসম্ভব কোনো কিছুকে সম্ভব মনে করে, তখন তার এই আচরণকে 'হাতির পাঁচ পা দেখা' বলে অভিহিত করা হয়।

হস্তিমূর্খ - ভীষণ বোকা।

হাতি আকারে বিশাল ও শক্তিশালী হলেও তার চলাফেরা ধীর, ভারী ও অনেকটা বেখেয়ালি। হাতিকে প্রশিক্ষণ দিতে অনেক সময় লাগে। সে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কৌশল না খুঁজে বরং শক্তি ব্যবহার করে, যেমন কোনো বাধা পেলে ঘুরে যাওয়ার বদলে তা ভেঙে ফেলতে চায়। তার এই প্রবণতাকে জেদি অথচ নির্বোধ বা বোকা স্বভাব হিসেবে দেখা হয়। একজন মানুষ যখন হাতির মতো দেখতে শক্তিশালী বা ক্ষমতাশালী হয়, কিন্তু তার কোনো বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা না থাকে, তখন তাকে 'হস্তিমূর্খ' বলে ব্যঙ্গ করা হয়।

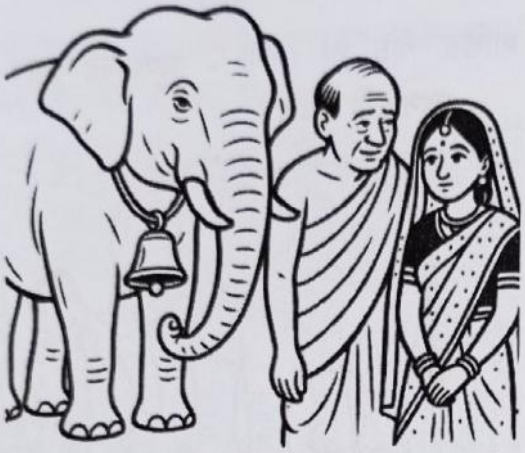
হাতির খোরাক - যে বেশি পরিমাণে আহার করে।

হাতি তার বিশাল শরীরের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার খায়। এটি তার স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস। হাতির খাবারের

Educationblog24.com

পরিমাণ এতটাই বেশি হয় যে তা সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয়। এই কারণে, হাতির খাবারের পরিমাণকে একটি অতিরিক্ত বা বিশাল পরিমাণের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। হাতির অত্যধিক আহারের খরচ যোগাতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। তাই 'হাতির খোরাক' দিয়ে 'অধিক ব্যয়' অর্থও প্রকাশ করে।

হাতির গলায় ঘণ্টা - বয়স্ক বরের বালিকা বধূ।



প্রাচীনকালে যখন হাতির মতো একটি বিশাল প্রাণীর গলায় একটি ছোট ঘণ্টা বাঁধা হতো। হাতির বিশাল দেহের তুলনায় ছোট্ট ঘণ্টা একেবারেই অমিল দেখাত। ঘণ্টার শব্দ যতই জোরালো হোক না কেন, হাতির শক্তি বা আকারের সঙ্গে তা মেলে না। অতীতে বাংলার সমাজে অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে বয়স্ক প্রভাবশালী পুরুষদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল। বাল্যবিবাহের (অসম বিবাহ) এই অন্যায্য প্রথাকে কটাক্ষ করে 'হাতির গলায় ঘণ্টা' বাগধারার ব্যবহার শুরু হয়। এখানে হাতি হলো বয়সে বড় বর, আর ঘণ্টা হলো বালিকা বধূ।

হেস্তনেস্ত - মীমাংসা।

হেস্ত মানে আছে বা বিদ্যমান। নেস্ত: মানে নেই বা অবিদ্যমান। যখন কোনো বিবাদ বা ঝামেলার সমাধান করা হয়, তখন সেই বিবাদটির আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এটি কোনো বিবাদের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি বা নিষ্পত্তির ধারণাকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ, বিবাদটি একসময় ছিল (হেস্ত), কিন্তু এখন আর নেই (নেস্ত)। অর্থাৎ বিবাদটি ভালো বা মন্দ যেকোনো রূপে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

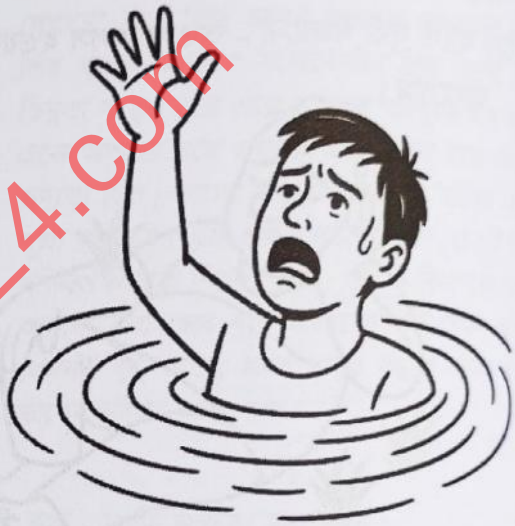
হ-য-ব-র-ল - বিশৃঙ্খলা।

হ-য-ব-র-ল: এগুলো বাংলা বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণ। হ - বর্ণমালার শেষ বর্ণগুলির মধ্যে একটি। য-ব-র-ল: এগুলো বাংলা বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণ। এই পাঁচটি বর্ণ কোনো ক্রম মেনে তৈরি হয়নি, বরং এগুলো একটি এলোমেলো এবং অগোছালো ক্রম। বাংলা বর্ণমালার বর্ণগুলো যখন কোনো ক্রম মেনে থাকে না, তখন তা এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। যেমন, যখন কোনো শিশু বর্ণমালা শেখে, তখন সে যদি 'হ, য, ব, র এবং ল'-এই পাঁচটি বর্ণকে এলোমেলোভাবে সাজায়, তখন তা এক ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করে।

হলুদের গুঁড়ো - সামান্য ব্যাপারে যে উপস্থিত।

মসলাজাতীয় ফসলের তালিকায় শীর্ষ ব্যবহারযোগ্য ফসলের মধ্যে হলুদ অন্যতম। কাঁচা হলুদ থেকে শুরু করে গুঁড়া হলুদের ব্যবহার ব্যাপক। নিত্য খাবার থেকে শুরু করে যে কোনো সামান্য খাবারেও হলুদের উপস্থিতি থাকে। তাই হলুদের গুঁড়ো দিয়ে কারোর সকল স্থানে উপস্থিতি বা সামান্য ব্যাপারে উপস্থিতি অর্থ প্রকাশ করে।

হাবুডুবু খাওয়া - নিমজ্জিতপ্রায়, হতাশ্বাস।



হাবুডুবু মানে পানিতে বারবার ডোবা ও ভাসার কারণে শ্বাসকষ্ট। সাঁতার না-জানলে কেউ পানিতে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার পূর্বে ভেসে ওঠার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটি হাবুডুবু। যখন কোনো ব্যক্তি জীবনের কোনো কঠিন সমস্যা, ঋণ বা ঝামেলার জালে এমনভাবে আটকে যায় যে তার অবস্থা প্রায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকে 'হাবুডুবু খাওয়া' বলা হয়।

হাঁড়ির হাল - মলিন / দুর্দশার একশেষ।

আমাদের সমাজে হাঁড়িকে একটি পরিবারের প্রধান বস্তু হিসেবে দেখা হয়। হাঁড়ি থেকে ভাত রান্না করা হয় এবং সেই ভাত দিয়ে পরিবারের সদস্যরা জীবন ধারণ করে। যদি কোনো পরিবারের হাঁড়িটি মলিন, ছেঁড়া বা তার অবস্থা খারাপ হয়, তবে তার মানে হলো সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। এই কারণে, হাঁড়ির অবস্থাকে পরিবারের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে তার হাঁড়িও মলিন হয়ে যায়, তখন তার এই অবস্থাকে 'হাঁড়ির হাল' বলে অভিহিত করা হয়।

Educationblog24.com

হাটে হাঁড়ি ভাঙা - গোপন কথা ফাঁস করা।



প্রাচীনকালে, যখন কোনো পরিবার কোনো গোপন বিষয় বা তথ্যকে গোপন রাখতে চাইত, তখন তা একটি হাঁড়ির মধ্যে রেখে দেওয়া হতো। সেই হাঁড়িটিকে এমন এক জায়গায় রাখা হতো যেখানে কেউ তা দেখতে পারত না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সেই হাঁড়িটিকে হাটের মতো একটি জনবহুল স্থানে ভেঙে ফেলত, তবে তার ভেতরের সব গোপন তথ্য সবার সামনে প্রকাশ হয়ে যেত। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গোপন কথাকে সবার সামনে ফাঁস করে দেয়, তখন তার এই আচরণকে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' বলে অভিহিত করা হয়।

হচ্ছে হবে - দীর্ঘসূত্রিতা।

যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু সেটি অনির্দিষ্ট কাল ধরে পিছিয়ে রাখে, তখন সে সাধারণত 'হচ্ছে হবে' বলে জবাব দেয়। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চায় না, তখন সে বলে যে কাজটি হচ্ছে বা হবে। এই ধরনের ব্যক্তিরা কোনো কাজকে আজ নয় কাল করে ফেলে রাখে এবং তার ফলে সেই কাজটি আর শেষ হয় না, দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে।

হা-ঘরে - গৃহহীন।

যখন কোনো পরিবার নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণে তাদের ভিটেমাটি এবং ঘরবাড়ি হারায় বা তার বাড়িটি এতটাই জীর্ণ বা ভাঙাচোরা হয় যে তাকে বাড়ি বলে অভিহিত করা যায় না। তারা তখন শোচনীয়ভাবে গৃহহারা হয়ে হাহাকার বা হায় হায় করে। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। 'হা-ঘরে' বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে তার সব কিছু হারিয়ে গৃহহীন এবং যার হাহাকার করারও কোনো জায়গা নেই। এটি দিয়ে সেই চরম দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বকে বোঝানো হয়। এখানে 'হা' হলো হাহাকার বা হতাশা বা শূন্যতা আর 'ঘরে' হলো গৃহের মধ্যে। অর্থাৎ গৃহের মধ্যে হাহাকার অবস্থাকে 'হা-ঘরে' বলে অভিহিত করা হয়।

হাঁটুর বয়স - খুব কম বয়স।

একটি শিশু যখন খুব ছোট থাকে, তখন তার উচ্চতা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাঁটুর সমান হয়। এই চিত্রটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেকার বয়স ও অভিজ্ঞতার ব্যবধানকে তুলে ধরে। 'হাঁটুর বয়স' বাগধারাটি এই চিত্রকেই রূপক অর্থে ব্যবহার করে। যার বয়স এবং অভিজ্ঞতা এতটাই কম যে তাকে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বা কঠিন কাজ করার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় না।

হামবড়া ভাব - অহংকারী।

'হাম' মানে আমি। 'বড়া' মানে বড় বা বিশাল। মুঘল আমলে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নিজেদেরকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তারা তাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির জন্য গর্ব করতেন। তখন তারা নিজেকে 'হামবড়া' বলে অভিহিত করত। এই 'হামবড়া' শব্দটি দিয়ে সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে চাইত। এই মানসিকতাটি ছিল তার অহংকার এবং তার দাম্ভিকতার প্রতীক।

হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান - সাধারণ জ্ঞান।



হ্রস্ব: হলো হ্রস্বস্বর। যেমন, ই বা উ। দীর্ঘ: হলো দীর্ঘস্বর। যেমন, ঈ বা ঊ। বাংলা ব্যাকরণে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ–এই দুটি ধ্বনির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শব্দের উচ্চারণ যদি হ্রস্ব হয়, তবে তার অর্থ একরকম হয়, আবার যদি তার উচ্চারণ দীর্ঘ হয়, তবে তার অর্থ অন্যরকম হয়। এই দুটি ধ্বনির পার্থক্য সঠিকভাবে জানা এবং তা প্রয়োগ করাটা ছিল একজন শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তির চিহ্ন। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যে ব্যক্তি হ্রস্ব এবং দীর্ঘ–এই দুটি ধ্বনির পার্থক্য সঠিকভাবে জানে, তার সাধারণ জ্ঞানও ভালো হবে। কারণ, এই নিয়মগুলো জানা থাকলে তার অন্যান্য বিষয়েও ভালো জ্ঞান থাকবে। তাই, যখন কোনো ব্যক্তি তার সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কোনো কিছুকে বিচার করতে পারে না, তখন তাকে 'হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান' নেই বলে ব্যঙ্গ করা হয়।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

অন্ধের অভ্র-পুষ্প চয়ন - এমন কিছু বলা বা আশা করা যা পুরোপুরি অসম্ভব।



একজন অন্ধ ব্যক্তি, যে চোখে দেখতে পায় না, তার পক্ষে অভ্র-পুষ্প বা আকাশের মতো একটি বিশাল স্থানে ফোঁটা ফুল চয়ন বা বাছাই করা বা সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই দুটি অসম্ভব কাজকে একত্রিত করে এমন একটি ধারণা তৈরি করা হয়েছে, যা বাস্তবে ঘটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই বাগধারাটির মূল ভিত্তি হলো একটি ত্রিবিধ অসম্ভব ঘটনা। প্রথমত, 'অভ্র-পুষ্প' বা মেঘ বা আকাশের ফুল বলে বাস্তবে কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, যা নেই তা সংগ্রহ করাও অসম্ভব। তৃতীয়ত, একজন অন্ধ ব্যক্তি তার চোখের দৃষ্টিহীনতার কারণে কোনো কিছু সংগ্রহ করতে পারে না।

দহলা ভুঁই - নিচু জমি।

দহলা অর্থ গভীর জলাশয় বা হ্রদ। দহলা বলতে এমন নিচু জায়গাকে বোঝানো হয় যেখানে জল জমে থাকে। ভুঁই: অর্থ ভূমি বা জমি। প্রাচীন গ্রামীণ সমাজে, দহ বা গভীর জলাশয় ছিল একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অংশ। যে জমিগুলো এই দহের কাছাকাছি বা তার চেয়ে নিচু ছিল, সেখানে প্রায়শই জল জমে থাকত। এই ধরনের নিচু জমি চাষের জন্য উপযোগী ছিল না এবং তা ছিল এক ধরনের অনুর্বর বা অকেজো জমি। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'দহলা ভুঁই' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে।

ঝোলে অম্বলে এক করা - মিশিয়ে ফেলা।

ঝোল: হলো এক ধরনের হালকা এবং মসলাযুক্ত তরকারি। অম্বল: হলো এক ধরনের টক স্বাদের তরকারি, যা তেঁতুল, আম বা অন্য কোনো টক ফল দিয়ে তৈরি হয়। বাঙালির রান্নায় ঝোল এবং অম্বল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পদ, যাদের স্বাদ, প্রকৃতি, উপাদান ও রান্নার পদ্ধতি আলাদা। একটি ঝোল দিয়ে তরকারি রান্নার পর যদি তার মধ্যে অম্বলের মতো টক কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে পুরো রান্না স্বাদ এবং বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। এই দুটি পদ কখনোই একসাথে মেশানো হয় না। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'ঝোলে অম্বলে এক করা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বা জিনিসকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, তখন তার এই আচরণকে 'ঝোলে অম্বলে এক করা' বলে অভিহিত করা হয়।

ওলা ওঠা - কলেরা রোগ হওয়া।



'ওলা' শব্দটি এসেছে ওলাদেবী থেকে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, ওলাদেবী হলেন কলেরা রোগের দেবী। 'ওঠা' মানে ওপরে ওঠা বা আক্রমণ করা। প্রাচীনকালে, যখন কলেরা রোগ দেখা দিত, তখন গ্রামের মানুষরা মনে করত যে, ওলাদেবী সেই গ্রামে এসেছেন এবং তার কারণে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এই কারণে, তারা ওলাদেবীর পূজা করত যাতে তিনি এই গ্রাম থেকে চলে যান। এই রোগটি ছিল একটি মহামারীর মতো, যা অনেক মানুষের জীবন নিয়ে যেত। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, যখন ওলাদেবী কোনো গ্রামে আসেন বা ওঠেন, তখন সেই গ্রামে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগটি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে তা মানুষের জীবনকে চরম বিপন্ন করে তুলত।

চোখ বুঁজে থাকা - ভূমিকা না রাখা।

যখন কোনো ব্যক্তি তার চোখের সামনে কোনো অন্যায় বা ভুল ঘটতে দেখে, কিন্তু সে তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় না, তখন তার এই আচরণকে 'চোখ বুঁজে থাকা' বলে অভিহিত করা হয়। সে যেন চোখ বন্ধ করে আছে এবং তার সামনে কী ঘটছে তা দেখছে না। তার এই আচরণটি তার নির্লিপ্ততা এবং দায়িত্বের অভাবকে প্রকাশ করে।

Educationblog24.com

ATM

টেক্কা দেয়া / টেক্কা মারা - পরাজিত করা।



টেক্কা তাস খেলায় ব্যবহৃত সবচেয়ে শক্তিশালী, বড় এবং মূল্যবান তাস। এই তাসটি যেকোনো তাসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। যখন কোনো খেলোয়াড় তার প্রতিদ্বন্দ্বীর তাসের উপর টেক্কা দিয়ে দেয়, তখন তার মানে হলো সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছে। এই চালটি খেলার গতি পরিবর্তন করে দেয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে সাহায্য করে। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'টেক্কা দেওয়া/টেক্কা মারা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার শক্তি, বুদ্ধি বা কৌশলের মাধ্যমে পরাজিত করে, তখন তার এই আচরণকে 'টেক্কা দেওয়া/টেক্কা মারা' বলে অভিহিত করা হয়।

ঝড়তি পড়তি - ছোটোখাটো অংশ।

ঝড়তি অর্থ ঝরা বা পতন। পড়তি অর্থ পড়া বা পতিত। যখন কোনো বড় ঝড় হয়, তখন গাছ থেকে অনেক ছোটখাটো জিনিসপত্র ঝরে পড়ে। অথবা ধান বা অন্যান্য শস্য ঝেড়ে তোলার সময় কিছু ছোট ও অপ্রয়োজনীয় অংশ ঝরে পড়ে। এই ঝরে পড়া অংশগুলোই 'ঝড়তি পড়তি'। এগুলি মূল শস্যের তুলনায় মূল্যহীন এবং তুচ্ছ।

দাঁদুড়ে - অত্যন্ত / দুর্দান্ত।

দাঁদুড়ে: শব্দটি দাঁদুড়া জ্বর বা দাঁদুড়ে জ্বর থেকে এসেছে। প্রাচীনকালে যখন কোনো জ্বর এতটাই তীব্র এবং ভয়ংকর হতো যে তা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলত, তখন সেই জ্বরকে "দাঁদুড়া জ্বর" বলা হতো। এই জ্বরটি সাধারণ জ্বরের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক ছিল। এই কারণেই 'দাঁদুড়ে' শব্দটি কোনো কিছুর অতিরিক্ত বা তীব্রতাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো, কোনো কিছু যখন তার সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তার সেই অবস্থাকে দাঁদুড়ে জ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

পরঘরি পান্তা মারি - হাড় হাভাতে লোক।

পরঘরি হলো পরের ঘরে আর পান্তা মারি হলো পান্তা ভাত খাই। একজন ব্যক্তি যখন এতটাই দরিদ্র হয় যে তার নিজের ঘরে কোনো খাবার থাকে না, তখন তাকে পরের বাড়িতে গিয়ে সবচেয়ে সহজলভ্য খাবার অর্থাৎ পান্তা ভাত খেতে হয়। সেই হাড় হাভাতে লোক অর্থাৎ হতভাগ্য বা অত্যন্ত গরিব ব্যক্তি।

পিণ্ডিগেলা - অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো রকমে খাওয়া।

পিণ্ডি হলো চাল বা যবের আটা দিয়ে তৈরি গোলাকার খাবার। হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে এই পিণ্ডি দান করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার পরিবারের সদস্যরা মৃতের আত্মার শান্তির জন্য পিণ্ডদান করে। এই পিণ্ডি মৃতের আত্মা গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু এই পিণ্ডিটি মৃত ব্যক্তি খেতে রাজি না হলেও তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেতে হয়। আবার কোনো জীবিত ব্যক্তিকে যদি এই পিণ্ড খেতে হয়, তবে তা হবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো রকমে খাওয়া।

ভাঁড়ের কলসি - স্বার্থসিদ্ধির উপায়।



ভাঁড়

কলসি

'ভাঁড়' হলো মাটির তৈরি ছোট, সাধারণ মানের পানপাত্র বা কৌটাজাতীয় পাত্র। 'কলসি' হলো একটি পানির পাত্র। 'ভাঁড়ের কলসি' বলতে বোঝায় এমন একটি বস্তু বা ব্যক্তি, যা বা যিনি মূলত ভাঁড়ের মতো, কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছেন কলসির মতো- অর্থাৎ প্রয়োজন মেটাতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তা বাস্তবে তেমন মূল্যবান নয়। গ্রামবাংলার সমাজে ভাঁড় ব্যবহার হতো চা, দই বা জল রাখার জন্য, এবং ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হতো। এর দাম ছিল খুবই কম। বিপরীতে, কলসি ছিল বহুদিন ব্যবহারযোগ্য, দামী ও যত্নের পাত্র। কিন্তু কেউ যদি কোনো ভাঁড়কে কলসির মতো যত্নে রাখে বা ব্যবহার করে, তখন বোঝা যেত সে ওই জিনিসটিকে প্রয়োজন মেটাতে কৌশলে কাজে লাগাচ্ছে। এই রূপক অর্থে বাগধারাটি গড়ে ওঠে - কাউকে বা কিছুতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া, শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

Educationblog24.com

ধেয়ে নাচনি - কোনো কাজ করে না এমন স্ত্রীলোক।

'ধেয়ে' মানে ধেয়ে যাওয়া বা ছুটে যাওয়া। 'নাচনি' মানে যে নাচে। যে নারী কোনো কাজ করার সময় দ্রুত সেই কাজ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার পরিবর্তে নাচ করার মতো কোনো অলস এবং বিনোদনমূলক কাজ করে, তখন তাকে 'ধেয়ে নাচনি' বলা হয়। অথবা যে তার গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কাজ (কাপড় ধোওয়া) না করে কেবল নৃত্য বা আরাম-আয়েশে অলসতায় সময় কাটায়। এটি দিয়ে এমন এক নারীকে বোঝানো হয়, যে তার দায়িত্বের প্রতি উদাসীন।

মৌতাত চড়ানো - নেশা করা।

মৌতাত - নিয়মমাফিক সময়ে মাদকদ্রব্য সেবনের বা নেশা করার প্রবল স্পৃহা; নিয়মিত সময়ে মাদকদ্রব্য সেবন। চড়ানো - অর্থ ওপরে ওঠানো বা বৃদ্ধি করা। এখানে এটি নেশার প্রভাব বেড়ে যাওয়াকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তি যখন নেশা করে, তখন সে তার নেশার তীব্রতাকে ধীরে ধীরে বাড়ায়। এই নেশাটি তার জীবনের একটি অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সে তার নেশার ঘোরে থাকে। এই নেশার তীব্রতাকে 'মৌতাত চড়ানো' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাঙা মুলো - প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন।



রাঙা বা লাল রঙের মুলোর উজ্জ্বল লালচে রং দেখতে খুবই সুন্দর হলেও ভেতরে নিরস বা স্বাদহীন। এই বাস্তব চিত্রটি থেকেই 'রাঙা মুলো' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর বা আকর্ষণীয় হয়, কিন্তু তার ভেতরে কোনো গুণ বা সারবত্তা না থাকে, তখন তাকে 'রাঙা মুলো' বলে অভিহিত করা হয়।

যশুরে কই - যে ব্যক্তির মাথা মোটা কিন্তু শরীর শীর্ণ।

যশোরে পাওয়া কই মাছের মাথা তার শরীরের তুলনায় অনেক বড় হতো। এই মাছটিকে দেখতে হাস্যকর এবং অদ্ভুত লাগত, কারণ তার শরীরটি পাতলা হলেও মাথাটি ছিল অনেক বড়। এই কারণে, এই মাছটিকে যশুরে কই' বলা হতো। এই ধরনের মাছের আকারগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মিল থাকায় তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে খ্যাপানোর জন্য 'যশুরে কই' বলে ডাকত।

রাহা খরচ - পথের খরচ।

রাহা খরচ বাগধারার অর্থ হলো- পথে চলার সময় লাগতে পারে এমন খাবার, যাতায়াত বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য দেওয়া সামান্য খরচ। এই শব্দের উৎস ফারসি 'রাহ' শব্দ থেকে, যার মানে পথ বা রাস্তা, আর 'খরচ' মানে ব্যয়- এই দুই মিলিয়ে 'রাহা খরচ' মানে দাঁড়ায় পথের খরচ। প্রাচীন সময়ে মানুষ যখন দূরপাল্লার পথে পায়ে হাঁটত বা গরুর গাড়িতে যেত, তখন রাস্তায় বিশ্রাম, খাওয়া বা অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হতো, তাই বিদায়ের সময় ঘরের লোকজন কিছু অর্থ বা খাবার দিয়ে বলত- এই রাহা খরচ। রাহাজানি - রাজপথে প্রকাশ্যে ডাকাতি।

শালগ্রামের শোয়া বসা - নির্বিকার লোকের মনের অবস্থা।



শালগ্রামের শোয়া বসা বাগধারার অর্থ হলো- নির্বিকার, নিস্পৃহ ও আবেগহীন অবস্থান; এমন এক মানসিকতা যেখানে আশপাশে যা-ই ঘটুক, ব্যক্তি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখান না। এই বাগধারার উৎস শালগ্রাম শিলা থেকে, যা হিন্দু ধর্মে ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়। এটি একটি পবিত্র পাথর, যা ঘরে বা মন্দিরে স্থিরভাবে শুয়ে থাকে এবং কোনো অবস্থাতেই নড়াচড়া বা পরিবর্তন করে না। মানুষ তার সামনে যত রকম আবেগ বা আচরণই করুক, শালগ্রাম তার মতোই চুপচাপ পড়ে থাকে। এখান থেকে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি কোনো পরিস্থিতিতে উচ্ছ্বাস বা উদ্বেগ প্রকাশ না করে স্থিরভাবে বসে থাকেন; যেন কিছুই তার ওপর প্রভাব ফেলে না। তাই, "শালগ্রামের শোয়া বসা" বললে বোঝায় এমন লোক, যার আচরণে কোনো সাড়া নেই-একেবারে নিরুত্তাপ ও নির্বিকার।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

জরদ্গাব - অপদার্থ, অকর্মণ্য।

জরদ্গাব = জরৎ + গব। জরৎ অর্থ বৃদ্ধ বা পুরাতন বা জরাজীর্ণ। গব হলো ষাঁড়। একটি ষাঁড় যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার শক্তি ও কর্মক্ষমতা কমে যায়। সে দেখতে ষাঁড়ের মতো হলেও, সে আর কোনো কাজ করতে পারে না। তার এই দুর্বল এবং অকেজো অবস্থাকে 'জরদ্গাব' বলে অভিহিত করা হয়। এই বাস্তব চিত্রটিই বাগধারার রূপক অর্থে পরিণত হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তার বয়স বা অক্ষমতার কারণে কাজের জন্য অকর্মণ্য বা অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন তাকে 'জরদ্গাব' বলা হয়।

লবডঙ্কা - কিছু না। ফাঁকি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো।



লবডঙ্কা অর্থ- কিছুই না, একেবারে শূন্য বা ফাঁকা; অর্থাৎ কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষে কিছু না দেওয়া, বা আঙ্গুল চুষে দেওয়া। এর আরেকটা অর্থ দাঁড়ায়- বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো বা উপহাস করা। লবডঙ্কা শব্দটি মূলত শিশুদের খেলায়, হঠাৎ করে কোনো কিছু না দেওয়ার ভঙ্গিতে ব্যবহৃত একটি শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি থেকে এসেছে। লোকজ ব্যাখ্যায়, একটি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো আঙুল) ও তর্জনী (চেটো আঙুল) দিয়ে গোলাকৃতি তৈরি করে, সেই ছিদ্র দেখিয়ে বলা হতো, 'এই যে লবডঙ্কা'-মানে, কিছুই নেই! আবার অনেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিই হঠাৎ করে দেখিয়ে মজার ছলে কাউকে ফাঁকি দেওয়ার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করত।

জাত খাওয়া - জাতিভ্রষ্ট করা / জাতি নষ্ট করা।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে হিন্দুধর্মে, জাতিভেদ প্রথা ছিল খুবই কঠোর। সমাজের প্রতিটি জাতি বা বর্ণের জন্য আলাদা নিয়ম-কানুন ছিল। যদি কোনো ব্যক্তি তার জাতির বাইরে গিয়ে অন্য কোনো জাতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখত বা তাদের সঙ্গে খাবার খেত, তবে তাকে জাতি থেকে বহিষ্কার করা হতো। এই বহিষ্কারটিকে 'জাত খাওয়া' বলে অভিহিত করা হতো। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো যে, সেই ব্যক্তি তার জাতকে নষ্ট করে দিয়েছে।

দোপড়া - এক জায়গায় বিয়ে স্থির হওয়ার পরে বা প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠানের পর অন্য জায়গায় বিয়ে।

গায়েহলুদের পরে বিয়ে ভেঙে গেছে এমন।

দো মানে দুই বা দ্বিতীয়। পড়া মানে পড়া বা স্থির হওয়া বা সংগঠিত হওয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার যে বিয়ে পড়ে সেই দোপড়া। যখন কোনো ছেলের বিয়ে এক জায়গায় স্থির হওয়ার পর (প্রথম পড়া) কোনো কারণে ভেঙে যায় এবং তাকে আবার অন্য জায়গায় বিয়ে করতে হয়, তখন তার এই দ্বিতীয় বারের বিয়েকে 'দোপড়া' বলা হয়। অর্থাৎ তার বিয়ে দুবার স্থির হয়। আবার গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটি বিয়ের একটি আনুষ্ঠানিক সূচনা। এই অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর সাধারণত বিয়ে ভেঙে যায় না। কিন্তু যদি কোনো কারণে এই অনুষ্ঠানের পর বিয়ে ভেঙে যায় এবং অন্য কোনো জায়গায় বিয়ে হয়, তখন সেই ঘটনাকেও 'দোপড়া' বলে অভিহিত করা হয়।

জেলঘুঘু - যে ব্যক্তি বারবার জেল খাটে।



অনেক মানুষ শখ করে ঘুঘু পাখি পালন করে থাকেন। যখন সে পোষ মেনে যায়, তখন তাকে বারবার তাড়িয়ে দিলেও আবার সে পূর্বের বাসায় ফিরে আসে। আবার গ্রামীণ সমাজে ঘুঘু পাখি ছিল সহজে ধরা পড়া পাখি। একবার ফাঁদে পড়লেও কিছুদিন পর আবার একইভাবে ফাঁদে ধরা দিত। তাই গ্রামবাংলায় ঘুঘু হয়ে ওঠে অভ্যাসগত ভুল করা বা বারবার একই বিপদে পড়ার প্রতীক। যখন কোনো ব্যক্তি অপরাধ করে এবং বারবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার অপরাধ করে জেলে ফিরে আসে, তখন তার সেই আচরণকে ঘুঘু পাখির

Educationblog24.com

বারবার বাসায় ফিরে বা পুনরায় ফাঁদে পড়ার মতো বলে মনে করা হয়। এটি দিয়ে এমন এক অপরাধীকে বোঝানো হয়, যে জেলের প্রতি এতটাই অভ্যস্ত যে, সে যেন জেলকে তার নিজের বাসস্থান হিসেবে ধরে নিয়েছে।

ধিনিকেষ্ট - দায়িত্বপালনহীন ব্যক্তি।

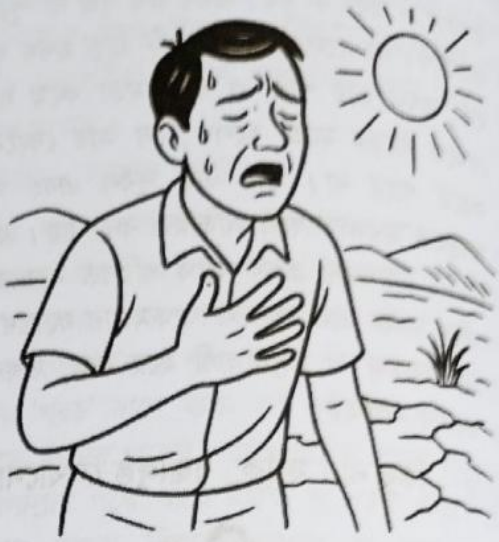
'ধিনি' শব্দটি ধ্বনিতাত্ত্বিক, যা মূলত নাচ বা সঙ্গীতের তালে ব্যবহৃত হয়, যেমন "ধিনি ধিনি নাচা" অর্থাৎ তালের সঙ্গে আনন্দে নেচে চলা। এটি ফুর্তি, খেয়াল-খুশি আর বেখেয়ালভাবে সময় কাটানোর প্রতীক। অপরদিকে, 'কেষ্ট' শব্দটি এসেছে শ্রীকৃষ্ণ বা গোপালকৃষ্ণের নাম থেকে-যাঁর জীবনচরিত্রে রস, হাস্য, প্রেম, বাঁশি ও নৃত্যের ছাপ আছে। কিন্তু এখানে 'কেষ্ট' মানে এমন ব্যক্তি, যিনি শুধু আনন্দে ডুবে আছেন, কিন্তু কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। এই দুইটি মিলিয়ে 'ধিনিকেষ্ট' মানে দাঁড়ায় এমন এক ব্যক্তি, যে নাচে-গানে-আড্ডায় মেতে থাকেন, সবসময় ঢং করে আর ফুর্তি করেন, কিন্তু কোনো কাজ বা দায়িত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্ব নেই-তিনি শুধু মজার খোঁজেই থাকেন।

ছাতি ঠোকা - আস্ফালন করা।



ছাতি মানে বুক বা বক্ষ, আর ঠোকা মানে আঘাত করা, চাপড় মারা বা জোরে ঠাসা। তাই 'ছাতি ঠোকা' মানে বুক চাপড়িয়ে বা পিটিয়ে নিজের ক্ষমতা বা সাহস প্রদর্শন করা। গ্রামীণ সমাজে বা যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি ও সাহস প্রদর্শনের জন্য যোদ্ধারা বুক পিটিয়ে আওয়াজ করত। এর মাধ্যমে তারা প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে বা নিজেদের শক্তির বড়াই করতে চাইত। যেমন মোরগ বা কিছু পশু প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে বুক উঁচু করে ঠোকাঠুকি করে নিজেদের দাপট দেখায়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি। তাই যখন কোনো ব্যক্তি বাস্তব শক্তি কম থাকলেও বুক চাপড়ে অহংকার বা বাহাদুরি দেখায়, তখন তার আচরণকে ব্যঙ্গ করে 'ছাতি ঠোকা' বলা হয়।

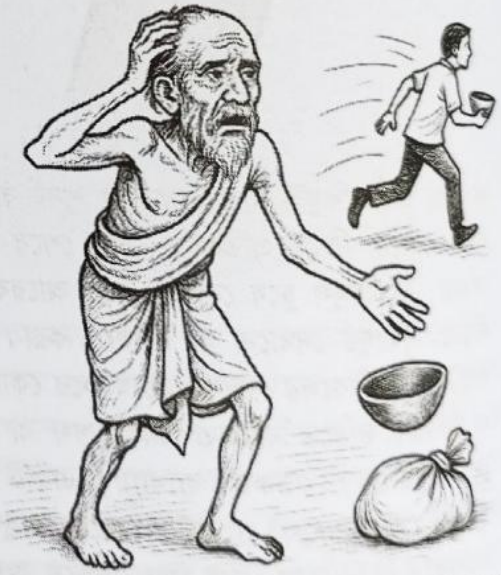
ছাতি ফাটা - তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়া।



প্রচণ্ড রৌদ্র যখন ছাতা বা বুকের উপর পড়ে তখন সে তাপে ফেটে যাওয়ার অবস্থা হয়। এসময় খুব গরম অনুভূত হয় এবং এতটাই তৃষ্ণা লাগে যে বুক প্রায় ফেটেই যায়।

অথবা - যখন কোনো ব্যক্তি প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাতর হয়, তখন তার শরীর এবং মন উভয়ই শুষ্ক হয়ে যায়। এই শুষ্কতা এতটাই তীব্র হয় যে, তা বুকের ভেতর এক ধরনের জ্বালা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, যা থেকে মনে হয় যেন ছাতি বা বুক ফেটে যাচ্ছে।

টুকনি হাত করা - নিঃস্ব হওয়া।



ভিক্ষুকগণ যে পাত্র দিয়ে ভিক্ষা করে বা ভিক্ষা সংগ্রহ করে তাকে এককথায় টুকনি বলে। একজন ভিক্ষুকের জীবনে তার টুকনি হলো তার একমাত্র অবলম্বন। এই টুকনিটি তার উপার্জনের একমাত্র উপায়। যদি কোনো ব্যক্তি তার এই টুকনিটি হাত করে অর্থাৎ নিয়ে যায় বা চুরি করে, তবে সেই ভিক্ষুকটি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে যায়। তার কাছে আর কোনো উপায় থাকে না। এই ঘটনা থেকে 'টুকনি হাত করা' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে।

Educationblog24.com

বাগধারার প্রতিশব্দ বাগধারা

একই অর্থ বিশিষ্ট এমন অনেক বাগধারা আছে যেগুলো পরীক্ষায় আসলে চিন্তা করতে হয় কোনটি না কোনটি উত্তর হবে। আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা আপনার সমস্যাগুলোকে আগ্রহে পরিণত করতে পারবে। অতএব কোনরূপ চিন্তা না করে মুখস্থ করা শুরু করে দিন। মনে রাখবেন, বারবার অনুশীলনই আপনাকে সব মুখস্থ রাখতে সহায়তা করবে; সহজে উত্তর দিতে পারবেন আর তাতে সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

❑ অপদার্থ অর্থে

ঢেঁকির কুমির	বুদ্ধির ঢেঁকি
ঠুঁটো জগন্নাথ	ঘটিরাম
বট ঠাকুর	আমড়া কাঠের ঢেঁকি
কচু বনের কালাচাঁদ	গোবর গনেশ
কুমড়ো কাটা	ষাঁড়ের গোবর
কায়তের ঘরের ঢেঁকি	ঘণ্টাগরুড়
অকাল কুষ্মাণ্ড	ঢেঁকি অবতার
জড়ভরত	অসারে জল সার

❑ মারা যাওয়া অর্থে

পটোল তোলা	পঞ্চত্বপ্রাপ্তি
গঙ্গা পাওয়া	অক্কা পাওয়া
অগস্ত্য যাত্রা	ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া
যমে ধরা	চোখ বোঝা

❑ মরণ দশা

যখন-তখন অবস্থা (মুমূর্ষু অবস্থা)
গঙ্গা-বাগে পাওয়া
টিমটিম করা (ক্ষীণভাবে জ্বলা)
শিয়রে শমন (মরণ ঘনিয়ে এসেছে এমন অবস্থা)

❑ বিশৃঙ্খলা অর্থে

জগা খিচুড়ি	হ-য-ব-র-ল
চণ্ডীপাঠ	নয়-ছয়
লঙ্কা কাণ্ড	তুর্কী নাচন
আধা খেঁচড়া	কাগাবগা
লেজে গোবরে করা	ছত্রিশ জাতের কাণ্ড
গোলমালে চণ্ডীপাঠ	ছাতরা-ভাতরা
গোদা পায়ে আলতা	ঘটে পটে পুজো
ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া	

❑ লাজুক

মুখচোরা	মেনিমুখো

❑ নির্লজ্জ বা বেহায়া অর্থে

চশমখোর	কান কাটা
দুকান কাটা	বিড়ালের আড়াই পা
লেজকাটা (শিয়াল)	খোসা পুরু
লজ্জার মাথা খাওয়া	ঠোঁট কাটা

❑ শত্রুতা অর্থে

দা-কুমড়া সম্বন্ধ	অহি-নকুল সম্পর্ক
আদায় কাঁচকলায়	সাপে-নেউলে

❑ সৌভাগ্য অর্থে

পোয়াবারো	চাঁদ কপালে
একাদশে বৃহস্পতি	লগন চাঁদ
কপাল ফেরা	কড়ি কপালে
জোর কপাল	

❑ অপব্যয়কারী অর্থে

ভস্মে ঘি ঢালা	ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
হরিলুট	উড়নপোকা
নয়-ছয়	অন্ন ধ্বংস করা
দুধে-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা	

❑ তোষামোদকারী অর্থে

ঢাকের কাঠি	আমড়াগাছি করা
তেল মাখা/মারা	খয়ের খাঁ
ধামাধরা	জল উঁচু জল নিচু
টুপি পরানো	কাছা ধরা
পো ধরা	

❑ অতি আদুরে নষ্ট

আলালের ঘরের দুলাল	আদরে বাঁদর
আহ্লাদি পুতুল	লক্কা পায়রা

❑ সর্বনাশ করা অর্থে

ঘুঘু চরানো	পাকা-ধানে মই
ভিটায় ঘুঘু চরানো	ডাল ভাঙ্গা বাঁদর
ছুরি মারা	দফা-রফা

Educationblog24.com

Educationblog24.com

❑ কাণ্ড জ্ঞানহীন
গোঁয়ার গোবিন্দ — ফতো কাপ্তান
গোমূর্খ

❑ ক্ষণস্থায়ী
শরতের শিশির — ভালুক জ্বর
জলের আলপনা — বালির বাঁধ
তাসের ঘর — পদ্ম পাতার জল
জলের দাগ

❑ অত্যন্ত অলস অর্থে
গোঁফ খেজুরে — টিমে তেতালা
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা — কুঁড়ের বাদশা
গদাই লস্করি চাল — ননীর পুতুল
চিনির পুতুল — গয়ংগচ্ছ
হাড়ে দূর্বা গজানো — দাঁতে কুটো-কাটা
ইতুনিদকুঁড়ে — অজগর বৃত্তি
আঠারো মাসে বছর — শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া
পিপু ফিশু — উদোগেঁড়ে

❑ অকর্মণ্য অর্থে
অপোগণ্ড — ঠুঁটো জগন্নাথ
গোবর গণেশ — কুমড়ো কাটা বটঠাকুর

❑ অসম্ভব বস্তু অর্থে
ঘোড়ার ডিম — অশ্বডিম্ব
ব্যাঙের সর্দি — কাঁঠালের আমসত্ত্ব
কুমিরের সন্নিপাত — আকাশ কুসুম
পশ্চিম দিকে সূর্য ওঠা — সোনার পাথর বাটি
ধান গাছের তক্তা — লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা
বাঘের দুধ

❑ সাধারণ লোক অর্থে
উলুখাগড়া — চুনোপুঁটি
আদার ব্যাপারি

❑ ভণ্ড অর্থে
বক ধার্মিক — ভেজা বিড়াল
তুলসী বনের বাঘ — বর্ণচোরা
বিড়াল তপস্বী — ফিকিরে ফকির
কাপুড়ে বাবু — মামদোবাজি
বর্ণচোরা আম

❑ কাল্পনিক
আকাশ-কুসুম কল্পনা — দিবা স্বপ্ন
শূন্যে সৌধ নির্মাণ করা

❑ কুপরামর্শ দেওয়া
কলকাঠি নাড়ানো — কান ভারি করা
বাঁদরের বুদ্ধি

❑ নির্বোধ অর্থে
ঢেঁকি অবতার — বুদ্ধির ঢেঁকি
অঘাচণ্ডী — অঘারাম

❑ একেবারে মূর্খ অর্থে
গোবর গণেশ — হস্তী মূর্খ
নিরেট মাথা — গোমূর্খ
অঘারাম — অঘাচণ্ডী
ভবচন্দ্র — নাড়াবুনে

❑ বিশাল ব্যাপার
লঙ্কাকাণ্ড — এলাহি কাণ্ড
অশ্বমেধ যজ্ঞ — রাজার হাল
ধুন্ধুমার কাণ্ড

❑ স্বভাব পরিবর্তন না হওয়া
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে
আদা শুকালেও ঝাল যায় না
পচা আদা ঝালের গাদা
কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না
কাকের বাসায় কোকিলের ছা
জাত স্বভাবে করে রা

❑ সাধ্যাতীত আকাঙ্ক্ষা
গরিবের ঘোড়া রোগ — কাঙ্গালের ঠাকুর ব্যা
খোষে তৈল নাই কলাবড়ার সাধ

❑ একের ক্ষতিতে অন্যের আনন্দ
কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ
কেউ মরে কেউ হরি হরি বলে
গো মড়কে মুচির পার্বণ

❑ অহংকারী
পায়াভারি — সাপের পাঁচ পা দেখ
গলাকুলো পায়রা — মাটিতে পা না পড়া
ধরাকে সরা জ্ঞান

Educationblog24.com

❑ **একমাত্র সম্বল**
অন্ধের যষ্ঠি — কানু ছাড়া গীত নাই

❑ **অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা**
কাঁচা আদায় ঝাল বেশি
চামচিকের লাথি
ঘটি ডুবে না, নামে তাল পুকুর
অসারের তর্জন গর্জন সার
ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত
ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়
বিষ নেই, কুলোপনা চক্কর

❑ **নগদ অর্থ**
কাঁচা পয়সা — নগদ নারায়ণ

❑ **বিপদে দিশেহারা**
চোখে সর্ষে ফুল দেখা — চোখে অন্ধকার দেখা
ঝড়ো কাক

❑ **ছটফট করা**
আকুপাকু করা — অকটবিকট
খাবি খাওয়া — উসিপিসি করা
মন উচাটন হওয়া — মন না মতি
আথিবিথি

❑ **একগুঁয়ে**
নেই আঁকড়া — গোকুলের ষাঁড়
ধর্মের ষাঁড় — গোঁয়ার গোবিন্দ
ঘোড়ার কামড় — ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

❑ **একমাত্র সন্তান**
শিবরাত্রির সলতে — সবেধন নীলমণি

❑ **দুর্লভ বস্তু**
বাঘের দুধ/চোখ — অমাবস্যার চাঁদ
আলেয়ার আলো

❑ **দুর্বল**
আটাশে ছেলে — উনপাঁজুরে

❑ **প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন**
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
কালনেমির লঙ্কাভাগ

❑ **একই দলভুক্ত**
এক গোয়ালের গরু — ঝাঁকের কৈ
এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো

❑ **লজ্জা পাওয়া**
মাথা কাটা যাওয়া — চোখের চামড়া

❑ **লোভ করা**
নোলা বাড়ানো — শুঁড় বার করা
জিভে পানি আসা

❑ **পালানো**
পগারপার — চম্পট দেওয়া
পৃষ্ঠ প্রদর্শন

❑ **অনর্থক কাজ**
ভস্মে ঘি ঢালা — ভূতের বেগার খাটা

❑ **দরিদ্র**
ভাঁড়ে মা ভবানী — অলক্ষ্মীর দশা

❑ **অফুরন্ত ঐশ্বর্য**
কুবেরের ভাণ্ডার — গৌরীসেনের অর্থ/টাকা

❑ **অরাজকতা**
মগের মুল্লুক — মাৎস্যন্যায়

❑ **দুঃসময়**
রাহুর দশা — শনির দশা

❑ **সুন্দর অথচ অপদার্থ**
মাকাল ফল — নদের চাঁদ

❑ **সুসময়ের বন্ধু অর্থে**
দুধের মাছি — বসন্তের কোকিল
সুখের পায়রা — লক্ষ্মীর বরযাত্রী

❑ **উভয় সংকট অর্থে**
দুই নৌকায় পা — জলে কুমির ডাঙায় বাঘ
শাঁখের করাত — করাতের দাঁত
সাপের ছুঁচো গেলা — শ্যাম রাখি না কুল রাখি

❑ **অত্যন্ত কৃপণ অর্থে**
হাত ভারি — হাতে জল না লাগা
কিপটের জাসু — কঞ্জুসের ডাণ্ডাখোর

Educationblog24.com

বিসিএসে আসা লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস; ২০২৫

I নিচের প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য রচনা করুন:

অসারের তর্জন-গর্জন সার
গরিবের ঘোড়া রোগ
জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ
বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া
হিসেবের গরু বাঘে খায় না

অসারের তর্জন-গর্জন সার - অক্ষমতা সত্ত্বেও বড়াই করা। *ওর চিৎকার-চেঁচামেচি দেখে ভয় পেয়ো না, ওর কিছুই করার সাহস নেই – অসারের তর্জন-গর্জন সার।*

গরিবের ঘোড়া রোগ - অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা। *নিজের খাবারেরই অভাব, অথচ দামি গাড়ি কিনতে চায়-এ যেন গরিবের ঘোড়া রোগ।*

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ - ছোটবড় সব কাজ। *অফিসে ও একাই সব কাজ করে–জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সবই সামলায়।*

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া - হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ। *এতদিনে ওর একটা চাকরি হলো, সত্যিই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া।*

হিসেবের গরু বাঘে খায় না - হিসেব রাখা জিনিস নষ্ট হয় না। *আমি সব সময় খরচের হিসেব লিখে রাখি, কারণ হিসেবের গরু বাঘে খায় না।*

৪৬তম বিসিএস; ২০২৫

I প্রবাদগুলোর নিহিতার্থ লিখুন এবং বাক্যে প্রয়োগ করুন:

এক যাত্রায় পৃথক ফল
সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়
যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা
খালি কলসি বাজে বেশি
পর্বতের মূষিক প্রসব

এক যাত্রায় পৃথক ফল - একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি। *একই পরীক্ষা দিয়ে রাহুল পাস করল, আর শুভ অকৃতকার্য হলো - এক যাত্রায় পৃথক ফল।*

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় - সময় থাকতে সাবধান হলে বিপদকালে রেহাই পাওয়া যায়। *ঠান্ডা লাগার পরও সময়মতো ওষুধ খায়নি, এখন নিউমোনিয়া - এ যেন সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।*

যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ - ক্ষমতা লাভ করলে সব লোকের স্বভাব এক রকমই হয়। *রতনের মতো ভদ্রলোকও চেয়ারম্যান হবার পর দুর্ব্যবহার শুরু করেছে - এ বুঝি, যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।*

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা - তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অপরাধ গোপনের চেষ্টা। *দুর্নীতির তদন্তে তিনি নানান অজুহাত দেন - আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা মাত্র।*

খালি কলসি বাজে বেশি - যার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কম সে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে। *পরীক্ষায় ফেল করার পরও ওর বড়াই থামে না, একেবারে খালি কলসি বাজে বেশি।*

পর্বতের মূষিক প্রসব - বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন। *এত আয়োজন, সভা-সেমিনার শেষে একটা পুরোনো সিদ্ধান্ত - পুরো ব্যাপারটা পর্বতের মূষিক প্রসব!*

৪৫তম বিসিএস; ২০২৪

I নিহিতার্থ লিখে বাক্যে প্রয়োগ করুন:

সব শেয়ালের এক রা
বিষ নেই কুলোপনা চক্কর
গোদের উপর বিষফোড়া
চণ্ডীপাঠ থেকে জুতোসেলাই
বানরের গলায় মুক্তোর হার
ত্রিশঙ্কু অবস্থা

সব শেয়ালের এক রা - ঐকমত্য। *তুমি তো তাকে সমর্থন করবেই, সব শিয়ালের এক রা যে।*

বিষ নেই কুলোপনা চক্কর - অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন। *বিপদের সময় দেখা গেল তার সাহস কেবল বিষ নেই তার কুলোপনা চক্করের মতো।*

Educationblog24.com

গোদের উপর বিষফোড়া - এক যন্ত্রণার উপর তীব্রতর আরেক যন্ত্রণা। একে চাকরি নেই, আবার গোদের উপর বিষফোড়া এই দেনা।

চণ্ডীপাঠ থেকে জুতোসেলাই - ছোটবড় সব কাজ। চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই সবই ওই একজনকেই করতে হয়।

বানরের গলায় মুক্তোর হার - অপাত্রে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দান। এই অমূল্য চিত্রকর্মটি তাকে দেওয়ার মধ্যে বানরের গলায় মুক্তার হার থাকার মতো ভুল হয়েছে।

ত্রিশঙ্কু অবস্থা - উভয় সংকট। দুই কর্তার দুই বিপরীত আদেশের ফলে আমার এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

৪৫তম বিসিএস; ২০২৪

I নিচের প্রবাদগুলোর নিহিতার্থ লিখুন:

লেজে খেলানো রথ দেখা কলা বেচা
মাছের মায়ের পুত্রশোক
ভস্মে ঘি ঢালা
কৈয়ের তেলে কৈ ভাজা
নরক গুলজার করা

লেজে খেলানো - ছলনা করা/ চাতুরি দ্বারা কষ্ট দেয়া। *পুলিশ বিষয়টা নিয়ে লেজে খেলছে।*

রথ দেখা কলা বেচা - এক ঢিলে দুই পাখি মারা। *মামার বাসায় ও খালার বাসায় যাওয়া, একেই বলে রথ দেখা ও কলা বেচা।*

মাছের মায়ের পুত্রশোক - কপট বেদনাবোধ। *গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই।*

ভস্মে ঘি ঢালা - নিষ্ফল কাজ/ নিরর্থক অপব্যয়। *তোমার জন্য এতদিন যা কিছু করেছি সবই ভস্মে ঘি ঢালা।*

কৈয়ের তেলে কৈ ভাজা - পরের ওপর দিয়ে চলা। *ছেলের বিয়েতে যৌতুক এনে মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদান। এ দেখছি কৈয়ের তেলে কৈ ভাজা।*

নরক গুলজার করা - প্রচুর খারাপ লোকের একত্র সমাবেশে জমাট আসর। *পরীক্ষা শেষ করে দিপু বন্ধুদের নিয়ে বাড়িটাকে নরক গুলজার করে রেখেছে।*

৪৪তম বিসিএস; ২০২৩

I নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করুন:

কেউকেটা ঘরের শত্রু বিভীষণ
গো-মূর্খ গড্ডলিকা প্রবাহ
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ সাক্ষী গোপাল

কেউকেটা - সামান্য। *ও একেবারে কেউকেটা লোক নয়, ওর সঙ্গে লাগতে যেও না।*

ঘরের শত্রু বিভীষণ - যে গৃহে বিবাদ করে। *নিজের আপনজনই নিজের শত্রু। একটি বড় রাজনৈতিক দল যখন হঠাৎ কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়; তখনই ভেতরের শত্রু মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।*

গো-মূর্খ - জড়বুদ্ধি / নিরেট মূর্খ। *এত সহজ একটা অঙ্কও সে করতে পারল না, আসলে সে একটা গো-মূর্খ।*

গড্ডলিকা প্রবাহ - অন্ধ অনুকরণ। *বিত্তের মোহে সমাজের অনেক লোক গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়।*

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ - উভয় সংকট। *একদিকে সন্ত্রাসীদের হুমকি অন্যদিকে পুলিশের নজরদারি আমারতো জলে কুমির ডাঙায় বাঘ অবস্থা।*

সাক্ষী গোপাল - ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক, কর্তৃত্বহীন দর্শকমাত্র। *করিম সাক্ষী গোপল, কাজ চালায় শুধু জহির।*

৪৪তম বিসিএস; ২০২৩

I নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করুন:

আটকপালে এক মাঘে শীত যায় না
কুলকাঠের আগুন আঠারো মাসে বছর
অজগরবৃত্তি নয়-ছয়

আটকপালে - হতভাগ্য। *আট কপালে লোকের ভাগ্যে চাকরি জোটা মুশকিল।*

এক মাঘে শীত যায় না - বিপদ বার বার আসে। *আমাকে একলা ফেলে চলে যেও না, মনে রেখ এক মাঘে শীত যায় না।*

অজগরবৃত্তি - আলসেমি। *অজগরবৃত্তি নিজের ও সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে।*

Educationblog24.com

কুলকাঠের আগুন - তীব্র জ্বালা/ দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট। *পুত্রশোকাতুর পিতা একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে অন্তরে কুল কাঠের আগুন অনুভব করছে।*

আঠারো মাসে বছর - দীর্ঘসূত্রিতা/ কুঁড়ে স্বভাব। *সাত দিনের মধ্যে সে কিছুতেই একাজ সম্পন্ন করতে পারবে না তার তো আঠারো মাসে বছর।*

নয়-ছয় - অপব্যয়। *মিঠুন পঞ্চাশ হাজার টাকা নয়-ছয় করে উড়িয়ে দিয়েছে।*

৪৩তম বিসিএস; ২০২২

I বাগধারাগুলোর অর্থ উল্লেখ করে বাক্যে প্রয়োগ দেখান:

অষ্টরম্ভা — ইঁদুর কপালে
কচ্ছপের কামড় — নাটের গুরু
তুলসী বনের বাঘ — গয়ংগচ্ছ

অষ্টরম্ভা - কাঁচকলা, ফাঁকি। *সুমনের শুধু বড় বড় কথা, এদিকে কাজের বেলায় তো অষ্টরম্ভা।*

ইঁদুর কপালে - নিতান্ত মন্দভাগ্য। *আমার মতো ইঁদুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।*

কচ্ছপের কামড় - যা সহজে ছাড়ে না। *মাদকের নেশা কচ্ছপের কামড়ের মতো তাই সাবধান হওয়া উচিত।*

তুলসী বনের বাঘ - ভণ্ড। *মি. রফিক সাহেব কথায় ভালো হলেও সে একটা তুলসী বনের বাঘ।*

গয়ংগচ্ছ - ঢিলেমি। *এমন গয়ংগচ্ছ ভাব করছ যেন তোমার হাতে এক বছর সময় আছে।*

নাটের গুরু - মূল নায়ক / যত নষ্টের গোড়া। *নাটের গুরুরা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে।*

৪১তম বিসিএস; ২০২০

I নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন করুন:

জড়ভরত — হাড়হদ্দ
সাত ঘাটের কানাকড়ি
উনা ভাতে দুনা বল — বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

জড়ভরত - অকর্মণ্য ব্যক্তি, নিষ্ক্রিয়। *পড়াশোনা না করে এমন জড়ভরত হয়ে বসে থাকলে পরীক্ষায় পাশ করবে না।*

হাড়হদ্দ - নাড়ি নক্ষত্র/সব তথ্য। *আমি তার হাড়-হদ্দ চিনি, সে একটা বকধার্মিক।*

ডাকাবুকো - দুরন্ত / নির্ভীক। *যারা ডাকাবুকো, তারা সম্মুখ যুদ্ধে জীবন দিতেও ভয় করে না।*

সাত ঘাটের কানাকড়ি - অকিঞ্চিতকর সংগ্রহ। *লোকটা সারাদিন পরিশ্রম করে পরিবারের জন্য সাত ঘাটের কানাকড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে।*

উনা ভাতে দুনা বল - অল্প আহার স্বাস্থ্যসম্মত। *স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হলে জানতে উনা ভাতে দুনা বল।*

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় - আসল লোকের চেয়ে তার অনুচরের কিংবা পিতার চেয়ে পুত্রের দৃঢ়তা বেশি। *বাবু যত না বলে মোসাহেবের দল তার ততগুণ বেশি বলে, এ যে দেখি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। দড় অর্থ মজবুত, দৃঢ়, শক্ত।*

৪০তম বিসিএস; ২০২০

I নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন:

আমড়া কাঠের ঢেঁকি — শাক দিয়ে মাছ ঢাকা
তামার বিষ — মিছরির ছুরি
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় — ননীর পুতুল

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অকেজো। *তোমাকে বললাম একটা কর্মঠ ছেলে এনে দিতে, আর তুমি এনে দিলে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি।*

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা - নিন্দনীয় কাজ গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করা। *একে তো তোমার ঘুষের টাকার গাড়ি-বাড়ি, কিন্তু বলে বেড়াচ্ছ শ্বশুরের দান, শাক দিয়ে মাছ ঢেকে ফল কি?*

তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব। *মেধাবী ছেলেকে তামার বিষে ধরায় সে এবার পরীক্ষায় ফেল করেছে।*

মিছরির ছুরি - মুখে মধু অন্তরে বিষ। *তার কথা গুলো মধুর হলেও মিছরির ছুরির মতো অন্তরে আঘাত করে।*

ননীর পুতুল - শ্রমকাতর। *ননীর পুতুলকে দিয়ে কঠিন কাজ হবে না।*

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় - যেখানে মন্দের ভাগ বেশি। *অফিসে ঘুষ নেওয়া লোকের তালিকা তৈরি করবে, যাও না একবার, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।*

Educationblog24.com

৩৯তম বিসিএস; ২০১৯
লিখিত পরীক্ষা হয় নি।

৩৮তম বিসিএস; ২০১৮
I নিচের বাগধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য লিখুন:
অক্কা পাওয়া তালপাতার সেপাই
চাঁদের হাট তাসের ঘর
সাক্ষী গোপাল

অক্কা পাওয়া - মারা যাওয়া। *প্রায় বছরখানেক ভুগে কাল রাতে সৈয়দ সাহেব অক্কা পেয়েছেন।*

তালপাতার সেপাই - অতিশয় দুর্বল। *রবিনের মতো তালপাতার সেপাই দিয়ে কাজ হবে না।*

চাঁদের হাট - সুখের সংসার। *সবাইকে নিয়ে রহমান সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।*

তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী। *এ পৃথিবী তো তাসের ঘর, কীসের এত বড়াই কর?*

সাক্ষী গোপাল - নিষ্ক্রিয় দর্শক। *তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।*

৩৭তম বিসিএস; ২০১৭
I নিচের প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন:
হরিষে বিষাদ সুলুক সন্ধান
মন না মতি সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া

হরিষে বিষাদ - আনন্দে দুঃখ। *ঘরের লেলিহান অগ্নিশিখার ভেতর থেকে শিশু দুটিকে উদ্ধার করা গেলেও উদ্ধারকর্তার মৃত্যুতে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো।*

সুলুক সন্ধান - খোঁজখবর। *ব্যবসার সুলুক সন্ধান তার বেশ ভালোই জানা আছে।*

মন না মতি - মানবচিত্তের অস্থিরতা। *তার মন এতই মন না মতি যে সে কোনো একটি কাজে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।*

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি - মরা-বাঁচার উপায়। *শিক্ষাই মানবজীবনের একমাত্র সোনার কাঠি রূপোর কাঠি।*

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে - অন্যের বিপদে উল্লসিত হওয়া। *রহিম করিমের চরম শত্রু। আজ রহিমের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে জেনে করিম মনে মনে আনন্দিতই হলো - একেই বলে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।*

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া - হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ। *এবারের রেডক্রস লটারির ৪০ লাখ টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে মানিকগঞ্জের এক গাড়ি মেকানিক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া একেই বলে।*

৩৬তম বিসিএস; ২০১৬
I নিচের প্রবাদ-প্রবচনের অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন।
উড়নচণ্ডী খণ্ড প্রলয়
আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া
যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে
একাদশে বৃহস্পতি
আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়

উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী। *এমন উড়নচণ্ডী হলে জমিদারি খোয়াতে বেশি দিন লাগবে না।*

খণ্ড প্রলয় - তুমুল কাণ্ড। *এমন সামান্য ঘটনা নিয়ে এমন খণ্ড প্রলয় হবে তা কখনো ভাবতে পারিনি।*

আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া - উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব। *ঘরে ভাত নেই হাতে স্মার্ট ফোন এ তো দেখছি আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়ার মতো অবস্থা।*

যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে - পটু বা দক্ষ লোকের পক্ষে যা সহজ অপটু লোকের দ্বারা তা অসম্ভব। *রিকশা চালককে দিয়ে বাস চালকের কাজ করালে ঝামেলা তো লাগবেই। তাই কথায় বলে যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।*

একাদশে বৃহস্পতি - সৌভাগ্যের বিষয়। *লাল মিয়ার এখন একাদশে বৃহস্পতি; ছেলে দুজনই বিসিএস ক্যাডার হলো আবার নিজের পেনশনের টাকাটাও পেয়ে গেল।*

আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড় - প্রস্তুতি নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। *রহিম পরীক্ষায় ফেল তো করবেই, কারণ আমি আগে তাকে বলেছিলাম, আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়।*

Educationblog24.com

৩৫তম বিসিএস; ২০১৫

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লিখুন:

হরি ঘোষের গোয়াল ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
চিত্রগুপ্তের খাতা
ওঝার ব্যাটা বনগরু শিখণ্ডী খাড়া করা
থোর বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোর

প্রবাদ-প্রবচন	নিহিতার্থ
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু বেকার লোকের আড্ডা
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে	নিজের অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা
চিত্রগুপ্তের খাতা	স্বচ্ছ ও নির্ভুল হিসাব
ওঝার ব্যাটা বনগরু	জ্ঞানী লোকের মূর্খ সন্তান
শিখণ্ডী খাড়া করা	আড়ালে থেকে অন্যায় কাজ করা
থোর বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোর	একঘেয়েমির চূড়ান্ত

৩৫তম বিসিএস; ২০১৫

নিচের প্রবাদ-প্রবচনগুলোর নিহিতার্থ, বাক্য রচনা করে প্রদর্শন করুন:

ইঁদুর কপালে শাঁখের করাত
তামার বিষ একাদশে বৃহস্পতি
সাপের হাঁচি বেদে চেনে
ঘটিরাম

ইঁদুর কপালে - নিতান্ত মন্দ ভাগ্য। *আমার মতো ইঁদুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।*

শাঁখের করাত - উভয় সংকট। *সত্যকথা বললে বাবার ক্ষতি, আবার মিথ্যাকথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাত অবস্থা।*

তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব। *হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছ।*

সাপের হাঁচি বেদে চেনে - অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। *লেখক হয়ে প্রকাশককে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করো না, কথায় বলে সাপের হাঁচি বেদে চেনে।*

একাদশে বৃহস্পতি - সৌভাগ্যের বিষয়। *এখন তার একাদশে বৃহস্পতি, ধুলোমুঠো সোনামুঠো হচ্ছে।*

ঘটিরাম - মূর্খ বা অযোগ্য। *গিয়াসের মতো ঘটিরাম দিয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না।*

৩৪তম বিসিএস; ২০১৪

বাগধারা ব্যবহার করে বাক্যরচনা করুন:

টনক নড়া ডামাডোল
কাষ্ঠহাসি গোড়ায় গলদ
লেফাফা দুরস্ত লেজে গোবরে

টনক নড়া - সচেতন/ সজাগ হওয়া। *এলাকাবাসীর শত আবেদন সত্ত্বেও এবারে থেবড়ো রাস্তাটি মেরামত হয়নি। মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে।*

ডামাডোল - গোলযোগ। *এসব ডামাডোলের মধ্যে তোমার না যাওয়াই ভালো।*

কাষ্ঠহাসি - কপট/ কৃত্রিম হাসি। *চতুর মানুষগুলো নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য কাষ্ঠ হাসি দিয়ে থাকে।*

গোড়ায় গলদ - শুরুতেই ভুল। *তুমি সফল হবে কীভাবে! তোমার যে গোড়ায় গলদ।*

লেফাফা দুরস্ত - বাইরে পরিপাটি। *শুধু লেফাফা দুরস্ত হয়ে থাকলে কি কাজ সমাধা হবে?*

লেজে গোবরে - বিশৃঙ্খলা। *দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের লেজে গোবরে অবস্থা।*

২৭তম বিসিএস; ২০০৬

যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:

অকাল বোধন ঈদের চাঁদ
পাথরের পাঁচ কিল আমড়া কাঠের ঢেঁকি
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
চশমখোর হাড়ে বাতাস লাগা
রগচটা সোনার পাথর বাটি
ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা

অকাল বোধন - অসময়ে আবির্ভাব। *শীতকালে বাজারে আম পাওয়া যায়, এ যেন অকাল বোধন।*

Educationblog24.com

ATM

ঈদের চাঁদ - কাঙ্ক্ষিত বস্তু। প্রবাসী ছেলেকে কাছে পেয়ে বৃদ্ধ মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।

পাথরের পাঁচ কিল - অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। রফিক হঠাৎ চাকরি পেল। এখন তার পাথরের পাঁচ কিল।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ। আমড়া কাঠের ঢেঁকি লোকজন দেশের বোঝা, তাদের মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল - প্রাপ্তির পূর্বেই ভোগের আয়োজন। আজাদ ডিভি লটারি পেলে গ্রামসুদ্ধ দাওয়াত করে খাওয়াবে বলে ঘোষণা দিয়েছে এ যেন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

চশমখোর - চক্ষুলজ্জাহীন। তোমার মতো চশমখোর ব্যক্তিই পারে এতিমের টাকা মেরে খেতে।

হাড়ে বাতাস লাগা - স্বস্তিবোধ করা। কুখ্যাত সন্ত্রাসী কালু মিয়া র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারা যাওয়ায় এলাকাবাসীর হাড়ে বাতাস লেগেছে।

রগচটা - বদমেজাজী। অফিসে বসের রগচটা স্বভাব কেউ পছন্দ করে না।

সোনার পাথর বাটি - অসম্ভব বস্তু। স্বপ্নে সোনার পাথর বাটির খোঁজ না করে কাজে নেমে পড় সাফল্য আসবে।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা - বৃথা চেষ্টা। দুই নেত্রীকে সংলাপে বসানোর চেষ্টা মানে হলো ছেড়া চুলে খোঁপা বাঁধার চেষ্টা করা।

২৫তম বিসিএস; ২০০৫

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:

আঠারো মাসে বছর	কালনেমির লঙ্কাভাগ
ঘর জাত করা	ঘাট মানা
চর মেরে গড়	শিয়ালের ডাক
হাড়-হদ্দ	অতি আশা বাঘের বাসা
পেট গরম	ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল

আঠারো মাসে বছর - দীর্ঘসূত্রতা। তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না, তোমার তো আঠারো মাসে বছর।

কালনেমির লঙ্কাভাগ - দুর্লভ বস্তু লাভের আগে তা উপভোগ করার অলীক কল্পনা। এখনও এসএসসি পাসই করোনি, তাতেই ভবিষ্যতে সচিব হবার স্বপ্ন দেখছ, এ যে কালনেমির লঙ্কাভাগ।

ঘর জাত করা - অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করা। আগে নিজের ঘর জাত করে তারপর অন্যের বিষয়ে নাক গলাবে।

ঘাট মানা - সম্মান প্রদর্শন করা। সমাজে শান্তিতে থাকতে হলে সমাজপতিদের সামনে ঘাট মেনে চলতে হয়।

চর মেরে গড় - অপমানের পর সম্মান প্রদর্শন। সবার সামনে যাচ্ছেতাই বলে এখন আসছ মাফ চাইতে, তোমার চর মেরে গড়ের ভণ্ডামি আমি বুঝি না ভেবেছ?

শিয়ালের ডাক - অশুভ লক্ষণ। এমনিতে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি, তার ওপর জঙ্গিবাদ, এ যে শিয়ালের ডাক।

হাড়-হদ্দ - ভালোভাবে জানা। আমি তার হাড়-হদ্দ চিনি, সে একটা বকধার্মিক।

অতি আশা বাঘের বাসা - অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না। বিসিএস-এ চাকরি হবে, এ ভরসায় অন্য কোনো চাকরিতে যোগ দিলে না, এ হচ্ছে অতি আশা বাঘের বাসা।

পেট গরম - খাবারে অরুচি হওয়া। এখন পেট গরম আছে, আর কিছুই খাওয়া সম্ভব না।

আঙুলের আঙুল - অতিরিক্ত। ঘরজামাই থাকা মানে আঙুলের আঙুল হয়ে বেঁচে থাকা।

ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল - অতিরিক্ত। ঘরজামাই জহির সাহেব সরকার বাড়িতে হয়েছে ছ আঙ্গুলের আঙ্গুল, তার কোনো গুরুত্বও নেই কাজও নেই।

২৪তম বিসিএস; ২০০৩

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:

কড়ায়-গণ্ডায়	আড়ি পাতা
আমড়া কাঠের ঢেঁকি	কাঠের পুতুল
উড়নচণ্ডী	গুড়ে বালি
ইতর বিশেষ	জিলাপির প্যাঁচ

কড়ায়-গণ্ডায় - পুরোপুরি। আমার ভাগ আমি কড়ায়-গণ্ডায় চাই, নইলে তোমার বিপদ আছে।

আড়ি পাতা - গোপনে শোনা। টেলিফোনে আড়ি পাতা সংক্রান্ত বিলটি সংসদে পাস হয়েছে।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ। তোমার মতো আমড়া কাঠের ঢেঁকি দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

Educationblog24.com

কাঠের পুতুল - জড় পদার্থ। *বিপদের সময় সাহায্য না করলে তোমার মতো কাঠের পুতুল আমার প্রয়োজন নেই।*

উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী। *বাবা ছিল কৃপণ অথচ তার একমাত্র ছেলে হয়েছে উড়নচণ্ডী।*

গুড়ে বালি - আশায়-নৈরাশ্য। *ভেবেছিলাম, তুমি বিপদে আমাকে সাহায্য করবে, এখন দেখছি সে আশায় গুড়ে বালি।*

ইতর বিশেষ - পার্থক্য। *ইসলাম ধর্মে ধনী-দরিদ্রে কোনো ইতরবিশেষ নেই।*

জিলাপির প্যাঁচ - কূটবুদ্ধি। *খুব বেশি জিলাপির প্যাঁচ খাটিয়ো না, ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে।*

২৩তম বিসিএস; ২০০১

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:

অন্ধের যষ্টি	অরণ্যে রোদন
আষাঢ়ে গল্প	এলাহি কাণ্ড
ভিজা বিড়াল	মগের মুল্লুক
মণিহারা ফণী	শাপে বর
সবেধন নীলমণি	

অন্ধের যষ্টি - একমাত্র অবলম্বন। *অন্ধের যষ্টি দুঃখিনী মায়ের এই ছেলেটিই।*

অরণ্যে রোদন - নিষ্ফল আবেদন। *চৌধুরী সাহেবের নিকট সাহায্য চেয়ে তোষামোদ করা আর অরণ্যে রোদন একই কথা।*

আষাঢ়ে গল্প - অবিশ্বাস্য কাহিনি। *রাজিব আষাঢ়ে গল্প বলতে ওস্তাদ, তার সব কথা বিশ্বাস করতে নেই।*

এলাহি কাণ্ড - বিরাট ব্যাপার। *মতিন সাহেবের মেয়ের বিয়েতে যেন এলাহি কাণ্ড শুরু হয়েছে।*

ভিজা বিড়াল - নিরীহ কিন্তু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। *ভিজা বিড়াল লোকেরা যেকোনো সময় সর্বনাশ করতে পারে।*

মগের মুল্লুক - অরাজকতা। *তুমি কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে এককাপ চায়ের দাম বিশ টাকা?*

মণিহারা ফণী - প্রিয় বস্তু হারানো অস্থির ব্যক্তি। *ওসি সাহেব সদ্য চাকরিচ্যুত হয়েছেন, এখন আর তাকে কেউ ভয় পায় না, এ যেন মণিহারা ফণি।*

শাপে বর - অকল্যাণ হতে কল্যাণ। *কলেজের চাকরি না হয়ে আমার শাপে বর হয়েছে, কলেজটা শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।*

সবেধন নীলমণি - একমাত্র অবলম্বন। *বিধবার সবেধন নীলমণি একমাত্র ছেলেটি গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।*

২২তম বিসিএস; ২০০১

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:

কানাকড়ির সম্পর্ক	চোখের চামড়া
পায়াভারী	ব্যাঙের সর্দি
ষোলআনা	কানপাতলা
ঘোড়া রোগ	তালকানা

কানাকড়ির সম্পর্ক - তুচ্ছ সম্পর্ক। *ছেলেটি আমার আত্মীয় হলেও তার সাথে আমার কানাকড়ির সম্পর্কও নেই।*

চোখের চামড়া - লজ্জা। *অকৃতজ্ঞ লোকের কখনো চোখের চামড়া থাকে না, তারা যে কোনো কাজ করতে পারে।*

পায়াভারী - অহংকারী। *পায়াভারী স্বভাব ছাড়ো, জানো না অহংকার পতনের মূল।*

ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব ব্যাপার। *জেলেকে দেখাও ঠাণ্ডা লাগার ভয় ব্যাঙের আবার সর্দি।*

ষোলআনা- পুরোপুরি। *তিনি তার স্বার্থ ষোলআনা উদ্ধার করে নিয়েছেন, এখন বিদায় হতে পারলে বাঁচেন।*

কানপাতলা - যে সব কথাই বিশ্বাস করে। *তোমার মতো কানপাতলা লোক খুব কমই দেখি।*

ঘোড়া রোগ - বিলাসিতা। *দিনে দুবেলা ভাত জুটে না, অথচ গাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখে গরিবের আবার ঘোড়া রোগ?*

তালকানা - কাণ্ডজ্ঞানহীন। *তালকানা লোক শুধু অন্ন ধ্বংস করতে পারে, তাকে দিয়ে কোনো ভালো কাজ আশা করা যায় না।*

২১তম বিসিএস; ২০০০

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:

অকাল কুষ্মাণ্ড	শিরে সংক্রান্তি
আলালের ঘরের দুলাল	ইঁচড়ে পাকা
কপাল ফেরা	গুড়ে বালি
কাঠের পুতুল	রাবণের চিতা
গোবর গণেশ	অমাবস্যার চাঁদ

Educationblog24.com

অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ। অকাল কুষ্মাণ্ড লোকের কাছে উপকার আশা করা বৃথা।

শিরে সংক্রান্তি - আসন্ন বিপদ বা সমূহ বিপদ। আমার এখন শিরে সংক্রান্তি, রসিকতা ভালো লাগছে না।

আলালের ঘরের দুলাল - অতি আদরের অকর্মা সন্তান। আমরা তো আর আলালের ঘরের দুলাল নই যে পড়াশুনা না করে নবাবী কায়দায় চলতে পারব।

ইঁচড়ে পাকা - অকালপক্ব। ইঁচড়ে পাকা ছেলেদের কথা শুনলে যেন আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাই।

কপাল ফেরা - সৌভাগ্য লাভ হওয়া। লটারির পুরস্কার পেয়ে বাবরের কপাল ফিরেছে।

গুড়ে বালি - আশায় নৈরাশ্য। আশা করেছিলাম লটারির পুরস্কার পাব কিন্তু টিকেট হারিয়ে এখন সে গুড়ে বালি।

কাঠের পুতুল - জড় পদার্থ। কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে কাজে নেমে পড়ো।

রাবণের চিতা - চির অশান্তি। প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতেই দ্বিতীয় বিয়ে করে সেলিমের সংসারে এখন রাবণের চিতা জ্বলছে।

গোবর গণেশ - নিরেট মূর্খ। গোবর গণেশ লোককে দিয়ে কোনো কর্ম সাধন করা যায় না।

অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু। কী ব্যাপার! তোমাকে দেখাই যায় না, একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে যে।

২০তম বিসিএস: ১৯৯৮-৯৯

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন:

আকাশ কুসুম	অরণ্যে রোদন
আক্কেল সেলামি	খয়ের খাঁ
কই মাছের প্রাণ	রাঘব বোয়াল
কান কাটা	পায়াভারী

আকাশ কুসুম - অলীক কল্পনা। বসে বসে আকাশ কুসুম চিন্তা করে লাভ নেই, কাজ করো।

অরণ্যে রোদন - নিষ্ফল আবেদন। মতিন সাহেবের নিকট এ বিষয়ে তোষামোদ করা আর অরণ্যে রোদন একই কথা।

আক্কেল সেলামি - বোকামির দণ্ড। বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে তার পঁচিশ টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

খয়ের খাঁ - চাটুকারী। মীর জাফর ইংরেজদের খয়ের খাঁ গিরি করেও নবাবী টেকাতে পারেন।

দহরম মহরম - ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দুজনের মধ্যে খুব দহরম মহরম দেখছি, শেষপর্যন্ত তা টিকবে তো?

কই মাছের প্রাণ - শক্ত প্রাণ। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা কোনো রকমে বেঁচে আছে, এ দেখছি কই মাছের প্রাণ।

রাঘব বোয়াল - প্রভাবশালী ব্যক্তি। সরকারি চাকুরেদের মধ্যে যারা রাঘব বোয়াল তারাই আজ বাড়ি-গাড়ির মালিক।

কান কাটা - বেহায়া। তোমার মত কান কাটা লোক তো আগে দেখিনি।

পায়াভারী - অহংকারী। পায়াভারী স্বভাব পতন ডেকে আনে।

১৮তম বিসিএস; ১৯৯৭-৯৮

I যে কোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন:।

লেজে গোবরে	রাখঢাক
গা ছাড়া ভাব	ঘাটের মড়া
পেট পাতলা	আমড়া কাঠের ঢেঁকি
কান পাতলা	

লেজে গোবরে - বিশৃঙ্খল। সেলিম সামান্য একটা কাজ করতে এক ঘণ্টা সময় নিয়েও শেষপর্যন্ত লেজে গোবরে করে ফেলল।

রাখঢাক - গোপন করা। সত্যকে রাখঢাক করে লাভ নেই, তা একদিন প্রকাশ পাবেই।

গা ছাড়া ভাব - গুরুত্ব না দেওয়া। তোমার সব কিছুতেই যেন একটা গা ছাড়া ভাব, কোনো বিষয়ই গুরুত্বসহকারে দেখোনা।

পেট পাতলা - গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারা। পেট পাতলা লোকের কাছে গোপন কথা বলা উচিত নয়।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অকর্মণ্য। আসলে তুই একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি, কোনো কিছুই ভালো করে বুঝিস না।

Educationblog24.com

ঘাটের মড়া - অতিবৃদ্ধ। *ঘাটের মড়া স্বামীকে নিয়ে মহিলাটি খুব বিপদে আছে।*

কান পাতলা - সহজেই অন্যের কথায় বিশ্বাস করা। *তোমার মতো কান পাতলা লোক খুব কমই চোখে পড়েছে।*

১৭তম বিসিএস; ১৯৯৫-৯৬

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন:

অহি-নকুল	আকাশ কুসুম
টনক নড়া	মগের মুল্লুক
জিলাপির প্যাচ	ডামাডোল
ঘোড়া রোগ	কাষ্ঠ হাসি

অহি-নকুল - চরম শত্রুতা। *ভাইয়ে ভাইয়ে এরূপ অহি-নকুল সম্পর্ক আমি কখনও দেখিনি।*

আকাশ কুসুম - অবাস্তব কল্পনা। *বসে বসে আকাশ কুসুম ভেবে লাভ নেই, কাজ করো।*

টনক নড়া - সচেতন হওয়া। *সারা বছর খালেদ পড়াশোনা করেনি, ফেল করে টনক নড়েছে।*

মগের মুল্লুক - অরাজক অবস্থা। *একি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে তোমার কথায় সবাইকে চলতে হবে।*

জিলাপির প্যাঁচ - দুষ্ট বুদ্ধি। *তোমার মধ্যে যে এত জিলাপির প্যাঁচ তা আমি জানতাম না।*

ডামাডোল - গোলযোগ। *যুদ্ধের ডামাডোলে সবাই কিছু না কিছু হারিয়েছে।*

ঘোড়া রোগ - সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করা। *রোজ ভাত জুটে না আবার সিনেমা দেখা, গরিবের যেন ঘোড়া রোগ।*

কাষ্ঠ হাসি - কপট হাসি। *ভদ্রতার খাতিরে বাদী কাষ্ঠ হাসি হেসে বিবাদীকে নমস্কার করল।*

১৫তম বিসিএস; ১৯৯৪-৯৫

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন:

আলালের ঘরের দুলাল
উলুবনে মুক্তা ছড়ানো

গড্ডলিকা প্রবাহ	গোড়ায় গলদ
উভয়-সংকট	কড়ায়-গণ্ডায়
আদা-জল খেয়ে লাগা	আমড়া কাঠের ঢেঁকি

আলালের ঘরের দুলাল - অতি আদরের অকর্মা সন্তান। *আদর দিয়ে ছেলেকে আলালের ঘরের দুলাল করে তুললে তার সর্বনাশই করা হয়।*

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো - অপাত্রে জ্ঞান দেওয়া। *তোমার মতো নির্বোধকে উপদেশ দেওয়া। আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো এক কথা।*

গড্ডলিকা প্রবাহ - অন্ধ অনুকরণ। *গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চললে জীবনে উন্নতির কোনো আশা নেই।*

গোড়ায় গলদ - শুরুতেই ভুল। *ওহে, তোমার দিন তো খারাপ, তা নইলে কি গোড়ায় গলদ হয়?*

উভয়-সংকট - দুই দিকে বিপদ। *অফিসার সাহেবের কথা রক্ষা করলেই সত্যের খেলাপ হয় আর না করলে চাকরি রাখা কঠিন, আমার হয়েছে উভয় সংকট।*

কড়ায়-গণ্ডায় - পুরাপুরি। *আমার পাওনা আমি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে নেব।*

আদা-জল খেয়ে লাগা - কোমর বেঁধে লাগা। *আনোয়ার গতবার পরীক্ষায় ভালো করেনি। তাই এবার আদা জল খেয়ে পড়তে লেগেছে।*

আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ। *আমড়া কাঠের ঢেঁকি কে ভোট দিলে এলাকার উন্নয়ন হবে কী করে?*

১৩তম বিসিএস; ১৯৯১-৯২

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে উপযুক্ত বাক্য রচনা করুন:

ক অক্ষর গোমাংস	গণপিটুনি
গোঁফখেজুরে	পর্বতের মূষিক প্রসব
শিরে সংক্রান্তি	চাঁদের হাট
বিদুরের খুদ	একাদশে বৃহস্পতি

ক অক্ষর গোমাংস - বর্ণপরিচয়হীন। *ছেলেটির বিদ্যা তো ক অক্ষর গোমাংস, তাকে নিয়ে এত অহংকারের কী আছে?*

গণপিটুনি - প্রচণ্ড মার। *গণপিটুনিতে কথিত চোরটা অক্কা পেল।*

গোঁফখেজুরে - অত্যন্ত অলস। *এমন গোঁফখেজুরে হলে জীবনে উন্নতি করা যায় না।*

পর্বতের মূষিক প্রসব - বেশি প্রত্যাশায় সামান্য প্রাপ্তি। *নির্বাচনি ওয়াদার প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক সামান্য বেতন বৃদ্ধি যেন পর্বতের মূষিক প্রসব।*

Educationblog24.com

শিরে সংক্রান্তি - আসন্ন বিপদ। *কাল আমাদের অনুষ্ঠান, এখন আমার শিরে সংক্রান্তি, তুমি এলে টাকা চাইতে।*

চাঁদের হাট - আনন্দ সমাবেশ। *বিয়ে বাড়িতে সব আত্মীয়ই এসেছে, যেন চাঁদের হাট বসেছে।*

বিদুরের খুদ - শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সামান্য দান / গরিবের সামান্য উপহার। *দয়া করে বিদুরের খুদ গ্রহণ করে ধন্য করুন।*

একাদশে বৃহস্পতি - সুসময়। *মুকুলের এখন একাদশে বৃহস্পতি, বন্ধুবান্ধবের যেন অভাব নেই।*

১১তম বিসিএস; ১৯৯০-৯১

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ পাঁচটি বাক্য রচনা করুন:

দুধের মাছি	ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
গোকুলের ষাঁড়	পাকা ধানে মই
ব্যাঙের আধুলি	মান্ধাতার আমল
দূর্বা গজান	সাপে নেউলে
রাবণের চিতা	মাকাল ফল

দুধের মাছি - সুসময়ের বন্ধু। *সুদিনে দুধের মাছির অভাব হয় না।*

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ - অপরিমিত অপব্যয়। *পরের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ অনেকেই করে।*

গোকুলের ষাঁড় - স্বেচ্ছাচারী। *ডাক্তার বাবুর ছেলে গোকুলের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়।*

পাকা ধানে মই - বিপুল ক্ষতি করা। *আমি কী তোমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলাম যে, তুমি আমার পাকা ধানে মই দিলে?*

ব্যাঙের আধুলি - অতি সামান্য ধন। *তোমার এ ব্যাঙের আধুলিতে আমার কোনো উপকার হবে না।*

মান্ধাতার আমল - পুরনো আমল। *তোমার সেই মান্ধাতার আমলের কলম নিয়ে আমি কলেজে যেতে পারব না।*

দূর্বা গজান - উৎখাত। *গ্রামবাসীকে অত্যাচার করলে গ্রাম থেকে দূর্বা গজাতে হবে।*

সাপে নেউলে - শত্রু ভাব। *নিজেদের মধ্যে সাপে নেউলে সম্পর্ক থাকলে শত্রুরা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।*

মাকাল ফল - অন্তঃসারশূন্য। *পোশাকে পরিপাটি হলেও আসলে লোকটি একটি মাকাল ফল।*

রাবণের চিতা - চির অশান্তি। *প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতেই দ্বিতীয় বিয়ে করে সেলিমের সংসারে এখন রাবণের চিতা জ্বলছে।*

১০তম বিসিএস; ১৯৮৯-৯০

I যেকোনো পাঁচটি বাগধারা দিয়ে অর্থসহ পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

মাছের মার কান্না	কান পাতলা
কলির সন্ধ্যা	লম্বা দেওয়া
সোনায় সোহাগা	মিছরির ছুরি
মাকাল ফল	জিলাপির প্যাঁচ
তীর্থের কাক	তুলকালাম

মাছের মার কান্না - মমতাহীন কান্না। *কালোবাজারের কল্যাণে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছ, গেলই বা কয়েক'শ টাকা, তাতে কী আসবে যাবে, মাছের মার আবার কান্না।*

কান পাতলা - যে সব কথাই বিশ্বাস করে। *তোমার মতো কান পাতলা লোক জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।*

কলির সন্ধ্যা - কষ্টের সূচনা। *বন্যা এসে গেছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আরও যে কত বাড়বে তার ইয়ত্তা নেই, সবে তো কলির সন্ধ্যা।*

লম্বা দেওয়া - চম্পট দেওয়া। *গত রাতে রেডিওটা নিয়ে চাকর ছেলেটা লম্বা দিয়েছে।*

সোনায় সোহাগা - সুন্দর মিলন। *যেমন বর তেমন কনে, এ যেন সোনায় সোহাগা।*

মিছরির ছুরি - মিষ্টি কথায় তীক্ষ্ণ আঘাত। *তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মতো বুকে বিধে।*

মাকাল ফল - অন্তঃসারশূন্য লোক। *পোশাকে পরিপাটি হলেও আসলে লোকটি একটি মাকাল ফল।*

জিলাপির প্যাঁচ - কূটবুদ্ধি। *যার পেটে এত জিলাপির প্যাঁচ, তাকে সব কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।*

তীর্থের কাক - লোভের প্রতীক্ষাকারী। *ভিখারিনীটি একটা শাড়ির আশায় সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।*

তুলকালাম - বিরাট ব্যাপার। *দুই পড়শির মধ্যে সামান্য ঘটনা থেকে কী তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটে গেল।*

Educationblog24.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

❑ **গোবরে পদ্মফুল বাগধারাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।** *[জবি: ২০১৯-২০]*

গোবরে পদ্মফুল - নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি।

নিহিতার্থ

পদ্ম ফুল এর জন্ম পুকুরের বা জলাধারের গভীরে। সেখানে গোবর যাওয়া অসম্ভব। গোবর থাকে মাটির উপরে। গোবর একটা নিকৃষ্ট উপকরণ আর পদ্মফুল অতি উৎকৃষ্ট। এই নিকৃষ্ট গোবর থেকে উৎকৃষ্ট পদ্মফুল জন্মানোই নিচু বংশে ভালো লোকের আবির্ভাব বা নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি বা অ-স্থানে মূল্যবান বস্তু বুঝায়। যেমন: মুচির ছেলে ডাক্তার হলে গোবরে পদ্মফুল উপমা ব্যবহার করা যায়।

❑ **অরণ্যে রোদন বাগধারাটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা কর।** *[জবি; ২০১৮-১৯]*

অরণ্যে রোদন - বৃথা অনুনয় বা আবেদন।

নিহিতার্থ

অরণ্যে রোদন বাগ্‌ভঙ্গির অর্থ নিষ্ফল আবেদন। অরণ্য শব্দের অর্থ গভীর বন। রোদন বলতে এখানে কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আবেদন বা আকুতি বুঝানো হয়েছে। তৎকালে গভীর বন ছিল প্রকৃত অর্থে জনশূন্য। জনশূন্য বনে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য রোদন করলেও কেউ শোনার বা সাড়া দেওয়ার থাকত না। ফলে সকল প্রত্যাশা, আবেদন, আকুতি, রোদন বা আবেদন নিষ্ফল হয়ে যেত। এ ধারণা থেকে বাগধারাটির উৎপত্তি।

BCS MCQ Solution

০১. **'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ-** *[৪৪তম বিসিএস ২০২২]* — ০১. B

A. অমাবশ্যা
B. গলা ধাক্কা দেয়া
C. কাছে টানা
D. কাস্তে

০২. **'ইতরবিশেষ' বলতে বুঝায় -** *[৪৪তম বিসিএস ২০২২]* — ০২. C

A. দুর্বৃত্ত B. চালাকি C. পার্থক্য D. অপদার্থ

ব্যাখ্যা: সাধারণ বা নিম্নমানের (ইতর) এবং অন্যটি হলো অসাধারণ বা উচ্চমানের (বিশেষ)। এই দুটি জিনিসকে একসঙ্গে ব্যবহার করে তাদের মধ্যেকার পার্থক্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বাগধারাটি সেই সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে, যেখানে মানুষের গুণ, মর্যাদা বা অবস্থান অনুসারে পার্থক্য করা হয়।

০৩. **'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগধারার অর্থ কী?** *[৪৩তম বিসিএস ২০২১]* — ০৩. D

A. রামায়ণের সাত পর্ব
B. রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ
C. রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র
D. বৃহৎ বিষয়

০৪. **'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?** *[৪৩তম বিসিএস ২০২১]* — ০৪. B

A. স্রোত B. ভেড়া C. একত্র D. ভাসা

০৫. **'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দ গুচ্ছকে বলে-** *[৪২তম বিসিএস]* — ০৫. A

A. প্রবাদ-প্রবচন
B. এক কথায় প্রকাশ
C. ভাবসম্প্রসারণ
D. বাক্য-সংকোচন

ব্যাখ্যা: ইংরেজিতে - To cast pearls before swine. উলুবনে মুক্তা ছড়ানো অর্থ হলো: অপাত্রে জ্ঞান বা মূল্যবান সম্পদ দেয়া।

০৬. **'শরতের শিশির' - বাগধারা শব্দটির অর্থ কী?** *[৪০তম বিসিএস]* — ০৬. A

A. সুসময়ের বন্ধু
B. সুসময়ের সঞ্চয়
C. শরতের শোভা
D. শরতের শিউলিফুল

ব্যাখ্যা: শরতের শিশির, দুধের মাছি, সুখের পায়রা বাগধারাগুলোর অর্থ সুসময়ের বন্ধু।

০৭. **'শিব রাত্রির সলতে' - বাগধারাটির অর্থ কী?** *[৪০তম বিসিএস]* — ০৭. C

A. শিবরাত্রির আলো
B. একমাত্র সঞ্চয়
C. একমাত্র সন্তান
D. শিবরাত্রির গুরুত্ব

ব্যাখ্যা: শিবরাত্রির সলতে বাগধারার অর্থ একমাত্র জীবিত বংশধর; বাবা মার একমাত্র সন্তান।

Educationblog24.com

০৮. **কোনটি বাগধারা বোঝায়?** *[৩৭তম বিসিএস]*

A. চৈত্র সংক্রান্তি B. পৌষ সংক্রান্তি
C. শিরে সংক্রান্তি D. শিব-সংক্রান্তি

০৮. C

ব্যাখ্যা: শিরে সংক্রান্তি বাগধারার অর্থ - আসন্ন বিপদ, উপস্থিত মহাবিপদ, সামনেই বিপদ। চৈত্র সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি, শিব-সংক্রান্তি এগুলো বাগধারা নয়। চৈত্র সংক্রান্তি হলো চৈত্র মাসের শেষ দিন। এই দিনে বাঙালি হিন্দুরা শিব পূজা করে। পৌষ সংক্রান্তি হলো পৌষ মাসের শেষ দিন।

০৯. **'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ কী?** *[৩৩তম বিসিএস; ২২তম বিসিএস]*

A. কপট ব্যক্তি B. ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক C. হতভাগ্য D. মোসাহেব

০৯. D

ব্যাখ্যা: 'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ : মোসাহেব, তোষামুদে। 'দহরম-মহরম' বাগধারার অর্থ: ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; ইঁদুর কপালে/আট কপালে বাগধারার অর্থ হতভাগ্য। খয়ের খাঁ বাগধারাটির অর্থ তোষামোদকারী।

১০. **'গাছপাথর' বাগধারাটির অর্থ-** *[৩২তম বিসিএস]*

A. ভূমিকা করা B. হিসাব-নিকাশ C. অসম্ভব বস্তু D. বাড়াবাড়ি করা

১০. B

ব্যাখ্যা: 'গাছপাথর; বাগধারাটির অর্থ হলো পরিমাপ বা হিসাবের জন্য সমবয়সের বৃক্ষ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের মানদণ্ড। উদাহরণ: বয়সের গাছপাথর নেই। তাই 'গাছপাথর' বাগধারাটির অর্থ: হিসাব-নিকাশ। গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা করা), আকাশকুসুম (অসম্ভব বস্তু) এবং 'আঠারো আনা' বাগধারাটির অর্থ: বাড়াবাড়ি করা।

১১. **'হাত-ভারি' বাগধারাটির অর্থ-** *[২৪তম বিসিএস (বাতিল)]*

A. দাতা B. কম খরচে C. দরিদ্র D. কৃপণ

১১. D

ব্যাখ্যা: 'হাতভারি' একটি বিশেষণ, যার অর্থ কৃপণ, কিছু দিতে বা খরচ করতে চায় না এমন (ও যেমন হাতভারি লোক, ওর বউ তেমনি দরাজ)।

১২. **'রামগরুড়ের ছানা' কথাটির অর্থ-** *[২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]*

A. কাল্পনিক জন্তু B. গোমড়ামুখো লোক C. মুরগি D. পুরাণোক্ত পাখি

১২. B

ব্যাখ্যা: গরুড় হলো হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে উল্লিখিত একটি বৃহদাকার পৌরাণিক পাখি বা পক্ষীতুল্য জীব।

১৩. **'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ-** *[২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]*

A. তীরে পৌঁছার ঝক্কি B. সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি
C. মূমূর্ষু অবস্থা D. আসন্ন বিপদ

১৩. B

ব্যাখ্যা: 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' বাগধারাটির অর্থ টাকা জমানোর লোভ, অর্থাৎ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। অন্য দিকে শিরে সংক্রান্তি বাগধারাটির অর্থ আসন্ন বিপদ।

১৪. **'চাঁদের হাট'- অর্থ কী?** *[২১তম বিসিএস]*

A. বন্ধুদের সমাগম B. আত্মীয় সমাগম
C. প্রিয়জন সমাগম D. গণ্যমান্যদের সমাগম

১৪. C

ব্যাখ্যা: 'চাঁদের হাট' একটি বাগধারা, যার অর্থ ধনে জনে পরিপূর্ণ সুখের সংসার, আনন্দের প্রাচুর্য। অর্থাৎ চাঁদের হাট বলতে এখানে প্রিয়জন সমাগমকে বোঝানো হয়েছে।

১৫. **'ঠোঁট-কাটা' বলতে কী বুঝায়?** *[২০তম বিসিএস]*

A. অহংকারী B. স্পষ্টভাষী C. মিথ্যাবাদী D. পক্ষপাতদুষ্ট

১৫. B

ব্যাখ্যা: 'ঠোঁট-কাটা' শব্দের অর্থ কাউকে কোনো কিছু বলতে দ্বিধাবোধ করে না এমন, স্পষ্টবক্তা বা স্পষ্টবাদী। 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলতে বোঝায় একচোখা বা এক পক্ষের প্রতি অনুরক্ত।

১৬. **'ব্যাঙের সর্দি'- অর্থ কী?** *[২০তম বিসিএস]*

A. রোগ বিশেষ B. সম্ভাব্য ঘটনা C. অসম্ভব ঘটনা D. প্রতারণা

১৬. C

ব্যাখ্যা: ব্যাঙ সবসময় পানিতে থাকা সত্ত্বেও তার কখনো সর্দি হয় না। তাই ব্যাঙের সর্দি হওয়া অসম্ভব ঘটনা।

১৭. **'ভূষণ্ডির কাক' অর্থ কী?** *[২০তম বিসিএস]*

A. ষড়যন্ত্রকারী B. বাকসর্বস্ব C. দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণ D. দীর্ঘায়ু ব্যক্তি

১৭. D

ব্যাখ্যা: কাকভূষণ্ডি এক প্রকার পৌরাণিক কাক। মূলত ভূষণ্ডি নিজেই একটি কাক। কথিত আছে, কাকটি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল। পূর্বজন্মে এক ঋষি কাকরূপ ধারণ করে রামচন্দ্রের উচ্ছিষ্ট খেয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল। এই অর্থে দীর্ঘজীবী লোককে কাকভূষণ্ডি বলা হয়।

Educationblog24.com

১৮. 'একাদশে বৃহস্পতি' এর অর্থ কী? [১৮তম বিসিএস] ১৮. B
A. আশার কথা B. সৌভাগ্যের বিষয়
C. মজা পাওয়া D. আনন্দের বিষয়
ব্যাখ্যা: হঠাৎ কারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তাকে 'একাদশে বৃহস্পতি' বলে।

১৯. 'কৌশলে কার্যোদ্ধার'- কোনটির অর্থ? [১৮তম বিসিএস] ১৯. C
A. গাছে তুলে মই কাড়া B. এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো
C. ধরি মাছ না ছুঁই পানি D. আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া
ব্যাখ্যা: গাছে তুলে মই কাড়া: সাহায্যের আশা দিয়ে সাহায্য না করা। এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো (কামানো): একই স্বভাবের। ধরি মাছ না ছুঁই পানি: কৌশলে কার্যোদ্ধার। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া: দুর্লভ বস্তু হাতে পাওয়া।

২০. কোন প্রবচনটি 'হতভাগ্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)] ২০. A
A. আট কপালে B. উড়নচণ্ডী C. ছা-পোষা D. ভূশণ্ডির কাক
ব্যাখ্যা: আট কপালে- হতভাগ্য; উড়নচণ্ডী- অমিতব্যয়ী; ছা-পোষা - পোষ্য ভারাক্রান্ত; ভূশণ্ডির কাক- দীর্ঘায়ু ব্যক্তি।

২১. 'রাবণের চিতা' বাগধারাটির অর্থ কী? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)] ২১. B
A. অনিষ্টে ইষ্ট লাভ B. চির অশান্তি
C. অরাজক দেশ D. সামান্য কিছু নিয়ে ঝগড়া বাধানো
ব্যাখ্যা: অনিষ্টে ইষ্ট লাভ- শাপে বর। অরাজক দেশ- মগের মুল্লুক। সামান্য কিছু নিয়ে ঝগড়া লাগানো- ফুটো পয়সার লড়াই; চির অশান্তি - রাবণের চিতা।

২২. যার কোনো মূল্য নেই, তাকে বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কোনটি হয়? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)] ২২. D
A. ডাকাবুকা B. তুলসী বনের বাঘ
C. তামার বিষ D. ঢাকের বাঁয়া
ব্যাখ্যা: ডাকাবুকা- নির্ভীক; তুলসী বনের বাঘ- ভণ্ড; তামার বিষ- অর্থের কুপ্রভাব; ঢাকের বাঁয়া- যার কোনো মূল্য নেই।

২৩. 'গোঁফ-খেজুরে' - এই বাগ্বিধির অর্থ কী? [১৩তম বিসিএস] ২৩. C
A. আরামপ্রিয় B. উদাসীন C. নিতান্ত অলস D. পরমুখাপেক্ষী
ব্যাখ্যা: গোঁফ-খেজুরে বাগধারাটি একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। এর ব্যাসবাক্য- গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে। তাই এই বাগধারার অর্থ - নিতান্ত অলস।

২৪. বাগধারা যুগলদের মধ্যে কোন জোড়া সর্বাধিক সমার্থবাচক? [১২তম বিসিএস (পুলিশ)] ২৪. B
A. আমাবস্যার চাঁদ; আকাশ কুসুম B. বক ধার্মিক; বিড়াল তপস্বী
C. রুই-কাতলা; কেউ কেটা D. বক ধার্মিক; ভিজে বেড়াল
ব্যাখ্যা: অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু), আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা)। বক ধার্মিক (ভণ্ড), বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড)। রুই-কাতলা (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ), কেউ কেটা (সামান্য), ভিজে বেড়াল (কপটচারী)।

২৫. 'অর্ধচন্দ্র' - এর অর্থ- [১১তম বিসিএস] ২৫. A
A. গলা ধাক্কা দেওয়া B. অমাবস্যা C. দ্বিতীয়ত D. কাস্তে

Bank MCQ Solution

২৬. 'গণ্ডূষ' অর্থ কী? [সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল) - ২০২৫] ২৬. ঘ
ক. কেঁচো খ. জোঁক গ. শুরু করা ঘ. অল্প পানি
ব্যাখ্যা: কেঁচে গণ্ডূষ' বাগধারায় 'গণ্ডূষ' মানে এক কোষ বা এক মুখ জল, যা মুখ ধুতে বা কুলি করতে ব্যবহার হয়। এক কোষ জল সাধারণত অল্প পানিই হয়।

২৭. 'সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই।' এখানে ব্যবহৃত বাগধারাটি কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [০৮টি ব্যাংক ও ০১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৫] ২৭. খ
ক. অগ্র-পশ্চাৎ খ. এলোমেলো গ. সস্তা কথা ঘ. নানা প্রকার
ব্যাখ্যা: অগ্র-পশ্চাৎ - ভালো-মন্দ; আগপাছ। হ য ব র ল - বিশৃঙ্খলা বা এলোমেলো। সস্তা কথা - মূল্যহীন কথা।

Educationblog24.com

২৮. **'নাছোড়বান্দা' অর্থ প্রকাশ করে কোন বাগধারা?** *[সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল) - ২০২৫]* ২৮. গ

ক. খয়ের খাঁ খ. তীর্থের কাক গ. চীনেজোঁক ঘ. মণিকাঞ্চন যোগ

ব্যাখ্যা: খয়ের খাঁ - চাটুকার; তীর্থের কাক - কোনো কিছুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা; মণিকাঞ্চন যোগ - উপযুক্ত মিলন।

২৯. **'কপট বা ভণ্ড' অর্থে কোন বাগধারাটি সঠিক?** *[জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫]* ২৯. ক

ক. বর্ণচোরা খ. লেফাফা দুরস্ত গ. চশমখোর ঘ. তীর্থের কাক

ব্যাখ্যা: লেফাফা দুরস্ত - যারা বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলে/ বাইরে পরিপাটি; চশমখোর - সম্পূর্ণ বেহায়া; তীর্থের কাক - কোনো কিছুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা।

৩০. **'সংযতবাক' অর্থে কোনটি ব্যবহৃত হয়?** *[জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫]* ৩০. ঘ

ক. বাগ্মী খ. স্পষ্টভাষী গ. প্রগলভ ঘ. মিতভাষী

ব্যাখ্যা: 'সংযতবাক' বলতে যিনি কথা বলার সময় অত্যন্ত সংযত বা পরিমিত। অর্থাৎ, যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলেন না। এই স্বভাবটিই হলো 'মিতভাষী'। বাগ্মী - যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে কথা বলতে পারে; বাক্‌নিপুণ, সুবক্তা। ঠোঁট-কাটা বাগধারার অর্থ স্পষ্টভাষী। প্রগল্‌ভ - বেশি কথা বলে এমন; বাচাল।

৩১. **'বাচ্যার্থ' শব্দের কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?** *[জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫]* ৩১. খ

ক. গৌণ খ. মুখ্য গ. পরোক্ষ ঘ. সমার্থ

ব্যাখ্যা: বাচ্যার্থ মানে শব্দের স্বাভাবিক অর্থ; মুখ্য অর্থ। গৌণ অর্থ মুখ্য বা প্রধান নয় এমন; অপ্রধান। যেমন, 'মাথা' শব্দের বাচ্যার্থ - শরীরের একটি অঙ্গ, কিন্তু এর গৌণ অর্থ হলো 'নেতা'। পরোক্ষ অর্থ সরাসরি নয় এমন। সমার্থ অর্থ সমান বা সদৃশ অর্থযুক্ত।

৩২. **'সিঁদুরে মেঘ' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[গ্রামীণ ব্যাংক; শিক্ষানবিশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক - ২০২৫]* ৩২. খ

ক. বড় বিপদ খ. বিপদে ভয়

গ. অল্পে ভয় ঘ. আকাশ লাল হওয়া

ব্যাখ্যা: সিঁদুরে: এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো সিঁদুরের মতো লাল রং। সিঁদুর একটি লাল রঙের গুঁড়ো, যা হিন্দু নারীরা ব্যবহার করে। এটি এখানে এক ধরনের লাল বা কমলা রংকে বোঝায়, যা সাধারণত সন্ধ্যার সময় আকাশে দেখা যায়। মেঘ: এটি হলো আকাশের মেঘ। মেঘকে বৃষ্টির পূর্বাভাস হিসেবে দেখা হয়। প্রাচীনকাল থেকে একটি প্রচলিত লোকবিশ্বাস রয়েছে যে, সন্ধ্যার সময় যখন আকাশ সিঁদুরের মতো লাল মেঘে ছেয়ে যায়, তখন তা প্রায়শই ঝড়, বৃষ্টি বা দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়। এই ধরনের মেঘ দেখে মানুষজন বুঝতে পারত যে, কোনো বড় বিপদ আসছে। এই কারণে, এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটি আসন্ন বিপদ বা বিপদের আশঙ্কা বা বিপদের ভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সিঁদুরে মেঘ' বাগধারাটির অর্থ - বিপদের আশঙ্কা। উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

৩৩. **কোন বাগধারাটির অর্থ 'চাতুরী করা'?** *[সমন্বিত ১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার - ২০২৪]* ৩৩. ক

ক. লেজে খেলা খ. শেষ রক্ষা গ. আঁখি মুদা ঘ. ছকড়া নকড়া

ব্যাখ্যা: শেষ রক্ষা - শুভ সমাপ্তি। আঁখি মুদা - মারা যাওয়া। ছকড়া নকড়া - সস্তা দর।

৩৪. **'ভূষণ্ডির কাক' বাগধারাটি কী অর্থে ব্যবহৃত?** *[গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক - ২০২৪]* ৩৪. খ

ক. নিরেট মূর্খ খ. দীর্ঘজীবী গ. নিষ্ক্রিয় দর্শক ঘ. কপটচারী

ব্যাখ্যা: গো-মূর্খ - নিরেট মূর্খ। সাক্ষী গোপাল - নিষ্ক্রিয় দর্শক। বর্ণচোরা - কপটচারী।

৩৫. **'মেনি মুখো' বলতে বুঝায়-** *[সমন্বিত ১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার - ২০২৪]* ৩৫. খ

ক. ভীতু খ. লাজুক গ. মুখরা ঘ. বিড়ালমুখো

ব্যাখ্যা: মুখরা অর্থ বাচাল, কটুভাষী।

৩৬. **নিচের কোন বাগধারাটির সঙ্গে 'বালির বাঁধ' বাগধারাটির মিল রয়েছে?** *[জনতা ব্যাংক লিমিটেড; অফিসার ২০২৩]* ৩৬. গ

ক. হাঁড়ি ঠেলা খ. সাপে-নেউলে গ. তাসের ঘর ঘ. অমাবস্যার চাঁদ

ব্যাখ্যা: বালির বাঁধ এবং তাসের ঘর বাগধারা উভয়ের অর্থ হলো: ক্ষণস্থায়ী। হাঁড়ি ঠেলা -রান্না ঘরের যাবতীয় পরিশ্রমসাধ্য কাজ করা; রান্না করা; সাপে-নেউলে - শত্রুতা, অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু।

Educationblog24.com

৩৭. কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক? [সমন্বিত ১০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার-২০২৩] ৩৭. খ
ক. দুধের মাছি খ. শরতের শিশির
গ. সুখের পায়রা ঘ. লক্ষ্মীর বরযাত্রী
ব্যাখ্যা: দুধের মাছি, শরতের শিশির, সুখের পায়রা, লক্ষ্মীর বরযাত্রী সবগুলো বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু। তবে, শরতের শিশির বাগধারাটির আরেকটি অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী।

৩৮. 'অথৈ জল' শব্দটির বাগধারা কী? [গ্রামীণ ব্যাংক-২০২৩; পূবালী ব্যাংক, জুনিয়র অফিসার ২০১৯] ৩৮. গ
ক. সাংঘাতিক খ. অতি গ. ভীষণ বিপদ ঘ. অকেজো
ব্যাখ্যা: অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ, অকেজো। সাংঘাতিক এর বাংলা অর্থ ভয়ানক, মারাত্মক।

৩৯. নিচের কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক? [গ্রামীণ ব্যাংক; পদ: প্রবেশনারী অফিসার - ২০২৩] ৩৯. গ
ক. আদায়-কাঁচকলায় খ. দা-কুমড়া
গ. রুই-কাতলা ঘ. অহি-নকুল
ব্যাখ্যা: রুই-কাতলা বাগধারাটির অর্থ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। আদায়-কাঁচকলায়, দা-কুমড়া, অহি-নকুল বাগধারার অর্থ 'শত্রুতা'।

৪০. 'ধুয়া ধরা' বাগধারার প্রকৃত অর্থ কী? [সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; পদ: অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩] ৪০. ঘ
ক. বৃথা চেষ্টা করা খ. বজায় থাকা
গ. বাজে অভ্যাস করা ঘ. আবদার বা ছুতো করা
ব্যাখ্যা: ধুয়া: এটি হলো গান বা কবিতার সেই অংশ, যা বারবার পুনরাবৃত্তি হয়। এটি কোনো গানের মূল সুর বা মূল বিষয়বস্তু, যা বারবার ফিরে আসে। ধরা: এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো আঁকড়ে ধরা বা অনুসরণ করা। প্রাচীনকালে যখন কোনো গান বা কাব্য তৈরি করা হতো, তখন তার একটি অংশ বারবার পুনরাবৃত্তি হতো। এই পুনরাবৃত্তিটি সেই গানের বা কাব্যের মূল বিষয়বস্তুকে তুলে ধরত। কোনো ব্যক্তি যখন তার কোনো আবদার বা ছুতোকে বারবার তুলে ধরে, তখন তার এই আচরণকে 'ধুয়া ধরা' বলে অভিহিত করা হয়। সে তার আবদারকে গানের ধুয়ার মতো বারবার পুনরাবৃত্তি করে, যাতে তার আবদারটি পূরণ হয়। ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা - বৃথা চেষ্টা।

৪১. 'ইতিকথা' বাগধারার অর্থ কী? [বাংলাদেশ ব্যাংক, পদ: সহকারী পরিচালক, ২০২২] ৪১. D
A. ইতিহাস B. উপকথা C. কাহিনি D. উপরের সবকটি
ব্যাখ্যা: ইতি: অর্থ শেষ বা সমাপ্তি। কথা: অর্থ কথা বা কাহিনি। 'ইতিকথা' বাগধারাটি এমন কোনো গল্প বা কাহিনিকে বোঝায়, যা শেষ হয়ে গেছে বা সমাপ্ত হয়েছে। এটি কোনো বিশেষ ঘটনা, সময়, বা জীবনের পরিসমাপ্তির বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এই বাগধারাটির উৎপত্তি এমন এক ধারণা থেকে, যেখানে একটি কাহিনি, তা সে ইতিহাসই হোক বা লোকমুখে প্রচলিত উপকথাই হোক, যখন শেষ হয়, তখন তার সেই সমাপ্তির অংশকে 'ইতিকথা' বলা হয়। এটি একটি গল্পের শেষ বা কোনো সময়ের শেষকে নির্দেশ করে।

৪২. 'খিচুড়ি পাকানো' প্রবচনটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ ব্যাংক, পদ: সহকারী পরিচালক, ২০২২] ৪২. C
A. ষড়যন্ত্র করা B. দলবাজি করা C. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা D. বিপুল ক্ষতি করা

৪৩. 'কাছা ঢিলা' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি? [সমন্বিত ৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পদ: অফিসার (জেনারেল), ২০২২] ৪৩. C
A. নির্জীব B. সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ C. অসাবধান D. সামান্য
ব্যাখ্যা: সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ - কানপাতলা, সামান্য - কেউ কেটা, নির্জীব - কাঠের পুতুল।

৪৪. 'কচুবনের কালাচাঁদ' বাগধারার অর্থ - [উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, অ্যাসিস্টান্ট অফিসার ও ক্যাশ, ২০২২] ৪৪. B
A. নির্বোধ B. অপদার্থ C. ধূর্ত ব্যক্তি D. চাটুকার
ব্যাখ্যা: নির্বোধ - অঘাচণ্ডী, অঘারাম। ধূর্ত ব্যক্তি - অগাধ জলের মাছ। চাটুকার - খয়ের খাঁ।

৪৫. 'সুখের পায়রা' বাগধারার অর্থ? [উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, অ্যাসিস্টান্ট অফিসার ও ক্যাশ, ২০২২] ৪৫. B
A. খারাপ ব্যক্তি B. সুসময়ের বন্ধু C. অনিষ্টকর আত্মীয় D. ভণ্ড
ব্যাখ্যা: ভণ্ড - বকধার্মিক, অনিষ্টকর আত্মীয় - কংস মামা, খারাপ ব্যক্তি - বর্ণচোরা আম।

৪৬. 'বিড়ালের আড়াই পা' বাগধারাটির অর্থ কী? [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ২০২১] ৪৬. C
A. লাফালাফি B. লম্ফঝাপ C. বেহায়াপনা D. লজ্জা

Educationblog24.com

৪৭. **নিচের কোনটি সমার্থক নয়?** *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০২১]* — ৪৭. D

A. ঢাকের কাঠি - খয়ের খাঁ
B. অকাল কুষ্মাণ্ড - আমড়া কাঠের ঢেঁকি
C. আট কপালে- ইঁদুর কপালে
D. গোঁফ খেজুরে - কাছা ঢিলা

ব্যাখ্যা: গোঁফ খেজুরে বাগধারার অর্থ - নিতান্তই অলস। কাছা ঢিলা বাগধারার অর্থ - অসাবধান।

৪৮. **'সাত ঘাটের কানাকড়ি' বাগধারাটির যথার্থ অর্থ -** *[Rupali Bank Limited; Post: Assistant Network Engineer; 2021]* — ৪৮. C

A. নানা দেশের উপাদান
B. কৃপণের ধন
C. অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ
D. অতিকষ্টের উপার্জন

ব্যাখ্যা: যক্ষের ধন - কৃপণের ধন।

৪৯. **'কব্জে পাওয়া' এর সঠিক অর্থ কোনটি?** *[Joint Recruitment Test for 2 Bank; Officer (IT/ICT), 2019]* — ৪৯. A

A. পাত্তা পাওয়া B. প্রভাবিত হওয়া C. শাস্তি পাওয়া D. সাধু সাজা

ব্যাখ্যা: হাত ধুয়ে বসা - আশা ত্যাগ করা/ সাধু সাজা।

৫০. **'নেই আঁকড়া' এর সঠিক অর্থ কোনটি?** *[Joint Recruitment Test for 4 Bank; Officer, 2019; Sonali Bank Ltd.; Officer (Freedom Fighter), 2019]* — ৫০. C

A. দ্বন্দ্ব B. সখ্যতা C. একগুঁয়ে D. রগচটা

ব্যাখ্যা: রগচটা অর্থ - যে লোক হঠাৎ রেগে যায়। 'নেই আঁকড়া' অর্থ - একগুঁয়ে, জেদি, নাছোড়বান্দা।

৫১. **'আঁতে ঘা'- এই বাগধারাটির অর্থ কী?** *[Pubali Bank Ltd; Junior Officer, 2019]* — ৫১. C

A. ক্ষণস্থায়ী B. অবিশ্বাস্য ঘটনা C. মনে কষ্ট D. বিশৃঙ্খলা

ব্যাখ্যা: শরতের শিশির - ক্ষণস্থায়ী। আষাঢ়ে গল্প - অবিশ্বাস্য কাহিনি। লেজে গোবরে - বিশৃঙ্খলা।

৫২. **কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন?** *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017]* — ৫২. D

A. অহিনকুল সম্বন্ধ
B. আদায় কাঁচকলায়
C. সাপে নেউলে
D. তাসের ঘর

ব্যাখ্যা: তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী। অহিনকুল সম্বন্ধ, আদায় কাঁচকলায়, সাপে নেউলে - শত্রুতা।

৫৩. **'মণিকাঞ্চন যোগ'- এর সমার্থক বাগধারা কোনটি?** *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017]* — ৫৩. B

A. শিরে সংক্রান্তি B. সোনায় সোহাগা C. দহরম-মহরম D. কেতাদুরস্ত

ব্যাখ্যা: মণিকাঞ্চন যোগ - উপযুক্ত মিলন। সোনায় সোহাগা - উপযুক্ত মিল। দহরম-মহরম - ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শিরে সংক্রান্তি - আসন্ন বিপদ। কেতাদুরস্ত - পরিপাটি / ফ্যাশনবাগিশ।

৫৪. **কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন?** *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017 (cancelled)]* — ৫৪. D

A. পঞ্চত্ব প্রাপ্তি B. অগস্ত্য যাত্রা C. অক্কা পাওয়া D. ছা-পোষা

ব্যাখ্যা: ছা-পোষা - অত্যন্ত গরীব। পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, অক্কা পাওয়া, অগস্ত্য যাত্রা অর্থ - মারা যাওয়া।

৫৫. **'ঠোঁটকাটা' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?** *[Bangladesh Krishi Bank Office 2017]* — ৫৫. A,B

A. স্পষ্টবাদী B. বেহায়া C. একগুঁয়ে D. মুখরা

ব্যাখ্যা: নেই আঁকড়া বাগধারাটির অর্থ একগুঁয়ে স্বভাবের। মুখরা অর্থ বাচাল, কটুভাষী।

৫৬. **'বুদ্ধির ঢেঁকি' বাগধারা অর্থ-** *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017]* — ৫৬. D

A. জ্ঞানী B. ভণ্ড C. চালাক D. বোকা

ব্যাখ্যা: বক ধার্মিক - ভণ্ড। উদোমাদা - বোকা।

৫৭. **'তুলসী বনের বাঘ' মানে কী?** *[Probashi kallyan Bank Executive Office 2017]* — ৫৭. D

A. কুঁড়ে B. ভীতু C. রোগা D. ভণ্ড

ব্যাখ্যা: কুঁড়ে - আঠারো মাসে বছর। রোগা - তালপাতার সেপাই। বক ধার্মিক - ভণ্ড।

৫৮. **'কাক ভূষণ্ডি' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[BHBF Corporation (BHBFC) Officer 2017]* — ৫৮. D

A. অতি অলস B. অনভিজ্ঞ C. অতি চালাক D. দীর্ঘজীবী

ব্যাখ্যা: কেবলা হাকিম - অনভিজ্ঞ। গোঁফ খেজুরে - নিতান্ত অলস।

Educationblog24.com

৫৯. **'হাড় হাভাতে' - বাগধারাটির অর্থ কী?** *[Pubali Bank Ltd. Junior Officer, 2019]* ৫৯. B

A. কষ্ট পাওয়া B. হতভাগ্য C. অপচয় D. ভিক্ষে করা

ব্যাখ্যা: আঁতে ঘা - কষ্ট পাওয়া। ভস্মে ঘি ঢালা - অপব্যয়, অপচয়।

৬০. **নিরর্থক অপব্যয় প্রকাশ করে কোনটি?** *[Bankhrabad Gas Distribution Co. Ltd.Asst. Manager(General) 2017]* ৬০. A, B

A. মশা মারতে কামান দাগা B. ভস্মে ঘি ঢালা

C. অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট D. গরু মেরে জুতা দান

ব্যাখ্যা: অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট - অনেক লোক হলে কাজে বিশৃঙ্খলা হয়। গরু মেরে জুতা দান - বড় ক্ষতি করে সামান্য ক্ষতিপূরণ। এর ইংরেজি হয় - To rob peter to pay paul.

৬১. **বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'উড়নচণ্ডী'।** *[Petrobangla Upper Division Assistant 2017]* ৬১. A

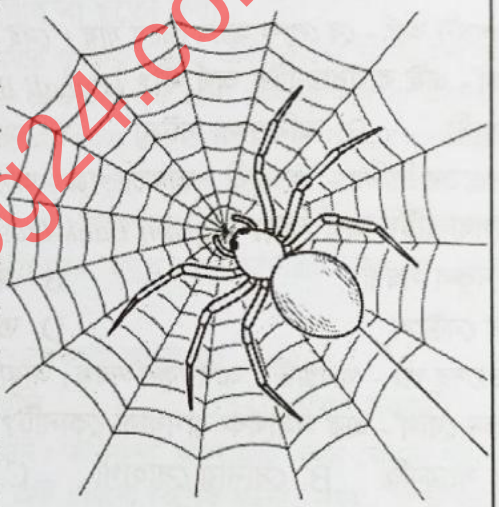
A. অমিতব্যয়ী B. চালাক C. বোকা D. মূর্খ

ব্যাখ্যা: বুদ্ধির ঢেঁকি - বোকা। গোবর গণেশ - মূর্খ।

৬২. **'উর্ণাজাল'-অর্থ** *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]* ৬২. D

A. প্রহেলিকা B. ওড়না

C. ছোট মাছ ধরার জাল D. মাকড়সার জাল



ব্যাখ্যা: উর্ণা অর্থ লোম বা পশম। এটি এমন এক সুতোকে বোঝায়, যা কোনো প্রাণীর লোম থেকে তৈরি হয়। জাল: হলো কোনো কিছু ধরার বা আটকানোর জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের জাল। মাকড়সা তার শরীর থেকে যে সুতো বের করে, তা দেখতে অনেকটা লোম বা পশমের মতো পাতলা। এই সুতো দিয়েই মাকড়সা তার শিকার ধরার জন্য জাল তৈরি করে। 'উর্ণাজাল' বাগধারাটি এই বাস্তব চিত্রটিকেই রূপক অর্থে ব্যবহার করে। এটি দিয়ে মাকড়সার জালের সেই সূক্ষ্ম এবং জটিল গঠনকে বোঝানো হয়, যা দেখতে একটি জালের মতোই মনে হয়। এই বাগধারাটি দিয়ে কোনো জটিল বা সূক্ষ্ম কাজকেও বোঝানো হয়, যা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা হয়। প্রহেলিকা অর্থ ধাঁধা, হেঁয়ালি।

৬৩. **'অন্ধকার দেখা' অর্থ-** *[ইসলামী ব্যাংক অফিসার, আরডিএস ২০১৩]* ৬৩. B

A. দুর্লভ বস্তু B. হতবুদ্ধি C. দৃষ্টি শক্তিহীন D. স্বার্থে আঘাত লাগা

ব্যাখ্যা: দুর্লভ বস্তু - আলেয়ার আলো। লেজে পা পড়া - স্বার্থে আঘাত লাগা। আঁতে ঘা লাগা - মনে ব্যথা দেয়া।

৬৪. **'পোঁ ধরা' বাগধারাটির অর্থ হলো-** *[Bangladesh Development Bank LTD. Senior Officer 2017]* ৬৪. A

A. চাটুকার বৃত্তি B. অন্যের দোষ খোঁজা

C. বারবার অনুরোধ করা D. অপরের অনুকরণ করা

*ব্যাখ্যা: **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা** - দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা। **মাছরাঙার কলঙ্ক** - অনেক অপরাধীর মধ্যে কেবল একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা। **ঢাকাই সাক্ষী** - কারো দোষ ঢাকবার জন্য প্রদত্ত বিবৃতি। **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** - একের অপরাধে অপরকে দায়ী করা। **মাছি মারা কেরানি** - অবিকল অনুসরণ/ ভুল ত্রুটির দিকে খেয়াল না রেখে কোন কাজ হুবহু অনুকরণ করা। **ভেড়ার পাল** - অন্ধ অনুকরণ। **গড্ডলিকা প্রবাহ** - অন্ধ অনুকরণ।*

৬৫. **'ঘটিরাম' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?** *[ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার, আরডিএস ২০১৩]* ৬৫. B

A. অলস B. অপদার্থ C. অমানুষ D. অযোগ্য

ব্যাখ্যা: ঘটিরাম শব্দের অর্থ অপদার্থ বা মূর্খ বা অযোগ্য। তবে অপশনে অপদার্থ থাকলে এটিই উত্তর করবেন। এখানে ঘটি অর্থ কলসী, ছোট জল রাখার পাত্র।

Educationblog24.com

৬৬. **বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'গোবর গণেশ'।** *[Petrobangla Upper Division Assistant 2017]*
A. আবর্জনা B. চালাক C. বোকা D. মূর্খ E. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: উদোমাদা - বোকা।
৬৬. D

৬৭. **"বাঘের মাসি" বাগধারাটির অর্থ কী?** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১৩]*
A. ভয়াতুর B. ধনী ব্যক্তি C. গরিব মানুষ D. আরাম প্রিয় ব্যক্তি
ব্যাখ্যা: বিড়ালকে 'বাঘের মাসি' বলা হয়। বিড়াল যেহেতু আরাম প্রিয় তাই আরাম প্রিয় ব্যক্তিদের নির্দেশ করতে 'বাঘের মাসি' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়। টাকার কুমির - ধনী ব্যক্তি। ছা-পোষা - অত্যন্ত গরিব।
৬৭. D

৬৮. **'হাড় জুড়ানো' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[অগ্রনী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১]*
A. স্বস্তি লাভ করা B. মারা যাওয়া
C. বিশ্রাম নেয়া D. আরোগ্য লাভ করা
ব্যাখ্যা: ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া - মারা যাওয়া। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত - মারা যাওয়া। অক্কা পাওয়া - মারা যাওয়া। আয়াস ঘর - বিশ্রাম ঘর।
৬৮. A

৬৯. **'হাত কামড়ানো' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. আফসোস করা B. চিন্তা করা C. আঘাতের হুমকি দেয়া D. বদলা নেয়া
ব্যাখ্যা: অঙ্কুশ তাড়না - অন্তর্গত আঘাত। সাত পাঁচ ভাবা - নানা রকম চিন্তা।
৬৯. A

৭০. **'হাত জোড়া থাকা' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. কর্মব্যস্ত থাকা B. অলস থাকা C. নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া D. চিন্তায় পড়া
ব্যাখ্যা: গোঁফ খেজুরে - নিতান্ত অলস/ অত্যন্ত কুঁড়ে। কূর্ম অবতার - অলস। কুঁড়ের বাদশা - ভয়ানক অলস। ইতুনিদকুঁড়ে - অলস। সাক্ষী গোপাল - ব্যক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক, কর্তৃত্বহীন দর্শকমাত্র। সাত পাঁচ ভাবা - নানা রকম চিন্তা।
৭০. A

৭১. **'কেঁচে গণ্ডূষ' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. বিপজ্জনক পরিণতি B. সীমাবদ্ধ জ্ঞান
C. নিরেট মূর্খ D. নতুন করে আরম্ভ করা
ব্যাখ্যা: কূপমণ্ডূক -সীমাবদ্ধ জ্ঞান। গো-মূর্খ - নিরেট মূর্খ। আস্ত কেউটে - অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক।
৭১. D

৭২. **'খোদার খাসি' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?** *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসর ২০১১]*
A. ধনী ব্যক্তি B. অযাচিত C. ভাবনাচিন্তাহীন D. অত্যন্ত অলস
ব্যাখ্যা: টাকার কুমির- ধনী ব্যক্তি। গোঁফ খেজুরে- অত্যন্ত অলস। অযাচিত- প্রার্থনা করা হয়নি এমন।
৭২. C

৭৩. **'দুধের মাছি' বাগধারাটির সঠিক অর্থ-** *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর ২০১২]*
A. সুসময়ের বন্ধু B. কপট ব্যক্তিত্ব C. শত্রু D. শ্রমবিমুখ
ব্যাখ্যা: বর্ণচোরা আম - কপট ব্যক্তি। চোখের বালি - শত্রু। ননির পুতুল - শ্রমবিমুখ।
৭৩. A

৭৪. **'ফপর দালালি'-এ বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি?** *[পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. ঠোঁট কাটা B. কাণ্ডজ্ঞানহীন
C. গায়ে পড়ে মাতব্বরি D. ধনের অহংকার
ব্যাখ্যা: ঠোঁট কাটা - স্পষ্টবাদী। তালকানা - কাণ্ডজ্ঞানহীন। টাকার গরম - ধনের অহংকার।
৭৪. C

৭৫. **'শকুনি মামা'- এর অর্থ:** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]*
A. কুৎসিত মামা B. সৎ মামা C. কুচক্রী লোক D. পাতানো মামা
৭৫. C

৭৬. **'রুই কাতলা' বলতে বোঝায়-** *[পেট্রোবাংলা, এসিস্টেন্ট ম্যানেজার (এডমিন) ২০১১]*
A. ক্ষমতাশালী ব্যক্তি B. সম্মানিত ব্যক্তি C. পদস্থ ব্যক্তি D. জ্ঞানী ব্যক্তি
ব্যাখ্যা: রাঘব বোয়াল - সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি।
৭৬. A

৭৭. **'উত্তম-মধ্যম' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কো. এসি. ম্যানাজার ২০১১]*
A. ভালো-মন্দ B. ভেদাভেদ C. প্রহার D. বিচক্ষণ
ব্যাখ্যা: ইতর বিশেষ - প্রভেদ বা পার্থক্য/ ভেদাভেদ।
৭৭. C

Educationblog24.com

৭৮. সঠিক অর্থ কোনটি? 'ক-অক্ষর গোমাংস'- [পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১২] ৭৮. C
A. জ্ঞানী ব্যক্তি B. নিরর্থক কথা C. অশিক্ষিত ব্যক্তি D. অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর

৭৯. সঠিক অর্থ কোনটি? 'শাঁখের করাত'- [পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১২] ৭৯. B
A. ভয়ংকর বস্তু B. দুদিকেই বিপদ C. আসন্ন বিপদ D. শুভ সংবাদ
ব্যাখ্যা: শিরে সংক্রান্তি বাগধারাটির অর্থ আসন্ন বিপদ, সমূহ বিপদ। আগুন নিয়ে খেলা বাগধারাটির অর্থ ভয়ংকর বিপদ, বিপদ নিয়ে খেলা। মুখে ফুল চন্দন পড়া - শুভ সংবাদের জন্য ধন্যবাদ।

৮০. 'অনিষ্ট করতে গিয়ে ভাল করা' কে কী বলে? [রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ক্যাশিয়ার ২০১১] ৮০. B
A. ভিজে বেড়াল B. শাপে বর C. কপাল ফেরা D. অদৃষ্টের পরিহাস
ব্যাখ্যা: ভিজে বিড়াল - কপটচারী, নিরীহ। অদৃষ্টের পরিহাস - ভাগ্যের বিড়ম্বনা। কপাল ফেরা - সৌভাগ্য লাভ।

৮১. 'টীকাভাষ্য'- বাগধারাটির অর্থ কী? [সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০] ৮১. D
A. সদালাপ B. অর্থহীন কথা C. সংক্ষিপ্ত আলোচনা D. দীর্ঘ আলোচনা
ব্যাখ্যা: আগড়ম বাগড়ম - অর্থহীন কথা।

৮২. বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'ধর্মের ষাঁড়'- [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৮২. D
A. স্বার্থপর B. সুসময়ের বন্ধু C. বেহায়া D. অকর্মণ্য
ব্যাখ্যা: দু-কান কাটা - নির্লজ্জ, বেহায়া। লক্ষ্মীর বরযাত্রী - সুসময়ের বন্ধু।

৮৩. বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'একচোখা'– [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৮৩. D
A. ধার্মিক B. ভণ্ড সাধু C. প্রাচীনপন্থী D. পক্ষপাতদুষ্ট
ব্যাখ্যা: ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির - অত্যন্ত ধার্মিক। বকধার্মিক - ভণ্ড সাধু।

৮৪. 'পাথরে পাঁচ কিল' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কী? [সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০] ৮৪. A
A. সুখের সময় B. অতিরিক্ত সুবিধা C. সর্বস্বান্ত হওয়া D. ধাক্কা সামলানো

৮৫. 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা' বাগধারাটির অর্থ কী? [রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০] ৮৫. A
A. পরকে আপন করার চেষ্টা B. উপহাস
C. অসময়ে আবির্ভাব D. অকেজো লোক
ব্যাখ্যা: ছেঁড়া চুল: হলো ভাঙা বা এলোমেলো চুল। খোঁপা বাঁধা: হলো চুলকে সুশৃঙ্খলভাবে বেঁধে রাখা। সাধারণত, খোঁপা বাঁধা হয় মসৃণ ও সুন্দর চুল দিয়ে। ছেঁড়া ও জটলা লাগা চুল দিয়ে সুন্দর খোঁপা বাঁধা প্রায় অসম্ভব। যখন কোনো ব্যক্তি এমন কাউকে আপন করার চেষ্টা করে, যার সঙ্গে তার কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক বা বন্ধন নেই, তখন সেই কাজটি 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা' বলে বিবেচিত হয়। এখানে 'ছেঁড়া চুল' হলো সেই ব্যক্তি, যার সঙ্গে কোনো বন্ধন নেই, এবং 'খোঁপা বাঁধা' হলো সেই কঠিন প্রচেষ্টা, যা দিয়ে তাকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অকাল বোধন - অসময়ে আবির্ভাব। ষাঁড়ের গোবর - অকেজো বা অকর্মণ্য মানুষ।

৮৬. 'সৌভাগ্যের বিষয়' কথাটি কোন বাগধারা দিয়ে বুঝানো হয়েছে? [উত্তরা ব্যাংক লি. এসিস্টেন্ট অফিসার (ক্যাশ) ২০১১] ৮৬. D
A. কেউকেটা B. শাপে বর C. ব্যাঙের আধুলি D. একাদশে বৃহস্পতি
ব্যাখ্যা: কেউকেটা - সামান্য। শাপে বর - অনিষ্টে ইষ্ট লাভ, অকল্যাণ থেকে কল্যাণ। ব্যাঙের আধুলি - সামান্য সম্পদ, সামান্য ধনে অহঙ্কার।

৮৭. 'চক্ষুদান'- এর ব্যঙ্গার্থ কোনটি? [রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৮৭. A
A. চুরি B. চক্ষুলজ্জা C. পরের উপকার D. দৃষ্টিশক্তি দান

৮৮. 'ঘাটের মরা' বাগধারাটির অর্থ- [অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৮৮. B
A. দুর্বল B. অতি বৃদ্ধ C. সদ্য মৃত D. ফেলনা
ব্যাখ্যা: উনপাঁজুরে - হতভাগ্য, অপদার্থ, দুর্বল।

৮৯. 'ভাগ্যের দোহাই দেওয়া' বাগধারাটির সমার্থক কোনটি? [অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৮৯. A
A. কপালে হাত দেওয়া B. হাতে মাথা কাটা
C. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা D. হাত কামড়ানো
ব্যাখ্যা: হাত কামড়ানো - আফসোস করা। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা - হেলায় সুযোগ নষ্ট করা।

Educationblog24.com

৯০. **কোনটির অর্থ ভিন্ন?** *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. মণিকাঞ্চন যোগ B. আদায় কাঁচকলায় C. সোনায় সোহাগা D. আমদুধে মেশা
ব্যাখ্যা: মণিকাঞ্চন যোগ, সোনায় সোহাগা, আমদুধে মেশা বাগধারার অর্থ উপযুক্ত মিলন। আদায় কাঁচকলায় বাগধারাটির অর্থ শত্রুভাবাপন্ন, তিক্ত সম্পর্ক।
৯০. B

৯১. **কোন বাগধারাটি 'দুর্বল' অর্থ প্রকাশক** - *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]*
A. অকাল কুষ্মাণ্ড B. গোবর গণেশ C. ঊনপাঁজুরে D. কূপমণ্ডূক
ব্যাখ্যা: অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ। গোবর গণেশ - অকর্মণ্য। কূপমণ্ডূক - সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন।
৯১. C

৯২. **'শ্রীঘর' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার/অফিসার ২০১১]*
A. আমার প্রিয় ঘর B. সুন্দর বসার স্থান
C. সাজানো গোছানো ঘর D. জেলখানা
ব্যাখ্যা: 'শ্রীঘর' এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ জেলখানা বা বন্দিশালা। আয়াস ঘর – বিশ্রাম ঘর।
৯২. D

৯৩. **'তাল পাতার সেপাই'** - *[পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]*
A. অত্যন্ত ভদ্র B. পক্ষপাতদুষ্ট C. অতিশয় দুর্বল D. অত্যন্ত আদুরে
ব্যাখ্যা: এক চোখা – পক্ষপাত দুষ্ট। ব্রজের গোপাল - আদুরে এবং অকর্মণ্য ছেলে।
৯৩. C

৯৪. **'সাপে নেউলে'** - *[পূবালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]*
A. শত্রুতা B. বন্ধুত্ব C. অতিশয় ভালো সম্পর্ক D. মহাবিপদ
ব্যাখ্যা: শিরে সংক্রান্তি বাগধারার অর্থ - আসন্ন বিপদ, উপস্থিত মহাবিপদ, সামনেই বিপদ।
৯৪. A

৯৫. **'সাপের পাঁচ পা দেখা' - বাগধারাটির অর্থ কী?** *[সিটি ব্যাংক লি. এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১২]*
A. আবোল তাবোল B. অর্থহীন কথা C. খারাপ ব্যক্তি D. দর্প
ব্যাখ্যা: 'সাপের পাঁচ পা দেখা' - অহংকার বোধ করা; দর্প অর্থ অহঙ্কার, দম্ভ। অগড়-বগড়, অগড়ম-বগড়ম বাগধারার অর্থ অর্থহীন বা আবোলতাবোল কথা, পাগলের প্রলাপ। বর্ণচোরা আম – কপট বা খারাপ ব্যক্তি।
৯৫. D

৯৬. **'আদিখ্যেতা' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[স্টান্ডার্ড ব্যাংক লি. এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১২]*
A. মারা যাওয়া B. না জেনে কিছু করা C. অপদার্থ D. ন্যাকামি
ব্যাখ্যা: অক্কা পাওয়া - মারা যাওয়া। অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ।
৯৬. D

৯৭. **কোন শব্দটি 'সক্রিয় হওয়া' অর্থ জ্ঞাপক?** *[রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]*
A. ঠোঁট কাটা B. লাইন ধরা C. ঔষধ ধরা D. গোঁ ধরা
ব্যাখ্যা: ঠোঁট কাটা - কাউকে কোনো কিছু বলতে দ্বিধাবোধ করে না এমন, স্পষ্টবক্তা বা স্পষ্টবাদী। গোঁ করা, গোঁ ধরা - জিদ করা, জিদ ধরা।
৯৭. C

৯৮. **'আমড়া গাছের ঢেঁকি' বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে–** *[কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১১]*
A. জ্ঞানী B. অপদার্থ C. চোর D. মিথ্যাবাদী
৯৮. B

৯৯. **'হাতের পাঁচ'** - *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, অফিসার ২০১১]*
A. নিকট জন B. শেষ সম্বল C. পরমাত্মীয় D. অধিক সম্পদ
ব্যাখ্যা: পরমাত্মীয় অর্থ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধীয়।
৯৯. B

১০০. **'ছাই চাপা আগুন' কোন অর্থ প্রকাশ করে?** *[রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. গোপন গুণ B. বদ মেজাজ C. গোপন দোষ D. মন্দ ভাগ্য
ব্যাখ্যা: ধামা চাপা দেওয়া- স্থগিত বা গোপন করা। কানাঘুষা - গোপন রটনা। অন্ধিসন্ধি - ফাঁকফোকর, গোপন তথ্য। অন্তর টিপুনি - গোপন ইশারা / গোপন ব্যথা। ইঁদুর কপালে - নিতান্ত মন্দভাগ্য।
১০০. A

PSC & Others MCQ Solution

১০১. **কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক?** *[বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন; সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা - ২০২৫]*
ক. অহি-নকুল খ. উত্তম-মধ্যম গ. আদায়-কাঁচকলায় ঘ. সাপে-নেউলে
ব্যাখ্যা: উত্তম-মধ্যম বাগধারাটির অর্থ প্রহার করা বা মারধর করা। অহি-নকুল, আদায়-কাঁচকলায়, সাপে-নেউলে বাগধারাগুলোর অর্থ ভীষণ শত্রুতা।
১০১. খ

Educationblog24.com

১০২. **'গড্ডলিকা প্রবাহ' এর প্রকৃত অর্থ কী?** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. অন্ধ অনুকরণ খ. কাণ্ডজ্ঞানহীন গ. প্রবাহিত ঘ. আলসেমি
ব্যাখ্যা: বাহাত্তরে ধরা - কাণ্ডজ্ঞানহীন। গদাই লস্করি চাল - আলসেমি। প্রবাহিত - বয়ে যাওয়া।

১০২. ক

১০৩. **'অরণ্যে রোদন' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. বনে কান্না খ. বনের কান্না গ. পাগলের প্রলাপ ঘ. নিষ্ফল আবেদন
ব্যাখ্যা: অগড়-বগড়/অগড়ম-বগড়ম - পাগলের প্রলাপ। আর পাগলের প্রলাপ মানে এলোমেলো বা অর্থহীন কথা বলা।

১০৩. গ

১০৪. **'কাপুড়ে বাবু' এর অর্থ কোনটি?** *[বন অধিদপ্তর; প্রহরী - ২০২৫]*
ক. অসম্ভব বস্তু খ. সুখে থাকা গ. বাহ্যিক সভ্য ঘ. দলপতি
ব্যাখ্যা: বাঘের দুধ - অসম্ভব বস্তু; দুধে ভাতে থাকা - খেয়ে-পড়ে সুখে থাকা; পালের গোদা - দলপতি।

১০৪. গ

১০৫. **'গদাই লস্করি চাল' এর অর্থ কী?** *[বন অধিদপ্তর; প্রহরী - ২০২৫]*
ক. নিতান্ত অলস খ. নির্জীব গ. আলসেমি ঘ. বিশৃঙ্খলা
ব্যাখ্যা: গোঁফ খেজুরে - নিতান্ত অলস; কাঠের পুতুল - নির্জীব; আধা খেঁচড়া - বিশৃঙ্খলা।

১০৫. গ

১০৬. **'লেফাফা দুরস্ত' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[PSC; সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২৫]*
ক. পরিশিষ্ট খ. পরিবীক্ষণ গ. পরিপাটি ঘ. পরিতাপ
ব্যাখ্যা: পরিশিষ্ট - কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধের অতিরিক্ত অংশ; অবশিষ্ট অংশ। পরিবীক্ষণ - পর্যবেক্ষণ করা। পরিতাপ - দুঃখ, আফসোস।

১০৬. গ

১০৭. **'তাসের ঘর' বাগধারার অর্থ কী?** *[প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; ক্যাশিয়ার - ২০২৫]*
ক. ক্ষণস্থায়ী বস্তু খ. তাস খেলার ঘর
গ. তাস রাখার ঘর ঘ. তাস দিয়ে তৈরি ঘর

১০৭. ক

১০৮. **'জিলাপীর প্যাঁচ' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; ক্যাশিয়ার - ২০২৫]*
ক. প্যাঁচানো খ. জটিল গ. কুটিল ঘ. কলহপ্রিয়
ব্যাখ্যা: খিচুড়ি পাকানো - জটিল করা। কলহপ্রিয় হলো যে ব্যক্তি ঝগড়া করতে ভালোবাসে। এখানে কলহ অর্থ ঝগড়া, বিবাদ।

১০৮. গ

১০৯. **'অবরে সবরে' বাগধারার অর্থ নিচের কোনটি?** *[NSI; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. অস্পষ্ট ধারণা খ. অপদার্থ গ. কালে-ভদ্রে ঘ. গোপন চক্রান্ত
ব্যাখ্যা: অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ।

১০৯. গ

১১০. **'আষাঢ়ে গল্প' বাগধারার অর্থ কী?** *[NSI; ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]*
ক. আষাঢ় মাসের গল্প খ. মজার গল্প
গ. আজগুবি গল্প ঘ. বৃষ্টির গল্প

১১০. গ

১১১. **'চাঁদের হাট' কথাটির অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; ৩য় শ্রেণি - ২০২৫]*
ক. পূর্ণিমা রাত খ. জ্যোৎস্না
গ. আনন্দের প্রাচুর্য ঘ. কচিকাঁচার মেলা

১১১. গ

১১২. **'সাক্ষী গোপাল' অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; ৩য় শ্রেণি - ২০২৫]*
ক. সক্রিয় দর্শক খ. কর্তব্যবিমুখ গ. কর্তব্যপরায়ণ ঘ. নিষ্ক্রিয় দর্শক

১১২. ঘ

১১৩. **'দশাসই' শব্দের অর্থ-** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. লিকলিকে খ. লম্বা-চওড়া গ. মন্দভাগ্য ঘ. মোটাসোটা
ব্যাখ্যা: দশা (দশ): অর্থ হলো দশ বা দশগুণ। সই: অর্থ সওয়া বা সহনশীল। এই দুটি শব্দ মিলে দশাসই শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'দশগুণ সহ্য করতে পারে এমন'। দশাসই দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে দৈহিকভাবে এতটাই শক্তিশালী যে সে যেকোনো চাপ বা কষ্ট সহ্য করতে পারে। এই শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য লম্বা-চওড়া এবং মোটাসোটা উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। অপশনে দুটি থাকলে 'লম্বা-চওড়া' উত্তর দিবেন। লিকলিকে - দীর্ঘকায় ও কৃশ; পোড়া কপালে - দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য।

১১৩. খ, ঘ

Educationblog24.com

১১৪. **'মুখচোরা' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কি?** *[উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ১১৪. ক

ক. লাজুক খ. ভীরু গ. সংযত ঘ. নিশ্চুপ

১১৫. **'সর্বনাশ' বোঝাতে কোন বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়?** *[সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫]* ১১৫. ক

ক. ভরাডুবি খ. মগের মুল্লুক গ. পুকুর চুরি ঘ. বালির বাঁধ

ব্যাখ্যা: মগের মুল্লুক - অরাজকতা; পুকুর চুরি - বড় রকম চুরি; বালির বাঁধ - ক্ষণস্থায়ী।

১১৬. **নিচের কোন বাগধারাটি ভিন্ন অর্থ বহন করে?** *[সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫]* ১১৬. গ

ক. সুখের পায়রা খ. দুধের মাছি

গ. অমাবস্যার চাঁদ ঘ. বসন্তের কোকিল

ব্যাখ্যা: অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু। সুখের পায়রা, দুধের মাছি, বসন্তের কোকিল - সুসময়ের বন্ধু।

১১৭. **'উজানের কৈ' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; জুনিয়র অফিসার - ২০২৪]* ১১৭. গ

ক. শক্ত প্রাণ খ. হালকা মেজাজ

গ. সহজলভ্য ঘ. সর্বত্র নিয়োজিত

১১৮. **'দৃঢ় সংকল্প' এর অর্থ কোন বাগধারার মধ্যে রয়েছে?** *[পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি; জুনিয়র হিসাব সহকারী - ২০২৪]* ১১৮. খ

ক. একচোখা খ. এক কথার মানুষ গ. উড়নচণ্ডী ঘ. কংস মামা

ব্যাখ্যা: একচোখা - পক্ষপাতদুষ্ট; উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী; কংস মামা - নির্মম আত্মীয়/ নিকটজনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী।

১১৯. **নিচের কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ১১৯. গ

ক. মণিকাঞ্চন যোগ খ. সোনায় সোহাগা

গ. আদায়-কাঁচকলায় ঘ. আমে দুধে মেলা

ব্যাখ্যা: আদায়-কাঁচকলায় - ভীষণ শত্রুতা। মণিকাঞ্চন যোগ, সোনায় সোহাগা, আমে দুধে মেলা - উপযুক্ত মিলন।

১২০. **'আমল দেয়া' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ১২০. গ

ক. বিচার করা খ. অগ্রাহ্য করা

গ. গুরুত্ব দেয়া ঘ. পুণ্য কাজ করা

ব্যাখ্যা: আমল: শাসনকাল, রাজত্ব বা প্রভাব। দেওয়া: অর্থ হলো দেওয়া বা প্রদান করা। মধ্যযুগে এবং বিশেষ করে মুসলিম শাসনকালে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাব বা ক্ষমতাকে তার 'আমল' দিয়ে বিচার করা হতো। একজন আমলদার বা প্রভাবশালী ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত বা মনোযোগ দিত, তখন সেই বিষয়টি গুরুত্ব পেত। তাই, কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বা গুরুত্ব প্রদান করাকে 'আমল দেওয়া' বলা হতো। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো যে, সেই বিষয়টি এখন একজন ক্ষমতাশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নজর পেয়েছে।

১২১. **'আকাশ ভেঙ্গে পড়া' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ; রিডার কাম মেসেঞ্জার - ২০২৪]* ১২১. ক

ক. হঠাৎ বিপদ হওয়া খ. আশ্চর্য হওয়া

গ. মন্দ ভাগ্য ঘ. কঠিন পরীক্ষা

ব্যাখ্যা: ইঁদুর কপালে - মন্দ ভাগ্য। তাক লাগা - আশ্চর্য হওয়া। অগ্নি পরীক্ষা - কঠিন পরীক্ষা।

১২২. **শিরে সংক্রান্তি -** *[পেট্রোবাংলা; পদ: সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ১২২. গ

ক. মাথায় বোঝা খ. সুখের সময় গ. আসন্ন বিপদ ঘ. সংক্রামক

ব্যাখ্যা: পাথরে পাঁচ কিল - সুখের সময়। সংক্রামক - যা একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; ছোঁয়াচে।

১২৩. **'মন না মতি' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর অফিস সহকারী - ২০২৪]* ১২৩. ঘ

ক. অরাজক খ. অপদার্থ গ. মূল্যবান ঘ. অস্থির মানব মন

ব্যাখ্যা: মগের মুল্লুক, মাৎস্যন্যায় - অরাজকতা; বুদ্ধির ঢেঁকি, ঘটিরাম - অপদার্থ।

Educationblog24.com

১২৪. 'নদের চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ কী? *[১৮তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল/সমপর্যায় ০১) - ২০২৪]*
ক. অতি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু খ. অহমিকাপূর্ণ নির্গুণ ব্যক্তি
গ. অদৃষ্টের পরিহাস ঘ. বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি
১২৪. খ

১২৫. 'যার কোনো মূল্য নেই' সমার্থক বাগধারা কোনটি? *[১৮ তম নিবন্ধন; - ২০২৪]*
ক. ডাকাবুকো খ. তুলসী বনের বাঘ
গ. কাঠের পুতুল ঘ. ঢাকের বায়া
ব্যাখ্যা: ঢাকের বায়া বাগধারাটির অর্থ মূল্যহীন / অপ্রয়োজনীয়। ডাকাবুকো - দুরন্ত, নির্ভীক। তুলসী বনের বাঘ - ভণ্ড। কাঠের পুতুল - জড় পদার্থ।
১২৫. ঘ

১২৬. 'আমড়াগাছি করা' কী বুঝাতে ব্যবহার করা হয়? *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল পর্যায় ০২) - ২০২৪]*
ক. অযথা তর্ক করা খ. অযথা রাগারাগি করা
গ. অযথা তোষামোদ ঘ. অযথা আলসেমি করা
১২৬. গ

১২৭. 'আকাশ কুসুম' বাগধারাটির অর্থ কী? *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (কলেজ পর্যায়) - ২০২৪]*
ক. আকাঙ্ক্ষিত বস্তু খ. অপ্রত্যাশিত
গ. প্রচুর ব্যবধান ঘ. অসম্ভব কল্পনা
ব্যাখ্যা: আকাশ থেকে পড়া - অপ্রত্যাশিত। আকাশ পাতাল - প্রচুর ব্যবধান।
১২৭. ঘ

১২৮. বাগধারা অতীতকালের কোন ঘটনার স্মারক? *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪]*
ক. আর্থ-সামাজিক খ. ভূ-রাজনৈতিক
গ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘ. সামাজিক-মানসিক
১২৮. গ

১২৯. 'শিরে-সংক্রান্তি' বাগধারাটির অর্থ- *[বস্ত্র অধিদপ্তর; অফিস সহায়ক - ২০২৪]*
ক. মাথায় বোঝা খ. বিগত বিপদ গ. মহাবিপদ ঘ. আসন্ন বিপদ
১২৯. ঘ

১৩০. 'গোড়ায় গলদ' বাগধারাটির অর্থ কী? *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ; পোস্টম্যান - ২০২৪]*
ক. বেশি ভুল খ. শুরুতে ভুল গ. ভুল জিনিস ঘ. অল্প ভুল
১৩০. খ

১৩১. কোন বাগধারাটির অর্থ ভিন্ন? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সুপারিনটেনডেন্ট - ২০২৪]*
ক. অহিনকুল সম্বন্ধ খ. আদায় কাঁচকলায়
গ. ঢাকের কাঠি ঘ. দা-কুমড়া
ব্যাখ্যা: অহিনকুল সম্বন্ধ, আদায় কাঁচকলায়, দা-কুমড়া - শত্রুতা। ঢাকের কাঠি - তোষামুদে।
১৩১. গ

১৩২. 'কাছাটিলা' বাগধারাটির অর্থ কী? *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী এনফোর্সমেন্ট - ২০২৪]*
ক. বেহায়া খ. ভণ্ড গ. কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘ. অসাবধান
ব্যাখ্যা: দু-কান কাটা - নির্লজ্জ, বেহায়া। তালকানা - কাণ্ডজ্ঞানহীন। তুলসী বনের বাঘ - ভণ্ড।
১৩২. ঘ

১৩৩. 'গাছ পাথর' বাগধারাটির অর্থ কী? *[বেবিচক; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৪]*
ক. ভূমিকা করা খ. বাড়াবাড়ি করা গ. কাজকারবার করা ঘ. হিসাব নিকাশ
ব্যাখ্যা: গৌরচন্দ্রিকা - ভূমিকা করা। আঠারো আনা - বাড়াবাড়ি করা।
১৩৩. ঘ

১৩৪. 'ভূষণ্ডির কাক' - কথাটির অর্থ কী? *[রাজউক; ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪]*
ক. ষড়যন্ত্রকারী খ. দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণ
গ. দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ঘ. অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি
১৩৪. গ

১৩৫. 'জগদ্দল পাথর' - বাগধারাটির অর্থ কী? *[রাজউক; ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪]*
ক. অমূল্য বস্তু খ. জটিল অবস্থা গ. গুরুভার ঘ. নিন্দিত
ব্যাখ্যা: খিচুড়ি পাকানো বাগধারার অর্থ জটিল করা।
১৩৫. গ

১৩৬. 'গোকুলের ষাঁড়' অর্থ- *[সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); প্রভাষক - ২০২৩]*
ক. জ্ঞানী খ. ধূর্ত গ. ভবঘুরে ঘ. অপদার্থ
ব্যাখ্যা: ধূর্ত অর্থ চতুর, ধড়িবাজ, শঠ। অকাল-কুষ্মাণ্ডের ব্যঙ্গার্থ হলো অপদার্থ।
১৩৬. গ

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১৩৭. **'ষোলকলা' অর্থ-** *[বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; নিরাপত্তা অপারেটর - ২০২৪]*
ক. এক টাকা খ. সম্পূর্ণ গ. সুন্দর কলা ঘ. ষোলটি কলা
১৩৭. খ

১৩৮. **'হালে পানি পাওয়া'- এর অর্থ** *[পিএসসি; সহকারী কাস্টোডিয়ান - ২০২৩]*
ক. বিপদে পড়া খ. বিপদমুক্ত হওয়া গ. বিপদাপন্ন ঘ. বিপদে ধৈর্য ধরা
ব্যাখ্যা: আতান্তরে পড়া - বিপদে পড়া। বুক বাঁধা - বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।
১৩৮. খ

১৩৯. **কোন বাগধারাটির অর্থ 'বেহায়া'?** *[জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো; অফিস সহায়ক ২০২৩]*
ক. চিনির বলদ খ. কান কাটা গ. জিলাপির প্যাঁচ ঘ. ঠোঁট-কাটা
ব্যাখ্যা: চিনির বলদ - ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়। জিলাপির প্যাঁচ - কুটিলতা।
১৩৯. খ,ঘ

১৪০. **'কাকনিদ্রা' শব্দটির অর্থ কী?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; উচ্চমান সহকারী ২০২৩]*
ক. যার শুধু ঘুম খ. অনিষ্ট চিন্তা গ. অগভীর সতর্ক ঘুম ঘ. কপট চিন্তা
১৪০. গ

১৪১. **'আষাঢ়ে গল্প' বলতে কী বোঝায়?** *[বেবিচক; উচ্চমান হিসাব সহকারী - ২০২৩]*
ক. আষাঢ় মাসের গল্প খ. বৃষ্টির গল্প
গ. গাঁজাখুরি গল্প ঘ. সঠিক গল্প
১৪১. গ

১৪২. **নিচের কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক?** *[বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; নিম্নমান হিসাব সহকারী - ২০২৩]*
ক. আদায়-কাঁচকলায় খ. দা-কুমড়া গ. রুই-কাতলা ঘ. অহি-নকুল
ব্যাখ্যা: আদায়-কাঁচকলায়, দা-কুমড়া, অহি-নকুল বাগধারাগুলোর অর্থ শত্রুতা। রুই-কাতলা - ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।
১৪২. গ

১৪৩. **'বর্ণচোরা' বাগধারাটির অর্থ হলো-** *[বেবিচক; এরোড্রাম সহকারী/সহকারী প্রকৌশলী - ২০২৩]*
ক. পাকা আম খ. কপটচারী গ. ভণ্ড সাধু ঘ. কপটহীন ব্যক্তি
ব্যাখ্যা: বক ধার্মিক - ভণ্ড সাধু।
১৪৩. খ

১৪৪. **'অকাল কুষ্মাণ্ড' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?** *[বেবিচক; সহকারী প্রকৌশলী - ২০২৩]*
ক. অকর্মা খ. বোকা গ. মূর্খ ঘ. কর্মবিমুখ
ব্যাখ্যা: উদোমাদা - বোকা। গোবর গণেশ - মূর্খ। ননীর পুতুল - কর্মবিমুখ।
১৪৪. ক

১৪৫. **'মাছের মা' বাগধারাটির অর্থ-** *[বেবিচক; এরোড্রাম সহকারী/সহকারী প্রকৌশলী - ২০২৩]*
ক. নীতিহীন খ. নিষ্ঠুর গ. কঠোর ঘ. অত্যাচারী
১৪৫. খ

১৪৬. **'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারাটির অর্থ -** *[বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন, সিনিয়র স্টাফ নার্স - ২০২৩]*
ক. বাড়তি বোঝা খ. রূপের মোহ গ. ভূমিকা ঘ. ফিটফাট
ব্যাখ্যা: চোখের নেশা - রূপের মোহ। কেতাদুরস্ত - পরিপাটি, ফিটফাট।
১৪৬. গ

১৪৭. **'সাপের পাঁচ পা দেখা' প্রবাদটির অর্থ কী?** *LGED; পদ: কার্যসহকারী - ২০২৩]*
ক. ভয় পাওয়া খ. চোখে অন্ধকার দেখা
গ. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা ঘ. অহংকার করে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা।
ব্যাখ্যা: চোখে অন্ধকার দেখা - বিপদে দিশেহারা।
১৪৭. ঘ

১৪৮. **'হাড় হাভাতে' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?** *[LGED; পদ: কার্যসহকারী - ২০২৩]*
ক. হতভাগ্য খ. ক্ষুধার্ত গ. রোগা ঘ. দরিদ্র
ব্যাখ্যা: তালপাতার সেপাই - অতিশয় দুর্বল বা রোগা।
১৪৮. ক

১৪৯. **"ছা-পোষা" বাগধারাটির অর্থ কী?** *[LGED; পদ: কার্যসহকারী - ২০২৩]*
ক. অত্যন্ত গরীব খ. সামান্য ব্যক্তি গ. খুব অলস ঘ. চাটুকার
ব্যাখ্যা: ইতুনিদকুঁড়ে - অলস। খয়ের খাঁ - চাটুকার। আদাড়ের হাঁড়ি - সামান্য লোক/ অনাদৃত ব্যক্তি।
১৪৯. ক

১৫০. **'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগধারার অর্থ কী?** *[বিমান বাংলাদেশ এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট - ২০২৩]*
ক. জীর্ণশীর্ণ লোক খ. মিশিয়ে ফেলা
গ. সব পক্ষের মন যুগিয়ে চলা ঘ. পুঁথিগত বিদ্যা
ব্যাখ্যা: ঝরাপাতা - জীর্ণশীর্ণ লোক। পুঁথিগত বিদ্যা - কেবল বই থেকে শেখা বিদ্যা যা কাজে লাগে না।
১৫০. গ

Educationblog24.com

ফর্মা - ১৩ ব্যাক টু ব্যাক

Educationblog24.com

১৫১. নিচের কোন বাগধারা 'পটোল তোলা' বাগধারার সমার্থক? *[বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC); পদ: জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর - ২০২৩]* ১৫১. গ

ক. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ খ. ভবভূতির পথে
গ. ভবলীলা সাঙ্গ ঘ. পরের ধনে পোদ্দারি

ব্যাখ্যা: ভবলীলা সাঙ্গ এবং পটোল তোলা বাগধারার অর্থ মারা যাওয়া। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ - অপব্যয়। পরের ধনে পোদ্দারি - অন্য লোকের টাকাপয়সা রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে নিজেই তার মালিকের মতো আচরণ করা।

১৫২. 'হাত টান' বাগধারাটির অর্থ - *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; পদ: হিসাব সহকারী - ২০২৩]* ১৫২. খ

ক. কৃপণ স্বভাব খ. চুরির অভ্যাস গ. লম্বা হাত ঘ. টাকার অভাব

ব্যাখ্যা: হাত-ভারী – কৃপণ।

১৫৩. 'কেতাদুরস্ত' বাগধারাটির অর্থ কী? *[মেডিকেল টেকনিশিয়ান নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৩]* ১৫৩. গ

ক. ঘরকুনো খ. নিতান্ত অলস গ. পরিপাটি ঘ. সামান্য

ব্যাখ্যা: কেউকেটা - সামান্য। কূপমণ্ডূক - ঘরকুনো। গোঁফ খেজুরে - নিতান্ত অলস।

১৫৪. 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারাটির অর্থ কী? *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; পদ: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট - ২০২৩]* ১৫৪. ঘ

ক. বেশি কথা বলা খ. পূর্ণচন্দ্র গ. অর্ধচন্দ্র ঘ. ভূমিকা

ব্যাখ্যা: বেশি কথা বলা লোককে বাচাল বলে। পূর্ণচন্দ্র অর্থ পূর্ণিমার চাঁদ। অর্ধচন্দ্র - গলা ধাক্কা দেয়া।

১৫৫. 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারার অর্থ কী? *[মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী - ২০২৩]* ১৫৫. গ

ক. গুরুচণ্ডালী খ. যবনিকা গ. ভূমিকা ঘ. অনুশীলন

ব্যাখ্যা: যবনিকা অর্থ পর্দা, রঙ্গমঞ্চের পটাবরণ। গুরুচণ্ডালী অর্থ সাধুভাষার সাথে কথ্য ভাষার ব্যবহাররূপ দোষ।

১৫৬. 'ঊনপঞ্চাশ বায়ু' বাগধারাটির অর্থ কী? *[পোস্টমাস্টার জেনারেল কার্যালয়, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী; পদ: পোস্টাল অপারেটর - ২০২৩]* ১৫৬. খ

ক. সৌভাগ্যবান খ. পাগলামি গ. সুসময় ঘ. সহজলভ্য

ব্যাখ্যা: লগন চাঁদা - সৌভাগ্য। একাদশে বৃহস্পতি - সুসময়। উজানের কৈ - সহজলভ্য।

১৫৭. 'পঞ্চমুখ' কথাটির অর্থ - *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন; প্রমোশন অফিসার - ২০২৩]* ১৫৭. ঘ

ক. নিন্দা বাক্য খ. পঞ্চমুখের সমাহার গ. বহুমুখী প্রতিভা ঘ. প্রশংসায় মুখরিত হওয়া

১৫৮. 'শ্রমবিমুখ' অর্থ কোন বাগধারার মধ্যে রয়েছে? *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন; পদ: এজুটেনশন অফিসার / প্রমোশন অফিসার - ২০২৩]* ১৫৮. খ

ক. আমড়া কাঠের ঢেঁকি খ. ননীর পুতুল
গ. খয়ের খাঁ ঘ. ঠোঁট কাটা

ব্যাখ্যা: আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অকেজো। খয়ের খাঁ - তোষামোদকারী। ঠোঁট কাটা - স্পষ্টবাদী।

১৫৯. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগধারার অর্থ কী? *LGED; অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৩]* ১৫৯. ঘ

ক. নির্ভীক খ. অপদার্থ গ. শক্তিশালী ঘ. ভণ্ড

ব্যাখ্যা: ডাকাবুকো - নির্ভীক। কচু বনের কালাচাঁদ - অপদার্থ।

১৬০. 'খেউর গাওয়া' বাগধারার অর্থ কী? *[সমবায় অধিদপ্তর; পদ: সহকারী পরিদর্শক - ২০২৩]* ১৬০. খ

ক. প্রলাপ করা খ. গালাগালি করা
গ. প্রশংসা করা ঘ. এক ধরনের গান

ব্যাখ্যা: খেউর: এটি হলো এক ধরনের লোকগান, যা সাধারণত অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ ভাষায় লেখা হতো। এই গানগুলো সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিন্দা বা ব্যঙ্গ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। গাওয়া: অর্থ হলো গান গাওয়া। প্রাচীনকালে, গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন উৎসবে এক ধরনের গান গাওয়া হতো, যা 'খেউর' নামে পরিচিত ছিল। এই গানগুলো ছিল এক ধরনের কৌতুকপূর্ণ বা ব্যঙ্গাত্মক গান, যেখানে শিল্পীরা একে অপরকে অশ্লীল বা গালাগালিপূর্ণ কথা দিয়ে আক্রমণ করতেন। এই ধরনের গানকে 'খেউর গাওয়া' বলা হতো। এই বাগধারাটি সেইসব কথাকে বোঝানো হয়, যা অশ্লীলতা এবং গালাগালিতে ভরা। যখন কোনো ব্যক্তি অপ্রীতিকর বা অশ্লীল কথা বলে, তখন তার সেই আচরণকে 'খেউর গাওয়া' বলা হয়। প্রলাপ অর্থ অর্থহীন কথা। পিঠ চাপড়ানো – প্রশংসা করে উৎসাহ দেয়া। পঞ্চমুখ – প্রশংসায় মুখরিত হওয়া। আমড়াগাছি করা - তোষামোদ করা/ প্রশংসা করা।

Educationblog24.com

১৬১. 'লেফাফা দুরস্ত' বাগধারায় 'লেফাফা' এর আভিধানিক অর্থ কী? *[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED); পদ: কমিউনিটি অর্গানাইজার - ২০২৩]* ১৬১. খ

ক. পোশাক খ. খাম গ. লেপা ঘ. ফাঁপা

ব্যাখ্যা: লেফাফা শব্দের অর্থ মোড়ক, এনভেলাপ বা কাগজের খাম। লেপা অর্থ আবৃত করা, ঢাকা। ফাঁপা অর্থ স্ফীত হওয়া, ফুলে উঠা।

১৬২. 'স্বখাত সলিল' বাগধারাটির অর্থ কী? *[পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পদ: পোস্টাল অপারেটর - ২০২৩]* ১৬২. খ

ক. বিনা দোষে শাস্তি পাওয়া খ. স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করা

গ. গভীরে যাওয়া ঘ. দুঃখে কষ্টে পড়া

১৬৩. 'কেষ্ট বিষ্টু' এর অর্থ কী? *[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কমিউনিটি অর্গানাইজার - ২০২৩]* ১৬৩. ঘ

ক. প্রণাম খ. উভয় সংকট গ. লণ্ড-ভণ্ড ঘ. গণ্যমান্য

ব্যাখ্যা: প্রণাম অর্থ হস্ত বা মস্তক দ্বারা গুরুজনের চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন। লণ্ড-ভণ্ড অর্থ বিপর্যস্ত, তছনছ। উভয় সংকট বাগধারাটির অর্থ দুদিকেই বিপদ।

১৬৪. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' - বাগধারাটির সঠিক অর্থ হচ্ছে - *[পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী; পদ: উচ্চমান সহকারী - ২০২২]* ১৬৪. ক

ক. ভঙ্গুর খ. চাপের মুখে ভেঙ্গে যায়

গ. একতরফা ঘ. কোন বাধ্যবাধকতা নেই

১৬৫. 'পত্রপাঠ' বাগধারাটির অর্থ কী? *[১৭তম নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) - ২০২২]* ১৬৫. গ

ক. গোপন চুক্তি খ. বৃহৎ ব্যাপার গ. অবিলম্ব ঘ. দীর্ঘস্থায়ী

ব্যাখ্যা: সপ্তকাণ্ড রামায়ণ - বৃহৎ ব্যাপার। এলাহি কাণ্ড - বিরাট, বৃহৎ ব্যাপার। আষাঢ়ান্ত বেলা - দীর্ঘস্থায়ী সময়।

১৬৬. কোন বাগধারাটির অর্থ 'কপট'? *[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; পদ: সহকারী তথ্য কর্মকর্তা - ২০২২]* ১৬৬. খ

ক. মেনিমুখো খ. ভিজে বেড়াল গ. ভূষণ্ডির কাক ঘ. ভালুক জ্বর

ব্যাখ্যা: মেনিমুখো - সলজ্জ, লাজুক। ভূষণ্ডির কাক - দীর্ঘায়ু ব্যক্তি। ভালুক জ্বর - ক্ষণস্থায়ী জ্বর।

১৬৭. 'কার্যে বিরতি' অর্থে কোন বাগধারাটি প্রযোজ্য? *[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২০, পদ: সহকারি শিক্ষক (১ম পর্যায়), ২০২২]* ১৬৭. খ

ক. হাত করা খ. হাত গুটানো গ. হাত থাকা ঘ. হাত আসা

ব্যাখ্যা: হাত গুটানো অর্থ কোন কাজ শেষ করা বা সমাপ্তি করা। আর 'কার্য বিরতি' শব্দ দ্বারা কাজ সমাপ্ত করাকেই বোঝানো হয়েছে। হাত করা - আয়ত্ত করা। হাত থাকা - ক্ষমতা বা প্রভাব থাকা। হাত আসা - অভ্যস্ত হওয়া।

১৬৮. 'খণ্ড প্রলয়' প্রবাদটির প্রায়োগিক অর্থ - *[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২২]* ১৬৮. গ

ক. ভয়ংকর ঘটনা খ. মহা ঝড়-ঝাপটা

গ. তুমুল কাণ্ড ঘ. কথা কাটাকাটি

ব্যাখ্যা: খণ্ডপ্রলয় - তুমুলকাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার।

১৬৯. 'মাথা খাও, পত্র দিতে ভুলো না' - এখানে 'মাথা খাওয়ার' অর্থ কী? *[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২০, পদ: সহকারি শিক্ষক (২য় পর্যায়), ২০২২]* ১৬৯. ক

ক. দিব্যি দেয়া খ. আস্কারা পাওয়া গ. জ্ঞান দেয়া ঘ. অঙ্গ বিশেষ

১৭০. "উনপঞ্চাশ বায়ু" বাগধারাটির অর্থ কী? *[হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CGA), পদ: অডিটর, ২০২২]* ১৭০. ঘ

ক. উচ্ছৃঙ্খল খ. রাগ বাড়ানো গ. বেখাপ্পা ঘ. পাগলামি

ব্যাখ্যা: উড়নচণ্ডী - উচ্ছৃঙ্খল। আখাম্বা - বেখাপ্পা। আগুনে ঘি ঢালা - রাগ বাড়ানো।

১৭১. 'চির অশান্তি' অর্থে কোন বাগধারাটি যথোপযুক্ত? *[১৭তম নিবন্ধন - স্কুল পর্যায়-২, ২০২২]* ১৭১. ক

ক. রাবণের চিতা খ. ভরাডুবি গ. জগদ্দল পাথর ঘ. ঢাকের বায়া

ব্যাখ্যা: ভরাডুবি - সর্বনাশ। জগদ্দল পাথর - গুরুভার। ঢাকের বায়া - মূল্যহীন, অপ্রয়োজনীয়।

Educationblog24.com

১৭২. কোন বাগধারা ভিন্ন অর্থ বহন করে? *[বাংলাদেশ রেলওয়ে লিখিত পরীক্ষা, পদ: গার্ড গ্রেড ২, ২০২২]* ১৭২. ঘ

ক. আদায় কাঁচকলা খ. সাপে-নেউলে গ. দা-কুমড়ো ঘ. দুধের মাছি

ব্যাখ্যা: আদায় কাঁচকলা, সাপে-নেউলে, দা-কুমড়ো বাগধারার অর্থ শত্রুতা। দুধের মাছি বাগধারাটির অর্থ সুসময়ের বন্ধু।

১৭৩. "উনকোটি চৌষট্টি" এ বাগধারার অর্থ হলো? *[বাংলাদেশ রেলওয়ে, সহকারী স্টেশন মাস্টার, ২০২২; ৯ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৪]* ১৭৩. ঘ

ক. অপদার্থ খ. পাগলামি গ. অপব্যয়ী ঘ. প্রায় সম্পূর্ণ

ব্যাখ্যা: ভস্মে ঘি ঢালা - অপব্যয়ী। উনপঞ্চাশ বায়ু - পাগলামি। আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ।

১৭৪. 'কাষ্ঠ হাসি' বাগধারার অর্থ হলো - *[ডাক বিভাগ (খুলনা অঞ্চল), পদ: অফিস সহায়ক, ২০২২]* ১৭৪. গ

ক. স্বেচ্ছাচারী খ. বিত্তশালী গ. শুকনো হাসি ঘ. গণ্ডমূর্খ

ব্যাখ্যা: ধর্মের ষাঁড় বাগধারার অর্থ স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি। গণ্ডমূর্খ অর্থ একেবারে নির্বোধ।

১৭৫. 'দুধের মাছি' এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? *[BRTC নিয়োগ পরীক্ষা, কাউন্টারম্যান, ২০২২]* ১৭৫. ক

ক. বসন্তের কোকিল খ. অর্ধচন্দ্র গ. অহি-নকুল ঘ. ইঁচড়ে পাকা

ব্যাখ্যা: দুধের মাছি, বসন্তের কোকিল বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু। অর্ধচন্দ্র - গলা ধাক্কা দেওয়া। অহি-নকুল - ভীষণ শত্রুতা। ইঁচড়ে পাকা - অকালপক্ক।

১৭৬. 'চোখের বালি' বাগধারাটির অর্থ কী? *[সমাজসেবা অধিদপ্তর, পদ: ইউনিয়ন সমাজকর্মী, ২০২২]* ১৭৬. খ

ক. প্রিয় বন্ধু খ. বিরক্তিকর বন্ধু গ. আকর্ষণ ঘ. চোখের রোগ

ব্যাখ্যা: আঁধার ঘরের মানিক - প্রিয় বস্তু। নাড়ির টান - স্নেহের আকর্ষণ, মায়া।

১৭৭. শব্দের আভিধানিক অর্থকে কী বলে? *[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০২২]* ১৭৭. ঘ

ক. লক্ষ্যার্থ খ. সরলার্থ গ. গৌণার্থ ঘ. বাচ্যার্থ

ব্যাখ্যা: যে সকল শব্দ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, ঐ অন্য অর্থগুলো তাদের লক্ষ্যার্থ। অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়কে গৌণার্থ বলা হয়। যে সকল শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আভিধানিক অর্থই তাদের বাচ্যার্থ।

১৭৮. নিচের কোন বাগধারাটি ব্যতিক্রম? *[(NSI) Assistant Director, ২০২১]* ১৭৮. ঘ

ক. বিড়াল তপস্বী খ. বক ধার্মিক

গ. ভিজে বিড়াল ঘ. ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির

ব্যাখ্যা: ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাগধারাটির অর্থ অত্যন্ত ধার্মিক। বিড়াল তপস্বী, বক ধার্মিক, ভিজে বিড়াল বাগধারার অর্থ ভণ্ড সাধু।

১৭৯. নিচের কোন বাগধারা দিয়ে 'ভূমিকা' বোঝায়? *[NSI (ওয়াচার কন্সটেবল) ফিল্ড স্টাফ ২০২১]* ১৭৯. খ

ক. গোবর গণেশ খ. গৌরচন্দ্রিকা গ. জলপানি ঘ. পত্রপাঠ

ব্যাখ্যা: গোবর গণেশ - অকর্মণ্য, নিরেট মূর্খ। পত্রপাঠ - তৎক্ষনাৎ। জলপান - জলখাবার, হালকা খাবার। জলপানি - বৃত্তি; Scholarship; জল পানের জন্য দেয় অর্থ।

১৮০. নিচের কোন বাগধারাটির অর্থ 'মোসাহেব'? *[NSI; জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ২০২১]* ১৮০. ক

ক. খয়ের খাঁ খ. কাছা ঢিলা গ. চিনির বলদ ঘ. লেফাফা দুরস্ত

ব্যাখ্যা: কাছাঢিলা - অসাবধান। লেফাফাদুরস্ত - বাইরে পরিপাটি। চিনির বলদ - ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়।

১৮১. "ছক্কা পাঞ্জা" বাগধারার সমার্থক? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) কম্পিউটার অপারেটর ২০২১]* ১৮১. গ

ক. নয়-ছয় করা খ. খেলা করা গ. বড়াই করা ঘ. উনিশ বিশ করা

ব্যাখ্যা: নয়-ছয় করা অর্থ অপচয়/বিশৃঙ্খল অবস্থা। উনিশ-বিশ করা অর্থ সামান্য পার্থক্য। খেলা করা অর্থ তামাশা করা। ছক্কা পাঞ্জা বাগধারা অর্থ বড়াই করা, বড় বড় কথা বলা।

১৮২. "ত্রিশঙ্কু অবস্থা" বাগধারার অর্থ কী? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) কম্পিউটার অপারেটর ২০২১]* ১৮২. ক

ক. উভয় সংকট খ. দুরবস্থা গ. অর্থের অভাব ঘ. দুঃসময়

ব্যাখ্যা: রাহুর দশা, শনির দশা - দুঃসময়/ দুরদৃষ্ট।

Educationblog24.com

১৮৩. 'চিঁড়ে চেপটা' প্রবাদটির অর্থ- *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১ (বিকাল)]* ১৮৩. খ

ক. চেপটা চিঁড়ে খ. নাজেহাল গ. বিপদগ্রস্ত ঘ. ব্যর্থ

ব্যাখ্যা: চিঁড়ে চেপটা - চিঁড়ের মত চেপটা, সম্পূর্ণ পিষ্ট, নাজেহাল। মজাইলা - বিপদগ্রস্ত।

১৮৪. 'গুরুত্ব দেওয়া' অর্থে কোন বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়? *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা -২০২১]* ১৮৪. গ

ক. গা-ছাড়া খ. গা বাঁচানো গ. গায়ে মাখা ঘ. গায়ে পড়া

ব্যাখ্যা: 'গা-ছাড়া' বাগধারাটির অর্থ উপেক্ষা করা, কৌতূহল না থাকা। 'গা বাঁচানো' বাগধারাটির অর্থ নিজেকে রক্ষা করে চলা। 'গায়ে পড়া' বাগধারাটির অর্থ উপর্যুপরি কোনো কিছু করা।

১৮৫. 'নেই আঁকড়া' কী অর্থ প্রকাশ করে? *[BSEC এর সহকারী পরিচালক পদে পরীক্ষা-২০২১]* ১৮৫. ক

ক. একগুঁয়ে খ. কুটিল গ. সামান্য ঘ. দলপতি

ব্যাখ্যা: কেউকেটা - সামান্য। বর্ণচোরা - কপটচারী, কুটিল। পালের গোদা - সর্দার, দলপতি।

১৮৬. 'বিধির বিড়ম্বনা' বাগধারা অর্থ কী? *[বেবিচক; সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০২১]* ১৮৬. গ

ক. অলক্ষ্মীর দশা খ. অগ্নিপরীক্ষা গ. অদৃষ্টের পরিহাস ঘ. আটক

ব্যাখ্যা: অলক্ষ্মীর দশা - দারিদ্র্য। অগ্নিপরীক্ষা - কঠিন বিপদ।

১৮৭. 'কাক নিদ্রা' শব্দটির অর্থ কী? *[মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১]* ১৮৭. ক

ক. অগভীর সতর্ক নিদ্রা খ. কাকের নিদ্রার ন্যায়

গ. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিদ্রা ঘ. গভীর নিদ্রা

১৮৮. 'নাড়াবুনে' বাগধারার সঠিক অর্থ কোনটি? *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর স্টোর কিপার ২০২১]* ১৮৮. গ

ক. বুনো খ. শহুরে গ. মূর্খ ঘ. অলস

১৮৯. বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'চক্ষু দান করা' *[জিটিসিএল সহকারি ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১]* ১৮৯. খ

ক. উপকার করা খ. চুরি করা গ. ক্ষতি করা ঘ. দান করা

১৯০. 'অরণ্যে রোদন' বাগধারাটির অর্থ কী? *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১]* ১৯০. গ

ক. অবিরাম কান্না খ. ছিঁচকাঁদুনে গ. বৃথা চেষ্টা ঘ. বারংবার চেষ্টা

১৯১. 'উভয় সংকট' কোন বাগধারার অর্থ? *[জাতীয় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১]* ১৯১. খ

ক. ঠোঁটকাটা খ. শাঁখের করাত গ. রাবণের চিতা ঘ. মিছরির ছুরি

ব্যাখ্যা: ঠোঁট কাটা - স্পষ্টভাষী। রাবণের চিতা - চির অশান্তি। মিছরির ছুরি - মুখে মধু অন্তরে বিষ।

১৯২. কোন জোড়াটি সমার্থক? *[উপজেলা/ আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ২০২০]* ১৯২. ক

ক. অহিনকুল - দা-কুমড়া খ. আকাশ কুসুম - আকাশ পাতাল

গ. অগ্নিপরীক্ষা - অগ্নিশর্মা ঘ. অদৃষ্টের পরিহাস - তাসের ঘর

ব্যাখ্যা: অহিনকুল, দা-কুমড়া বাগধারার অর্থ শত্রুতা। অগ্নিপরীক্ষা - কঠিন পরীক্ষা; অগ্নিশর্মা - অতিশয় ক্রুদ্ধ। আকাশ কুসুম - অবাস্তব জিনিস। আকাশ পাতাল - স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত। অদৃষ্টের পরিহাস - ভাগ্যের বিড়ম্বনা। তাসের ঘর - ক্ষণস্থায়ী।

১৯৩. কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক? *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯]* ১৯৩. B

A. দুধের মাছি B. শরতের শিশির C. সুখের পায়রা D. লক্ষ্মীর বরযাত্রী

ব্যাখ্যা: দুধের মাছি, শরতের শিশির, সুখের পায়রা, লক্ষ্মীর বরযাত্রী সবগুলো বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু। তবে, শরতের শিশির বাগধারাটির আরেকটি অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী।

১৯৪. কোন বাগধারাটির অর্থ 'নিতান্তই অলস'? *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; সহকারী পরিচালক - ২০১৯]* ১৯৪. A

A. গোঁফ খেজুরে B. খয়ের খাঁ C. কেতা দুরস্ত D. ছা পোষা

ব্যাখ্যা: কেতাদুরস্ত - পরিপাটি। খয়ের খাঁ - চাটুকার। ছা-পোষা - অত্যন্ত গরীব।

১৯৫. 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' বাগধারাটির অর্থ কী? *[১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ/সমপর্যায়) - ২০১৯]* ১৯৫. D

A. ষড়যন্ত্র B. সন্দেহজনক আচরণ

C. ঢাক জোরে বাজানো D. লুকোচুরি

ব্যাখ্যা: ঢাক ঢাক গুড় গুড় বাগধারার অর্থ লুকোচুরি বা গোপন রাখার চেষ্টা। ঢাক ঢাক হলো ঢেকে রাখা বা গোপন করে রাখা। গুড় গুড় হলো মেঘের ধ্বনি।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১৯৬. 'ঝাঁকের কৈ' বাগধারাটির অর্থ- *[জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৮]*

A. চালাক B. একতাই বল C. বর্ষার মাছ D. একই স্বভাবের লোক

ব্যাখ্যা: দশের লাঠি একের বোঝা বাগধারার অর্থ হলো একতাই বল। এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো - একই দলভুক্ত, একই স্বভাবের লোক।

১৯৬. D

১৯৭. 'হাত ধুয়ে বসা' বাগধারার অর্থ কী? *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮]*

A. খেতে বসা B. ভণ্ডামি করা C. শুরু করা D. সাধু সাজা

১৯৭. D

১৯৮. 'নেই আঁকড়া' বাগধারাটির অর্থ- *[১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৭]*

A. একই স্বভাবের B. নিরেট মূর্খ C. একগুঁয়ে D. সহায় সম্বলহীন

ব্যাখ্যা: ঝাঁকের কই বাগধারার অর্থ একই স্বভাবের। গোমূর্খ বাগধারার অর্থ নিরেট মূর্খ।

১৯৮. C

১৯৯. 'লেজে খেলানো' বাগধারাটির অর্থ কী? *[প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক ২০১৭]*

A. ভয়ংকর কিছু করা B. সতর্কতার সাথে কাজ করা

C. গুরুত্বহীন কর্ম D. বশীভূত করে রাখা

১৯৯. D

২০০. 'পায়াভারি' বাগধারাটির অর্থ কী? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স- অডিটর ২০১৭]*

A. কপট লোক B. প্রবীণ C. পদস্থ ব্যক্তি D. অহংকারী

ব্যাখ্যা: বর্ণচোরা আম – কপট ব্যক্তি। অক্ষয় বট – প্রাচীন ব্যক্তি।

২০০. D

২০১. 'আট প্রহর' বাগধারাটির অর্থ কী? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী কর্মকর্তা ২০১৭]*

A. সারা দিনরাত B. অবেলা C. দীর্ঘ সময় D. শেষ রাত E. মধ্যরাত

ব্যাখ্যা: আষাঢ়ান্ত বেলা - দীর্ঘস্থায়ী সময়। মহানিশা - মধ্যরাত। পররাত্র - শেষ রাত।

২০১. A

২০২. 'গৌরচন্দ্রিকা' বাগধারাটির অর্থ কী? *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিটিভির সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]*

A. ভূমিকা B. ব্যাখ্যা C. উপসংহার D. মন্তব্য

২০২. A

২০৩. 'নজর লাগা' বাগধারার অর্থ কী? *[পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১৭]*

A. পছন্দ হওয়া B. অশুভ দৃষ্টিতে পড়া

C. মনে ধরা D. সুদৃষ্টিতে আসা

ব্যাখ্যা: মনে ধরা - পছন্দ হওয়া।

২০৩. B

২০৪. 'অক্কা পাওয়া' বাগধারার অর্থ হচ্ছে- *[পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ২০১৭]*

A. মারা যাওয়া B. কঠিন পরীক্ষা C. অপদার্থ D. দুর্লভ

ব্যাখ্যা: অগ্নিপরীক্ষা - কঠিন পরীক্ষা। কচু বনের কালাচাঁদ, নালায়েক - অপদার্থ। অমাবস্যার চাঁদ – দুর্লভ বস্তু।

২০৪. A

২০৫. 'ব্যাঙের আধুলি' বাগধারার অর্থ- *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]*

A. অসম্ভব ঘটনা B. সামান্য সম্পদ C. দুঃসাধ্য বস্তু D. চক্ষুশূল

ব্যাখ্যা: বাঘের দুধ/ চোখ - দুঃসাধ্য বস্তু। ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব ঘটনা। চোখের বালি - চক্ষুশূল।

২০৫. B

২০৬. বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'খয়ের খাঁ'। *[বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার ২০১৭]*

A. ধার্মিক B. বেহায়া C. ভণ্ড সাধু D. চাটুকার

ব্যাখ্যা: ঠোঁট কাটা, কানকাটা - বেহায়া। বক ধার্মিক - ভণ্ড সাধু। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির - ধার্মিক।

২০৬. D

২০৭. 'অন্তর টিপুনী' বলতে কী বোঝায়? *[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী কো-অর্ডিনেটর ২০১৭]*

A. বিপদ B. গভীর C. গোপন ব্যথা D. হিংসা

২০৭. C

২০৮. 'চোখের বালি' এর অর্থ কী? *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) - এর সহকারী পরিচালক ২০১৭]*

A. চোখের পীড়া B. শত্রু C. চোখের দৃষ্টি ক্ষয় D. কোনোটিই নয়

২০৮. B

২০৯. 'কেতা দুরস্ত' - বাগধারার অর্থ- *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) - এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭]*

A. পরিপাটি B. মাস্তান C. কপর্দক D. অকালপক্ব

ব্যাখ্যা: 'কেতা' অর্থ কায়দা বা ফ্যাশন। দুরস্ত অর্থ নির্ভুল, সুশৃঙ্খল। কেতাদুরস্ত অর্থ রুচিসম্মত, পরিপাটি, ফ্যাশনেবল। অকালে পেকেছে যে-অকালপক্ব। কপর্দক - অধুনালুপ্ত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত কড়ি।

২০৯. A

Educationblog24.com

২১০. **'কাপুড়ে বাবু' বাগধারার অর্থ?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)- এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭]* ২১০. B

A. দলপতি B. ভণ্ড C. অপদার্থ D. বাহ্যিক অভ্যাস

ব্যাখ্যা: পালের গোদা বাগধারার অর্থ দলপতি। ঘটিরাম বাগধারার অর্থ অপদার্থ।

২১১. **'হাতে দুর্বা গজানো' বাগধারার অর্থ কী?** *[১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৭]* ২১১. C

A. ছন্নছাড়া B. অলুক্ষণে C. আলসেমির লক্ষণ D. অতিশয় দুর্বল

ব্যাখ্যা: হাড় হাভাতে - লক্ষ্মীছাড়া, অলুক্ষণে। তালপাতার সেপাই - অতিশয় দুর্বল।

২১২. **'দুর্লভ বস্তু' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬]* ২১২. B

A. আকাশ কুসুম B. অমাবস্যার চাঁদ C. একাদশে বৃহস্পতি D. অরণ্যে রোদন

ব্যাখ্যা: আকাশ কুসুম - অসম্ভব জিনিস। একাদশে বৃহস্পতি - মহাসৌভাগ্য। অরণ্যে রোদন - নিষ্ফল আবেদন।

২১৩. **'কংস মামা' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬]* ২১৩. B

A. অপ্রিয় ব্যক্তি B. নির্মম আত্মীয় C. অমিতব্যয়ী D. অকালপক্ব

ব্যাখ্যা: চোখের বালি - অপ্রিয় ব্যক্তি। উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী। ইঁচড়েপাকা - অকালপক্ব।

২১৪. **বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'গোবর গণেশ'** *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬]* ২১৪. C

A. বড়লোক B. সাহায্যকারী C. মূর্খ D. কৃপণ

ব্যাখ্যা: হাত ভারী বাগধারার অর্থ কৃপণ।

২১৫. **'ধর্মের ষাঁড়' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬]* ২১৫. D

A. বক ধার্মিক B. তোষামোদকারী C. শক্ত প্রাণ D. অকর্মণ্য

ব্যাখ্যা: কৈ মাছের প্রাণ - শক্তপ্রাণ। বকধার্মিক - ভণ্ড সাধু। আমড়াগাছি করা - তোষামোদ করা।

২১৬. **'আকাশ পাতাল' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬]* ২১৬. C

A. বিশৃঙ্খলা B. শত্রুতা C. প্রচুর ব্যবধান D. অবাস্তব

ব্যাখ্যা: অহি নকুল - ভীষণ শত্রুতা। আধা খেঁচড়া - বিশৃঙ্খলা। অকাল কুসুম - অবাস্তব।

২১৭. **'নাতিদীর্ঘ' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬]* ২১৭. B

A. অতি দীর্ঘ B. অতি দীর্ঘ নয় C. যাহা মাপা যায় D. যাহা মাপা যায় না

২১৮. **'দহরম মহরম'-এর বিপরীত বাগধারা কোনটি?** *[১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৬]* ২১৮. B

A. জিলাপির প্যাঁচ B. অহিনকুল C. দুধের মাছি D. বসন্তের কোকিল

ব্যাখ্যা: দহরম মহরম অর্থ গভীর অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অহি-নকুল বাগধারার অর্থ শত্রুতা। দুধের মাছি এবং বসন্তের কোকিল বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু। জিলাপির প্যাঁচ বাগধারার অর্থ কুটিলতা।

২১৯. **'চিনির পুতুল' - এর অর্থ কী?** *[মাহ-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অডিটর ২০১৫]* ২১৯. A

A. পরিশ্রম কাতর B. পরিশ্রমী C. কর্মবিমুখ D. দক্ষ কর্মী

ব্যাখ্যা: ননীর পুতুল বাগধারার অর্থ কর্মবিমুখ।

২২০. **বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'কান কাটা'** *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]* ২২০. B

A. ধার্মিক B. বেহায়া C. ভণ্ড সাধু D. পক্ষপাতদুষ্ট

ব্যাখ্যা: ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির - ধার্মিক। বক ধার্মিক - ভণ্ড সাধু। এক চোখা - পক্ষপাতদুষ্ট।

২২১. **বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'অমাবস্যার চাঁদ'।** *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]* ২২১. A

A. দুর্লভ বস্তু B. ঈদের চাঁদ C. বড় চাঁদ D. ছোট চাঁদ

২২২. **বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'অক্কা পাওয়া'।** *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]* ২২২. D

A. দুর্লভ বস্তু B. স্বার্থপর C. বেহায়া D. মারা যাওয়া

ব্যাখ্যা: ঠোঁট কাটা - বেহায়া; অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - স্বার্থপর।

২২৩. **'ঘাটের মড়া' বলতে বুঝায়-** *[SESIP সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-২০১৫]* ২২৩. A

A. অতিবৃদ্ধ B. ভারবাহী C. অকর্মণ্য D. পুনরাবৃত্তি

ব্যাখ্যা: চিনির বলদ বাগধারার অর্থ ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়। জড়ভরত বাগধারার অর্থ অকর্মণ্য ব্যক্তি। চর্বিত চর্বণ বাগধারার অর্থ পুনরাবৃত্তি।

Educationblog24.com

২২৪. 'উত্তম মধ্যম' এর অর্থ কী? *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্যাশ সরকার ও অফিস সহায়ক ২০১৪]* ২২৪. C

A. প্রহার B. পুরস্কার C. চলে যাওয়া D. তিরস্কার

ব্যাখ্যা: উত্তম শব্দের অর্থ খুব ভালো, উৎকৃষ্ট এবং মধ্যম শব্দের অর্থ মাঝারি। উত্তম মধ্যম একটি বাগধারা। প্রদত্ত বাগধারাটির অর্থ প্রহার, মার, পিটুনি, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান, প্রচুর মারধর।

২২৫. কোন বাগধারাটি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে? *[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]* ২২৫. C

A. তুলসী বনের বাঘ B. বিড়াল তপস্বী C. ভিজা বিড়াল D. বকধার্মিক

ব্যাখ্যা: তুলসী বনের বাঘ, বিড়াল তপস্বী ও বকধার্মিক বাগধারাগুলোর অর্থ ভণ্ড বা ভণ্ড সাধু। ভিজা বিড়াল বাগধারাটির অর্থ কপটচারী।

২২৬. 'চক্ষুদান করা' বাগধারার অর্থ কী? *[১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]* ২২৬. A

A. চুরি করা B. সেবা করা C. অপরাধ করা D. নষ্ট করা

২২৭. 'বাগধারা' কোথায় আলোচিত হয়? *[৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৩]* ২২৭. D

A. শব্দতত্ত্বে B. বাক্যতত্ত্বে C. ধ্বনিতত্ত্বে D. অর্থতত্ত্বে

২২৮. 'কান পাতলা' অর্থ কী? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]* ২২৮. B

A. অবিশ্বাসী B. বিশ্বাসপ্রবণ C. বিশ্বাসী D. বিশ্বাসহীন

২২৯. 'অকালে বাদলা' বাগধারার অর্থ কী? *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]* ২২৯. A

A. অপ্রত্যাশিত বাধা B. যা সচরাচর ঘটে না

C. পৌষ-মাঘ মাসের বৃষ্টি D. নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়

২৩০. 'সাক্ষী গোপাল' অর্থ কী? *[১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৭]* ২৩০. D

A. দর্শক B. প্রতিবাদকারী C. অচল D. নিষ্ক্রিয় দর্শক

২৩১. 'কৈ মাছের প্রাণ' বলতে কী বোঝায়? *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৪]* ২৩১. C

A. সঠিক জিনিস B. সর্বভুক C. দীর্ঘজীবী D. স্বল্পভুক

ব্যাখ্যা: 'কৈ মাছের প্রাণ' বলতে বোঝায় শক্তপ্রাণ যা সহজে মরে না। সর্বভুক শব্দের অর্থ আগুন।

২৩২. বিড়াল তপস্বী: *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১৪]* ২৩২. B

A. ধার্মিক B. ভণ্ড সাধু C. প্রাচীনপন্থী D. ধর্মাবলম্বী

২৩৩. 'আক্কেল সেলামি': *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান জুনিয়র এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১৪]* ২৩৩. C

A. সৌভাগ্যবান B. গুরু দক্ষিণা C. নির্বুদ্ধিতার দণ্ড D. বুদ্ধির সম্মান

ব্যাখ্যা: একাদশে বৃহস্পতি বাগধারার অর্থ সৌভাগ্যবান। গুরুদক্ষিণা অর্থ শিক্ষান্তে গুরুকে দেয়া অর্থাদি, গুরুবিদায়।

২৩৪. 'উড়নচণ্ডী' বাগধারাটির অর্থ- *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১৪]* ২৩৪. A

A. অমিতব্যয়ী B. উচ্ছৃঙ্খল C. অবাধ্য D. কাটা ঘুড়ি

ব্যাখ্যা: উড়নচণ্ডী বাগধারার অর্থ অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল। অপশনে অমিতব্যয়ী এবং উচ্ছৃঙ্খল থাকলে অমিতব্যয়ী উত্তর দিবেন।

২৩৫. 'গুড়ে বালি' কথাটির অর্থ কী? *[প্রাক. প্রা সহ. শিক্ষক ২০১৪ (বিটা)]* ২৩৫. B

A. বাতাসের বালি B. আশায় নৈরাশ্য

C. ভালোতে খারাপ D. গোবরে পদ্মফুল

ব্যাখ্যা: গোবরে পদ্মফুল বাগধারার অর্থ নীচ কুলে মহৎ ব্যক্তি।

২৩৬. 'সৌভাগ্যের বিষয়' কোন বাগধারাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে? *[প্রাক.প্রা সহ. শিক্ষক ২০১৪]* ২৩৬. C

A. কেউকেটা B. গোঁফ-খেজুরে C. একাদশে বৃহস্পতি D. এলাহি কাণ্ড

ব্যাখ্যা: একাদশে বৃহস্পতি বাগধারাটির দ্বারা বুঝায় সৌভাগ্যের বিষয়। একাদশে বৃহস্পতি বাগধারাটির অর্থ মহাসৌভাগ্য, অত্যন্ত সুসময়। গোঁফ খেজুরে বাগধারার অর্থ অলস। এলাহি কাণ্ড বাগধারার অর্থ বিরাট বিষয়। কেউকেটা বাগধারার অর্থ সামান্য।

Educationblog24.com

২৩৭. 'মুখ তোলা' বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ কী? *[প্রাক.প্রা সহ. শিক্ষক ২০১৪ (বিটা)]* ২৩৭. C

A. নিজের মুখ উপরে তোলা B. অন্যের মুখ তুলে ধরা
C. প্রসন্ন হওয়া D. নষ্ট করা

ব্যাখ্যা: ছিনিমিনি খেলা বাগধারার অর্থ নষ্ট করা।

২৩৮. 'হাত ধুয়ে বসা' বাগধারার অর্থ কী? *[১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]* ২৩৮. A

A. আশা ত্যাগ করা B. দায়িত্ব না রাখা
C. নিশ্চিন্ত বোধ করা D. সবগুলো

ব্যাখ্যা: হাত ধুয়ে বসা – আশা ত্যাগ করা/ সাধু সাজা।

২৩৯. 'ঢাকের কাঠি' এই বাগধারাটির সাথে কোন বাগধারাটির মিল আছে? *[১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]* ২৩৯. D

A. তাসের ঘর B. চোখের বালি C. গুড়ে বালি D. খয়ের খাঁ

ব্যাখ্যা: ঢাকের কাঠি এবং খয়ের খাঁ বাগধারার অর্থ চাটুকার, তোষামুদে। তাসের ঘর বাগধারাটির অর্থ ক্ষণস্থায়ী। চোখের বালি বাগধারাটির অর্থ শত্রু।

২৪০. পুকুর চুরি' বাগধারাটির অর্থ - *[১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৪]* ২৪০. B

A. অবাস্তব বস্তু B. বড় ধরনের চুরি C. পুকুর চুরি করা D. লোপাট

২৪১. 'ইঁদুর কপালে' কী? *[১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৪]* ২৪১. B

A. প্রবাদ B. বাগধারা C. সমস্ত পদ D. ব্যাসবাক্য

ব্যাখ্যা: 'ইঁদুর কপালে' একটি বাগধারা। যার অর্থ মন্দভাগ্য।

২৪২. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বাগধারাটির অর্থ - *[১০ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১৪]* ২৪২. D

A. বন্ধুভাবাপন্ন B. শত্রু C. রাবণের ভাই D. যে গৃহ বিবাদ করে

ব্যাখ্যা: ইয়ার বকশি বাগধারাটির অর্থ বন্ধু বান্ধব। সাপে নেউলে বাগধারাটির অর্থ শত্রু।

২৪৩. আমড়া কাঠের ঢেঁকি' বলতে বুঝায়- *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী, ২০১৩]* ২৪৩. B

A. চাটুকার B. অপদার্থ C. অলস D. অকালপক্ব

ব্যাখ্যা: খয়ের-খাঁ - চাটুকার। গোঁফ খেজুরে - অলস। ইঁচড়ে পাকা - অকালপক্ব।

২৪৪. 'হঠাৎ ধনী হওয়া' - কোন বাগধারা দিয়ে বুঝানো হয়েছে? *[প্রাক প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩]* ২৪৪. A

A. আঙুল ফুলে কলা গাছ B. পোয়াবারো
C. ছেলের হাতের মোয়া D. অমাবস্যার চাঁদ

ব্যাখ্যা: অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু। পোয়াবারো - অত্যধিক সুবিধা, সুসময়। ছেলের হাতের মোয়া - সামান্য বস্তু, সহজ লভ্য বস্তু।

২৪৫. 'পটোল তোলা' এই বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি? *[প্রাক প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩]* ২৪৫. C

A. পটোল গাছ হতে পটোল তোলা B. পরীক্ষায় ফেল করা
C. মারা যাওয়া D. পটল খাওয়া

২৪৬. 'নির্মম' - কোন বাগধারা দিয়ে বুঝানো হয়েছে? *[প্রাক প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩; (শিতলক্ষ্যা)]* ২৪৬. D

A. ইঁদুর কপালে B. অন্তর টিপুনি C. বিষের পুঁটুলি D. মাছের মা

ব্যাখ্যা: ইঁদুর কপালে বাগধারার অর্থ মন্দ ভাগ্য। অন্তর টিপুনি বাগধারার অর্থ গোপন ইশারা, গোপন ব্যথা। বিষের পুঁটলি/ হাঁড়ি – হিংসুটে, বিদ্বেষী।

২৪৭. 'কাষ্ঠহাসি' বাগধারার অর্থ হলো– *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপপরিদর্শক ২০১৩]* ২৪৭. C

A. স্বেচ্ছাচারী B. বিত্তশালী C. শুকনো হাসি D. গণ্ড মূর্খ

ব্যাখ্যা: স্বেচ্ছাচারী অর্থ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণকারী।

২৪৮. বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'বকধার্মিক' - *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২৪৮. D

A. অতি ধার্মিক B. উচ্ছৃঙ্খল C. প্রাচীনপন্থী D. ভণ্ড

ব্যাখ্যা: ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির - ধার্মিক। উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী / অপব্যয়ী/ উচ্ছৃঙ্খল।

Educationblog24.com

২৪৯. বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন: 'কানকাটা' – *[খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২৪৯. C

A. ধার্মিক B. ভণ্ড সাধু C. বেহায়া D. পক্ষপাতদুষ্ট

ব্যাখ্যা: ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির -ধার্মিক। বক ধার্মিক - ভণ্ড সাধু। এক চোখা - পক্ষপাতদুষ্ট।

২৫০. 'অগস্ত্য যাত্রা' বাগধারাটির অর্থ কী? *[অর্থমন্ত্রণালয়ের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর ক্লাস্টার আইটি অ্যাসিসটেন্ট/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২]* ২৫০. D

A. শুরু করা B. তাড়াতাড়ি শেষ করা

C. বিশ্বাস করা D. শেষ বিদায়

২৫১. 'সাক্ষী গোপাল' বাগধারার অর্থ নির্ণয় করুন। *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২৫১. D

A. সক্রিয় দর্শক B. অলস ব্যক্তি C. কর্তব্যপরায়ণ D. নিষ্ক্রিয় দর্শক

২৫২. 'যার অনেক বুদ্ধি আছে' তাকে বাগধারা দিয়ে প্রকাশ করলে কী দাঁড়ায়? *[প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ডালিয়া) ২০১২; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ২০১১]* ২৫২. B

A. বুদ্ধির ঢেঁকি B. গভীর জলের মাছ C. বিড়াল তপস্বী D. ভূশণ্ডির কাক

ব্যাখ্যা: বুদ্ধির ঢেঁকি - নির্বোধ লোক। বিড়াল তপস্বী - ভণ্ড লোক। ভূশণ্ডির কাক - দীর্ঘজীবী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

২৫৩. কোন বাগধারা দ্বারা 'ভণিতা' বোঝানো হয়? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা) ২০১২]* ২৫৩. B

A. গণেশ উল্টানো B. গৌরচন্দ্রিকা C. কূপমণ্ডূক D. টইটম্বুর

ব্যাখ্যা: গণেশ উল্টানো বাগধারার অর্থ ফেল মারা বা উঠে যাওয়া। কূপমণ্ডূক বাগধারার অর্থ সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন। টইটম্বুর বাগধারার অর্থ কানায় কানায় পূর্ণ।

২৫৪. 'কুঁড়ে স্বভাব' কোন বাগধারা দ্বারা বোঝানো হয়? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (পদ্মা) ২০১২]* ২৫৪. B

A. ঊনপঞ্চাশ বায়ু B. আঠারো মাসে বছর

C. অকাল কুষ্মাণ্ড D. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী

ব্যাখ্যা: আঠারো মাসে বছর বাগধারা দ্বারা বুঝায় - দীর্ঘসূত্রিতা/ কুঁড়ে স্বভাব। ঊনপঞ্চাশ বায়ু বাগধারার অর্থ পাগলামি। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী বাগধারার অর্থ অহেতুক গর্ব। অকালকুষ্মাণ্ড বাগধারার অর্থ অপদার্থ।

২৫৫. 'ঊনপাঁজুরে' বাগধারাটির অর্থ কী? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১২]* ২৫৫. B

A. সৌভাগ্যবান B. হতভাগ্য C. সুসময় D. কোনোটিই নয়

২৫৬. কোন বাগধারা দ্বারা 'সুসময়ের বন্ধু' বোঝানো হয়? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (যমুনা) ২০১২]* ২৫৬. B

A. সাত সতেরো B. সুখের পায়রা C. ষোল আনা D. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: 'সাত সতেরো' বাগধারাটির অর্থ বিচিত্র রকমের। 'ষোল আনা' বাগধারাটির অর্থ পুরোপুরি।

২৫৭. নিচের বাগধারার কোন জোড়াটি ভিন্নার্থক? *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১২]* ২৫৭. C

A. বকধার্মিক - বিড়াল তপস্বী B. মণিকাঞ্চন যোগ - সোনায় সোহাগা

C. ব্যাঙের আধুলি - ব্যাঙের সর্দি D. অন্ধের যষ্টি - অন্ধের নড়ি

ব্যাখ্যা: ব্যাঙের আধুলি বাগধারাটির অর্থ একমাত্র অবলম্বন। ব্যাঙের সর্দি বাগধারাটির অর্থ অসম্ভব ব্যাপার। বক ধার্মিক, বিড়াল তপস্বী বাগধারার অর্থ ভণ্ড লোক। মণিকাঞ্চন যোগ, সোনায় সোহাগা বাগধারার অর্থ উপযুক্ত মিল। অন্ধের যষ্টি, অন্ধের নড়ি বাগধারার অর্থ অপরিহার্য, একমাত্র অবলম্বন।

২৫৮. 'ফাঁকা আওয়াজে কাজ আদায়'- এর সমার্থক বাগধারা কোনটি? *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]* ২৫৮. D

A. কলকাঠি নাড়া B. কুপোকাত C. কালে ভদ্রে D. কথায় চিড়া ভেজা

ব্যাখ্যা: কালে ভদ্রে - কদাচিৎ। কলকাঠি নাড়া - গোপনে কুপরামর্শ করা। কুপোকাত - পরাজিত।

২৫৯. কোন বাগধারাটি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশক? *[প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া) ২০১২]* ২৫৯. A

A. সাতেও না পাঁচেও না B. আদায় কাঁচকলায়

C. সাপে-নেউলে D. দা-কুমড়া

ব্যাখ্যা: দা কুমড়া, সাপে-নেউলে, আদায় কাঁচকলায় বাগধারাগুলোর অর্থ ভীষণ শত্রুতা। সাতেও না পাঁচেও না বাগধারাটির অর্থ নির্লিপ্ত। তাই সাতেও না পাঁচেও না বাগধারাটি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে।

Educationblog24.com

২৬০. **বাগধারা বা বাগ্বিধি কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের-** *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১২]*

২৬০. B

A. আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে B. বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে
C. আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ করে D. অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে

ব্যাখ্যা: বাগধারা অর্থ কথা বলার 'বিশেষ ঢং বা রীতি'। এটা এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। সাধারণ অর্থের বাইরে যা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে তাকে বাগ্বিধি বা বাগধারা বলে।

২৬১. **'ভাবনা চিন্তাহীন' কোন বাগধারাটির অর্থ প্রকাশ করে?** *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*

২৬১. B

A. সুখের পায়রা B. খোদার খাসি C. যক্ষের ধন D. বসন্তের কোকিল

ব্যাখ্যা: সুখের পায়রা - সুদিনের বন্ধু; যক্ষের ধন - কৃপণের ধন; বসন্তের কোকিল - সুদিনের বন্ধু।

২৬২. **'ইঁদুর কপালে'-এর বিপরীত বাগধারা কোনটি?** *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর ২০১১; ৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন ২০১১]*

২৬২. B

A. অদৃষ্টের পরিহাস B. একাদশে বৃহস্পতি C. অন্ধকার দেখা D. কেউকেটা

ব্যাখ্যা: ইঁদুর কপালে বাগধারাটির অর্থ মন্দ ভাগ্য। এর বিপরীত বাগধারা হচ্ছে একাদশে বৃহস্পতি; যার অর্থ সৌভাগ্য বা সৌভাগ্যের বিষয়। হতবুদ্ধি - অন্ধকার দেখা। কেউ কেটা - সামান্য।

২৬৩. **'ফেকলু পার্টি' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি'র সহকারী ব্যবস্থাপক ২০১১]*

২৬৩. C

A. ক্ষমতাসীন পার্টি B. বিরোধী পার্টি C. কদরহীন লোক D. নিকৃষ্ট লোক

ব্যাখ্যা: ফেকলু পার্টি বাগধারাটির অর্থ আজেবাজে লোক, কদরহীন লোক, সামান্য মানুষ। ফেকলু শব্দের অর্থ ফালতু, বাজে। এলেবেলে বাগধারাটির অর্থ নিকৃষ্ট।

২৬৪. **'বক দেখানো' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি'র সহকারী ব্যবস্থাপক ২০১১]*

২৬৪. C

A. কথায় পটু B. পড়ুয়া
C. অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা D. মতিচ্ছন্ন হওয়া

ব্যাখ্যা: বচনবাগীশ - কেবল কথায় পটু। বইয়ের পোকা - পড়ুয়া। বাহাত্তরে ধরা - মতিচ্ছন্ন হওয়া।

২৬৫. **'আগড়ম বাগড়ম' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী ২০১১]*

২৬৫. D

A. সুন্দর কথা B. প্রচুর কথা C. রাগের কথা D. অর্থহীন কথা

২৬৬. **'কান ভারী করা' শব্দদ্বয়ের অর্থ কী?** *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হিসাব রক্ষক ২০১১]*

২৬৬. C

A. কানে পানি দেয়া B. কানে ভার দেয়া C. কুপরামর্শ দেয়া D. নাট্যগুরু

২৬৭. **'দুকান কাটা' বাগধারাটির অর্থ-** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

২৬৭. A

A. বেহায়া B. দাগি আসামি C. নিরীহ ব্যক্তি D. অসুস্থ ব্যক্তি

ব্যাখ্যা: নিরীহ ব্যক্তি অর্থ ভালো মানুষ। দাগি আসামি অর্থ অপরাধী।

২৬৮. **'ভুষণ্ডির কাক' বাগধারাটির অর্থ-** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

২৬৮. D

A. বিশেষ জাতের কাক B. ভুষণ্ডি নামক স্থানের নাম
C. অনভিজ্ঞ ব্যক্তি D. দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি

ব্যাখ্যা: ভুষণ্ডি নিজেই কাক। কাজেই, ভুষণ্ডির কাক অর্থ হলো দীর্ঘজীবী, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

২৬৯. **'নাটের গুরু' বাগধারাটির অর্থ -** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

২৬৯. C

A. খলনায়ক B. নাট্যগুরু C. মূলনায়ক D. গুরু

ব্যাখ্যা: ভিলেন (Villain) এর বাংলা অর্থ খলনায়ক। নাট্য অর্থ অভিনয়। নাট্যগুরু অর্থ অভিনয় শিখার গুরু।

২৭০. **'ভিজা বিড়াল' বাগধারাটির অর্থ-** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]*

২৭০. A

A. কপট B. কৃপণ C. কুৎসিত D. কণ্টক

ব্যাখ্যা: ভিজা বিড়াল বাগধারাটির অর্থ কপটচারী, অতি চালাক। দৃশ্যত বোকা মনে হলেও অতি চালাক যিনি তার ক্ষেত্রে "ভিজা বিড়াল" কথাটি ব্যবহার হয়।

২৭১. **অন্ধকার দেখা-** *[দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ২০১১]*

২৭১. B

A. দুর্লভ বস্তু B. হতবুদ্ধি C. দৃষ্টি শক্তিহীন D. স্বার্থে আঘাত লাগা

ব্যাখ্যা: অমাবস্যার চাঁদ - দুর্লভ বস্তু। লেজে পা পড়া - স্বার্থে আঘাত লাগা।

Educationblog24.com

২৭২. 'স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি' কোন বাগধারাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে? [বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ২০১১] ২৭২. A
A. ধর্মের ষাঁড় B. পোয়াবারো C. রাহুর দশা D. বুদ্ধির ঢেঁকি
ব্যাখ্যা: পোয়াবারো - সুসময়, অত্যধিক সুবিধা। রাহুর দশা - দুঃসময়। বুদ্ধির ঢেঁকি - নির্বোধ লোক।

২৭৩. 'হাতের পাঁচ'- এর সঠিক অর্থ কোনটি? [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১] ২৭৩. D
A. নিকট জন B. পরমাত্মীয় C. বন্ধু D. শেষ সম্বল

২৭৪. 'পাথরে পাঁচ কিল' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কী? [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০১১] ২৭৪. C
A. অতিরিক্ত সুবিধা B. সর্বস্বান্ত হওয়া C. সুখের সময় D. ধাক্কা সামলানো
ব্যাখ্যা: পাথরে পাঁচ কিল বাগধারাটির অর্থ মজবুত কপাল, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বা সুখের সময়।

২৭৫. 'হাতির পাঁচ পা দেখা' – এই বাগধারার অর্থ কী? [পঞ্চম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১০] ২৭৫. C
A. অবাক হওয়া B. গর্বে আনন্দিত হওয়া C. অহংকার বোধ করা D. ভুল দেখা

২৭৬. 'পালের গোদা' - অর্থ কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ২০১০] ২৭৬. C
A. নৌকার পাল B. সচল ব্যক্তি C. সর্দার D. দলের শক্তিশালী লোক

২৭৭. 'অনিষ্ট করতে গিয়ে ভাল করা' কে কী বলে? [৬ষ্ঠ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধ ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১০] ২৭৭. B
A. ভিজে বেড়াল B. শাপে বর C. কপাল ফেরা D. অদৃষ্টের পরিহাস
ব্যাখ্যা: ভিজে বিড়াল - কপট। কপাল ফেরা - সৌভাগ্য লাভ। অদৃষ্টের পরিহাস - বিধির বিড়ম্বনা।

২৭৮. কোন জোড়াটি ভিন্নার্থক? [৬ষ্ঠ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১০] ২৭৮. C, D
A. বকধার্মিক-বিড়াল তপস্বী B. মনিকাঞ্চন যোগ-সোনায় সোহাগা
C. ব্যাঙের আধুলি–ব্যাঙের সর্দি D. অন্ধের যষ্টি–অক্কা পাওয়া
ব্যাখ্যা: বকধার্মিক ও বিড়াল তপস্বী বাগধারার অর্থ অসাধু বা ভণ্ড লোক। মণিকাঞ্চন যোগ ও সোনায় সোহাগা বাগধারার অর্থ উপযুক্ত মিলন। ব্যাঙের আধুলি বাগধারার অর্থ সামান্য ধনে অহংকার এবং ব্যাঙের সর্দি বাগধারার অর্থ অসম্ভব ঘটনা। অন্যদিকে অন্ধের যষ্টি বাগধারার অর্থ একমাত্র সম্বল এবং অক্কা পাওয়া বাগধারার অর্থ মারা যাওয়া।

২৭৯. 'ফপর দালালি'- এ বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি? [৬ষ্ঠ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১০] ২৭৯. C
A. ঠোঁট কাটা B. কাণ্ডজ্ঞানহীন C. গায়ে পড়ে মাতব্বরী D. ধনের অহংকার
ব্যাখ্যা: ঠোঁট কাটা - বেহায়া। ব্যাঙের আধুলি - সামান্য ধনে অহংকার। গোয়ার গোবিন্দ - নির্বোধ অথচ হটকারী, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

২৮০. 'আক্কেল সেলামি' বাগধারাটির অর্থ হলো: [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০০৯] ২৮০. C
A. সৌভাগ্যবান B. গুরু দক্ষিণা C. নির্বুদ্ধিতার দণ্ড D. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: জোর কপাল বাগধারাটির অর্থ সৌভাগ্য। গুরু দক্ষিণা অর্থ শিক্ষা বা দীক্ষা দানের জন্য গুরুর প্রাপ্য অর্থ।

২৮১. বিড়াল তপস্বী- [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/সহকারী অপারেটর ২০০৯] ২৮১. B
A. ধার্মিক B. ভণ্ড সাধু C. প্রাচীনপন্থি D. কোনোটিই নয়

২৮২. 'উনপঞ্চাশ বায়ু' বাগধারার অর্থ কী? [চতুর্থ বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা ২০০৯] ২৮২. D
A. ঘৃণা B. বিরক্তি C. বদমেজাজ D. পাগলামী

২৮৩. 'লক্কা পায়রা' বাগধারার সঠিক অর্থ কোনটি? [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০০৮] ২৮৩. B, D
A. পলায়ন করা B. কুচক্রী C. উল্টাফল D. ফুলবাবু

২৮৪. 'দুধের মাছি' বাগধারাটির সঠিক অর্থ– [উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ২০০৮] ২৮৪. A
A. সুসময়ের বন্ধু B. কপট ব্যক্তিত্ব C. শত্রু D. শ্রমবিমুখ
ব্যাখ্যা: বর্ণচোরা আম - কপট ব্যক্তি। সাপে নেউলে - শত্রু। ননির পুতুল - শ্রমবিমুখ।

২৮৫. 'ওজন বুঝে চলা' বাগধারার অর্থ– [থানা নির্বাচন অফিসার ২০০৮] ২৮৫. A
A. আত্মসম্মান রক্ষা করা B. পক্ষপাতদুষ্ট
C. পৃষ্ঠপোষককে সমর্থন D. অন্যের অনুকরণ
ব্যাখ্যা: একচোখা বাগধারাটির অর্থ পক্ষপাতদুষ্ট। নুন খায় যার, গুন গায় তার প্রবাদটির অর্থ পৃষ্ঠপোষককে সমর্থন। গড্ডলিকা প্রবাহ বাগধারাটির অর্থ অন্ধ অনুকরণ।

Educationblog24.com

ATM

২৮৬. 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এটি হলো - [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরে সহকারী তথ্য অফিসার ২০০৫] ২৮৬. D

A. খনার বচন B. প্রবাদ বাক্য C. কবিতার চরণ D. বাগধারা

ব্যাখ্যা: 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এর অর্থ কৌশলে কার্যসিদ্ধি। যেমন আপনি কোনো কাজ অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নিলেন অথবা অন্যের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিজে বাহবা পাচ্ছেন।

২৮৭. 'লেফাফা দুরস্ত'- বাগধারাটির অর্থ কী? [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক ২০০৪] ২৮৭. D

A. চৌকস ব্যক্তি B. সৌখিন ব্যক্তি C. পোশাক সর্বস্ব D. বাইরে ঠাঁট বজায় রেখে চলা

২৮৮. 'কলির সন্ধ্যা' বাগধারাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [স্বাস্থ অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী ২০০৪] ২৮৮. A

A. দুঃখের সূচনা B. দুর্দিন C. সন্ধ্যাকুসুম D. অসময়

২৮৯. কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক? [উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০০৪] ২৮৯. B

A. অহিনকুল B. উত্তম-মধ্যম C. আদায়-কাঁচকলায় D. সাপে-নেউলে

ব্যাখ্যা: অহিনকুল, সাপে নেউলে, আদায় কাঁচকলায় বাগধারার অর্থ শত্রু। উত্তম-মধ্যম অর্থ প্রহার।

২৯০. 'ডুমুরের ফুল' বলতে বোঝায়– [বিদ্যুৎ ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক ২০০৩] ২৯০. B

A. ডুমুর জাতীয় ফলের ফুল B. বিরল বস্তু

C. যে ফলের আসলে কোন ফুল হয় না D. যে ফুলের ভেতরে ফুলটি থাকে

২৯১. কোন বাগধারাটি স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, গ্রেড-২, ২০০৩] ২৯১. A

A. সাতেরও না পাঁচেরও না B. দা-কুমড়া

C. সাপে-নেউলে D. আদায় কাঁচকলায়

ব্যাখ্যা: দা-কুমড়া, সাপে নেউলে, আদায় কাঁচকলায় বাগধারার অর্থ 'শত্রু'। সাতেরও না পাঁচেরও না বাগধারাটির অর্থ 'নির্লিপ্ত'।

২৯২. 'পটোল তোলা' এই বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি? [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ২০০৩] ২৯২. D

A. পটোল গাছ হতে পটোল তোলা B. পটল খাওয়া

C. পরীক্ষায় ফেল করা D. মারা যাওয়া

২৯৩. 'তেলও কম ভাজাও মুচমুচে' বাগধারার বিশিষ্ট অর্থ- [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০১] ২৯৩. B

A. অভাবে সান্ত্বনা B. অল্প উপকরণে ভালো ব্যবস্থা

C. অল্পে সন্তুষ্ট D. তেলে ভাজা

২৯৪. 'কানে তোলা' বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ কী? [উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ১৯৯৯] ২৯৪. A

A. কোনো কথা উত্থাপন করা B. কান ধরে তোলা

C. কান পেতে শোনা D. কুমন্ত্রণা দেয়া

ব্যাখ্যা: কানে তোলা - শোনানো, কর্ণগোচর করা; কোন কথা শুনতে রাজি হওয়া বা বিবেচনা করতে রাজি হওয়া। কান পাতা - মনোযোগ দিয়ে শোনা। কান ধরা - অপমান করা বা অপমান করার জন্য কান স্পর্শ করা। কান ভাঙানি - গোপন কুমন্ত্রণা।

University MCQ Solution

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯৫. 'পোড়-খাওয়া' শব্দের বিশিষ্ট অর্থ [ঢাবি খ ইউনিট ২০২৪-২৫; ঢাবি ঘ ২০১৮-১৯] ২৯৫. ঘ

ক. পুড়ে যাওয়া খ. পরিশ্রম করা গ. পতিত হওয়া ঘ. প্রতিকূলতা পেরোনো

ব্যাখ্যা: পোড়: অর্থ পোড়া বা দাহ। এটি কোনো কিছুর কঠিন বা কষ্টকর অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। খাওয়া: এই ক্রিয়াপদটির অর্থ ভোগ করা বা অভিজ্ঞতা লাভ করা। এই বাগধারাটির উৎপত্তি আগুনের অভিজ্ঞতা থেকে। কোনো জিনিস আগুনে পুড়লে যেমন তা আরও কঠিন এবং মজবুত হয়, তেমনি কোনো মানুষ যখন জীবনে অনেক প্রতিকূলতা বা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন সে আরও অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী হয়। যখন কোনো ব্যক্তি জীবনের অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা এবং প্রতিকূলতা সহ্য করে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তখন তার সেই অভিজ্ঞতাকে 'পোড়-খাওয়া' বলা হয়। এটি দিয়ে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও টিকে থাকতে পারে।

Educationblog24.com

২৯৬. 'আউলিয়া চাঁদ' বাগধারার অর্থ - [ঢাবি খ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. পবিত্র তিথি খ. হাতের নাগালে গ. বিচক্ষণ ব্যক্তি ঘ. দুর্লভ বস্তু
ব্যাখ্যা: তিথি হলো পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা বা অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কালের ভাগ। অমাবস্যার চাঁদ বাগধারার অর্থ দুর্লভ বস্তু। ২৯৬. গ

২৯৭. 'পগার পার' বাগধারাটির অর্থ - [ঢাবি গ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. পলায়ন করা খ. রোপণ করা গ. লাফ দেওয়া ঘ. বাগানের কিনার ২৯৭. ক

২৯৮. 'টানাপড়েন' বাগধারার সঙ্গে যুক্ত নিচের কোন শব্দ? [ঢাবি গ ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. পরিবার খ. কারখানা গ. তাঁত ঘ. জাল
ব্যাখ্যা: তাঁতের ফ্রেমে বাঁধা দৈর্ঘ্যের সুতাকে বলে টানা এবং প্রস্থের সুতাকে বলে পড়েন। ২৯৮. গ

২৯৯. 'আট কপালে' বলতে কী বোঝায়? [ঢাবি চ ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. হতভাগ্য খ. ভাগ্যবান গ. সরু কপাল ঘ. চওড়া কপাল ২৯৯. ক

৩০০. 'ঝোলের লাউ অম্বলের কদু' বাগধারার অর্থ কী? [ঢাবি গ ২০১৯-২০; ঢাবি ক ২০১৩-১৪]
ক. জীর্ণশীর্ণ লোক খ. মিশিয়ে ফেলা
গ. সব পক্ষের মন জুগিয়ে চলা ঘ. পুঁথিগত বিদ্যাসাগর ৩০০. গ

৩০১. 'পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।' - সিরাজকে হটানোর এই চক্রান্ত সূত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে যে বাগধারার - [ঢাবি খ ইউনিট ২০১৮-১৯]
A. অতিদর্পে হত লঙ্কা B. কালনেমির লঙ্কাভাগ
C. গাঙ পার হলে কুমিরকে কলা D. বানরের রুটিভাগ
ব্যাখ্যা: অতিদর্পে হত লঙ্কা - অহংকারই পতনের মূল। কালনেমির লঙ্কাভাগ - কর্ম না করেই ফলের ব্যাপারে অলীক কল্পনায় ডুবে থাকা। ৩০১. B

৩০২. 'তামার বিষ' বাগধারাটির অর্থ - [ঢাবি গ ইউনিট ২০১৮-১৯]
A. অত্যন্ত বিষাক্ত B. অর্থের কুপ্রভাব C. চাকচিক্যময় জীবন D. দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা ৩০২. B

৩০৩. 'টেকে গোঁজা' বাগধারাটির অর্থ - [ঢাবি গ ইউনিট ২০১৮-১৯]
A. পকেট ভারী করা B. ক্ষমতা পরীক্ষা করা
C. অবহেলা করা D. সহজে কাবু করা ৩০৩. A

৩০৪. 'আদায় কাঁচকলা' বাগধারাটির অর্থ কী ? [ঢাবি ক ইউনিট ২০১৮-১৯]
A. শত্রুতা B. বন্ধুত্ব C. অপদার্থ D. অকালপক্ব ৩০৪. A

৩০৫. 'ঘাটের মরা' বাগধারাটির অর্থ কী? [ঢাবি ক ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. পরনির্ভরশীলতা B. অতিবৃদ্ধ C. অত্যন্ত গরিব D. নির্জীব ৩০৫. B
ব্যাখ্যা: গড্ডলিকা প্রবাহ - পরনির্ভরশীলতা। অলক্ষ্মীর দশা - অত্যন্ত গরীব। কাঠের পুতুল - নির্জীব।

৩০৬. 'ধর্মের ষাঁড়' বাগধারার অর্থ- [ঢাবি গ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. যথেচ্ছাচারী B. দলের সর্দার C. গুণহীন ব্যক্তি D. ভণ্ড ৩০৬. A
ব্যাখ্যা: পালের গোদা - দলের সর্দার। তুলসী বনের বাঘ - ভণ্ড।

৩০৭. 'ঢাকের কাঠি' বাগধারার অর্থ- [ঢাবি চ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. স্বাস্থ্যহীন লোক B. প্রচারকারী C. সাহায্যকারী D. তোষামুদে ৩০৭. D

৩০৮. 'লক্ষ্মীর বরযাত্রী' বাগধারাটির অর্থ- [ঢাবি, A ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. মঙ্গলের সূচনা B. ভাগ্যবান লোক C. ধনাঢ্য ব্যক্তি D. সুসময়ের বন্ধু ৩০৮. D

৩০৯. 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' বাগধারাটির অর্থ- [ঢাবি, D ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. আচমকা বিপদ B. সাপকে দড়ি দিয়ে বাঁধা
C. জাদুকরী বিদ্যা অর্জন করা D. বিভ্রম ৩০৯. D
ব্যাখ্যা: রজ্জু অর্থ দড়ি বা রশি। সর্প মানে সাপ। একটা দড়ি দেখে তা সাপ ভাবাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। দড়ি যেহেতু সাপ নয়, কিন্তু দড়ি দেখে সাপ ভাবাই হলো - illusion বা বিভ্রম।

Educationblog24.com

৩১০. **'চক্ষুদান করা' বাগধারাটির অর্থ** - *[ঢাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]*

A. খোলাসা করা B. জ্ঞানদান করা C. মরণোত্তর চক্ষুদান D. চুরি করা

৩১০. D

৩১১. **'আমড়াগাছি করা' বলতে বোঝায়** - *[ঢাবি C ইউনিট ২০১৫-১৬]*

A. বনে-বাদাড়ে ঘোরা B. তোষামোদ করা
C. গালমন্দ করা D. হম্বিতম্বি করা E. অহেতুক প্রশংসা করা

৩১১. B

ব্যাখ্যা: অহেতুক প্রশংসা করা তোষামোদেরই একটি অংশ, কিন্তু বাগধারাটির মূল এবং সবচেয়ে সঠিক অর্থ হলো তোষামোদ করা, যা সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত প্রশংসা করার পাশাপাশি অনুনয়-বিনয়কেও বোঝায়। তাই, একাধিক বিকল্পের মধ্যে তোষামোদ করা-ই সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তর।

৩১২. **'কুলকাঠের আগুন' বলতে বোঝায়** - *[ঢাবি C ইউনিট ২০১৫-১৬]*

A. সর্বনাশ B. অসহিষ্ণুতা C. ভয়ংকর D. শত্রুতা E. তীব্র জ্বালা

৩১২. E

ব্যাখ্যা: ঘুঘু চড়ানো - সর্বনাশ করা। সাপে-নেউলে - শত্রুতা। আগুন নিয়ে খেলা - ভয়ংকর বিপদ।

৩১৩. **'একাদশে বৃহস্পতি' বাগধারাটির অর্থ**- *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১৪-১৫]*

A. অসম্ভব বস্তু B. সুসময় C. দুঃসময় D. গ্রহের ফের

৩১৩. B

ব্যাখ্যা: আকাশ কুসুম - অসম্ভব জিনিস। সোনার পাথর বাটি - অসম্ভব বস্তু। রাহুর দশা - দুঃসময়।

৩১৪. **'হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয়' - বাগবিধির অর্থ** *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১২-১৩]*

A. সুযোগসন্ধানী B. স্বল্পকালস্থায়ী হুজুগ
C. সংকটে পড়া D. কুকাজে পটুত্ব

৩১৪. D

ব্যাখ্যা: হাল বায় না: এখানে হাল বলতে জমি চাষের লাঙলকে বোঝানো হয়েছে। 'হাল বায় না' বলতে জমিতে লাঙল দিয়ে চাষ করে না বোঝায়। তেড়ে গুঁতোয়: অর্থ হলো তেড়ে আসা এবং গুঁতো মারা। এই বাগধারাটির মূল ধারণাটি হলো একটি পশুর আচরণ। একটি ষাঁড়কে দিয়ে জমি চাষ করা হয়। কিন্তু যদি কোনো ষাঁড় হাল না টেনে বা চাষের কাজ না করে উল্টো তেড়ে এসে গুঁতো মারতে শুরু করে, তবে তার মানে হলো সে তার ভালো এবং ফলপ্রসূ কাজটি করছে না, বরং সে একটি খারাপ এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করছে। তার এই আচরণটি তার কুকাজে পটুত্বকে প্রকাশ করে।

৩১৫. **'তাল ঠোকা' বাগধারাটির অর্থ**- *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১১-১২]*

A. অহংকার করা B. সগর্ব উক্তি C. কার্পণ্য করা D. ব্যঙ্গ উক্তি

৩১৫. B

ব্যাখ্যা: 'তাল' মানে হাতের তালু। ঠোকা অর্থ আঘাত করা বা জোরে ঠেসে বাজানো। 'তাল ঠোকা' আক্ষরিক অর্থে বোঝায় - নিজের হাতের তালু জোরে আঘাত করা বা চাপড় মারা। রূপক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় - নিজেকে প্রমাণ করার জন্য গর্বভরে ঘোষণা করা বা জোর গলায় কিছু বলা।





বাংলার গ্রামাঞ্চলে যাত্রা, পালাগান বা নাটকের মঞ্চে চরিত্ররা যখন নিজেদের শক্তি বা দম্ভ প্রকাশ করত, তখন অনেক সময় বুক চাপড়ে বা হাত ঠুকে সগর্ব উক্তি করত। দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং নিজের বক্তব্য জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে এটি ছিল সাধারণ ভঙ্গি।

প্রাচীনকালে, যখন কোনো যোদ্ধা বা পালোয়ান তার শক্তি বা সামর্থ্য প্রকাশ করতে চাইত, তখন সে তার হাতের তালু দিয়ে নিজের উরুতে বা বুকে শব্দ করে আঘাত করত। এভাবে সগর্ব ভঙ্গিতে শক্তির প্রদর্শন লোকসমাজে প্রবাদে রূপ নেয়। তাই 'তাল ঠোকা' বাগধারাটি দ্বীয় বাহু বা উরুতে চপেটাঘাত করে আস্ফালন প্রকাশ, অপরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করা বা সগর্ব উক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পায়া ভারি - অহংকার করা। হাত ভারী - কার্পণ্য করা।

৩১৬. **'কচুবনের কালাচাঁদ' বাগধারার অর্থ**- *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১১-১২]*

A. ধূর্ত B. অপদার্থ C. কেতাদুরস্ত D. কলির কেষ্ট

৩১৬. B

ব্যাখ্যা: কেতাদুরস্ত - ফ্যাশনবাগিশ, পরিপাটি। কলির কেষ্ট - লম্পট ব্যক্তি, নষ্ট চরিত্রের লোক।

Educationblog24.com

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৩১৭. 'অজগরবৃত্তি' বাগধারাটির অর্থ কী? [GST ক ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. তাড়াহুড়া করা খ. তৎপর হওয়া গ. বিপদে পড়া ঘ. আলসেমি করা
ব্যাখ্যা: আতান্তরে পড়া - বিপদে পড়া।
৩১৭. ঘ

৩১৮. 'কেঁচে গণ্ডুষ' শব্দের অর্থ কী? [GST খ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সামান্য খ. পুনরায় আরম্ভ গ. অসম্ভব বস্তু ঘ. পরিপাটি
ব্যাখ্যা: কেউকেটা - সামান্য; সোনার পাথর বাটি - অসম্ভব বস্তু; কেতাদুরস্ত - পরিপাটি।
৩১৮. খ

৩১৯. 'ভূষণ্ডির কাক' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. কপট খ. বক ধার্মিক গ. দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঘ. সুসময়ের বন্ধু
ব্যাখ্যা: বক ধার্মিক - ভণ্ড। দুধের মাছি - সুসময়ের বন্ধু। বর্ণচোরা - কপট।
৩১৯. গ

৩২০. 'খয়ের খাঁ' বাগধারাটির অর্থ- [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় A - ইউনিট (বিজ্ঞান শাখা) ২০২০-২১]
ক. ভাঁড় খ. আভিজাত্য গ. চাটুকার ঘ. ধনিকশ্রেণি
ব্যাখ্যা: ভাঁড় অর্থ ক্ষুদ্র মাটির ভাণ্ড বা পাত্র, মৃৎপাত্র। আভিজাত্য অর্থ কৌলিন্য, বংশমর্যাদা।
৩২০. গ

৩২১. 'একগুঁয়ে' অর্থ বোঝাতে কোন বাগধারাটি প্রযোজ্য - [GST B - ইউনিট ২০২০-২১]
ক. ধোপদুরস্ত খ. পাথরে পাঁচ কিল গ. নেই আঁকড়া ঘ. দুমুখো সাপ
ব্যাখ্যা: ধোপদুরস্ত - পরিপাটি। পাথরে পাঁচ কিল - অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সৌভাগ্য। দুমুখো সাপ - দুজনকে দুরকম কথা বলা।
৩২১. গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩২২. 'উনপাঁজুরে' শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. মন্দ ভাগ্য খ. পাগলামি গ. নির্বিকার ঘ. অপদার্থ
ব্যাখ্যা: ইঁদুর কপালে - মন্দ ভাগ্য। উনপঞ্চাশ বায়ু - পাগলামি। নির্বিকার: যে কোনো বিষয়ে কোনো আবেগ বা প্রতিক্রিয়া দেখায় না। এটিও 'উনপাঁজুরে'র অর্থ নয়।
৩২২. ঘ

৩২৩. 'ধোপদুরস্ত' বাগধারাটি কী বোঝায়? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. গম্ভীর প্রকৃতির খ. পরিপাটি গ. ধীরশক্তি সম্পন্ন ঘ. অসম সাহসী
ব্যাখ্যা: তোলাহাঁড়ি বাগধারার অর্থ - গম্ভীর।
৩২৩. খ

৩২৪. 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' বলতে কী বোঝায়? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]
ক. ঘৃণিত ব্যক্তি খ. অস্বীকৃত ব্যক্তি গ. অগণ্য ব্যক্তি ঘ. উপেক্ষিত ব্যক্তি
ব্যাখ্যা: ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বাগধারাটির অর্থ - গুরুত্বহীন ব্যক্তিই শেষ ভরসা, সামান্য কাজের জন্য অপদার্থ ব্যক্তির খোঁজ করা। সামান্য কাজ করতে অবহেলিত পাত্রের দ্বারা কাজ করানো কেই বুঝায়।
৩২৪. ঘ

৩২৫. 'কাজে ডাঁটো'-র অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২৩-২৪]
ক. অক্ষম খ. অকাজের কাজী গ. কর্মহীন ঘ. কাজে পটু
ব্যাখ্যা: কাজে মানে কাজের ক্ষেত্রে। ডাঁটো: মানে শক্ত বা দৃঢ়। যখন কোনো ব্যক্তি তার কাজে দৃঢ় এবং দক্ষ হয়, তখন তাকে 'কাজে ডাঁটো' বলা হয়। এটি এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে তার কাজকে কঠোরতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে।
৩২৫. ঘ

৩২৬. নিচের কোনটি শুদ্ধ? [রাবি C ইউনিট (গ্রুপ - ৫) ২০২৩-২৪]
ক. গড্ডালিকা প্রবাহ খ. মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ
গ. কৃতাঞ্জলীপূটে ঘ. সানন্দিত চিত্তে
শুদ্ধরূপ: ক. গড্ডলিকা প্রবাহ অর্থ অন্ধ অনুকরণ; খ. মাধুর্যপূর্ণ আচরণ; কৃতাঞ্জলিপূটে; সানন্দে। সবগুলো ভুল।
৩২৬. ব্যাখ্যা

৩২৭. 'ভালুক জ্বর' বাগধারার অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২২-২৩]
ক. জ্বর জ্বর ভাব খ. দীর্ঘস্থায়ী জ্বর গ. ক্ষণস্থায়ী জ্বর ঘ. তীব্র জ্বর
৩২৭. গ

৩২৮. 'কুনকি হাতি' বাগধারার অর্থ- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২২-২৩]
ক. অতি চালাক খ. বৃহৎ গ. কৌশলে বশকারী ঘ. অতি ক্ষুদ্র
৩২৮. গ

Educationblog24.com

৩২৯. **'ধড়াচূড়া' বাগধারার অর্থ** - *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২২-২৩]*
ক. ধরার বাহির খ. মগডাল গ. অলংকার ঘ. সাজ পোশাক
ব্যাখ্যা: ধড়াচূড়া হলো শ্রীকৃষ্ণের কটিবাস এবং মুকুট; ব্যঙ্গার্থে - সাজ-পোশাক।
৩২৯. ঘ

৩৩০. **'ঘোর কলি' বাগধারাটি দ্বারা কী বুঝায়?** *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. ঘুটঘুটে কালো খ. ঘুরপাক খাওয়া গ. অন্ধকার ঘ. নিদারুণ অধর্মের যুগ
ব্যাখ্যা: ঘোর: অর্থ অন্ধকার, গভীর বা ভয়ানক। কলি: হিন্দু পুরাণ অনুসারে, চারটি যুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) মধ্যে চতুর্থ এবং শেষ যুগ। কলিযুগ হলো অধর্ম, অন্যায় এবং দুর্নীতির যুগ। হিন্দু ধর্মমতে, কলিযুগ হলো অধর্মের যুগ। এই যুগে মানুষের মধ্যে সততা, ন্যায় এবং ধর্ম কমে যায়। এই যুগে মানুষ তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য অন্যায় কাজ করে এবং তাদের মধ্যে কোনো ধরনের সহানুভূতি থাকে না। এই যুগের শেষে এক চরম বিপর্যয় ঘটবে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই পৌরাণিক প্রেক্ষাপট থেকেই 'ঘোর কলি' বাগধারাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, যখন কোনো দেশ বা সমাজে চরম অন্যায়, দুর্নীতি এবং অধর্ম বিরাজ করে, তখন সেই সময়কালকে 'ঘোর কলি' বলে অভিহিত করা হয়।
৩৩০. ঘ

৩৩১. **'উনপঞ্চাশ বায়ু' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. উড়নচণ্ডী খ. অমিতব্যয়ী গ. পাগলামি ঘ. অকালপক্ব
ব্যাখ্যা: উড়নচণ্ডী - অমিতব্যয়ী। ইঁচড়েপাকা - অকালপক্ব।
৩৩১. গ

৩৩২. **'পেটের ভাত চাল হওয়া' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[রাবি খ - ইউনিট, ২০২০-২১]*
ক. অতিরিক্ত দুর্ভাবনায় পড়া খ. বেশি ভয় পাওয়া
গ. মোটেও হজম না হওয়া ঘ. তীব্র ক্ষুধায় কাতর হওয়া
৩৩২. ক

৩৩৩. **'শকুনি মামা' বাগধারার অর্থ-** *[রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]*
ক. নির্মম আত্মীয় খ. হিংসুটে আত্মীয় গ. লোভী আত্মীয় ঘ. কুটিল চরিত্র
৩৩৩. ঘ

৩৩৪. **'পর্বতের মূষিক প্রসব' কী?** *[রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]*
ক. বিরাট সম্ভাবনা খ. কল্পনার আধার গ. কণ্ঠরোধ করা ঘ. কন্যাদান
৩৩৪. ক

৩৩৫. **কোনটি ভিন্নার্থক বাগধারা?** *[রাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. দা-কুমড়া B. সাপে-নেউলে C. তেলে-বেগুনে D. অহি-নকুল
ব্যাখ্যা: দা-কুমড়া, অহিনকুল, সাপে নেউলে বাগধারার অর্থ 'শত্রু'। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা বাগধারাটির অর্থ 'ক্রুদ্ধ হওয়া'।
৩৩৫. C

৩৩৬. **'হাত আসা' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[রাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. অধীনে আসা B. হস্তগত হওয়া C. মনোযোগ দেওয়া D. অভ্যস্ত হওয়া
৩৩৬. D

৩৩৭. **'অঞ্চল প্রভাব' বাগধারাটির অর্থ-** *[রাবি, E ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. স্ত্রীর প্রভাব B. স্বামীর প্রভাব C. আঞ্চলিকতার প্রভাব D. ঊর্ধ্বতন কর্তার প্রভাব
৩৩৭. A

৩৩৮. **'পোঁ-ধরা'- এই বাগধারাটির অর্থ কী?** *[রাবি, A ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. বেহায়া B. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ C. মোসাহেবি করা D. ক্ষণস্থায়ী
ব্যাখ্যা: বালির বাঁধ - ক্ষণস্থায়ী। কানকাটা - বেহায়া। ধনুক ভাঙ্গা পণ - দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
৩৩৮. C

৩৩৯. **'ঘর থাকতে বাবুই ভেজা' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[রাবি, A ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. অতিরিক্ত মায়াকান্না B. সুযোগের সদ্ব্যবহার
C. সুযোগ থাকতে কষ্ট D. অর্থের কু-প্রভাব
ব্যাখ্যা: বাবুই পাখি তার সুন্দর এবং মজবুত বাসা তৈরির জন্য পরিচিত। বাবুইয়ের বাসা এতটাই মজবুত হয় যে তা ঝড়-বৃষ্টিতেও টিকে থাকে। এই কারণে, বাবুই পাখি তার বাসায় নিরাপদে থাকে এবং বৃষ্টির কারণে ভিজে যায় না। যদি কোনো বাবুই পাখি তার মজবুত বাসা থাকা সত্ত্বেও ভিজে যায়, তবে তা তার নিজের বোকামি। এই বাস্তব চিত্রটি মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যখন কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে কষ্ট পায় বা দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন তার এই অবস্থাকে 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজা' বলে অভিহিত করা হয়। তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব। কুম্ভীরাশ্রু - মায়াকান্না।
৩৩৯. C

Educationblog24.com

৩৪০. 'পাততাড়ি গুটানো' বাগধারাটির অর্থ- *[রাবি, E ইউনিট, ২০১৬-১৭]* ৩৪০. D

A. ক্ষণস্থায়ী হওয়া B. চলে যাওয়া C. গ্রন্থনায়োজন D. কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: পাততাড়ি গুটানো বাগধারাটির অর্থ জিনিসপত্র গোছানো। পাততাড়ি অর্থ তাল পাতার গুচ্ছ। বালির বাঁধ বাগধারাটির অর্থ ক্ষণস্থায়ী।

৩৪১. 'দলপতি' অর্থে বাগধারা কোনটি? *[রাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]* ৩৪১. A

A. পালের গোদা B. রুই-কাতলা C. রাঘব-বোয়াল D. ভূষণ্ডির কাক

ব্যাখ্যা: রুই-কাতলা - ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। রাঘব-বোয়াল - সর্বগ্রাসী। ভূষণ্ডির কাক - দীর্ঘজীবী।

৩৪২. কোন বাগধারাটির অর্থ অন্যগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? *[রাবি C,E ইউনিট ২০১৫-১৬]* ৩৪২. B

A. দুধের মাছি B. ননির পুতুল C. বসন্তের কোকিল D. সুখের পায়রা

ব্যাখ্যা: দুধের মাছি, বসন্তের কোকিল, সুখের পায়রা বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু। ননির পুতুল বাগধারাটির অর্থ কর্মবিমুখ/শ্রমবিমুখ/অতি আদরের।

৩৪৩. কোনটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে? *[রাবি D ইউনিট ২০১৫-১৬]* ৩৪৩. D

A. বটতলার উকিল B. দুমুখো সাপ C. ধর্মের ষাঁড় D. শকুনি মামা

ব্যাখ্যা: বটতলার উকিল - অনভিজ্ঞ। দুমুখো সাপ, ধর্মের ষাঁড় অর্থ পরের অনিষ্টকারী। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাই পরের ক্ষতি হওয়া সম্ভব। তাই প্রথম তিনটি সমার্থক। শকুনি মামা বাগধারাটি অর্থ কুটিল চরিত্র।

৩৪৪. 'কেতাদুরস্ত' বাগধারাটি কী বোঝায়? *[রাবি A ইউনিট Even ২০১৪-১৫]* ৩৪৪. খ

ক. গম্ভীর প্রকৃতির খ. পরিপাটি গ. ধীরশক্তিসম্পন্ন ঘ. অসম সাহসী

৩৪৫. 'রসাতলে গমন' শব্দটির অর্থ– *[রাবি A-ইউনিট Even ২০১৪-১৫]* ৩৪৫. ঘ

ক. রসের ভেতরে যাওয়া খ. রসসিক্ত হওয়া

গ. রসামৃত পান করা ঘ. অধঃপাতে যাওয়া

৩৪৬. 'পর্বতের মূষিক প্রসব'- এর অর্থ কী? *[রাবি E ইউনিট ২০১৪-১৫]* ৩৪৬. গ

ক. উচ্চাশা খ. অল্পে তুষ্টি

গ. অনেক আয়োজনে অল্প ফল ঘ. দুঃস্বপ্ন

ব্যাখ্যা: 'পর্বতের মূষিক প্রসব' বাগধারাটির অর্থ হলো বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও অতিসামান্য ফললাভ, বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ আয়োজন।

৩৪৭. 'দোহাই মানা' বাগধারাটির অর্থ কী? *[রাবি ইউনিট (এ-৩) ২০১২-১৩]* ৩৪৭. D

A. লজ্জায় মাথা নত করা B. প্রশংসা মুখর হওয়া

C. স্তব্ধ হয়ে পড়া D. নজির দেখানো

ব্যাখ্যা: দোহাই অর্থ শপথ বা দিব্যি; দোহাই মানা অর্থ কথা রাখা বা নজির (দৃষ্টান্ত) দেখানো।

৩৪৮. 'হাতেখড়ি' কোন অর্থে ব্যবহৃত? *[রাবি আইন বিভাগ (সেট কোড-১) ২০১২-১৩]* ৩৪৮. B

A. স্বহস্তে B. বিদ্যারম্ভ C. অবিলম্বে D. শেষ সম্বল

ব্যাখ্যা: বিদ্যারম্ভ অর্থ শিক্ষারম্ভ, বিদ্যার্জনের সূচনা বা উপক্রম। অবিলম্বে অর্থ তাড়াতাড়ি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৪৯. কোন বাক্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় কথাটির উপযুক্ত প্রয়োগ হয়েছে? *[চবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩৪৯. গ

ক. ডাকাডাক গুড়গুড় করে কী লাভ, কাজে লেগে যাও

খ. ডাকডাক গুড়গুড় করে কী লাভ, নিজের পায়ে দাঁড়াও

গ. ঢাকঢাক গুড়গুড় করে কী লাভ, আসল কথাটি বল

ঘ. ঢাকঢাক গুড়গুড় করে কী লাভ, স্কুলে যাও

ব্যাখ্যা: 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' একটি বাগধারা। যার অর্থ কোনো কিছু লুকোচুরি / গোপন রাখার প্রয়াস। 'ঢাকঢাক গুড়গুড় করে কী লাভ, আসল কথাটি বল' বাক্যটিতে লুকোচুরি না করে সরাসরি সত্য কথাটি বলার জন্য বলা হয়েছে, যা এই বাগধারার অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Educationblog24.com

৩৫০. নিচের কোনটি বাগধারা? *[চবি ঘ ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩৫০. ঘ

ক. কিংকর্তব্যবিমূঢ় খ. অহোরাত্র গ. ভবনদী ঘ. ননীর পুতুল

ব্যাখ্যা: ননীর পুতুল: এটি একটি প্রচলিত বাগধারা। যার অর্থ কর্মবিমুখ, শ্রমবিমুখ, অতি আদরের। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্থ কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম। অস্থির পঞ্চক/পঞ্চম বাগধারার অর্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অহোরাত্র: সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কালপর্ব; দিবারাত্র। ভবনদী: ভব (সংসার) রূপ নদী; অর্থাৎ সংসার জীবন।

৩৫১. "গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই" - এই বাক্যে 'মাছের মায়ের পুত্রশোক' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[চবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩৫১. ঘ

ক. নিষ্ঠুর খ. শোকে পাথর গ. মমত্ববোধ ঘ. মিথ্যাশোক

৩৫২. 'আটকপালে' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়.... *[চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]* ৩৫২.ক

ক. হতভাগ্য খ. সৌভাগ্য গ. শ্রমবিমুখ ঘ. প্রচারবিমুখ

ব্যাখ্যা: পাথরে পাঁচ কিল - সৌভাগ্য। ননির পুতুল - শ্রমবিমুখ।

৩৫৩. 'মাথামোটা' শব্দের বিশেষ অর্থ কোনটি? *[চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]* ৩৫৩. খ

ক. সূক্ষ্মবুদ্ধি খ. স্থূলবুদ্ধি গ. দুর্বুদ্ধি ঘ. চিন্তাশীল

৩৫৪. 'হাত দেওয়া'-র বিশেষ অর্থ কী? *[চবি খ-১ উপ-ইউনিট ২০২৩-২৪]* ৩৫৪. খ

ক. খাওয়া খ. আরম্ভ করা গ. নষ্ট করা ঘ. হস্তক্ষেপ করা

ব্যাখ্যা: হাত দেওয়া এর বিশেষ অর্থ আরম্ভ করা বা কাজে লাগান। ছিনিমিনি খেলা - নষ্ট করা। থাবা দেওয়া - হস্তক্ষেপ করা।

৩৫৫. 'কানাকলসির জল' বাগধারাটির অর্থ কী? *[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]* ৩৫৫. ক

ক. ক্ষণস্থায়ী বস্তু খ. অসম্ভব বস্তু গ. দুর্ভাগ্য ঘ. সীমাবদ্ধ জ্ঞান

ব্যাখ্যা: সোনার পাথর বাটি - অসম্ভব বস্তু। খণ্ডকপাল - দুর্ভাগ্য। কূপমণ্ডূক - সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন।

৩৫৬. নিচের কোন বাগধারার অর্থ পক্ষপাতিত্ব? *[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০৩) ২০২২-২৩]* ৩৫৬. ঘ

ক. গোঁফ খেজুরে খ. হাতভারী গ. ঢাকের কাঠি ঘ. একচোখা

ব্যাখ্যা: গোঁফ খেজুরে - নিতান্ত অলস। হাতভারী - কৃপণ। ঢাকের কাঠি - তোষামুদে।

৩৫৭. 'হাড় জুড়ানো' - কথাটির অর্থ কী? *[চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]* ৩৫৭. খ

ক. ভাঙা হাড় জোড়া লাগা খ. শান্তি পাওয়া গ. উদ্বায়ুরোগ ঘ. শল্যচিকিৎসা

ব্যাখ্যা: হাড় জুড়ানো - আরাম পাওয়া, সমস্ত যন্ত্রণা বা কষ্টের অবসান হওয়া, শান্তি পাওয়া।

৩৫৮. 'সাক্ষী গোপাল' কী অর্থে ব্যবহৃত? *[চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]* ৩৫৮. খ

ক. অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি খ. নিষ্ক্রিয় দর্শক গ. ভণ্ড সাধু ঘ. আসামী

ব্যাখ্যা: বক ধার্মিক বাগধারাটির অর্থ ভণ্ড সাধু।

৩৫৯. 'কূপমণ্ডূক' বাগ্‌ধারাটির দ্বারা কী বোঝায়? *[চবি B ইউনিট - ২০২১-২২]* ৩৫৯. ঘ

ক. বিশ্বাস প্রবণ খ. অলস

গ. সাধারণ মানুষ ঘ. সীমিত জ্ঞানের মানুষ

ব্যাখ্যা: কান পাতলা - সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ। কূর্ম অবতার - অলস।

৩৬০. 'ননীর পুতুল' বাগধারার অর্থ কী? *[চবি D - ইউনিট, (১ম দিন সকাল) ২০২০-২১]* ৩৬০. খ

ক. পুতুলের ন্যায় খ. অতি আদরের গ. অতি ভদ্র ঘ. অল্প শ্রমে কাতর

ব্যাখ্যা: ননী দ্বারা গঠিত পুতুলকে ননীর পুতুল বলা হয়। পুতুল যেমন একটু তাপেই গলে যায় সেইরূপ কোমল বা নরম অঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিই হলো ননীর পুতুল। অর্থাৎ কষ্ট সইতে অক্ষম, কর্মবিমুখ/শ্রমবিমুখ/অতি আদরের।

৩৬১. কোনটি বাগধারা? *[চবি D - ইউনিট, (২য় দিন সকাল) ২০২০-২১]* ৩৬১. ঘ

ক. ব্যয়সাপেক্ষ খ. রজ্জুসর্প গ. মনমাঝি ঘ. চাঁদের হাট

ব্যাখ্যা: চাঁদের হাট একটি বাগধারা। যার অর্থ আনন্দের প্রাচুর্য, প্রিয়জনের সমাগম। মনমাঝি হলো সমাস। এর ব্যাসবাক্য হলো মন রূপ মাঝি। ব্যয়সাপেক্ষ অর্থ অধিক ব্যয় দ্বারা শুধু সম্ভব এমন। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এটিও একটি বাগধারা যার অর্থ - বিভ্রম।

Educationblog24.com

৩৬২. কোন বাগধারাটি সমার্থক নয়? *[চবি B ২০১৯-২০]* ৩৬২. A

A. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা B. অহি-নকুল সম্বন্ধ
C. দা-কুমড়া D. আদায় কাঁচকলায়

ব্যাখ্যা: দা-কুমড়া, অহিনকুল, আদায় কাঁচকলা বাগধারার অর্থ 'শত্রু'। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা বাগধারাটির অর্থ ক্রুদ্ধ হওয়া।

৩৬৩. কোন বাগধারাটির অর্থ অন্যগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? *[চবি, B1 ইউনিট, ২০১৬-১৭]* ৩৬৩. B

A. দুধের মাছি B. ননির পুতুল C. বসন্তের কোকিল D. সুখের পায়রা

ব্যাখ্যা: দুধের মাছি, বসন্তের কোকিল, সুখের পায়রা বাগধারার অর্থ সুসময়ের বন্ধু। ননির পুতুল বাগধারাটির অর্থ কর্মবিমুখ।

৩৬৪.'চোখ খোলা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? *[চবি, D3 ইউনিট, ২০১৬-১৭]* ৩৬৪. A

A. সতর্ক থাকা B. ভালোভাবে তাকানো
C. জেগে থাকা D. প্রার্থনা করা

৩৬৫.'গোল্লায় যাওয়া' বাগধারাটির অর্থ কী? *[চবি A_2 ইউনিট ২০১৪-১৫]* ৩৬৫. C

A. অসৎ কাজ করা B. খারাপ কাজে যাওয়া
C. নষ্ট হওয়া D. দোষের কাজ করা E. ভুল কাজ করা

৩৬৬.কোন বাগধারাটি নেতিবাচক অর্থ বহন করে না - *[চবি সি-৩ ২০১২-১৩]* ৩৬৬. D

A. আমড়া কাঠের ঢেঁকি B. কলুর বলদ
C. পটোল তোলা D. পোয়াবারো

ব্যাখ্যা: পোয়াবারো বাগধারাটি অর্থ সুসময় এটি নেতিবাচক অর্থ বহন করে না। আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ। কলুর বলদ - একটানা খাটুনি। পটোল তোলা - মারা যাওয়া।

৩৬৭.'গুরুত্ব দেওয়া' অর্থে কোন বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়? *[চবি (ইউনিট বি-১)২০১২-১৩]* ৩৬৭. C

A. গা-ছাড়া B. গা বাঁচানো C. গায়ে মাখা D. গায়ে জ্বর আসা

ব্যাখ্যা: গা-ছাড়া ভাব - অমনোযোগ, অবহেলা, ঢিলেমি। গা বাঁচিয়ে চলা - সামলে চলা, সতর্কভাবে কাজ করা। গায়ে জ্বর আসা - দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত ভীত বা উদ্বিগ্ন হওয়া, সইতে না পারা, অপছন্দ হওয়া।

অভিযাত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অভিযাত্রী

৩৬৮. 'আমগন্ধি' শব্দটির অর্থ নিচের কোনটি? *[জাবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩৬৮. ক

ক. কাঁচা গন্ধি খ. পাকা গন্ধযুক্ত গ. পঁচা গন্ধযুক্ত ঘ. গন্ধহীন

৩৬৯. 'পটের বিবি' বাগধারাটির অর্থ কোনটি? *[জাবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩৬৯. গ

ক. অতিরিক্ত চালবাজি খ. মারা যাওয়া গ. সুসজ্জিত ঘ. আদুরে দুলাল

ব্যাখ্যা: ফপর দালালি - অতিরিক্ত চালবাজি; ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া - মারা যাওয়া। দুলাল - অতি আদর ও যত্নে লালিত পুত্র; আদুরে ছেলে।

৩৭০. 'হারহদ্দ' বাগধারাটি বোঝায় - *[জাবি B ইউনিট ২০২২-২৩]* ৩৭০. গ

ক. অতি মূর্খ খ. নষ্ট করা গ. সবকিছু ঘ. ব্যয়কুণ্ঠ

ব্যাখ্যা: ব্যয়কুণ্ঠ হলো যে অধিক ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। ক-অক্ষর গোমাংস - সম্পূর্ণ মূর্খ। গো-মূর্খ - জড়বুদ্ধি, নিরেট মূর্খ।

৩৭১. বাক্যের আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ পায়, তখন তাকে কী বলে? *[জাবি গ ইউনিট, ২০২০-২১]* ৩৭১. খ

ক. বাচ্যার্থ খ. বাগধারা গ. প্রবাদ-প্রবচন ঘ. সুভাষিত বাক্য

*ব্যাখ্যা: **বাগধারা:** আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগধারা বলে। **প্রবাদ প্রবচন:** অভিজ্ঞতালব্ধ কোন গভীর জীবনসত্য লোকপ্রিয় কোন উক্তির মধ্যে সংহত হয়ে প্রকাশিত হলে তাকে প্রবাদ প্রবচন বলে। **বাচ্যার্থ:** যে সকল শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে বাচ্যার্থ বলে। **সুভাষিত বাক্য:** সুকথিত বা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে এমন বাক্য।*

Educationblog24.com

৩৭২. 'গণেশ উল্টানো' বাগধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? *[জাবি E ২০১৯-২০]* ৩৭২.গ
ক. ব্যাপ্তি হওয়া খ. অন্যায় করা গ. উঠে যাওয়া ঘ. সহায়

৩৭৩. 'তুলসী বনের বাঘ' বাগধারাটির অর্থ হলো - *[জাবি E ২০১৯-২০]* ৩৭৩.ঘ
ক. সাধু ব্যক্তি খ. অলস ব্যক্তি গ. সাহসী ব্যক্তি ঘ. অসাধু/ ভণ্ড ব্যক্তি

৩৭৪. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ আমড়া কাঠের ঢেঁকি আর নাছোড়বান্দা লোক দিনকে রাত করতে ওস্তাদ। *[জাবি B ২০১৯-২০]* ৩৭৪.গ
ক. অতিচালাক, অভদ্র, হৈচৈ খ. দুরন্ত, একগুঁয়ে, ভান করা
গ. অপদার্থ, একগুঁয়ে, দুষ্কর্ম করা ঘ. অগোছালো, অনিষ্টকারী, সর্বস্বান্ত

৩৭৫. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ তোমার মতো গোঁফখেজুরে লোকের তার মতো কংস মামা থাকলে ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। *[জাবি B ২০১৯-২০]* ৩৭৫.গ
ক. ধনী, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ খ. অলস, অসাধু, ফাঁকা করা
গ. অলস, নির্মম আত্মীয়, সর্বনাশ ঘ. উদ্দেশ্যহীন, কৃপণ, ফাঁকা করা

৩৭৬. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ তোমার মতো নদের চাঁদের ধারে না হলে ভারে কাটবে এজন্য আর দেঁতো হাসি দিয়ে লাভ নেই। *[জাবি B ২০১৯-২০]* ৩৭৬.ঘ
ক. সুন্দর ব্যক্তি, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, হুলস্থুল করা
খ. মাতব্বর ব্যক্তি, বিত্ত বৈভব অর্জন করা, অবজ্ঞা করা
গ. নির্বোধ ব্যক্তি, পরোক্ষভাবে অন্যের সাহায্য নেওয়া, সাফল্যের হাসি
ঘ. সুন্দর অথচ অপদার্থ, যে কোনোভাবে কার্যসিদ্ধি হওয়া, কৃত্রিম হাসি

৩৭৭. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ তাল কানা লোক বলেই ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে ধরা খেয়ে এখন ভিজে বেড়াল সেজেছে। *[জাবি B ২০১৯-২০]* ৩৭৭.খ
ক. ভান করা, লুকোচুরি, ভণ্ড খ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুকোচুরি, সাধুবেশে অসৎ লোক
গ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, অসৎ, নির্লজ্জ ঘ. ভণ্ড, অসৎ, ভণ্ড

৩৭৮. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ আঁধার ঘরের মানিক বলে টুপ ভুজঙ্গ হলেও তাকে হাড়হদ্দ ছাড় দিলে চলবে না। *[জাবি B ২০১৯-২০]* ৩৭৮.ঘ
ক. একমাত্র অবলম্বন, স্পষ্টভাষী, বড়কিছু খ. অত্যন্ত প্রিয়জন, নেশাগ্রস্ত, সবকিছু
গ. অত্যন্ত প্রিয়জন, স্পষ্টভাষী, সবকিছু ঘ. একমাত্র অবলম্বন, নেশাগ্রস্ত, বড়কিছু

৩৭৯. বাগধারাসমূহের ঠিক অর্থ বাছাই করঃ আকাশ কুসুম ভাবনা নিয়ে আষাঢ়ে গল্প বানালে অন্যদের আক্কেল গুড়ুম হবে। *[জাবি B ২০১৯-২০]* ৩৭৯. ঘ
ক. আজগুবি চিন্তা, বিরাট আয়োজন, বুদ্ধির পরিপক্বতা
খ. বাড়াবাড়ি চিন্তা, অলৌকিক বিষয়, হতবাক
গ. অহেতুক পাঠ, কাল্পনিক বস্তু, হতবুদ্ধি হওয়া
ঘ. কাল্পনিক বস্তু, আজগুবি বিষয়, হতবুদ্ধি হওয়া

৩৮০. 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' বাগধারাটির অর্থ- *[জাবি F ২০১৯-২০]* ৩৮০. গ
ক. অযথা প্রশংসা করা খ. অন্যান্য গ. অসম্ভব ব্যাপার ঘ. অপ্রত্যাশিত বাঁধা
ব্যাখ্যা: আমড়াগাছি করা - প্রশংসা করা। অকালে বাদলা - অপ্রত্যাশিত বাঁধা।

৩৮১. 'উনকোটি চৌষট্টি' বাগধারাটির অর্থ- *[জাবি F ২০১৯-২০; খুবি A ২০১১-১২]* ৩৮১. ঘ
ক. প্রহার খ. জব্দ করা গ. ন্যাকামি ঘ. প্রায় সম্পূর্ণ
ব্যাখ্যা: উত্তম মধ্যম - পিটুনি, প্রহার। এক হাত লওয়া - জব্দ করা। আদিখ্যেতা - ন্যাকামি।

৩৮২. 'জড়-ভরত' বাগধারাটির অর্থ- *[জাবি F ২০১৯-২০]* ৩৮২. গ
ক. চাটুকার খ. খুব ধনী গ. অকর্মণ্য ব্যক্তি ঘ. স্পষ্টবাদী
ব্যাখ্যা: খয়ের খাঁ - চাটুকার। ঠোঁট কাটা - স্পষ্টবাদী।

Educationblog24.com

৩৮৩. 'তয়নাত করা' বাগধারাটির অর্থ- [জাবি I' ২০১৯-২০] ৩৮৩.ক
ক. স্থির করা খ. প্রস্তুত করা গ. বেতাল হওয়া ঘ. ভোজন করা
ব্যাখ্যা: তয়নাত: অর্থ নিয়োগ বা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা। প্রাচীনকালে এবং মুঘল আমলে, কোনো ব্যক্তিকে যখন কোনো নির্দিষ্ট পদ বা কাজের জন্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হতো, তখন সেই নিয়োগকে 'তয়নাত' করা বলা হতো। এই নিয়োগটি ছিল স্থায়ী এবং সেই ব্যক্তি তার কাজের প্রতি সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ থাকত। তালকানা - বেতাল হওয়া। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার - খাওয়া, ভোজন।

৩৮৪. 'মিছরির ছুরি' বাগধারার অর্থ - [জাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯] ৩৮৪. D
A. ধারাল অস্ত্র B. উভয় সংকট C. মিষ্টি কথা D. মুখে মধু অন্তরে বিষ

৩৮৫. 'কুলকাঠের আগুন' বাগধারার অর্থ- [জাবি A ইউনিট ২০১৭-১৮] ৩৮৫. C
A. সংসারে অশান্তি B. অকেজো C. দীর্ঘস্থায়ী মনোঃকষ্ট D. স্বল্পকালীন উত্তেজনা

৩৮৬. 'কালকূট' শব্দের অর্থ- [জাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮] ৩৮৬. A
A. তীব্র বিষ B. তীব্র শীত C. কালো রং D. বিষদাঁত
ব্যাখ্যা: বিষদাঁত অর্থ সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষপূর্ণ থলি থাকে।

৩৮৭. 'আস্তাকুঁড়ের পাতা' বাগধারাটির অর্থ কী? [জাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮] ৩৮৭. A
A. হেয় ব্যক্তি B. চতুর C. নোংরা স্থান D. অলস ব্যক্তি
ব্যাখ্যা: আঁস্তাকুড়ের পাতা বাগধারাটির অর্থ ফেলনা এঁটো পাতা, হেয় ব্যক্তি। আঁস্তাকুড়ের পাতা কখনো স্বর্গে যায় না, নীচ কখনও উচ্চ সমাজে উঠতে পারে না।

৩৮৮. 'ঝাঁকের কৈ' বাগধারাটির অর্থ কী? [জাবি D ইউনিট ২০১৭-১৮] ৩৮৮. D
A. একতাই বল B. অসম্ভব শক্তিশালী C. বর্ষাকালীন মাছ D. একই দলের লোক

৩৮৯. 'শকুনি মামা' এর অর্থ কী? [জাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮] ৩৮৯. D
A. পাতানো মামা B. কুৎসিত লোক C. সৎ মামা D. কুচক্রী লোক

৩৯০. 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' বাগধারাটির অর্থ কী? [জাবি G ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৯০. C
A. ঢাকা জোর বাজান B. বিরক্তিকর আওয়াজ
C. লুকোচুরি D. প্রচার

৩৯১. 'লেজে খেলানো' বাগধারাটির উপযুক্ত অর্থ কোনটি? [জাবি সি ইউনিট ২০১৪-১৫] ৩৯১.গ
ক. চতুরভাবে বশীভূত করা খ. কাউকে নিয়ে মজা করা
গ. ছল করে আটকে রাখা ঘ. বোকাকে খাটানো
ব্যাখ্যা: লেজে খেলা - ছলনা করা/ চাতুরি দ্বারা কষ্ট দেয়া।

৩৯২. 'তালকানা' বাগধারাটির অর্থ কী? [জাবি E ইউনিট ২০১৪-১৫] ৩৯২.ক
ক. বেতাল হওয়া খ. ঠিক হওয়া গ. সহজলভ্য হওয়া ঘ. সঠিক হওয়া
ব্যাখ্যা: তালকানা শব্দটি বিশেষণ পদ। এর অর্থ তালজ্ঞানহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন। উজানের কৈ বাগধারাটি অর্থ সহজলভ্য।

৩৯৩. 'নদের চাঁদ' বাগধারার অর্থ কোনটি? [জাবি F ইউনিট ২০১৪-১৫] ৩৯৩.ক
ক. সুন্দর ব্যক্তি কিন্তু অপদার্থ খ. সুন্দর ব্যক্তি
গ. সুন্দর ও সুশীল ব্যক্তি ঘ. নদীতে চাঁদের আলো

অভিযাত্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অভিযাত্রী

৩৯৪. 'পুরান চাল ভাতে বাড়ে' - বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [জবি B ইউনিট ২০২৪-২৫] ৩৯৪.ক
ক. অভিজ্ঞতা খ. পরিশ্রম গ. গুরুত্বপূর্ণ ঘ. সুবিধাবাদ

৩৯৫. 'আকাশ ধরা' বাগধারাটির অর্থ কী? [জবি D ইউনিট ২০২৪-২৫] ৩৯৫.গ
ক. কুয়াশা পড়া খ. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়া
গ. বৃষ্টি বন্ধ হওয়া ঘ. রোদ না উঠা

Educationblog24.com

৩৯৬. 'হাত-ভারি' বাগধারার অর্থ কী? *[জবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. দাতা খ. জোতদার গ. ধনী ঘ. কৃপণ
৩৯৬.ঘ

৩৯৭. 'রাজযোটক' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয় কোন অর্থে? *[জবি B ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. বিত্তবান B. অন্তঃসারশূন্য C. চমৎকার মিল D. পণ্ডশ্রম
৩৯৭. C
ব্যাখ্যা: বিত্তবান অর্থ সম্পদশালী, অর্থশালী। ফতো নবাব, ফতো বাবু বাগধারাটির অর্থ অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি। পণ্ডশ্রম অর্থ বিফল পরিশ্রম, বৃথা শ্রম।

৩৯৮. 'অকট-বিকট' বাগধারাটির অর্থ কী? *[জবি D ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. ছটফটানি B. আনন্দে চিৎকার C. রাগে চিৎকার D. ক্ষিপ্ত
৩৯৮. A

৩৯৯. 'অতি ধুরন্ধর লোক' এর বাগধারা প্রকাশ কোনটি? *[জবি ঘ ইউনিট ২০১৪-১৫]*
A. বাস্তুঘুঘু B. কাক ভূষণ্ডি C. ভুঁইফোঁড় D. লেফাফা দুরস্ত
৩৯৯.A
ব্যাখ্যা: বাস্তুঘুঘু - প্রচ্ছন্ন শয়তান। কাক ভূষণ্ডি - দীর্ঘজীবী। ভুঁইফোঁড় - নতুন আগমন, অর্বাচীন, হঠাৎ ধনী হওয়া। লেফাফা দুরস্ত - যারা বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে চলে / বাইরে পরিপাটি।

৪০০. 'দা-কুমড়া' বাগধারাটির একই অর্থ প্রকাশ করে- *[জবি ইংরেজি বিভাগ (সি-২) ২০১২-১৩]*
A. চোখের বালি B. নয়ছয় C. লেফাফা দুরস্ত D. অহিনকুল
৪০০. D
ব্যাখ্যা: অহিনকুল এবং দা-কুমড়া বাগধারাগুলো একই অর্থ প্রকাশ করে। যাদের অর্থ - ভীষণ শত্রুতা। চোখের বালি - চক্ষুশূল, অপ্রিয় ব্যক্তি। নয়ছয় - অপব্যয়। লেফাফা দুরস্ত অর্থ যারা বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে চলে / বাইরে পরিপাটি।

৪০১. 'কূপমণ্ডূক' এর আভিধানিক অর্থ- *[জবি 'এ' ইউনিট ২০১২-১৩]*
A. কুয়োর ব্যাঙ B. সংকীর্ণমনা ব্যক্তি C. কর্কশ D. মূর্খ ব্যক্তি
৪০১. A
ব্যাখ্যা: 'কূপমণ্ডূক' এর আভিধানিক অর্থ – কুয়োর ব্যাঙ; বাগধারার অর্থ - সংকীর্ণমনা ব্যক্তি। কর্কশ অর্থ শ্রীহীন, দৃষ্টিকটু, অসুন্দর।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

৪০২. 'জবর জং' বাগধারাটির অর্থ কী? *[কুবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. সস্তা ও চকচকে খ. জমকালো কিন্তু বেমানান
গ. চাটুকার ঘ. শেষ অবস্থা
৪০২. খ



ব্যাখ্যা: জবর: অর্থ জোরদার, শক্তিশালী বা বিরাট। জং: অর্থ মরিচা, যা কোনো কিছুর পুরানো বা জরাজীর্ণ অবস্থাকে বোঝায়। এই বাগধারাটির মূল ভিত্তি হলো জবর (শক্তিশালী) এবং জং (জরাজীর্ণ বা মরিচা)–এই দুটি শব্দের মধ্যকার বৈপরীত্য। একটি বস্তু দেখতে শক্তিশালী বা জমকালো মনে হলেও তা যদি জীর্ণ বা মরিচা ধরা হয়, তবে তা বেমানান লাগে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বাইরে থেকে জমকালো, শক্তিশালী বা আড়ম্বরপূর্ণ মনে হলেও তার ভেতরের সারবস্তু বা গুণ না থাকায় তা বেমানান লাগে, তখন তাকে 'জবর জং' বলা হয়। তেল কাজলা - চকচকে। খয়ের খাঁ - চাটুকার।

৪০৩. 'ডাকাবুকো' বাগধারাটির অর্থ কী? *[হাবিপ্রবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. দুর্বল চিত্ত খ. এলোমেলো
গ. অসম সাহসী ঘ. কুশ্রী
৪০৩. গ
ব্যাখ্যা: দুর্বল চিত্ত: যার মন দুর্বল বা সহজে ভয় পায়। এলোমেলো: যা অগোছালো বা বিশৃঙ্খল। কুশ্রী: দেখতে সুন্দর নয় এমন; কুৎসিত।

Educationblog24.com

৪০৪. **'অষ্টরম্ভা' শব্দের অর্থ কী?** *[খুবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৪০৪. ঘ

ক. অপদার্থ খ. বৃদ্ধাশ্রম গ. পুনরায় আরম্ভ ঘ. ফাঁকি

ব্যাখ্যা: বুদ্ধির ঢেঁকি, ঘটিরাম - অপদার্থ। কেঁচে গণ্ডুষ - পুনরায় আরম্ভ।

৪০৫. **'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা' - এর অর্থ কী?** *[হাবিপ্রবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৪০৫. ঘ

ক. হাটের কাছে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া খ. হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলা

গ. কিছু হারিয়ে ফেলা ঘ. গোপন বিষয় প্রকাশ করা

৪০৬. **নিচের কোনটি বাগধারা?** *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]* ৪০৬. গ

ক. প্রিয়ংবদা খ. ভবনদী গ. উনপাঁজুরে ঘ. অহোরাত্র

ব্যাখ্যা: প্রিয়ংবদা: যে নারী প্রিয় কথা বলে; মধুরভাষী। অহোরাত্র: সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কালপর্ব; দিবারাত্র। ভবনদী: ভব (সংসার) রূপ নদী; অর্থাৎ সংসার জীবন।

৪০৭. **'জগাখিচুড়ি' বাগধারার সঠিক অর্থ কী?** *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]* ৪০৭. গ

ক. ভরপুর খ. নষ্ট হওয়া গ. বিশৃঙ্খল ঘ. সহজলভ্য

ব্যাখ্যা: টইটম্বুর - ভরপুর। উজানের কৈ - সহজলভ্য।

৪০৮. **'রাজা-উজির মারা' অর্থ কী?** *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]* ৪০৮. গ

ক. কাজের কাজ করা খ. ঝামেলা পোহানো

গ. বড়ো বড়ো কথা বলা ঘ. সুযোগের সদ্ব্যবহার করা

৪০৯. **'লেফাফাদুরস্ত' বাগধারাটির সঠিক অর্থ কোনটি?** *[বিএসসি ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪]* ৪০৯. গ

ক. অসংযম খ. অবাধ্য গ. কপট ঘ. হতভাগ্য

ব্যাখ্যা: কপট অর্থ প্রতারক, ভণ্ড। লেফাফাদুরস্ত - যারা বাইরের ঠাঁট বজায় রেখে চলে/ বাইরে পরিপাটি। আটকপালে - হতভাগ্য।

৪১০. **'পায়াভারী' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?** *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স ২০২৩-২৪]* ৪১০. ক

ক. অহংকারী খ. তোষামোদকারী গ. স্পষ্টভাষী ঘ. নাছোড়বান্দা

ব্যাখ্যা: খয়ের খাঁ - তোষামোদকারী। ঠোঁট কাটা - স্পষ্টভাষী। চিনে/ ছিনে জোঁক - নাছোড়বান্দা।

৪১১. **নিচের কোন বাগধারাটির অর্থ 'অত্যন্ত অলস'?** *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স ২০২৩-২৪]* ৪১১. খ

ক. আমড়া কাঠের ঢেঁকি খ. গোঁফ খেজুরে

গ. আদুরে গোপাল ঘ. আলালের ঘরের দুলাল

ব্যাখ্যা: আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অকেজো লোক/অকর্মণ্য। আদুরে গোপাল - অতিরিক্ত আহ্লাদে। আলালের ঘরের দুলাল - অতি আদুরে নষ্ট ছেলে।

৪১২. **'হাড় হাভাতে' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[BUP (FASS ইউনিট) ২০২২-২৩]* ৪১২. খ

ক. কপটচারী খ. হতভাগ্য গ. কৃপণ ঘ. দলপতি

ব্যাখ্যা: বর্ণচোরা - কপটচারী। হাতভারী - কৃপণ। পালের গোদা - দলপতি।

৪১৩. **'খয়ের খাঁ' বাগধারার অর্থ কী?** *[সাত কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২২-২৩]* ৪১৩. ক

ক. চাটুকার খ. কুপরামর্শক গ. সংকীর্ণমনা ঘ. নির্লজ্জ

ব্যাখ্যা: কুয়োর ব্যাঙ – সীমিত জ্ঞান। কূপমণ্ডূক - ঘরকুনো / সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন/ সংকীর্ণমনা।

৪১৪. **'ঢাকঢাক-গুড়গুড়' বাগধারাটির অর্থ -** *[সাত কলেজ বাণিজ্য ইউনিট ২০২২-২৩]* ৪১৪. ঘ

ক. জড়ো হওয়া খ. উৎসব

গ. অশনি সংকেত ঘ. কোনো কথা গোপন রাখার চেষ্টা

ব্যাখ্যা: অশনি - বজ্র, বাজ। অশনি সংকেত বলতে বোঝানো হয় খারাপ কিছু লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ।

৪১৫. **'তুবড়ি ছোটা' বাগধারাটির অর্থ কী?** *[সাত কলেজ বাণিজ্য ইউনিট - ২০২১-২২]* ৪১৫. গ

ক. কাজে গতি ফেরা খ. ঝামেলা সৃষ্টি করা

গ. অনর্গল কথা বলা ঘ. আলস্যে দিন কাটানো

ব্যাখ্যা: 'তুবড়ি' এক প্রকার আতশবাজি। কারও মুখ থেকে একটানা বা অনর্গল কথা বের হতে থাকলে তাকে বলা হয়- মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছুটছে। তাই 'তুবড়ি ছোটা' বাগধারাটির অর্থ অনর্গল কথা।

Educationblog24.com

৪১৬. নিচের কোনটি "অন্ধের যষ্টি" অর্থ প্রকাশ করে? *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স - ২০২২]* ৪১৬. ক

ক. একমাত্র অবলম্বন খ. ভাগ্যের খেলা
গ. গভীর সম্পর্ক ঘ. রাতকানা

ব্যাখ্যা: অদৃষ্টের পরিহাস বাগধারাটির অর্থ ভাগ্যের খেলা। রাতকানা হলো একটি রোগের নাম।

৪১৭. 'গোকুলের ষাঁড়' বাগধারাটির অর্থ কী? *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় A ২০১৯-২০]* ৪১৭. গ

ক. হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি খ. পরিপাটি ব্যক্তি
গ. স্বেচ্ছাচারী লোক ঘ. অলস ব্যক্তি

ব্যাখ্যা: হৃষ্টপুষ্ট - ভারী শরীর, স্বাস্থ্যবান। কেতাদুরস্ত - পরিপাটি। গদাই লস্করি চাল - অলস।

৪১৮. 'ভূই-ফোঁড়' বাগধারার অর্থ কী? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় B ২০১৯-২০]* ৪১৮. খ

ক. সর্বনাশ খ. অর্বাচীন গ. সর্বস্বান্ত ঘ. নির্বোধ

৪১৯. 'কলির সন্ধ্যা' বাগধারাটির ঠিক অর্থ কোনটি? *[কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় C ২০১৯-২০]* ৪১৯. খ

ক. দুঃখের শেষ খ. দুঃখের শুরু গ. দুঃখের কথা ঘ. দুঃখের সময়

ব্যাখ্যা: ঘোর কলি বাগধারাটির অর্থ দুঃখের সময়।

৪২০. 'রাশভারি' বাগধারাটির অর্থ- *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান) ২০১৭-১৮]* ৪২০. A

A. গম্ভীর প্রকৃতির B. চির অশান্তি
C. ভারী মেজাজের D. মোটা বুদ্ধি

৪২১. 'কায়েতের ঘরের ঢেঁকি' বাগধারাটির অর্থ কী? *[খুবি, S ইউনিট, ২০১৬-১৭]* ৪২১. A

A. অপদার্থ ব্যক্তি B. বিশিষ্ট ব্যক্তি
C. প্রাচীন ব্যক্তি D. হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি

ব্যাখ্যা: অক্ষয়বট - প্রাচীন ব্যক্তি। খোদার খাসি - হৃষ্টপুষ্ট চিন্তা ভাবনাহীন ব্যক্তি।

৪২২. "কেবলা হাকিম" বাগধারাটির অর্থ –*[ইবি B ইউনিট ২০১৫-১৬]* ৪২২. A

A. অনভিজ্ঞ B. অপদার্থ C. বোকা D. মূর্খ

ব্যাখ্যা: অকাল কুষ্মাণ্ড - অপদার্থ। অঘারাম - বোকা। গো-মূর্খ - নিরেট মূর্খ।

৪২৩. 'তাকে বাহাত্তরে ধরেছে।' এই বাক্য দিয়ে কী বোঝায়? *[ববি B ইউনিট ২০১৫-১৬]* ৪২৩. C

A. তাকে ভূতে ধরেছে B. তাকে প্রেমরোগ ধরেছে
C. তাকে মতিচ্ছন্নে পেয়েছে D. তাকে নেশায় পেয়েছে

ব্যাখ্যা: বাহাত্তরে ধরা বাগধারাটি অর্থ মতিচ্ছন্ন হওয়া, বার্ধক্যের কারণে কাণ্ডজ্ঞানহীন।

৪২৪. 'গদাই লস্করি চাল' কথাটির অর্থ– *[ববি A ইউনিট (সেট-২) ২০১৪-১৫]* ৪২৪.গ

ক. বাবুয়ানা খ. অন্তঃসারশূন্যতা
গ. দীর্ঘসূত্রতা ঘ. হামবড়া ভাব

ব্যাখ্যা: বাবুয়ানা অর্থ বিলাসি হালচাল, শৌখিন চালচলন। হামবড়া ভাব বাগধারাটি অর্থ অহংকার।

৪২৫. 'বাঘের আড়ি' বাগধারাটির অর্থ– *[ববি D ইউনিট ২০১৪-১৫]* ৪২৫.ঘ

ক. ছদ্মবেশী খ. নির্ভীক গ. বিপদে পড়া ঘ. কঠিন শত্রুতা

ব্যাখ্যা: ডাকাবুকো - দুরন্ত, নির্ভীক। আতান্তরে পড়া - বিপদে পড়া।

৪২৬. 'বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর' বলতে বোঝায়– *[কুবি C ইউনিট ২০১৪-১৫]* ৪২৬.গ

ক. যার কোন প্রকার ক্ষমতা নেই খ. ক্ষমতাশীলের দম্ভ প্রকাশ
গ. অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন ঘ. বিষ নেই, কিন্তু কুলো আছে

৪২৭. 'ঘোড়া রোগ' বাগধারার অর্থ কী? *[জাতীয় বি. ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ২০১৪-১৫]* ৪২৭. ঘ

ক. পশুর ব্যাধি-বিশেষ খ. গোঁয়ার
গ. ক্রোধ ঘ. সাধ্যাতীত বাসনা

৪২৮. 'তোলা হাঁড়ি' বাগধারাটির অর্থ – *[ববি খ ইউনিট ২০১২-১৩]* ৪২৮. B

A. সঞ্চয় B. গম্ভীর C. অপব্যয় D. ভয়ংকর

Educationblog24.com

৪২৯. 'মগজ দৌড়ানো' বাগধারার অর্থ – *[কবি ঘ ইউনিট ২০১২-১৩]*

A. বুদ্ধি শানানো
B. বোকামি
C. বুদ্ধির ঢেঁকি
D. ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া

ব্যাখ্যা: বুদ্ধির ঢেঁকি - অপদার্থ। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া - মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা। আক্কেল সেলামী - বোকামির দণ্ড।

৪২৯. A

৪৩০. 'স-সে-মি-রা অবস্থা' বাগধারাটির অর্থ কী? *[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বি ২০১২-১৩]*

A. মুমূর্ষু অবস্থা B. অজ্ঞান অবস্থা C. বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা D. বিরাট ব্যাপার

ব্যাখ্যা: তুলকালাম বাগধারাটির অর্থ বিরাট ব্যাপার।

৪৩০. C

৪৩১. 'ভরাডুবির মুষ্টিলাভ' বাগধারাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? *[জাতীয় বি 'বিজ্ঞান বিভাগ' ২০১১-১২]*

A. প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত B. কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা C. দরিদ্রের দান D. সর্বনাশ

৪৩১. B

৪৩২. 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' বাগধারাটির অর্থ - *[জাতীয় বি. ২০১১-১২]*

A. গুরুত্বহীন ব্যক্তিই শেষ ভরসা
B. কোনোক্রমে কাজ চালানো
C. ঝাঁঝরি দিয়ে পানি ঢালা
D. অসম্ভব কর্ম

৪৩২. A

Educationblog24.com

Never stop fighting until you arrive at your destined place - that is, the unique you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, work hard, and have perseverance to realise the great life.

A. P. J. Abdul Kalam



Educationblog24.com

সমার্থক শব্দ

সমার্থক শব্দ পরীক্ষায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। মনে রাখবেন, একটি শব্দের অনেক সমার্থক শব্দ আছে তবে সকল সমার্থক শব্দ কিন্তু পরীক্ষায় আসে না। তাই গুরুত্বপূর্ণ অংশে কেবল পরীক্ষায় এসেছে বা আসতে পারে সেরূপ সমার্থক শব্দগুলো দেয়া হয়েছে। যাদের হাতে অনেক সময় আছে তারা প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এবং পরে প্রয়োজনীয় অংশটি মুখস্থ করে নিবেন আর যাদের হাতে সময় খুবই কম তারা কেবল গুরুত্বপূর্ণ অংশটি পড়বেন। কষ্ট আমার সার্থকতা কিন্তু আপনার।

এখানে প্রচুর এবং প্রচুর MCQ দেয়া হয়েছে এবং একই প্রশ্ন বারবার রিপিট করা হয়েছে আর তা ইচ্ছে করেই দিয়েছি। যতবার রিপিট পাবেন ততবার রিভাইস হবে এতে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। প্রতিবার আপনি এটা বুঝতে পারবেন যে পরবর্তী রিপিটে প্রথমবারের প্রশ্নটি আপনার জানা হয়েছে কি না? প্রশ্নের উত্তরে ভুল পেলে বা বুঝতে না পারলে সরাসরি আমাদের জানাবেন।



Educationblog24.com

- যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক শব্দ বা একার্থক শব্দ বলে।
- সমার্থক শব্দে ভালো দক্ষতার জন্য বাংলা শব্দের গঠনগত দিকের (মৌলিক ও সাধিত শব্দ) উপর ভালো দখল রাখা প্রয়োজন। তাহলে অনেক সাধিত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে আপনারা দক্ষ হয়ে উঠবেন। যেমন- 'ভূ' অর্থ - পৃথিবী। কিন্তু ভূ + তল = পৃথিবীর পৃষ্ঠ অর্থাৎ মাটি। 'কর' অর্থ আলো। সুতরাং দিবাকর মানে দিনে কর দেয় যে অর্থাৎ 'সূর্য'। আবার কর- এর আগে 'নিশা' (রাত) বসলে (নিশাকর) বুঝায়- নিশিতে কর দেয় যে অর্থাৎ চাঁদ।
- মূলত, রচনায় মাধুর্য সৃষ্টি বা রক্ষার জন্য রচনার বিভিন্ন জায়গায় একই অর্থবোধক একটি শব্দ ব্যবহার না করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। বিশেষত কবিতায় এবং কাব্যধর্মী গদ্যরচনায় এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি।

Educationblog24.com

যেভাবে সাজানো হয়েছে সমার্থক শব্দসমূহ

সমার্থক শব্দটি থাকবে

গুরুত্বপূর্ণ	প্রয়োজনীয়
☞ এই অংশের সমার্থক শব্দগুলো ভয়ংকর মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ আর এগুলো কোন না কোন পরীক্ষায় এসেছে এবং আসবেও সুতরাং চিন্তা ছাড়া এই অংশের সমার্থক শব্দগুলো মুখস্থ করে নিবেন।	☞ এই অংশের সমার্থক শব্দগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এগুলো পরীক্ষায় অতটা আসে নি এবং এগুলো না আসার সম্ভাবনাই বেশি।

☞ *যেভাবে মনে রাখবেন:* মনে রাখার টেকনিকসমূহ এই অংশে দেয়া হয়েছে যাতে আপনারা সহজেই মনে রাখতে পারেন।

Part:: A

কিরণ

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
কর	প্রভা	দীপ্তি	জ্যোতি	আলো	আলোক	আভা	ভাতি
অংশু	রশ্মি	বিভা	ময়ূখ	ভাস্	উদ্ভাস	বসু	নূর

সূর্য

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অরুণ	আদিত্য	আকতাব	প্রভাকর				
বিভাকর	দিনকর	ভাস্কর	দিনমণি				
দিননাথ	দিবাকর	দিবাবসু	বিভাবসু	উষাপতি	মিত্র	দিনপতি	সুতপা
ভানু	তপন	রবি	মার্তণ্ড	অঞ্জিষ্ঠ	ভাস্বৎ	ভাস্বান	সপ্তাশ্ব
সবিতা	মিহির	হরিদশ্ব	সুর	গ্রহপতি	গ্রহরাজ	সুরুজ	কিরণমালী
পূষা	বিবস্বান	দিনেশ	অর্ক	দিবানাথ	অহঃপতি	অংশুমান	
বালার্ক	ময়ূখমালী	অংশুমালী	অর্যমা				

I **অরুণ:** অরুণ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ লালবর্ণ, রক্তাভ সূর্যের গাঢ় রক্তিম আভাই অরুণ। তরুণ সূর্য; বালার্ক; নবোদিত সূর্য। উষা বা সন্ধ্যাকালীন সূর্যের দীপ্তি। √ঋ (গমন করা) + উণ। যা নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অরুণ।

I **আদিত্য:** আদিত্য বা আদিতেয় বলতে অদিতির ১২ জন সন্তানকে বোঝায়। এরা হলেন অর্যমা, অংশুমান, ইন্দ্র, ত্বষ্টা, ধাতা, পূষা, বিষ্ণু, ভগ, বরুণ, বিবস্বান, মিত্র ও সবিতা। এই ১২ জন আদিত্য মূলত সূর্যের ১২টি শক্তি, গুণ বা রূপের প্রতীক। এ কারণে এই ১২ জন আদিত্যর নাম একেকটি সূর্যের সমার্থক শব্দ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঋগ্বেদ ও পুরাণে এই ১২ রূপকে একত্রে 'আদিত্য' বলা হয় এবং এই সূত্রেই 'আদিত্য' শব্দটি নিজেই সূর্যের সমার্থক হয়ে উঠেছে। অদিতি অর্থ পৃথিবী (যিনি সূর্যের জন্মদাত্রী)।

Educationblog24.com

ATM

অংশু অর্থ আলো বা কিরণ। অংশুধর, অংশুপতি, অংশুবাণ, অংশুভর্তা, অংশুমৎ, অংশুমান, অংশুহস্ত

অংশুমান: অংশু (কিরণ) ধারণ করে বা যুক্ত আছে এমন। এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুমান।

অংশুমালী: অংশু (কিরণের) মালা দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুমালী।

অংশুধর: অংশুকে (আলো) ধারণ করে থাকে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম অংশুধর।

অংশুপতি: অংশুর (আলো) পতি বা কর্তা, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম অংশুপতি।

অংশুবাণ: অংশু (আলো) যার বাণ বা শর রূপে নিক্ষিপ্ত হয়, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুবাণ।

অংশুভর্তা: অংশুর ভর্তা (পালনকর্তা বা স্বামী) অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুভর্তা।

অংশুমৎ: যা অংশুময়; এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুমৎ।

অংশুহস্ত: অংশু (কিরণের) হস্ত দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অংশুহস্ত।

ইন্দ্র: বৃষ্টি বর্ষণকারী সূর্য।

পূষা, পূষণ: √পূষ্ (বৃদ্ধি) + অন্। যা জীবের আয়ু ও সম্পদের বৃদ্ধি করে। এই অর্থে সূর্যের অপর নাম পূষা।

মিত্র: আদিত্যদের একজন। ভারতীয় আর্যরাও মিত্রকে আলো বা দিনের দেবতা হিসেবে মান্য করতেন। এজন্য সূর্য নামক নক্ষত্রকে মিত্র বলা হয়। মিত্র = √মিদ্ + ত্র (ক)।

সবিতা: সূর্যের ১২ ভাগের ১ ভাগ। রূপতত্ত্বের বিচারে সর্বপ্রসবিতা অর্থে সূর্যের অপর নাম সবিতা।

প্রভাকর, বিভাকর, ভাস্কর, বিভাবসু: প্রভা, বিভা, ভাস্ এবং বসু অর্থ আলো। আবার 'কর' অর্থও আলো। আলো + আলো = সূর্য। মনে রাখবেন, আলো শব্দের সাথে আলো শব্দের সমার্থক যুক্ত করলে সূর্যের সমার্থক শব্দ হয়। বিভাবসু = বিভা (আলো) + বসু (আলো) = সূর্য। অন্যভাবেও বলা যায় - বিভা (আলো) + বসু (ধন বা সম্পত্তি) যার; এই অর্থে বিভাবসু সূর্য এবং আগুনের সমার্থক। কারণ আগুন এবং সূর্যের আলোই তার একমাত্র ধন।

দিনকর, দিবাকর, দিননাথ, দিবানাথ, দিনপতি, দিনমণি, দিবামণি, দিনেশ, দিবাবসু:

দিনকর: যার দ্বারা দিন হয় বা দিন করে যে বা দিনে কর বা আলো দেয় যে, এই অর্থে সূর্য।

দিবাকর: যার দ্বারা দিনের সৃষ্টি হয়, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম দিবাকর।

নাথ অর্থ যে পালন করে বা রক্ষা করে বা পতি বা কর্তা।

দিননাথ: দিনের অধিকর্তা অর্থে সূর্যের অপর নাম দিননাথ। *দিনের নাথ বা পতি - সূর্য। জগতের নাথ বা পতি - ঈশ্বর (জগন্নাথ)।*

দিবানাথ: দিবার (দিনের) অধিকর্তা অর্থে সূর্যের অপর নাম দিবানাথ।

দিনপতি: দিনের পতি অর্থে সূর্যের অপর নাম দিনপতি। জগতের পতি ঈশ্বর।

দিনমণি: দিনের রত্ন বা মণি স্বরূপ, এই রূপকার্থে সূর্যের অপর নাম দিনমণি।

দিনেশ: দিনেশ = দিন + ঈশ (ঈশ্বর)। দিনের ঈশ বা ঈশ্বর, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম দিনেশ।

দিবাবসু: দিবায় বসু বা কিরণ দান করে যে বা যাহা এই অর্থে সূর্যের অপর নাম দিবাবসু।

ভানু: √ভা (দীপ্তি) + নু। যা দীপ্তি প্রদান করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম ভানু।

তপন = √তপ্ (দাহ বা তপ বা তাপ) + অন। যা তপ বা দাহ সৃষ্টি করে এই অর্থে সূর্যকে তপন বলা হয়।

রবি = √রু (শব্দ করা) + ই। যে অবিরাম রব বা শব্দ করে, এই রূপকার্থে সূর্যের অপর নাম রবি।

মার্তণ্ড = অণ্ডের ভগ্ন বা মৃতদশা থেকে উৎপন্ন হয়, এই গৌণার্থে পক্ষীকে মার্তণ্ড বলা হয়। এই অর্থে ঋগ্বেদে সূর্যকে মার্তণ্ড বলা হয়েছে।

মিহির: হলো সূর্য নামক নক্ষত্র।

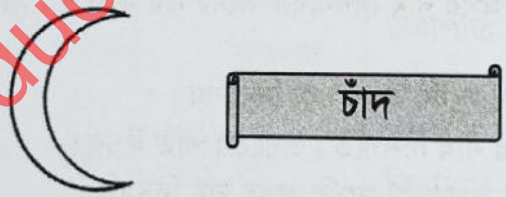
অর্যমা: যা মহাকাশে গমন করে এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অর্যমা। তবে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে সূর্য দেবতার নামানুসারে সূর্যকে অর্যমা বলা হয়। অর্যমা = √ঋ + মন্।

হরিদশ্ব: হরিদশ্ব = হরিৎ + অশ্ব। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে- সাত ঘোড়ার সূর্যদেবতা আকাশপথে বিশ্বপর্যটন করেন। এর অশ্বগুলো হরিৎবর্ণ (সবুজবর্ণ) ধারণ করে, এই কারণে সূর্যদেবের অপর নাম হরিদশ্ব।

Educationblog24.com

- **অর্ক:** √অর্চ্ (দীপ্তি প্রদান করা) + অ। যা দীপ্তি প্রদান করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - অর্ক।
- **বালার্ক:** [বাল + অর্ক (বাল মানে শিশু; যেমন বালবাচ্চা)] অর্ক বা সূর্য শিশু অবস্থায় থাকা মানেই হলো প্রভাতের নদীর সূর্য, নবোদিত সূর্য।
- **ময়ূখমালী:** ময়ূখের (কিরণের) মালা দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - ময়ূখমালী।
- **ঊষাপতি:** দিবসের প্রথম প্রহরের প্রারম্ভিক অংশ ঊষা। এর অধিপতি অর্থে সূর্যকে ঊষাপতি বলা হয়।
- **অঞ্জিষ্ঠ:** অঞ্জ [√অন্‌জ (দীপ্তি) + অন] + ইষ্ঠ। যা নিজেকে ব্যাপ্ত করে, প্রকাশ করে বা যার দ্বারা দীপ্তি প্রকাশ পায়, এই সকল অর্থে সূর্যের অপর নাম - অঞ্জিষ্ঠ।
- **ভাস্বৎ, ভাস্বান:** ভাস্ [√ভাস্ (দীপ্তি) + অস] + বৎ (বতুপ) = ভাস্বৎ, ভাস্বান। যে ভাস্ (দীপ্তি) দান করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম ভাস্বান।
- **সপ্তাশ্ব:** সপ্ত + অশ্ব। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে- সাত ঘোড়ার সূর্যদেবতা আকাশপথে বিশ্বপর্যটন করেন। সপ্ত সপ্তি (অশ্ব) যাহার, এই অর্থে সূর্যদেবের অপর নাম সপ্তাশ্ব।
- **গ্রহপতি, গ্রহরাজ:** সৌরজগতের গ্রহসমূহ সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গ্রহসমূহের অধিকর্তা বা পতি বা রাজা অর্থে, সূর্যের অপর নাম গ্রহপতি বা গ্রহরাজ।
- **সুতপা:** সু (উত্তম) তপঃ (উত্তাপ) আছে, এই অর্থে সূর্য নামক নক্ষত্রের অপর নাম সুতপা।
- **সুর:** সুর = সু (আধিপত্য করা) + র; √সুর্ + অ। যা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে দেবতা। সূর্যও আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে সূর্য নামক নক্ষত্রের অপর নাম সুর। তাহলে সুর শব্দটি দেবতা এবং সূর্য উভয়েরই সমার্থক।
- **সুরুজ:** সংস্কৃত সূর্য্য > বাংলা সূর্য > স্বরাগমে সুরয > সুরজ > সুরুজ। এটি সূর্য শব্দের কোমল রূপ।
- **কিরণমালী:** কিরণের মালা দ্বারা যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম - কিরণমালী।
- **অহঃপতি:** দিবারাত্রির যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে, সেই সময়কে অহ বা দিন বলা হয়। দিন নামক দশার একমাত্র কারণ সূর্যের উপস্থিতি। এই কারণে, সূর্যকে অহঃপতি বা অহপতি বলা হয়।
- **'বিভাবসু'** শব্দটি - একই সাথে আগুন এবং সূর্য শব্দের সমার্থক।
- **একটি শব্দ দুইটি অর্থ প্রকাশ করে।** সুর অর্থ: সূর্য, দেবতা।

Educationblog24.com

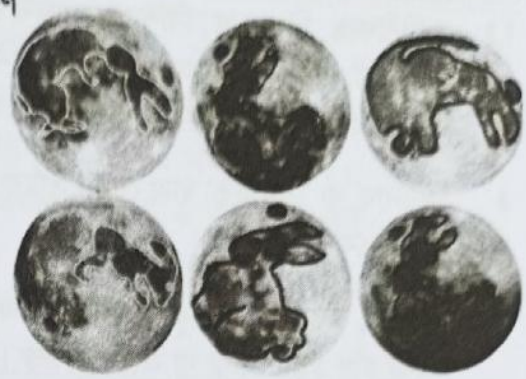


গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
চন্দ্র	বিধু	ইন্দু	শশী	চন্দ্রক	চন্দ্রমা	চন্দ্রিমা
শশাঙ্ক	শশধর	সুধাকর	সুধাংশু	কলানাথ	কুমুদনাথ	নিশানাথ
সুধানিধি	সিতকর	হিমকর	নিশাকর	নিশিকান্ত	শশবিন্দু	রজনীকর
নিশাপতি	কলাধর	কলানিধি	কলাভৃৎ	যামিনীনাথ	যামিনীকান্ত	নিশাকান্ত
সোম	হিমাংশু	রাকা	রাকেশ	সিতাংশু	দ্বিজেন্দ্র	দ্বিজরাজ
রাকাপতি	মৃগাঙ্ক	রজনীকান্ত				

- **মৃগাঙ্ক:** 'মৃগাঙ্ক' = মৃগ + অঙ্ক। 'মৃগ' মানে হরিণ আর 'অঙ্ক' অর্থ কোল। চাঁদের কলঙ্ক বলে আমরা যেটা জানি সেটা দেখতে অনেকটা হরিণের মতো। মৃগ (হরিণ) রয়েছে অঙ্কে (কোলে) যার। মৃগ (হরিণ) চিহ্নটি চাঁদের অঙ্কে বা কোলেই আছে। তাই মৃগাঙ্ক চাঁদের সমার্থক।
- **কুমুদনাথ:** কুমুদ অর্থ শ্বেতপদ্ম। নাথ অর্থ পতি বা কর্তা। চন্দ্রের উদয়কালে কুমুদ বা পদ্মের প্রকাশ হয় বলে চন্দ্রকে পদ্মের অধিকর্তা বলা হয়। তাই কুমুদনাথ বা পদ্মের কর্তা হলো চাঁদ।

Educationblog24.com

❑ **শশী, শশাঙ্ক, শশধর, শশবিন্দু, শশভৃৎ, শশলাঞ্ছন, শশলক্ষণ**



'শশ' শব্দের অর্থ খরগোশ বা চাঁদে খরগোশ আকৃতির চিহ্ন। চন্দ্রপৃষ্ঠের ভূমিরূপকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে খরগোশ বা শশকের মতো দেখায়। তাই শশক-ধারক রূপে কল্পনা করে চাঁদ বা চন্দ্রকে শশী, শশাঙ্ক, শশধর, শশবিন্দু, শশভৃৎ, শশলাঞ্ছন প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছে।

শশাঙ্ক: শশ (খরগোশ) রয়েছে অঙ্কে (কোলে) যার। শশ বা খরগোশ চিহ্নটি চাঁদের অঙ্কে বা কোলেই আছে। তাই শশাঙ্ক চাঁদের সমার্থক।

শশধর: শশ (খরগোশ) ধর বা ধারণ করে আছে যে। শশ বা খরগোশ চিহ্নটি চাঁদই ধারণ করে আছে।

শশবিন্দু: শশ (খরগোশ) বিন্দু বা চিহ্ন যার। শশ বা খরগোশ বিন্দুটি চাঁদই ধারণ করে আছে।

শশভৃৎ: শশ (খরগোশ) ভৃৎ বা ধারণ করে আছে যে। শশ বা খরগোশ চিহ্নটি চাঁদই ধারণ করে আছে।

শশলাঞ্ছন: শশ হয়েছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) শশ বা খরগোশ চিহ্নটি চাঁদেরই আছে।

শশলক্ষণ: শশ এর মতো লক্ষণ (চিহ্ন) যার; শশ বা খরগোশ চিহ্নটি চাঁদেরই আছে।

❑ **সুধাংশু, সুধাকর, সুধানিধি, সুধাধার, সুধাবর্ষী, সুধাবাস**

সুধা = সু (সুখে) + √ধে (পান করা) + অ। অমৃত বা জ্যোৎস্না।

সুধাংশু: সুধা (অমৃত) হয়েছে অংশু (কিরণ) যার। চাঁদের আলোই অমৃত মনে হয়। তাই সুধাংশু চাঁদের সমার্থক।

সুধাকর: সুধা (অমৃতময়) কর (কিরণ) যার। চাঁদের আলোই অমৃতময় হয়। তাই সুধাকর চাঁদের সমার্থক।

সুধাধার: সুধার (অমৃতের) আধার (স্থান)। সুধা বা অমৃতের আধার চাঁদেই আছে। তাই সুধাধার চাঁদের সমার্থক।

সুধানিধি: সুধার (অমৃতের) নিধি (আশ্রয়)।

সুধাবর্ষী: সুধা (অমৃত) বৃষ বা বর্ষণ করে যে।

সুধাবাস: সুধার (অমৃতের) আবাস (স্থান বা আশ্রয়)।

❑ **সিতকর, সিতরশ্মি, সিতাংশু**

সিতকর: সিত (সাদা বা শ্বেতবর্ণ) কর (কিরণ) যার। চাঁদের আলো সিত বা সাদা বর্ণের হয়। তাই সিতকর চাঁদের সমার্থক। 'সিতকর' এটাই শুদ্ধ বানান।

সিতরশ্মি: সিত (সাদা বা শ্বেতবর্ণ) রশ্মি (কিরণ) যার।

সিতাংশু: সিত (সাদা বা শ্বেতবর্ণ) অংশু (কিরণ) যার।

❑ **হিমকর, হিমাংশু**

হিমকর: হিম (শীতল) কর (কিরণ) যার।

হিমাংশু: হিম (শীতল) অংশু (কিরণ) যার।

❑ **নিশাকর, নিশাপতি, নিশামণি, নিশারত্ন, রজনীকর**

নিশাকর: নিশা (রাতে) কর (কিরণ) দেয় যে।

নিশাপতি: নিশার (রাতের) পতি বা অধিকর্তা হলো চাঁদ।

নিশামণি: নিশার (রাতের) মণি বা রত্ন হলো চাঁদ।

নিশারত্ন: নিশার (রাতের) রত্ন হলো চাঁদ।

রজনীকর: রজনী (রাতে) কর (কিরণ) দেয় যে।

❑ **নিশানাথ, যামিনীনাথ**

নাথ অর্থ যে পালন করে বা রক্ষা করে বা পতি বা কর্তা। নিশা বা যামিনীর (রাতে) অধিকর্তা অর্থে চাঁদের অপর নাম নিশানাথ, যামিনীনাথ।

Educationblog24.com

❑ **যামিনীকান্ত, নিশাকান্ত, নিশিকান্ত, রজনীকান্ত**

কান্ত অর্থ পতি বা অধিকর্তা। যামিনী, নিশা, নিশি, রজনীর (রাতের) কান্ত বা অধিকর্তা অর্থে চাঁদের অপর নাম যামিনীকান্ত, নিশাকান্ত, নিশিকান্ত, রজনীকান্ত।

I 'দিননাথ' বা 'দিনপতি' দ্বারা যেমন সূর্যকে বোঝায় তেমনি নিশানাথ, নিশাপতি, নিশাকান্ত বা রজনীকান্ত দ্বারা চাঁদকে বোঝায়।

❑ **কলাধর, কলাধার, কলাভৃৎ, কলানাথ, কলানিধি, কলাবান**

একটি চাঁদ ১৬টি কলা বা অংশে বিভক্ত। চাঁদের ১৬টি ভাগের এক একটি ভাগকে কলা বলা হয়।

কলাধর, কলাধার, কলাভৃৎ: কলা যে ধরে বা কলা যে ধারণ করে বা কলার আধার (স্থান) বা ভৃৎ (ধারণ করা) হলো চাঁদ। কারণ চাঁদেই কলা আছে। তাই কলাধর, কলাধার, কলাভৃৎ চাঁদের সমার্থক।

কলানাথ, কলানিধি: নাথ অর্থ পতি বা কর্তা, নিধি অর্থ আশ্রয়। কলার নাথ বা নিধিই হলো - চাঁদ।

❑ **তারানাথ, তারাপতি, তারাধিপ, তারাপীড়া**

তারানাথ: তারার (নক্ষত্রের) নাথ (কর্তা) হলো চাঁদ। তারা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আর চাঁদ এর আলো তারার আলোর চেয়ে অনেক বেশি। তাই তারার নাথ বা অধিকর্তা অর্থে চাঁদের অপর নাম তারানাথ।

তারাপতি: তারার (নক্ষত্রের) পতি (কর্তা) হলো চাঁদ।

তারাধিপ: তারার (নক্ষত্রের) অধিপ (অধিনায়ক) হলো চাঁদ।

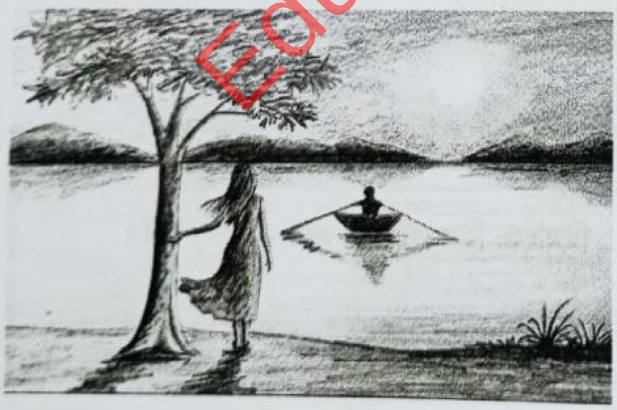
তারাপীড়া: তারা (নক্ষত্রের) হয়েছে আপীড় (শিরোভূষণ যার) এই অর্থে হলো চাঁদের অপর নাম তারাপীড়া।

I **রাকা:** প্রতিপদযুক্ত (দেরিতে আরম্ভ হওয়ার ফলে যে পূর্ণিমা প্রতিপদ অর্থাৎ পরদিন পর্যন্ত গড়ায়) পূর্ণিমা তিথি: পূর্ণিমা। শুক্লপক্ষের যে তিথিতে চাঁদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তাই পূর্ণিমা।

I **রাকেশ:** 'রাকেশ' = রাকা + ঈশ (ঈশ্বর)। রাকা বা পূর্ণিমা তিথির ঈশ্বর অর্থে চাঁদের অপর নাম রাকেশ। *দিনের ঈশ বা ঈশ্বর, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম দিনেশ।*

I **রাকাপতি:** রাকা বা পূর্ণিমা তিথির অধিকর্তা অর্থে চাঁদের অপর নাম রাকাপতি।

জ্যোৎস্না





গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
কৌমুদী	পূর্ণেন্দু	শশিকর	চন্দ্রকিরণ	চন্দ্রকান্ত	চন্দ্রাংশু
চন্দ্রকর	চন্দ্রপ্রভা	চন্দ্রসুধা	চন্দ্রাবলী	চন্দ্রাতপ	চন্দ্ররশ্মি
চন্দ্রালোক	চন্দ্রিকা	চন্দ্রিমা	চন্দ্রজ্যোতি	চাঁদনি	দীপিকা
চাঁদনী			চাঁদিমা	জোছনা	পূর্ণচন্দ্র

Educationblog24.com

'দিন' শব্দের সমার্থকের সাথে 'আলো' শব্দের সমার্থক যুক্ত করলে আমরা 'সূর্য' শব্দের সমার্থক পাই।

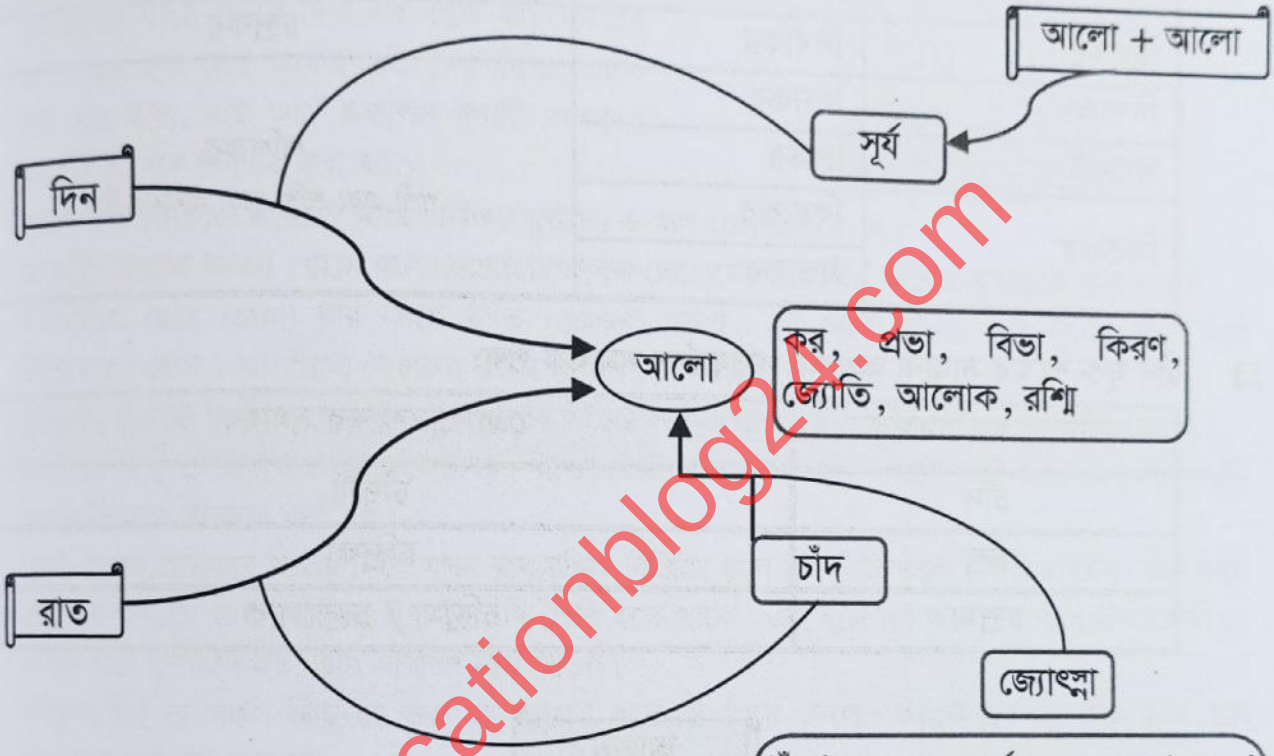
অর্থাৎ, দিন + আলো = সূর্য

দিবাকর
দিনকর
দিবালোক

'আলো' শব্দের সমার্থকের সাথে 'আলো' শব্দের সমার্থক যুক্ত করলে আমরা 'সূর্য' শব্দের সমার্থক পাই।

অর্থাৎ, আলো + আলো = সূর্য

প্রভাকর
বিভাকর



'রাত' শব্দের সমার্থকের সাথে 'আলো' শব্দের সমার্থক যুক্ত করলে আমরা চাঁদ শব্দের সমার্থক পাই।

রাত + আলো = চাঁদ

নিশাকর
রজনীকর
যামিনীকর

রাত + নাথ/কান্ত = চাঁদ

তবে
চন্দ্রমা - চাঁদ
চন্দ্রিমা - জ্যোৎস্না

'চাঁদ' শব্দের সমার্থকের সাথে 'আলো' শব্দের সমার্থক যুক্ত করলে আমরা জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক পাই।

চাঁদ + আলো = জ্যোৎস্না

চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকর
চন্দ্রজ্যোতি, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্ররশ্মি,
শশিকর

চাঁদ + যে কোন কিছু = জ্যোৎস্না

চাঁদনি, চাঁদনী, চাঁদিনী এবং চাঁদিমা

চন্দ্র + যে কোন কিছু = জ্যোৎস্না

চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রাংশু, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রজ্যোতি, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্ররশ্মি, পূর্ণচন্দ্র।

Educationblog24.com

❑ **একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখুন – চন্দ্র, শশী আর চাঁদ শব্দগুলো সমার্থক। কিন্তু.....**

- চাঁদ যুক্ত শব্দ.... চাঁদনি, চাঁদনী, চাঁদিনী এবং চাঁদিমা জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক।
- চন্দ্র যুক্ত শব্দ ... চন্দ্রিমা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রাংশু, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকর, চন্দ্রসুধা, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রাতাপ, চন্দ্রজ্যোতি, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্ররশ্মি, পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক।
- শশী অর্থ চাঁদ কিন্তু শশিকর দ্বারা চাঁদের আলো বা জ্যোৎস্না বুঝায়।

❑ **'কর' (আলো) যুক্ত শব্দের সামান্য অংশের পরিবর্তনে সমার্থক শব্দ:**

চাঁদ শব্দের সমার্থক	সূর্য শব্দের সমার্থক	জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক
হিমকর	দিবাকর	চন্দ্রকর
নিশাকর	দিনকর	শশিকর *শশী এবং শশি দুটো বানানই ঠিক*
সুধাকর	ভাস্কর	
সিতকর	বিভাকর	
	প্রভাকর	

❑ **চাঁদ যুক্ত শব্দের সামান্য অংশের পরিবর্তনে সমার্থক শব্দ:**

চাঁদ শব্দের সমার্থক	জ্যোৎস্না শব্দের সমার্থক
চাঁদ	চাঁদনী
চন্দ্র	চন্দ্রিকা
চন্দ্রমা	চন্দ্রিমা / চন্দ্রালোক

আগুন

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অগ্নি	বহ্নি	পাবক	অনল	আগ	জ্বলন	তেজোনিধি	হুতাশ
শিখা	কৃশানু	বিভাবসু	হুতাশন	পিঙ্গল	বর্হি	সপ্তাংশু	হুতভুক
বৈশ্বানর	দহন	সর্বভুক	সর্বশুচি	হুতবহ	হোমাগ্নি	ধূমকেতন	
আতশ	বায়ুসখা	বীতিহোত্র		কৃপীটযোনি		তনূনপাৎ	

- **অগ্নি:** √অগ্ (গমন করা) + নি; যে উর্ধ্বে গমন করে। আগুন যখন জ্বলতে থাকে তখন তা উর্ধ্বমুখীই হয়। তাই অগ্নি আগুনের সমার্থক।
- **বহ্নি:** √বহ্ (বহন করা) + নি। আগুনে যেসব আহুতি (দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি) দেওয়া হয় অগ্নি তা বহন করে দেবতার কাছে নিয়ে যায়। তাই অগ্নি বা আগুনের অপর নাম বহ্নি।
- **পাবক:** √পূ (পবিত্রকরণ) + অক। আগুনে পুড়িয়ে বিভিন্ন বস্তুর ময়লা পরিষ্কার করে তা পবিত্রকরণ করা হয় বলে 'পাবক' দ্বারা আগুন বোঝায়।
- **অনল:** √অন্ (বাঁচা) + অল (কলচ্); যার দ্বারা বাঁচা যায়। আগুন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই আগুনের সমার্থক অনল।
- **শিখা:** চূড়া, শিখর, শীর্ষদেশ; আগুনের শিষ বা অগ্রভাগ (অগ্নিশিখা)।



Educationblog24.com

কৃশানু: √কৃশ্ (কৃশ করা বা জীর্ণ করা বা ক্ষয় করা) + আনু। যে সমস্ত কিছু জীর্ণ করে দেয় এই অর্থে আগুনের সমার্থক কৃশানু।

বিভাবসু: বিভা (আলো) + বসু (ধন বা সম্পত্তি) যার; এই অর্থে বিভাবসু সূর্য এবং আগুনের সমার্থক। কারণ আগুন এবং সূর্যের আলোই তার একমাত্র ধন।



হুতাশন: হুত (দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি) + অশ (ব্যাপ্ত হওয়া) + অ (অণ)। হিন্দু পৌরাণিক দেবতা অগ্নির নাম হুতাশন। ভারতীয় বৈদিক ধর্মে দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি করা হতো। এই দ্রব্যাদিকে বলা হতো হুত। আগুন এই হুত দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিত এই অর্থে অগ্নিদেবতার অপর নাম হুতাশন। আবার এই দৈবশক্তির প্রকাশ ঘটে যার দ্বারা, এই অর্থে হুতাশন শব্দটি আগুনের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

হুতাশ: হুত (দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি) + অশ (ভোজনে) + অ।

হোমাগ্নি: হোমের আগুন। হোম হলো মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞীয় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করা।

বীতিহোত্র: হোত্র (হোম) যার কাছে বীতি (ভোজন) স্বরূপ। এই অর্থে আগুন এবং সূর্যের অপর নাম বীতিহোত্র। *হোম - যজ্ঞাগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূর্বক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি।*

হুতভুক, হুতবহ: হুত (দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি) ভুক (যে ভোজন করে); বহ (যে বহন করে)।

বৈশ্বানর: হিন্দু পৌরাণিক দেবতা বৈশ্বানর। আগুনে এই দৈবশক্তির প্রকাশ ঘটে, এই অর্থে বৈশ্বানর শব্দটি আগুন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

দহন: জারণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে এই বিক্রিয়াকে বলা হয় দহন। এই দহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ, আলো, ধুঁয়া ইত্যাদি তৈরি হতে থাকে। এই সূত্রে সৃষ্ট আলো ও তাপ প্রদানকারী যে উজ্জ্বল সত্তা দৃশ্যমান হয়, তার সাধারণ নাম আগুন।

সর্বভুক: সর্ব বা সকল কিছু যে ভুক বা ভোজন করে বা খেয়ে ফেলে। আগুন সবকিছু ভুক করে বলে আগুনকে 'সর্বভুক' বলা হয়।

সর্বশুচি: 'শুচি' শব্দের অর্থ পবিত্র। আগুনে পুড়িয়ে বিভিন্ন বস্তু পরিষ্কার বা পবিত্র করা হয় বলে 'সর্বশুচি' দ্বারা আগুন বোঝায়।

❑ **বায়ুসখ, বায়ুসখা, অগ্নিসখ, বহ্নিসখ**

বায়ুর সখা বা বন্ধু। অর্থাৎ বাতাস যার বন্ধু। বায়ু-যুক্ত হলে অগ্নি প্রাণবন্ত হয়, প্রাণ পায়। তাই বায়ু হচ্ছে আগুনের পরম বন্ধু। সে হিসেবে 'বায়ুসখা' হচ্ছে আগুনের সমার্থক শব্দ।

একটা বিশেষ কথা বলে রাখি - বায়ুর যে কোন সমার্থক শব্দের সাথে সখ বা সখা যুক্ত করলে তা আগুন শব্দের সমার্থক হয়ে যায়। যেমন - মরুতসখ, বায়ুসখা।

তেজোনিধি: তেজের (দীপ্তি) নিধি (আশ্রয়)।

পিঙ্গল: পিঙ্গ (নীলপীত মিশ্রবর্ণ) + ল। যখন আগুন জ্বলে তখন আগুনের শিখা পীতবর্ণের আভাযুক্ত গাঢ়নীল রশ্মি ধারণ করে; এই অর্থে আগুনের সমার্থক পিঙ্গল।

ধূমকেতন: ধূম (ধোঁয়া) হয়েছে কেতন (নিশান বা ধ্বজ) যার। সহজ কথায় যার কাছ থেকে ধোঁয়া তৈরি হয়। আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় ধোঁয়া তৈরি হয়; তাই আগুনের সমার্থক ধূমকেতন।

বর্হি: বৃহ + ই। যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা দীপ্ত হয়। আগুন যত জ্বালানীর বস্তু পাবে ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সপ্তাংশু: সপ্ত (সাত) অংশু (কিরণ) যার।

কৃপীটযোনি: কৃপীট (কাষ্ঠে) যোনি (জন্মস্থান) যার; কাঠে যার জন্ম। আগে কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হত। তাই আগুনের আরেক নাম কৃপীটযোনি।

তনূনপাৎ: তনুকে পতিত করে না যে। অর্থাৎ যা নিচু দিয়ে যায় না তাই তনূনপাৎ বা অগ্নি।

Educationblog24.com

বায়ু

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
পবন	সমীর	সমীরণ	বাত	বায়	শব্দবহ	পবমান
বাতাস	প্রভঞ্জন	অনিল	হাওয়া	আশুগ	মাতরিশ্বা	জগতায়ু
মরুৎ	মরুত	মরুত্ত	গন্ধবহ	নভেস্বন	নভঃশ্বাস	নভপ্রাণ

- **বায়ু:** √বা (প্রবাহিত হওয়া) + উ। বায়ু সবসময় প্রবাহিত হয়। তাই বাতাসের সমার্থক বায়ু।
- **পবন:** √পূ (পবিত্রকরণ) + অন। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে - অন্তরীক্ষ ও বাতাসের দেবতা পবন। বৈদিক যুগে এই দেবতাকে বায়ু নামে অভিহিত করা হতো।
- **পবমান:** √পূ (পবিত্রকরণ) + মান (শানচ); বায়ু কোন স্থানের দুর্গন্ধ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে জায়গাটা দুর্গন্ধমুক্ত করে পবিত্র করে দেয়। তাই 'পবন এবং পবমান' বায়ুর সমার্থক।
- **সমীর:** সম্ + √ঈর্ (গমন করা) + অ। বাতাস সমভাবে সবদিকে গমন করতে পারে।
- **সমীরণ:** সম্ + √ঈর্ (গমন করা) + অন। বাতাস সমভাবে সবদিকে গমন করতে পারে।
- **বাত:** বা (গতি বা প্রবাহিত হওয়া) + ত। বায়ুর নিজস্ব একটা গতি থাকে আর তা একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। তাই বায়ুর সমার্থক বাতাস।
- **প্রভঞ্জন:** প্র + √ভন্জ্ (ভগ্ন করা) + অন। যে প্রবলবেগে বৃক্ষাদি ভগ্ন করে। বায়ু প্রবলবেগে বৃক্ষাদি ভগ্ন করে বিধায় প্রভঞ্জন বায়ুর সমার্থক।
- **অনিল:** √অন্ (বাঁচা বা শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলা) + ইল। যার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস বা ক্রিয়া চলে বা বাঁচা যায়।

❑ **মরুৎ, মরুত, মরুত্ত, মারুত:**
মরুৎ: √মৃ (মরা) + উৎ। যার অভাবে মরে যায়। মরুত = মরুৎ + অণ্। মরুত্ত: মরুৎ + ত।

- **গন্ধবহ:** গন্ধ (বস্তুর ঘ্রাণ) + বহ (যে বহন করে) + অ। যে গন্ধ বহন করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। বায়ু গন্ধ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায় বলে 'গন্ধবহ' বায়ুর সমার্থক। একই ভাবে 'শব্দবহ'ও বায়ুর সমার্থক।
- **আশুগ:** আশু (শীঘ্র) + গ (গম্ = গমন করা) + অ। যে শীঘ্র গমন করে। এই অর্থে আশুগ বায়ুর সমার্থক।
- **মাতরিশ্বা:** মাতৃ (আকাশে) + √শ্বি (গমন করা) + অন্। বায়ু আকাশেই গমন করে।
- **জগতায়ু, জগৎপ্রাণ:** জগতের আয়ু এবং জগতের প্রাণ দুটোই বায়ু।

আকাশ



গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অনন্ত	অম্বর	অম্বরতল	অন্তরীক্ষ	দ্যু	নিরাকার	ঘনাশ্রয়	দ্যো
অভ্র	আসমান	গগন	খগোল	অনঙ্গ	নভ	নভস	নভঃস্থল
নভঃ	নীলিমা	ব্যোম	দ্যুলোক	নভোলোক	নভোমণ্ডল	ছায়ালোক	সুরপথ
শূন্য	খ			নক্ষত্রলোক			

Educationblog24.com

অম্বর: অম্ব (শব্দ করা) + অর। যেখানে শব্দ থাকে। (মেঘ গর্জনের সময়) আকাশে শব্দ থাকে, তাই অম্বর আকাশের সমার্থক। অম্বরমণি - অম্বরে মণির ন্যায়। আকাশে মণির ন্যায় সূর্যই থাকে। তাই অম্বরমণি সূর্যের সমার্থক। আবার অম্বর শব্দটি বস্ত্র বা বসন এর সমার্থক হয়।

অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ: অন্তর (মধ্যগত) + √রীক্ষ (নক্ষত্র যার) বা √ঈক্ষ (দেখা) + অ। নক্ষত্রগুলো আকাশের মধ্যেই থাকে। তাই অন্তরীক্ষ আকাশের সমার্থক। আবার নক্ষত্রগুলো সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ায় পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থান'কে অন্তরীক্ষ বলা হয়।

অভ্র: অপ্ (জল) + ভৃ (ধারণ করা) + অ; √অভ্র + অ। যে জল ধারণ করে। মেঘ জল ধারণ করে আকাশে থাকে; তাই অভ্র মেঘ এবং আকাশের সমার্থক।

গগন: √গম্ (গমন করা) + অন। সর্বত্র যে গমন করে। যে বিশ্বব্যাপীয়া আছে। তাই গগন আকাশের সমার্থক।

খগোল: খ (আকাশ) + গোল। আকাশের দিক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আকাশকে গোলই মনে হয়।

ব্যোম: ব্য (আচ্ছাদন করা) + মন্; √বো + মন্। পৃথিবীটাকে আকাশই আচ্ছাদন করে রেখেছে।

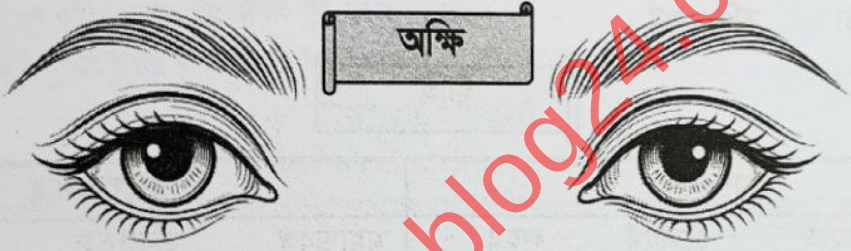
অনঙ্গ: অন্ (নাই) + অঙ্গ (দেহ)। যার অঙ্গ বা দেহ নাই। আকাশের নাই। তাই অনঙ্গ আকাশের সমার্থক।

শূন্য: শ্বন্ + য। আকাশ বলতে আমরা যা দেখি তা আসলেই শূন্য।

নিরাকার: নিঃ (নাই) + আকার (অবয়ব)। আকাশের কোন আকার নাই।

ঘনাশ্রয়: ঘনের (মেঘের) আশ্রয় (অবলম্বন)। যাকে আশ্রয় করে মেঘ থাকে। মেঘ আকাশকে আশ্রয় করেই থাকে।

অক্ষি



গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
চক্ষু	নয়ন	দর্শন	দৃষ্টি	চোখ	নজর	দর্শনেন্দ্রিয়
লোচন	নেত্র			আঁখ	আঁখি	

অক্ষি: অক্ষ্ (ব্যাপা) + ই। যে রূপকে ব্যাপে বা ছড়িয়ে দেয়।

চক্ষু: √চক্ষ্ (দর্শন) + উস্; যা দ্বারা দর্শন করা যায়।

নয়ন: √নী (পাওয়া) + অন। যার দ্বারা রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

নেত্র: √নী (পাওয়া) + ত্র। যা দ্বারা বস্তুর জ্ঞানপ্রাপ্তি বা অস্তিত্ব বোধ হয়।

লোচন: √লুচ্ (দেখা) + অন। যা দ্বারা দেখা যায়।



ঘোড়া

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অশ্ব	বাজি	তুরগ	তুরঙ্গ	কীকট	বড়বা	সপ্তি	রাজস্কন্ধ
তুরঙ্গম	ঘোটক	হয়	বাহ	বামী	বাহনশ্রেষ্ঠ	টাঙন	মরুদ্রথ

অশ্ব: √অশ্ (ব্যাপা বা ভোজন করা) + ব। যে দ্রুতগামীত্ব হেতু সর্বদেশ ব্যাপিতে পারে বা যে তৃণাদি ভোজন করে। *অশ্ম - শিলা, প্রস্তর, পাথর।*

বাজি: বজ্ (গতি অর্থে) + অ; বাজ্ + ইন্। বাজ (গমন) যার আছে। যে পিঠে করে অন্যকে গমন করায়।

বাহ: √বহ্ (বহন করা) + অ। যার দ্বারা বহন করা যায়। ঘোড়া যেহেতু কোন কিছু বহন করে এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম বাহ।

হয়: √হয়্ (গমন করা) + অ। যে গমন করে। স্ত্রীবাচক - হয়ী।

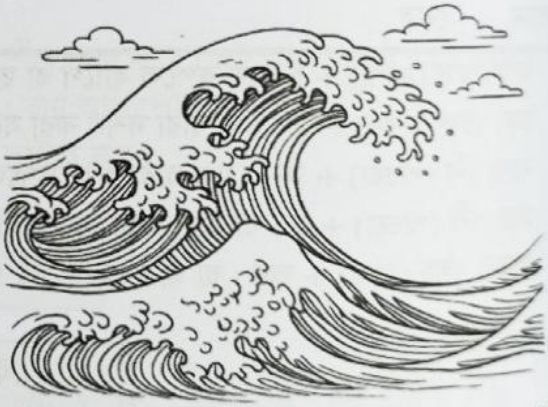
Educationblog24.com



- **তুরগ** = তুর (শীঘ্র) + √গ (যে গমন করে), **তুরঙ্গ** = তুর (শীঘ্র) + √গম্ (গমন করা) + অ; **তুরঙ্গম** = তুর (শীঘ্র) + √গম্ (গমন করা) + অ; ঘোড়া দ্রুত গমন করে এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম। এর স্ত্রীবাচক - তুরগী, তুরঙ্গী, তুরঙ্গমী।
- **হ্রেষা** - ঘোড়ার ডাক।
- **বড়বা** - পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটকী।
- **সপ্তি** - যা সেনায় সমবেত হয়, এই অর্থে সপ্তি অর্থ ঘোড়া। ধারণা করা হয়, পৌরাণিক যুগে অশ্বারোহী সেনা বা অশ্ববাহিত রথের সূত্রের ঘোড়ার নাম সপ্তি হয়েছিল। তবে **সপ্তসপ্তি** অর্থ সূর্য। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে- সাত ঘোড়ার সূর্যদেবতা আকাশপথে বিশ্বপর্যটন করেন। সপ্ত সপ্তি (অশ্ব) যার, এই অর্থে সূর্যের অপর নাম সপ্তসপ্তি।
- **রাজস্কন্ধ** - পূর্বে রাজাদের শোভা বৃদ্ধি হত বড় আকৃতির ঘোড়ার স্কন্ধ দেখে এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম রাজস্কন্ধ।
- **বাম্মী** - ঘোটকী (ঘোটক এর স্ত্রীবাচক)।
- **টাঙন** - টাঙ্গা নামক গাড়ী টানার জন্য বলিষ্ঠ ঘোড়া ব্যবহার করা হয়। এই অর্থে ঘোড়ার অপর নাম টাঙন।
- **সপ্তি** - ঘোড়া **সপ্তি** - সূর্য

ঊর্মি

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
ঢেউ	তরঙ্গ	চলোর্মি	লহর	মহাতরঙ্গ	তরঙ্গভঙ্গ	তরঙ্গমালা
লহরী	কল্লোল	হিল্লোল	বীচি	তরঙ্গলহরী	তরঙ্গহিল্লোল	দোলা
উল্লোল	মহোর্মি			ঊর্মিলহরী	জলকল্লোল	



- **সম্পর্ক** - পানির উপরেই ঢেউ হয়, তাই পানি শব্দের সমার্থকের সাথে ঊর্মি বা ঢেউ শব্দের সমার্থকের মিল আছে। ঢেউ নদী এবং সাগরে হয়, তাই ঢেউ শব্দের সমার্থকের সাথে নদী বা সাগর শব্দের সমার্থকের মিল থাকাটা স্বাভাবিক। সহজে ঢেউ যার যার হয় তা তার সবগুলোর সাথে ঢেউ শব্দের সমার্থকগুলো সম্পর্কযুক্ত। এভাবে পানি, নদী, সাগর সম্পর্কযুক্ত।
- **ঢেউ** - জলের উঁচুনিচু চলাচল।
- **ঊর্মি** - সমুদ্রের যে ঢেউ তীরে বা পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ে। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম ঊর্মি কিন্তু **ঊর্মিমালী** অর্থ সমুদ্র। **ঊর্মি** - ঢেউ। **ঊর্মিমালী** - সমুদ্র। ঊর্মি = √ঋ (উর্) + মি।
- **তরঙ্গ** - কোনোকিছুর ঢেউ বা ঢেউয়ের মতো প্রবাহই তরঙ্গ। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম তরঙ্গ। কিন্তু **তরঙ্গিণী** অর্থ নদী। **তরঙ্গ** - ঢেউ।
- **চলোর্মি** - চল + ঊর্মি। যে ঊর্মি চলন্ত থাকে; অস্থির ঊর্মি। এই অর্থে ঊর্মি এর অপর নাম চলোর্মি।
- **মহোর্মি** - মহা + ঊর্মি। যে ঊর্মি মহা বা বড় হয়। এই অর্থে ঊর্মি এর অপর নাম মহোর্মি।
- **লহর, লহরী** - কোনো বাদ্যযন্ত্র যখন বাজানো হয় এতে এক ধরনের কম্পন বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাই লহর বা লহরী। ঢেউয়েও তরঙ্গ থাকে এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম লহর, লহরী।
- **কল্লোল** - কল্লোল হলো ঢেউ থেকে উৎপন্ন শব্দ। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম কল্লোল। কিন্তু **কল্লোলিনী** অর্থ নদী।

Educationblog24.com

- বীচি অর্থ ঢেউ, তরঙ্গ আবার আলোক তরঙ্গও হয়।
- **বীচিমালী** - বীচি অর্থ যখন আলো বা কিরণ বুঝায় তখন বীচিমালী দিয়ে কিরণমালী বুঝায়। কিরণমালী মানে আলো বা কিরণসমূহ। যা সূর্য অর্থ প্রকাশ করে। **বীচিমালী** - বীচি দিয়ে যখন তরঙ্গ বা ঢেউ বুঝায় তখন বীচিমালী দিয়ে তরঙ্গ বা ঢেউসমূহ বুঝায়। যা সমুদ্র অর্থ প্রকাশ করে।
- **বীচি** - ঢেউ, কিরণ। **বীচিমালী** - সূর্য, সাগর।
- **কল্লোল** - ঢেউ। **কল্লোলিনী** - নদী। **উল্লোল** - বৃহৎ তরঙ্গ, বিরাট ঢেউ।

জল

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়	
পানি	অম্বু	অপ্	উদক	অম্ভ	অর্ণ
সলিল	বারি	নীর	তোয়	প্রাণদ (জীবনদাতা, প্রাণদানকারী)	
পয়				বারুণ (জল দিয়ে স্নান। বরুণ - জলের দেবতা)	

- **সলিল:** √সল্ (শীঘ্র গমন করা) + ইল। যে শীঘ্র গমন করে। সাধারণত প্রবাহিত পানির নামই সলিল।
- **পয়, পয়ঃ, পয়স:** পা (পান করা) + অস্। যা পান করা যায়।
- **তোয়:** √তু (পূর্ণ করা) + য। যে জগৎ পূর্ণ করে রয়েছে।
- **বারি:** √বারি (আবরণ করা) + ই। যার দ্বারা পৃথিবী আবৃত আছে।

মেঘ

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
অম্বুদ	অভ্র	ঘন	বলাহক			
জীমূত	তোয়ধর	নীরদ	পর্জন্য	অম্বুবাহী	অম্বুবাহ	বারিমুক
বারিদ	তোয়দ	পয়োদ	জলদ	জলমুক্	অম্বুধর	অর্ণোদ
জলধর	পয়োধর	নীরধর	কাদম্বিনী			

- মেঘ শব্দটি মাথায় আসলে কয়েকটি কথা মাথায় রাখবেন: মেঘ পানির সমষ্টি, মেঘ আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাহলে মেঘের সাথে আকাশেরও সম্পর্ক আছে।
  প্রথমে পানি শব্দের সমার্থকগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নিবেন। পানি শব্দের সমার্থকের সাথে 'দ (যে দান করে)' এবং 'ধর (যে ধারণ করে)' যুক্ত করলেই তা মেঘ শব্দের সমার্থক হয়ে যাবে। মেঘ আকাশ থেকে পৃথিবীকে পানি দান করে। আবার মেঘ আকাশে পানি ধারণ করে থাকে বা ধরে রাখে। 'অম্বুদ, নীরদ, বারিদ, তোয়দ, পয়োদ, জলদ' এবং 'অম্বুধর, নীরধর, তোয়ধর, পয়োধর, জলধর' শব্দগুলো মেঘের সমার্থক। কিন্তু বারিধর দিয়ে সমুদ্র বুঝায়। জলধর দিয়ে মেঘ আর সমুদ্র দুটোই বুঝায়।
- **অভ্র:** অপ্ (জল) + ভৃ (ধারণ করা) + অ। যে জল ধারণ করে। মেঘ জল ধারণ করে আকাশে থাকে; তাই অভ্র মেঘ এবং আকাশের সমার্থক।
- **জীমূত:** জী (জল বা জীবন) + √মূ (মূ - বন্ধন, ধারণ করা) + ত; যে জল ধারণ করে অর্থাৎ মেঘ। বৃষ্টির সময় পর্বত জল ধারণ করে রাখে। যে জল থেকে ঝরনা তৈরি হয়। তাই 'জীমূত' মেঘ এবং পর্বতের সমার্থক।
- **কাদম্বিনী:** কাদম্ব (কদম ফুল) + ইন্ (সমূহ) + ঈ। মেঘসমূহ শুক্লবর্ণ (সাদা রং) কদম্ব পুষ্পের ন্যায় বলে মেঘমালা কাদম্বিনী নামে পরিচিত।
- **অম্বুবাহী, অম্বুবাহ, বারিবাহ, বারিবাহন**
  অম্বু বা বারি মানে পানি আর 'বাহ' বা 'বাহী' হলো বহনকারী। 'পানি' বহন করে নিয়ে যায় - মেঘ। তাই অম্বুবাহী, অম্বুবাহ, বারিবাহ - দ্বারা মেঘ বোঝায়।
- **পর্জন্য:** √পৃষ্ (জল নিক্ষেপ করা) + অন্য। শব্দকারী জলবর্ষক।

Educationblog24.com

- **বলাহক:** বল (শক্তি) + অনহ্ (গমন করা) + অক। যে বল প্রকাশ করে গমন করে। কিংবা বারি (জল) বাহক (যে বহন করে)। বারিবাহক > বলাহক।
- **অর্ণোদ:** অর্ণস্ (জল) + দ (দান করা)। যে জল দান করে। *অর্ণ - জল; অর্ণোদ - মেঘ; অর্ণোদ - সমুদ্র।*

সমুদ্র

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
সাগর	রত্নাকর	বারিধি			
বারিনিধি	বারিধর	বারীশ	হিরণ্যদ	রত্নগর্ভ	দ্বীপী
বারীন্দ্র	উদধি	পয়োধি	নীরধি	নীরনিধি	জলেশ
পয়োনিধি	জলধি	জলধর	জলেন্দ্র	জলেশ্বর	অম্বুপতি
জলনিধি	তোয়াধি	তোয়নিধি	অম্বুরাশি	বারিরাশি	বারিনাথ
অম্বুধি	অম্বুনিধি	পাথার	ঊর্মিমালী	দরিয়া	জলারণ্য
পারাবার	সিন্ধু	অর্ণব			
নীলাম্বু	মকরালয়	নদীকান্ত			

- পানি শব্দের সমার্থকের সাথে 'ধি (ধারণ করা)' এবং 'নিধি (যে ধারণ করে)' যুক্ত করলেই তা সমুদ্র শব্দের সমার্থক হয়ে যাবে। পানিকে যে ধারণ করে থাকে বা ধরে রাখে সে-ই সমুদ্র। 'অম্বুধি, নীরধি, বারিধি, তোয়ধি, পয়োধি, জলধি, উদধি' এবং 'অম্বুনিধি, নীরনিধি, তোয়নিধি, পয়োনিধি, জলনিধি' শব্দগুলো সমুদ্রের সমার্থক।

- **রত্নাকর, রত্নগর্ভ**

  রত্নাকর: রত্নের আকর (উৎপত্তি স্থান বা খনি)। সমুদ্রের গভীরে অনেক মণি-মুক্তা ও মূল্যবান রত্ন তাই রত্নাকর দ্বারা সমুদ্রকে বোঝায়।

  রত্নগর্ভ: রত্নের গর্ভ (উৎপত্তি স্থান)। সমুদ্রের গভীরে অনেক মণি-মুক্তা ও মূল্যবান রত্নের উৎস রয়েছে তাই রত্নগর্ভ দ্বারা সমুদ্রকে বোঝায়।

- **বারীন্দ্র, বারীশ**

  বারীন্দ্র: বারি (জল) + ইন্দ্র (অধিপতি)। জলের অধিপতি সমুদ্র।

  বারীশ: বারি (জল) + ঈশ (নাথ বা অধিপতি)। জলের অধিপতি সমুদ্র।

- **অর্ণব:** অর্ণস্ (জল) + ব। যাতে জল আছে।
- **নীলাম্বু:** নীলা হয়েছে অম্বু যার। সমুদ্রের পানির রং নীল হয় বলে 'নীলাম্বু' দ্বারা সমুদ্রকে বোঝায়।
- **মকরালয়:** মকর + আলয়। 'মকর' হলো কুমিরের আকৃতিবিশিষ্ট জলজন্তুবিশেষ। আর 'আলয়' দ্বারা গৃহ বোঝায়। কুমিরের বাসস্থান সমুদ্রে বিধায় 'মকরালয়' দ্বারা সমুদ্রকে বোঝায়।
- **অম্বুরাশি:** 'অম্বু' অর্থ পানি আর 'রাশি' হচ্ছে বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। 'অম্বুরাশি' হলো অনেক পানি আছে যেখানে। সে অর্থে সমুদ্র শব্দের সমার্থক 'অম্বুরাশি'।

- **জলারণ্য, জলেশ, জলেন্দ্র, জলেশ্বর**

  জলারণ্য: জল + অরণ্য। সমুদ্রের জলরাশি অরণ্যের বৃক্ষের মত বিশাল জায়গা নিয়ে আছে। জলারণ্য দিয়ে সমুদ্র অর্থ প্রকাশ করে।

  জলেশ: জলের ঈশ বা প্রভু। **জলেন্দ্র:** জলের ইন্দ্র বা অধিপতি। **জলেশ্বর:** জলের ঈশ্বর বা প্রভু।

- **হিরণ্যদ:** হিরণ্য (স্বর্ণ) + দ (যে দান করে); সমুদ্রের গভীরে অনেক স্বর্ণ ও মূল্যবান রত্নের উৎস রয়েছে তাই হিরণ্যদ দ্বারা সমুদ্রকে বোঝায়।
- **দ্বীপী:** দ্বীপ + ইন্। যার মধ্যে অনেক দ্বীপ আছে। একইভাবে 'দ্বীপবান'ও সমুদ্রের সমার্থক।

Educationblog24.com

নদীকান্ত: কান্ত অর্থ পতি বা অধিকর্তা বা স্বামী। নদীর অধিকর্তা বা স্বামী হলো সমুদ্র। আবার 'কান্তা' মানে বউ। সমুদ্রকান্তা মানে সমুদ্রের বউ; তাই সমুদ্রকান্তা দিয়ে সমুদ্রের বউ 'নদী' অর্থ প্রকাশ করে।

ঊর্মিমালী: ঊর্মি (ঢেউ) + মালা (মালার ন্যায় বা মালাসমূহ) + ইন্। যার বক্ষে ঊর্মি সকল মালার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। আর সমুদ্রেই ঊর্মি মালার ন্যায় শোভা পায়। তাই সমুদ্রকে বলা হয় 'ঊর্মিমালী'।

☞ পানি শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'ধর' বা 'দ' যুক্ত করলে তা মেঘ শব্দের সমার্থক শব্দ হয়, আবার 'ধি' বা 'নিধি' যুক্ত করলে তা সমুদ্র শব্দের সমার্থক হয়ে যায়। নিচের চিত্রটি একবার দেখুন:

পানি শব্দের সমার্থক	মেঘ শব্দের সমার্থক	সমুদ্র শব্দের সমার্থক
		
	পানি + ধর / দ = মেঘ	পানি + ধি / নিধি = সমুদ্র
জল	জলধর / জলদ / জলমুক্	জলধি / জলনিধি
অম্বু	অম্বুধর / অম্বুদ	অম্বুধি / অম্বুনিধি
নীর	নীরধর / নীরদ	নীরধি / নীরনিধি
পয়	পয়ধর / পয়োদ	পয়োধি / পয়োনিধি
তোয়	তোয়ধর / তোয়দ	তোয়ধি / তোয়নিধি
বারি	বারিদ *[কিন্তু বারিধর অর্থ সমুদ্র]*	বারিধি / বারিনিধি / বারীশ / বারিধর
উদক	--------	উদধি

☞ বারি শব্দের অর্থ জল; কিন্তু বারি যুক্ত শব্দের সামান্য অংশের পরিবর্তনে সমার্থক শব্দ:

মেঘ শব্দের সমার্থক	সমুদ্র শব্দের সমার্থক
বারিদ	বারিধি
বারিবাহ	বারিধর
বারিবাহক	বারিনিধি
বারিবাহন / বারিমুক	

☞ 'সমুদ্র' যুক্ত শব্দ 'নদী' শব্দের সমার্থক হয় আবার 'নদী' যুক্ত শব্দ 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক হয়। নিচের চিত্রটি একবার দেখুন:

নদী শব্দের সমার্থক	সমুদ্র শব্দের সমার্থক
সমুদ্রকান্তা	নদীকান্ত
সমুদ্রবল্লভা	

Educationblog24.com

নদী

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
তটিনী	প্রবাহিণী	গিরি নিঃস্রাব	স্রোতোবহা	সমুদ্রকান্তা	সমুদ্রদয়িতা
কূলবতী	কলস্বিনী	গাঙ	সমুদ্রবল্লভা	নিম্নগা	
নির্ঝরিণী	সরিৎ	স্রোতস্বতী			
পয়স্বিনী	তরঙ্গিণী	শৈবলিনী			
কল্লোলিনী	স্রোতস্বিনী	স্রোতঃস্বিনী			



- **তটিনী:** তট (তীর) + ইন্ + ঈ। তট আছে যার অর্থাৎ নদী।
- **প্রবাহিণী:** 'প্রবাহ' হলো স্রোতের নিরবচ্ছিন্ন গতি। স্ত্রীবাচক 'ইনী' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'প্রবাহিণী'। 'প্রবাহিণী' হলো যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রোত বয়ে যায় অর্থাৎ নদী।
- **গিরি নিঃস্রাব:** গিরি বা পাহাড় থেকে ক্ষরণ (চুইয়ে পড়া, তরল দ্রব্যের পতন)। নদীর উৎপত্তি পাহাড় থেকে হয়।
- **কূলবতী:** কূল অর্থ তট, কিনারা। কূলবতী মানে কূল আছে এমন। নদীর কূল আছে।
- **কলস্বিনী:** 'কলস্বন' অর্থ অস্পষ্ট কলস্বর সুমধুর ধ্বনি। প্রবহমান নদীর বয়ে চলার সময় মধুর কলকল ধ্বনির সৃষ্টি হয় বলে 'কলস্বিনী' দ্বারা বোঝানো হয় নদীকে।
- **কল্লোলিনী:** জলস্রোতের কলকল ধ্বনি। জলের সেই প্রাকৃতিক প্রবাহ যা কোনো পর্বত থেকে নির্গত হয়ে নির্দিষ্ট পথ দিয়ে গিয়ে নদীতে পতিত হয়। তাই 'কল্লোলিনী' দ্বারা বোঝানো হয় নদীকে।

❑ **স্রোতোবহা, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী**

স্রোতোবহা: স্রোত (জলপ্রবাহ) + বহা (বহন করা)। জলপ্রবাহ বা স্রোত বহন করে নিয়ে যায় নদী।

স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতঃস্বতী, স্রোতঃস্বিনী: 'স্বত' বা 'স্বিনী' মানে 'আছে এমন'। 'স্রোতঃস্বতী' বা 'স্রোতঃস্বিনী' দ্বারা বোঝায় স্রোত আছে এমন কিছু অর্থাৎ নদীকে।

- **নির্ঝরিণী:** নির্ঝর অর্থ পর্বত হতে বেগে ধাবিত জলপ্রবাহ, ঝরনা। ঝরনার যে জলপ্রবাহ নির্দিষ্ট পথ দিয়ে গিয়ে নদীতে পতিত হয়।
- **তরঙ্গিণী:** তরঙ্গ = √তৃ (পার হওয়া বা বিস্তৃত হওয়া) + অঙ্গ; যে ঊর্ধ্ব বা বক্রভাবে ব্যাপ্ত হয়। ঢেউ। তরঙ্গিণী হলো যার তরঙ্গ আছে, যেমন - নদী।
- **শৈবলিনী:** 'শৈবাল' শব্দের অর্থ শ্যাওলা, একপ্রকার জলজ তৃণ। নদীর তীরে ও নদীর পানিতে শৈবাল থাকে বলে নদীকে 'শৈবলিনী' বলা হয়।
- **পয়স্বিনী:** 'পয়স' অর্থ দুগ্ধ, জল। পয়স্বিনী হলো যে গাভীর প্রচুর দুগ্ধ হয় বা যে গাভী বা মহিষ প্রসবের একবছর পরও দুধ দেয়; আবার যার প্রচুর জল রয়েছে, যেমন নদী। তাই পয়স্বিনী শব্দটি দিয়ে নদী এবং গাভী (গরু) দুটি অর্থই প্রকাশ করে।

❑ **সমুদ্রকান্তা, সমুদ্রদয়িতা, সমুদ্রবল্লভা:**

'কান্তা', 'দয়িতা' বা 'বল্লভা' শব্দের অর্থ স্ত্রী বা বউ। সমুদ্রকান্তা, সমুদ্রদয়িতা, সমুদ্রবল্লভা মানে সমুদ্রের বউ; তাই সমুদ্রকান্তা, সমুদ্রদয়িতা, সমুদ্রবল্লভা দিয়ে সমুদ্রের বউ 'নদী' অর্থ প্রকাশ করে।

- **নিম্নগা:** নিম্ন + গ (গমনকারী) + অ। (স্ত্রী)।

Educationblog24.com

পৃথিবী



গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
অদিতি	অবনী (অবনি)		মেদিনী	ভূ	ভূমি	ভুবন	ভূমণ্ডল
ক্ষিতি	ভূতল	ধরণী (ধরণি)	ধরিত্রী	ভূগোল	ভূলোক	মর্ত্যলোক	মরলোক
বসুধা	বসুন্ধরা	বসুমতী	উর্বী	জাহান	মহীমণ্ডল	মণ্ডল	অবনীতল
অখিল	পৃথ্বী	মহী	ধরা	ধরাতল	জ্যা	রসা	জগৎ
				ব্রহ্মাণ্ড	দুনিয়া	বিশ্ব	

❑ **অদিতি:** পৃথিবী, আকাশ, দক্ষ প্রজাপতির কন্যা।
অদিতি অর্থ - পৃথিবী। অ (না) + √দো (ছেদন করা) + তি; যাকে বৃহত্ত্ব বশত ছেদন করা যায় না। পৃথিবীকে ছেদন করা যায় না বা সম্ভব নয় এই অর্থে পৃথিবী এর অপর নাম অদিতি। অ (না) + দা (দান করা) + তি; যিনি বেদনা দেন না। অ (না) + দিতি (দনুজকন্যা); দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, দেবগণের মাতা ও কশ্যপ মুনির পত্নী। **অদিতি অর্থ - আকাশ**। অদিতি হিন্দুধর্মের একজন বৈদিক দেবী, যাকে অসীমের রূপক অবয়ব বলে মনে করা হয়। তিনি আকাশের দেব-দেবতা। এই অর্থে অদিতির অপর নাম আকাশ।

❑ **অবনী বা অবনি:** অব (রক্ষা করা) + অনি; যিনি সমস্ত ধারণ করে রক্ষা করেন; যেমন - পৃথিবী।

❑ **মেদিনী:** মেদ (চর্বি) + ইন্। মার্কেণ্ডয় পুরাণ মতে, মধু ও কৈটভ নামক দুজন দৈত্যের একত্রিত নাম হলো - মধুকৈটভ। বিষ্ণু তাঁর হাঁটুর উপর উভয় দৈত্যকে রেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁদের শিরশ্ছেদ করেন। পরে এই দুই দৈত্যের দেহের মেদ থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বলে- হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী। উল্লেখ্য, মেদ শব্দটির অর্থ হলো চর্বি। মেদ থেকে জাত বলে পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী।

❑ **ক্ষিতি:** ক্ষি (ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বাস করা) + তি। যথায় ক্ষয় পায়, যেমন - মাটি; যেখানে বাস করা হয়, যেমন - পৃথিবী। তাই ক্ষিতি শব্দটি মাটি ও পৃথিবীর সমার্থক।

❑ **ধরণী বা ধরণি:** √ধৃ (ধারণ করা) + অনি; যা সকলকে ধারণ করে আছে, যেমন - পৃথিবী।

❑ **ধরিত্রী:** √ধৃ (ধারণ করা) + ইত্র + ঈ; যে চরাচর ধারণ করে আছে, যেমন - পৃথিবী।

❑ **বসুধা:** বসু (গচ্ছিত ধন, যা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে) + ধা (যে ধারণ করে)। পৃথিবী অঢেল গচ্ছিত ধন ধারণ করে আছে।

❑ **বসুন্ধরা:** বসু (গচ্ছিত ধন, যা সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে) + ধা (যে ধারণ করে) + অ + আ। পৃথিবী অঢেল গচ্ছিত ধন ধারণ করে আছে। (স্ত্রীবাচক)

Educationblog24.com

- **বসুমতী:** বসু (ধনাদি) + মতু + ঈ (স্ত্রী)। যাতে ধন আছে।
- **উর্বী:** উরু (প্রশস্ত, বিশাল) + ঈ। পৃথিবীর আকার অতি বিশাল।
- **অখিল:** অ (না) + খিল (শূন্য); যাতে খিল বা শূন্য নাই অর্থাৎ সবকিছু আছে, যেমন - পৃথিবী।
- **পৃথ্বী:** প্রথ্ (বিস্তার করা) + বী। যা বিস্তার করে আছে, যেমন - পৃথিবী।
- **মহি / মহী:** মহ্ (পূজা) + ই / ঈ। ▮ **ধরা:** ধৃ (ধারণ করা) + অ। যে সচরাচর সবকিছু ধারণ করে, পৃথিবী।
- **মর্ত্যলোক:** মর্ত্য (√মৃ + ত; যেখানে লোক মরে) + লোক। মরলোক - পৃথিবী।
- **জ্যা:** যাতে প্রাণিসকল জীর্ণ (লয়) হয়, পৃথিবী।
- **জগৎ:** √গম্ (গমন করা) + ক্বিপ্। যে গমনশীল, যা নিয়ত ঘূর্ণমান, পৃথিবী।

ভূ অর্থ পৃথিবী। কিন্তু ভূ + তল = পৃথিবীর পৃষ্ঠ অর্থাৎ মাটি। কিছু শব্দ মাটি এবং পৃথিবী উভয় অর্থই প্রকাশ করে: ক্ষিতিতল, ভূতল, ভূমি।

পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'ধর' বা 'ভৃৎ' যুক্ত করলে পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ হয়ে যায়।

পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'নাথ, পাল, পতি, প, ঈশ' যুক্ত করলে 'রাজা' শব্দের সমার্থক শব্দ হয়ে যায়।

পর্বত	পৃথিবী	রাজা
মেদিনীধর	মেদিনী	
ক্ষিতিধর ক্ষিতিভৃৎ	ক্ষিতি	ক্ষিতিনাথ ক্ষিতিপতি ক্ষিতিপাল ক্ষিতীশ ক্ষিতিপ
পৃথিবীধর	পৃথিবী	
পৃথ্বীধর	পৃথ্বী	
অবনীধর	অবনী	
ধরণীধর	ধরণী	
ধরাধর	ধরা	
বসুধাধর	বসুধা	
উর্বীধর	উর্বী	
ভূধর ভূভৃৎ	ভূ / ভূতল /ভূমণ্ডল	
মহীধর	মহী	

পর্বত

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
অচল	অদ্রি	পাহাড়	ভূধর	শৃঙ্গবান	পৃথিবীধর	পৃথ্বীধর
মহীধর	ক্ষিতিধর	মেদিনীধর	মহীধ্র	অবনীধর	ধরণীধর	ধরাধর
গিরি	নগ	শৈল	শৃঙ্গী	বসুধাধর	উর্বীধর	
শৃঙ্গধর	ভূভৃৎ	শিখরী	জীমূত			

- **পর্বত:** পর্ব (পূরণ করা) + অত। যারা পৃথিবীর অনেক স্থান পূরণ করে আছে অর্থাৎ পর্বত।
- **অচল:** অ (না) + √চল্ (চলা বা গমন করা) + অ। যে চলে না বা গতিশূন্য অর্থাৎ পর্বত।
- **অদ্রি:** অ (না) + দ্রি (পলায়ন করা) + ই। যে পলায়ন করে না অর্থাৎ পর্বত।
- **গিরি:** √গৃ (গ্রাস করা) + ই; যে পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে পর্বত।

Educationblog24.com

নগ: ন (না) + গ (গতি) যার: যার গতি নাই অর্থাৎ পর্বত। আবার বৃক্ষেরও গতি নাই। তাই 'নগ' পর্বত ও বৃক্ষের সমার্থক।

শৃঙ্গধর, শৃঙ্গবান: যে শৃঙ্গ বা চূড়া ধারণ করে আছে; পর্বত এর চূড়া আছে, তাই শৃঙ্গধর, শৃঙ্গবান পর্বতের সমার্থক।

শিখরী: শিখর (চূড়া) + ঈ। যার শিখর বা চূড়া আছে; পর্বত এর চূড়া আছে, তাই শিখরী পর্বতের সমার্থক। আবার বৃক্ষেরও চূড়া আছে, তাই শিখরী বৃক্ষের সমার্থক।

জীমূত: জী (জল বা জীবন) + √মূ (মূ - বন্ধন, ধারণ করা) + ত; যে জল ধারণ করে অর্থাৎ মেঘ। বৃষ্টির সময় পর্বত জল ধারণ করে রাখে। যে জল থেকে ঝরনা তৈরি হয়। তাই 'জীমূত' মেঘ এবং পর্বতের সমার্থক।

❑ **পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দগুলোর সাথে 'ধর' যুক্ত করলে পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ হয়ে যায়। নিচের চিত্রটি একবার দেখুন:**

পৃথিবী শব্দের সমার্থক	পর্বত শব্দের সমার্থক
মেদিনী	মেদিনীধর
ক্ষিতি	ক্ষিতিধর
পৃথিবী	পৃথিবীধর
পৃথ্বী	পৃথ্বীধর
অবনী	অবনীধর
ধরণী	ধরণীধর
ধরা	ধরাধর
বসুধা	বসুধাধর
উর্বী	উর্বীধর
ভূ / ভূতল / ভূমণ্ডল	ভূধর / ভূভৃৎ
মহী	মহীধর

রাজা

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
নৃপেন্দ্র	নৃপতি	ভূপ	ভূপাল	ভূপতি	নরপতি	মহীপাল
রাজ্যপাল	দণ্ডপাল	মহীন্দ্র	নরেশ	দণ্ডধর	নরপাল	নরেন্দ্র
ক্ষিতিপতি	ক্ষিতিপ	ক্ষিতীশ	নৃপাল	প্রজাধিপ	নৃপ	মহীনাথ
				মহীপ	বাদশা	সম্রাট

❑ পৃথিবী প্রতিশব্দের সাথে 'পতি (প) / পাল/ নাথ/ ইন্দ্র/ ঈশ' শব্দ যুক্ত হলে 'রাজা'র প্রতিশব্দ হয়।

❑ **ক্ষিতিপতি ক্ষিতিপ ক্ষিতীশ**

ক্ষিতিপতি: ক্ষিতি বা পৃথিবীর পতি বা রাজা। **ক্ষিতিপ:** ক্ষিতি (পৃথিবী) প (পালন করা); যে পৃথিবী পালন করে অর্থাৎ রাজা। **ক্ষিতীশ:** ক্ষিতি বা পৃথিবীর ঈশ বা ঈশ্বর অর্থাৎ রাজা। যেমন–

☞ ভূ + পতি = ভূপতি (রাজা), ভূ + প = ভূপ (রাজা), ক্ষিতি + পতি = ক্ষিতিপতি (রাজা)
☞ ক্ষিতি + প = ক্ষিতিপ (রাজা), মহী + পাল = মহীপাল (রাজা)
☞ রাজ্য + পাল = রাজ্যপাল (রাজা), মহী + নাথ = মহীনাথ (রাজা)
☞ মহী + প = মহীপ (রাজা), মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র (রাজা)

Educationblog24.com

ATM

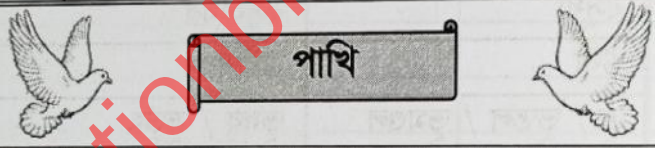
☞ ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ (রাজা)

☞ 'নর/নৃ'- এর পরে পতি (প)/ পাল/ ইন্দ্র/ ঈশ যুক্ত হলেও 'রাজা'র প্রতিশব্দ হয়। যেমন- নৃপতি, নৃপ, নৃপেন্দ্র, নরপতি, নরেন্দ্র, নরেশ - এগুলোও রাজার প্রতিশব্দ।

☞ বাদশা, সম্রাট - আমাদের খুবই পরিচিত দুটো রাজার প্রতিশব্দ।

❑ **পৃথিবী শব্দের সমার্থক শব্দের সাথে 'পতি (প)/ পাল/ নাথ/ ইন্দ্র/ ঈশ শব্দ যুক্ত হলে 'রাজা'র সমার্থক শব্দ হয়।**

পৃথিবী শব্দের সমার্থক	পৃথিবী + পতি (প)/ পাল/ নাথ/ ইন্দ্র/ ঈশ	রাজা শব্দের সমার্থক
ভূ	ভূ + পতি	ভূপতি
ভূ	ভূ + প	ভূপ
ক্ষিতি	ক্ষিতি + পতি	ক্ষিতিপতি
ক্ষিতি	ক্ষিতি + প	ক্ষিতিপ
ক্ষিতি	ক্ষিতি + ঈশ	ক্ষিতীশ
মহী	মহী + পাল	মহীপাল
মহী	মহী + নাথ	মহীনাথ
মহী	মহী + প	মহীপ
মহী	মহী + ইন্দ্র	মহীন্দ্র



গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়			
বিহগ	বিহঙ্গ	বিহঙ্গম	খগ	অণ্ডজ	পতগ	পত্রী	পতত্রি
খেচর	পক্ষী	পক্ষধর	দ্বিজ	পতত্রী	খগম	গগনগতি	শকুন্ত
গরুড়	চিড়িয়া						

- **বিহগ:** বিহায়স্ (আকাশ) + গ (গমন করা); আকাশে যে গমন করে বেড়ায়, পাখি।
- **বিহঙ্গ, বিহঙ্গম:** বিহায়স্ (আকাশ) + গ, গম্ (গমন করা); আকাশে যে গমন করে বেড়ায়, পাখি।
- **খগ:** খ (আকাশ) + গ (গমন করা)। যে আকাশে গমন করে; তাই পাখির সমার্থক খগ।
- **খেচর:** খে (আকাশে) + চর (চরে বা গমন রে) + অ; আকাশে যে চরে বেড়ায়, পাখি।
- **পক্ষী, পক্ষধর:** পক্ষী = পক্ষ (ডানা) + ইন; যার ডানা আছে, পাখি। পক্ষধর = পক্ষ (ডানা) ধর (যে ধারণ করে); যে ডানা বা পাখা ধারণ করে আছে, পাখি।
- **দ্বিজ:** দ্বি (দুইবার) + জ (জন্মে)। (একবার মাতৃগর্ভ থেকে এবং আর একবার উপনয়নের ফলে নবজন্ম লাভ হয় বলে) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি। পাখি প্রথমে ডিম হয়ে জন্মায়, তারপর ডিম থেকে বাচ্চা হয়ে জন্মায়। পাখির জন্মটা দুইবার হয় বলে দ্বিজ দিয়ে পাখি অর্থ প্রকাশ করে।
- **গরুড়:** গর (বিষ) + উড় (যে নাশ করে অর্থাৎ যে সর্প ভক্ষণ করে); যে বিষ নাশ করে বা সাপ খায়, পাখি।
- **অণ্ডজ:** অণ্ড (ডিম্ব) + জ (জন্মানো)। অণ্ড হতে যে জন্মে, পাখি।
- **পতগ:** পত (পক্ষ বা ডানা) + গ (গমন করা); পক্ষ দ্বারা গমন করে যে, পাখি।
- **পত্রী:** পত্র (পক্ষ) + ইন; যার পক্ষ বা ডানা আছে, পাখি।
- **পতত্রি, পতত্রী:** পতত্র (পক্ষ) + ইন; যার পক্ষ বা ডানা আছে, পাখি।

Educationblog24.com

খগম: খ (আকাশ) + √গম (গমন করা)। যে আকাশে গমন করে; তাই পাখির সমার্থক খগম।
গগনগতি: গগনে (আকাশে) গতি (গমন) যার, পাখি। **গগনচর:** গগনে চরে যে, পাখি।
শকুন্ত: √শক্ (সমর্থ হওয়া) + উন্ত; যারা আকাশে উড়তে সমর্থ হয়, পাখি।



কোকিল

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অন্যপুষ্ট	পরপুষ্ট	কাকপুষ্ট	কলঘোষ	মধুমুখ	মধুবন
কলকণ্ঠ	বসন্তদূত	পিক	মধুস্বর	বসন্তসখ	বসন্তী
পরভৃত	অন্যভৃত	মধুসখা	কুহুমন্দ্র	কুহুকণ্ঠ	কুহুরব
			কোয়েলিয়া		

কোকিল: √কুক্ + ইল; যে কুহু শব্দ করে।

অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কাকপুষ্ট:
'পুষ্ট' শব্দের অর্থ প্রতিপালিত। কাকের বাসায় কোকিলের জন্ম ও বৃদ্ধি। অন্য পাখিদের মতো কোকিল নিজেরা কোনো বাসা বানায় না। স্ত্রী কোকিল ডিম পাড়ার আগে দেখে নেয় কোন কাকের বাসায় সদ্য ডিম পাড়া হয়েছে। পরে সে অবস্থা বুঝে কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিজে ডিম পাড়ে। কাক নিজের ডিম মনে করে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর কাজটা করে দেয়, এদের বাচ্চারাও বড়ও হয় এ কাকের ঘরেই। কাকপুষ্ট - কাক দ্বারা পুষ্ট বা প্রতিপালিত; কোকিল। অন্যপুষ্ট - অন্যের (কাকের) দ্বারা পুষ্ট বা প্রতিপালিত; কোকিল। পরপুষ্ট - পরের (কাকের) দ্বারা পুষ্ট বা প্রতিপালিত; কোকিল।

কলকণ্ঠ: কল (অব্যক্ত মধুর ধ্বনি) হয়েছে কণ্ঠে যার। **কলঘোষ:** কল (অব্যক্ত মধুর ধ্বনি) হয়েছে ঘোষ (শব্দ) যার। কোকিলের ডাক বা আওয়াজ অনেক শ্রুতিমধুর বলে 'কলকণ্ঠ' বা 'কলঘোষ' দ্বারা কোকিলকে বোঝানো হয়।

পিক: পিক শব্দটি আর্য ভাষায় প্রসিদ্ধ নয়; ম্লেচ্ছ ভাষায় কোকিল অর্থে প্রসিদ্ধ।

পরভৃত, অন্যভৃত:
'ভৃত' অর্থ পালিত। পর বা অন্য (কাক) কর্তৃক কোকিলের নবজাতক বাচ্চা প্রতিপালিত হয় বলে কোকিলকে বলা হয় 'অন্যভৃত' বা 'পরভৃত'। **পরভৃৎ:** পর (অন্য) + ভৃৎ (পোষণ করা); যে অন্য অর্থাৎ কোকিলকে পোষণ করে, কাক।



পরভৃত, অন্যভৃত - কোকিল
ভৃত শব্দের 'ত' দেখতে ভালো লাগে; কোকিল দেখতে ভালো লাগে।

পরভৃৎ, অন্যভৃৎ - কাক
ভৃৎ শব্দের 'ৎ' দেখতে ভালো লাগে না; কাকও দেখতে ভালো লাগে না।



কুহুমন্দ্র, কুহুকণ্ঠ, কুহুরব:
কুহু বা কুহূ অর্থ কোকিলের ডাক বা রব। 'মন্দ্র, রব' অর্থ আওয়াজ বা ধ্বনি। কোকিলের ডাক বা শব্দ বা রব বা কণ্ঠ বা আওয়াজই কুহুমন্দ্র, কুহুকণ্ঠ, কুহুরব। তাই ' কুহুমন্দ্র, কুহুকণ্ঠ, কুহুরব' দ্বারা কোকিলকে বোঝানো হয়।

মধুস্বর, মধুমুখ, মধুবন:
কোকিলের ডাক বা স্বর বা মুখ বা বন (যে শব্দ করে) রূপক অর্থে মধুর মতো মিষ্ট বলে মধুস্বর, মধুমুখ, মধুবন দিয়ে কোকিলকে বোঝানো হয়। **মধুসখ বা সখা:** মধু (বসন্ত) সখা দ্বারা বোঝায় সহচর বা বন্ধুত্ব। বসন্তের সাথে সখা বা বন্ধুত্ব আছে কোকিলের। তাই 'মধুসখ' দিয়ে কোকিলকে বোঝানো হয়।

Educationblog24.com

❑ **বসন্তদূত, বসন্তসখ, বসন্তঘোষ, বসন্তঘোষী, বসন্তী**

বসন্তদূত: বসন্ত ঋতুর দূত বা সংবাদবাহী। কোকিলের ডাকই বলে দেয় যে বসন্তের আগমন ঘটতে যাচ্ছে। তাই বসন্তের দূত বা আহ্বায়ক হিসেবে কোকিলকে বলা হয় 'বসন্তদূত'। **বসন্তসখ:** বসন্তের সাথে সখ্য বা বন্ধুত্ব আছে কোকিলের। **বসন্তঘোষ, বসন্তঘোষী:** বসন্ত ঋতুর ঘোষণা করে যে, কোকিল। **বসন্তী:** বসন্ত (সময়) + ইন; বসন্তকাল সঙ্গী যার, কোকিল।



কাক

গুরুত্বপূর্ণ		প্রয়োজনীয়
বায়স	পরভৃৎ	অন্যভৃৎ

পরভৃৎ, অন্যভৃৎ: পর (অন্য) + ভৃৎ (পোষণ করা); যে পর বা অন্য অর্থাৎ কোকিলকে পোষণ করে, কাক।

কবুতর

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়	
কপোত	পায়রা	পারাবত	লোটন	নোটন নৃত্যশীল পায়রাবিশেষ

কপোত: √কব্ (বর্ণ) + ত; যে নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়, কবুতর। *ক (বায়ু) + পোত (নৌকা); যে বায়ু ভরে নৌকার ন্যায় গমন করে।*



পদ্ম



গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
অরবিন্দ	কমল	উৎপল	শতদল	সরোরুহ	কৈরব	
তামরস	কুমুদ	কুবলয়	কোকনদ	কুমুদী	কুবল	অম্বুজ
রাজীব	পুষ্কর	নলিনী	পঙ্কজ	নীলকমল	নলিন	নীলোৎপল
সরোজ	সরসিজ	ইন্দীবর	পুণ্ডরীক	শ্রীপর্ণ	নীরজ	শশিকান্ত

- **অরবিন্দ:** অর (শীঘ্র) + √বিন্দ্ (লাভ করা) + অ; ভ্রমর যাকে শীঘ্র লাভ করে, পদ্ম।
- **কমল:** কং = √কম্ (জলকে) + অল্ (শোভিত); যা প্রস্ফুটিত হয়ে জলের শোভা বাড়ায়, পদ্ম।
  নীলকমল: নীল বর্ণবিশিষ্ট যে কমল; নীল পদ্ম।
- **উৎপল:** উৎ (উপরি - জলের উপরে) + √পল্ (গমন করা) + অ; যে জলের উপরে গমন করে, পদ্ম।
  নীলোৎপল: নীল বর্ণবিশিষ্ট যে উৎপল; নীল পদ্ম।
- **শতদল:** শত দল আছে যার; বহু সংখ্যক পাপড়িবিশিষ্ট পদ্ম।

Educationblog24.com

- **তামরস:** তামর (জল) + স (সস্ ধাতু অর্থে বাস করা); যে জলে থাকে বা বাস করে, পদ্ম।
- **কুমুদ:** কু (পৃথিবী) + √মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া) + অ; যাকে দেখে পৃথিবীর সকলে হৃষ্ট হয়, রক্তবর্ণ পদ্ম বা রক্তোৎপল।
- **কুবলয়:** কু (পৃথিবী) + বলয় (বলিয়া); যা পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ। যেমন- পদ্ম। **কুবল:** কু (পৃথিবী) + বল (বৃদ্ধি পাওয়া)। যা পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ বৃদ্ধি পায়, পদ্ম।



- **কোকনদ:** কোক (চক্রবাক) + নদ (শব্দ করা)+অ। চক্রবাক হলো হাঁসজাতীয় পাখি। রাত্রিতে কোক (চক্রবাক) খুব বিরহে থাকে। তখন কোক (চক্রবাক) রক্তোৎপল (লাল রঙের পদ্ম) দর্শন করতে যায়, কারণ চক্রবাকীও রাত্রিতে রক্তোৎপল দর্শন করতে আসে। আর চক্রবাকী আসবে মনে করে কোক (চক্রবাক) বিপুল উৎসাহে এই বুঝি আমার প্রিয়া আসবে মনে করে নদ (শব্দ) করতে থাকে। এই অর্থ করেই রক্তোৎপল এর নাম কোকনদ।

- **পুষ্কর:** পুষ্কর্ (জল) + অ। যে জলে থাকে, পদ্ম।
- **পঙ্কজ:** পঙ্ক (কাদা) + জ (জন্মানো), যে পঙ্কে বা কাদায় জন্মে, পদ্ম।
- **সরোজ, সরসিজ:** সরসি (সরোবর বা বড় পুকুর) + জ (জন্মানো)। সরোবরে জন্মে যা, পদ্ম।

❑ **ইন্দিবর, ইন্দীবর, ইন্দিবার, ইন্দীবার:**
ইন্দি - লক্ষ্মী, ধন ও সৌভাগ্যের দেবী; বর (ইষ্ট, প্রিয়)। ইন্দির বর বা অতিশয় প্রিয় ছিল নীলোৎপল বা নীল পদ্ম। তাই ইন্দীবর দিয়ে নীল পদ্ম বুঝায়।

- **পুণ্ডরীক:** শ্বেতপদ্ম বা সাদাপদ্ম।
- **সরোরুহ:** সরস্ (সরোবর বা বড় পুকুর) + √রুহ (যে জন্মে); + অ। সরোবরে জন্মে যা, পদ্ম।
- **কৈরব:** কে (জলে) + রব (প্রতিপালক) + অ। যে জলে প্রতিপালিত হয়, পদ্ম। শ্বেতপদ্ম।
- **কুবল:** কু (পৃথিবী) + বল (বৃদ্ধি পাওয়া)। পদ্ম।
- **অম্বুজ:** অম্বু (জল) + জ (জন্মে)। যে জলে জন্মে, পদ্ম।
- **শ্রীপর্ণ:** শ্রী (সৌন্দর্য বা শোভাযুক্ত) পর্ণ (পাতা); শোভাযুক্ত পাতা আছে যার, পদ্ম।
- **নীরজ:** নীর (জল) + জ (জন্মে) যে; যে জলে জন্মে, পদ্ম।
- **শশিকান্ত:** শশি (চন্দ্র) যার কান্ত (বউ বা প্রিয়) হয়েছে; কুমুদ বা পদ্মের বউ - শশিকান্ত।

অন্ধকার

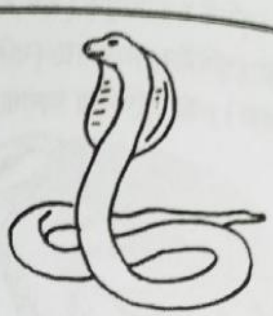
গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
আঁধার	আঁধিয়ার	অমা	আন্ধার	আলোহীনতা	জ্যোতিহীন
অমানিশা	অমানিশি	অমানিশীথ	তম	তমঃ	নভাক
তিমির	তমস	তমসা	সন্তমস	অনুতামসী	অমস্বী
তমিস্র	তমিস্রা	শর্বর	কৃষ্ণ	ম্লান	

- **আঁধিয়ার:** আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করার মত চতুর্দিক অন্ধকার করে ধুলি উড়িয়ে যে ঝড় উঠে তাকে আঁধি বা আঁধী বলে। হিন্দিতে আঁধি এর স্থলে আঁধিয়ার। আঁধি অর্থ অন্ধ।
- **সন্তমস:** সং (অধিক) + তমস্ (অন্ধকার); ঘন বা নিবিড় অন্ধকার।

Educationblog24.com

সাপ

গুরুত্বপূর্ণ			
অহি	কাকোদর	ভুজগ	ভুজঙ্গ
ভুজঙ্গম	ফণী	ফণাধর	ফণাবান
ফণাভৃৎ	সর্প	উরগ	নাগ
পন্নগ	বিষধর	আশীবিষ	বায়ুভুক
হরি	দ্বিজিহ্ব	কুণ্ডলিনী	



- **কাকোদর:** কু (কুৎসিৎ বা বক্র) + অক্ (গমন করা) + অ। কাক (বক্র) + উদর (পেট)। সাপ চলাচলের সময় উদর বা পেট বক্র করে যায় বিধায় সাপকে কাকোদর বলা হয়।

- **ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম:**
'ভুজ' অর্থ বাহু। অন্য আর সব প্রাণির মতো সাপের কোনো হাত-পা নেই। পুরো শরীরটাই একটি অঙ্গ।
ভুজগ: ভুজ (বাহু) + গ (গমন)। ভুজের সাহায্যে গমন করে বলে সাপের আরেক নাম 'ভুজগ'। **ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম:** ভুজ (বাহু) + অঙ্গ, অঙ্গম। বাহুটাই তার একমাত্র অঙ্গ বলে সাপকে 'ভুজঙ্গ' বা 'ভুজঙ্গম' বলা হয়।

- **ফণী, ফণাধর, ফর্ণাধর, ফণবান, ফণাবান, ফণভৃৎ, ফণাভৃৎ, ফণকর, ফণাকর:** কেবল সাপ ফণা ধরতে পারে।

- **উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম:** উরস্ (বক্ষ) + গ (গমন করা), অঙ্গ, অঙ্গম। যে বক্ষ দ্বারা গমন করে। বুক দিয়ে গমন করে বিধায় সাপকে বলা হয় 'উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম'।
- **নাগ:** নগ (পর্বত বা বৃক্ষ) + অ। যারা পর্বত বা বৃক্ষের কোটরে বসবাস করে; সাপ, হাতি।
- **পন্নগ:** পন্ন = √পদ্ (গমন করা) + ত; পতিত। পন্নগ = পন্ন (পতিত) + গ (গমন করা) অথবা পদ (পা) + ন (নাই) + গ (গমন করে যে); যে পতিত থেকে অথবা পদ না থাকলেও গমন করে, সাপ।
- **আশীবিষ:** 'আশী' অর্থ দাঁত। যার দন্তে বিষ আছে, সাপ। **বিষধর:** বিষ ধারণ করে এমন, সাপ।
- **বায়ুভুক:** বায়ু ভুক বা ভক্ষণ বা খায় যে। আমরা নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য বায়ু গ্রহণ করি আর সাপ মুখ খোলে বাতাস ভক্ষণ করার জন্য। তাই সাপকে বলা হয় 'বায়ুভুক'।
- **হরি:** হৃ (হৃদয়) + ই। যে হৃদয় হরণ করে। এই অর্থে সবগুলো শব্দই হরির সমার্থক হয় - সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, সিংহ, অশ্ব, বানর, ময়ূর, কোকিল, সাপ।
- **কুণ্ডলিনী:** 'কুণ্ডলী' অর্থ গোল করে পাকানো বস্তু। স্থিরভাবে বসে থাকার সময় নিজের শরীরকে গোল করে পাকিয়ে কুণ্ডলীর আকার ধারণ করে বলে সাপের আরেক নাম 'কুণ্ডলিনী'।
- **দ্বিজিহ্ব:** সাপের জিহ্বার দ্বিখণ্ডিত থাকে বলে সাপের আরেক নাম 'দ্বিজিহ্ব'।

Educationblog24.com

রাত্রি

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
রাত	নিশা	নিশি	নিশীথ	যামী	সামবতী	যামিকা
নিশীথিনী	অমানিশা	শর্বরী	বিভাবরী	শমনী	তামসী	অসুরা
ক্ষণদা	রজনী	যামিনী	ত্রিযামা			

দিবস

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়			
অহ	অহ্ন	অযামিনী	অহন	বার	রোজ	সাবন
দিবা	দিনমান	বাসর	নক্তন্দিব	তমসতাড়িনী		দিবাভাগ
			দিবসকাল	বেলা	তারিখ	দিন

Educationblog24.com

বৃক্ষ

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়		
তরু	মহীরুহ	ক্ষিতিরুহ	দ্রুম	গাছ	শাখী	পত্রী
শিখরী	বিটপী	পাদপ	পল্লবী	স্কন্ধী	তরুরাজ	নগ
উদ্ভিদ	পর্ণী					

তরু: √তৃ (উৎপন্ন হওয়া) + উ; বৃক্ষ চারা থেকে উৎপন্ন হয়।

মহীরুহ, ক্ষিতিরুহ: মহী, ক্ষিতি (ভূমি বা মাটি বা পৃথিবী) + রুহ (যে জন্মে); যে ভূমিতে বা মাটিতে জন্মায়; যেমন - বৃক্ষ।



দ্রুম: √দ্রু (ঊর্ধ্বগতি) + ম; যে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে গমন করে, বৃক্ষ।

শিখরী: শিখর (চূড়া) + ঈ। যার শিখর বা চূড়া আছে; বৃক্ষের চূড়া আছে, তাই শিখরী বৃক্ষের সমার্থক। পর্বতেরও চূড়া আছে, তাই শিখরী পর্বতের সমার্থক।

বিটপী: বিটপ (শাখা) + ইন। যার শাখা আছে, বৃক্ষ।

পল্লবী: পল্লব (কচি পাতা) + ইন। যার পাতা আছে, বৃক্ষ।

পাদপ: পদ্ (মূল বা পা) দ্বারা প (যে রস পান করে); পদ বা মূল দ্বারা যে পানি বা রস পান করে, বৃক্ষ।

উদ্ভিদ: উৎ (ঊর্ধ্ব) + √ভিদ্ (ভেদ করা) + ক্বিপ। যে মাটি ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠে, বৃক্ষ।

পর্ণী: পর্ণ (পাতা) + ইন; যার পাতা আছে, বৃক্ষ। **পত্রী:** পত্র (পাতা) + ইন্; যার পাতা আছে, বৃক্ষ।

শাখী: শাখা + ইন; যার শাখা আছে, বৃক্ষ। **স্কন্ধী:** স্কন্ধ (গাছের গুঁড়ি) + ইন; যার গুঁড়ি আছে, বৃক্ষ।

তরুরাজ: তরুর রাজা, বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ।

নগ: ন (না) + গ (গতি) যার; যার গতি নাই অর্থাৎ পর্বত। আবার বৃক্ষেরও গতি নাই। তাই 'নগ' পর্বত ও বৃক্ষের সমার্থক।

বন

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অটবি	অরণ্য	অরণ্যানী	উপবন	জঙ্গল	বনশ্রী
কানন	কান্তার	কুঞ্জ	বাদাড়	ঝোপঝাড়	
গহন	বনানী	বিপিন			

অটবি, অটবী: অট (বিচরণ করা বা ভ্রমণ করা) + অ + বি (বিহগ, পাখি)। যেথায় বিহগেরা বিচরণ করে, বন।



অরণ্য: √ঋ (গমন করা) + অন্য; যেখানে পশুকুল আহার এর জন্য গমন করে, বন। **অরণ্যানী:** অরণ্য + আনী; বিশাল বা সুবিস্তৃত অরণ্য। **বনানী:** বন + আনী; বিশাল বা সুবিস্তৃত অরণ্য।

কানন: √কানি (দীপ্তি পাওয়া) + অন; যেখানে বৃক্ষসমূহ দীপ্তি বা শোভা পায়, বন।

কুঞ্জ: কুজ্ (অব্যক্ত শব্দ করা) + অ; যেখানে লতাপুষ্পগন্ধ লোভে ভ্রমর অব্যক্ত মধুর শব্দ করে, লতাগৃহ, উপবন।

Educationblog24.com

- **কান্তার:** কান্ (কাহাকেও) + তার (যে গমন করায়) + অ; যে অতি কষ্টে কাহাকেও গমন করায়; দুর্গম পথ, গভীর অরণ্য, নিবিড় পথ।
- **গহন:** গহ্ (নিবিড় হওয়া) + অন; যেখানে সহজে প্রবেশ করা যায় না, দুষ্প্রবেশ্য, দুর্গম, গভীর বন।
- **বিপিন:** √বেপ্ (কম্পনে) + ইন; যেখানে পত্র পল্লবাদি সর্বদা কম্পিত বা আন্দোলিত হয়ে থাকে, অরণ্য বা বন।
- **উপবন:** উপ (সদৃশ) + বন; নির্মিত বন বা উদ্যান।
- **বাদাড়:** বাদা (জঙ্গল) + ড় (ক্ষুদ্রার্থে)। বনবাদাড় - বন জঙ্গল।
- **ঝোপঝাড়:** ঝোপ - সরু সরু ডালবিশিষ্ট ছোট ছোট গাছ যে স্থানে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ঝোপঝাড় - ঝোপ ও তার উপকরণ। লতা গুল্মাদিতে আচ্ছন্ন স্থান এবং ছোট ছোট গাছের ঝাড়। ক্ষুদ্র বন।

বিদ্যুৎ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অণুপ্রভা	ক্ষণপ্রভা	চপলা	অচিরপ্রভা	অচিরদ্যুতি	অচিরাভা
চঞ্চলা	দামিনী	সৌদামিনী	অচিরাংশু	ক্ষণদ্যুতি	ক্ষণপ্রকাশ
বিজলি বিজলী	শম্পা	তড়িৎ	নীলাঞ্জন	ইরম্মদ	

- **অণুপ্রভা, ক্ষণপ্রভা, ক্ষণদ্যুতি:** অণু, ক্ষণ (অল্প সময় মাত্র) + প্রভা (দীপ্তি বা আলো বা দ্যুতি) থাকে যার, বিদ্যুৎ। **ক্ষণপ্রকাশ:** প্রকাশ হওয়া মাত্রই যা হারিয়ে যায়।
- **চপলা:** √চপ্ (গমন করা) + অল + আ। যে মুহূর্তেই গমন করে, বিদ্যুৎ।
- **চঞ্চলা:** চল্ (গমন করা) + অল + আ। যে মুহূর্তেই গমন করে, বিদ্যুৎ।
- **দামিনী:** দামন্ + ইন্ + ঈ। মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন আলোকশক্তি।
- **তড়িৎ:** √তড়্ (আঘাত করা) + ইৎ; যে মেঘ ও পৃথিবীকে আঘাত করে।
- **অচিরপ্রভা, অচিরদ্যুতি, অচিরাভা, অচিরাংশু:** অচির - অ (না) + চির (চিরকাল, দীর্ঘকাল)। যা চিরকাল স্থায়ী নয়, অল্পকালস্থায়ী। প্রভা, দ্যুতি, আভা, আংশু অর্থ দীপ্তি বা আলো। যে দীপ্তি ক্ষণকাল স্থায়ী হয়, বিদ্যুৎ।

ভ্রমর

গুরুত্বপূর্ণ		
অলি	মধুকর	মধুপ
মধুলেহ	মধুলেহী	মৌমাছি
মধুমক্ষিকা	মধুলিট্	মধুভৃৎ
ভোমরা	ষট্‌পদ	ভৃঙ্গ
শিলীমুখ	দ্বিরেফ	মধুব্রত



- **অলি:** √অল্ (ভূষিত করা) + ই। যে পুষ্পের শোভা বর্ধন করে, ভ্রমর।
- **মধুকর, মধুকৃৎ, মধুজীব, মধুপ, মধুপায়ী, মধুব্রত, মধুভৃৎ, মধুমক্ষিকা, মধুলিট, মধুলিহ, মধুলেহ, মধুলেহী:** মধুকর, মধুকৃৎ: মধু করে যে। মধুপায়ী, মধুপ: যে মধু প (পান) করে। মধুব্রত: মধু আহরণ ব্রত (সংকল্প) যার। মধুভৃৎ: মধু ভৃৎ (পোষণ করা) করে যে। মধুমক্ষিকা: যে মক্ষিকা (মাছি) মধু আহরণ করে। মধুলিট: যে মধু লিট (আস্বাদন বা স্বাদগ্রহণ) করে। মধুলিহ, মধুলেহ, মধুলেহী: যে মধু লিহ, লেহ, লেহী (আস্বাদন বা স্বাদগ্রহণ) করে। **মৌমাছি:** মৌ বা মধুর মাছি (মক্ষিকা)।
- **শিলীমুখ:** শিলী (হুল) মুখে যার; ভ্রমরের মুখে হুল বা শিলী থাকে।
- **দ্বিরেফ:** যার মাথার ওপরে রেফাকৃতি (´) দুটি চিহ্ন আছে বলে মৌমাছিকে বলা হয় দ্বিরেফ। *চিত্র দেখে নেন।*
- **ষট্‌পদ:** ষট্ (ছয়) পদ (পা) বিশিষ্ট, ভ্রমরের ছয়টি পা থাকে বলে 'ষটপদ' দ্বারা 'ভ্রমর'কে বোঝায়। *চিত্র দেখুন।*

Educationblog24.com

Part:: B

ময়ূর





গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়	
কেকা	কেকী	বর্হী	সিতাপাঙ্গ	কলাপ
কলাপী	শিখী	শিখণ্ডী		

- **কেকা:** ময়ূরের ডাক। **কেকী:** কেকা + ইন; যে ময়ূরের ডাক দেয়। কেকা রবকারী অর্থাৎ ময়ূর।
- **বর্হী:** বর্হ + ইন। বর্হ = বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া। যে বর্ধিত বা দীপ্ত হয়; ময়ূরপুচ্ছ। বর্হী = বর্হ আছে যার, ময়ূর। *মনে রাখবেন, বর্হি - আগুন, আর বর্হী - ময়ূর।*
- **কলাপী:** কলাপ (ময়ূরপুচ্ছ বা ময়ূরের লেজ) + ইন। কলাপ আছে যার, ময়ূর। কলাপী - পুরুষ ময়ূর; কলাপিনী - স্ত্রী ময়ূর। কলাপ: কল (অব্যক্তমধুর শব্দ) + √আপ্ (পাওয়া) + অ; যে অব্যক্ত মধুর শব্দ করে।
- **শিখী:** শিখাবিশিষ্ট। শিখণ্ডী
- **সিতাপাঙ্গ:** সিত (সাদা) + অপাঙ্গ (চোখের প্রান্তভাগ)। যার চোখের প্রান্তভাগ সাদা, ময়ূর।

সোনা

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
স্বর্ণ	সুবর্ণ	হিরণ	দ্রবিণ	পিঞ্জান	মহাধাতু
কাঞ্চন	কনক	হিরণ্য			
হেম	কর্বুর				

- **সুবর্ণ:** সু (সুন্দর) + বর্ণ (রং) আছে যার। স্বর্ণের বর্ণ বা রং অনেক সুন্দর হয়, তাই সুবর্ণ স্বর্ণের সমার্থক।
- **কাঞ্চন:** √কাঞ্চ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন; যে বর্ণ দ্বারা ধাতুর মধ্যে দীপ্তি পায়, সুবর্ণ।
- **কনক:** √কন্ (দীপ্তি পাওয়া) + অক; যে বর্ণ দ্বারা ধাতুর মধ্যে দীপ্তি পায়, সুবর্ণ।
- **দ্রবিণ:** দ্রু (ক্ষয় পাওয়া) + ইন। যা ব্যবহার করলে ক্ষয় হয়, সুবর্ণ।
- **পিঞ্জান:** পিন্জ্ (দীপ্তি পাওয়া) + আন; যে বর্ণ দ্বারা ধাতুর মধ্যে দীপ্তি পায়, সুবর্ণ।

ফুল

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়			
কুসুম	প্রসূন	রঙ্গন	মুঞ্জরী	পুষ্পবা	সুমন	পুষ্প

Educationblog24.com

সিংহ

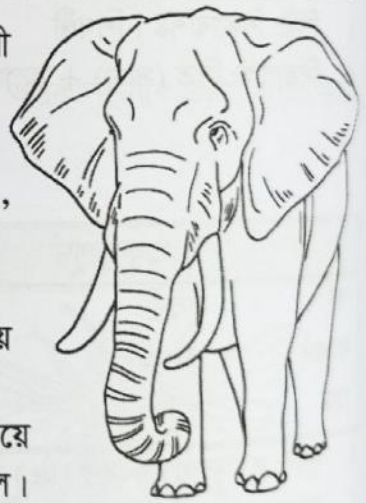
গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
মৃগরাজ	কেশরী	হর্যক্ষ	মৃগপতি	সিংহী	সিংহিকা
হরি	পশুরাজ	মৃগেন্দ্র	পারীন্দ্র		



- **মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, মৃগপতি, পশুরাজ:** মৃগ (পশু বা হরিণ) + রাজ (রাজা), ইন্দ্র (প্রধান), পতি (প্রধান)। পশুদের মধ্যে সিংহই রাজা বা প্রধান বলে মৃগেন্দ্র, মৃগপতি, মৃগরাজ বা পশুরাজ দ্বারা 'সিংহ'কে বোঝানো হয়।
- **কেশরী, কেসরী:** কেশর + ইন। যার কেশর আছে - সিংহ, ঘোড়া, বানর এই শব্দগুলো কেশরীর সমার্থক।
- **হর্যক্ষ:** হরি (পিঙ্গলবর্ণ) + অক্ষ (অক্ষি) যার। সিংহের চোখগুলো পিঙ্গল বর্ণের। পিঙ্গল - আগুনের মতো রং, পীত আভাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ।

হস্তী

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
করী	দ্বিপ	হাতি	দন্তী	বারণ	দ্বিরদ
মাতঙ্গ	গজ	কুঞ্জর	নাগ	ক্ষুদ্রাক্ষ	ইরম্মদ
ঐরাবত	দ্রুমারি				



- **করী:** কর (শুণ্ড বা শুঁড়) + ইন। যার কর বা শুঁড় আছে, হাতি। করিণী - হস্তিনী।
- **করীন্দ্র:** করীর মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান)। প্রধান হাতি।
- **গজ:** গজ্ (শব্দ করা) + অ; যে গভীর শব্দ করে, হাতি। গজরাজ, গজশ্রেষ্ঠ, গজেন্দ্র - উৎকৃষ্ট হাতি।
- **কুঞ্জর:** কুঞ্জ (হস্তীর দন্ত) + র। হস্তীর দন্ত তো হস্তীরই থাকে।
- **ক্ষুদ্রাক্ষ:** ক্ষুদ্র + অক্ষ (অক্ষি বা চোখ)। হাতির বিশাল শরীরের তুলনায় তার চোখ অনেক ছোট বলেই হাতিকে বলা হয় 'ক্ষুদ্রাক্ষ'।
- **দ্রুমারি:** দ্রুম (গাছ) + অরি (শত্রু)। হাতির পাল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাছের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে যায়। কচি ডাল খেতে খেতে চলে। দ্রুম বা গাছের শত্রু হাতি, তাই নাম দ্রুমারি হাতির সমার্থক।
- **দ্বিরদ:** দ্বি রদ (দন্ত) আছে যার। শুঁড়ের দুই পাশ দিয়ে বৃহদাকার দুটি দাঁত থাকে বলে হাতিকে বলা হয় 'দ্বিরদ'।
- **নাগ:** নগ (পর্বত বা বৃক্ষ) + অ। যারা পর্বত বা বৃক্ষের কোটরে বসবাস করে; সাপ, হাতি।

খবর

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
সমাচার	বার্তা	ফরমান	সংবাদ	খবরাখবর	বৃত্তান্ত
সন্দেশ	তত্ত্ব		নিউজ	বিবরণ	তথ্য
			খোঁজ	তত্ত্বতালাশ	তত্ত্বতল্লাস

Educationblog24.com

হস্ত

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়	
কর	পাণি	ভুজ	হাত	বাহু

☞ **যেভাবে মনে রাখবে:** হাতে পাণি দিয়ে বাহুভুজ কর।
উপরের বাক্যে – হাত, পাণি, বাহু, ভুজ এবং কর – হলো হস্ত বা হাতের প্রতিশব্দ।

- **কর:** কৃ (করা) + অ। যাহা দ্বারা কার্য করা হয়; হস্ত।
- **পাণি:** পণ (ব্যবহার করা) + ই। যার দ্বারা বিনিময় করা যায় (হাত) এবং নানাভাবে ব্যবহার করা যায় (হাত) অর্থে পাণি। পাণি বলতে আঙুলের অগ্রভাগ থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত বুঝায়।
- **ভুজ:** ভুজ্ (ভোজন করা) + অ। মানবদেহের যে অংশ ভোজনের কাজে ব্যবহৃত হয়; এই অর্থে হাত, হস্ত।
- **হস্ত:** হস্ (হাস্য করা) + ত। প্রধান অঙ্গ হিসাবে অন্য অঙ্গকে উপহাস করে; এই অর্থে হস্ত, হাত।
- **বাহু:** বহ্ (বহন করা) + উ। যে বহন করে অর্থে হাত। আবার বাহু = বাধ্ (ব্যাঘাত, পীড়ন) + উ; যার দ্বারা শত্রুকে পীড়ন বা আঘাত করা যায়, অর্থে সংস্কৃত ভাষায় হাতকে বাহু বলা হয়।

আনন্দ

গুরুত্বপূর্ণ			
পুলক	আহ্লাদ	সন্তোষ	
হর্ষ	রগড়	প্রমোদ	
আমোদ	হৃষ্টতা	স্ফূর্তি	
ফূর্তি	উৎফুল্লতা	প্রফুল্লতা	
প্রসন্নতা	পরিতোষ	উল্লাস	তুষ্টি

- **পুলক:** অত্যধিক আবেগে শরীরের লোম খাড়া হওয়া অর্থে হর্ষ, শিহরণ, আনন্দ।
- **আহ্লাদ:** আ + হ্লদ (সন্তুষ্ট হওয়া) + অ। সন্তুষ্ট হওয়া অর্থে আহ্লাদ আনন্দ শব্দের সমার্থক।
- **সন্তোষ:** সম্ (সম্পূর্ণরূপে) + তুষ (তুষ্ট)। সম্পূর্ণভাবে তুষ্ট বা প্রসন্ন হওয়া অর্থে সন্তোষ, তুষ্টি, আনন্দ।
- **হর্ষ:** হৃস্ (তুষ্ট হওয়া) + অ। কোনো বিষয়ে তুষ্ট বা প্রসন্ন হওয়া অর্থে হর্ষ, আনন্দ শব্দের সমার্থক শব্দ।
- **তুষ্টি:** তুষ্ (তুষ্ট হওয়া) + তি। তৃপ্ত হয়ে যাওয়ার অবস্থা বা ভাব অর্থে তুষ্টি, আনন্দ।
- **পরিতোষ:** পরি (পরিপূর্ণ) + তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)। পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হওয়া অর্থে পরিতোষ। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিতে আনন্দিত হওয়া।
- **প্রমোদ:** প্র + মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)। প্রকৃষ্টরূপে হৃষ্ট, আনন্দিত, প্রসন্ন হওয়া অর্থে প্রমোদ।
- **রগড়:** রগড় শব্দের উৎপত্তি ফারসি রঙ্গ শব্দ হতে যার অর্থ হলো কৌতুক, পরিহাস, আনন্দ।

ইচ্ছা

গুরুত্বপূর্ণ		
অভিলাষ	অভিপ্রায়	লালসা
কামনা	স্পৃহা	বাসনা
অভিরুচি	ঈপ্সা	সাধ
অভীপ্সা	বাঞ্ছনা	প্রবৃত্তি
আকাঙ্ক্ষা	মতি	মনোরথ
এষণা	মনোবাঞ্ছা	মনস্কাম

- **অভিলাষ:** অভি + লষ্ (ইচ্ছা করা) + অ। সম্যক (অধিক) অর্থে অভি উপসর্গ যুক্ত হয়ে অভিলাষ শব্দটি ইচ্ছা শব্দের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।
- **অভীপ্সা:** অভি (একান্ত) + ইপস্ (পাওয়ার ইচ্ছা) + অ + আ। একান্তভাবে পাওয়ার ইচ্ছা বা বাসনা অর্থে অভীপ্সা, বাসনা।
- **এষণা:** ইষ্ (ইচ্ছা) + অন + আ। ইচ্ছা বা বাসনা অর্থে এষণা।
- **মনোরথ:** মনস্ (মন) + রথ (গমনের যান)। মনের কামনা বা বাসনার প্রতি গমন অর্থে মনস্কামনা, মনোবাঞ্ছা, মনোরথ।

পাথর

গুরুত্বপূর্ণ		
উপল	শিলা	প্রস্তর
পাষাণ	অশ্ম	

Educationblog24.com

Educationblog24.com

জোনাকি

গুরুত্বপূর্ণ	
খদ্যোত	জুনিপোকা

- **খদ্যোত:** খ (আকাশ) + দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া) + অ। যা আকাশে দীপ্তি পায় অর্থে খদ্যোত জোনাকি শব্দের সমার্থক।

বাঘ

গুরুত্বপূর্ণ		
ব্যাঘ্র	শার্দূল	শের

- **শার্দূল:** শৃ (হিংসা করা) + উল। বাঘ একটি হিংস্র প্রাণি অর্থে শার্দূল শব্দটি বাঘ শব্দের সমার্থক শব্দ।

উট

গুরুত্বপূর্ণ			
উষ্ট্র	ক্রমেলক	মরুজাহাজ	মরুদ্বিপ

- **ক্রমেলক:** ক্রম (গমন করা) + এল + ক। যারা ধারাবাহিকভাবে বা শ্রেণিবদ্ধ হয়ে গমন করে অর্থে ক্রমেলক উটকে নির্দেশ করে।
- **মরুজাহাজ:** মরুভূমিতে উট জাহাজ রূপে ব্যবহৃত হয় অর্থে মরুজাহাজ উটের সমার্থক।
- **মরুদ্বিপ:** দ্বিপ অর্থ হাতি। মরুভূমিতে পণ্য বা মালামাল বহন করার জন্য স্থলের হাতির মতো উট ব্যবহৃত হয় অর্থে মরুজাহাজ উটের সমার্থক।

পতাকা

গুরুত্বপূর্ণ		
কেতন	ঝাণ্ডা	ধ্বজ
ধ্বজা	নিশান	বৈজয়ন্তী

- **বৈজয়ন্তী:** বিজয় + অন্ত + ঈ। বিজয়লাভের আগে বা শেষে যা বহন করা হয় অর্থে বৈজয়ন্তী পতাকা শব্দের সমার্থক শব্দ।

ব্যাঙ

গুরুত্বপূর্ণ		
মণ্ডূক	ভেক	দাদুর
দাদুরী (স্ত্রীবাচক)		

- **ভেক:** ভী (ভীত হওয়া) + ক। ব্যাঙ কোনো কিছু দেখে ভয় পেলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে যায় এবং চিৎকার করে তাই ভেক ব্যাঙের সমার্থক শব্দ।

হরিণ

গুরুত্বপূর্ণ		
মৃগ	কুরঙ্গ	কুরঙ্গম
ঋষ্য	ঋষ্ট	সারঙ্গ

- **ঋষ্য, ঋষ্ট:** ঋষ্ (গমন করা) + ষ, ত। যে উপবনে ইচ্ছামত গমন করে অর্থে হরিণের সমার্থক।

স্ত্রী

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়	
কলত্র	দার	ভার্যা	অর্ধাঙ্গিনী	সহধর্মিণী
পত্নী	বনিতা	অঙ্গনা		

☞ কলত্রদারের ভার্যাপত্নী 'বনিতা' অর্ধাঙ্গিনী না হয়ে সহধর্মিণী হতে চায়।
উপরের বাক্যের– কলত্র, দার, ভার্যা, পত্নী, বনিতা, অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণী হলো স্ত্রীর সমার্থক শব্দ।

☞ 'কান্ত' অর্থ স্বামী হলে 'কান্তা' স্ত্রী হবে। অর্থাৎ– কান্ত (স্বামী) – কান্তা (স্ত্রী)।

- **কলত্র:** কল (অংশ) + ত্রৈ (রক্ষা করা) + অ। যিনি জীবনের সকল সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং যাকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বামীর, তিনিই কলত্র, স্ত্রী।
- **দার:** দ (বিদারণ করা, গ্রহণ করা) + অ। যে স্বামীকে এরূপে গ্রহণ করে যাতে তার (স্ত্রীর) অন্যের প্রতি স্নেহ বিভক্ত হয়ে যায়।

Educationblog24.com

পুত্র



গুরুত্বপূর্ণ

আত্মজ	অঙ্গজ	তনুজ	তনয়	
নন্দন	সুত	দুলাল	সূনু	স্বজ

প্রয়োজনীয়

ছেলে	দারক	পুত
কুমার	লেড়কা	দায়াদ

- **আত্মজ:** আত্মন্ (শরীর) + জ (জন্মানো)। যে আত্মা বা শরীর হতে জন্মায়। যেমন - পুত্র। স্ত্রীবাচক অর্থে আত্মজা।
- **অঙ্গজ:** অঙ্গ (শরীর) + জ (জন্মানো)। যে অঙ্গ বা শরীর হতে জন্মায়। যেমন - পুত্র। স্ত্রীবাচক অর্থে অঙ্গজা।
- **তনুজ:** তনু (শরীর) + জ (জন্মানো)। যে তনু বা শরীর হতে জন্মায় বা উৎপন্ন হয়। যেমন - পুত্র। স্ত্রীবাচক অর্থে তনুজা।
- **তনয়:** তন্ (বিস্তার করা) + অয়। যে জন্ম গ্রহণ করে বংশ বিস্তার করে অর্থে তনয় পুত্র শব্দের সমার্থক। একইভাবে স্ত্রীবাচক তনয়া।
- **নন্দন:** নন্দ (আনন্দিত) + অন। যে আনন্দিত করে অর্থে নন্দন পুত্রের সমার্থক। স্ত্রীবাচক নন্দিনী এবং নন্দনা।
- **স্বজ:** স্ব (আত্মা) + জ (জাত) আত্মা হতে জাত, আত্মজ, পুত্র।
- **দায়াদ:** দায় (পৈতৃক ধন) + আদ (যে গ্রহণ করে)। পৈতৃক ধন পুত্র গ্রহণ করে অর্থে দায়াদ পুত্র শব্দের সমার্থক।
- **দারক:** দৃ (বিদীর্ণ বা ছেদন করা) + অক। যে মায়ের উদর বিদীর্ণ করে ভূমিষ্ঠ হয় অর্থে দারক পুত্র শব্দের সমার্থক।

কন্যা



গুরুত্বপূর্ণ

আত্মজা	দুহিতা	নন্দিনী
তনয়া	সুতা	তনুজা
দুলালী	অঙ্গজা	

প্রয়োজনীয়

স্বজা	আত্মসম্ভবা	পুত্রী
দারিকা	উদ্বহা	মেয়ে
ঝি	লেড়কি	দায়াদী

যেভাবে মনে রাখবে

- পুত্রের প্রতিশব্দগুলোকে স্ত্রীবাচক করলেই সহজে কন্যার সমার্থক শব্দ পাওয়া যায়। যেমন– নন্দন – নন্দিনী, ছেলে – মেয়ে, তনয় – তনয়া, সুত – সুতা, দুলাল – দুলালী, আত্মজ – আত্মজা ইত্যাদি।

- **উদ্বহা:** উৎ + বহ (বহন করা)। উৎকর্ষ অর্থে উৎ উপসর্গ যোগে গঠিত উদ্বহ শব্দের অর্থ বর, নায়ক যার স্ত্রীবাচক শব্দ উদ্বহা। সন্তানকে উৎকৃষ্টরূপে বহন করে অর্থে উদ্বহা শব্দের অর্থ নারী।
- **দায়াদী:** দায়াদ (ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী) + ঈ। পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারিণী অর্থে দায়াদী কন্যা শব্দের সমার্থক।

অন্ন

গুরুত্বপূর্ণ	প্রয়োজনীয়
ওদন	ভাত

- **ওদন:** উন্দ্ (আর্দ্র হওয়া) + অন। ধানের দানা যত দ্রুত সম্ভব শুকানো হয় যাতে আর্দ্রতার পরিমাণ এমন একটি স্তরে নামিয়ে আনা যায় যা ছত্রাক থেকে নিরাপদ, তাই অন্নের সমার্থক শব্দ ওদন।

Educationblog24.com

নারী

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
বনিতা	কান্তা	রমণী	স্ত্রীলোক	অবলা	আওরত
মহিলা	অঙ্গনা	বামা	জেনানা	জনি	বালা
সীমন্তিনী	ভামিনী	স্ত্রীজাতি	প্রতীপদর্শিনী	মানবী	অন্তঃপুরিকা
পত্নী	রামা	ললনা	ললিতা	পুরলক্ষী	পুরন্ধ্রনা
কামিনী			অসূর্যম্পশ্যা	প্রিয়া	প্রেমিকা
			প্রমদা		

☞ **যেভাবে মনে রাখবে:** সীমন্তিনী অঙ্গনা রামা বামাকে কামিনী ও ভামিনীর কাছে পাঠালো।
উপরের বাক্যে– সীমন্তিনী, অঙ্গনা, রামা, বামা, কামিনী ও ভামিনী হলো নারীর প্রতিশব্দ।

☞ স্ত্রীজাতি, অবলা, ললনা, মহিলা, রমণী– এগুলো আমাদের জানাশুনা নারীর প্রতিশব্দ।

- **জনি:** জন্ (জন্ম, উৎপত্তি) + ই। যা থেকে জন্ম বা উৎপত্তি লাভ করে অর্থে নারী শব্দের সমার্থক জনি কারণ নারী সাধারণত সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে।
- **প্রমদা:** প্র (উৎকৃষ্ট) + মদ (রূপ, সৌভাগ্য, গর্ব) + অ + আ; যার উৎকৃষ্ট রূপ, সৌভাগ্য, গর্ব রয়েছে অর্থে নারী।

☞ **কিছু পুরুষ ও স্ত্রীবাচক সমার্থক শব্দ রয়েছে যা হয়ত আপনি আগে ভাবেন নি কিন্তু এখন দেখলেন, অতএব শিখবেন এবং তা পরীক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ:**

পুত্র ও কন্যা অর্থে

পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ	স্ত্রীবাচক সমার্থক শব্দ
সুত (পুত্র)	সুতা (কন্যা)
তনয়	তনয়া
আত্মজ	আত্মজা
দুলাল	দুলালী
নন্দন	নন্দিনী
দারক	দারিকা

পিতা ও মাতা অর্থে

পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ	স্ত্রীবাচক সমার্থক শব্দ
জনক	জননী
জন্মদাতা	জন্মদাত্রী
পিতৃ	মাতৃ

কুহক

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
মায়া	ভেলকি	ইন্দ্রজাল	ছল	প্রতারণা	ধোঁকা

- **কুহক:** কুহ (বিস্ময়াপন্ন করা) + অক। মায়া দ্বারা বিস্ময়াপন্ন বা মুগ্ধ হওয়া অর্থে মায়া শব্দের সমার্থক শব্দ কুহক।
- **ভেলকি:** (ভুল বা ভ্রম হতে ভুলকি > ভেলকি); যা ভ্রান্তির জন্ম দেয় অর্থে ইন্দ্রজাল শব্দের সমার্থক শব্দ ভেলকি।
- **ইন্দ্রজাল:** ইন্দ্র (ইন্দ্রিয়) + জাল (আচ্ছাদন করা) + অ। যে ইন্দ্রিয় আচ্ছাদন করে অর্থাৎ ভ্রান্তিতে পতিত করে অর্থে কুহক শব্দের সমার্থক শব্দ ইন্দ্রজাল।

Educationblog24.com

বধূ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
কান্তা	জায়া	দার	বধু	ধর্মপত্নী	জনি
কলত্র	বনিতা	দারা	ধনিকা	স্ত্রী	ঘরনি
ভার্যা	অর্ধাঙ্গিনী	পত্নী	বিবি	জীবন সঙ্গিনী	আয়তি
বউ	দয়িতা	অঙ্গনা	সহধর্মিণী	সঙ্গিনী	পুরনারী
			গৃহিণী	গিন্নি	অন্তঃপুরবাসিনী

- **কান্তা:** কম (কামনা করা) + তা। যাকে পেতে কামনা করা হয় অর্থে কান্ত - স্বামী, স্ত্রীবাচক কান্তা - স্ত্রী।
- **কলত্র:** কল (অংশ) + ত্রৈ (রক্ষা করা) + অ। যিনি জীবনের সকল সুখ-দুঃখের অংশীদার এবং যাকে রক্ষা করার দায়িত্ব স্বামীর, তিনিই কলত্র, স্ত্রী।
- **ধনিকা:** যৌবনধনে ধনশালিনী, সৌন্দর্য ধনে ধনবতী, ধনিকের বধূ।
- **আয়তি:** আয়ত (সধবার ভাব) + ই। সধবা বা এয়ো স্ত্রী অর্থে আয়তি বধূ শব্দের সমার্থক।

কেশ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
চুল	চিকুর	অলক	অলকদাম	শিরোজ	শিরসিজ
কবরী	কুন্তল	কেশপাশ	শিরোরুহ	মূর্ধজ	কৃশলা
কেশদাম	চিকুরজাল		কেশকশি	কেশপুঞ্জ	কচ

- **অলক:** অল (অলংকরণ, শোভা করা) + অক। যা মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন করে। কোঁকড়ানো চুল কপালে এসে পড়লে মুখের শোভা বৃদ্ধি পায় বলে এরূপ কোঁকড়া চুলকে অলক বলে।
- **মূর্ধজ:** মূর্ধ্ (মস্তক) + জ (জন্মে যা) + অ। মস্তকজাত বা মাথায় জন্মে যা সে অর্থে কেশ বা চুলের সমার্থক মূর্ধজ।
- **কচ:** কচ (শোভা বর্ধন করা) + অ। মাথার শোভাবর্ধনকারী দৈহিক উপকরণ অর্থে মাথার চুলকে কচ বলা হয়।

কপাল

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়	
ললাট	ভাল	ভাগ্য		গোধি	রগ
নিয়তি	দৈব	অলিক	অদৃষ্ট		

- **গোধি:** গো (চক্ষু) + ধা (ধারণ করা) + ই। যে চক্ষু ধারণ করে অর্থে গোধি কপাল বা ললাটদেশের সমার্থক শব্দ।
- **রগ:** কপালের উভয় দিকের শির, ললাটের পার্শ্বদেশ ইঙ্গিত করতে রগ শব্দটি কপালের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়।

খড়্গ

গুরুত্বপূর্ণ				প্রয়োজনীয়
তরবারি	তলোয়ার	কৃপাণ	অসি	×

Educationblog24.com

গৃহ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
আলয়	নিলয়	আবাস	বাড়ি	বাটিকা	মকান
আগার	ভবন	নিবাস	কক্ষ	হাউজ	আশ্রয়
সদন	নিকেতন	প্রাসাদ	ভিলা	আস্তানা	ইমারত
ধাম	বাটী	নিকেত	সৌধ	মঞ্জিল	পুরী
			মহল	বাসস্থান	কুঠি
			প্যালেস		

☞ **যেভাবে মনে রাখবে:** আলয় ও নিলয় এ দুই ভাইয়ের নামে আগারগাঁওয়ে ২ কক্ষ বিশিষ্ট ৫ তলা ভবনের ২টি বাড়ি আছে। কিন্তু তারা সদনের পরামর্শে ঘর বাটী ধাম (দাম) দিয়ে বেচে দিয়ে নিকেতনের নিকেতে আবাস ও নিবাস গড়ে তোলে এবং সেখানে ইমারতকে আশ্রয় দেয়।
উপরের বাক্যের– আলয়, নিলয়, আগার, ভবন, বাড়ি, সদন, ঘর, বাটী, ধাম, নিকেতন, নিকেত, আবাস, নিবাস, ইমারত, আশ্রয় গৃহের সমার্থক শব্দ।

- **নিলয়:** নি (মধ্যে) + লী (লীন হওয়া) + অ। মানুষ সাধারণত গৃহের মধ্যে লীন অর্থাৎ মিলিত হয়ে থাকে বোঝাতে নিলয় শব্দটি বাসস্থান বা আবাসের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।
- **আগার:** অগার (যে খুঁটি গ্রহণ বা ধারণ করে) + অ, মানুষ পরিবার নিয়ে গৃহে বসবাস করে যা মানবজীবনের সকল সম্পর্কের মূল খুঁটি। পরিবারকে ধারণ করা বোঝাতে আগার, অগার শব্দদ্বয় গৃহ শব্দের সমার্থক শব্দ।
- **পুরী:** পুর (যেখানে নানাবিধ দ্রব্য পূর্ণ থাকে) + ঈপ। গৃহ সাধারণত নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকে, তাই পুরী শব্দটি গৃহ শব্দের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

ঝড়

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়
প্রবলবায়ু	ঘূর্ণিবায়ু	ঝটিকা	×
বাত্যা	ঝঞ্ঝা		

- **বাত্যা:** বাত (বাতাস) + য + আ। প্রচণ্ড বাতাস যা ঝড় ডেকে আনে বোঝাতে বাত্যা শব্দটি ঝড় শব্দের সমার্থক শব্দ।
- **ঝঞ্ঝা:** ঝট (একত্রে মিলিত হওয়া) + অ। বৃষ্টি, বজ্রপাত সমন্বিত বায়ু একত্রে মিলিত হয়ে ঝড়ের সৃষ্টি হওয়া অর্থে ঝঞ্ঝা শব্দটি ঝড় শব্দের সমার্থক।

দেহ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
তনু	কায়া	কলেবর	অঙ্গ	গা	শরীর
গাত্র	কায়				

- **কায়:** ক (ব্রহ্মা) + অয় (গমন করা) + অ। যা ব্রহ্মা হতে গমন করে বা উৎপন্ন হয় অর্থে কায় শব্দটি দেহ, শরীর শব্দের সমার্থক।

Educationblog24.com

কালো

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়
কৃষ্ণবর্ণ	অসিত	শ্যাম	শ্যামল

। **অসিত:** অ (নয়) + সিত (শুক্লবর্ণ বা সাদা)। যা শুক্লবর্ণ নয় অর্থে অসিত কালো শব্দের সমার্থক।

গরু



গুরুত্বপূর্ণ		প্রয়োজনীয়	
ধেনু	পয়স্বিনী	গাভী	গো

। **পয়স্বিনী:** 'পয়স' অর্থ দুগ্ধ, জল। পয়স্বিনী হলো যে গাভীর প্রচুর দুগ্ধ হয় বা যে গাভী বা মহিষ প্রসবের একবছর পরও দুধ দেয়; এজন্য কোনো গাভী নদীর জলের মতো প্রচুর পয় (দুধ) দিলে তাকে পয়স্বিনী বলা হয়। আবার যার প্রচুর জল রয়েছে, যেমন নদী। তাই পয়স্বিনী শব্দটি দিয়ে নদী এবং গাভী (গরু) দুটি অর্থই প্রকাশ করে।

। **ধেনু:** ধে (পান করান) + নু। যে বৎসদিগকে দুগ্ধ পান করায় অর্থে ধেনু শব্দটি গাভী শব্দের সমার্থক।

দোকান

গুরুত্বপূর্ণ		প্রয়োজনীয়		
আপণ	বিপণি	পণ্যনিকেতন	পণ্যবিচিত্রা	পণ্যশালা
		পণ্যগৃহ	হাট	

। **আপণ:** আ + পণ (বাণিজ্য করা) + অ। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় তথা বাণিজ্যের স্থান বোঝাতে আপণ, বিপণি শব্দের সমার্থক।

সাদা

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়			
সিত	সিতি	শুচি	শ্বেতা	শুভ্র	অরঞ্জিত	শ্বেতবর্ণ
শুক্ল	সফেদ		দুধবর্ণ	ধবল	বলক্ষ	প্রসিত

। **প্রসিত:** প্র (সম্পূর্ণ বা বিশিষ্ট ভাবে) + সিত (শুভ্র)। সম্পূর্ণরূপে শুভ্র অর্থে প্রসিত শব্দটি সিত, সাদা শব্দের সমার্থক।

। **শুচি:** শুচি অর্থ পবিত্র; পরিশুদ্ধ; পরিষ্কার; নির্দোষ। আবার শুচি অর্থ সিত বা শুভ্র বা সাদা হয়।

Educationblog24.com

স্বর্গ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
অমরাবতী	দ্যুলোক	ত্রিদিব	বেহেশ্‌ত	দ্যু	দ্যো
দেবলোক	দিব্যলোক	সুরলোক	ত্রিদশালয়	দেবাবাস	সুরপুর
			সুরপুরী	ইন্দ্রালয়	জান্নাত
			দেবভূমি	ধ্রুবলোক	দেবপুরী

বস্ত্র

গুরুত্বপূর্ণ		প্রয়োজনীয়		
অম্বর	বসন	টেক্সটাইল	আচ্ছাদন	পরিচ্ছদ
		কাপড়	পোশাক	পরিধেয় বাস

যুদ্ধ

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়	
সমর	আহব	বিগ্রহ	রণ	সংগ্রাম
অনীক				

I **অনীক:** অন (বেঁচে থাকা, রক্ষা পাওয়া) + ইক। যা দ্বারা রাজ্য রক্ষা পায় অর্থে যুদ্ধের সমার্থক শব্দ অনীক। আবার 'অনীক' শব্দের অর্থ - সৈনিক, সৈন্যদল।

শত্রু

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়
প্রতিপক্ষ	বৈরী	অরাতি	দুশমন
রিপু	অরি		

সুন্দর

গুরুত্বপূর্ণ			প্রয়োজনীয়		
মনোরম	সুদৃশ্য	রমণীয়	সুশোভন	শোভাযুক্ত	কমনীয়
রম্য	মনোহর	শোভন	কান্তিমান	কান্তিমতী	লাবণ্যময়
চারু			কান্তিযুক্ত	সৌন্দর্যশালী	সুদর্শন
			ললিত	সুদর্শ	সুকান্ত
			শোভাময়	সুরম্য	

I **চারু:** চর (গমন করা, সঞ্চারিত হওয়া) + উ। যা সকলের দৃষ্টিপথ বা মনের মধ্যে গমন করে অর্থে চারু, সুন্দর শব্দের সমার্থক।

Educationblog24.com

❑ নিচের ছকটিতে একটি ছন্দের মিল আছে; যা একই সাথে তিনটি শব্দের সমার্থক শব্দ শিখিয়ে দিবে।

পাখি শব্দের সমার্থক	সাপ শব্দের সমার্থক	ঘোড়া শব্দের সমার্থক
বিহগ	ভুজগ	তুরগ
বিহঙ্গ	ভুজঙ্গ	তুরঙ্গ
বিহঙ্গম	ভুজঙ্গম	তুরঙ্গম

সমার্থক শব্দের বৈচিত্র্য

❑ কিছু কিছু সমার্থক শব্দ আছে যা একই সাথে কয়েকটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে:

অম্বর - আকাশ, বস্ত্র
অভ্র - আকাশ, মেঘ, স্বর্ণ
নগ - পর্বত, গাছ
নাগ - সাপ, হাতি
শিখরী - পর্বত, বৃক্ষ
জলধর - মেঘ, সমুদ্র
জীমূত - মেঘ, পর্বত
শম্বর - জল, মৃগ (হরিণ), মৎস্য
প্রসূন - পুষ্প, ফল
দ্বন্দ্ব - মিলন, বিচ্ছেদ
অপাদান - উৎপন্ন, বিচ্যুত
অটবি - বন, বৃক্ষ
পয়স্বিনী - নদী, গরু
তক্ষক - ছুতোর, বিষধর সাপ
প্রভঞ্জন - বাতাস, ঝড়
ইরম্মদ - বিদ্যুৎ, হাতি
ইরা, ইলা - জল, পৃথিবী
পুষ্কর - জল, মেঘ, পদ্ম

❑ উচ্চারণের মিল রয়েছে এই রকম সমার্থক (যা একই রকম দেখতে) শব্দগুলো আলাদা করে দিয়ে দিলাম। নিজেকে যেন একটু যাচাই করে দেখতে পারেন যে কতটা সমর্থ হয়েছেন আর কতটা আয়ত্তে এসেছে!

০১. অহ - দিন
অহি - সাপ

০২. অম্বু - পানি
অম্বুদ - মেঘ
অম্বুধি - সমুদ্র
অম্বর - আকাশ, বস্ত্র
অম্বুরি - সাগর

০৩. অলি - মৌমাছি
অলক - চুল
অলিক - কপাল
অলীক - মিথ্যা

০৪. অরুণ - সূর্য/আরক্ত
অরুন্তুদ - মর্মান্তিক
বরুণ - জলের দেবতা

Educationblog24.com

Educationblog24.com

০৫. অম্বর - আকাশ, বস্ত্র
শম্বর - জল, হরিণ

০৬. অদিতি - পৃথিবী
আদিত্য - সূর্য

০৭. আত্মজ - পুত্র
আত্মজা - কন্যা

০৮. অপলাপ - অস্বীকার
অর্পণ - মুক্তি/পরিত্যাগ

০৯. অভ্র - আকাশ
শুভ্র - সাদা

১০. অধিরাজ - রাজা
দ্বিজরাজ - চাঁদ

১১. অশ্ম - পাথর
অশ্ব - ঘোড়া

১২. অটবী - বন
বিটপী - বৃক্ষ

১৩. অষ্টরম্ভা(বাগধারা) - ফাঁকি
অষ্টরম্ভা(অর্থ) - আটজন অপ্সরী

১৪. অংশু - আলো
প্রাংশু - দীর্ঘকায়
সুধাংশু - চাঁদ

১৫. আষাঢ় - মাস বিশেষ
আসার - প্রবল বৃষ্টিপাত/জলকণা

১৬. আভরণ - অলংকার
আবরণ - ঢাকনা

১৭. আড়ং - মেলা/হাট
আড়ংঘাটা - নৌকা ভেড়ানোর ঘাট

১৮. উদর - পেট
ওদন - ভাত
উদক - পানি
উদধি - সমুদ্র

১৯. উপাদান - উপকরণ
উপাধান - বালিশ
উপরোধ - অনুরোধ

২০. কোকনদ - পদ্ম
কাকোদর - সাপ

২১. কর - কিরণ, হস্ত
করী - হাতি

২২. কুমুদ - পদ্ম
কুমুদিনী - পদ্মের দল
কৌমুদী - জ্যোৎস্না
কুমুদীনাথ - চাঁদ
কাদম্বিনী - মেঘমালা

২৩. কুক্কুট - মোরগ
কুক্কুর - কুকুর

২৪. কপোত - কবুতর
খপোত - আকাশ

২৫. কপোল - গাল
কপাল - ললাট

২৬. কারকুন - জমিদারি তত্ত্বাবধায়ক
কারকিত - কৃষিকর্ম
কাকোদর - সাপ
কৃকলাস - গিরগিটি

২৭. ক্রন্দসী - একত্রে আকাশ ও পৃথিবী
রোদসী - একত্রে পৃথিবী ও স্বর্গ

২৮. কবরী - চুল
করবী - ফুল

২৯. কেশরী - সিংহ
শিখরী - পর্বত

৩০. কল্লোল - ঢেউ
পল্বল - ডোবা
ঈল্লব - কচি পাতা
পেলব - কোমল

৩১. কুঞ্জ - বন
নিকুঞ্জ - বাগান

৩২. কুঞ্জর - হাতি
খঞ্জর - অসি/কৃপাণ
খঞ্জ - খোড়া/পঙ্গু

Educationblog24.com

৩৩. কান্ত - পুরুষ
কান্তা - নারী
সুকান্ত - সুন্দর
কান্তার - বন

৩৪. কুণ্ড - গর্ত
কুণ্ডয়ন - কুণ্ডলী পাকানো
কুণ্ডল - কানের অলংকার
তণ্ডুল - চাল/চাউল

৩৫. কুরঙ্গ - হরিণ
মাতঙ্গ - হাতি
মার্তণ্ড - সূর্য

৩৬. কাক ভূষণ্ডি - সম্পূর্ণ ভেজা
ভূষণ্ডির কাক - দীর্ঘজীবী
কাকনিদ্রা - অগভীর সতর্ক নিদ্রা
ভূষণ্ডির কাক এবং কাক ভূষণ্ডি দুটোর অর্থই 'দীর্ঘজীবী' হয়। 'দীর্ঘজীবী' না থাকলে 'সম্পূর্ণ ভেজা' উত্তর হবে।

৩৭. কেশ - চুল
কেশব - কৃষ্ণ

৩৮. ক্ষিতি - পৃথিবী
ক্ষিতিরুহ - বৃক্ষ

৩৯. খ - আকাশ
খগ - পাখি
খক্ষ - ভল্ল
খড়্গ - তলোয়ার

৪০. গিরি – পর্বত
গিরি নিঃস্রাব - নদী

৪১. গুবাক - সুপারিগাছ
বাক/বাগ - কথা

৪২. চাঁদ - চন্দ্র
চাঁদনী - জ্যোৎস্না
চাঁদমারি - নিশানা *(ধনুক বা বন্দুক প্রভৃতি ছোড়ার জন্য স্থাপিত লক্ষ্য)*

৪৩. চন্দ্রমা - চাঁদ
চন্দ্রিমা - জ্যোৎস্না

৪৪. জল - পানি
জলতরঙ্গ - ঊর্মি

৪৫. জঙ্গম - গতিশীল
জঙ্গল - নিবিড় বন
জাঙ্গাল - বাঁধ
জঙ্গ - যুদ্ধ

৪৬. জব - জবান
যব - গম জাতীয় শস্য
জপ - বারবার আবৃত্তি/পাঠ

৪৭. জলধি - সাগর
জলদি - দ্রুত

৪৮. জুলমাত - অন্ধকার
জুলুম - অত্যাচার

৪৯. শশাঙ্ক - চাঁদ
মৃগাঙ্ক - চাঁদ
মৃগয়া - হরিণ শিকার

৫০. শিখী - ময়ূর
শাখী - বৃক্ষ

৫১. শিখরী - বৃক্ষ, পর্বত
শিখণ্ডিক - কুক্কুট (মোরগ)
শিখণ্ডী - ময়ূর (ময়ূখ - আলো)

৫২. শকট - গাড়ি
শকল - মাছের আঁশ

৫৩. শশ - খরগোশ
শশী - চাঁদ
শশিকর - জ্যোৎস্না
শশিকান্ত - কুমুদ (পদ্ম)
শশিলজ - বাড়ি

৫৪. শর্বর - আঁধার /অন্ধকার
শর্বরী - রাত্রি
বিভাবরী - রাত্রি

৫৫. শীকর - জলকণা
শিকড় - মূল

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৫৬. শম - শান্তি
শমন - মৃত্যুর দেবতা
সম - সমান

৫৭. শ্বশ্রূ - শাশুড়ি
শ্মশ্রু - গোঁফ-দাড়ি

৫৮. শম্বর - হরিণ
সম্বরা - মসলা

৫৯. সর্বভুক – আগুন
সর্বশুচি – আগুন

৬০. সুত - পুত্র
সুতা - কন্যা
সুতপা - সূর্য

৬১. সিত - সাদা
সিতকর - চন্দ্র
শীত - ঋতু বিশেষ

৬২. সর্গ - অধ্যায়
স্বর্গ - জান্নাত
সর্প - সাপ
সংসর্প - আঁকাবাঁকা

৬৩. বিভাবরী - রাত্রি
বিভাবসু - আগুন

৬৪. বলাহক - মেঘ
বালার্ক - সূর্য

৬৫. বিভাবরী - রাত্রি
বিভাকর - সূর্য
বিভাবসু - সূর্য, আগুন

৬৬. বায়ু - বাতাস
বায়ুসখা - আগুন

৬৭. বয়স - বয়ঃক্রম
বায়স - কাক

৬৮. বিজন - নির্জন
বীজন - পাখা
দুর্জন - শিক্ষিত কিন্তু খারাপ

৬৯. বানি - স্বর্ণকারের মজুরি
বাণী - কথা

৭০. বধূ - বউ
বঁধু - বন্ধু

৭১. বিভাবরী - রাত্রি
বিভাবসু - সূর্য, আগুন

৭২. বাতুল - উন্মাদ
মাতুল - মামা
রাতুল - লাল রং

৭৩. বারিদ - মেঘ
বারিধি - সমুদ্র

৭৪. বল্কল - গাছের ছাল
বল্লকী - বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র

৭৫. ব্রত - আরাধনা
ব্রাত্য - পতিত/সংস্কারহীন
ব্রততী - লতা

৭৬. বহিত্র - নৌকা
দৌহিত্র - নাতি
বীতিহোত্র - অগ্নি

৭৭. বিরাগী - উদাসীন
বিরাগ - বিতৃষ্ণা

৭৮. ভাস্কর - সূর্য
ভাস্বর - উজ্জ্বল

৭৯. ভাজন - পাত্র/ব্যক্তি
ভজন - প্রার্থনা সংগীত

৮০. প্রাচী - পূর্ব দিক
প্রতীচী - পশ্চিম দিক
উদীচী - উত্তর দিক
অবাচী - দক্ষিণ দিক

৮১. পরশ্ব - পরশু/পরের দিন
পরস্ব - পরের ধন
পরপুষ্ট - কোকিল

Educationblog24.com

৮২. পরভৃত - কোকিল
পরভৃৎ - কাক

৮৩. প্রমাদ - ভুল-ভ্রান্তি/বিপদ
প্রমা - হত্যা/ধ্বংস

৮৪. পারাবার - সমুদ্র
পারাবাত - কবুতর

৮৫. পেটোয়া - অনুগত
পেটোয়াবাহিনী - তল্পিবাহক

৮৬. প্রত্যূষ - ঊষা/সকাল
প্রদোষ - সন্ধ্যা

৮৭. পনস - কাঁঠাল
পনসিকা - গালফোলা
পল্বল - ডোবা

৮৮. পবন - বাতাস
পাবন - আগুন

৮৯. পানি - জল
পাণি - হাত
পাণিপ্রার্থী - বিবাহ

৯০. পুষ্কর - পদ্ম
পুষ্করিণী - পুকুর

৯১. মার্গ - পথ
মাগ - স্ত্রী

৯২. মহী - পৃথিবী
মহীজ - আসামী/গ্রহ
মহীধর - পর্বত
মহীরুহ - বৃক্ষ
মহীপাল - রাজা

৯৩. মৃগ - হরিণ
মৃগয়া - বন্য পশুপাখি শিকার
মৃগেন্দ্র - সিংহ
মৃগাঙ্ক - চাঁদ

৯৪. মৃগ - হরিণ
শাখামৃগ - বানর

৯৫. মার্জার - বিড়াল
মাঝারে - মধ্যে
মাজার - প্রার্থনা/আরাধনা স্থান

৯৬. মরণ - মৃত্যু
মরণত - বাতাস

৯৭. মরুত - বাতাস
বিরুৎ - গুল্ম
সরিৎ - নদী

৯৮. মাতঙ্গ - হাতি
ভুজঙ্গ - সাপ

৯৯. নীপ - কদম
নৃপ - রাজা

১০০. নবিস - নতুন শিক্ষার্থী
নবিশ - লিপিকার বা লেখক

১০১. নগ - পাহাড় (হিমালয়), হাতি, গাছ
নাগ - সাপ

১০২. নির্বন্ধ - বিধান
নিবন্ধ - রচনা
প্রবন্ধ - প্রকৃষ্ট রূপে রচনা

১০৩. নগেন্দ্র - হিমালয়
নরেন্দ্র - রাজা

১০৪. নিবিদ - বৈদিক মন্ত্র
নৈবেদ্য - অর্ঘ্য

১০৫. নাড়ি - শিরা
নারী - স্ত্রীলোক
নারি - পারি না

১০৬. নীর - জল
নীড় - পাখির বাসা

১০৭. নিকর - রাশি/সমূহ
নিকার - তিরস্কার

১০৮. দ্যুলোক - আকাশ
ভূলোক - পৃথিবী

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১০৯.**দ্বিজ** - পাখি
দ্বিজরাজ - চন্দ্র

১১০. **তক্ষক** - ছুতার/ খোদাইকর
তক্ষক - বিষধর সাপ
তস্কর - চোর
লস্কর - ডাকাত

১১১. **তন্বি** - তিরস্কার
তন্বী - সুগঠিত অঙ্গ বিশিষ্ট

১১২. **যামিনী** - রাত্রি
দামিনী - বিদ্যুৎ

১১৩.**রজনী** - রাত্রি
রজনীকান্ত – চাঁদ

১১৪. **বুধ** - জ্ঞান; গ্রহের নাম, বারের নাম
রবি - সূর্য; বসন্তকাল

১১৫. **দ্বিপ** - হাতি
দ্বীপ - স্থলবেষ্ঠিত স্থান
দীপ - বাতি

১১৬. **পাদপ** - যে পা দিয়ে পান করে, বৃক্ষ
পাদ্য - পা ধোয়ার জল

শব্দ ভিন্ন; অর্থ একই

১১৭. **জলনিধি** - সমুদ্র
জলধি - সমুদ্র

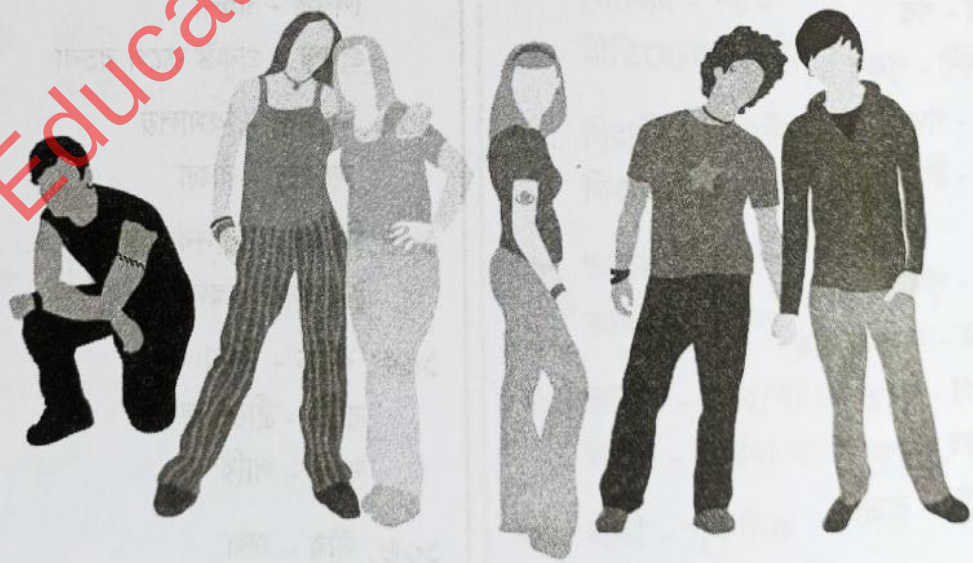
১১৮.**মহীরুহ** - বৃক্ষ
ক্ষিতিরুহ - বৃক্ষ

১১৯.**ভামিনী** - নারী
কামিনী - নারী

Educationblog24.com

☞ তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে না কিন্তু তোমার অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারবে এবং তোমার অভ্যাসই নিশ্চিত ভাবে তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবে।

এ পি জে আবদুল কালাম



তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার আহ্বান হলো ভিন্নভাবে চিন্তা করার সাহস থাকতে হবে। আবিষ্কারের নেশা থাকতে হবে। যে পথে কেউ যায় নি, সে পথে চলতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস থাকতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর সফল হতে হবে। এগুলোই হলো সবচেয়ে মহৎ গুণ। এভাবেই তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তরুণদের কাছে এটাই আমার বার্তা।

এ পি জে আবদুল কালাম

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

০১. 'আফতাব' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) - ২০২৫; ৩০তম বিসিএস]
A. অর্ণব B. রাতুল C. অর্ক D. জলধি
ব্যাখ্যা: আফতাব অর্থ সূর্য। অর্ক অর্থ সূর্য। অর্ণব, জলধি - সমুদ্র। রাতুল - লাল রং।
০১. C

০২. 'নদী'-র সমার্থ শব্দ কোনটি? [৪৬তম বিসিএস ২০২৪]
A. সিন্ধু B. হিল্লোল C. তটিনী D. নির্ঝর
ব্যাখ্যা: সমুদ্র শব্দের সমার্থক সিন্ধু। হিল্লোল শব্দের সমার্থক শব্দ ঢেউ। নির্ঝর অর্থ পর্বত হতে বেগে ধাবিত জলপ্রবাহ, ঝরনা। তটিনী: তট (তীর) + ইন্ + ঈ। তট আছে যার অর্থাৎ নদী।
০২. C

০৩. 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [৪৫তম বিসিএস ২০২৩; ৩৯তম বিসিএস]
A. পান-ব্যবসায়ী B. পর্ণকার C. তামসিক D. বারুই
ব্যাখ্যা: তাম্বুলিক অর্থ বারুই, পান-ব্যবসায়ী, পর্ণকার। তামসিক অর্থ মেঘাচ্ছন্ন, অজ্ঞতাপ্রসূত। পর্ণকার অর্থ পানব্যবসায়ী বা পানচাষি, বারুই জাতি।
০৩. C

০৪. নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? [৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ২০২২]
A. বহ্নি B. আবীর C. বায়ুসখা D. বৈশ্বানর
ব্যাখ্যা: বহ্নি, বায়ুসখা, বৈশ্বানর আগুন শব্দের সমার্থক। আবীর - ফাগ, একপ্রকার রক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ যা হোলি বা বসন্তোৎসবে পরস্পরকে রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
০৪. B

০৫. 'আগুন' - শব্দের সমার্থ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]
A. বাতি B. অনল C. অংশু D. জ্যোতি
ব্যাখ্যা: 'আগুন' এর সমার্থক শব্দ: অনল। অন্যদিকে বাতি, অংশু ও জ্যোতি হলো 'কিরণ' শব্দের সমার্থক শব্দ।
০৫. B

০৬. 'সূর্য' শব্দের সমার্থ শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
A. অর্ণব B. অর্ক C. প্রসূন D. পল্লব
ব্যাখ্যা: সমুদ্র এর সমার্থক অর্ণব, ফুল এর সমার্থক প্রসূন, পাতা এর সমার্থক পল্লব।
০৬. B

০৭. 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ - [৩৬তম বিসিএস]
A. উৎকর্ষতা B. অপকর্ষ C. উৎকর্ষ D. অপকর্ষতা
ব্যাখ্যা: 'প্রকর্ষ' বিশেষ্যবাচক শব্দটির সমার্থক শব্দ: উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি।
০৭. C

০৮. 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
A. সলিল B. উদক C. জলধি D. নীর
ব্যাখ্যা: জল শব্দের সমার্থক শব্দ হলো সলিল, নীর, উদক। সমুদ্রের সমার্থক শব্দ হলো জলধি।
০৮. C

০৯. কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়? [৩৩তম বিসিএস]
A. পাবক B. বৈশ্বানর C. সর্বশুচি D. প্রজ্বলিত
ব্যাখ্যা: 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয় 'প্রজ্বলিত'। প্রজ্বলিত শব্দের সমার্থক শব্দ- উজ্জ্বল, আলোকিত, উদ্ভাসিত, ঝলমলে পক্ষান্তরে, 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ- বৈশ্বানর, পাবক, সর্বশুচি, বিভাবসু।
০৯. D

১০. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
A. কলাপী B. নীরধি C. বিটপী D. অবনি
ব্যাখ্যা: 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ 'বিটপী'। পক্ষান্তরে, কলাপী অর্থ ময়ূর, নীরধি অর্থ সাগর এবং অবনি অর্থ পৃথিবী।
১০. C

১১. কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়? [৩২তম বিসিএস]
A. পাবক B. মারুত C. পবন D. অনিল
ব্যাখ্যা: 'পাবক' শব্দের সমার্থক শব্দ : অগ্নি, আগুন, অনল, বহ্নি ইত্যাদি।
১১. A

Educationblog24.com

১২. 'অদিতি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [৩১তম বিসিএস] ১২. B
A. পৃথ্বী B. নীর C. ক্ষিতি D. অবনী
ব্যাখ্যা: অদিতি অর্থ পৃথিবী, পৃথ্বী, ক্ষিতি, অবনী। আর নীর অর্থ পানি, জল, বারি।

১৩. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী? [৩২তম বিসিএস] ১৩. D
A. কবুতর B. কোকিল C. খরগোশ D. ময়ূর
ব্যাখ্যা: ময়ূরের অন্য সমার্থক শব্দ হলো: শিখী, কলাপী, বর্হী। কবুতরের সমার্থক শব্দ: পায়রা, কপোত, পারাবত। কোকিলের সমার্থক শব্দ : পিক, পরভৃত। খরগোশের সমার্থক শব্দ : শশক।

১৪. সমার্থক শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন - [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান)] ১৪. B
A. দীর্ঘিকা, নদী, প্রণালি B. শৈবলিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ
C. গাঙ, তটিনী, অর্ণব D. স্রোতঃস্বিনী, নির্ঝরিণী, সিন্ধু
ব্যাখ্যা: শৈবলিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ হলো 'নদী' শব্দের সমার্থক। দীর্ঘিকা - বড়ো জলাশয়, দিঘি। গাঙ, তটিনী, স্রোতঃস্বিনী, নির্ঝরিণী অর্থ নদী। অর্ণব, সিন্ধু অর্থ - সমুদ্র। প্রণালি অর্থ নর্দমা, জলনালি।

১৫. প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেছেন - [২৩তম বিসিএস] ১৫. C
A. অশোক মুখোপাধ্যায় B. জগন্নাথ চক্রবর্তী
C. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান D. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ব্যাখ্যা: প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন - মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তার রচিত প্রথম বাংলা থিসরাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান 'যথাশব্দ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে।

১৬. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ - [১১তম বিসিএস] ১৬. D
A. সুধাংশু B. শশাঙ্ক C. বিধু D. আদিত্য
ব্যাখ্যা: চাঁদের প্রতিশব্দ- সুধাংশু, শশাঙ্ক, বিধু; সূর্যের - তপন, ভাস্কর, আদিত্য, অর্ক।

Bank MCQ Solution

১৭. কোন দুটি শব্দ 'পদ্ম' শব্দের সমার্থক? [সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল) - ২০২৫] ১৭. খ
ক. উদক, পয়ঃ খ. নলিন, রাজীব
গ. জায়া, দার ঘ. মিহির, মিত্র
ব্যাখ্যা: উদক, পয়ঃ - পানি; জায়া, দার - স্ত্রী; মিহির, মিত্র - সূর্য।

১৮. নিচের কোন শব্দজোড় সমার্থক নয়? [জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫] ১৮. ক
ক. দীপ-দ্যুতি খ. তোড়া-গুচ্ছ
গ. আবৃত-আচ্ছাদিত ঘ. খরা-রৌদ্র
ব্যাখ্যা: দীপ - বাতি, প্রদীপ; দ্যুতি - আলো, দীপ্তি; তোড়া - গুচ্ছ; ঢাকা - আবৃত; আচ্ছাদিত - ঢাকা হয়েছে এমন; খরা - রৌদ্র।

১৯. চাঁদের সমার্থক শব্দ কোনটি? [গ্রামীণ ব্যাংক; শিক্ষানবিশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক - ২০২৫] ১৯. ঘ
ক. সবিতা খ. তপন গ. আদিত্য ঘ. বিধু
ব্যাখ্যা: সবিতা, তপন, আদিত্য - সূর্য।

২০. 'সূর্য' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? [সমন্বিত ১০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৩] ২০. ঘ
ক. ফণী খ. শৈল গ. ভুজ ঘ. সবিতা
ব্যাখ্যা: ফণী - ফণা ধারণ করে এমন প্রাণী, সাপ। শৈল - পর্বত। ভুজ - হাত, বাহু।

২১. 'সমুদ্র' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [সমন্বিত ১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার - ২০২৪] ২১. খ
ক. পারাবার খ. মহিধর গ. রত্নাকর ঘ. অর্ণব
ব্যাখ্যা: মহিধর - পাহাড়, অদ্রি, অচল, গিরি, শৈল, শৃঙ্গী ।

২২. 'কুন্তল' শব্দটির অর্থ- [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ; ফিল্ড অফিসার - ২০২৪] ২২. ঘ
ক. কপাল খ. হাত গ. মুখ ঘ. চুল

Educationblog24.com

২৩. **'অংশু' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?** *[জনতা ব্যাংক লিমিটেড; অফিসার ২০২৩]* — ২৩. ক

ক. ঝটিকা খ. শিখা গ. কর ঘ. প্রভা

ব্যাখ্যা: 'ঝটিকা' শব্দটির প্রতিশব্দ ঝড়, টর্নেডো, তুফান। শিখা - আগুনের শিষ বা অগ্রভাগ।

২৪. **'রাজা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[গ্রামীণ ব্যাংক; পদ: প্রবেশনারী অফিসার - ২০২৩]* — ২৪. ক

ক. নরেন্দ্র খ. জমিদার গ. মহেন্দ্র ঘ. সফেদ

ব্যাখ্যা: মহেন্দ্র অর্থ দেবরাজ ইন্দ্র। সফেদ অর্থ সাদা, শ্বেতবর্ণ।

২৫. **'অহি' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[সমন্বিত ৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পদ: অফিসার (জেনারেল), ২০২২; সমন্বিত ৫ ব্যাংক, পদ: অফিসার ক্যাশ, ২০২২]* — ২৫. ঘ

ক. আগুন খ. জল গ. গিরি ঘ. সাপ

ব্যাখ্যা: গিরি বিশেষ্য পদ এর অর্থ পর্বত, পাহাড়, হিমালয়।

২৬. **নিচের কোনটি 'নদী' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়?** *[সমন্বিত ৫ ব্যাংক, পদ: অফিসার ক্যাশ, ২০২২]* — ২৬.গ

ক. তরঙ্গিণী খ. শৈবলিনী গ. লহরী ঘ. স্রোতোবহা

ব্যাখ্যা: লহরী অর্থ - ঢেউ, তরঙ্গ, ঊর্মি।

২৭. **'নন্দিনী' এর প্রতিশব্দ কী?** *[বাংলাদেশ ব্যাংক, পদ: সহকারি পরিচালক, ২০২২]* — ২৭. গ

ক. নারী খ. সুন্দরী গ. তনয়া ঘ. ননদিনী

ব্যাখ্যা: নারী - বনিতা, রমণী। ননদিনী - স্বামীর বোন। সুন্দরী - রূপবতী নারী।

২৮. **'অম্বু' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?** *[সমন্বিত ৫ ব্যাংক, পদ: অফিসার ক্যাশ, ২০২২]* — ২৮. ক

ক. জল খ. বাতাস গ. পাহাড় ঘ. পর্বত

ব্যাখ্যা: বাতাস - পবন, বায়ু। পর্বত / পাহাড় - অচল, গিরি।

২৯. **'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ কোনটি? -** *[সমন্বিত ৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অফিসার (জেনারেল), ২০২২]* — ২৯. গ

ক. জলদ খ. শর্বরী গ. জলধি ঘ. স্রোতস্বতী

ব্যাখ্যা: জলদ অর্থ মেঘ। শর্বরী অর্থ রাত। স্রোতস্বতী অর্থ নদী।

৩০. **'আলো' শব্দটির প্রতিশব্দ নয় কোনটি?** *[সমন্বিত ৮ ব্যাংক, অফিসার (জেনারেল), ২০২২]* — ৩০. D

A. ময়ূখ B. রওশন C. ভাতি D. তমিস্র

ব্যাখ্যা: তমিস্র অর্থ অন্ধকার।

৩১. **ভুল প্রতিশব্দটি নির্ণয় কর-** *[বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক ২০১৩]* — ৩১. B

A. অগ্নি-বহ্নি B. ইচ্ছা-পরশ্রীকাতরতা

C. কন্যা-তনয়া D. রাত্রি-যামিনী E. বিসর্জন - ত্যাগ

ব্যাখ্যা: ইচ্ছা অর্থ- স্পৃহা। পরশ্রীকাতরতা অর্থ- অপরের উন্নতি বা সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এমন।

৩২. **'বিহগ' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?** *[প্রিমিয়ার ব্যাংক, পদ: TJO-General/Cash, ২০২২]* — ৩২. A

A. প্রসূন B. খগ C. পাখি D. খেচর

ব্যাখ্যা: প্রসূন এর সমার্থক শব্দ কুসুম, ফুল, পুষ্প। 'খেচর' শব্দের অর্থ আকাশে বিচরণকারী, আকাশচারী।

৩৩. **'শশাঙ্ক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি-** *[বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ২০২১]* — ৩৩. D

A. সমুদ্র B. সূর্য C. সৈকত D. চাঁদ

ব্যাখ্যা: শশাঙ্ক সংস্কৃত থেকে এসেছে, যা চাঁদের আরেকটি নাম। শশাঙ্ক শব্দকে ভাঙ্গলে হয় "শশ + অঙ্ক"। 'শশ' শব্দের দুটি ভিন্ন অর্থ খরগোশ এবং চাঁদের কলা বা অংশ। অঙ্ক অর্থ সংখ্যা বা কোল।

৩৪. **প্রতিশব্দ নয়-** *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০২১]* — ৩৪. D

A. বলাহক B. জীমূত C. বারিদ D. উদক

ব্যাখ্যা: বলাহক, বারিদ, জীমূত হলো মেঘ শব্দের সমার্থক। উদক পানি শব্দের সমার্থক।

৩৫. **'পদ্ম' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?** *[Pubali Bank Ltd; Junior Officer, 2019]* — ৩৫. A

A. রঞ্জন B. কমল C. পঙ্কজ D. উৎপল

ব্যাখ্যা: 'পদ্ম' শব্দের সমার্থক শব্দ পঙ্কজ, উৎপল, কমল, কুমুদ, কুবলয়, অরবিন্দ, তামরস, নলিনী, কোকনদ, সরোজ। 'রঞ্জন' শব্দের অর্থ হলো রক্তবর্ণ ফুলবিশেষ।

Educationblog24.com

৩৬. **'প্রত্যুষ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Pubali Bank Ltd. Junior Officer, 2019]* ৩৬. B

A. অবক্র B. উষা C. সলিল D. অম্বর

ব্যাখ্যা: সলিল - বারি, জল, অম্বু, পানি। অম্বর অর্থ আকাশ, বস্ত্র, একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। উষা এবং উষা দুটি বানানই সঠিক; এর অর্থ প্রাতঃকাল, ভোরবেলা।

৩৭. **'দেবতা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Joint Recr Test for 4 Bank; Officer, 2019]* ৩৭. B

A. বিভূতি B. সুর C. দেউল D. ভূত

ব্যাখ্যা: দেবতা শব্দটির সমার্থক শব্দ সুর, অমর, অজয়, ঠাকুর, দেব, ত্রিদশ, ঈশ্বর, অধিপতি। দেউল অর্থ দেবালয়, মন্দির। ভূত অর্থ অতীত। বিভূতি অর্থ হলো 'মহিমাময় রূপ'।

৩৮. **'নদী' শব্দের সমার্থক নয়?** *[Bangladesh Bank Assistant Director 2018]* ৩৮. D

A. গাঙ B. তরঙ্গিণী C. শৈবলিনী D. পাটনি

ব্যাখ্যা: খেয়া পার করে যে - পাটনি। গাঙ অর্থ নদী, জলপ্রবাহ। সংস্কৃত ভাষায় বহুল ব্যবহৃত গঙ্গা বাংলা ভাষায় এসে ঐতিহ্য হারিয়ে গাঙ হয়ে যায়।

৩৯. **'কোকিল' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]* ৩৯. A

A. পিক B. পাখি C. অর্ণব D. অহি

ব্যাখ্যা: পাখি শব্দের সমার্থক শব্দ বিহঙ্গ, পক্ষী। অর্ণব অর্থ সমুদ্র। অহি অর্থ সাপ।

৪০. **'ইতিকথা' শব্দের অর্থ কী?** *[BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]* ৪০. B

A. অর্থশূন্য কথা B. ইতিহাস C. কাহিনি D. শেষকথা

ব্যাখ্যা: 'ইতিকথা' অর্থ ইতিহাস, উপকথা, কল্পকাহিনি। বাংলা ভাষায় 'ইতিহাস' শব্দটি এসেছে 'ইতিহ' শব্দমূল থেকে, যার অর্থ ঐতিহ্য। ইতিহাস শব্দটির রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'ইতিহ + √অস্ + অ' যার অর্থ হলো "এমনটিই ছিল বা এমনটিই ঘটেছিল"। কাহিনি অর্থ বৃত্তান্ত, উপাখ্যান।

৪১. **'আপণ' শব্দটির অর্থ কী?** *[Probashi kallyan Bank Senior Executive Office 2018]* ৪১. C

A. একান্ত B. নিজস্ব C. দোকান D. অহং

ব্যাখ্যা: অহং অর্থ আমি, আমিত্ব।

৪২. **'খক্ষ' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?** *[Probashi kallyan Bank Senior Officer 2018]* ৪২. B

A. অসি B. ভল্ল C. কৃপাণ D. তরবারি

ব্যাখ্যা: অসি অর্থ তরবারি, খড়্গ, অস্ত্র বা অস্ত্রবল। ভল্ল অর্থ বর্শাজাতীয় দেশজ ক্ষেপণাস্ত্র। কৃপাণ শব্দের অর্থ অসি, তরবারি, তলোয়ার, খড়্গ।

৪৩. **'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Basic Bank Ltd. Asst. Manager 2018]* ৪৩. B

A. রদনী B. অর্ণব C. কলত্র D. আপ্লব

ব্যাখ্যা: রদনী অর্থ হস্তী, দন্তী। কলত্র শব্দটি বিশেষ্য পদ এর অর্থ পত্নী, ভার্যা। আপ্লব অর্থ বন্যা।

৪৪. **কোনটি 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়?** *[Basic Bank Ltd. Asst. Manager 2018]* ৪৪. A

A. হিমাংশু B. গগন C. অম্বর D. ব্যোম

ব্যাখ্যা: গগন, অম্বর, ব্যোম এর সমার্থক শব্দ আকাশ। হিমাংশু শব্দের অর্থ চাঁদ।

৪৫. **'বায়স' শব্দের অর্থ-** *[Basic Bank Ltd. Asst. Manager 2018]* ৪৫. C

A. কোকিল B. বায়বীয় C. কাক D. কোনোটিই নয়

৪৬. **'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ-** *[Janata Bank Limited Executive Officer 2017 (Morning)]* ৪৬. C

A. সর্বশুচি B. ওদন C. উদক D. বারিদ

ব্যাখ্যা: জল শব্দের সমার্থক শব্দ হলো উদক, সলিল, বারি, নীর, পানি। সর্বশুচি শব্দের অর্থ আগুন। ওদন শব্দের সমার্থক শব্দ হলো ভাত, অন্ন। বারিদ শব্দের অর্থ হলো মেঘ।

৪৭. **'অম্বু' শব্দের অর্থ-** *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017]* ৪৭. D

A. নদী B. আগুন C. চাঁদ D. পানি

ব্যাখ্যা: 'আগুন' এর সমার্থক শব্দ অনল, পাবক, দহন, সর্বভুক, সর্বশুচি, বহ্নি। নদী শব্দের সমার্থক শব্দ তটিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ।

Educationblog24.com

৪৮. **'পবন' শব্দের সমার্থক শব্দ-** *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017]*
A. পাবক B. সমীরণ C. কিরণ D. প্রভা
ব্যাখ্যা: পবন শব্দের অর্থ বাতাস, বায়ু। পাবক অর্থ আগুন, যা পবিত্র করে এমন, শোধক। কিরণ অর্থ অংশু, আলোকরশ্মি। প্রভা অর্থ দীপ্তি, আলো, উজ্জ্বলতা, তেজ, প্রকাশ।
৪৮. B

৪৯. **'অর্ণব ও হিল্লোল' শব্দের সমার্থক শব্দ-** *[BDBL. Senior Officer 2017]*
A. অম্বু ও বরুণ B. কল্লোল ও সলিল C. সরোবর ও হিন্দোল D. পয়োধি ও তরঙ্গ
ব্যাখ্যা: অম্বু অর্থ সলিল, পানি। বরুণ অর্থ সমুদ্রের অধিপতি দেবতা, জলাধিপ, প্রচেতা। কল্লোল অর্থ মহাতরঙ্গ, শব্দকারী তরঙ্গ। সরোবর অর্থ পদ্মাদিযুক্ত বড় পুষ্করিণী, হ্রদ, দিঘি। হিন্দোল অর্থ দোল, ঝুলনযাত্রা, সঙ্গীতে রাগবিশেষ। পয়োধি অর্থ সমুদ্র। তরঙ্গ অর্থ ঢেউ, লহরী, ঊর্মি, হিল্লোল।
৪৯. D

৫০. **'সর্বভুক' শব্দের অর্থ-** *[(BHBFC) Officer 2017]*
A. রাক্ষস B. আগুন C. বন্যা D. সাইক্লোন
ব্যাখ্যা: রাক্ষস অর্থ পুরাণের নরখাদক ও যজ্ঞনাশকারী অনার্য জাতিবিশেষ, রক্ষঃ, নিশাচর, কর্বুর। বন্যা অর্থ প্লাবন, বান, জলোচ্ছ্বাস। ঘূর্ণিঝড় শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Cyclone'।
৫০. B

৫১. **নিচের কোনটি 'শৃঙ্গী' শব্দের সমার্থক?** *[BHBFC Officer 2017]*
A. বিহঙ্গম B. গিরি C. নির্ঝরিণী D. লহরী
ব্যাখ্যা: বিহঙ্গম - পাখি, পক্ষী। গিরি - পর্বত, হিমালয়। নির্ঝরিণী - নদী, প্রবাহিণী। লহরী - ঢেউ।
৫১. B

৫২. **নিচের কোনটি 'কন্যা' শব্দের সমার্থক?** *[(BHBF); Officer 2017]*
A. ললনা B. আত্মজা C. জায়া D. অবলা
ব্যাখ্যা: নারী শব্দের সমার্থক হলো ললনা, অবলা। কন্যা শব্দের সমার্থক দুহিতা, আত্মজা, তনয়া।
৫২. B

৫৩. **'নৃপতি' শব্দের অর্থ কী?** *[Bankhrabad Gas Distribution Co. Ltd.Asst. Manager (General) 2017]*
A. রাজা B. স্বামী C. নাপিত D. মাতবর
ব্যাখ্যা: নাপিত অর্থ ক্ষৌরকার, জাতিবিশেষ। স্বামী অর্থ পতি। মাতবর অর্থ মুরব্বি, সর্দার।
৫৩. A

৫৪. **নিচের কোনটি 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক নয়?** *[Pubali Bank Ltd. junior Officer (Cash), 2013]*
ক. রত্নাকর খ. প্রবাহিণী গ. জলধি ঘ. অর্ণব ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: রত্নাকর, জলধি, অর্ণব হলো 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ। প্রবাহিণী অর্থ 'নদী'।
৫৪.খ

৫৫. **'প্রসূন' শব্দের অর্থ কী?** *[Bankhrabad Gas Distribution Co. Ltd.Asst. Manager (General) 2017]*
A. বন B. বৃক্ষ C. পুষ্প D. ফল
ব্যাখ্যা: বৃক্ষ অর্থ গাছ, তরু, বিটপী, উদ্ভিদ। ফল অর্থ বৃক্ষলতাদি হতে জাত শস্য বা বীজাধার।
৫৫. C

৫৬. **নিচের কোনটি 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক নয়?** *[Pubali Bank Ltd. junior Officer (Cash), 2013]*
ক. মহী খ. বসুধা গ. মহীধর ঘ. উর্বী ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক হলো মহী, বসুধা, উর্বী। বসুধা শব্দের সমার্থক হচ্ছে বসুন্ধরা, ধরা, ধরনী, ধরিত্রী, মহী, দুনিয়া। মহীধর শব্দটি 'পর্বত' শব্দের সমার্থক।
৫৬.গ

৫৭. **'সিত' শব্দের অর্থ কী?** *[Bankhrabad Gas Distribution Co. Ltd.Asst. Manager2017]*
A. আসক্ত B. সাত C. ধবল D. স্বাক্ষর
ব্যাখ্যা: সিত শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ শুভ্রবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, সাদা। আসক্ত অর্থ অতিশয় অনুরক্ত, সংসক্ত। ধবল অর্থ সাদা, শুভ্র। স্বাক্ষর শব্দের অর্থ হলো সহি, দস্তখত।
৫৭. C

৫৮. **নদীর সমার্থক নয় কোনটি?** *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*
A. তটিনী B. স্রোতস্বিনী C. জলধি D. তরঙ্গিণী
ব্যাখ্যা: 'নদী' শব্দের সমার্থক তটিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিণী। জলধি শব্দের অর্থ সাগর, সমুদ্র।
৫৮. C

৫৯. **'পয়জার' শব্দের অর্থ -** *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*
A. পায়াজামা B. ঝাড় C. জুতো D. প্রয়োজন
ব্যাখ্যা: পয়জার এর সমার্থক শব্দ পাদুকা, জুতো, স্যান্ডেল, চটি, খড়ম। পয়জার শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত। যার অর্থ 'পায়ের পোশাক'।
৫৯. C

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৬০. নিচের কোনটির অর্থ 'চুরি করা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়? [Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017] ৬০.D
A. চক্ষুদান B. হাতটান C. কুম্ভীলক D. বদান্যতা
ব্যাখ্যা: বদান্যতা শব্দটি বিশেষ্য। এর বিশেষণ বদান্য যার অর্থ উদার, দানশীল, প্রিয়ভাষী, সদ্বক্তা।

৬১. 'সুপ্ত' অর্থ- [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার, আরডিএস ২০১৩] ৬১.ঘ
ক. সুহৃদ খ. সুন্দর গ. গরমিল ঘ. নিদ্রিত
ব্যাখ্যা: সুপ্ত শব্দটি বিশেষণ পদ এর অর্থ নিদ্রিত, ঘুমিয়ে আছে এমন। 'সুহৃদ' অর্থ বন্ধু, প্রিয়সখা, হিতৈষী। গরমিল শব্দের অর্থ অমিল, অনৈক্য।

৬২. কোনটি চাঁদের সমার্থ শব্দ নয়? [Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017] ৬২. B
A. ইন্দু B. তুরগ C. রাকেশ D. বিধু
ব্যাখ্যা: তুরগ শব্দের অর্থ ঘোড়া, অশ্ব। 'চাঁদ' এর সমার্থক শব্দ হলো ইন্দু, রাকেশ, বিধু।

৬৩. নিচের কোনটিতে আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য? [Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017] ৬৩. ব্যাখ্যা
A. মোটা শরীর B. মোটা কাপড় C. মোটা টাকা D. মোটা বুদ্ধি
ব্যাখ্যা: মোটা শরীর, মোটা কাপড় ও মোটা বুদ্ধি এই তিনটিই অভিধান সিদ্ধ শব্দ বা আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য। অন্যদিকে 'মোটা টাকা' আভিধানিক অর্থে প্রযোজ্য নয়।

৬৪. 'নিকুঞ্জ' - এর অর্থ – [ইসলামী ব্যাংক অফিসার, আরডিএস ২০১৩] ৬৪.ঘ
ক. খেলার মাঠ খ. পাখির বাসা গ. খড়ের ঘর ঘ. বাগান
ব্যাখ্যা: 'নিকুঞ্জ' শব্দটি বিশেষ্য এর অর্থ বাগান, বনে বা উদ্যানে লতাদি দ্বারা আবৃত জায়গা, লতাগৃহ।

৬৫. 'কপর্দকহীন' এর অর্থ- [ইসলামী ব্যাংক অফিসার, আরডিএস ২০১৩] ৬৫.খ
ক. বোকা খ. নিঃস্ব গ. সহায়হীন ঘ. মলিন

৬৬. 'বায়ু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. junior Officer (Cash), 2013] ৬৬.ক
ক. বাত খ. অলি গ. বলাহক ঘ. বারি ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: অভিধানে অলি শব্দের দুটি পৃথক ভুক্তি রয়েছে। একটি তৎসম 'অলি' এবং একটি আরবি 'অলি'। তৎসম 'অলি' অর্থ ভ্রমর, বিছা, কাঁকড়াবিছা, কীট। আরবি 'অলি' অর্থ অভিভাবক, অছি। বলাহক অর্থ পর্বত, মেঘ, দৈত্যবিশেষ, নাগবিশেষ। বারি অর্থ জল।

৬৭. সমার্থক নয়- এমন শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন- [পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার : ২০১৩] ৬৭. A
A. কুক্কুর, কুক্কুট, সারমেয় B. জায়া, ভার্যা, সহধর্মিণী
C. অরবিন্দ, কুবলয়, কোকনদ D. মার্গ, সরণি, সড়ক E. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: অরবিন্দ, কুবলয়, কোকনদ শব্দের সমার্থক 'লাল পদ্ম'। জায়া, ভার্যা, সহধর্মিণী শব্দের সমার্থক স্ত্রী। মার্গ, সরণি শব্দের সমার্থক সড়ক। কুক্কুর, সারমেয় অর্থ কুকুর। কুক্কুট অর্থ মোরগ।

৬৮. 'চাঁদ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [Bangladesh Bank Asst. Director 2012] ৬৮.ঘ
ক. চন্দ্রিকা খ. কৌমুদী গ. চাঁদনি ঘ. নিশাপতি ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: চন্দ্রিকা, কৌমুদী, চাঁদনি - এরা সমার্থক শব্দ। এদের অর্থ জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো। চাঁদ শব্দের সমার্থক হলো চন্দ্র, বিধু, ইন্দু, শশী, নিশাপতি।

৬৯. 'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [Bangladesh Bank Asst. Director 2012] ৬৯.ক
ক. অম্বু খ. সরিৎ গ. তড়িৎ ঘ. নিম্ব ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: তড়িৎ এর সমার্থক হলো বিদ্যুৎ। নিম্ব অর্থ নিম ফল, নিম গাছ। সরিৎ অর্থ নদী।

৭০. কোনটি প্রতিশব্দ নয়? [Bangladesh Bank Asst. Director 2012] ৭০.ক
ক. কৌমুদী খ. শতদল গ. উৎপল ঘ. নলিনী ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: শতদল, উৎপল, নলিনী হলো 'পদ্ম' শব্দের সমার্থক। কৌমুদী অর্থ জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা। নলিনী শব্দটি স্ত্রীবাচক। যে স্থানে প্রচুর পদ্ম জন্মে তাকে এক কথায় 'নলিনী' বলে।

৭১. কোনটি প্রতিশব্দ নয়? [Bangladesh Bank Asst. Director 2012] ৭১.খ
ক. মিহির খ. বিজলি গ. অরুণ ঘ. দিনেশ ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: মিহির, অরুণ, দিনেশ হলো 'সূর্য' শব্দের সমার্থক। বিজলি শব্দের সমার্থক বিদ্যুৎ, তড়িৎ।

Educationblog24.com

৭২. **কোনটি প্রতিশব্দ নয়?** *[Bangladesh Bank Asst. Director 2012]* ৭২.ঘ
ক. তপন খ. অর্ক গ. সুর ঘ. অনিল ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: তপন, অর্ক, সুর হলো 'সূর্য' শব্দের সমার্থক। অনিল শব্দের সমার্থক বায়ু।

৭৩. **কোনটি প্রতিশব্দ নয়?** *[Bangladesh Bank Asst. Director 2012]* ৭৩.ঘ
ক. আগার খ. ধাম গ. নিকেতন ঘ. অনিল ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: আগার, ধাম, নিকেতন শব্দের সমার্থক শব্দ আলয়, বাড়ি। অনিল শব্দের সমার্থক বায়ু।

৭৪. **কোনটি প্রতিশব্দ নয়?** *[Bangladesh Bank Asst. Director 2012]* ৭৪.গ
ক. বামা খ. রামা গ. সুত ঘ. কান্তা ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: বামা, রামা, কান্তা হলো 'স্ত্রী' শব্দের সমার্থক। সুত শব্দের সমার্থক পুত্র।

৭৫. **'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Janata Bank Limited Executive Officer 2012; Bangladesh Bank Asst. Director 2012; Sonali Bank Ltd. Officer 2010]* ৭৫.খ + গ
ক. অনিল খ. জলধর গ. পাথার ঘ. মাতঙ্গ
ব্যাখ্যা: অনিল শব্দের সমার্থক বায়ু। মাতঙ্গ শব্দের সমার্থক হস্তী।

৭৬. **'দ্বিপ' অর্থ কী?** *[Bangladesh Rural Development Board (BRDB), Officer 2012]* ৭৬.খ
ক. আলো খ. হাতি গ. জলবেষ্টিত স্থান ঘ. বাতি
ব্যাখ্যা: দীপ্তি অর্থ আলো। দ্বীপ অর্থ জলবেষ্টিত স্থান, চারদিক জলবেষ্টিত ভূভাগ। দীপ অর্থ বাতি।
উদাহরণ: দীপহীন দ্বীপে দ্বিপের রাজত্ব।

৭৭. **'শ্রীঘর' এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ কী?** *[BRDB Asst. Officer 2012]* ৭৭.গ
ক. সুদৃশ্য ঘর খ. বৈঠকখানা গ. জেলখানা ঘ. সরাইখানা

৭৮. **'নেত্র' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Janata Bank Limited Executive Officer 2012]* ৭৮.ক
ক. চোখ খ. চন্দ্র গ. সূর্য ঘ. ক্ষেত্র
ব্যাখ্যা: নেত্র অর্থ চক্ষু, নয়ন, চোখ। ক্ষেত্র অর্থ খেত, জমি, শস্য জন্মানোর মাঠ।

৭৯. **কোনটি 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়?** *[Bangladesh Bank Asst. Director 2011]* ৭৯.ঘ
ক. অন্তরীক্ষ খ. অম্বর গ. গগন ঘ. হিমাংশু ঙ. ব্যোম
ব্যাখ্যা: অন্তরীক্ষ, অম্বর, গগন, ব্যোম শব্দগুলো 'আকাশ' শব্দের সমার্থক। হিমাংশু অর্থ চাঁদ।

৮০. **'মনোরম'– এর সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Janata Bank Limited Executive Officer 2011]* ৮০.ঘ
ক. কোমল খ. নির্মল গ. অকল্পনীয় ঘ. রমণীয় ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: মনোরম অর্থ সুন্দর, রমণীয়। নির্মল অর্থ স্বচ্ছ, আবিলতাশূন্য।

৮১. **কোনটি সূর্যের সমার্থক শব্দ?** *[Janata Bank Limited Executive Officer 2012]* ৮১.ঘ
ক. মাতঙ্গ খ. অবনী গ. কলানিধি ঘ. বিভাবসু ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: মাতঙ্গ অর্থ হস্তী, হাতি। অবনী অর্থ পৃথিবী, ভূমি। কলানিধি অর্থ চাঁদ, চন্দ্র।

৮২. **'ঋজু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Janata Bank Ltd. Senior Officer 2011]* ৮২.ক
ক. সোজা খ. ঋক্ষ গ. নক্ষত্র ঘ. ঋষি ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ঋক্ষ অর্থ নক্ষত্র, ভালুক।

৮৩. **'কুহক' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Janata Bank Ltd. Senior Officer 2011]* ৮৩.ক
ক. মায়া খ. কুহেলী গ. ভ্রম ঘ. ক, খ, গ সবগুলো ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: কুহেলী অর্থ কুয়াশা। ভ্রম অর্থ ভ্রান্তি, ভুল।

৮৪. **'পানি'– এর সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Sonali Bank Ltd. Senior Officer 2010]* ৮৪.ক
ক. উদক খ. পত্রগ গ. অরুণ ঘ. বহ্নি ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: বহ্নি অর্থ আগুন। অরুণ অর্থ সকাল বেলার সূর্য।

৮৫. **'অনিল' শব্দের অর্থ:** *[Rupali Bank Ltd. Officer 2010; Bangladesh Krishi Bank (BKB) Written Test for Recuritment of Senior Officer 2012]* ৮৫.ক
ক. বাতাস খ. আকাশ গ. কোকিল ঘ. হাল্কা নীল ঙ. গাছ

Educationblog24.com

Educationblog24.com

কোনটি প্রতিশব্দ নয় (প্রশ্ন ৮৬-৯৩)

৮৬. 'নরেন্দ্র' [Pubali Bank Limited Junior Officer 2012] ৮৬.গ
ক. রাজা খ. ভূপাল গ. কিরণমালী ঘ. নৃপ ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: কিরণমালী অর্থ সূর্য। রাজা শব্দের সমার্থক নরেন্দ্র, ভূপাল, নৃপ।

৮৭. 'নিকেতন' [Pubali Bank Limited Junior Officer 2012] ৮৭.গ
ক. গৃহ খ. আগার গ. নিবিড় ঘ. বাটী ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: নিবিড় অর্থ ঘন।

৮৮. 'কামিনী' [Pubali Bank Limited Junior Officer 2012] ৮৮.ঘ
ক. ভামিনী খ. সীমন্তিনী গ. নারী ঘ. আত্মজ ঙ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: আত্মজ অর্থ পুত্র।

৮৯. 'লক্ষ্য' [Pubali Bank Limited Junior Officer 2012] ৮৯.D
A. গন্তব্য B. মনজিল C. অভীষ্ট D. জটিল পথ E. কোনোটিই নয়

৯০. 'হস্তী' [Pubali Bank Limited Junior Officer 2012] ৯০.C
A. কুঞ্জর B. মাতঙ্গ C. বিহঙ্গ D. দ্বিপ E. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: বিহঙ্গ অর্থ পাখি।

৯১. 'গৃহ' [Pubali Bank Limited, Junior Officer (Cash) 2011] ৯১.C
A. নিকেতন B. আগার C. নিবিড় D. বাটী E. কোনোটিই নয়

৯২. 'নারী' [Pubali Bank Limited, Junior Officer (Cash) 2011] ৯২.D
A. সীমন্তিনী B. কামিনী C. ভামিনী D. আত্মজ E. কোনোটিই নয়

৯৩. 'রাজা' [Pubali Bank Limited, Junior Officer (Cash) 2011] ৯৩.B
A. নরেন্দ্র B. কিরণমালী C. ভূপাল D. নৃপ E. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: কিরণমালী অর্থ সূর্য।

৯৪. 'নদী' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়– [Pubali Bank Limited Senior Officer 2011] ৯৪.B
A. তটিনী B. ভামিনী C. প্রবাহিণী D. শৈবলিনী E. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ভামিনী অর্থ নারী।

৯৫. 'অশ্ব' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [Standard Bank Limited, Asst. Officer 2012] ৯৫.D
A. ঘোড়া B. ঘোটক C. তুরঙ্গ D. বিভা E. বাজী
ব্যাখ্যা: বিভা অর্থ আলো, দীপ্তি।

৯৬. 'সমীর' শব্দের অর্থ কী? [Karmasangstan Bank, Entry Operator 2011] ৯৬.B
A. কুয়াশা B. বাতাস C. উত্তরী D. সমুদ্র
ব্যাখ্যা: উত্তরী, উত্তরীয় অর্থ চাদর।

৯৭. পৃথিবীর সমার্থক শব্দ কোনটি? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank, Cashier 2010] ৯৭.B
A. তটিনী B. অখিল C. স্থির D. অতিকায়

৯৮. 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [Bangladesh Krishi Bank (BKB), Supervisor 2012] ৯৮.B
A. সাগর B. স্রোতস্বিনী C. পারাবার D. অর্ণব
ব্যাখ্যা: স্রোতস্বিনী শব্দের সমার্থক নদী।

৯৯. কোনটি 'ভানু' এর প্রতিশব্দ নয়? [Bangladesh Krishi Bank (BKB), Supervisor 2012] ৯৯.C
A. রবি B. সূর্য C. শশী D. প্রভাকর
ব্যাখ্যা: শশী অর্থ চাঁদ।

১০০. 'একই সময়ে'- এর সমার্থক– [Bangladesh Krishi Bank (BKB), Officer (Cash), 2011] ১০০.B
A. সমসাময়িক B. যুগপৎ C. যুগৎপত D. বর্তমান
ব্যাখ্যা: সমসাময়িক অর্থ একই সময়ে বর্তমান। যুগপৎ অর্থ একই কালে বা সময়ে, সমকালীন।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১০১. 'পর্বত' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [ICB, Officer 2011]
A. শৈল B. মহীধর C. মেদিনীধর D. নগ E. তামর
ব্যাখ্যা: তামর অর্থ তামা। ১০১.E

১০২. 'কোকিল' এর প্রতিশব্দ কী? [Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC), Officer 2011]
A. করী B. কুণ্ডল C. কলকণ্ঠ D. বিভা E. কুঞ্জর
ব্যাখ্যা: করী, কুঞ্জর অর্থ হাতি। কুণ্ডল অর্থ কানের অলংকার। বিভা অর্থ দীপ্তি। ১০২.C

১০৩. 'পর্বত' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [BHBFC, Senior Officer 2011]
A. অদ্রি B. অশ্ম C. ক্ষিতি D. অংশু E. অনল
ব্যাখ্যা: ক্ষিতি অর্থ পৃথিবী। অংশু অর্থ কিরণ, আলো। অনল অর্থ আগুন। অশ্ম অর্থ প্রস্তর, শিলা, শিলাজাত, দাহ্য খনিজ পদার্থবিশেষ। ১০৩.A

১০৪. 'সূর্য' এর প্রতিশব্দ নয়– [Pubali Bank Limited Junior Officer 2012]
A. দিবাকর B. বিভাবসু C. হিমকর D. দিনকর E. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: হিমকর অর্থ চাঁদ, যার কিরণ শীতল। ১০৪.C

১০৫. 'আকাশ' - শব্দটির প্রতিশব্দ কোনগুলো? [Bangladesh Oil, Gas corporation (Admin.) 2011]
A. অলক, কুন্তল, চিকুর B. অনল, পাবক, বহ্নি
C. ব্যোম, অন্তরীক্ষ, শূন্য D. ধরিত্রী, মহী, মেদিনী
ব্যাখ্যা: অনল, পাবক, বহ্নি শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ আগুন। ধরিত্রী, মহী, মেদিনী শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ পৃথিবী। অলক, কুন্তল, চিকুর শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ চুল। ১০৫.C

১০৬. 'মৃগাঙ্ক' শব্দটির অর্থ হল– [Bangladesh Krishi Bank (BKB), Supervisor 2012]
A. হরিণ শিশু B. চন্দ্র
C. চিত্রা হরিণ D. হরিণ শিকার ১০৬.B

১০৭. নিচের শব্দমালায় খাপ খায় না এমন শব্দ কোনটি? [Bangladesh Deveopment Bank Limited, Senior Officer (IT) 2011]
A. সম্রাজ্ঞী B. রাণী C. রমণী D. সুলতানা E. মহিষী
ব্যাখ্যা: সম্রাজ্ঞী, রানী, সুলতানা, মহিষী এরা সমার্থক শব্দজোড়। রমণী অর্থ নারী। ১০৭.C

PSC & Other MCQ Solution

১০৮. 'ইতি' শব্দের সমার্থক কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]
ক. বিপণি খ. যবনিকা গ. দ্বিজ ঘ. বাত্যা
ব্যাখ্যা: ইতি - শেষ বা সমাপ্তি। যবনিকা - কোনো কিছুর সমাপ্তি বা পর্দা। বিপণি - দোকান; দ্বিজ - পুর্নবার জাত, দু' বার জন্মে যা; বাত্যা - প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ঝড়। ১০৮. খ

১০৯. 'আলয়' এর সমার্থক শব্দ কোনটি নয়? [বন অধিদপ্তর; প্রহরী - ২০২৫]
ক. ধাম খ. সলিল গ. বাড়ি ঘ. গৃহ
ব্যাখ্যা: সলিল অর্থ পানি বা জল। ১০৯. খ

১১০. 'সমীর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [বন অধিদপ্তর; প্রহরী - ২০২৫]
ক. বিজলি খ. শোভন গ. প্রসূন ঘ. বায়
ব্যাখ্যা: বিজলি - বিদ্যুৎ; শোভন - সুন্দর বা মনোরম; প্রসূন - ফুল বা পুষ্প। ১১০. ঘ

১১১. কোন শব্দযুগল সমার্থক নয়? [PSC; সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২৫]
ক. অমৃত-গরল খ. জটিল-কঠিন
গ. বিপুল-বিশাল ঘ. দিকে-দিকে
ব্যাখ্যা: অমৃত-গরল - শব্দযুগলটি সমার্থক নয়, বরং বিপরীতার্থক। অমৃত - যা পান করলে অমর হয়ে যায়; সুধা। আর গরল অর্থ বিষ। জটিল-কঠিন - দুটি শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য বা কঠিন। বিপুল-বিশাল - দুটি শব্দের অর্থ বৃহৎ বা বড় আকারের। দিকে-দিকে - একটি দ্বিরুক্ত শব্দ, যা বিভিন্ন দিকে বা সব দিকে অর্থ প্রকাশ করে। ১১১. ক

Educationblog24.com

১১২. 'কুল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫] ১১২. ঘ
ক. তীর খ. তরী গ. ঢেউ ঘ. গোত্র
ব্যাখ্যা: কুল - গোত্র, বংশ। কূল - তীর, কিনারা। তরী - নৌকা বা ডিঙ্গি। ঢেউ -তরঙ্গ বা লহর।

১১৩. 'কন্যা' শব্দের সমার্থক কোনটি? [সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫] ১১৩. ক
ক. তনয়া খ. অনূঢ়া গ. জননী ঘ. সূত্র
ব্যাখ্যা: কন্যা এবং তনয়া শব্দের অর্থ মেয়ে। অনূঢ়া - যে নারীর বিয়ে হয় না। জননী -মা বা জন্মদাত্রী।

১১৪. 'শুদ্ধ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; বিভিন্ন পদ- ২০২৫] ১১৪. ঘ
ক. শান্ত খ. ভদ্র গ. সুশীল ঘ. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: 'শুদ্ধ' শব্দের অর্থ নির্মল, প্রমিত, নির্ভুল বা বিশুদ্ধ।

১১৫. 'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; বিভিন্ন পদ- ২০২৫] ১১৫. খ
ক. শশাঙ্ক খ. নভঃ গ. সলিল ঘ. তটিনী
ব্যাখ্যা: শশাঙ্ক - চাঁদ, চন্দ্র; সলিল - পানি, জল; তটিনী - নদী।

১১৬. 'বিটপী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার; নিরাপত্তা প্রহরী - ২০২৫] ১১৬. ঘ
ক. স্বর্গ খ. পুষ্প গ. পদ্ম ঘ. বৃক্ষ

১১৭. 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা - ২০২৫] ১১৭. গ,ঘ
ক. নীর খ. অভ্র গ. পয়োধি ঘ. পাথার
ব্যাখ্যা: নীর - পানি; অভ্র - আকাশ।

১১৮. 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫] ১১৮. ক
ক. গগন খ. ধরিত্রী গ. ধরণী ঘ. বসুন্ধরা
ব্যাখ্যা: গগন অর্থ আকাশ।

১১৯. 'রাত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার - ২০২৪] ১১৯. ঘ
ক. যামিনী খ. রাত্রি গ. শর্বরী ঘ. সবগুলো সঠিক

১২০. 'পয়জার' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর; অফিস সহকারী - ২০২৪] ১২০. খ
ক. ছুতার খ. পাদুকা গ. উন্মাদ ঘ. নদী
ব্যাখ্যা: পয়জার, পাদুকা - জুতো। ছুতার: যে কাঠ দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে।

১২১. 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (PSC); সিনিয়র স্টাফ নার্স - ২০২৪] ১২১. খ
ক. তটিনী খ. অর্ণব গ. অবনী ঘ. স্রোতস্বিনী
ব্যাখ্যা: 'নদী' শব্দের সমার্থক তটিনী, স্রোতস্বিনী। অবনী অর্থ পৃথিবী, ভূমি।

১২২. 'পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল/সমপর্যায় ০১) - ২০২৪] ১২২. ঘ
ক. অচল খ. অদ্রি গ. কনক ঘ. অবনী
ব্যাখ্যা: অচল, অদ্রি শব্দের সমার্থক - পর্বত। কনক - স্বর্ণ, সোনা।

১২৩. 'কুন্তল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল পর্যায়) - ২০২৪] ১২৩. খ
ক. অংশু খ. কেশ গ. কুবলয় ঘ. কমল
ব্যাখ্যা: অংশু - কিরণ, তন্তু, আঁশ। কুবলয়, কমল - উৎপল, পদ্ম।

১২৪. 'আত্মজা' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল পর্যায়) - ২০২৪] ১২৪. গ
ক. দুহিতা খ. তনয়া গ. পুত্র ঘ. কন্যা
ব্যাখ্যা: 'পুত্র' শব্দের সমার্থক - তনয়, আত্মজ, নন্দন ।

১২৫. 'পাবক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (কলেজ পর্যায়) - ২০২৪] ১২৫. ক
ক. অগ্নি খ. নয়ন গ. পুত্র ঘ. অধিপতি
ব্যাখ্যা: নয়ন - চোখ, লোচন। অধিপতি - প্রভু, রাজা।

১২৬. 'চুল' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ; পোস্টম্যান - ২০২৪] ১২৬. ঘ
ক. কেশ খ. চিকুর গ. কুন্তল ঘ. লালিত
ব্যাখ্যা: লালিত - লালন করা হয়েছে এমন, প্রতিপালিত, পোষিত।

Educationblog24.com

১২৭. কোনটি সুন্দরের সমার্থক নয়? [বাংলাদেশ রেলওয়ে; বুকিং সহকারী (গ্রেড-২) - ২০২৪] ১২৭. ঘ
ক. সুচারু খ. সুকান্ত গ. শোভন ঘ. সুবর্ণ
ব্যাখ্যা: সুবর্ণ অর্থ সোনা।

১২৮. 'অম্বু' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে; টিকেট কালেক্টর - ২০২৪] ১২৮. গ
ক. বাতাস খ. সূর্য গ. পানি ঘ. অক্ষি
ব্যাখ্যা: বাতাস - পবন, সমীর, বাত। সূর্য - তপন, আদিত্য, অর্ক। অক্ষি - চোখ।

১২৯. 'ময়ূর' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [সিভিল সার্জন কার্যালয়, কুমিল্লা; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৪] ১২৯. খ
ক. পিক খ. শিখণ্ডী গ. বাজী ঘ. মকর
ব্যাখ্যা: পিক - কোকিল। বাজী - ঘোড়া, অশ্ব। মকর - ঘড়িয়াল, গঙ্গাদেবীর বাহন।

১৩০. সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? [সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); প্রভাষক - ২০২৩] ১৩০. ক
ক. বারিদ, জলদ, পয়োধর খ. বিটপী, জলধর, বারিদ
গ. জলধর, পয়োধর, মরুত ঘ. নীরদ, নিনাদ, ক্ষিতি
ব্যাখ্যা: বারিদ, জলদ, পয়োধর শব্দগুলো 'মেঘ' শব্দের সমার্থক। বিটপী - বৃক্ষ। জলধর অর্থ জল ধারণকারী। জলধর শব্দটি মেঘ এবং সমুদ্র এর সমার্থক। মরুত - বায়ু, বাতাস। নীরদ - মেঘ। নিনাদ - শব্দ, উচ্চ ধ্বনি, গর্জন। ক্ষিতি - পৃথিবী।

১৩১. 'পর্বত' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [জনশক্তি কর্মসংস্থান ব্যুরো; অফিস সহায়ক ২০২৩] ১৩১. ক
ক. অবনী খ. অচল গ. পাহাড় ঘ. গিরি
ব্যাখ্যা: অবনী [অব্ + অনি] - পৃথিবী, ধরণী।

১৩২. 'পুষ্প' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; মিটার রিডার - ২০২৩] ১৩২. খ
ক. ফুল খ. পৃথিবী গ. কুসুম ঘ. প্রসূন

১৩৩. 'চুল' অর্থে কোন শব্দটি সমার্থক নয়? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; সহকারী প্রকৌশলী - ২০২৩] ১৩৩. ঘ
ক. অলক খ. কুন্তল গ. চিকুর ঘ. তনু
ব্যাখ্যা: তনু অর্থ দেহ, শরীর।

১৩৪. 'বাতাস' শব্দের প্রতিশব্দ- [পিএসসি (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়); ব্যক্তিগত কর্মকর্তা - ২০২৪] ১৩৪. ক
ক. সমীরণ খ. অরুণ গ. অবনী ঘ. সলিল
ব্যাখ্যা: অরুণ - প্রভাত বা নবোদিত সূর্য, ঊষা বা সন্ধ্যাকালীন সূর্যের আভা। অবনী, অবনি - পৃথিবী, দেশ, ভূমি। সলিল - জল, পানি।

১৩৫. 'কৌমুদী' শব্দের প্রতিশব্দ হলো - [১৮তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল/সমপর্যায় ০১) - ২০২৪] ১৩৫. খ
ক. চাঁদ খ. জ্যোৎস্না গ. পদ্মফুল ঘ. মুকুল
ব্যাখ্যা: মুকুল- কোরক, বউল। কৌমুদী- চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না, কার্তিক মাসের পূর্ণিমা। পদ্মফুল - কুমুদ।

১৩৬. 'বসুমতী' শব্দের অর্থ- [বস্ত্র অধিদপ্তর; অফিস সহায়ক - ২০২৪] ১৩৬. ক
ক. ধরিত্রী খ. ফুল গ. গিরি ঘ. কানন
ব্যাখ্যা: গিরি - পাহাড়। কানন - উদ্যান, অরণ্য।

১৩৭. 'তটিনী' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪] ১৩৭. ঘ
ক. কল্লোলিনী খ. নির্ঝরিণী গ. প্রবাহিণী ঘ. বনিতা
ব্যাখ্যা: কল্লোলিনী, নির্ঝরিণী - নদী। বনিতা - নারী, স্ত্রী।

১৩৮. নিচের কোন শব্দটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী কো-অর্ডিনেটর - ২০২৪] ১৩৮. গ
ক. উরগ খ. পন্নগ গ. দ্বিরদ ঘ. ভুজগ
ব্যাখ্যা: দ্বিরদ অর্থ হাতি। উরগ, পন্নগ, ভুজগ শব্দগুলো দ্বারা 'সাপ' বুঝায়।

১৩৯. 'কবুতর' এর প্রতিশব্দ কোনটি? [বেবিচক; উচ্চমান হিসাব সহকারী - ২০২৩] ১৩৯. গ
ক. মন্দ খ. ললাট গ. পারাবত ঘ. হণ
ব্যাখ্যা: ললাট - কপাল, ভাগ্য।

Educationblog24.com

১৪০. **'কন্যা' শব্দটির অর্থ-** [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; সহকারী প্রকৌশলী - ২০২৩] ১৪০. ঘ
ক. অঙ্গনা খ. বনিতা গ. ললনা ঘ. দুহিতা
ব্যাখ্যা: অঙ্গনা, বনিতা - স্ত্রী। ললনা - নারী।

১৪১. **'আকাশ' শব্দের সমার্থক শব্দ -** [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC); সিনিয়র স্টাফ নার্স - ২০২৩] ১৪১. ক
ক. অন্তরীক্ষ খ. বিভু গ. প্রভাকর ঘ. সুধাকর
ব্যাখ্যা: বিভু অর্থ স্রষ্টা, বিধাতা। প্রভাকর অর্থ সূর্য। সুধাকর অর্থ চন্দ্র।

১৪২. **নদীর সমার্থক শব্দ কোনটি?** [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; পদ: সহকারী পরিচালক - ২০২৩] ১৪২. ক
ক. সরিৎ খ. বারিধি গ. উদক ঘ. অম্বু
ব্যাখ্যা: সরিৎ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ যার অর্থ নদী। 'নদী'র সমার্থক শব্দ স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিণী, প্রবাহিণী, শৈবলিনী, গাঙ। বারিধি এর সমার্থক শব্দ সমুদ্র। উদক এবং অম্বু শব্দের সমার্থক শব্দ জল, পানি।

১৪৩. **পৃথিবীর প্রতিশব্দ কী?** [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর; পদ: পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা - ২০২৩] ১৪৩. ক
ক. বসুমতী খ. পতি গ. মনোহর ঘ. জলধি
ব্যাখ্যা: মনোহর - সুন্দর। জলধি - সাগর। পতি - অধিকর্তা।

১৪৪. **নিচের কোনটি 'বায়ু' শব্দের প্রতিশব্দ?** [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন; জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর - ২০২৩] ১৪৪. খ
ক. চঞ্চলতা খ. মরুত গ. ক্ষণপ্রভা ঘ. চটুল
ব্যাখ্যা: চঞ্চলতা অর্থ অস্থিরতা। ক্ষণপ্রভা অর্থ বিদ্যুৎ। চটুল অর্থ চঞ্চল।

১৪৫. **'নদী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; পদ: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী - ২০২৩] ১৪৫. ক
ক. কল্লোলিনী খ. মেদিনী গ. গৃহিণী ঘ. ধরণী
ব্যাখ্যা: ধরণী, মেদিনী অর্থ পৃথিবী। গৃহিণী অর্থ পত্নী, গৃহকর্ত্রী।

১৪৬. **নিচের কোনটি 'অগ্নি' শব্দের সমার্থক নয়?** [মেডিকেল টেকনিশিয়ান নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২৩] ১৪৬. গ
ক. পাবক খ. বহ্নি গ. প্রজ্বলিত ঘ. হুতাশন
ব্যাখ্যা: 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ- বহ্নি, হুতাশন, পাবক। প্রজ্বলিত শব্দের সমার্থক শব্দ- উজ্জ্বল, আলোকিত, উদ্ভাসিত, ঝলমলে, দীপ্ত, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, চকচকে, শোভামান।

১৪৭. **কোনটি 'পাহাড়' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়?** [LGED; পদ: সার্ভেয়ার - ২০২৩] ১৪৭. ঘ
ক. পর্বত খ. শৈল গ. গিরি ঘ. ধরণী
ব্যাখ্যা: ধরণী অর্থ - মেদিনী, পৃথিবী।

১৪৮. **'পায়রা'-র সমার্থক শব্দ কোনটি?** [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC); ইন্সট্রাক্টর (টেক) - ২০২৩] ১৪৮. খ
ক. কুড়া খ. কপোত গ. কদলী ঘ. কোকিল
ব্যাখ্যা: কদলী অর্থ রম্ভা বা কাঁচকলা। কোকিল অর্থ পরভৃত, পিক। কুড়া অর্থ বিঘা।

১৪৯. **'অশ্রু' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?** [হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CGA), পদ: অডিটর, ২০২২] ১৪৯. ঘ
ক. জল খ. কান্না গ. জ্যোতি ঘ. নেত্রবারি
ব্যাখ্যা: জ্যোতি অর্থ আলো। নেত্রবারি অর্থ চোখের জল।

১৫০. **'পরভৃত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [১৭তম নিবন্ধন - স্কুল পর্যায়-২, ২০২২] ১৫০. ক
ক. পিক খ. ধেনু গ. বিভব ঘ. অম্বু
ব্যাখ্যা: ধেনু - গাভী; বিভব - ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, উদারতা; অম্বু - জল। পরভৃত অর্থ পিক, কোকিল।

১৫১. **'জায়া' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [১৭তম নিবন্ধন - কলেজ পর্যায়, ২০২২] ১৫১. ক
ক. অর্ধাঙ্গিনী খ. কন্যা গ. নন্দিনী ঘ. ভগিনী
ব্যাখ্যা: জায়া, অর্ধাঙ্গিনী শব্দগুলোর সমার্থক স্ত্রী। কন্যা, নন্দিনী শব্দগুলোর সমার্থক মেয়ে।

১৫২. **নিচের কোন শব্দযুগল সমার্থক?** [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স এর কার্যালয়, পদ: অডিটর, ২০২২] ১৫২. ঘ
ক. মহি, বারুণ খ. পর্ণী, বর্হী গ. সুকান্ডী, যুঝ ঘ. রাত্রিহাস, কঞ্জ
ব্যাখ্যা: মহি অর্থ পৃথিবী। বারুণ অর্থ জল, পানি। পর্ণী অর্থ পাতা। বর্হী - ময়ূর। যুঝ অর্থ লড়াই করা। রাত্রিহাস, কঞ্জ অর্থ কমল বা পদ্ম।

Educationblog24.com

১৫৩. নিম্নের কোনটি 'ঋক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ? [১৫শ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস, সহকারী জজ, ২০২২] — ১৫৩. গ

ক. ঋদ্ধ খ. শাস্ত্রজ্ঞ গ. নক্ষত্র ঘ. কর্জ

ব্যাখ্যা: ঋদ্ধ অর্থ সমৃদ্ধ, উন্নত। শাস্ত্রজ্ঞ অর্থ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। কর্জ অর্থ ধার, ঋণ।

১৫৪. 'বাতাস' শব্দের সমার্থক কোনটি? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০২২] — ১৫৪. গ

ক. ভূধর খ. মহোদর গ. গন্ধবহ ঘ. শিখা

ব্যাখ্যা: ভূধর অর্থ পর্বত। মহোদর অর্থ বিরাট উদর বা পেট। শিখা অর্থ আগুনের চূড়া, শীর্ষদেশ।

১৫৫. নিচের কোনটি 'মেঘ' শব্দের সমার্থক শব্দ? [তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সহকারী তথ্য কর্মকর্তা, ২০২২] — ১৫৫. ঘ

ক. জলজ খ. ক্ষণপ্রভা গ. কুরচি ঘ. জলদ

ব্যাখ্যা: জলজ অর্থ জলে জন্মে যা। ক্ষণপ্রভা অর্থ বিদ্যুৎ, বিজলী। কুর্চি বা কুরচি হলো বনৌষধি বিশেষ।

১৫৬. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩য়/৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষা, পদ: খালাসী, ২০২২] — ১৫৬. ঘ

ক. সন্দেশ খ. সংবাদ গ. বার্তা ঘ. গুজব

ব্যাখ্যা: সন্দেশ, সংবাদ, বার্তা শব্দগুলো সমার্থক শব্দ। গুজব - রটনা, জনরব।

১৫৭. 'পাথার' এর সমার্থক শব্দ- [বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ওয়ারহাউস সুপারিনটেনডেন্ট ও ক্যাশিয়ার ২০২২] — ১৫৭. খ

ক. তটিনী খ. অর্ণব গ. শৈল ঘ. বন্দর

ব্যাখ্যা: পাথার, অর্ণব হলো সাগর শব্দের সমার্থক শব্দ। তটিনী অর্থ নদী। শৈল অর্থ পর্বত, গিরি।

১৫৮. 'অগ্নি' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) জুনিয়র ফিল্ড অফিসার ২০২১] — ১৫৮. ঘ

ক. অনল খ. বহ্নি গ. পাবক ঘ. মিহির

ব্যাখ্যা: মিহির অর্থ সূর্য। অনল, বহ্নি, পাবক শব্দগুলো আগুন শব্দের সমার্থক শব্দ।

১৫৯. 'অটবী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [NSI (ওয়াচার কন্সটেবল) ফিল্ড স্টাফ ২০২১] — ১৫৯. ঘ

ক. তরু খ. অরুণ গ. নীরদ ঘ. কুঞ্জ

ব্যাখ্যা: অটবী, কুঞ্জ অর্থ বন। অরুণ অর্থ সূর্য। নীরদ অর্থ মেঘ, জলদ। তরু অর্থ বৃক্ষ, গাছ।

১৬০. 'বলাহক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ, Assistant Officer ২০২১] — ১৬০. ঘ

ক. রত্নাকর খ. দ্বিরদ গ. মৃগেন্দ্র ঘ. জীমূত

ব্যাখ্যা: বলাহক এবং জীমূত অর্থ মেঘ। রত্নাকর অর্থ সমুদ্র। দ্বিরদ অর্থ হাতি। মৃগেন্দ্র অর্থ সিংহ।

১৬১. 'ঝিনুক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [জীবন বীমা কর্পোরেশন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট ২০২১] — ১৬১. খ

ক. উপল খ. সুক্তি গ. শৈল ঘ. সলিল

ব্যাখ্যা: বানানটি হবে - শুক্তি। উপল অর্থ শিলা, পাথর। শৈল অর্থ পর্বত, গিরি। সলিল অর্থ পানি।

১৬২. 'অগ্নি' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন লি. সহকারী ব্যবস্থাপক ২০২১] — ১৬২. ক

ক. কৃশানু খ. ভানু গ. সবিতা ঘ. প্রভা

ব্যাখ্যা: কৃশানু অর্থ আগুন। ভানু, সবিতা অর্থ সূর্য। প্রভা অর্থ দীপ্তি, উজ্জ্বলতা।

১৬৩. 'মক্ষিকা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগের প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা-২০২১] — ১৬৩. খ

ক. মৌমাছি খ. মাছি গ. বোলতা ঘ. ফড়িং

ব্যাখ্যা: বোলতা - বিষাক্ত হুলবিশিষ্ট পতঙ্গবিশেষ, বল্লা।

১৬৪. কোনটি 'কোকিল' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা-২০২১] — ১৬৪. গ

ক. পিক খ. পরভৃত গ. পরভৃৎ ঘ. বসন্তদূত

ব্যাখ্যা: পরভৃৎ অর্থ কাক। পরভৃত, পিক, বসন্তদূত শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ কোকিল।

১৬৫. কোন শব্দটি 'চন্দ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ক্যাশিয়ার ২০২১] — ১৬৬. গ

ক. বিধু খ. ইন্দু গ. অর্ক ঘ. মৃগাঙ্ক

ব্যাখ্যা: অর্ক অর্থ - সূর্য। বিধু, ইন্দু, মৃগাঙ্ক শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ চন্দ্র।

১৬৬. নিচের কোনটি 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ নয়? [খাদ্য অধিদপ্তর, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০২১] — ১৬৬. গ

ক. অচল খ. ভূধর গ. অবনী ঘ. অদ্রি

ব্যাখ্যা: অবনী অর্থ পৃথিবী। অচল, ভূধর, অদ্রি শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ পর্বত।

১৬৭. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর: ওয়ারলেস অপারেটর - ২০২১] — ১৬৭. খ

ক. অর্ণব খ. অংশুমালী গ. প্রসূন ঘ. পল্লব

ব্যাখ্যা: অর্ণব অর্থ সাগর। প্রসূন অর্থ ফুল। পল্লব অর্থ পাতা।

Educationblog24.com

১৬৮. **'গৃহ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?** [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১ (সকাল)] ১৬৮. খ
ক. নিবাস খ. ঘরোয়া গ. ভবন ঘ. ঘর
ব্যাখ্যা: ঘরোয়া শব্দটি বিশেষণ যার অর্থ পারিবারিক, গৃহসম্পর্কিত। ভবন, ঘর, নিবাস শব্দগুলো বিশেষ্য; এদের সমার্থক শব্দ 'গৃহ'।

১৬৯. **সমার্থক যুগ্মশব্দ -** [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; ওয়ারলেস অপারেটর পদে নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১] ১৬৯. ক
ক. হাসি-খুশি খ. আকাশ-পাতাল গ. কালি-কলম ঘ. দিন-দিন
ব্যাখ্যা: আকাশ-পাতাল বিপরীত শব্দ। কালি-কলম হলো পরিপূরক দ্রব্য। দিন-দিন একই শব্দের পুনরাবৃত্তি।

১৭০. **'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?** [দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০] ১৭০. গ
ক. অর্ণব খ. পারাবার গ. শোণিত ঘ. বারিধি
ব্যাখ্যা: অর্ণব, পারাবার, বারিধি শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ সাগর। শোণিত অর্থ রক্ত।

১৭১. **'শত্রু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০] ১৭১. ক
ক. রিপু খ. পারীন্দ্র গ. ফণী ঘ. ত্রিযামা
ব্যাখ্যা: পারীন্দ্র অর্থ পশুরাজ সিংহ। ফণী অর্থ সাপ। ত্রিযামা অর্থ রাত্রি, নিশা।

১৭২. **কোন শব্দটি 'নদী' শব্দের প্রতিশব্দ?** [উপজেলা/ আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ২০২০] ১৭২. গ
ক. নলিনী খ. নীলিমা গ. তটিনী ঘ. তনিমা
ব্যাখ্যা: নলিনী অর্থ পদ্মিনী (স্ত্রীবাচক)। নীলিমা অর্থ নীল রং বা তার আভা, নীলের ভাব। তনিমা অর্থ দেহের কৃশতা, চিকনভাব।

১৭৩. **'রাত্রি' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?** [প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের ভিএফ/ এফএ/ কম্পাউন্ডার ২০২০] ১৭৩. ঘ
ক. শর্বরী খ. রজনী গ. যামিনী ঘ. বারিদ
ব্যাখ্যা: শর্বরী, রজনী, যামিনী শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ রাত্রি। বারিদ অর্থ মেঘ।

১৭৪. **'কিরণ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০] ১৭৪. ক
ক. ময়ূখ খ. ব্যোম গ. জীমূত ঘ. আকিঞ্চন
ব্যাখ্যা: ব্যোম অর্থ আকাশ। জীমূত অর্থ মেঘ। আকিঞ্চন অর্থ দৈন্য, অভাব।

১৭৫. **নিচের কোনটি পৃথিবীর সমার্থক শব্দ নয়?** [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; অডিটর - ২০১৯] ১৭৫. D
A. অবনী B. বসুধা C. অচলা D. নবনী
ব্যাখ্যা: অবনী, বসুধা, অচলা শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ পৃথিবী। নবনী অর্থ ননি, মাখন।

১৭৬. **পর্বতের সমার্থক শব্দ নয়-** [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের; অফিস সহকারী ২০১৯] ১৭৬. C
A. পাহাড় B. অচল C. শিলা D. শৈল
ব্যাখ্যা: পাহাড়, অচল, শৈল শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ পর্বত। শিলা অর্থ পাথর।

১৭৭. **'অম্বু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯] ১৭৭. C
A. আকাশ B. বাতাস C. পানি D. নদী

১৭৮. **কোন জোড়াটি 'ঊর্মি' শব্দের সমার্থক-** [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক ২০১৭] ১৭৮. D
A. তরঙ্গ, তুঙ্গ B. ঢেউ, পৃথ্বীশ C. কল্লোল, মনোজ D. বীচি, হিল্লোল
ব্যাখ্যা: তরঙ্গ, কল্লোল, বীচি, হিল্লোল শব্দগুলোর সমার্থক অর্থ 'ঢেউ'। পৃথ্বীশ অর্থ রাজা, সম্রাট। মনোজ অর্থ মনে উৎপন্ন, কাম। তুঙ্গ অর্থ উঁচু, উন্নত।

১৭৯. **'কুঞ্জর' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৭] ১৭৯. A
A. গজ B. সাপ C. ভুজ D. চাঁদ
ব্যাখ্যা: কুঞ্জর অর্থ হাতি, গজ। ভুজ অর্থ হাত, বাহু।

১৮০. **'দেবতা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭] ১৮০. A
A. সুর B. বিভূতি C. দেউল D. ভূত
ব্যাখ্যা: বিভূতি অর্থ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। দেউল অর্থ দেবালয়, মন্দির। ভূত অর্থ অতীত।

Educationblog24.com

১৮১. 'খদ্যোত' শব্দের অর্থ— [রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭] ১৮১. B
A. পাখি B. জোনাকি C. ক্রেতা D. চতুর

১৮২. কোনটি 'প্রতীক্ষা' শব্দের প্রতিশব্দ? [রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭] ১৮২. B
A. নিবর্তক B. এন্তেজার C. বিলম্বন D. সমাপন্ন
ব্যাখ্যা: নিবর্তক অর্থ নিবারক, নিবৃত্তিকারী। বিলম্বন অর্থ দেরি। এন্তেজার আরবি শব্দ যার অর্থ প্রতীক্ষা, আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা। সমাপন্ন অর্থ শেষ, সম্পূর্ণ।

১৮৩. কোনটি 'সূর্য' শব্দের সমার্থ শব্দ নয়? [রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭] ১৮৩. B
A. আফতাব B. বারীন্দ্র C. আদিত্য D. অর্ক
ব্যাখ্যা: আফতাব, আদিত্য, অর্ক শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ 'সূর্য'। বারীন্দ্র অর্থ সমুদ্র।

১৮৪. বিভা : কিরণ :: সুবলিত : ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৭] ১৮৪. B
A. সুবিদিত B. সুগঠিত C. সুবিনীত D. বিধিত
ব্যাখ্যা: বিভা ও কিরণ হলো 'আলো' শব্দের সমার্থক। সুগঠিত ও সুবলিত অর্থ - সুন্দর রূপে গঠিত। সুবিদিত অর্থ ভালোভাবে জানা আছে এমন। সুবিনীত অর্থ অতিশয় বিনীত। বিধিত অর্থ রীতিমত, যথাবিহিত।

১৮৫. প্রাণদ : জল :: মহীজ : ? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২০১৭] ১৮৫. B
A. সম্বর B. গ্রহ C. নিঃসর্গ D. অশ্ব
ব্যাখ্যা: প্রাণদ অর্থ প্রাণদানকারী, জীবন দাতা। জল আমাদের প্রাণদান করে। মহী অর্থ পৃথিবী। মহীজ অর্থ মহী বা পৃথিবী নামক গ্রহে জন্মায় যা।

১৮৬. 'অমরা' শব্দের অর্থ কী? [বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার ২০১৭] ১৮৬. A
A. স্বর্গ B. জীবন্মৃত C. নরক D. বনবাস
ব্যাখ্যা: অমরা, অমরাবতী, অমর্ত্যলোক অর্থ স্বর্গ। জীবন্মৃত অর্থ জীবিত থেকেও মৃত।

১৮৭. 'আমানত' শব্দের অর্থ কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর সহকারী পরিচালক ২০১৭] ১৮৭. C
A. কথা রাখা B. সততা C. গচ্ছিত D. বিশ্বাস

১৮৮. 'সাগর' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর ফিল্ড অফিসার ২০১৭] ১৮৮. B
A. নদী B. অর্ণব C. অম্বর D. তটিনী
ব্যাখ্যা: অম্বর অর্থ আকাশ। তটিনী অর্থ নদী।

১৮৯. 'অনিন্দ্য' শব্দটির অর্থ কী? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স-এর কার্যালয়ের অডিটর ২০১৭] ১৮৯. C
A. নিন্দনীয় B. আনন্দ C. নিখুঁত D. দুঃখ
ব্যাখ্যা: অনিন্দ্য অর্থ নিন্দনীয় নয় এমন। নিখুঁত অর্থ খুঁতহীন, ত্রুটিহীন।

১৯০. 'অম্বর' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৭] ১৯০. C
A. চন্দ্র B. সূর্য C. নভ D. মেঘ
ব্যাখ্যা: অম্বর, নভ শব্দের সমার্থক শব্দ 'আকাশ'।

১৯১. 'অগ্নি' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১৪ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭] ১৯১. D
A. হুতাশন B. কৃশানু C. বায়ুসখা D. দ্যুতি
ব্যাখ্যা: হুতাশন, কৃশানু, বায়ুসখা, অগ্নি শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ 'আগুন'। দ্যুতি অর্থ আলো, দীপ্তি।

১৯২. 'সনাতন' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯২. B
A. নতুন B. চিরন্তন C. গ্রাম্য D. কোনোটিই নয়

১৯৩. 'কুটুম্ব' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯৩. B
A. কালো B. আত্মীয় C. প্রতিবিম্ব D. কলরব
ব্যাখ্যা: কলরব অর্থ কোলাহল। প্রতিবিম্ব অর্থ প্রতিফলন, দর্পণে পতিত আলোক-রশ্মির প্রত্যাবর্তন।

১৯৪. 'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯৪. C
A. প্রভা B. জলদ C. অন্তরীক্ষ D. সমীর
ব্যাখ্যা: প্রভা অর্থ দীপ্তি, উজ্জ্বলতা। জলদ অর্থ মেঘ। সমীর অর্থ বাতাস।

Educationblog24.com

১৯৫. 'সুধাকর' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯৫. A
A. চন্দ্র B. সূর্য C. মধু D. মিষ্টি

১৯৬. 'যুগপৎ' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯৬. B
A. যুক্ত পথ B. একই সময়ে C. এক যুগের পর D. কোনোটিই নয়

১৯৭. 'বিহঙ্গ' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯৭. C
A. পর্বত B. নদী C. পাখি D. সমুদ্র

১৯৮. 'তিমির' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬] ১৯৮. D
A. অপলাপ B. দহন C. গগন D. অন্ধকার
ব্যাখ্যা: অপলাপ অর্থ অবমাননা, অস্বীকার। দহন অর্থ দগ্ধকরণ, জ্বালা। গগন অর্থ আকাশ।

১৯৯. 'ইনকিলাব' শব্দের অর্থ— [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৬] ১৯৯. A, C
A. আন্দোলন B. সন্ত্রাস C. বিপ্লব D. চিরন্তন
ব্যাখ্যা: ইনকিলাব একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বিপ্লব, আন্দোলন। এখানে ক এবং গ দুটি সঠিক উত্তর। তবে, বিপ্লব অর্থটি বেশি প্রযোজ্য।

২০০. 'কল্লোল' শব্দের অর্থ কী? [সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, ২০১৬] ২০০. B
A. কলকল B. শব্দময় ঢেউ C. কোলাহল D. তরঙ্গ
ব্যাখ্যা: কল্লোল শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ শব্দময় ঢেউ, মহাতরঙ্গ। তরঙ্গ অর্থ ঢেউ।

২০১. 'মার্জার' অর্থ কী? [সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার, উপসহকারী প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মকতা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৬] ২০১. B
A. মার্জনাকারী B. বিড়াল C. কাক D. কুকুর

২০২. 'অভিনিবেশ' শব্দটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (মেট্রোপলিটন সার্কেল) পরিদর্শক ২০১৬] ২০২. A
A. মনোযোগ B. নিস্পৃহ C. বিশেষভাবে D. অভিরুচি

২০৩. 'অর্বাচীন' শব্দের অর্থ কী? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১৬] ২০৩. C
A. বোকা B. মূর্খ C. নির্বোধ D. সরল
ব্যাখ্যা: অর্বাচীন অর্থ কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা নবীন ব্যক্তি। এখানে, নির্বোধ শব্দটি অর্বাচীন শব্দের প্রায় সমার্থক।

২০৪. কোনটি 'বিবাহ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১৬] ২০৪. D
A. পরিণয় B. পাণিগ্রহণ C. পাণি পীড়ন D. পাণি প্রার্থী
ব্যাখ্যা: পাণি প্রার্থী অর্থ হাত ধরতে চায় এমন, বিবাহে আগ্রহী। পরিণয়, পাণিগ্রহণ, পাণি পীড়ন শব্দগুলো 'বিবাহ' শব্দের প্রতিশব্দ। পাণি অর্থ হাত।

২০৫. 'সারমেয়' শব্দের অর্থ- [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পিএসসি'র সহকারী পরিচালক ২০১৬] ২০৫. C
A. হরিণ B. খরগোশ C. কুকুর D. সারস

২০৬. 'নীর' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিভিলিয়ান সহকারী পরিচালক ২০১৬] ২০৬. C
A. অগ্নি B. চন্দ্র C. বারি D. ভূধর
ব্যাখ্যা: নীর অর্থ পানি, বারি।

২০৭. 'জাহাকুল আবদ' শব্দের অর্থ- [উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬] ২০৭. B
A. বন্দীর হাসি B. গোলামের হাসি C. প্রেমিকার হাসি D. সন্তানের হাসি
ব্যাখ্যা: আবদ অর্থ দাস, গোলাম, বান্দা।

২০৮. 'প্রস্রবণ' শব্দের অর্থ- [উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬] ২০৮. C
A. নদী B. হ্রদ C. ঝরনা D. আনন্দ

২০৯. 'হর্ষ' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬] ২০৯. D
A. হলুদ B. সাধ C. দুষ্ট D. আনন্দ

২১০. 'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬] ২১০. D
A. নদী B. রাত C. অমাবস্যা D. মেঘমালা

Educationblog24.com

ATM

২১১. 'অবলা' শব্দের অর্থ কী? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৬] — ২১১. C
A. অনুক্ত B. নিন্দনীয় C. নারী D. নিরীহ

২১২. 'অলীক' শব্দের অর্থ কী? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬] — ২১২. D
A. কপাল B. স্বপ্ন C. হাতী D. মিথ্যা

২১৩. 'সদন' শব্দের অর্থ কী? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬] — ২১৩. B
A. সাদা B. নিবাস C. প্রথা D. আদি
ব্যাখ্যা: সদন অর্থ নিবাস, বাড়ি।

২১৪. 'আভরণ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [সাব-রেজিস্ট্রার - ২০১৬] — ২১৪. D
A. সূর্য B. পোশাক C. রাত্র D. অলংকার
ব্যাখ্যা: পোশাক ফার্সি শব্দ যার অর্থ পরিচ্ছদ, বেশ।

২১৫. কোন শব্দটি 'পুত্র' শব্দের সমার্থক নয়? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬] — ২১৫. D
A. আত্মজ B. নন্দন C. তনয় D. শৈলজ
ব্যাখ্যা: শৈলজ অর্থ পর্বতজাত। তনয়, আত্মজ, নন্দন শব্দগুলো 'পুত্র' শব্দের সমার্থক।

২১৬. ষোলকলা অর্থ- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬] — ২১৬. A
A. সম্পূর্ণ B. সুন্দর কলা C. ষোলটি কলা D. একটানা

২১৭. 'জায়া' শব্দের সমার্থক শব্দ- [১৩ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৬] — ২১৭. A
A. অর্ধাঙ্গী B. কন্যা C. নন্দিনী D. ভগিনী
ব্যাখ্যা: জায়া অর্থ স্ত্রী, অর্ধাঙ্গী। কন্যা, নন্দিনী অর্থ মেয়ে। ভগিনী অর্থ বোন।

২১৮. 'রাত্রি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১৩ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৬] — ২১৮. D
A. শর্বরী B. ত্রিযামা C. ক্ষণদা D. ভানু
ব্যাখ্যা: ভানু অর্থ সূর্য। রাত্রি শব্দের সমার্থক শর্বরী, ত্রিযামা, ক্ষণদা।

২১৯. 'চন্দ্র' এর প্রতিশব্দ নয়- [১৩ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৬] — ২১৯. C
A. সোম B. হিমাংশু C. সবিতা D. দ্বিজরাজ
ব্যাখ্যা: সবিতা অর্থ সূর্য। সোম, হিমাংশু, দ্বিজরাজ অর্থ চাঁদ, চন্দ্র।

২২০. 'পতাকা'- এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৩ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৬] — ২২০. A
A. কেতন B. মার্গ C. নলিন D. ভাজন
ব্যাখ্যা: মার্গ অর্থ পথ, উপায়, সাধনপদ্ধতি। নলিন অর্থ পদ্ম। ভাজন অর্থ পাত্র, ব্যক্তি।

২২১. 'নদী'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১৩ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৬] — ২২১. A
A. সরিৎ B. নগ C. গিরি D. বিহগ
ব্যাখ্যা: নগ অর্থ পাহাড়, পর্বত। গিরি অর্থ পাহাড়। বিহগ অর্থ পাখি।

২২২. 'নাদ' শব্দের অর্থ কী? [১৩ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৬] — ২২২. C
A. মেঘের ডাক B. বাঘের ডাক C. সিংহের ডাক D. ময়ূরের ডাক
ব্যাখ্যা: গুড়গুড় অর্থ মেঘের ডাক। বাঘের ডাক হলো গর্জন। ময়ূরের ডাক হলো কেকা।

২২৩. 'নীপ' শব্দের অর্থ কোনটি? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO) ২০১৬] — ২২৩. C
A. কেয়া B. টগর C. কদম D. শিউলি

২২৪. 'উপক্রম' শব্দের যথার্থ সমার্থক শব্দ কোনটি? [স্বাস্থ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৫] — ২২৪. A
A. সূত্রপাত B. চেষ্টা C. প্রয়াস D. আরম্ভ
ব্যাখ্যা: প্রয়াস অর্থ ইচ্ছা, শ্রম।

২২৫. 'গুবাক' শব্দের অর্থ কী? [থানা শিক্ষা অফিসার (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ২০১৫] — ২২৫. D
A. নারিকেল B. আতাগাছ C. কদমগাছ D. সুপারীগাছ

২২৬. 'ইত্তেফাক' শব্দের মানে – [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী ২০১৫] — ২২৬. A
A. সম্প্রীতি B. সংবর্ধনা C. সংলাপ D. আহার

Educationblog24.com

Educationblog24.com

২২৭. 'খেচর' কোনটি? [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী ২০১৫] ২২৭. B
A. জলচারী B. আকাশচারী C. স্থলচারী D. জলধি
ব্যাখ্যা: জলচারী অর্থ জলে চরে যে। স্থলচারী অর্থ স্থলে চরে যে। জলধি অর্থ সমুদ্র।

২২৮. 'যবন' শব্দের সমার্থক কোনটি? [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী ২০১৫] ২২৮. B
A. হিন্দু B. মুসলিম C. বৌদ্ধ D. খ্রিস্টান
ব্যাখ্যা: যবন - প্রাচীন অহিন্দু গ্রিক জাতি।

২২৯. 'অভিলাষ' শব্দটির অর্থ কী? [মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অডিটর ২০১৫] ২২৯. A
A. ইচ্ছা B. অভিশাপ C. গলিত লাশ D. অভিনয়

২৩০. তাম্বুল শব্দের অর্থ - [সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৫] ২৩০. A
A. পান B. ঠোঁট C. অর্বাচীন D. গাল

২৩১. 'রাজা' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ সহকারী প্রকৌশলী ২০১৫] ২৩১. B
A. নৃপতি B. অম্বুপতি C. মহীপতি D. নৃপ
ব্যাখ্যা: অম্বুপতি অর্থ সমুদ্র। নৃপতি, মহীপতি, নৃপ শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ 'রাজা'।

২৩২. 'বিজিত' শব্দের অর্থ কী? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৫] ২৩২. A
A. পরাজিত B. পুরস্কৃত C. জয়লাভ করা D. জয়ী

২৩৩. 'পানি' - এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক - ২০১৫] ২৩৩. A
A. জল B. পত্রগ C. অরুণ D. বহ্নি
ব্যাখ্যা: অরুণ অর্থ সূর্য (সকাল বেলার)। বহ্নি - আগুন, অগ্নি।

২৩৪. ইচ্ছা - এর সমার্থক শব্দ - [SESIP উপজেলা / থানা একাডেমিক সুপারভাইজার ২০১৫] ২৩৪. A
A. অভিলাষ B. স্বেচ্ছা C. সৃজনী D. আগ্রহী

২৩৫. আকাশের প্রতিশব্দ – [SESDP থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৫] ২৩৫. A
A. গগন B. কিরণ C. কানন D. অসীম
ব্যাখ্যা: কিরণ অর্থ আলো। কানন অর্থ বাগান।

২৩৬. 'কূজন' শব্দের অর্থ – [SESDP গবেষণা কর্মকর্তা ২০১৫] ২৩৬. B
A. খারাপ লোক B. পাখির ডাক C. যুদ্ধ D. কুহু কুহু
ব্যাখ্যা: কূজন অর্থ পাখির ডাক। কুজন - খারাপ লোক। কুহু কুহু অর্থ কোকিলের ডাক।

২৩৭. 'হাতি' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫] ২৩৭. D
A. কুন্তল B. বজ্র C. তনু D. করী
ব্যাখ্যা: কুন্তল অর্থ চুল। তনু অর্থ দেহ।

২৩৮. 'মাতঙ্গ' কার সমার্থক? [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫] ২৩৮. C
A. হরিণ B. ভুজঙ্গ C. হাতি D. অশ্ব
ব্যাখ্যা: ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। অশ্ব অর্থ ঘোড়া।

২৩৯. কোনটি 'পানি' শব্দের সমার্থক শব্দ? [১২ তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫] ২৩৯. B
A. সবিতা B. সলিল C. সাগর D. সৈকত
ব্যাখ্যা: সবিতা অর্থ সূর্য।

২৪০. 'জলাশয়' শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে– [১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫] ২৪০. A
A. সরোবর B. জলধর C. অম্বু D. সলিল
ব্যাখ্যা: জলধর অর্থ মেঘ। অম্বু, সলিল অর্থ পানি।

২৪১. 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ কী? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২০১৫] ২৪১. A
A. পূজার উপকরণ B. পূজার বাদ্য C. পূজার মণ্ডপ D. পূজার আধার

২৪২. 'কর্পূর' শব্দের অর্থ – [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২০১৫] ২৪২. B
A. করণীয় B. রাক্ষস C. গন্ধদ্রব্যবিশেষ D. রাসায়নিক পদার্থ
ব্যাখ্যা: কর্পূর অর্থ সাদা রঙের উদ্বায়ী গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

Educationblog24.com

২৪৩. 'সূর্য' - এর সমার্থক / প্রতিশব্দ – [গ্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]
A. হিরণ B. দ্যুলোক C. মিহির D. ধরিত্রী
ব্যাখ্যা: হিরণ শব্দের সমার্থক শব্দ স্বর্ণ, সোনা, সুবর্ণ। দ্যুলোক শব্দের সমার্থক শব্দ স্বর্গ, অমরাবতী। মিহির শব্দের সমার্থক শব্দ আফতাব, বিভাকর, সূর্য। ধরিত্রী শব্দের সমার্থক শব্দ বসুন্ধরা, ভুবন।
২৪৩. C

২৪৪. 'পঞ্চম স্বর' – এর অর্থ কী? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২০১৫]
A. কোকিলের সুরলহরী B. পল্লব C. পায়ের পাতা D. দেবতার আরাধনা
ব্যাখ্যা: পঞ্চম স্বর বা পঞ্চম রাগ এর অর্থ স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর; 'পা' নাম স্বর বা কোকিলের স্বর। উপরিউক্ত কোকিলের সুরলহরীই সঠিক। পল্লব অর্থ পাতা।
২৪৪. A

২৪৫. 'আশীবিষ' - এর অর্থ কী? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২০১৫]
A. ভুজঙ্গ B. মার্তণ্ড C. হুতাশন D. মাতঙ্গ
ব্যাখ্যা: 'আশীবিষ' এর সমার্থক শব্দ হলো: সাপ, বিষধর ইত্যাদি। 'মার্তণ্ড, 'হুতাশন' ও 'মাতঙ্গ' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো যথাক্রমে - সূর্য, আগুন ও হাতি।
২৪৫. A

২৪৬. 'শশাঙ্ক' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]
A. চাঁদ B. খরগোশ C. সমুদ্র D. সূর্য
ব্যাখ্যা: 'শশাঙ্ক' - চাঁদ, চন্দ্র। খরগোশ, সমুদ্র ও সূর্য শব্দের সমার্থক শব্দ যথাক্রমে - শশক, সাগর, রবি।
২৪৬. A

২৪৭. 'পুষ্প' এর সমার্থক শব্দ নয় – [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৪]
A. ফুল B. কুসুম C. অবনী D. প্রসূন
ব্যাখ্যা: পুষ্প সমার্থক শব্দ ফুল, কুসুম, প্রসূন। অবনী অর্থ পৃথিবী।
২৪৭. C

২৪৮. 'গৃহ' এর সমার্থক শব্দ নয় – [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৪]
A. নিবাস B. ঘরোয়া C. ভবন D. ঘর
ব্যাখ্যা: গৃহ শব্দটি বিশেষ্য যার সমার্থক শব্দ নিবাস, ভবন, ঘর। ঘরোয়া শব্দটি বিশেষণ যার অর্থ ঘর-সম্পর্কিত।
২৪৮. B

২৪৯. 'রাত্রি'র সমার্থক শব্দ কোনটি? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন অডিটর ২০১৪]
A. নিশীথ B. অমানিশা C. আঁধার D. A ও B দু'টি
ব্যাখ্যা: অমানিশা অর্থ অমাবস্যা রাত্রি, অন্ধকার রাত্রি। আঁধার অর্থ অন্ধকার।
২৪৯. A

২৫০. কোনটি জল শব্দের সমার্থক নয়? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন অডিটর ২০১৪]
A. বারি B. নীর C. বারিদ D. পাণি
ব্যাখ্যা: জল শব্দের সমার্থক বারি, নীর, বারিদ। পাণি অর্থ হাত।
২৫০. D

২৫১. 'প্রকৃত' - এর সমার্থক পদ কোনটি? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী ২০১৪]
A. প্রকৃত B. স্বাভাবিক C. যথার্থ D. বেমানান
২৫১. C

২৫২. কোন শব্দটি 'রাত্রি' এর সমার্থক নয়? [কন্ট্রোলার ডিফেন্স ফাইনান্স - এর অধীনে অডিটর ২০১৪]
A. যামিনী B. শর্বরী C. নীলাম্বু D. রজনী
ব্যাখ্যা: নীলাম্বু অর্থ সাগরের জল। রাত্রি শব্দের সমার্থক শব্দ যামিনী, শর্বরী, রজনী।
২৫২. C

২৫৩. কোনটি জিজ্ঞাসার সমার্থক শব্দ নয়? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ড -এর মাঠকর্মী ২০১৪]
A. শুধানো B. পুছা C. জবাব D. জেরা
ব্যাখ্যা: জবাব অর্থ উত্তর। জিজ্ঞাসা শব্দের সমার্থক শব্দ শুধানো, পুছা, জেরা।
২৫৩. C

২৫৪. 'সপ্তসুরে' - এর প্রতিশব্দ কোনটি? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মাঠকর্মী ২০১৪]
A. সাতটি সুর B. চরম সুর C. চড়া সুর D. নরম সুর
ব্যাখ্যা: সপ্তসুর মানে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ - এই সাতটি সুর (সা রে গা মা পা ধা নি) - কে বুঝায়। সপ্তসুর অর্থ সর্বোচ্চ গানের সুর। নি অর্থ উচ্চ স্বর।
২৫৪. C

২৫৫. 'পাখি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [১০তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]
A. বিহগ B. গরুড় C. পৃপ D. বিহঙ্গ
ব্যাখ্যা: পাখি শব্দের সমার্থক শব্দ বিহগ, গরুড়, বিহঙ্গ। পৃপ অর্থ স্পর্শ করা।
২৫৫. C

Educationblog24.com

Educationblog24.com

২৫৬. কোন শব্দটি ঘোড়ার সমার্থক? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৪] ২৫৬. A
A. তুরঙ্গ B. ভুজঙ্গ C. কুরঙ্গ D. বিহঙ্গ
ব্যাখ্যা: ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। কুরঙ্গ অর্থ হরিণ। বিহঙ্গ অর্থ পাখি।

২৫৭. 'খেচর' শব্দটির অর্থ কী? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪] ২৫৭. D
A. খচ্চর B. দুষ্ট প্রকৃতির লোক C. চাকর D. যে প্রাণী আকাশে চরে
ব্যাখ্যা: 'খেচর' শব্দের অর্থ আকাশে বিচরণকারী, আকাশচারী। খচ্চর শব্দ দ্বারা বোঝায় ঘোড়া ও গাধার সম্মিলনে উৎপন্ন পশু, দুষ্ট, বদমায়েশ।

২৫৮. 'অম্বর'- এর প্রতিশব্দ কোনটি? [নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩] ২৫৮. D
A. পৃথিবী B. জল C. সমুদ্র D. আকাশ

২৫৯. 'আধেক' কথাটির শিষ্টরূপ কী? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৩] ২৫৯. A
A. অর্ধেক B. আধখানা C. অধুনা D. অর্ধ
ব্যাখ্যা: অধুনা হলো আধুনিক শব্দের বিশেষ্য রূপ।

২৬০. নিচের কোন শব্দটি 'কপাল' এর সমার্থক? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৩] ২৬০. B
A. কপোল B. ললাট C. মস্তক D. কাপালিক
ব্যাখ্যা: কপোল অর্থ গাল। কাপালিক অর্থ তান্ত্রিকবিশেষ, কপাল সম্বন্ধীয়।

২৬১. পদ্মের সমার্থক শব্দ কোনটি? [কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১৩] ২৬১. C
A. মনসিজ B. জলধর C. অরবিন্দ D. অঞ্জন
ব্যাখ্যা: মনসিজ অর্থ মদন, কামদেব। জলধর - সমুদ্র। অঞ্জন - কাজল, নীল বা কালো রঙের আভা।

২৬২. 'আষাঢ়ে মেঘ থেকে আসার নামে'– এ বাক্যে 'আসার' শব্দের অর্থ কী? [৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৩; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১১] ২৬২. B
A. জলধারা B. জলকণা C. জলধর D. ঝলঝড়
ব্যাখ্যা: জলধর এর সমার্থক মেঘ, সমুদ্র।

২৬৩. চোখের প্রতিশব্দ নয় কোনটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০১৩] ২৬৩. C
A. নয়ন B. লোচন C. সলিল D. অক্ষি
ব্যাখ্যা: চোখ এর সমার্থক শব্দ নয়ন, লোচন, অক্ষি। সলিল অর্থ পানি।

২৬৪. 'বিদ্যুৎ' শব্দের সমার্থক শব্দ [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ১৪] ২৬৪. C
A. প্রভাকর B. সুধাকর C. ক্ষণপ্রভা D. দ্রুম
ব্যাখ্যা: প্রভাকর অর্থ সূর্য। সুধাকর অর্থ চন্দ্র। দ্রুম অর্থ বৃক্ষ, গাছ।

২৬৫. 'সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।' - এখানে 'আপে' অর্থ কী? [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ২০১৪] ২৬৫. C
A. আগে B. সম্পূর্ণ C. স্বয়ং D. পুরোপুরি
ব্যাখ্যা: আপে অর্থ স্বয়ং, খোদ।

২৬৬. হিল্লোল এর প্রতিশব্দ কোনটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ২০১৩] ২৬৬. C
A. সাহস B. হাসি-ঠাট্টা C. তরঙ্গ D. কম্পন

২৬৭. 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ নয়- [সমাজসেবা অফিসার ২০১৩] ২৬৭. C
A. পাহাড় B. গিরি C. শিলা D. শৈল
ব্যাখ্যা: পর্বত অর্থ পাহাড়, গিরি, শৈল। শিলা অর্থ পাথর।

২৬৮. 'কিরণ' এর সমার্থক শব্দ নয়– [প্রাক.প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩] ২৬৮. A
A. রবি B. রশ্মি C. প্রভা D. কর
ব্যাখ্যা: রবি অর্থ সূর্য। কিরণ অর্থ রশ্মি, প্রভা, কর।

২৬৯. 'কিরণ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাক.প্রা. সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১৩] ২৬৯. C
A. তনয়া B. অক্ষমা C. অংশু D. পরভৃত
ব্যাখ্যা: তনয়া অর্থ কন্যা। পরভৃত অর্থ কোকিল। পরভৃৎ অর্থ কাক। অক্ষমা - ক্রোধ, ক্ষমাশূন্যতা।

Educationblog24.com

২৭০. 'পর্বত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাক.প্রা. সহকারী শিক্ষক (শীতলক্ষ্যা) ২০১৩]
A. সরোজ B. মহীধর C. বৈভব D. উদক
ব্যাখ্যা: সরোজ অর্থ পদ্ম, কমল। বৈভব অর্থ ঐশ্বর্য, ধন। উদক অর্থ জল, পানি। ২৭০. B

২৭১. 'কল্লোল' শব্দটির অর্থ কী? [মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৩]
ক. পাল খ. ঢেউ গ. চিবুক ঘ. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: ঢেউ - জলের উঁচুনিচু চলাচল। কল্লোল - কল্লোল হলো ঢেউ থেকে উৎপন্ন শব্দ। এই অর্থে ঢেউ এর অপর নাম কল্লোল। কিন্তু কল্লোলিনী অর্থ নদী। পাল অর্থ- দল। ২৭১. খ

২৭২. 'হেলাল' শব্দের সমার্থক - [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED); কমিউনিটি অর্গানাইজার - ২০২৩]
ক. আদিত্য খ. রাকা গ. অংশুমান ঘ. ফাল্গুনী
ব্যাখ্যা: হেলাল এবং রাকা শব্দের অর্থ চাঁদ। আদিত্য, অংশুমান অর্থ- সূর্য। ২৭২. খ

২৭৩. 'বিজুরি' শব্দের প্রতিশব্দ কী? [পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পোস্টাল অপারেটর - ২০২৩]
ক. চপলা খ. মেঘ গ. গগন ঘ. ছায়া
ব্যাখ্যা: চপলা, বিজুরি অর্থ- বিদ্যুৎ। গগন অর্থ- আকাশ। ২৭৩. ক

University MCQ Solution

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৭৪. 'পর্বত' এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫; খ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. অচল খ. মেদিনী গ. শৈল ঘ. অদ্রি
ব্যাখ্যা: 'মেদিনী' শব্দের অর্থ হলো পৃথিবী বা ভূমি। ২৭৪. খ

২৭৫. 'নন্দন' শব্দটির সমার্থক- [ঢাবি চ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. অভিনন্দন খ. সৌন্দর্য গ. সৌখিনতা ঘ. বিলাস
ব্যাখ্যা: 'নন্দন' অর্থ হলো আনন্দদায়ক। যেহেতু সৌন্দর্য আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই 'নন্দন' শব্দটি সৌন্দর্যের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'নন্দন' পুত্র শব্দের সমার্থকও হয়। অভিনন্দন: প্রশংসাদ্বারা আনন্দ প্রকাশ; সম্মান প্রদর্শন। সৌখিনতা: বিলাসিতা বা রুচিশীলতা। ২৭৫. খ

২৭৬. কোনটি নদীর সমার্থক নয়? [ঢাবি ক ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. সরসী খ. বাহিনী গ. তটিনী ঘ. সরিৎ
ব্যাখ্যা: সরসী অর্থ সরোবর, দিঘি। ২৭৬. ক

২৭৭. 'ধেনু' শব্দের সমার্থক শব্দ - [ঢাবি চ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. বিড়াল খ. বাঘ গ. গরু ঘ. ছাগল ২৭৭. গ

২৭৮. 'অম্বর' শব্দের অর্থ - [ঢাবি চ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. মেঘ খ. কৃত্রিম গ. আকাশ ঘ. জলাশয়
ব্যাখ্যা: মেঘ - বারিদ, জলধর। জলাশয় - জলের আধার। কৃত্রিম - স্বভাবত বা প্রকৃতি সৃষ্ট নয় এমন। ২৭৮. গ

২৭৯. নিচের কোনটি 'পাথার' শব্দের সমার্থক শব্দ নয়? [ক ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. অর্ণব খ. সমুদ্র গ. জলধি ঘ. তটিনী
ব্যাখ্যা: তটিনী শব্দের সমার্থক শব্দ স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিণী, প্রবাহিণী, শৈবলিনী, কল্লোলিনী, গাঙ। ২৭৯. ঘ

২৮০. 'কিরণ' - এর সমার্থক শব্দ নয় - [ঢাবি চ ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. রশ্মি খ. রবি গ. কর ঘ. প্রভা
ব্যাখ্যা: রবি অর্থ সূর্য। কিরণ এর সমার্থক শব্দ রশ্মি, কর, প্রভা। ২৮০. খ

২৮১. 'সিংহ' শব্দের সমার্থক নয় - [ঢাবি চ ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. পশুরাজ খ. মৃগরাজ গ. মৃগেন্দ্র ঘ. মাতঙ্গ
ব্যাখ্যা: মাতঙ্গ - হাতি। সিংহ অর্থ পশুরাজ, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র। ২৮১. ঘ

Educationblog24.com

২৮২. নিচের কোন শব্দজোড় বিসদৃশ? [ঢাবি গ ইউনিট, ২০২০-২১] ২৮২. খ

ক. অলক : চিকুর খ. চিবুক : ঠোঁট গ. লোচন : নেত্র ঘ. পাণি : ভুজ

ব্যাখ্যা: অলক: চিকুর অর্থ চুল; লোচন: নেত্র অর্থ চোখ; পাণি: ভুজ অর্থ হাত; চিবুক অর্থ থুতনি।

২৮৩. চুলের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [ঢাবি চ ইউনিট, ২০২০-২১] ২৮৩. ঘ

ক. কেশ খ. চিকুর গ. কুন্তল ঘ. ললিত

ব্যাখ্যা: চুল শব্দের সমার্থক শব্দ কেশ, চিকুর, কুন্তল। ললিত অর্থ সুন্দর, মনোহর।

২৮৪. যে সম্পর্কটি বিসদৃশ - [ঢাবি খ ইউনিট, ২০২০-২১] ২৮৪. ক

ক. ঠাট্টা : শ্লেষ খ. হর্ষ : পরিতোষ গ. অভিলাষ : বাঞ্ছা ঘ. নিরন্ধ্র : নিবিড়

ব্যাখ্যা: ঠাট্টা আর শ্লেষ সমার্থক হলেও একটু পার্থক্য আছে। ঠাট্টার পরিমাণ অত্যধিক হলে এটিকে শ্লেষ বলা হয়। ঠাট্টা কম: শ্লেষ বেশি; তাই এটিকেই বিসদৃশ বলা যায়। ক অপশন ছাড়া বাকিগুলো সমার্থক।

২৮৫. 'সমুদ্র' শব্দটির প্রতিশব্দ- [ঢাবি, A ইউনিট ২০১৯-২০] ২৮৫. ক

ক. রত্নাকর খ. অম্বুজ গ. জলদ ঘ. বরুণ

ব্যাখ্যা: অম্বুজ অর্থ পানিতে জন্মেছে এমন, জলজাত। জলদ অর্থ মেঘ। বরুণ অর্থ সমুদ্রের অধিপতি, জলের দেবতা।

২৮৬. 'উত্তম' শব্দের সমার্থক নয়- [ঢাবি, B ইউনিট ২০১৯-২০] ২৮৬. গ

ক. উপাদেয় খ. উৎকৃষ্ট গ. অভিরুচি ঘ. বরেণ্য

ব্যাখ্যা: উত্তম শব্দের সমার্থক উপাদেয়, উৎকৃষ্ট, বরেণ্য। অভিরুচি - প্রবৃত্তি, ইচ্ছা।

২৮৭. নিচের কোন শব্দগুচ্ছ সমার্থক? [ঢাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০] ২৮৭. খ

ক. নিলয়, নিকেতন, গৃহ, খগ খ. ছবি, আলেখ্য, তসবির, নকশা

গ. সুধাকর, রাকেশ, অভ্র, সোম ঘ. বহ্নি, পাবক, শর্বর, তমিস্রা

ব্যাখ্যা: নিলয় - গৃহ, আলয়। খগ - পাখি, শূন্যে বিচরণকারী। আলেখ্য - ছবি, প্রতিমূর্তি। তসবির - ছবি। সুধাকর, রাকেশ, সোম - চন্দ্র। অভ্র - মেঘ, আকাশ। বহ্নি, পাবক - আগুন। শর্বর - অন্ধকার, কামদেব। তমিস্রা - অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকারময়। নকশা - চিত্রাদির কাঠামো বা খসড়া, স্কেচ।

২৮৮. 'পরভৃত' কোন শব্দের সমার্থক? [ঢাবি, চ ইউনিট ২০১৯-২০] ২৮৮. গ

ক. পায়রা খ. অন্যের ভৃত্য গ. কোকিল ঘ. পর্বত

২৮৯. 'সিতকর' শব্দের অর্থ [ঢাবি ক ২০১৮-১৯] ২৮৯. C

A. সমুদ্র B. হিমালয় C. চাঁদ D. চোর

২৯০. যে সম্পর্কটি বিসদৃশ - [ঢাবি খ ইউনিট ২০১৮-১৯] ২৯০. A

A. বারিধি : বারিদ B. কাঞ্চন : সুবর্ণ

C. মৃগেন্দ্র : কেশরী D. সবিতা : তপন

ব্যাখ্যা: বারিধি - সমুদ্র। বারিদ - মেঘ। স্বর্ণ - সুবর্ণ, কাঞ্চন।

২৯১. শ্বাপদ অর্থ শ্বন + পদ। এখানে 'শ্বন' শব্দের অর্থ- [ঢাবি খ ইউনিট ২০১৮-১৯] ২৯১. A

A. সারমেয় B. ধারালো C. তীক্ষ্ণ নখযুক্ত D. হিংস্র

ব্যাখ্যা: সারমেয় অর্থ কুকুর।

২৯২. 'উদক' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঢাবি গ ইউনিট ২০১৮-১৯] ২৯২. A

A. জল B. অন্ন C. তণ্ডুল D. ফলাহার

ব্যাখ্যা: ফলাহার - ভাত ছাড়া অন্যান্য নিরামিষ ভোজন।

২৯৩. কোন শব্দগুচ্ছ সমার্থক? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯] ২৯৩. A

A. ছায়া, আভাস, প্রতিকায়, আদল B. ফারাক, সমপদ, তফাত, ব্যত্যয়

C. সরলতা, ঋজুতা, বঙ্কিম, সোজা D. যামিনী, শর্বরী, শশাঙ্ক, নিশাকর

ব্যাখ্যা: ফারাক - পার্থক্য, প্রভেদ। ব্যত্যয় - ব্যতিক্রম, বৈপরিত্য। ঋজুতা - সরলরেখা। বঙ্কিম - ঈষৎ বক্র, বাঁকা। যামিনী, শর্বরী - রাত, রজনী। শশাঙ্ক, নিশাকর - চাঁদ, চন্দ্র।

২৯৪. 'অলখের পাথার বাহিয়া'- এ চরণে 'পাথার' - এর সমার্থক কোনটি? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯] ২৯৪. D

A. প্রস্তর B. পবন C. সমুদ্রকান্তা D. অর্ণব

Educationblog24.com

২৯৫. 'দেউল' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮ ১৯]
A. দেওয়ালি B. দেয়াল C. দলিল D. দেবালয়
ব্যাখ্যা: 'দেউল' শব্দের অর্থ মন্দির। দেবালয় = দেবতার আলয়; অর্থাৎ মন্দির। ২৯৫. D

২৯৬. কোনটি সমার্থ শব্দ নয়? [ঢাবি ক ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. ইন্দু B. বিধু C. সুধাংশু D. বীচি
ব্যাখ্যা: চাঁদ এর সমার্থক ইন্দু, বিধু, সুধাংশু। বীচি অর্থ ঢেউ। ২৯৬. D

২৯৭. নিচের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [ঢাবি গ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. ঊষা B. প্রদোষ C. প্রত্যুষ D. সুবাহ
ব্যাখ্যা: প্রদোষ অর্থ সন্ধ্যা। ঊষা, প্রত্যুষ, সুবাহ শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ ভোর। ২৯৭. B

২৯৮. 'সংসর্প' শব্দের অর্থ- [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. হিংস্র B. উদার C. আঁকাবাঁকা D. উন্মুক্ত
ব্যাখ্যা: উন্মুক্ত অর্থ খোলা। হিংস্র অর্থ অত্যন্ত হিংসুক, মারাত্মক স্বভাববিশিষ্ট, প্রাণহারক। ২৯৮. C

২৯৯. 'নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি' - এ চরণের 'কোপি'র সমার্থক কোনটি? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. বজ্র B. বিদ্যুৎ C. আঘাত D. ক্রুদ্ধ
ব্যাখ্যা: নিশীথে অর্থ রাতে। অম্বরে অর্থ আকাশে। মন্দ্র অর্থ গম্ভীর শব্দ। জীমূতেন্দ্র- মেঘের ডাক। ২৯৯. A

৩০০. 'কৌমুদী' শব্দের প্রতিশব্দ হলো- [ঢাবি, A ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. চাঁদ B. জ্যোৎস্না C. পদ্মফুল D. মুকুল ৩০০. B

৩০১. 'সলিল' শব্দের সমার্থক কোনটি? [ঢাবি, C ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. দরিয়া B. অবধি C. উদক D. পাবক E. ঢেউ
ব্যাখ্যা: পাবক এর সমার্থক আগুন। দরিয়া - সমুদ্র। সলিল, উদক - পানি। ৩০১. C

৩০২. 'চুল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঢাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]
A. লোচন B. শৈল C. শম্ভু D. চিকুর
ব্যাখ্যা: লোচন অর্থ চোখ। শৈল অর্থ পর্বত। শম্ভু অর্থ শিব, মহাদেব। ৩০২. D

৩০৩. কোনটি 'চাঁদের' সমার্থক শব্দ নয়? [ঢাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]
A. ইন্দু B. বিধু C. রাকেশ D. তুরগ
ব্যাখ্যা: তুরগ অর্থ ঘোড়া। চাঁদ শব্দের সমার্থক শব্দ ইন্দু, বিধু, রাকেশ। ৩০৩. D

৩০৪. 'আদিত্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [ঢাবি C ইউনিট ২০১৫-১৬]
A. অবনী B. বসুন্ধরা C. অর্ক D. জলধি E.শশাঙ্ক
ব্যাখ্যা: আদিত্য, অর্ক অর্থ সূর্য। অবনী, বসুন্ধরা অর্থ পৃথিবী। জলধি অর্থ সমুদ্র। শশাঙ্ক অর্থ চাঁদ। ৩০৪. C

৩০৫. নিচের কোনটি 'পৃথিবীর' সমার্থক শব্দ নয়? [ঢাবি ক ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. অবনী খ. বসুধা গ. অচলা ঘ. নবনী
ব্যাখ্যা: নবনী অর্থ ননি, মাখন। পৃথিবী শব্দের সমার্থক অবনী, বসুধা, অচলা। ৩০৫. ঘ

৩০৬. কোনটি নিশা'র সমার্থক শব্দ নয়? [ঢাবি গ ইউনিট ২০১২-১৩]
A. যামিনী B. শর্বরী C. বিভাবরী D. অরাতি
ব্যাখ্যা: নিশা শব্দের সমার্থক যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী। অরাতি অর্থ শত্রু, অরি। ৩০৬. D

৩০৭. 'বিবর' শব্দটির অর্থ কী? [ঢাবি গ ইউনিট ২০১২-১৩]
A. বিরাট B. ছোট C. গর্ত D. পুকুর ৩০৭. C

৩০৮. 'দফতরি' শব্দের অর্থ– [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১২-১৩]
A. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি B. অফিসের প্রহরী C. অফিসের রীতিনীতি D. বাঁধাইকর ৩০৮. D

৩০৯. 'ভূয়িষ্ঠ' শব্দের অর্থ– [ঢাবি গ ইউনিট ২০১১-১২]
A. ভূমিজাত B. ভূমিলগ্ন C. ভূয়া D. প্রচুর ৩০৯. D

Educationblog24.com

৩১০. 'উচ্ছৃঙ্খ' শব্দের অর্থ *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১১-১২]* ৩১০. D
A. উচ্ছন্ন B. উৎসব C. উচ্ছৃঙ্খল D. উৎসর্গ

৩১১. 'কোষ্ঠী' কী? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১১-১২]* ৩১১. B
A. বংশলতিকা B. জন্মপত্রিকা C. কোঠা D. ব্যাধি

৩১২. মাধবী অর্থ– *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১১-১২]* ৩১২. C
A. মধুকর B. মধুমালতী C. বাসন্তী ফুল D. মধুময়

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৩১৩. 'কুহেলি' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[GST ক ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩১৩. খ
ক. কুহকিনী খ. নীহার গ. কুমুদ ঘ. সমীর
ব্যাখ্যা: 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কুয়াশা বা শিশির। নীহার শব্দের অর্থও শিশির বা হিমানী। তাই, 'নীহার' হলো 'কুহেলি' শব্দের সরাসরি সমার্থক শব্দ। কুহকিনী - মায়াবিনী, জাদুকরী। কুমুদ - পদ্ম, অরবিন্দ, কমল। সমীর - বাতাস, পবন।

৩১৪. 'সিংহ' শব্দের সমার্থক শব্দ- *[GST খ ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩১৪. ক
ক. মৃগেন্দ্র খ. ভুজ গ. শুল্ক ঘ. পানি
ব্যাখ্যা: ভুজ- হাত, বাহু। শুল্ক - পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উপর আরোপিত মাশুল; কর, Tax। পানি - নীর, জল।

৩১৫. 'কোকিল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (B ইউনিট) ২০২৩-২৪]* ৩১৫. গ
ক. পারাবত খ. পুলিন গ. পিক ঘ. মাতঙ্গ
ব্যাখ্যা: পারাবত এর সমার্থক কবুতর। পুলিন - নদীর বালুকাময় তীরের যে পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে, সৈকত, তট; চর, চড়া। মাতঙ্গ এর সমার্থক হাতি।

৩১৬. 'ক্ষিতি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (A ইউনিট) ২০২৩-২৪]* ৩১৬. ঘ
ক. আকাশ খ. অন্তরীক্ষ গ. আদিত্য ঘ. পৃথ্বী
ব্যাখ্যা: ক্ষিতি, পৃথ্বী অর্থ পৃথিবী। অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ অর্থ আকাশ। আদিত্য অর্থ সূর্য।

৩১৭. 'দুর্নিবার' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট - ২০২১-২২]* ৩১৭. ক
ক. অনিবার্য খ. বারবার গ. অনুসার ঘ. তুরঙ্গ
ব্যাখ্যা: কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না - অনিবার্য। দুর্নিবার - যা কষ্টে নিবারণ করা যায় বা যা সহজে নিবারণ করা যায় না। অনুসার অর্থ অনুসরণ, অনুরূপ। তুরঙ্গ অর্থ ঘোড়া।

৩১৮. 'তদন্ত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট - ২০২১-২২]* ৩১৮. ক
ক. অনুশীলন খ. আরজি গ. নিরবশেষ ঘ. প্রতিরূপীকরণ
ব্যাখ্যা: আরজি অর্থ আবেদন। নিরবশেষ অর্থ অবশেষ নেই এমন, নিঃশেষ। প্রতিরূপীকরণ অর্থ সাদৃশ্যকরণ।

৩১৯. কোনটি 'উপচয়' শব্দের সমার্থক নয়? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় C ইউনিট - ২০২১-২২]* ৩১৯. ঘ
ক. নিচয় খ. সৃষ্টি গ. উন্নতি ঘ. উত্থাপন
ব্যাখ্যা: উপচয় এর সমার্থক নিচয়, সৃষ্টি, উন্নতি। উত্থাপন অর্থ প্রসঙ্গের অবতারণা।

৩২০. 'ইন্দ্রজাল' শব্দের সমার্থক শব্দ-জোড় কোনটি? *[GST B - ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]* ৩২০. খ
ক. ইন্দ্রিয়, জাদু খ. কুহক, মায়া গ. জাদু, দ্যুতি ঘ. ভেলকি, ক্ষোভ
ব্যাখ্যা: ইন্দ্রিয় হলো যে সকল অঙ্গ বা শক্তি দ্বারা পদার্থের বা বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি বা জ্ঞান জন্মে এবং কর্ম সাধন করা যায়। দ্যুতি অর্থ দীপ্তি, শোভা, সৌন্দর্য। ভেলকি অর্থ জাদু।

৩২১. 'পর্বত' - এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? *[GST B - ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]* ৩২১. গ
ক. শৈল খ. অদ্রি গ. মেদিনী ঘ. অচল
ব্যাখ্যা: মেদিনী অর্থ পৃথিবী। পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ শৈল, অদ্রি, অচল।

৩২২. 'আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া' - এ পংক্তিতে 'বাতাস' শব্দের কয়টি প্রতিশব্দ আছে? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় C - ইউনিট (বাণিজ্য শাখা) ২০২০-২১]* ৩২২. গ
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫
ব্যাখ্যা: বাক্যে 'বায়ু, মলয়, অনিল, হাওয়া' - এই ৪টি বাতাস শব্দের সমার্থক।

Educationblog24.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩২৩. 'দেউল' - এর সমার্থক শব্দ কোনটি? *[চবি খ-২ উপইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. মন্দির খ. দেহ গ. মন ঘ. আত্মা
৩২৩. ক

৩২৪. 'শীল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[চবি ঘ-১ উপ-ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. বংশ খ. চরিত্র গ. সংস্কৃতি ঘ. অবসান
৩২৪. খ
ব্যাখ্যা: বংশ - গোষ্ঠী, কুল, গোত্র। সংস্কৃতি - কোনো জাতির বা সমাজের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, শিল্প ও সাহিত্য দ্বারা যে পরিচয় ফুটে উঠে; কৃষ্টি। অবসান - শেষ বা সমাপ্তি।

৩২৫. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ? *[চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. বৈশ্বানর খ. প্রভঞ্জন গ. পাবক ঘ. কৃশানু
৩২৫. খ
ব্যাখ্যা: বৈশ্বানর, পাবক, কৃশানু এর সমার্থক অগ্নি। প্রভঞ্জন - বায়ু।

৩২৬. ভিন্নার্থক শব্দযুগল নয় কোনটি? *[চবি খ-১ উপ-ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. খর, খড় খ. স্মর, স্বর
গ. ক্ষীণবল, হীনবল ঘ. অবধ্য, অবোধ্য
৩২৬. গ
ব্যাখ্যা: ক্ষীণবল, হীনবল অর্থ দুর্বল, অক্ষম। খড় - তৃণ; খর - তীব্র; স্মর - কামদেব; স্বর - আওয়াজ; অবধ্য - বধের অযোগ্য; অবোধ্য - বোঝা যায় না এমন।

৩২৭. 'মৃগাঙ্ক' কীসের প্রতিশব্দ? *[চবি ক ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. সূর্য খ. চন্দ্র গ. হরিণ ঘ. নক্ষত্র
৩২৭. খ

৩২৮. 'মৃত্যু' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? *[চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*
ক. মহাপ্রয়াণ খ. মানসলোক গ. ইন্তেকাল ঘ. দেহত্যাগ
৩২৮. খ
ব্যাখ্যা: মানসলোক - চিত্ত বা মন।

৩২৯. কোনটি 'অন্ধকার' অর্থে ব্যবহার করা যাবে না? *[চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*
ক. তমসা খ. তিমির গ. তমিস্রা ঘ. তপন
৩২৯. ঘ
ব্যাখ্যা: 'তপন' শব্দের অর্থ সূর্য।

৩৩০. ভিন্নার্থক শব্দযুগল নয় কোনটি? *[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*
ক. কপাল - কপোল খ. কুল - কূল গ. বর্ষা - বর্শা ঘ. বিভাবসু - বিভাকর
৩৩০. ঘ
ব্যাখ্যা: বিভাবসু এবং বিভাকর দুটোর অর্থ সূর্য।

৩৩১. কোনটি 'কন্যার' সমার্থক শব্দ নয়? *[চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. নন্দিনী খ. দুহিতা গ. দারিকা ঘ. আত্মজ
৩৩১. ঘ
ব্যাখ্যা: আত্মজ অর্থ ছেলে। কন্যা শব্দের সমার্থক - নন্দিনী, দুহিতা, দারিকা।

৩৩২. 'দামিনী' এর প্রতিশব্দ কোনটি - *[চবি B - ইউনিট, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ ২০২০-২১]*
ক. রাত্রি খ. জলধি গ. বিদ্যুৎ ঘ. ধরিত্রী
৩৩২. গ
ব্যাখ্যা: জলধি অর্থ সমুদ্র। ধরিত্রী অর্থ পৃথিবী।

৩৩৩. কোন শব্দযুগল ভিন্নার্থক নয়? *[চবি B - ইউনিট, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ (২য় শিফট) ২০২০-২১]*
ক. নবনী, ননী খ. স্বাক্ষর, সাক্ষর গ. পানি, পাণি ঘ. শিখড়, শীকর
৩৩৩. ক
ব্যাখ্যা: নবনী, ননী অর্থ - মাখন। সাক্ষর অর্থ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন; স্বাক্ষর - সই, দস্তখত। পানি অর্থ জল। পাণি অর্থ হাত। শিখড় অর্থ চূড়া, শীর্ষদেশ। শীকর - পবন-বাহিত জলকণা, জলবিন্দু।

৩৩৪. 'নরসুন্দর' শব্দের অর্থ কী? *[চবি 'ডি' ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. সুন্দর মানুষ B. সুন্দর পুরুষ C. নাপিত D. ছুতোর
৩৩৪. C

৩৩৫. 'অস্থি' শব্দের অর্থ কী? *[চবি 'ডি' ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. হাড় B. মজ্জা C. মাংস D. রক্ত
৩৩৫. A

৩৩৬. 'সতত' শব্দের অর্থ কী? *[চবি 'ডি' ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. সকাল B. মাঝে-মাঝে C. সবসময় D. সন্ধ্যাবেলা
৩৩৬. C

Educationblog24.com

৩৩৭. 'অম্বর' শব্দের অর্থ কী? [চবি C ২০১৫-১৬]
A. আকাশ B. কৃত্রিম C. মেঘ D. ভূত্বক
৩৩৭. A

৩৩৮. কোন শব্দটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক নয়? [চবি C ২০১৫-১৬]
A. অনিল B. সমীর C. পবন D. পাবক
ব্যাখ্যা: পাবক অর্থ আগুন। বাতাস শব্দের সমার্থক অনিল, সমীর, পবন।
৩৩৮. D

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩৯. 'বালার্ক' - এর সমার্থক শব্দ- [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সূর্য খ. রশ্মি গ. প্রদীপ ঘ. পৃথিবী
ব্যাখ্যা: 'বালার্ক' = বাল (নবীন বা তরুণ) + অর্ক (সূর্য); অর্থাৎ উদীয়মান সূর্য বা নতুন সূর্য। এই কারণে, 'সূর্য' শব্দটি এর সরাসরি সমার্থক। রশ্মি - দ্যুতি, কিরণ। প্রদীপ - বাতি, আলো। পৃথিবী - মেদিনী, ক্ষিতি।
৩৩৯. ক

৩৪০. কোনটি পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ নয়? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৪) ২০২৩-২৪]
ক. ধরণী খ. বসুন্ধরা গ. অবনী ঘ. অরবিন্দ
ব্যাখ্যা: অরবিন্দ এর সমার্থক পদ্ম।
৩৪০. ঘ

৩৪১. 'অর্ক' শব্দের সমার্থ - [রাবি B ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]
ক. সূর্য খ. সমুদ্র গ. বায়ু ঘ. নভোমণ্ডল
ব্যাখ্যা: সমুদ্র - অর্ণব, জলধি, উদধি। বায়ু - পবন, সমীর। আকাশ - নভোমণ্ডল।
৩৪১. ক

৩৪২. 'পথ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [রাবি C ইউনিট (গ্রুপ - ৫) ২০২৩-২৪]
ক. স্মরণি খ. সরণি গ. স্বরনী ঘ. সরনি
ব্যাখ্যা: সরণি, সরণ - পথ, ধারা।
৩৪২. খ

৩৪৩. নিচের কোনটি আগুনের প্রতিশব্দ নয়? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]
ক. বৈশ্বানর খ. কৃশানু গ. আলোক ঘ. উদক
ব্যাখ্যা: আলোক শব্দের অর্থ কিরণ। উদক অর্থ পানি।
৩৪৩. গ, ঘ

৩৪৪. কোনটি চাঁদের প্রতিশব্দ নয়? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২৩-২৪]
ক. শশী খ. ভানু গ. বিধু ঘ. ইন্দু
ব্যাখ্যা: ভানু - সূর্য, কিরণ।
৩৪৪. খ

৩৪৫. 'তিমির কুন্তলা' হলো - [রাবি B ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২৩-২৪]
ক. ঘন কালো চুল খ. ঘন কুয়াশা গ. ঘন অন্ধকার ঘ. ঘন কালো গায়ের রং
ব্যাখ্যা: তিমির অর্থ অন্ধকার যা ঘনকালো বুঝায়, কুন্তলা অর্থ চুল।
৩৪৫. ক

৩৪৬. 'সায়র' শব্দের অর্থ - [রাবি B ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২৩-২৪]
ক. নদী খ. দিঘি গ. সাগর ঘ. নালা
৩৪৬. গ

৩৪৭. 'বিভাবরী' শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় কোন চরণে? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৪) ২০২৩-২৪]
ক. গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা
খ. বন-কুন্তল এলায়ে বন শবরী ঝুরে
গ. কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
ঘ. ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু দেখাও
ব্যাখ্যা: বিভাবরী এবং যামিনী অর্থ রাত।
৩৪৭. গ

৩৪৮. 'রক্ত' শব্দের সমার্থক নয় - [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২২-২৩]
ক. শোণিত খ. রাগ গ. অনুরক্ত ঘ. রুধির
ব্যাখ্যা: অনুরক্ত - যা মনোরঞ্জন করে এবং গভীরভাবে আকর্ষণ করে।
৩৪৮. গ

৩৪৯. কোনটি 'ভ্রমর' শব্দের সমার্থক নয়? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২২-২৩]
ক. অলি খ. অমিত গ. ভৃঙ্গ ঘ. মধুকর
ব্যাখ্যা: অমিত অর্থ অপরিমিত, প্রচুর, অঢেল, অত্যধিক।
৩৪৯. খ

Educationblog24.com

৩৫০. 'সূর্য' শব্দের সমার্থক নয়- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২২-২৩]
ক. হিরণ খ. মিহির গ. আদিত্য ঘ. সবিতা
ব্যাখ্যা: হিরণ অর্থ স্বর্ণ। ৩৫০. ক

৩৫১. কোনটি 'সমুদ্র' শব্দের সমার্থক নয়? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৪) ২০২২-২৩]
ক. নীলাম্বু খ. তরঙ্গিণী গ. পয়োধি ঘ. পাথার
ব্যাখ্যা: তরঙ্গিণী অর্থ নদী। ৩৫১. খ

৩৫২. 'আলো' শব্দের সমার্থক - [রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. হুতাশন খ. শিখা গ. অগ্নি ঘ. রওশন
ব্যাখ্যা: হুতাশন, অগ্নি, শিখা - আগুন এর সমার্থক। ৩৫২. ঘ

৩৫৩. 'উত্তম' শব্দের সমার্থক নয় - [রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. বরেণ্য খ. উৎকৃষ্ট গ. অভিরুচি ঘ. উপাদেয়
ব্যাখ্যা: অভিরুচি - ইচ্ছা। বরেণ্য - বরণীয়, মান্য। ৩৫৩. গ

৩৫৪. কোনটি 'কবুতর' এর সমার্থক শব্দ নয়? [রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. নোটন খ. পুলিন গ. কপোত ঘ. লোটন
ব্যাখ্যা: পুলিন - নদীর বালুকাময় তীরের যে পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে, সৈকত। নোটন - নৃত্যশীল পায়রাবিশেষ। লোটন - একজাতীয় ঝুঁটিদার পায়রা। ৩৫৪. খ

৩৫৫. 'পুত্র' এর সমার্থক শব্দ - [রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. প্রসূন খ. আত্মজ গ. অদ্রি ঘ. বামা
ব্যাখ্যা: প্রসূন অর্থ ফুল। অদ্রি অর্থ পর্বত। বামা অর্থ সুন্দরী রমনী। ৩৫৫. খ

৩৫৬. 'সুস্মিতা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [রাবি B ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. দেহ খ. সিংহী গ. নারী ঘ. দম্ভী
ব্যাখ্যা: যে নারীর হাসি সুন্দর - সুস্মিতা। সিংহী অর্থ নারী সিংহ। দম্ভী অর্থ দাম্ভিক, অহংকারী। ৩৫৬. গ

৩৫৭. 'অরুণ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [রাবি খ - ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. লাল খ. প্রভাত রবি গ. রক্তিম ঘ. সুন্দর
ব্যাখ্যা: অরুণ অর্থ লাল, প্রভাত রবি, রক্তিম। ৩৫৭. ঘ

৩৫৮. 'কুয়াশা' শব্দের প্রতিশব্দ হলো- [রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-১) ২০২০-২১]
ক. কুহক খ. কুহেলি গ. শিশির ঘ. অস্পষ্ট
ব্যাখ্যা: কুহক শব্দের সমার্থক শব্দ মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, প্রতারণা, ছলনা ইত্যাদি। ৩৫৮. খ

৩৫৯. নিচের কোনটি 'চাপরাশি' শব্দের সমার্থক নয়? [রাবি গ - ইউনিট, [অ-বিজ্ঞান বিভাগের], ২০২০-২১]
ক. পেয়াদা খ. আরদালি গ. পিয়ন ঘ. উকিল
ব্যাখ্যা: চাপরাশি শব্দের সমার্থক পেয়াদা, আরদালি, পিয়ন। ৩৫৯. ঘ

৩৬০. 'অর্ণব' শব্দের অর্থ - [রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-১) ২০২০-২১]
ক. সৈকত খ. শৈল গ. সমুদ্র ঘ. নদী
ব্যাখ্যা: সৈকত- তট। শৈল- শিলাজাত। নদী- তরঙ্গিণী। ৩৬০. গ

৩৬১. 'দিন'-এর সমার্থক শব্দ- [রাবি A ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. অহন B. হীন C. তিমির D. তমিস্র
ব্যাখ্যা: হীন অর্থ ছাড়া, ব্যতীত। তিমির অর্থ অন্ধকার। তমিস্র অর্থ অন্ধকারময়। ৩৬১. A

৩৬২. 'অনিকেত' শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. অল্পভাষী B. গায়ক C. গৃহহীন D. অসুন্দর ৩৬২. C

৩৬৩. 'অলখ' শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. অলক্ষ্য B. দৃষ্টিসীমায় C. অজানায় D. লক্ষ্যবস্তু ৩৬৩. A

৩৬৪. 'প্রগলভে' শব্দটির অর্থ কী? [রাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. প্রাগসর হয়ে B. গোপনে C. নির্ভীক চিত্তে D. নিরপেক্ষভাবে ৩৬৪. C

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৩৬৫.'ভার্যা' শব্দের অর্থ হলো- *[রাবি D ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. ভাবি B. স্ত্রী C. সতীন D. মা
৩৬৫. B

৩৬৬. কোনটি 'আগুন' এর সমার্থক শব্দ? *[রাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. সৌদামিনী B. তপন C. হেম D. হুতাশন
ব্যাখ্যা: সৌদামিনী অর্থ বিদ্যুৎ। তপন অর্থ সূর্য। হেম অর্থ সোনা, স্বর্ণ।
৩৬৬. D

৩৬৭.'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ কী? *[রাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. নদী B. রাত্রি C. মেঘমালা D. নারী
৩৬৭. C

৩৬৮.'চারকোল' অর্থ- *[রাবি I ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. কাঠকয়লা B. চারপাশ C. চারদিক D. কঠিন কয়লা
৩৬৮. A

৩৬৯.'উজবুক' শব্দের অর্থ কী? *[রাবি I ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. উজবেকিস্তানের লোক B. বুদ্ধিমান C. আহাম্মক D. চতুর
ব্যাখ্যা: উজবুক, আহাম্মক অর্থ মূর্খ, অশিক্ষিত।
৩৬৯. C

৩৭০.কোন শব্দের অর্থ 'বায়ু'? *[রাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. বারিদ B. সমীর C. ব্যোম D. তরু
ব্যাখ্যা: বারিদ অর্থ মেঘ। ব্যোম অর্থ আকাশ। তরু অর্থ গাছ, বৃক্ষ।
৩৭০. B

৩৭১. 'ঊর্মি' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোন্‌টি? *[রাবি, D -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. হিল্লোল B. কল্লোল C. লহরী D. অলক
ব্যাখ্যা: অলক অর্থ চুল। ঊর্মি শব্দের সমার্থক শব্দ হিল্লোল, কল্লোল, লহরী।
৩৭১. D

৩৭২.'মরুত' শব্দের সমার্থক শব্দ- *[রাবি, E -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. বাতাস B. পানি C. মরূদ্যান D. মাটি
৩৭২. A

৩৭৩. 'বিদ্যুৎ' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? *[রাবি A ২০১৫-১৬]*
A. যামিনী B. দামিনী C. ভামিনী D. কাদম্বিনী
ব্যাখ্যা: যামিনী অর্থ রাত্রি। ভামিনী অর্থ নারী। কাদম্বিনী অর্থ মেঘমালা।
৩৭৩. B

৩৭৪.'মরুত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[রাবি A ২০১৫-১৬]*
A. জল B. মৃত্তিকা C. মরূদ্যান D. বাতাস
ব্যাখ্যা: মৃত্তিকা অর্থ মাটি, ভূমি।
৩৭৪. D

৩৭৫. 'নীর' শব্দের প্রতিশব্দ– *[রাবি D-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. পাখির বাসা খ. চুল গ. আকাশ ঘ. পানি
৩৭৫.ঘ

৩৭৬.'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ: *[রাবি E-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. কিরণ খ. ভানু গ. পাবক ঘ. প্রভা
ব্যাখ্যা: কিরণ অর্থ আলো। ভানু অর্থ সূর্য। প্রভা অর্থ আলো।
৩৭৬.গ

৩৭৭. 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ কোনটি– *[রাবি F-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. বারিধি খ. মিহির গ. তেজস্ক্রিয়া ঘ. বারিধ
ব্যাখ্যা: বারিধি অর্থ সমুদ্র।
৩৭৭.খ

অভিযাত্রী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অভিযাত্রী

৩৭৮. নিচের কোন সমার্থক শব্দ শুদ্ধ? *[জাবি C ইউনিট ২০২২-২৩]*
ক. অদ্রি - অসুর খ. অদ্রি - পর্বত গ. অদ্রি - সমুদ্র ঘ. অদ্রি - জাহাজ
ব্যাখ্যা: অসুর - পুরাণের দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, দৈত্য দানব। সমুদ্র শব্দের সমার্থক বারিনিধি, বারিধর, বারীশ, বারীন্দ্র, উদধি, পয়োধি। জাহাজ আরবি শব্দ যার অর্থ বৃহৎ জলযান, স্টিমার।
৩৭৮. খ

৩৭৯.'প্রচেতা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি B ইউনিট ২০২২-২৩]*
ক. খাঁটি খ. অতিথি গ. সাগর ঘ. অশ্ব
৩৭৯. গ

Educationblog24.com

৩৮০. 'ক্ষতি' অর্থে নিচের কোন শব্দটি প্রযোজ্য? *[জাবি গ - ইউনিট, ২০২০-২১]*
ক. অন্বিষ্ট খ. অনিষ্ঠ গ. অন্বিষ্ঠ ঘ. অনিষ্ট
ব্যাখ্যা: অন্বিষ্ট - খোঁজা হচ্ছে এমন। অনিষ্ঠ - নিষ্ঠাশূন্য, অনুরক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন।
৩৮০. ঘ

৩৮১. 'কোকিল'- এর প্রতিশব্দ কোনটি? *[জাবি গ - ইউনিট, ২০২০-২১]*
ক. পরভৃত খ. বিহগ গ. পক্ষী ঘ. চিকুর
ব্যাখ্যা: চিকুর অর্থ - চুল। বিহগ অর্থ পাখি, পক্ষী।
৩৮১. ক

৩৮২. নিচের কোনটি 'বিদ্যুৎ' শব্দের সমার্থক *[জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অটবী খ. মহী গ. সৌদামিনী ঘ. উদক
ব্যাখ্যা: অটবী অর্থ বন, বৃক্ষ। মহী অর্থ পৃথিবী। উদক অর্থ জল।
৩৮২. গ

৩৮৩. 'কাজল' শব্দটির সমার্থক হলো *[জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নেত্র খ. কুসুম গ. অলক ঘ. অঞ্জন
ব্যাখ্যা: নেত্র অর্থ চোখ। কুসুম অর্থ ফুল। অলক অর্থ চুল।
৩৮৩. ঘ

৩৮৪. 'কুহক' এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? *[জাবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. রোষ, বিরাগ, উষ্ম, ক্রোধ খ. গোত্র, গণ, সমূহ, যূথ
গ. ছলনা, আলেয়া, ভেলকি, ভ্রম ঘ. বাক, বোল, কথন, বচন
ব্যাখ্যা: রোষ - রাগ, ক্রোধ। বিরাগ - ঔদাসিন্য, অননুরাগ। উষ্ম - তাপ। যূথ - পশু ও পাখির স্বজাতীয়ের পাল, দল। বাক - বাক্য, কথা। বোল - কথা বলা। কথন - ভাষণ, বিবৃতি।
৩৮৪. গ

৩৮৫. 'অন্তর' এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ নয় কোনটি? *[জাবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. মন, অপর, তফাত, আভা খ. অন্তর, ধারা, ব্যবধান, সূচনা
গ. ছিদ্র, অপর, মধ্য, ভিন্ন ঘ. ব্যাকুল, ব্যগ্র, রূপ, বাসনা
ব্যাখ্যা: ব্যাকুল - অতিশয় আকুল। ব্যগ্র - আগ্রহযুক্ত। রূপ - সৌন্দর্য। বাসনা - কামনা, অভিলাষ।
৩৮৫. ঘ

৩৮৬. 'পক্ষ' এর সমার্থক শব্দগুচ্ছ কোনটি? *[জাবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. দল, দিক, তরফ, ডানা খ. অসার, খোলা, বাদ, নাগ
গ. হিমাত, পাজি, মিতা, দাব ঘ. অসূয়া, বান, কওয়া, শাখী
ব্যাখ্যা: নাগ - সাপ। অসার - সারহীন, তুচ্ছ। পাজি - দুষ্ট। মিতা - বন্ধু। দাব - বন, আগুন। অসূয়া - হিংসা। বান - বন্যা। শাখী - বৃক্ষ, গাছ।
৩৮৬. ক

৩৮৭. 'পয়স্বিনী' শব্দটি সমার্থক হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নদী খ. নারী গ. কুহক ঘ. গরু
৩৮৭. ক

৩৮৮. 'বায়ুভুক' শব্দের সমার্থক কোনটি? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. চারু খ. উরগ গ. শিখী ঘ. বর্হী
ব্যাখ্যা: বায়ুভুক - বায়ু খেয়ে বেঁচে থাকে, সাপ। চারু - সুন্দর। শিখী - ময়ূর। বর্হী - ময়ূর।
৩৮৮. খ

৩৮৯. 'বস্ত্রাবাসমধ্যে' শব্দের অর্থ- *[জাবি ঘ ২০১৮-১৯]*
A. কাপড় পরিধান করে B. তাঁবুর মধ্যে
C. আচ্ছাদিত D. কোনটিই নয়
৩৮৯. B

৩৯০. 'দিন' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. দোলা B. বপু C. প্রখ্যা D. সাবন
ব্যাখ্যা: বপু অর্থ শরীর, দেহ। সাবন অর্থ দিন-রাত্রি।
৩৯০. D

৩৯১. ঝড় এর সমার্থক শব্দ - *[জাবি C-1 ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. ঝনৎকার B. প্রভঞ্জন C. টংকার D. ঝনঝননি
ব্যাখ্যা: ঝনৎকার অর্থ ঝনঝন শব্দ। টংকার অর্থ ধনুকের ছিলার শব্দ। ঝনঝননি অর্থ ঝনঝন শব্দ।
৩৯১. B

৩৯২. 'পৃথিবী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি D ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. বারণ B. মহী C. ভুজঙ্গ D. অর্ণব
ব্যাখ্যা: বারণ অর্থ হাতি। ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। অর্ণব অর্থ সাগর।
৩৯২. B

Educationblog24.com

ATM

৩৯৩. 'উন্মনা' শব্দটির অর্থ কোনটি? *[জাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. কুয়াশা B. অনুৎসুক C. রচনা করে D. নিবেদন
৩৯৩. B

৩৯৪. 'প্রসূন' শব্দের সমার্থক শব্দ হলো? *[জাবি F ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. তরু B. কুসুম C. মিহির D. পুষ্কর
ব্যাখ্যা: প্রসূন অর্থ ফুল, কুসুম। তরু অর্থ গাছ। মিহির অর্থ সূর্য। পুষ্কর অর্থ পদ্ম, কমল।
৩৯৪. B

৩৯৫. 'অম্বু' শব্দের অর্থ কী? *[জাবি G ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. পান B. নাক C. জল D. হাত
৩৯৫. C

৩৯৬. 'দামিনী' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? *[জাবি H ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. অভাব B. বিদ্যুৎ C. স্বামী D. বোন
৩৯৬. B

৩৯৭. নিচের কোনটি 'বিস' শব্দের সমার্থক? *[জাবি H ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. দীপ্তি B. বিস্মৃত C. মৃণাল D. বিসর্জন
ব্যাখ্যা: মৃণাল অর্থ পদ্মফুল।
৩৯৭. C

৩৯৮. 'আকাশ' শব্দটির সমার্থ শব্দজোড়- *[জাবি, A-ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. পাবক, সর্বভুক B. বাজী, তুরগ C. বিমান, ব্যোম D. রশ্মি, কর
ব্যাখ্যা: পাবক, সর্বভুক অর্থ আগুন। বাজী, তুরগ অর্থ ঘোড়া। রশ্মি, কর অর্থ আলো।
৩৯৮. C

৩৯৯. 'গড্ডল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি, B-ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. ছাগল B. ভেড়া C. গরু D. মহিষ
৩৯৯. B

৪০০. 'ডিঙি' শব্দটির উৎস ভাষা কোন্‌টি? *[জবি, C-ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. আরবি B. তুর্কি C. দেশি D. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ডিঙি অর্থ ছোট নৌকা বা ডিঙ্গা।
৪০০. C

৪০১. 'সাগর' শব্দের কোন প্রতিশব্দ জোড়া সঠিক? *[জাবি B ২০১৫-১৬]*
A. সমুদ্র, স্রোতস্বিনী B. পাথার, অম্বু C. সমুদ্র, বারিধি D. জলধি, জলাধার
ব্যাখ্যা: সমুদ্র, পাথার অর্থ সাগর। স্রোতস্বিনী অর্থ নদী। অম্বু অর্থ জল, পানি। জলধি অর্থ সমুদ্র। জলাধার অর্থ জল ধারন করে যা।
৪০১. C

৪০২. 'অম্বু' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি C ২০১৫-১৬]*
A. সলিল B. লোচন C. নন্দন D. চিকুর
ব্যাখ্যা: লোচন অর্থ চোখ। নন্দন অর্থ পুত্র। চিকুর অর্থ চুল।
৪০২. A

৪০৩. কোন শব্দ দুটি 'সলিল' শব্দের সমার্থক? *[জাবি সি-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. বারি, অহী খ. নীর, প্রাণদ গ. নীর, সরোজ ঘ. বারি, মধুপ
ব্যাখ্যা: বারি অর্থ পানি। সরোজ অর্থ পদ্ম। মধুপ অর্থ ভ্রমর।
৪০৩. খ

৪০৪. 'দ্রুম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি D-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. উদ্ভিদ খ. পুষ্প গ. অরণ্য ঘ. ধরণী
ব্যাখ্যা: পুষ্প অর্থ ফুল। অরণ্য অর্থ বন। ধরণী অর্থ পৃথিবী।
৪০৪. ক

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

৪০৫. 'নন্দন' শব্দের সমার্থক শব্দ- *[জবি E ইউনিট ২০২৪-২৫; রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. শৈল খ. পুত্র গ. আদিত্য ঘ. হিমাংশু
ব্যাখ্যা: 'নন্দন' শব্দের দুটি প্রধান অর্থ যার একটি অর্থ আনন্দদায়ক, আর অন্যটি পুত্র বা ছেলে। শৈল - শিলাজাত, পর্বতসংক্রান্ত। আদিত্য - সূর্য। হিমাংশু - চাঁদ।
৪০৫. খ

৪০৬. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ? *[কুবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. প্রভঞ্জন খ. বৈশ্বানর গ. পাবক ঘ. কৃশানু
ব্যাখ্যা: প্রভঞ্জন অর্থ বাতাস। বৈশ্বানর, পাবক এবং কৃশানু - সবগুলোই 'আগুন' শব্দের সমার্থক।
৪০৬. ক

Educationblog24.com

৪০৭. 'মহি' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [কুবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. পৃথিবী খ. মহিষ গ. মহৎ ঘ. মহাজন
ব্যাখ্যা: মহৎ - উদার, মহান। মহাজন - মহৎ ব্যক্তি। — ৪০৭. ক

৪০৮. 'ঢেউ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [কুবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. বীচি খ. পয়োদ গ. জীমূত ঘ. নিরদ
ব্যাখ্যা: পয়োদ, জীমূত, নিরদ শব্দের সমার্থক শব্দ 'মেঘ'। — ৪০৮. ক

৪০৯. চুলের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [হাবিপ্রবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. ললিত খ. কেশ গ. চিকুর ঘ. কুন্তল
ব্যাখ্যা: ললিত অর্থ সুন্দর। — ৪০৯. ক

৪১০. 'পর্বত'-এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]
ক. অচল খ. মোদিনী গ. শৈল ঘ. অদ্রি
ব্যাখ্যা: 'মেদিনী' শব্দের অর্থ পৃথিবী বা ভূমি। — ৪১০. খ

৪১১. নিচের কোনটি 'সমুদ্র' এর সমার্থক শব্দ নয়? [BUP FSSS ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. অর্ণব খ. পারাবার গ. প্রবাহিণী ঘ. পাথার ঙ. বারিধি
ব্যাখ্যা: প্রবাহিণী অর্থ নদী। — ৪১১. গ

৪১২. 'বিদ্যুৎ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ২০২৩-২৪]
ক. প্রভাকর খ. অনল গ. ক্ষণপ্রভা ঘ. সুধাকর
ব্যাখ্যা: প্রভাকর - সূর্য; অনল - আগুন; সুধাকর - চন্দ্র। — ৪১২. গ

৪১৩. নিচের কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [চাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ 'গ' ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. উষা খ. প্রত্যুষ গ. সুবাহ্ ঘ. প্রদোষ
ব্যাখ্যা: প্রদোষ - সন্ধ্যা। উষা, প্রত্যুষ, সুবাহ্ - ভোর / সকাল। — ৪১৩. ঘ

৪১৪. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক কোনটি? [বিএসসি ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪]
ক. মরুত খ. হরিৎ গ. তটিনী ঘ. পাদপ
ব্যাখ্যা: মরুত - বাতাস; তটিনী - নদী। হরিৎ অর্থ সবুজ বর্ণ। — ৪১৪. ঘ

৪১৫. 'সর্বভুক' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২৩]
ক. আগুন খ. মাংসাশী গ. ক্ষুধার্ত ঘ. রাক্ষস
ব্যাখ্যা: মাংসাশী অর্থ মাংস ভোজনকারী, মাংস খাদক। — ৪১৫. ক

৪১৬. নিচের কোনটি 'মনীষা' শব্দের সমার্থক? [সাত কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. প্রজ্ঞা খ. সুন্দর গ. দয়ালু ঘ. আশা — ৪১৬. ক

৪১৭. 'জল' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [BUP FASS ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. ওদন খ. উদক গ. তুণ্ডল ঘ. বারিদ
ব্যাখ্যা: ওদন অর্থ অন্ন, ভাত। তুণ্ডল - চাউল, চাল। বারিদ - মেঘ। — ৪১৭. খ

৪১৮. নিচের কোনটি নদী শব্দের সমার্থক নয়? [সাত কলেজ বাণিজ্য ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. তটিনী খ. তরঙ্গিণী গ. শৈবলিনী ঘ. মৃণালিনী
ব্যাখ্যা: মৃণালিনী - পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী। — ৪১৮. ঘ

৪১৯. 'ভ্রমর' এর সমার্থক শব্দ নয় - [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় - ২০২২]
ক. মধুপ খ. মধুকর গ. মঞ্জরী ঘ. অলি
ব্যাখ্যা: ভ্রমর এর সমার্থক শব্দ মধুপ, মধুকর, অলি। মঞ্জরী অর্থ মুকুল, নবপল্লব। — ৪১৯. গ

৪২০. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [চাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ, বাণিজ্য ইউনিট ২০২০-২১]
ক. ছেলে খ. তনয় গ. তনু ঘ. নন্দন
ব্যাখ্যা: ছেলে, তনয়, নন্দন এরা সমার্থক শব্দ। তনু অর্থ দেহ। — ৪২০. গ

৪২১. 'অলঙ্কার' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. আবরণ খ. আচ্ছাদন গ. আভরণ ঘ. আকিঞ্চন
ব্যাখ্যা: আবরণ - ঢাকনা, আচ্ছাদন, উপরের অংশ। আকিঞ্চন - ইচ্ছা, চেষ্টা। — ৪২১. গ

Educationblog24.com

৪২২. 'চিতা' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি? [কুবি, C ইউনিট ২০১৯-২০] ৪২২. গ
ক. মন খ. হৃদয় গ. আগুন ঘ. প্রাণ
ব্যাখ্যা: চাঁদ শব্দটির সমার্থক শব্দ - শশাংক, বিধু। অর্ণব অর্থ সমুদ্র। চিতা অর্থ শবদাহের চুল্লি।

৪২৩. 'পুত্র'র সমার্থক শব্দ কী? [পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০] ৪২৩. খ
ক. প্রসূন খ. আত্মজ গ. অদ্রি ঘ. বামা
ব্যাখ্যা: প্রসূন - ফুল। অদ্রি - পর্বত। বামা - সুন্দরী রমনী।

৪২৪. 'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ- [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়, F ইউনিট ২০১৯-২০] ৪২৪. খ
ক. নদী খ. মেঘমালা গ. কদম ফুল ঘ. পাহাড়
ব্যাখ্যা: পাহাড়- গিরি। নদী- কল্লোলিনী। কদম ফুল- কদম্ব।

৪২৫. 'বিধু' শব্দের অর্থ কী? [ঢাবি ৭কলেজ [বিজ্ঞান] ইউনিট ২০১৮-১৯] ৪২৫. D
A. বিধান B. বিধাতা C. পৃথিবী D. চাঁদ
ব্যাখ্যা: বিধান - নিয়ম। বিধাতা অর্থ সৃষ্টিকর্তা।

৪২৬. 'অম্ভোজ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [ইবি B ইউনিট ২০১৫-১৬] ৪২৬. C
A. ভূভৃৎ B. পাখি C. কুবলয় D. বায়স
ব্যাখ্যা: ভূভৃৎ অর্থ পর্বত। বায়স অর্থ কাক। অম্ভোজ, কুবলয় - নীলপদ্ম, পদ্মফুল।

৪২৭. 'মার্জার' এর সমার্থক শব্দ – [ইবি B ইউনিট ২০১৫-১৬] ৪২৭. C
A. কবর B. মজাদার C. বিড়াল D. মার্জনাকারী

৪২৮. 'মেয়ে' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনগুলো? [বেরোবি A ইউনিট ২০১৫-১৬] ৪২৮. C
A. নারী, মহিলা B. কন্যা, প্রভা C. তনয়া, কন্যা D. দুহিতা, রমণী

৪২৯. 'অপ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [কুবি C ইউনিট ২০১৫-১৬] ৪২৯. D
A. দরিয়া B. লোচন C. পবন D. নীর
ব্যাখ্যা: দরিয়া অর্থ সাগর। লোচন অর্থ চক্ষু। পবন অর্থ বাতাস।

৪৩০. কোনটি পুত্র শব্দের সমার্থক? [শাহজালাল বি.ও.প্র. বি. A ইউনিট ২০১৫-১৬] ৪৩০. B
A. আত্মজা B. দুলাল C. জনক D. সুহৃদ E. দারা
ব্যাখ্যা: আত্মজা অর্থ কন্যা। জনক অর্থ পিতা। সুহৃদ অর্থ বন্ধু। দারা অর্থ স্ত্রী।

৪৩১. কোনটি ভিন্নধর্মী? [ববি C ইউনিট ২০১৫-১৬] ৪৩১. C
A. আফতাব B. সবিতা C. খদ্যোত D. অরণি
ব্যাখ্যা: সূর্য শব্দের সমার্থক আফতাব, সবিতা, অরণি। খদ্যোত অর্থ জোনাকি পোকা।

৪৩২. ভ্রমণকারীর সঠিক সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [জবি ক ইউনিট ২০১৪-১৫] ৪৩২. ক
ক. ভ্রামক খ. পর্যটক গ. পরিব্রাজক ঘ. ভ্রমিক
ব্যাখ্যা: ভ্রমণকারী অর্থ পর্যটক, পরিব্রাজক, ভ্রমিক। ভ্রামক অর্থ চালক, ভ্রান্তিযুক্ত।

৪৩৩. 'মহীলতা'- র সমার্থক শব্দ - [জবি খ-ইউনিট ২০১৪-১৫] ৪৩৩. গ
ক. স্বর্ণলতা খ. শাক গ. কেঁচো ঘ. সাপ

৪৩৪. নিম্নের কোন গুচ্ছটি সমার্থক নয়? [জবি খ ইউনিট ২০১৪-১৫] ৪৩৪. গ
ক. আত্মজা, দুহিতা, সুতা খ. শশধর, শশাঙ্ক, বিধু
গ. সমাচার, সন্দেশ, বচন ঘ. অভিলাষ, অভিপ্রায়, সাধ
ব্যাখ্যা: মেয়ে শব্দের সমার্থক আত্মজা, দুহিতা, সুতা। চাঁদ শব্দের সমার্থক শশধর, শশাঙ্ক, বিধু। ইচ্ছা অর্থ অভিলাষ, অভিপ্রায়, সাধ। সমাচার - বার্তা, খবর।

৪৩৫. 'পর্বত' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [খুবি S-ইউনিট ২০১৪-১৫] ৪৩৫. গ
ক. বহী খ. খগ গ. নগ ঘ. নিখিল ঙ. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: বহী অর্থ বই, ব্যতীত। খগ অর্থ পাখি, আকাশে বিচরণকারী। নিখিল অর্থ পৃথিবী।

৪৩৬. 'নীর' এর অর্থ কী? [ইবি H-ইউনিট (সেট-২) ২০১৪-১৫] ৪৩৬. ঘ
ক. নদী খ. বাসা গ. বাড়ি ঘ. পানি

Educationblog24.com

৪৩৭. 'তালকানা' শব্দের সমার্থক - [ইবি H-ইউনিট (সেট-২) ২০১৪-১৫]
ক. শিশির খ. বিন্দু গ. শীঙ্কর ঘ. বন্ধুর
ব্যাখ্যা: তালকানা, শীঙ্কর অর্থ তাল জ্ঞান শূন্য। বন্ধুর অর্থ উঁচু-নিচু। ৪৩৭.গ

৪৩৮. কোনটি সমার্থক শব্দ নয়? [ববি C-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. ব্যোম খ. গগন গ. দ্যুলোক ঘ. অর্ণব
ব্যাখ্যা: আকাশ শব্দের সমার্থক ব্যোম, গগন, দ্যুলোক। অর্ণব অর্থ সাগর। ৪৩৮.ঘ

৪৩৯. 'চিকুর' শব্দের অর্থ– [ববি D-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. চুল খ. চামচিকে গ. চিৎকার ঘ. ডেকুর ৪৩৯.ক

৪৪০. 'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [জাতীয় বি. বিজ্ঞান বিভাগ ২০১৪-১৫]
ক. নভ খ. অচল গ. অন্তরীক্ষ ঘ. ব্যোম
ব্যাখ্যা: নভ, অন্তরীক্ষ, ব্যোম শব্দগুলোর সমার্থক আকাশ। অচল অর্থ পাহাড়, পর্বত। ৪৪০.খ

অনুপ্রেরণার গল্প



একটি গাছে অনেক পাতা থাকে। অসংখ্য সবুজ পাতা গাছের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। সেই সৌন্দর্য দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। তবে অসংখ্য সবুজ পাতার মাঝে অনেক পাতাই মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায়। একসময় সেই শুকনো পাতাগুলো গাছ থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে যায়। তখন সেই ঝরা পাতাকে কেউ আর মূল্য দেয় না।

মানুষের জীবনও একটা গাছের মতো। এই গাছেও সবুজ পাতার মতো সৌন্দর্য থাকে, সেই সৌন্দর্য হলো অসংখ্য সাফল্যের পালক। মানুষের জীবন যখন সাফল্যের পালক দিয়ে ঢাকা থাকে, তখন তাকে সবাই সবুজ পাতার মতো ভাবে। আর যখন সাফল্যের পালক জীবন থেকে একটা একটা করে ছিঁড়ে যায়, তখন সেই মানুষটিকে সবাই ঝরা পাতার মতো মনে করে। তার জীবনে যেন আর কোনো মূল্য নেই!

সত্যিই কি ব্যর্থ হওয়া মানুষগুলোর জীবন গাছের ঝরা পাতার মতোই মূল্যহীন?

বনের ঝরা পাতাও কিন্তু অন্যের উপকার করে। বনের হিংস্র বাঘ যখন নিরীহ হরিণ শিকারের জন্য তীব্র বেগে ধেয়ে আসে, তখন শুকনো পাতাগুলো বাঘের পায়ের নিচে পড়ে মড়মড় আওয়াজ করে। সেই আওয়াজ শুনেই হরিণেরা বুঝতে পারে বিপদ আসন্ন। এভাবেই শুকনো পাতারা নিরীহ হরিণকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে।



আমরা যারা তরুণ মাঝি, তারা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হই। তাই বলে কি সবসময় বিষণ্ন হয়ে বসে থেকে হাল ছেড়ে দেব? হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবনকে তিলে তিলে শেষ করে দেব? গাছের ঝরা পাতাগুলোর দেহে প্রাণ থাকে না, তবুও তারা অন্যের উপকারে আসে। আমাদের দেহে তো প্রাণ আছে, তবে আমরা কেন পারব না?

জীবনে চলার পথে কষ্ট আসবেই। অর্থকষ্ট, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার কষ্টসহ নানান ডিজাইনের কষ্ট। তারপরও কষ্টের নদী পাড়ি দিতে হবে। কখনো যদি খুব বেশি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তবে মাঝে মাঝে গাছের ঝরা পাতাগুলোর কাছে যাবেন। দেখবেন তারা আপনাকে সাহস দিয়ে বলবে, "তোমার জীবনে কিছুই হারিয়ে যায়নি। তোমার দেহে তো এখনো প্রাণ আছে। জেগে ওঠো! জ্বলে ওঠো হে তরুণ!

Educationblog24.com

শব্দার্থ বা প্রতিশব্দ

সমার্থক শব্দের বাইরে পরীক্ষায় এমন কিছু শব্দের অর্থ আসে যা কখনো কোনদিন কোথাও পড়েন নি বা দেখেন নি। আমি সেই রূপ শব্দগুলো একত্র করে আপনাদের দেয়ার চেষ্টা করলাম যেন আপনারা পড়ে উপকৃত হতে পারেন। এখানে যতগুলো শব্দার্থ দেয়া হয়েছে তার সবগুলো কোন না কোন পরীক্ষায় এসেছে আর যেহেতু এসেছে তাই আসতেও পারে। অতএব চিন্তা না করে মুখস্থ করার সাগরে ডুব দিন। মনে রাখবেন আপনি মুখস্থ না করলে বা না করতে পারলে বা অলসতার কারণে না পড়লে... পড়ার মত শত শত লোক আছে যারা পড়বে এবং শিখে নিবে আর সফলতা সে-ই পাবে।.....

অ - ঔ

অকুস্থল - ঘটনাস্থান



অকু অর্থ - ঘটনা, দুর্ঘটনা, অন্যায় কার্য। অকুস্থল - যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অপলাপ - অস্বীকার

অপ: এটি একটি সংস্কৃত উপসর্গ, যার অর্থ দূর বা দূরে সরে যাওয়া। লাপ: অর্থ কথা বা বক্তব্য। অপলাপ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'কথাকে দূরে সরিয়ে রাখা' বা কথাকে অস্বীকার করা।

অভিনিবেশ - মনোযোগ

অভি উপসর্গটির আক্ষরিক অর্থ হলো দিকে বা দিকে ফিরে। নিবেশ অর্থ হলো প্রবেশ করা বা স্থাপন করা। এখানে এটি কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়া অর্থাৎ মনোযোগী হওয়া বোঝায়।

অবলেপে - সগর্বে; সদর্পে

অবলেপে: এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত অবলেপন থেকে, যার অর্থ লেপন করা বা লিপ্ত হওয়া। এই শব্দটি দিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে তার গর্ব বা অহংকারের মধ্যে লিপ্ত থাকে। এটি কোনো ব্যক্তির অহংকারী মনোভাবকে প্রকাশ করে।

অরুন্তুদ - মর্মভেদী

অরুম্: অর্থ ক্ষত বা আঘাত। তুদ অর্থ হলো বিদীর্ণ করা বা ভেদ করা। অরুন্তুদ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো ক্ষতকে বিদ্ধ করা। যখন কোনো ব্যক্তির কোনো ক্ষত থাকে এবং সেই ক্ষতে যদি কেউ আঘাত করে, তাহলে সেই আঘাতটি খুব মর্মান্তিক, মারাত্মক; হৃদয়-বিদারক হয়।

অমোঘ - অব্যর্থ

অমোঘ: অ (না-বাচক উপসর্গ) এবং মোঘ (ব্যর্থ)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যা ব্যর্থ নয়।

অলীক - অসত্য, মিথ্যা

বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ অলীক অর্থ অসত্য, মিথ্যা, ভাগ্য বা ললাট দেওয়া আছে। সাধারণত অলীক অর্থ কপাল বা ভাগ্য বা ললাট।

অবিহিত - অনুচিত

অবিহিত = অ (না-বাচক উপসর্গ) এবং বিহিত (যা উচিত বা নির্ধারিত)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যা উচিত নয় বা যা নির্ধারিত নয়।

অবিদিত - অজানা

অবিদিত: অ (না-বাচক উপসর্গ) এবং বিদিত (যা জানা গিয়েছে এমন)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যা জানা নেই।

অগ্নিসহ - যা আগুনে পোড়ে না

অগ্নি: মানে আগুন। সহ: অর্থ সহ্য করা বা সহনশীল। অগ্নিসহ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো আগুন সহ্য করতে পারে এমন। এটি এমন একটি পদার্থকে বোঝানো হয়, যা আগুনের সংস্পর্শে এলেও তার স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট হয় না বা তা পুড়ে যায় না। যেমন - দমকলকর্মীদের বিশেষ পোশাক।

অপাঙ্গ - দৃষ্টিকোণ

অপাঙ্গ = অপ + অঙ্গ; শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো চোখের প্রান্ত। চোখ দিয়ে দেখার সময় যে দৃষ্টিটি কোণ করে বা এক পাশ থেকে যায়। অর্থাৎ আড়চোখ, চোরা চাহনি, কটাক্ষ।

অশিষ্ট - অভদ্র, অসভ্য

শিষ্ট - শান্ত, রুচিবান; শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র।

অধমর্ণ - ঋণী

অধমর্ণ = অধম + ঋণ। অর্থাৎ যে ঋণের কারণে অধম বা যে ঋণ করে অধম অবস্থায় আছে।

অন্তরায় - বাঁধা

অনুযোগ - দোষারোপ, অভিযোগ, আক্ষেপ

অনুপম - মনোরম

অনীক - সৈনিক / সৈন্যদল / সেনাবাহিনী / যুদ্ধ

অছি - অভিভাবক

অভিধান - শব্দকোষ / শব্দার্থ

Educationblog24.com

অপসংস্কৃতি - নেতিবাচক সংস্কৃতি



র‍্যাগিং একটি অপসংস্কৃতি

অপ: এটি একটি সংস্কৃত উপসর্গ, যার অর্থ খারাপ, মন্দ বা বিপরীত। সংস্কৃতি: মানে জীবনের ধারা। অপসংস্কৃতি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো খারাপ সংস্কৃতি বা মন্দ সংস্কৃতি। এই শব্দটি দিয়ে এমন এক সংস্কৃতিকে বোঝানো হয়, যা সমাজের নীতি, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের পরিপন্থী।

অভ্রভেদী - আকাশচুম্বী

অভ্র: অর্থ আকাশ বা মেঘ। ভেদী: এই শব্দের অর্থ হলো ভেদকারী বা ছিদ্রকরী বা বিদীর্ণকারী। অভ্রভেদী শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো আকাশ ভেদকারী। যখন কোনো ভবন, পর্বত বা স্তম্ভ এতটাই উঁচু হয় যে তা যেন আকাশকে বিদীর্ণ করে উপরে উঠে গেছে, তখন তাকে অভ্রভেদী বলা হয়।

অবিমিশ্র - বিশুদ্ধ।

অ: অর্থ হলো নেই, নয় বা ছাড়া। বিমিশ্র: অর্থ মিশ্রিত বা ভেজালযুক্ত। কোনো বস্তু যখন অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত নয়, তখন তার সেই অবস্থাকে অবিমিশ্র বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, এটি তার আসল বা মূল অবস্থায় থাকে। এটি কোনো কিছুর বিশুদ্ধতা, তার মান এবং তার অকৃত্রিমতাকে নির্দেশ করে।

অর্বাচীন - মূর্খ, নবীন, অপরিণত বুদ্ধি

বয়সে প্রাচীন বা প্রবীণ নয় এমন, যে বয়সে প্রবীণ নয় সে-ই নবীন, আর নবীনরা সাধারণত অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্নরা মূর্খ হয়।

অত্যহিত - অতি অনিষ্ট / সর্বনাশ

অত্যহিত = অতি (অতিশয়, অত্যধিক) এবং অহিত (অমঙ্গল বা অনিষ্ট)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় অত্যধিক অনিষ্ট। এটি দিয়ে সেই সর্বনাশকে বোঝানো হয়, যা কোনো সাধারণ অনিষ্ট নয়।

অর্ঘ - মূল্য

অর্ঘ্য - পূজার উপকরণ

অর্ঘ্য অর্থ পূজার উপকরণ, মূল্যবান উপহার বা পূজার জন্য নিবেদিত জল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দেব-দেবীর পূজা করার জন্য বা কোনো অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্য মূল্যবান জিনিসপত্র উৎসর্গ করা হতো, যাকে অর্ঘ্য বলা হতো।

অরণি - যে কাঠের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে।

প্রাচীন বৈদিক যুগে যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। দুটি কাঠকে একসঙ্গে ঘষে আগুন তৈরি করা হতো। এর মধ্যে নিচের কাঠটিকে অরণি এবং উপরের কাঠটিকে উত্তরাণি বলা হতো। এই ঘর্ষণের ফলেই আগুন তৈরি হতো।

অরুণ - প্রভাত সূর্য

অরুণ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ লালচে বা লালের মতো। এটি একটি রঙের নাম। অরুণ শব্দটির মূল ভিত্তি হলো সূর্যের উদয়কালের রং। যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তার রং সরাসরি হলুদ হয় না, বরং তা হয় লালচে বা কমলা। এই লালচে রংটিকে বোঝানোর জন্য 'অরুণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু পুরাণে 'অরুণ' নামক একজন দেবতা আছেন, যিনি সূর্যদেবের রথের সারথি। তিনি ভোরের সময় সূর্যের রথ চালনা করেন। তার গায়ের রংও লালচে। এই পৌরাণিক চরিত্র এবং ভোরের সূর্যের লালচে রং-উভয়ের সংমিশ্রণে অরুণ শব্দটি প্রভাত সূর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অভিরাম - রমণীয়, মনোরম, সুন্দর

অভি: উপসর্গটির অর্থ দিকে বা চারিদিকে। রাম অর্থ রমণ বা আনন্দ; সুন্দর, রমণীয়। কোনো কিছু যখন এতটাই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয় যে তা মনকে চারিদিক থেকে আনন্দ দেয়। তবে, অবিরাম অর্থ বিরাম নেই এমন।

অমরাবতী - স্বর্গ

অমর: যাদের মৃত্যু নেই। হিন্দু ধর্মমতে দেবতারা অমর। বতী শব্দটি একটি প্রত্যয়, যা কোনো স্থানের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। অমরাবতী শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো অমরদের নগরী। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, অমরাবতী হলো দেবতাদের রাজধানী, যেখানে তাঁরা বসবাস করেন। এটি ছিল সৌন্দর্যের, প্রাচুর্যের এবং চিরন্তন সুখের এক স্থান।

অনন্তর - অতঃপর, তারপর

অনন্তর = অন (না-বাচক) এবং অন্তর (ব্যবধান)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় ব্যবধানহীন বা যার মাঝে কোনো ফাঁক নেই।যখন কোনো একটি ঘটনা বা কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি ঘটনা শুরু হয়, তখন তার মধ্যবর্তী সময়টিতে কোনো ব্যবধান থাকে না।

অব্যূঢ় - অবিবাহিত

অ অর্থ না; ব্যূঢ় অর্থ বিবাহিত। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যে বিবাহিত নয়।

অনিন্দ্য - অনিন্দনীয়, নিখুঁত, প্রশংসাযোগ্য, উৎকৃষ্ট

নিন্দা করা যায় না এমন, নিন্দার অযোগ্য।

অসিতবরণ - কালো রং

অসিতবরণ: অসিত অর্থ কালো এবং বরণ মানে রং। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় কালো রং। সিত অর্থ সাদা, অসিত - যা সিত বা সাদা নয়; কালো বা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

আভরণ - অলংকার

আকাল - দুর্ভিক্ষ

আততায়ী - গুপ্তঘাতক

আঁশটে - মাছের আঁশের গন্ধযুক্ত

আরক্ত - ঈষৎ রক্তবর্ণ, লালচে

আদমশুমারি - লোক গণনা পদ্ধতি

আদম - মানুষ, শুমারি - গণনা। জনশুমারি।

আসার - প্রবল বৃষ্টিপাত / জলকণা

আশিস - আশীর্বাদ

Educationblog24.com

আহব - যুদ্ধ

আহব = আ (দিকে বা চারিদিকে) এবং হ্বা (ডাকা)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় ডেকে আনা বা আহ্বান করা। প্রাচীনকালে যুদ্ধ করার আগে উভয় পক্ষ একে অপরকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করত। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হতো। এই আহ্বানটিকে আহব বলা হতো।

আধার - আশ্রয়

আধার - পাখি বা মাছের খাদ্য।

আতপ - সূর্যকিরণ, রোদ

আতপ = আ + তপ। তপ অর্থ তাপ বা গরম করা। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় তীব্র তাপ বা প্রখর রোদ। আতপ শব্দটির মূল ভিত্তি হলো সূর্যের তাপের তীব্রতা। সূর্যকিরণ যেমন আলো দেয়, তেমনি তার সঙ্গে প্রচণ্ড তাপও থাকে। এই তাপের তীব্রতাকে বোঝানোর জন্য 'আতপ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আবিল - কলুষিত

অনাবিল - যাহা ঘোলা নহে, অকলুষিত।

আকিঞ্চন - ইচ্ছা

আকিঞ্চন: আ + কিঞ্চন (কিছু বা সামান্য)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় সামান্য কিছু পাওয়ার ইচ্ছা।

ইনকিলাব - বিপ্লব / আন্দোলন

ইত্তেফাক - সম্প্রীতি, মিল, ঐক্য

উদীচী - উত্তর দিক

দধীচি - পৌরাণিক মুনিবিশেষ। প্রতীচী অর্থ পশ্চিম দিক।

উদ্‌বাসন - বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া



উদ্‌বাসন = উদ্ (উপরে, বাইরে) এবং বাসন (বাসস্থান)। আক্ষরিক অর্থে বাসস্থান থেকে উঠে যাওয়া বা স্থান থেকে সরে যাওয়া অর্থাৎ স্বদেশ ত্যাগ করা বা সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়া। যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের ঘর বা বাসস্থান থেকে জোর করে বা অনিচ্ছায় বিতাড়িত হয়, তখন তার সেই অবস্থাকে উদ্‌বাসন বলা হয়।

উচ্ছগ্য - উৎসর্গ

উচ্ছগ্য শব্দটি এসেছে সংস্কৃত উৎসর্গ থেকে, যার অর্থ উৎসর্গ করা বা নিবেদন করা।

উপাধান - বালিশ

উৎকুণ - উকুন

উপক্রম - সূত্রপাত

উদ্যত - বলিষ্ঠ

উৎকট - উগ্রতা

উচাটন - উৎকণ্ঠা

উর্ণনাভ



অর্থ: মাকড়সা

উর্ণনাভ = উর্ণা, উর্ণা + নাভ; উর্ণা, উর্ণা - জাল। যার নাভ বা নাভিতে উর্ণা বা জাল থাকে; মাকড়সার নাভিতে জাল বা উর্ণা থাকে; তাই উর্ণনাভ দিয়ে মাকড়সা বুঝায়।

উর্ণাজাল - মাকড়সার তৈরি জাল

উপরোধ - অনুরোধ

উপর: অর্থ উপরে। রুধ: অর্থ আটকে রাখা বা বন্ধ করা। কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুরোধ করে, তখন তার অনুরোধটি সেই ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবটি এতটাই শক্তিশালী হয় যে, সেই ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছাকে আটকে রেখে অনুরোধটি রাখতে বাধ্য হয়।

এপিটাফ - সমাধি-লিপি



এপি এটি একটি গ্রিক উপসর্গ, যার অর্থ হলো উপরে বা উপরের দিকে। টাফ এটি এসেছে গ্রিক 'তাফোস' থেকে, যার অর্থ হলো সমাধি বা কবর। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতিতে, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যেত, তখন তার কবরের উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হতো এবং সেই স্তম্ভের উপর সেই ব্যক্তির জীবন, গুণাবলী বা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু কথা লেখা হতো। এই লিখিত লিপিটি ছিল সেই ব্যক্তির জীবনকে স্মরণীয় করে রাখার একটি উপায়। এই কারণে, এপিটাফ শব্দটি কোনো ব্যক্তির কবরের উপর লেখা সেই লিপিকে বোঝায়, যা তার জীবনকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে।

ঐকতান - সমস্বর, বিভিন্ন ও বিচিত্র সুরের মিলন।

ঐক মানে এক এবং তান অর্থ সুর। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় এক সুর বা একটি সুরের মধ্যে থাকা। সংগীতের জগতে ঐকতান শব্দটি Harmony বা সুসংগত সুরকে নির্দেশ করে। যখন একাধিক ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বা কণ্ঠস্বর এমনভাবে একসঙ্গে বাজে যে তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না, বরং একটি সুন্দর এবং সুসংগত সুর তৈরি হয়, তখন সেই অবস্থাকে ঐকতান বলা হয়। ঐকতান = একতান + অ।

Educationblog24.com

এষণী - নিক্তি



এষণী শব্দটি এসেছে সংস্কৃত এষণা ধাতু থেকে, যার অর্থ হলো অনুসন্ধান, খোঁজা বা যাচাই করা। দাঁড়িপাল্লার সূচক কাঁটাটি (নিক্তি) দ্বারা ওজন সঠিকভাবে মাপা ও যাচাই করা যায়। সেই কারণে দাঁড়িপাল্লার সূচক কাঁটাকে বলা হয় 'এষণী'। বাংলায় এটি বিশেষ অর্থে নিক্তি (তুলাদণ্ড বা দাঁড়িপাল্লার সূক্ষ্ম সূচক/কাঁটা)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এল নিনিও - খুদে শিশু।

এল অর্থ সেই' নিনো অর্থ শিশু বা ছোট ছেলে। এল নিনো হলো একটি জলবায়ুগত ঘটনা, যা প্রশান্ত মহাসাগরের জলকে উষ্ণ করে তোলে। এই ঘটনাটি সাধারণত বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে ঘটে। স্প্যানিশ নাবিকরা যখন এই জলবায়ুগত পরিবর্তনটি প্রথম লক্ষ্য করেন, তখন তারা এটিকে খ্রিষ্টশিশু যিশুর সঙ্গে তুলনা করেন। তারা এটিকে একটি শিশু হিসেবে দেখেন, যা বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে আসে। এই কারণে, এই জলবায়ুগত ঘটনাকে এল নিনো বলে অভিহিত করা হয়। এটি স্পেনিশ ভাষার শব্দ।

ওয়াগন - মালগাড়ি



উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ আমলে যখন ভারতে রেলগাড়ির প্রচলন হয়, তখন পণ্য পরিবহনের জন্য এক ধরনের বিশেষ গাড়ি ব্যবহার করা হতো, যাকে ওয়াগন বলা হতো। এই ওয়াগনগুলো পণ্য বহন করার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই কারণে, ওয়াগন শব্দটি মালগাড়ির সমার্থক হয়ে ওঠে।

ক - ঘ

কল্কি



অর্থ: তামাক ভরে তাতে আগুন দেওয়া হয় এমন পাত্র বা ছিলিম

কারকিত - কৃষিকর্ম, চাষের জন্য জমি তৈরির কাজ

কুণ্ডয়ান - কুণ্ডলী পাকান

কপোল - গণ্ডদেশ, গাল

কেওয়াট/ কেওয়ার - কপাট বা দরজা

কনক - স্বর্ণ

কিরীট - মুকুট

কিরীটী - মুকুটধারী (অর্জুন)। কিরীটিনী -মুকুটধারিণী।

কোহিনুর - মহামূল্য হীরকবিশেষ।

কোহিনুর হীরকটি বিভিন্ন রাজা বাদশাহ ও শাসকের হাত ঘুরে এখন স্থান পেয়েছে টাওয়ার অফ লন্ডনে। হীরক খণ্ডটির ওজন ১০৮.৯৩ ক্যারেট।

কোষ্ঠী - জন্মপত্রিকা



কোষ্ঠ মানে হচ্ছে ঘর, খোপ, বাক্স, বা ঘেরাটোপ। এর সঙ্গে -ই প্রত্যয় যোগে কোষ্ঠী = যে জিনিস ঘরে ঘরে ভাগ করা থাকে। এই অর্থ থেকেই কোষ্ঠী শব্দটি জন্মপত্রিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ, জন্মপত্রিকা বা হরফ কষা তালিকা ১২টি ঘরে (কোষে) বিভক্ত থাকে-যেখানে প্রতিটি ঘরে গ্রহ, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদির অবস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়।

কুক্কুট - মোরগ বা মুরগি

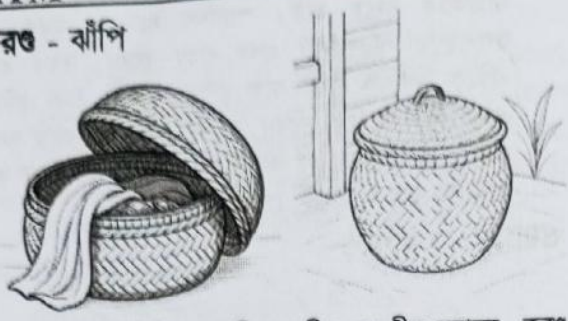
মোরগ যখন ডাকে, তখন তার শব্দ অনেকটা কুক্ কুক্ এর মতো শোনায়। এই ধ্বনি থেকেই কুক্কুট শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

কুজ্ঝটিকা - কুয়াশা, কুহেলিকা

কুণ্ডিলক - যে অপরের রচিত সাহিত্য থেকে ভাব ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের বলে চালায়, চোর।

Educationblog24.com

করণ্ড - ঝাঁপি



করণ্ড অর্থ ঝাঁপি বা ঝুড়ি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, করণ্ড নামক এই ঝুড়িগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ফলমূল, ফুল বা অন্যান্য জিনিস রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো। ঝুড়িগুলো সাধারণত বাঁশ বা বেত দিয়ে তৈরি করা হতো এবং এগুলো ছিল হালকা ও বহন করা সহজ।

ঝাঁপি - ঢাকনাযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতির পাত্রবিশেষ।

কাদম্বিনী - মেঘমালা

কাদম্বিনী শব্দটি এসেছে সংস্কৃত কদম্ব থেকে। কদম্ব হলো এক ধরনের গাছ, যা বর্ষাকালে ফুল দেয়। এই ফুলগুলো দেখতে মেঘের মতো গোলাকার। কদম্ব ফুল বর্ষাকালে ফোটে এবং এই ফুলকে বৃষ্টি ও মেঘের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। যখন আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়, তখন সেই মেঘের সঙ্গে কদম্ব ফুলের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্যটি থেকেই কাদম্বিনী শব্দটি মেঘমালাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কিঙ্কিণি - নূপুর

নূপুর যখন বাজে, তখন তার শব্দ অনেকটা 'কিঙ্ কিঙ্' এর মতো শোনায়। এই ধ্বনি থেকেই 'কিঙ্কিণি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

কিরাত - জাতি বিশেষ

কি মানে কে। রাতঃ অর্থ রাত বা অন্ধকার। কিরাত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো যারা রাতে থাকে বা অন্ধকারে বাস করে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কিরাত বলতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী এক ধরনের আদিবাসী জাতিকে বোঝানো হতো। তাদের গায়ের রং কালো বা তামাটে হওয়ায় এবং তাদের জীবনযাত্রা অরণ্যের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল।

কিণাঙ্ক - কড়া

কিণাঙ্ক শব্দটির মূল ভিত্তি হলো শরীরের সেই অংশ, যা কঠিন বা ভারী কাজের কারণে শক্ত হয়ে যায়। চামড়ার উপর যখন ক্রমাগত চাপ বা ঘষা লাগে, তখন সেই স্থানটি শক্ত হয়ে যায়, যাকে কড়া বলে।

কপর্দকহীন – নিঃস্ব

কপর্দকঃ অর্থ কড়ি (মুদ্রা)। হীনঃ মানে ছাড়া বা বর্জিত। কপর্দকহীন - কড়ি নাই যার, অর্থহীন বা নিঃস্ব। প্রাচীন বাংলা এবং ভারতীয় সমাজে কড়ি ছিল মুদ্রার এক প্রধান মাধ্যম। একটি কড়ি ছিল সবচেয়ে কম মূল্যের মুদ্রা, যার মাধ্যমে সামান্য কেনাকাটা করা যেত। যার কাছে একটি কড়িও থাকত না, তাকে চরম দরিদ্র বা নিঃস্ব বলে মনে করা হতো।

ক্রোশ - তিন কিলোমিটার

দূরত্ব পরিমাপের একটি সনাতনী একক। ব্রিটিশদের দ্বারা মাইল ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় দূরত্ব পরিমাপে 'ক্রোশ'-ই ছিল বহুল ব্যবহৃত একক।

কুবের - ধনের দেবতা

কোন্দা - তালগাছের নৌকা।



কোন্দা হলো তালগাছের কাঠ থেকে তৈরি এক ধরনের ছোট ও সরু নৌকা। প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে, যখন নৌকা তৈরি করার জন্য কাঠ সহজলভ্য ছিল না, তখন মানুষজন তালগাছ দিয়ে নৌকা তৈরি করত। তালগাছকে মাঝখান থেকে খোদাই করে এক ধরনের নৌকা তৈরি করা হতো, যা ছিল হালকা এবং বহন করা সহজ। এই নৌকাগুলো সাধারণত ছোট নদী, খাল বা বিল পার হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো।

কানাসোঁআ - কানায় কানায় পূর্ণ

'কানা' অর্থ প্রান্ত বা পাত্রের কিনারা। 'সোঁআ' শব্দটি স্প্রৃশ্ থেকে এসেছে, যার অর্থ স্পর্শ করা। কানাসোঁআ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'কানা বা কিনারা স্পর্শ করা। যখন কোনো পাত্রে জল বা অন্য কোনো তরল পদার্থ এত বেশি ঢালা হয় যে তা কানা স্পর্শ করে অর্থাৎ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকে কানাসোঁআ বলা হয়।

কাঙ্গি - চিরুনি

কাঙ্গি - কাঠের চিরুনি।

কর্বুর - রাক্ষস

কর্বুর এর আক্ষরিক অর্থ হলো যিনি রক্ত বা মাংস ভক্ষন করেন। রাক্ষসেরা সাধারণত মাংসাশী এবং হিংস্র প্রকৃতির হয়, তাই তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছে।

কালকূট - তীব্রবিষ

কালঃ অর্থ মৃত্যু। কূটঃ অর্থ স্তূপ বা পাহাড়। হিন্দু পুরাণে, সমুদ্র মন্থনের সময় এক ধরনের মারাত্মক বিষ তৈরি হয়েছিল, যা কালকূট নামে পরিচিত। এই বিষটি এতটাই তীব্র এবং ভয়ানক ছিল যে তা পুরো মহাবিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারত। এই কারণে, ভগবান শিব সেই বিষটি পান করে বিশ্বকে রক্ষা করেছিলেন। এই পৌরাণিক কাহিনি থেকে কালকূট শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো বিষ যদি মৃত্যুর মতো ভয়ানক এবং পাহাড়ের মতো বিশাল হয়, তখন তার সেই অবস্থাকে কালকূট বলে অভিহিত করা হয়।

কিংবদন্তি - জনশ্রুতি

কিংবদন্তিঃ শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত-কিং (কী) এবং বদন্তি (বলে)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় কী বলে? বা লোকে কী বলে?। কিংবদন্তি শব্দটির মূল ভিত্তি হলো লোকের মুখে মুখে প্রচলিত গল্প। প্রাচীনকালে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কোনো বীর বা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির গল্প তৈরি হতো, তখন তা বইয়ে লেখা হতো না, বরং তা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। এই ধরনের গল্পগুলো এতটাই পরিচিত ছিল যে, তা একটি প্রবাদ বা জনশ্রুতি হয়ে যেত।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

কালাকাল - সুসময় ও দুঃসময়

কাল অর্থ সময়। আকাল অর্থ অসময় বা দুঃসময়। কালাকাল শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো সময় এবং দুঃসময়। যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনে ভালো এবং খারাপ-উভয় ধরনের সময় পার করে, তখন তার সেই অবস্থাকে কালাকাল বলা হয়।

কার্তিক - রূপবান, সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট

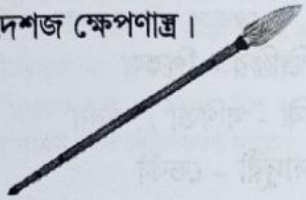
হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, কার্তিক হলেন শিব এবং পার্বতীর পুত্র। যদিও তিনি যুদ্ধের দেবতা, বাংলার সংস্কৃতিতে তাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী এক দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। তার সুদর্শন রূপ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাকে পুরুষ সৌন্দর্যের চূড়ান্ত প্রতীক করে তুলেছে।

খগ - পাখি

খদির - খয়ের

খদির হলো এক ধরনের বৃক্ষ, যা ভারতে জন্মায় এবং যার কাঠ থেকে এক ধরনের লালচে বাদামি পদার্থ তৈরি হয়, যাকে খয়ের বলা হয়। এই খয়ের পান তৈরির একটি অপরিহার্য উপাদান।

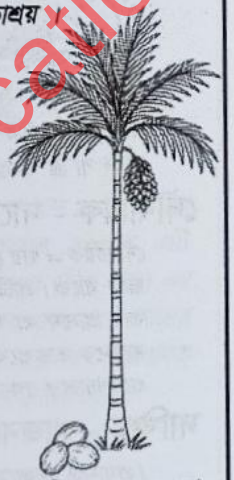
খক্ষ - ভল্ল, বর্শাজাতীয় দেশজ ক্ষেপণাস্ত্র।



খপোত - বিমান।

খপোত = খ + পোত। খ অর্থ আকাশ, পোত - নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি জলযান বা এক প্রকার যান। তাহলে খপোত হল খ-তে বা আকাশে চলে যে যান বা বিমান বা উড়োজাহাজ। যেখানে বিমান আশ্রয় নেয় - হ্যাংগার। জলযান যেখানে আশ্রয় নেয় বা আশ্রয়স্থল - পোতাশ্রয়

গুবাক - সুপারি / সুপারি গাছ



সুপারি হলো পামজাতীয় একটি ফল, যা বাংলায় পান-খাওয়ার অন্যতম উপকরণ। গ্রামীণ বাংলায় সুপারিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হতো, তার মধ্যে 'গুবাক' একটি জনপ্রিয় লোকশব্দ। সুপারি গাছ লম্বা ও সরু, আর এর ফল শক্ত ও আঁশযুক্ত, যা ফাঁক করে শুকিয়ে খাওয়া হয়।

গোকুল - গরু জাতি

গো - গরু, কুল - জাতি। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, গোকুল হলো সেই গ্রাম, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন। এটি ছিল গো-পালকদের একটি গ্রাম, যেখানে গরুকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা হতো। এই কারণেই গোকুল শব্দটি গরু জাতি বা গরুর বংশকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গৃধ্র - শকুন

গৃধ্র শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'গৃধ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ লোভ করা বা আকাঙ্ক্ষা করা। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যে লোভী বা যার আকাঙ্ক্ষা বেশি। শকুন হলো এমন একটি পাখি, যা মৃত পশুর মাংস খাওয়ার জন্য পরিচিত। তার এই খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং লোভের কারণে তাকে গৃধ্র বলা হয়।

ঘাঘু - অভিজ্ঞ

গুমটি - প্রহরীদের থাকার অপ্রশস্ত কুঠুরি বিশেষ



গুম অর্থ হলো হারিয়ে যাওয়া বা লুকানো। টি: এটি একটি প্রত্যয়, যা কোনো স্থানের ধারণাকে নির্দেশ করে। মুঘল আমলে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে, বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ বা সরকারি ভবনের ফটকের কাছে ছোট ছোট কুঠুরি থাকত, যেখানে প্রহরীরা পাহারা দিত। এই কুঠুরিগুলো ছিল খুবই অপ্রশস্ত এবং ছোট। প্রহরীরা এই কুঠুরিগুলোতে লুকিয়ে থাকত। এই কারণে, এই ছোট ঘরগুলোকে গুমটি বলা হতো, যার অর্থ হলো লুকানো স্থান।

গলাধঃকরণ - ভক্ষণ অথবা পান, গিলে ফেলা

গলাধঃকরণ শব্দটি তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত- গলা (কণ্ঠ), অধঃ (নিচে) এবং করণ (করা)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় গলার নিচে নিয়ে যাওয়া। আমরা যখন কোনো খাবার বা পানীয় খাই, তখন তা গলার মধ্য দিয়ে নিচে যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে বোঝানোর জন্য গলাধঃকরণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

গন্ধবহ - বায়ু

গন্ধবহনকরী, গন্ধ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বায়ু নিয়ে যায়। তাই গন্ধবহ বা গন্ধবাহ দিয়ে বায়ু অর্থ প্রকাশ করে।

গুড়গুড়ি - ফরসি, আলবোলা, দীর্ঘ নলযুক্ত তাম্রকুট সেবন যন্ত্র।



গুড়গুড়ি: একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যা হুঁকো বা ফরসির ভেতরে জল ফুটলে যে গুড়গুড় শব্দ হয়, তার অনুকরণে তৈরি হয়েছে। মুঘল আমল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে হুঁকো বা ফরসি ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। এই যন্ত্রটির লম্বা নলের ভেতর দিয়ে ধূমপান করার সময় পাত্রের মধ্যকার জল থেকে 'গুড়গুড়' ধরনের একটি শব্দ তৈরি হয়। এই শব্দটি এতটাই পরিচিত ছিল যে, তা যন্ত্রটির নাম হয়ে যায়। ফরসি হলো দীর্ঘনলযুক্ত ধূমপানের হুঁকাবিশেষ।

Educationblog24.com

চরিতার্থ - সফল, কৃতকার্য

চরিতার্থ = চরিত + অর্থ। চরিত অর্থ চরিত্র বা জীবনযাত্রা। 'অর্থ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এই শব্দটির মূল ধারণাটি হলো, কোনো ব্যক্তি যখন তার জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ করে, তখন তার জীবন সার্থক হয়। অর্থাৎ, তার চরিত্রের বা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যটি (অর্থ) সম্পূর্ণ হয়। যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সফল হয়, তখন তাকে চরিতার্থ বলা হয়।

চয়ন - আহরণ করা বা সংগ্রহ, সম্ভার

চুনকালি - কলঙ্ক

প্রাচীনকালে, যখন কোনো ব্যক্তিকে চরমভাবে অপমান বা অসম্মান করা হতো, তখন তার মুখে চুন এবং কালি মাখিয়ে দেওয়া হতো। এই ধরনের অসম্মান ছিল একটি চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, যা সেই ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা এবং সম্মানকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিত।

চঞ্চু - ঠোঁট

জঙ্গম - গতিশীল, চলন্ত

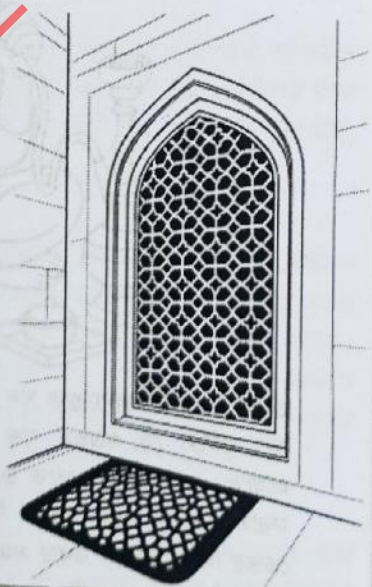
জঙ্গম শব্দটি এসেছে সংস্কৃত গম্ (চলা) ধাতু থেকে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো যা চলে বা যা গতিশীল।

জাঙ্গাল - বাঁধ

জনান্তিকে - সংগোপনে; জনগনের আড়ালে

জন অর্থ মানুষ বা জনগণ। অন্তিক অর্থ কাছে বা নিকটে। এই শব্দটির মূল ধারণাটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় নাটক এবং মঞ্চ অভিনয় থেকে। নাটকের কোনো চরিত্র যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্য কোনো চরিত্রের কাছে বা নিকট এমনভাবে কথা বলত, যা মঞ্চে থাকা অন্য চরিত্ররা শুনতে পেত না, কিন্তু দর্শকরা শুনতে পেত, তখন সেই কথোপকথনকে জনান্তিকে বলা হতো। এই কথোপকথনটি ছিল গোপনে বলা।

জাফরি - চৌকো ছিদ্রযুক্ত বেড়া



মোগল আমলে দুর্গ, মসজিদ, সমাধি বা প্রাসাদের জানালা ও বারান্দায় পাথর বা কাঠ খোদাই করে ছিদ্রযুক্ত পর্দা বা বেড়া বানানো হতো। এসব নকশা করা জালিকে বলা হতো জাফরি। এর উদ্দেশ্য ছিল বেড়াগুলি আলো এবং বাতাস চলাচল করতে সাহায্য করত, আবার ভেতরের মানুষ বাইরের দৃশ্য দেখতে পাবে, কিন্তু বাইরের লোকজন ভেতরের মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পাবে না।

জনয়িতা - জন্মদাতা

জন অর্থ জন্ম বা সৃষ্টি। য়িতা: এটি একটি প্রত্যয়, যা সে করে বা যে সৃষ্টি করে অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্ম বা সৃষ্টি করে, তাকে জনয়িতা বলা হয়। এটি কেবল কোনো সন্তানের জন্ম দেওয়াকে বোঝায় না, বরং এটি কোনো কিছুকে সৃষ্টি করা বা তার অস্তিত্ব দেওয়াকে নির্দেশ করে।

জিগর - হৃদয়, প্রাণ, মন

জিগর শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো যকৃৎ বা কলিজা। প্রাচীন পারস্যের সংস্কৃতিতে যকৃৎ বা কলিজাকে আবেগ, সাহস এবং প্রেমের কেন্দ্র হিসেবে দেখা হতো।

জাহাকুল আবদ - ক্রীতদাসের হাসি

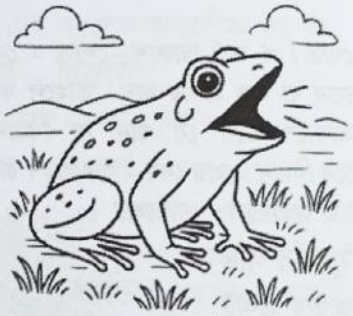
জাহাকুল অর্থ হাসি বা হাসা। আবদ অর্থ ক্রীতদাস। একজন ক্রীতদাস যখন হাসে, তখন তার এই হাসিটি তার ভেতরের কষ্ট এবং যন্ত্রণাকে আড়াল করে। এই কারণে, তাদের হাসিটি কোনো সত্যিকারের হাসি ছিল না, বরং এটি তাদের ভেতরের যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখার একটি উপায় ছিল।

জিঞ্জির - শিকল

জুলমাত - অন্ধকার

ঝি - বণিতা / কন্যা

দাদুরী - ভেকী



দাদুরী শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'দর্দুর' থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো ব্যাঙ। ব্যাঙের 'দদুর-দদুর' ডাককে অনুকরণ করে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

দাদুর এবং ভেক অর্থ পুরুষ ব্যাঙ। দাদুরী এবং ভেকী অর্থ মাদি বা স্ত্রী ব্যাঙ।

দৌবারিক - দারোয়ান, দ্বাররক্ষক

দৌবারিক = দ্বার (দরজা) + ইক। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যে দ্বারে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, যখন কোনো রাজা বা জমিদার তার প্রাসাদ বা দুর্গকে রক্ষা করতে চাইতেন, তখন তিনি একজন ব্যক্তিকে তার প্রবেশদ্বারে নিযুক্ত করতেন। এই ব্যক্তির প্রধান কাজ ছিল প্রবেশদ্বারকে রক্ষা করা। এই কারণে, তাকে দৌবারিক বলা হতো।

দাখিলা - খাজনার রসিদ

(প্রধানত প্রজাকে জমিদারের দেওয়া) খাজনা প্রাপ্তির রসিদ বা স্বীকারপত্র।

দফতরি - বাঁধাইকর

দফতর: অর্থ অফিস, কাগজপত্র রাখার ঘর বা কার্যালয়। ই এটি একটি প্রত্যয়। মুঘল এবং ব্রিটিশ আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দফতর ছিল সেই স্থান, যেখানে সরকারি নথি, দলিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হতো। এই নথিগুলোকে ছিঁড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁধাই করা হতো। যে ব্যক্তি এই বাঁধাইয়ের কাজ করত, তাকে দফতরি বলা হতো।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

দীপিকা - প্রদীপ, জ্যোৎস্না

দীপিকা = দীপ (প্রদীপ) + ইকা। ইকা প্রত্যয়টি ক্ষুদ্রতা বা ছোট আকারের ভাব প্রকাশ করে। তাই দীপিকা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ছোট প্রদীপ বা ছোট আলো। একটি প্রদীপ যেমন একটি ছোট আলো তৈরি করে, তেমনি জ্যোৎস্নাও একটি মৃদু এবং ছোট আলো। এই কারণে দীপিকা শব্দটি প্রদীপ এবং জ্যোৎস্না–উভয়কেই বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ধীমান - বুদ্ধিমান, মেধাসম্পন্ন

ধী অর্থ বুদ্ধি, জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। -মান এটি একটি প্রত্যয়। ধীমান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো যে বুদ্ধির ধারক বা যার মধ্যে বুদ্ধি আছে।

ধোঁয়াশা - ধোঁয়া ও কুয়াশার মিলিত ফল

ধুম - সমারোহ, জাঁকজমক

ধুপ - রোদ

নীবার - উড়িধান; তৃণধান।

উড়িধান হলো এক ধরনের বুনো বা তৃণ ধান, যা সাধারণত বনাঞ্চলে জন্মায়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, বিশেষত আরণ্যক বা বনবাসী জীবনধারায়, উড়িধান বা তৃণধান ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। যখন সাধারণ ধান সহজলভ্য ছিল না, তখন বনবাসীরা এই উড়িধান সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত।

টপ্পা - এক ধরনের গান



টপ্পা গান কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। এটি পাঞ্জাব অঞ্চলের মূল গানের সাথে মিল থাকলেও বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) এর উদ্ভাবক বলে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয়। প্রধানত উটের গাড়ি চালকের মুখেই টপ্পা গান বেশি শোনা যেত।

নির্বন্ধ - বিধান

নির্বন্ধ: শব্দটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত–নির (নিশ্চিত) এবং বন্ধ (বাঁধা)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে বাঁধা। যখন কোনো নিয়ম বা বিধান এমনভাবে তৈরি করা হয় যে তা কোনোভাবেই ভঙ্গ করা যাবে না, তখন সেই নিয়মকে নির্বন্ধ বলা হয়।

নিপাত - পতন।

নিকুঞ্জ - উদ্যানে বা বনে লতাপাতায় ঢাকা বা ছাওয়া গৃহ বা গৃহাকার স্থান, লতাগৃহ, বাগান।

নিনাদ - শব্দ।

নিরবকাশ - অবসরহীন, অবকাশ বা অবসর নেই এমন

নীপ - কদম ফুল বা তার গাছ

নীপবৃক্ষ - কদম গাছ

নিতি - রোজ

নিতি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'নিত্য' থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো প্রতিদিন বা নিয়মিত। এটি কোনো কিছুর নিয়মিত বা প্রতিদিনকার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

নেহারি - দেখে

নেহারি শব্দের অর্থ হলো দেখে বা অবলোকন করে। এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'নিরীক্ষণ' থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো দেখা বা অবলোকন করা। এটি কোনো কিছুকে মনোযোগ সহকারে দেখা বা পর্যবেক্ষণ করাকে বোঝায়।

নিগড় - শৃঙ্খল

নিগড় শব্দটির অর্থ হলো শৃঙ্খল বা লোহার বেড়ি। এটি কোনো কিছুকে বেঁধে রাখা বা সীমাবদ্ধ করাকে বোঝায়।

নান্দী - স্তুতি

নান্দী শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'নন্দ' (আনন্দ করা) থেকে। এর আক্ষরিক অর্থ আনন্দপূর্ণ। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে, মূল নাটকের আগে এক ধরনের স্তুতি পাঠ করা হতো, যা মঙ্গল কামনা করত। এই স্তুতিকে নান্দী বলা হতো। এই কারণে নান্দী শব্দটি স্তুতিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

নিরাক - হাওয়াশূন্য

নিরাক: দুটি অংশ নিয়ে গঠিত - নির (নেই বা ছাড়া) এবং আক (আকাশ বা বায়ু)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যা বায়ু থেকে শূন্য। নিরাক শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো বায়ুহীন। যখন কোনো স্থানে বাতাস চলাচল করে না এবং তা বায়ুশূন্য থাকে, তখন সেই অবস্থাকে নিরাক বলা হয়। নিরাক - হাওয়াশূন্য স্তব্ধতা (একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ)। নিরাক পড়া - বাতাসহীন নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া।

নির্মোক - সাপের খোলস।

নির উপসর্গটির আক্ষরিক অর্থ হলো বেরিয়ে আসা বা ত্যাগ করা। মোক: অর্থ মুক্ত বা ত্যাগ করা। এই শব্দটির মূল ধারণাটি হলো, একটি সাপ যখন তার পুরনো খোলস থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার এই খোলসটি নির্মোক বলে অভিহিত করা হয়।

নির্নিমেষ - অপলক বা পলকহীন, নিমেষহীন

নির (ছাড়া) এবং নিমেষ (চোখের পলক)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় পলকহীন বা চোখের পলক না ফেলা।

তাবুত - শবাধার, কফিন

মুসলিমদের মৃতদেহ দাফনের জন্য যে বাক্স বা কাঠামোর উপর করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে তাবুত বলা হয়।

তামান্না - আশা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা

তাম্বুল - পান

তণ্ডুল - চাল

Educationblog24.com

প - হ

তক্ষক - ছুতার



তক্ষক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'তক্ষ' থেকে, যার মূল অর্থ কাটা বা আকৃতি দেওয়া। তক্ষক হলো যে কাটে বা যে খোদাই করে। ছুতারের প্রধান কাজ হলো কাঠ কাটা এবং তাকে খোদাই করে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা।

তাম্রশাসন - তাম্রফলকে খোদিত রাজনির্দেশ

তাম্র অর্থ তামা। শাসন অর্থ নির্দেশ, আদেশ বা শাসন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে, যখন কোনো রাজা বা শাসক কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, যেমন ভূমিদান বা কোনো আইন জারি করতেন, তখন তা তামার পাতে খোদাই করে রাখা হতো। এই তামার ফলকগুলো ছিল স্থায়ী এবং তা সময়ের সঙ্গে নষ্ট হতো না। এই কারণে, এই তামার ফলকগুলোকে তাম্রশাসন বলা হতো।

তুবড়ি - বাজি

তুবড়ি - আগুনের ফুলকির ফোয়ারা বের হয় এমন আতসবাজি; কথার তুবড়ি- অনর্গল কথার স্রোত।

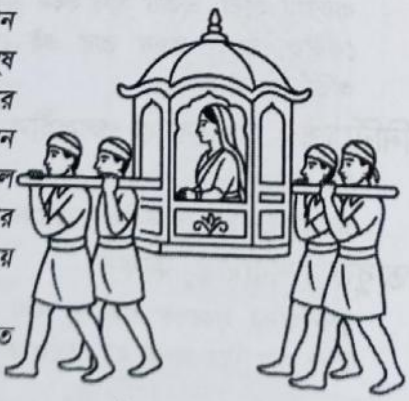
তুহিন - তুষার, ঠান্ডা

তয়খানা - ভূগর্ভস্থ কক্ষ।



তয়খানা = তাহ (নিচে বা ভূগর্ভ) এবং খানা (ঘর)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় ভূগর্ভস্থ ঘর। মুঘল স্থাপত্যে এবং বাংলার ধনী জমিদারদের বাড়িতে গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভূগর্ভে কক্ষ তৈরি করা হতো। এসব কক্ষগুলো ছিল ঠান্ডা ও আরামদায়ক। এই ধরনের কক্ষকে তয়খানা বলা হতো।

তাঞ্জাম - পালকি বিশেষ



তাঞ্জাম অর্থ চলমান সিংহাসন। মানুষ কাঁধে বহন করে নিয়ে যায় এমন পালকি। মুঘল আমল এবং তার পরবর্তী সময়ে রাজপরিবারের সদস্য, অভিজাত এবং ধনী ব্যক্তিরা যাতায়াতের জন্য এক ধরনের বিলাসবহুল ও অলংকৃত পালকি ব্যবহার করতেন। এই পালকিগুলো ছিল সাধারণ পালকির চেয়ে অনেক বেশি আরামদায়ক এবং জমকালো।

দহ - জলাধার, ঘূর্ণিজল, গভীর গর্ত।

প্রথিত - বিখ্যাত

প্রথিতযশা, প্রথিতনামা - খ্যাতিমান

প্রস্রবণ - ঝরনা

পতঞ্জলি - পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্যকার

পাণিনি - বিখ্যাত বৈয়াকরণ

প্রীণন - প্রীতিসম্পাদন

পরাহত - পরাজিত

পনস - কাঁঠাল বা কাঁঠাল গাছ

প্রাংশু - দীর্ঘকায়

পাটাতন - নৌকা বা জাহাজের কাঠের মেঝে



পাটাতন: এই শব্দটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত-পাটা (কাঠের তক্তা) এবং আসন (বসার স্থান)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় তক্তা দিয়ে তৈরি বসার স্থান। নদীমাতৃক বাংলায় নৌকা এবং জাহাজ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন। নৌকা বা জাহাজ তৈরির সময় তার মেঝে তক্তা দিয়ে তৈরি করা হতো, যেখানে মানুষজন বসত। এই তক্তার মেঝেকেই পাটাতন বলা হয়।

প্রতীকধর্মী - নিদর্শন জ্ঞাপক

প্রতীক: অর্থ নিদর্শন বা চিহ্ন। ধর্মী: অর্থ ধর্মীয় বা স্বভাবের। কোনো কিছু যখন তার নিজের অর্থ প্রকাশ না করে অন্য কোনো কিছুর নিদর্শন বা স্বভাবকে তুলে ধরে, তখন তাকে প্রতীকধর্মী বলা হয়।

পুষ্পারতি - ফুলের বন্দনা বা নিবেদন

পুষ্পারতি = পুষ্প + আরতি। আরতি অর্থ - একান্ত অনুরাগ।

প্রাকার - প্রাচীর, দেওয়াল

প্রাকার = প্র (সম্মুখে) এবং কার (করা)। আক্ষরিক অর্থ সামনে যা তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীনকালে, রাজা-মহারাজারা তাদের দুর্গ বা প্রাসাদ রক্ষা করার জন্য তার চারপাশে একটি শক্তিশালী দেওয়াল বা প্রাচীর তৈরি করতেন। এই প্রাচীরটি দুর্গের সামনে তৈরি করা হতো এবং এটি দুর্গের সুরক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। এই কারণেই প্রাচীরকে প্রাকার বলা হয়।

পাণি - হাত

পাণি = √পণ্ + ই। পাণি গ্রহ, পাণি গ্রহণ, পাণি পীড়ন অর্থ বিবাহ বা পরিণয়। তবে পাণিপ্রার্থী অর্থ বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

প্রতীতি - প্রত্যয়, বিশ্বাস

তবে প্রতীচী অর্থ পশ্চিম দিক, আর উদীচী অর্থ উত্তর দিক। দধীচি অর্থ পৌরাণিক মুনিবিশেষ।

পোখরাজ - মণি বিশেষ

প্রকর্ষ - উৎকর্ষ

প্রভঞ্জন - প্রবল বায়ু, ঝড়

পঞ্চম স্বর - কোকিলের সুরলহরী

পল্বল - ডোবা

প্রকৃত - যথার্থ, খাঁটি

প্রকৃতি - স্বভাব, চরিত্র

প্রাকৃত - স্বাভাবিক

পর্যঙ্ক - পালঙ্ক, মূল্যবান খাট

প্রবীণ - অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি

পেলব - অত্যন্ত কোমল, মৃদু

পামর - পাপিষ্ঠ, নরাধম, নীচ; মূর্খ

পল্লব গ্রাহিতা - ভাসা ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন

পল্লব অর্থ গাছের পাতা বা নতুন পাতা। গ্রাহিতা অর্থ গ্রহণ করা বা ধারণ করা। পল্লব গ্রাহিতা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো গাছের পাতা গ্রহণ করা। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বই বা কোনো বিষয়কে গভীর থেকে না পড়ে কেবল তার উপরিভাগের অংশ বা পাতার মতো হালকা অংশটুকু পড়ে, তখন সেই জ্ঞানকে পল্লব গ্রাহিতা বলা হয়।

পুণ্ড্র - ইক্ষু

প্রাচীনকালে বাংলার উত্তরাঞ্চলে একটি জনপদ ছিল, যার নাম ছিল পুণ্ড্র। এই অঞ্চলের মাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর, এবং সেখানে আখ বা ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। এই কারণে পুণ্ড্র অঞ্চলটি তার ইক্ষু চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রদোষ - সন্ধ্যা

প্রদোষ = প্র (প্রকৃষ্টরূপে) এবং দোষ (দোষ বা অন্ধকার)। আক্ষরিক অর্থ অন্ধকারের সূচনা বা যে সময়টিতে অন্ধকার আসে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময়, সন্ধ্যা, সায়ংকাল; রাত্রির প্রথম ভাগ।

পর্ণকুটির, পর্ণশালা - পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘর, কুঁড়েঘর।

পর্ণ অর্থ গাছের পাতা, পান, তাম্বূল। পর্ণকার- পান ব্যবসায়ী।

পার্বণ - উৎসব

চিরাচরিত উৎসব, অমাবস্যা, কৃষ্ণা, একাদশী প্রভৃতি তিথি বা পর্বদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ।

পরমতসহিষ্ণুতা - অন্যের মতকে সম্মান করা

পরমতসহিষ্ণুতা = পর (অন্য), মত (মত) এবং সহিষ্ণুতা (সহ্য করার ক্ষমতা)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় অন্যের মতকে সহ্য করার ক্ষমতা। যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের মতের সঙ্গে ভিন্ন মতকেও সম্মান জানায় এবং তাকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, তখন সেই গুণকে পরমতসহিষ্ণুতা বলা হয়।

পরমতসহিষ্ণু - অপরের মতামত সহ্য করতে পারে এমন।

পাঞ্জেরি - আলোকবর্তিকা



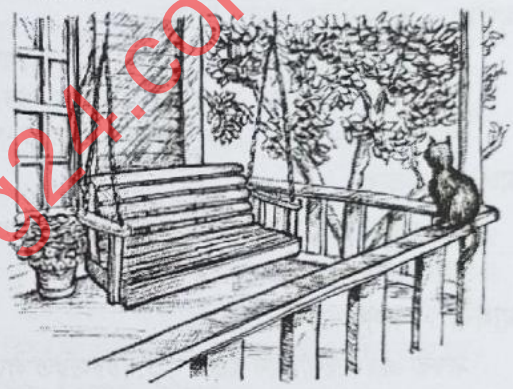
পাঞ্জেরি - নৌকা বা জাহাজের অগ্রভাগে অবস্থিত আলোকদিশারি; যে নৌ-কর্মচারী নৌকার মাস্তুলে উঠে চারদিকের দৃশ্য, আবহাওয়া, চর ইত্যাদি বিষয়ে মাঝিকে সংকেত দান করেন (রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী-ফররুখ আহমদ)।

পাঁশুটে - ফ্যাকাশে

পরার্থ - পরোপকার

পরার্থ = পর + অর্থ (প্রয়োজন)। পরের উপকার বা পরের প্রয়োজন।

রোয়াক - দাওয়া



রোয়াক - ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা। দাওয়া - বারান্দা। মুঘল আমলে, স্থাপত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বাড়ির সামনে বা দরজার কাছে একটি ছাদযুক্ত খোলা জায়গা, যা রোয়াক নামে পরিচিত ছিল।

শম - শান্তি

শুক্তি - ঝিনুক

শীকর - জলকণা, বৃষ্টির জল

শকট - গাড়ি, যান

শ্লাঘা - আত্মপ্রশংসা, গৌরব

শিষ্টাচার - সদাচার

শ্বশ্রূ - শাশুড়ি

শ্মশ্রু - গোঁফদাড়ি

শূর - বীর, যোদ্ধা

শম্বর - হরিণ

শুখো - অনাবৃষ্টি

শুখো: শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শুষ্ক' থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ শুষ্ক বা শুকিয়ে যাওয়া। যখন কোনো স্থানে বৃষ্টি হয় না এবং তার ফলস্বরূপ জমি বা গাছপালা শুকিয়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকে শুখো বলা হয়। এই শব্দটি দিয়ে সেই অনাবৃষ্টিকে বোঝানো হয়, যা জমির শুষ্কতার কারণ।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

শোণিত - রক্ত

শরণ - আশ্রয়।

শরণার্থী - আশ্রয়প্রার্থী। সরণি, সরণী – সড়ক, পথ, রাস্তা।

শীল - চরিত্র

মহানির্বাণ - সব বন্ধন থেকে মুক্তি

মহা: অর্থ হলো মহৎ, মহান বা চূড়ান্ত। নির্বাণ: অর্থ হলো নির্বাপিত হওয়া বা শেষ হওয়া। বৌদ্ধ ধর্মমতে, নির্বাণ হলো জীবনের সব দুঃখ, কষ্ট এবং মায়া থেকে মুক্তি। যখন কোনো ব্যক্তি তার জীবনের সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন তার এই অবস্থাকে নির্বাণ বলা হয়। মহানির্বাণ হলো নির্বাণ লাভের চূড়ান্ত পর্যায়। গৌতম বুদ্ধ যখন তাঁর জীবন ত্যাগ করেন, তখন তিনি মহানির্বাণ লাভ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

মতিগতি - মনের ভাব

মতি: অর্থ মন, বুদ্ধি বা চিন্তা। গতি অর্থ চালচলন। মতিগতি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'মনের গতি'।

মৃগয়া - বনে গিয়ে হরিণ শিকার

মৃগ অর্থ হরিণ বা পশু। য়া: এটি একটি প্রত্যয়। প্রাচীনকালে, যখন রাজা, রাজকুমার বা অভিজাত ব্যক্তিরা বনে গিয়ে পশু শিকার করতেন, তখন তাদের এই কাজকে মৃগয়া বলা হতো।

মঙ্গা - অভাব

এই শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কোথাও কোথাও মঙ্গা অর্থ দুর্মূল্য দেয়া আছে।

মাধবী - বাসন্তী ফুল।

মাধবী এর বাংলা অর্থ হলো - ১. চিরহরিত লতাবিশেষ; ২. মাধবের পত্নী।

মূঢ়তা - অনভিজ্ঞতা, মূর্খতা

মূঢ় অর্থ মূর্খ, নির্বোধ

মাতৃষ্বসা - মাসি, খালা

মাতৃষ্বসা: মাতৃ মানে মা এবং স্বসা মানে বোন। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় মায়ের বোন।

মর্সিয়া - শোক

মকমক - ব্যাঙের ডাক

মার্জার - বিড়াল

মীন - মৎস্য, মাছ

মণ্ডূক - ভেক, ব্যাঙ

মঙ্গা - অভাব

বিরাগী - উদাসীন

বহুব্রীহি - বহু ধান

ব্রীহি অর্থ আউশ ধান।

বামেতর - ডান, দক্ষিণ

বাম অর্থ হলো বাঁ বা বাম দিক। ইতর অর্থ অপর বা অন্য বা ভিন্ন। বামেতর শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো বাম ব্যতীত অন্য। যদি কোনো কিছু বাম না হয়, তবে সেটি ডান। ইতর এর অন্য অর্থ কল্পিত নিম্ন শ্রেণিভুক্ত।

বিতংস - পাখি বা হরিণ ধরার জাল বা ফাঁদ



বি: এই উপসর্গটির আক্ষরিক অর্থ হলো বিশেষভাবে বা নানাভাবে। তংস: এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ফাঁদ বা জাল। প্রাচীনকালে শিকারিরা পাখি বা হরিণ ধরার জন্য জাল বা ফাঁদ পাতত। এই ফাঁদ বা জাল বিশেষভাবে বিস্তৃত করা হতো, যাতে শিকার তার মধ্যে আটকা পড়ে। এই ফাঁদকে বিতংস বলা হয়।

বাতুল - পাগল, উন্মাদ

আয়ুর্বেদ মতে, মানুষের শরীরে তিনটি ধাতু থাকে–বাত, পিত্ত এবং কফ। এর মধ্যে 'বাত'-এর ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তাই বাত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকেই বাতুল বলা হতো।

বেসাতি - কেনাবেচা

মুঘল আমল এবং তার পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের বেসাতি বা মালপত্র বা পণ্যসামগ্রী একটি মাদুর বা কাপড়ের উপর সাজিয়ে কেনাবেচা করত। এই মালপত্রগুলোকে বেসাতি বলা হতো।

বানি - গয়না তৈরির মজুরি

প্রাচীন বাংলার স্বর্ণকারেরা যখন কোনো গহনা তৈরি করতেন, তখন তারা তার মজুরি হিসেবে যে অর্থ নিতেন, তাকে বানি বলা হতো। এই বানি শুধু সেই গহনার দাম নয়, বরং তা ছিল সেই কারিগরের দক্ষতা এবং পরিশ্রমের মূল্য।

বহিত্র - নৌকা

বহিত্র একটি সংস্কৃত শব্দ, যা 'বহ্' (বয়ে নিয়ে যাওয়া) ধাতু থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যা বহন করে। প্রাচীনকাল থেকেই নদীমাতৃক বাংলায় নৌকা ছিল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার প্রধান বাহন। নৌকা মানুষ এবং মালপত্র বয়ে নিয়ে যেত। এই বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থেকেই বহিত্র শব্দটি এসেছে।

বস্ত্রাবাসমধ্যে - তাঁবুর মধ্যে

বস্ত্রাবাসমধ্যে শব্দটি তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত-বস্ত্র (কাপড়), আবাস (আশ্রয়) এবং মধ্যে (ভিতরে)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় কাপড়ের তৈরি আশ্রয়ের ভিতরে। প্রাচীনকালে সৈন্যরা, বণিকেরা এবং ভ্রমণকারীরা অস্থায়ী আশ্রয় হিসেবে তাঁবু ব্যবহার করত। এই তাঁবুগুলো কাপড় দিয়ে তৈরি হতো। এই তাঁবুগুলোকেই বস্ত্রাবাস বলা হতো।

বদান্যতা - দানশীলতা

বিজিত - পরাজিত

বিজয় অর্থ জয় আর বিজিত অর্থ জয় করে নেওয়া হয়েছে এমন, পরাজিত। বিজেয় - জয় করা যায় বা উচিত এমন, জয়সাধ্য বা জয়যোগ্য। বিজয়া - দুর্গাদেবী।

বিধুর - কাতর, দুঃখিত।

বিধু অর্থ চন্দ্র বা চাঁদ।

ব্রততি - লতা

ব্রততি: এটি একটি সংস্কৃত শব্দ, যা ব্রতা (বেষ্টন করা বা জড়িয়ে ধরা) ধাতু থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যা বেষ্টন করে বা যা জড়িয়ে ধরে। লতা হলো এমন এক ধরনের গাছ, যা তার আশেপাশে থাকা অন্য কোনো গাছ বা বস্তুকে বেষ্টন করে বা জড়িয়ে ধরে উপরে ওঠে। এই কারণে ব্রততি শব্দটি লতাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্রাত্য - পতিত, সমাজচ্যুত

ব্রাত্য - সংস্কৃত শব্দ, যা ব্রত (ধর্মীয় আচার) থেকে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যে ব্রত পালন করে না বা ধর্মীয় আচার থেকে বিচ্যুত।

বর্ষীয়সী - অতিশয় বৃদ্ধা

বর্ষ অর্থ বছর। -য়সী: এটি একটি স্ত্রীবাচক প্রত্যয়। যে নারী তার জীবনে অনেক বর্ষ (বছর) অতিক্রম করেছেন, তাকে বর্ষীয়সী বলা হয়।

বুধ - জ্ঞানী বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি

বুধ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বুদ্ধ' থেকে। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো জ্ঞান বা জ্ঞানপ্রাপ্ত। অর্থাৎ কোনো কিছুকে জানা বা বোঝা। যে ব্যক্তি জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে বুধ বলা হয়। হিন্দু পুরাণে, বুধকে একটি গ্রহ এবং তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য পরিচিত। এই কারণে, বুধকে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

বিসর্জন - ত্যাগ

ভূয়িষ্ঠ - প্রচুর

সেঁজুতি - সন্ধ্যাপ্রদীপ



সেঁ অর্থ সন্ধ্যা। জুতি হলো জ্যোতি শব্দের অপভ্রংশ, যার অর্থ আলো বা প্রদীপ। প্রাচীন বাংলার গ্রামীণ সমাজে, সন্ধ্যাবেলায় যখন দিনের কাজ শেষ হতো, তখন বাড়ির নারীরা তুলসীতলায় একটি প্রদীপ জ্বালাতেন। এই প্রদীপটি সন্ধ্যাপ্রদীপ বা সেঁজুতি নামে পরিচিত ছিল। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো ছিল এক ধরনের প্রার্থনা, যা দিয়ে বাড়ির মঙ্গল কামনা করা হতো। এটি ছিল শান্তি, পবিত্রতা এবং কল্যাণের প্রতীক।

সৎকার - সমাদর; আপ্যায়ন

আবার সৎকার অর্থ মড়া পোড়ানোর কাজ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সৎকৃত - সৎকার করা হয়েছে এমন।

সমীপবর্তিনী - নিকটবর্তী হয়েছে এমন নারী

সমীপ অর্থ হলো কাছে বা নিকটে। বর্তিনী: অর্থ বর্তমান বা অবস্থান করে এমন নারী। যে নারী কোনো কিছুর কাছে বা নিকটে অবস্থান করে, তাকে সমীপবর্তিনী বলা হয়।

সংশপ্তক - 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যু' এরূপ শপথকারী সৈন্য

সংশপ্তক: সম (একসঙ্গে) এবং শপ্ত (শপথ করা)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় যারা একসঙ্গে শপথ করেছে। মহাভারতের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে একদল যোদ্ধা এমন এক ভয়ংকর শপথ নিয়েছিলেন যে, তারা হয় অর্জুনকে বধ করবেন, নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবেন। এই শপথটি ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং এর কোনো বিকল্প ছিল না। এই শপথ গ্রহণকারী সৈন্যদেরই সংশপ্তক বলা হতো।

সম্মার্জনী – ঝাঁটা

সম্মার্জনী = সম্ + মার্জনী। সম্: উপসর্গটির অর্থ সম্পূর্ণভাবে বা ভালভাবে। মার্জনী: অর্থ পরিষ্কার করা বা মুছে ফেলা। যে যন্ত্র দিয়ে কোনো কিছুকে সম্পূর্ণভাবে বা ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়, তাকে সম্মার্জনী বলা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, ঝাঁটা বা ঝাড়ু ছিল ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার একটি অপরিহার্য বস্তু।

সংসর্প - আঁকাবাঁকা বা সর্পিল গতিতে চলা

সম্ উপসর্গটির অর্থ একসঙ্গে বা সম্পূর্ণভাবে গমন। সর্প অর্থ সাপ। যখন কোনো কিছু সাপের মতো একসঙ্গে বা সম্পূর্ণভাবে আঁকাবাঁকা গতিতে চলে, তখন তাকে সংসর্প বলা হয়। সাপের চলাচল আঁকাবাঁকা, বাঁকানো এবং ঢেউয়ের মতো। তাই, কোনো কিছুর আঁকাবাঁকা গতিকে সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সংহার - বধ, বিনাশ, নিধন

সংহার = সম (সম্পূর্ণভাবে) এবং হার (হরণ বা বিনাশ বা ধ্বংস)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় সম্পূর্ণভাবে হরণ করা বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা।

সাঁকো - সংক্রম



সাঁকো অর্থ সংক্রম বা সেতু, অর্থাৎ দুটি স্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী কাঠামো। প্রাচীন গ্রামীণ সমাজে, নদী, খাল বা কোনো জলাশয়ের উপর দিয়ে পার হওয়ার জন্য মানুষজন বাঁশ বা কাঠ দিয়ে এক ধরনের সেতু তৈরি করত, যাকে সাঁকো বলা হতো। এই সাঁকোটি দুটি ভিন্ন স্থানকে সংযুক্ত করত এবং মানুষের যাতায়াতকে সহজ করত।

সায়ন্তন - সন্ধ্যা

সায়ন্তন = সায়ম্ (সায়ংকাল বা সন্ধ্যা) + তন। দিনের কাজ শেষ করে বিশ্রাম ও পূজার সময়। সায়ন্তন শব্দটি এমন সন্ধ্যাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

সমভিব্যাহারে - সঙ্গে নিয়ে, একযোগে

সমভিব্যাহার = সম্ + অভি + বি + আ + হার

Educationblog24.com

Educationblog24.com

সন্তরি - উত্তাল

সম্: উপসর্গটির অর্থ সম্পূর্ণভাবে বা ভালভাবে। তরি: অর্থ হলো নৌকা বা সাঁতার কাটা। কোনো নৌকা যখন প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে, তখন তার সেই অবস্থাকে সন্তরি বলা হয়।

সাদি - অশ্বারোহী সেনা।

সাদি: শব্দটি এসেছে ফারসি সওয়ার থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ আরোহণকারী বা ঘোড়ায় চড়া ব্যক্তি। মুঘল আমলে, যখন কোনো সৈন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত, তখন তাকে সওয়ার বলা হতো। তাদের প্রধান কাজ ছিল ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা। এই কারণে, অশ্বারোহী সেনাকে সাদি বলা হয়।

সেতারা - তারকা

সেতার - তিনটি মূল তার ও কয়েকটি তরফের ছোটো তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সারমেয় - কুকুর

সারমেয় = সরমা + এয়। সরমা: হিন্দু পুরাণে সরমা ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের একটি বিশেষ কুকুর। হিন্দু পুরাণে, সরমাকে দেবরাজ ইন্দ্রের কুকুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই কুকুরটি ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান। সে দেবতাদের বার্তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেত। এই কারণে, কুকুরকে সারমেয় বলে অভিহিত করা হয়।

সালতি, শালতি - শালকাঠ নির্মিত বা তাল কাঠের সরু ডিঙ্গি নৌকা বিশেষ, তাল গাছের সরু ডোঙ্গা।



সম - সমান

সরণি - সড়ক, পথ, রাস্তা

সোপান - সিঁড়ি

সম্যক - সর্বতোভাবে, পরিপূর্ণরূপে

সওগাত - উপহার, উপঢৌকন

সঁপা - সমর্পণ

সহসা - হঠাৎ

সপ্তসুর - সাতটি সুর

সপ্ত সুরে - উচ্চ বা চড়া সুরে

সার্ধ - দেড়

সার্ধ - এক এবং আধ, সাড়ে; দেড়। [সহ + অর্ধ]।

ভাল - কপাল।

ভালো - উত্তম, শুভ, হিতকর।

স্মর্তব্য - স্মরণীয়

সুপ্ত - নিদ্রিত

ভিষক - চিকিৎসক, বৈদ্য

ভিষক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'ভিষ' থেকে। ভিষ অর্থ হলো রোগ নিরাময় করা। যে ব্যক্তি রোগ নিরাময় করার কাজ করে, তাকে ভিষক বলা হয়।

হায়দর - ব্যাঘ্র, সিংহ

রাতুল - লাল, রক্তবর্ণ

রাতুল শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'রক্ত' থেকে। রক্তের রং লাল হয়।

রাসভ - গাধা, গর্দভ

হেমহর্ম্য - স্বর্ণনির্মিত অট্টালিকা



হেম: অর্থ সোনা বা স্বর্ণ। হর্ম্য অর্থ অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদ। হেমহর্ম্য শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো সোনা দিয়ে তৈরি অট্টালিকা। যখন কোনো ভবন বা প্রাসাদ এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ এবং মূল্যবান হয় যে তা দেখে মনে হয় যেন তা সোনা দিয়ে তৈরি, তখন তাকে হেমহর্ম্য বলা হয়।

হাজা - অতিবৃষ্টি

হাজা: অর্থ পচে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া। নদীমাতৃক বাংলায় যখন অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে ফসল ক্ষেত দীর্ঘদিন জলের নিচে থাকে, তখন সেই ফসল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এই পচে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে হাজা বলা হয়। এই বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকেই হাজা শব্দটি অতিবৃষ্টিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

রায়ট (riot) - দাঙ্গা



রায়ট শব্দটি সরাসরি ইংরেজি শব্দ 'Riot' থেকে এসেছে। ইংরেজি শব্দটির অর্থ হলো একটি জনবহুল স্থানে হিংসা, বিশৃঙ্খলা এবং গোলযোগ। ব্রিটিশ শাসনকালে, বিশেষ করে ভারত এবং পাকিস্তানে যখন বিভিন্ন দাঙ্গা বা জনবিক্ষোভ হতো, তখন ইংরেজ প্রশাসন এবং সংবাদপত্র এই ঘটনাগুলোকে 'Riot' বলে অভিহিত করত। এই শব্দটি সেই সময়ে এতটাই প্রচলিত হয়েছিল যে এটি বাংলা ভাষায় ঢুকে যায় এবং দাঙ্গার সমার্থক হয়ে ওঠে।

রম্ভা - কলা

Educationblog24.com

রসাল - আমগাছ

রসাতল - ধ্বংস

লেশ - অল্প, সামান্য

লেফাফা - মোড়ক

লেফাফা - এনভেলাপ বা কাগজের খাম।

লোকহিত - মনুষ্যজাতির কল্যাণ, স্বার্থহীনতা

যবন - মুসলিম

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, যেমন মহাভারতে, যবন শব্দটি গ্রিক এবং অন্যান্য পশ্চিমা জাতিদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ভারত আক্রমণ করেন, তখন গ্রিকদের 'যবন' নামে ডাকা হতো। মধ্যযুগে, যখন মুসলিম শাসকরা ভারত ও বাংলায় আসেন, তখন যবন শব্দটির অর্থ আরও বিস্তৃত হয়। এটি গ্রিকদের পাশাপাশি সমস্ত বিদেশি এবং অ-সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। যেহেতু এই সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি মুসলিম ছিলেন, তাই 'যবন' শব্দটি মুসলিমদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রমাদ ভুল-ভ্রান্তি/বিপদ

প্রমাদ: প্র (প্রকৃষ্টরূপে বা বিশেষরূপে) এবং মাদ (ভুল করা বা নেশা করা)। আক্ষরিক অর্থে এর মানে দাঁড়ায় বিশেষরূপে ভুল করা।

উন্নত দেশ - Developed country

উন্নয়নশীল দেশ - Developing country

স্বল্পোন্নত দেশ - Least Developed country

লিখিত পরীক্ষা

❑ **'আপামর' শব্দটিতে 'পামর' অর্থ কি?** *[রাবি, A ইউনিট ২০১৯-২০]*

উত্তর: 'আপামর' শব্দটিতে 'পামর' অর্থ পাপিষ্ঠ, নরাধম, নীচ; মূর্খ।

BCS MCQ Solution

০১. **'অপলাপ' শব্দের অর্থ কী?** *[৪১তম বিসিএস (লিখিত) ২০২১; ২২তম বিসিএস]* — ০১. খ

ক. মিথ্যাচার খ. অস্বীকার গ. প্রলাপ ঘ. সংলাপ

ব্যাখ্যা: 'অপলাপ' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত, যার শাব্দিক অর্থ সত্য অস্বীকার, গোপন বা মিথ্যা উক্তি। প্রলাপ অর্থ- অর্থহীন বাক্য। সদালাপ অর্থ- আন্তরিকতাপূর্ণ কথোপকথন।

০২. **'উদ্বাসন' শব্দের অর্থ কি?** *[৪২তম বিসিএস]* — ০২. ক

ক. বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া খ. বাসভূমির সম্মুখস্থ ভূমি

গ. অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা ঘ. বিকাশ

ব্যাখ্যা: উদ্বাসন শব্দটি বিশেষ্য যার অর্থ ত্যাগ, বিসর্জন; স্বদেশ ত্যাগ করা বা সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়া।

০৩. **'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী?** *[৪০তম বিসিএস]* — ০৩. ঘ

ক. বিরামহীন খ. বালিশ গ. চলন ঘ. সুন্দর

ব্যাখ্যা: 'অভিরাম' অর্থ মনোহর, সুন্দর, তৃপ্তিদায়ক। বিরামহীন শব্দের অর্থ বিরতিহীন। বালিশ শব্দের অর্থ উপাধান। চলন অর্থ গমন, ভ্রমণ, প্রথা, রীতি, রেওয়াজ।

০৪. **'উর্ণনাভ'- শব্দটি দিয়ে বোঝায়-** *[৪০তম বিসিএস]* — ০৪. ঘ

ক. টিকটিকি খ. তেলাপোকা গ. উইপোকা ঘ. মাকড়সা

ব্যাখ্যা: উর্ণনাভ সংস্কৃত শব্দ, অর্থ মাকড়সা। টিকটিকি শব্দটি আলংকারিক অর্থে গোয়েন্দা বোঝায়। আরশোলার প্রতিশব্দ তেলাপোকা। বল্মীক অর্থ উইপোকা।

০৫. **'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী?** *[৩৭তম বিসিএস]* — ০৫. ঘ

ক. একাগ্রতায় খ. সমান ব্যবহারে গ. সম ভাবনায় ঘ. একযোগে

ব্যাখ্যা: 'সমভিব্যাহারে' অর্থ- সঙ্গে, একযোগে বা সংঘবদ্ধ হয়ে। যেমন- মন্ত্রী অমাত্য সমভিব্যাহারে রাজা শিকারে চললেন। 'সমভিব্যাহারে' শব্দে সম্, অভি, বি এবং আ এই চারটি উপসর্গ আছে।

০৬. **'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ কি?** *[৩৫তম বিসিএস]* — ০৬. ক

ক. পরশু খ. কোকিল গ. পরের ধন ঘ. পার্শ্ববর্তী

ব্যাখ্যা: 'পরশ্ব' শব্দটির অর্থ গতকালের আগের দিন বা আগামীকালের পরদিন। যার অন্য অর্থ পরশু। অন্যদিকে 'পরস্ব' শব্দটির অর্থ পরের ধন বা অন্যের সম্পত্তি। পার্শ্ববর্তী অর্থ পাশে আছে এমন।

০৭. 'অনীক' শব্দের অর্থ- [৩০তম বিসিএস] ০৭. ঘ
ক. সূর্য খ. সমুদ্র গ. যুদ্ধক্ষেত্র ঘ. সৈনিক
ব্যাখ্যা: 'অনীক' শব্দের অর্থ হলো: সৈনিক, সৈন্যদল, যুদ্ধ। তবে যুদ্ধক্ষেত্র নয়; যুদ্ধক্ষেত্র অর্থ রণক্ষেত্র।

০৮. 'উপরোধ' শব্দের অর্থ কি? [২৮তম বিসিএস] ০৮. গ
ক. প্রতিরোধ খ. উপস্থাপন গ. অনুরোধ ঘ. উপযোগী
ব্যাখ্যা: 'উপরোধ' শব্দের অর্থ: বিশেষ অনুরোধ, সুপারিশ, খাতির। 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা' বাগধারাটিতে এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যার অর্থ অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করা। উপস্থাপন অর্থ আনয়ন। অনুরোধ অর্থ প্রার্থনা।

০৯. 'বামেতর' শব্দটির অর্থ- [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান)] ০৯. ঘ
ক. বামচোখ খ. ইতর গ. বামদিক ঘ. ডান
ব্যাখ্যা: বাম: অর্থ হলো বাঁ বা বাম দিক। ইতর: অর্থ অপর বা অন্য বা ভিন্ন। বামেতর শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো বাম ব্যতীত অন্য। যদি কোনো কিছু বাম না হয়, তবে সেটি ডান। ইতর এর অন্য অর্থ কল্পিত নিম্ন শ্রেণিভুক্ত।

১০. 'বিরাগী' শব্দের অর্থ কি? [২১ তম বিসিএস] ১০. ক
ক. উদাসীন খ. প্রতিকূল গ. রাগহীন ঘ. রুষ্ট
ব্যাখ্যা: 'বিরাগী' অর্থ বিরাগযুক্ত, উদাসীন, নিস্পৃহ বা বিরক্ত। 'বিরাগী' শব্দটির স্ত্রীবাচক রূপ হলো 'বিরাগিনী'। প্রতিকূল অর্থ- শত্রুভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ। রুষ্ট অর্থ- রাগান্বিত।

১১. 'শিষ্টাচার' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [১১তম বিসিএস] ১১. ঘ
ক. নিষ্ঠা খ. সংযম গ. সততা ঘ. সদাচার
ব্যাখ্যা: 'নিষ্ঠা' অর্থ একাগ্রতা, অনন্যচিত্ততা। 'সততা' অর্থ সত্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা। 'সংযম' অর্থ নিয়ন্ত্রণ, দমন। 'শিষ্টাচার' অর্থ ভদ্রতা, সৌজন্য, সদাচার।

Bank MCQ Solution

১২. 'কুম্ভীলক' শব্দের অর্থ- [০৮টি ব্যাংক ও ০১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৫] ১২. গ
ক. কুমিরের অশ্রু খ. যে মাটির জিনিস বানায়
গ. যে অন্যের লেখা নিজের বলে চালায় ঘ. কুমিরের ছানা

১৩. 'পয়ঃ' শব্দের অর্থ- [০৮টি ব্যাংক ও ০১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৫] ১৩. ক
ক. পানি খ. বাতাস গ. বর্জ্য ঘ. কাগজ

১৪. 'যদ্যপি' শব্দের অর্থ কী? [জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫] ১৪. গ
ক. যতক্ষণ খ. যখন গ. যদিও ঘ. যথার্থ

১৫. 'শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।' এখানে 'নেহারি' শব্দের অর্থ কী? [জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫] ১৫. গ
ক. নীহারিকা খ. উচ্চ গ. দেখে ঘ. ধরে
ব্যাখ্যা: 'নেহারি' অর্থ দেখা বা দর্শন করা। এই বাক্যটির সম্পূর্ণ অর্থ হলো, 'আমার মাথা দেখে, হিমালয় পর্বতের চূড়াও নতশির হয়।' নীহারিকা - মহাকাশে দৃশ্যমান মেঘসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জ বা বাষ্পীয় পদার্থ।

১৬. 'বিবর' শব্দের অর্থ কী? [সমন্বিত ১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার - ২০২৪] ১৬. ক
ক. গহ্বর খ. চূড়া গ. বরহীনা ঘ. বরহীন
ব্যাখ্যা: বিবর - গহ্বর, ছিদ্র, গর্ত।

১৭. 'লেফাফা' শব্দের অর্থ কী? [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ; ফিল্ড অফিসার - ২০২৪] ১৭. খ
ক. বালতি খ. মোড়ক গ. শাবল ঘ. চিঠি
ব্যাখ্যা: লেফাফা অর্থ চিঠি প্রভৃতি প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত কাগজের তৈরি মোড়ক, খাম, envelope। শাবল - মাটি খোঁড়ার জন্য লোহার তৈরি হাতিয়ার বিশেষ।

১৮. 'অয়ন' শব্দের অর্থ কী? [সমন্বিত ১০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৩] ১৮. গ
ক. সাপ খ. চাঁদ গ. পথ ঘ. তরঙ্গ
ব্যাখ্যা: অয়ন শব্দের অর্থ পথ, যুদ্ধভূমি, সূর্যের গতিপথ (দক্ষিণায়ন)। তরঙ্গ অর্থ ঊর্মি, পানির ঢেউ।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১৯. 'চারু' শব্দটির প্রতিশব্দ কোনটি? [সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; পদ: অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩] ১৯. খ
ক. হেম খ. রমা গ. কর ঘ. অন্ত
ব্যাখ্যা: হেম অর্থ- সোনা, স্বর্ণ। কর অর্থ- হস্ত, হাত। রমা - সুন্দরী নারী।

২০. 'হিমাংশু' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [সমন্বিত ৯টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল)- ২০২৩] ২০. ঘ
ক. হিমবাহ খ. নির্মল বাতাস গ. সূর্য ঘ. চন্দ্র
ব্যাখ্যা: হিমবাহ - পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা তুষারস্রোত। নির্মল অর্থ- অমলিন, বিশুদ্ধ।

২১. 'কিশলয়' শব্দের অর্থ কী? [সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; পদ: অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩] ২১. ক
ক. গাছের নতুন পাতা খ. নবচিন্তা গ. বিধানকর্তা ঘ. বিদ্যাশিক্ষার স্থান

২২. 'কপর্দকহীন' অর্থ- [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পদ: ফিল্ড অফিসার (আরডিএস), ২০২২] ২২. খ
ক. বোকা খ. নিঃস্ব গ. অসহায় ঘ. মলিন
ব্যাখ্যা: বোকা- বুদ্ধিহীন, নির্বোধ। অসহায়- নিরুপায়, নিঃসঙ্গ। মলিন- ফর্সা নয় এমন, ম্লান।

২৩. 'সুলোচন' শব্দের অর্থ [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফিল্ড অফিসার (আরডিএস), ২০২২] ২৩. ক
ক. যার চোখ সুন্দর খ. যার নাক সুন্দর
গ. যার কপাল সুন্দর ঘ. যার চুল সুন্দর
ব্যাখ্যা: লোচন - চোখ। তাই, সুলোচন অর্থ - যার চোখ সুন্দর।

২৪. 'সারমেয়' শব্দের অর্থ- [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফিল্ড অফিসার (আরডিএস), ২০২২] ২৪. ঘ
ক. বিড়াল খ. বাঘ গ. হরিণ ঘ. কুকুর
ব্যাখ্যা: হরিণ- কুরঙ্গ, মৃগ। বাঘ- ব্যাঘ্র, শার্দুল। বিড়াল- মার্জার।

২৫. 'চাল নেই, চুলো নেই, মুখে বড় কথা।'- এখানে 'চাল' শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে? ২৫. B
[Pubali Bank Ltd; Junior Officer, 2019]
A. ফন্দি B. আশ্রয় C. ব্যবহার D. গুণ
ব্যাখ্যা: ফন্দি ফারসি শব্দ যার অর্থ গোপন কৌশল।

২৬. 'খগ' অর্থ কী? [Sonali Bank Ltd.; Officer (Freedom Fighter), 2019] ২৬. C
A. ঘোড়া B. বাঘ C. পাখি D. কোনটিই নয়

২৭. 'তণ্ডুল' শব্দটির অর্থ কী? [Sonali Bank Ltd.; Officer (Cash), 2019] ২৭. D
A. রুটি B. আটা C. চুলা D. চাল
ব্যাখ্যা: আটা- গমের গুঁড়ো, গোধূমচূর্ণ।

২৮. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী? [Joint Recruitment Test for 4 Bank; Officer, 2019] ২৮. B
A. বহুগম B. বহুধান C. বহুবলে D. বহুধন

২৯. 'কারকিত' শব্দের অর্থ– [Bangladesh Bank Assistant Director 2018] ২৯. B
A. কৃষিজমি B. কৃষিকর্ম C. নিষ্কর জমি D. ভূমিজীবী

৩০. 'তুবড়ি' শব্দের অর্থ– [Sonali Bank Ltd. Senior Officer 2018] ৩০. A
A. বাজি B. জোরালো C. তেড়ে আসা D. তাড়াতাড়ি

৩১. 'অনন্তর' শব্দের অর্থ- [রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩] ৩১. C
A. নিরন্তর B. অন্তর নেই যার C. অতঃপর D. পৃথিবী
ব্যাখ্যা: নিরন্তর অর্থ অন্ত নেই এমন।

৩২. 'অগ্নিসহ' শব্দের অর্থ- [অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১] ৩২. D
A. ধূমপানের উপকরণ B. দেয়াশলাই
C. যাতে আগুন লাগে D. যা আগুনে পোড়ে না E. জ্বলন্ত কয়লা

৩৩. 'অধমর্ণ' শব্দের অর্থ- [অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১] ৩৩. D
A. মারা B. আধমারা C. বিনয়ী D. ঋণী E. নিরীহ
ব্যাখ্যা: মারা অর্থ হত্যা বা বধ করা। বিনয়ী অর্থ যিনি বিনয় প্রদর্শন করেন। নিরীহ অর্থ শান্ত।

Educationblog24.com

৩৪. **'অছি' শব্দের অর্থ-** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. মশা B. নিরাপত্তা C. অভিভাবক D. মনোনয়ন E. ঘৃণা
ব্যাখ্যা: অছি অর্থ রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক।
৩৪. C

৩৫. **'অত্যাহিত' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[Agrani Bank Limited Senior Officer 2011]*
A. অতি উপকার B. অতি অনিষ্ট C. ঘনিষ্ঠ D. সন্নিকট E. পার্শ্ববর্তী
ব্যাখ্যা: অত্যাহিত অর্থ অতিশয় অকল্যাণ, সর্বনাশ। অত্যাহিত = অতি + অহিত।
৩৫. B

প্রতিশব্দ কোনটি (প্রশ্ন ৩৬-৩৭)

৩৬. **গুম্ফ** *[Agrani Bank Limited Officer 2011]*
A. প্রাচীন B. ইক্ষু C. বৃদ্ধ D. জরা E. তামাটে
ব্যাখ্যা: জরা অর্থ দুর্বল অবস্থা, জীর্ণতা। তামাটে অর্থ তামার মতো বর্ণযুক্ত।
৩৬. B

৩৭. **জাফরি** *[Agrani Bank Limited Officer 2011]*
A. মসলা বিশেষ B. সৌখিন C. চৌকা ছিদ্রের বেড়া
D. গোলাকার ছিদ্রের বেড়া E. বাহারী দেয়াল
ব্যাখ্যা: জাফরি হলো বাঁশের বাখারি বা চটা দিয়ে বোনা চারকোনা ছিদ্রযুক্ত বেড়া বা ঝাঁপ।
৩৭. C

৩৮. **'অপোগণ্ড' শব্দের অর্থ-** *[সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার/অফিসার(ক্যাশ) ২০১৪]*
A. অপ্রাপ্তবয়স্ক B. অপদার্থ C. দরিদ্র D. অকর্মণ্য
ব্যাখ্যা: অপোগণ্ড শব্দের অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক, শিশু, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। তবে অকর্মণ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তবে প্রশ্ন এভাবে থাকলে অপ্রাপ্তবয়স্ক-ই উত্তর দিবেন।
৩৮. A

৩৯. **'পনস' কোন ফলের নাম?** *[আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট ২০০৫]*
A. কাঁঠাল B. আমড়া C. তাল D. আখরোট
ব্যাখ্যা: আখরোট হলো একপ্রকার বাদাম জাতীয় ফল।
৩৯. A

৪০. **'দারুণ' শব্দটির আদি শব্দ–** *[BHBFC, Senior Officer 2011]*
A. দারু নির্মিত B. দমন C. অত্যন্ত D. বাক্যহীন E. অপরিমিত
ব্যাখ্যা: দারু নির্মিত অর্থ কাঠ নির্মিত। অপরিমিত অর্থ পরিমাণ বা প্রয়োজনের বাইরে।
৪০. C

৪১. **অংশু** *[Agrani Bank Limited Officer 2011]*
A. চন্দ্র B. লজ্জা C. লোহিত D. প্রভা E. সূত্র
ব্যাখ্যা: অংশু এবং প্রভা অর্থ কিরণ। লোহিত অর্থ লালবর্ণের। সূত্র অর্থ সুতা।
৪১. D

৪২. **'নিকুঞ্জ' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি?** *[ইসলামি ব্যাংক লি. ফিল্ড অফিসার (আরডিএস) ২০১৩]*
A. খেলার মাঠ B. পাখির বাসা C. খড়ের ঘর D. বাগান
৪২. D

৪৩. **'ঋজু' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. সোজা B. ঋক্ষ C. নক্ষত্র D. ঋষি E. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ঋক্ষ অর্থ ভালুক, নক্ষত্র। ঋষি অর্থ মুনি।
৪৩. A

৪৪. **'জঙ্গম'-এর শব্দার্থ কোনটি?** *[সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার/অফিসার(ক্যাশ) ২০১৪]*
A. গতিশীল B. প্রচণ্ড যুদ্ধ C. প্রগতিশীল D. সম্মিলন
ব্যাখ্যা: প্রগতিশীল অর্থ উন্নয়নকামী, সংস্কারমুক্ত। সম্মিলন অর্থ সম্যক মিলন।
৪৪. A

৪৫. **'মনোরম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[জনতা ব্যাংক লি. এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২]*
A. কঠিন B. উদ্ধত C. অকল্পনীয় D. অনুপম
ব্যাখ্যা: উদ্ধত অর্থ দুর্বিনীত। অকল্পনীয় অর্থ কল্পনা করা যায় না এমন।
৪৫. D

৪৬. **'আশীর্বাদ' প্রতিশব্দের শুদ্ধ বানান কোনটি?** *[কর্মসংস্থান ব্যাংক এসিটেন্ট অফিসার ২০০১]*
A. আশিস B. আশীষ C. আশীস D. আশীশ
৪৬. A

৪৭. **'উপাধান' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?** *[আইসিবি ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১]*
A. বালিশ B. দূত C. পোশাক D. পরিচ্ছদ E. উপকরণ
ব্যাখ্যা: দূত অর্থ বার্তাবাহক। পরিচ্ছদ, পোশাক অর্থ জামাকাপড়।
৪৭. A

Educationblog24.com

৪৮. 'উদ্যত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [আইসিবি ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১৩]
A. অবিনীত B. দুর্বিনীত C. সংকল্পবদ্ধ D. বলিষ্ঠ E. প্রস্তুত
ব্যাখ্যা: অবিনীত অর্থ অশিষ্ট, উদ্ধত। দুর্বিনীত অর্থ শিষ্টাচারবর্জিত। ৪৮. D

৪৯. 'এপিটাফ' শব্দের অর্থ- [রূপালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১৩]
A. শোক কবিতা B. গীতিকা C. সমাধি-লিপি D. মানপত্র
ব্যাখ্যা: গীতিকা অর্থ ছোট কবিতা। মানপত্র অর্থ সম্মাননা পত্র। ৪৯. C

৫০. 'ঐকতান' বোঝায়- [বাংলাদেশ ব্যাংক (ক্যাশ অফিসার) ২০১৬]
A. সমবেদনা B. ঐক্য C. সমস্বর D. বংশীধ্বনি
ব্যাখ্যা: বংশীধ্বনি অর্থ- বাঁশির আওয়াজ। ৫০. C

৫১. 'কপর্দকহীন' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [দুর্নীতি দমন কমিশনে উপ-সহকারী পরিচালক ২০১০]
A. বোকা B. নিঃস্ব C. সহায়হীন D. মলিন ৫১. B

৫২. 'কিরীট' শব্দের অর্থ- [অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]
A. সাপ B. বৃক্ষ C. পতঙ্গ D. তরবারি E. মুকুট
ব্যাখ্যা: সাপ অর্থ সর্প। বৃক্ষ অর্থ বিটপী। পতঙ্গ অর্থ কীট। তরবারি অর্থ কৃপাণ। ৫২. E

৫৩. 'কালাকাল' শব্দের অর্থ- [অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]
A. যে কোনো সময় B. অনির্দিষ্ট অতীত
C. সুসময় ও দুঃসময় D. কলিযুগ E. সুদীর্ঘ সময় ৫৩. C

৫৪. 'ক্রোশ' শব্দের অর্থ কি? [বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]
A. ক্ষোভ B. রাগ C. আড়াআড়ি D. দুই মাইল E. তিন কিলোমিটার
ব্যাখ্যা: ক্রোশ দূরত্ব পরিমাপের একটি সনাতনী একক। ব্রিটিশদের দ্বারা মাইল ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় দূরত্ব পরিমাপে 'ক্রোশ'-ই ছিল বহুল ব্যবহৃত একক। সংস্কৃত শব্দ। √ক্রুশ্ + অ (ঘঞ্)।
এক ক্রোশ = দুই মাইলের বেশি। চার ক্রোশ = আট মাইলের বেশি। ৫৪. E

৫৫. 'সেতারা' শব্দের অর্থ হলো– [Rajshahi Krishi Unnayan Bank, Senior Officer 2010]
A. তারকা B. বাদ্যযন্ত্র C. সূর্যোদয় D. দ্বাদশীর চাঁদ
ব্যাখ্যা: দ্বাদশীর চাঁদ অর্থ একাদশীর পরবর্তী চাঁদ। ৫৫. A

৫৬. কোনটি ভিন্নার্থক? [জনতা ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১৫]
A. খদ্দর B. খদির C. খদ্দি D. খাদি
ব্যাখ্যা: খদ্দর, খাদি অর্থ চরকায় কাটা কার্পাস সুতোর মোটা কাপড়। খদির হলো খয়ের; যা পানের উপকরণরূপে ব্যবহৃত গাছ বিশেষ। ৫৬. B

৫৭. 'খড়্গ' -এর সমার্থক শব্দ নয় কোনটি? [জনতা ব্যাংক লি. এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২]
A. অসি B. ভল্ল C. কৃপাণ D. তরবারি
ব্যাখ্যা: ভল্ল অর্থ- বর্শাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ, ঘাতক। অসি, কৃপাণ, তরবারি এই তিনটিই প্রতিশব্দ। ৫৭. B

৫৮. 'গৃধ্র' শব্দের অর্থ- [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ২০১৪]
A. লোভী B. গাধা C. শকুন D. টিকটিকি ৫৮. C

৫৯. 'ঝি'র সমার্থক শব্দ কোনটি? [পূবালী ব্যাংক লি. অফিসার/সিনিয়র অফিসার ২০১৪]
A. ঠাকুরঝি B. বনিতা C. শ্বশ্রূ D. সুত
ব্যাখ্যা: সুত অর্থ পুত্র। শ্বশ্রূ অর্থ শাশুড়ি। ঝি অর্থ কন্যা। বনিতা অর্থ নারী। ঠাকুরঝি অর্থ স্বামীর বোন। ৫৯. B

৬০. 'নির্বন্ধ' ও 'প্রথিত' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে- [অগ্রণী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ২০১৩]
A. বিধান, বিখ্যাত B. আগ্রহ, প্রথা অনুসারে
C. উপযোগী, প্রার্থনা D. আইন, উপযোগী ৬০. A

৬১. 'প্রীণন' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]
A. প্রীতিসম্পাদন B. নির্যাতন C. দোহন D. পলায়ন
ব্যাখ্যা: দোহন অর্থ- দুধ দোহনের কাজ, অন্যের অর্থাদি কৌশলে ধীরে ধীরে আত্মসাৎকরণ। ৬১. A

Educationblog24.com

৬২. 'পল্বল' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]
A. পদ্মপাতা B. ডোবা C. পাপড়ি D. তরঙ্গ
ব্যাখ্যা: পাপড়ি অর্থ- ফুলের দল। তরঙ্গ অর্থ- ঊর্মি, পানির ঢেউ। ৬২. B

৬৩. 'প্রবীণ' শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কি? [বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন সিনিয়র অফিসার ২০১১]
A. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি B. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি
C. প্রকৃষ্ট বীণা D. প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি ৬৩. B

৬৪. 'পোখরাজ' মানে- [রূপালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার ২০১৩]
A. এক ধরনের বিষধর সাপ B. এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র
C. মণি বিশেষ D. পাখির রাজা গরুড়
ব্যাখ্যা: গরুড় অর্থ- পুরাণে কল্পিত পক্ষিশ্রেষ্ঠ, ইগল পাখি। তাই, পাখির রাজা ইগল। ৬৪. C

৬৫. 'পুঞ্জ' শব্দের অর্থ- [অগ্রণী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১১]
A. প্রাচীন B. ইক্ষু C. বৃদ্ধ D. জরা E. তামাটে ৬৫. B

৬৬. 'ব্রততি' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? [পূবালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]
A. ধার্মিক B. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ C. লতা D. লজ্জাবতী ৬৬. C

৬৭. 'মঙ্গা' শব্দের অর্থ কি? [জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]
A. দুর্মূল্য B. মারামারি C. মঙ্গল D. অভাব
ব্যাখ্যা: মঙ্গা একটি বাংলা শব্দ। যার অর্থ দুর্মূল্য। এটি বাংলাদেশের বাৎসরিক দারিদ্র্য ও ক্ষুধার অবস্থাকে নির্দেশ করে। একে 'মরা কার্তিক' নামেও ডাকা হয়, যার মানে 'মৃত্যু এবং দুর্ভোগের মাস'। দুর্মূল্য অর্থ অত্যধিক উচ্চমূল্য। ৬৭. A

৬৮. 'রসাতল' অর্থ- [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) ২০১৪]
A. রসে ডুবানো B. গভীর রস C. ধ্বংস D. হাসির বিষয় ৬৮. C

৬৯. 'শুক্তি' শব্দের অর্থ- [রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০]
A. মাছ B. ঝিনুক C. স্বচ্ছ D. সুতোর কাজ ৬৯. B

৭০. 'সম' শব্দের অর্থ কি? [সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ৯৮]
A. সমান B. মৃত্যু C. বন্ধুর D. শান্তি ৭০. A

৭১. 'শকট' শব্দের অর্থ- [সোনালি ব্যাংক সিনিয়র অফিসার ২০১৪]
A. মাছ B. মাছের আঁশ C. গাড়ি D. ময়ূর
ব্যাখ্যা: শকল অর্থ মাছের আঁশ। কলাপী অর্থ ময়ূর। ৭১. C

৭২. 'সংহারক' শব্দের অর্থ কি? [সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের অফিসার ২০০৮]
A. বিনাশকারী B. সংহারকারী C. ক ও খ উভয়ই D. অনিষ্টকামনা ৭২. C

৭৩. 'সায়ন্তন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? [রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার: ২০১০]
A. সকাল B. সন্ধ্যা C. দুপুর D. রাত্রি ৭৩. B

৭৪. 'সুপ্ত' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার (আরডিএস) ২০১৩]
A. সুহৃদ B. সুন্দর C. গরমিল D. নিদ্রিত
ব্যাখ্যা: সুহৃদ অর্থ বন্ধু। নিদ্রিত অর্থ ঘুমিয়ে আছে এমন। ৭৪. D

৭৫. 'স্বাক্ষর' শব্দের অর্থ কি? [বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক ২০০১]
A. দস্তখত B. অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন C. নিরক্ষর D. উচ্চশিক্ষিত
ব্যাখ্যা: নিরক্ষর অর্থ অক্ষরজ্ঞান নেই এমন। সাক্ষর - অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ৭৫. A

৭৬. 'স্বার্থহীনতা'র সমার্থকতা পাওয়া যায় যে শব্দে- [জনতা ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিব অফিসার ২০১৫]
A. সহিত B. লোকহিত C. যথোচিত D. সংহতি
ব্যাখ্যা: সহিত অর্থ সাথে। লোকহিত অর্থ জনকল্যাণ। যথোচিত অর্থ যেমন হওয়া উচিত তেমন। সংহতি অর্থ সম্যক মিলন। ৭৬. B

৭৭. 'ছার' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; পদ: অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩]
A. অধম B. পোকা বিশেষ C. ত্যাগ D. প্রহর
ব্যাখ্যা: অধম অর্থ হীন, তুচ্ছ। ছার অর্থ তুচ্ছ বা নগণ্য লোক। প্রহর অর্থ দিনের বিভাগ, আট প্রহরে একদিন। ৭৭. A

Educationblog24.com

৭৮. **'সস্তরি সমুদ্র ঊর্মি' - এখানে 'সস্তরি' শব্দের অর্থ-** *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৪]*
A. উত্তাল B. গভীর C. সাঁতার কাটা D. সাদা
৭৮. A

৭৯. **'সম্পৃক্ত' শব্দটির সঠিক অর্থ কোনটি?** *[Probashi kallyan Bank Senior Officer 2018]*
A. সংযুক্ত B. আঁটবাঁধা C. অন্তর্ভুক্ত D. দুই বা অধিকের মিলন
ব্যাখ্যা: সম্পৃক্ত শব্দটির সঠিক অর্থ সম্বন্ধযুক্ত, মিলিত, সংযুক্ত। প্রদত্ত শব্দটি একটি বিশেষণ পদ।
৭৯. A

৮০. **'নবিশ' শব্দটির মানে কি?** *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017]*
A. লিপিকার B. চালাক C. নবাব D. নতুন
ব্যাখ্যা: নবিশ বিশেষ্যবাচক শব্দ। এর অর্থ লেখক, লিপিকার। চালাক অর্থ চতুর, বুদ্ধিমান, দক্ষ। নবাব শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ মুসলমান সামন্ত শাসক। নবাব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'বেগম'।
৮০. A

৮১. **'নধর' শব্দের সমার্থক কোনটি?** *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Cashier 2017]*
A. শক্তিধর B. তাজা C. অলস D. নফর
ব্যাখ্যা: নধর অর্থ গোলগাল, সুডৌল, তাজা, সতেজ, সুপুষ্ট। 'শক্তিধর' অর্থ শক্তি আছে যার। তাজা অর্থ টাটকা, সতেজ, প্রফুল্ল। অলস অর্থ কুঁড়ে, মন্থর। নফর আরবি শব্দ এর অর্থ চাকর, ভৃত্য।
৮১. B

৮২. **'মনীষা' শব্দের সঙ্গে বেমানান-** *[BDBL. Senior Officer 2017]*
A. প্রতিভা B. বিচক্ষণ C. এষণ D. প্রজ্ঞা
ব্যাখ্যা: মনীষা অর্থ প্রজ্ঞা, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য। প্রতিভা অর্থ প্রজ্ঞা, প্রভা, উদ্ভাবনী শক্তি। বিচক্ষণ অর্থ অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, দূরদর্শী। এষণা অর্থ অন্বেষণ, অনুসন্ধান, কামনা, ইচ্ছা। প্রজ্ঞা অর্থ প্রগাঢ় জ্ঞান।
৮২. C

৮৩. **'বৈদগ্ধ্য' শব্দটির অর্থ হলো-** *[Probashi kallyan Bank Executive Office 2017]*
A. জ্ঞান B. বৈয়াকরণিক C. পাণ্ডিত্য D. দার্শনিক
ব্যাখ্যা: বৈদগ্ধ্য অর্থ বিদগ্ধের ভাব, চাতুর্য, রসজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞতা। জ্ঞান অর্থ বোধ, চেতনা, সংজ্ঞা, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা। পাণ্ডিত্য অর্থ পড়াশুনা, বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা। দার্শনিক অর্থ দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, দর্শন শাস্ত্র-সুলভ, চিন্তাশীল।
৮৩. C

৮৪. **'রোজনামচা' শব্দের অর্থ -** *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC); Officer 2017]*
A. দিনের কৃত্যসূচি B. দিনলিপি C. দিনযাপন প্রণালি D. দিবস-নাম
ব্যাখ্যা: রোজনামচা ফারসি শব্দ। যার অর্থ দৈনিক বিবরণ বই বা প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার লিখিত বিবরণ, দিনলিপি, ডায়ারি।
৮৪. B

৮৫. **'সমভিব্যাহার' শব্দের অর্থ কী?** *[Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017]*
A. সমতাভিত্তিক সম্পর্ক B. একত্রে গমন C. সমবেত সংগীত D. সমান ব্যবহার
ব্যাখ্যা: সমভিব্যাহার শব্দটি বিশেষণ পদ এর অর্থ সঙ্গ, একত্র গমন বা অবস্থান।
৮৫. B

PSC & Other MCQ Solution

৮৬. **'অমোঘ' শব্দের অর্থ-** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. অসীম খ. গম্ভীর গ. অব্যর্থ ঘ. নশ্বর
ব্যাখ্যা: অসীম - যার কোনো সীমা নেই; সীমাহীন। গম্ভীর - নিবিড়, গভীর। নশ্বর - যা চিরস্থায়ী নয়।
৮৬. গ

৮৭. **'মূক' অর্থ কী?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]*
ক. বোবা খ. অন্ধ গ. মুখ ঘ. অবাক
ব্যাখ্যা: মূক - যে ব্যক্তি কথা বলতে পারে না এমন। মুখ - শরীরের একটি অঙ্গ যা দিয়ে কথা বলা বা খাওয়া হয়।
৮৭. ক

৮৮. **'আকাশ' শব্দের প্রতিশব্দ কী?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]*
ক. গগন খ. কিরণ গ. কানন ঘ. অসীম
ব্যাখ্যা: কিরণ - আলোকরশ্মি। কানন - বন বা অরণ্য। অসীম - যার কোনো সীমা নেই।
৮৮. ক

৮৯. **'ইত্তেফাক' শব্দের অর্থ-** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. সম্প্রীতি খ. সংবর্ধনা গ. সংলাপ ঘ. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: ইত্তেফাক' আরবি শব্দ। যার অর্থ ঐক্য, সম্প্রীতি। সংবর্ধনা - কাউকে অভ্যর্থনা বা সম্মান জানানো। সংলাপ- আলোচনা। সংবর্ধনা- সম্মাননা।
৮৯. ক

Educationblog24.com

৯০. **'মন্থর' শব্দের অর্থ-** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]* ৯০. গ

ক. ঢেউ খ. আকাশ গ. ধীর ঘ. শ্বাপদ

ব্যাখ্যা: ঢেউ - তরঙ্গ। শ্বাপদ - যার পা কুকুরের পায়ের মতো; হিংস্র শিকারি ও মাংসাশী প্রাণী।

৯১. **'অস্থি' শব্দের অর্থ কী?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]* ৯১. ক

ক. হাড় খ. মজ্জা গ. মাংস ঘ. রক্ত

৯২. **'অভিনিবেশ' শব্দটির অর্থ কি?** *[বাংলাদেশ কেমিক্যাল কর্পোরেশন; সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা - ২০২৫]* ৯২. গ

ক. অভিরুচি খ. নিস্পৃহ গ. মনোযোগ ঘ. বিশেষ ভাবে

ব্যাখ্যা: অভি উপসর্গটির আক্ষরিক অর্থ হলো দিকে বা দিকে ফিরে। নিবেশ অর্থ হলো প্রবেশ করা বা স্থাপন করা। এখানে এটি কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়াকে বোঝায়। অভিনিবেশ মানে হলো মনকে কোনো একটি বিষয়ের দিকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা। এই নিমজ্জিত হওয়াটা এমন হয় যে, মনের আর কোনোদিকে কোনো চিন্তা থাকে না। অভিরুচি - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ; ইচ্ছা। নিস্পৃহ - কোনো কিছুর প্রতি যার আগ্রহ নেই; বাসনাহীন।

৯৩. **'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী?** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]* ৯৩. গ

ক. বিখ্যাত খ. অদ্ভুত গ. জনশ্রুতি ঘ. কিংকর্তব্যবিমূঢ়

৯৪. **'উপল' শব্দের অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (PSC); সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২৫]* ৯৪. ঘ

ক. উপর খ. মধ্য গ. পাশে ঘ. শিলা

৯৫. **'দ্বিপ' শব্দটির অর্থ কী?** *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; কম্পিউটার অপারেটর - ২০২৫]* ৯৫. গ

ক. তেপান্তর খ. মশাল গ. হাতি ঘ. জলবেষ্টিত স্থান

ব্যাখ্যা: তেপান্তর - বিশাল মাঠ বা প্রান্ত। মশাল - ছোটো দণ্ডের মাথায় তেল মাখানো ন্যাকড়া বেঁধে তৈরি স্থূল বাতিবিশেষ। জলবেষ্টিত স্থান - দ্বীপ।

৯৬. **'মসনদ' শব্দের অর্থ কী?** *[ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড; কমপ্লেইন সুপারভাইজার - ২০২৫]* ৯৬. গ

ক. বর্ম খ. তরবারি গ. সিংহাসন ঘ. পাগড়ি

ব্যাখ্যা: বর্ম - যুদ্ধক্ষেত্রে শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহৃত পোশাক; সাজোয়া, কবচ। তরবারি - অসি, কৃপাণ, তলোয়ার। পাগড়ি - মাথায় পরার এক ধরনের কাপড় বা পোশাক।

৯৭. **'শীকর' - শব্দের অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; ৩য় শ্রেণি - ২০২৫]* ৯৭. গ

ক. গাছের মূল খ. মেনে নেওয়া গ. জলকণা ঘ. রাজস্ব

ব্যাখ্যা: শিকড় - গাছের মূল। রাজস্ব - সরকারকে প্রদেয় কর বা খাজনা, revenue।

৯৮. **'কুজন' শব্দের অর্থ কি?** *[উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ৯৮. ক

ক. খারাপ লোক খ. ছোট লোক গ. পাখির ডাক ঘ. হাতির ডাক

ব্যাখ্যা: কু অর্থ খারাপ, মন্দ বা অশুভ। জন অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি। কুজন শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো খারাপ মানুষ। কূজন - পাখির ডাক; বৃংহিত - হাতির ডাক।

৯৯. **'অন্ধকার' - এর প্রতিশব্দ কোনটি নয়?** *[নির্বাচন কমিশন সচিবালয়; অফিস সহকারী - ২০২৫]* ৯৯. ঘ

ক. আঁধার খ. তিমির গ. তমসা ঘ. কালো

ব্যাখ্যা: 'কালো' এর প্রতিশব্দ - কৃষ্ণ বর্ণ, শ্যাম বর্ণ।

১০০. **'আহব' শব্দের অর্থ কি?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ১০০. ঘ

ক. আহ্বান খ. আগমন গ. অস্ত্র ঘ. যুদ্ধ

১০১-১০২: শব্দের অর্থ নির্ণয় করুন:

১০১. **নিনাদ** *[পেট্রোবাংলা; পদ: সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ১০১. ক

ক. শব্দ খ. যুদ্ধ গ. বিশাল ঘ. জটিল

ব্যাখ্যা: 'নিনাদ' হলো কোনো গম্ভীর শব্দকে বোঝানো হয়; যেমন- মেঘের গর্জন বা অস্ত্রের ঝনঝনানি। তাই এটি 'শব্দ বা ধ্বনি' শব্দের প্রতিশব্দ।

১০২. **খপোত** *[পেট্রোবাংলা; পদ: সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ১০২. ঘ

ক. খরগোশ খ. গাড়ি গ. হরিণ ঘ. উড়োজাহাজ

১০৩. **'কপোল' এর প্রতিশব্দ কী?** *[বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর; অফিস সহকারী - ২০২৪]* ১০৩. খ

ক. ভাগ্য খ. গাল গ. ললাট ঘ. কপাল

ব্যাখ্যা: কপাল- করোটি। ললাট- কপাল, ভাগ্য।

১০৪. 'হর্ষণ' শব্দের অর্থ কী? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক (গ্রুপ ২) - ২০২৪] ১০৪. ঘ
ক. দেখা খ. হাসা গ. চাষ করা ঘ. আনন্দ

১০৫. 'মর্সিয়া' কি? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার - ২০২৪] ১০৫. গ
ক. আনন্দ গীতি খ. চমাক গীতি গ. শোক গীতি ঘ. পল্লী গীতি
ব্যাখ্যা: মর্সিয়া হলো মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোকসূচক গান বা গাথা। সাহিত্য একে শোককাব্য ও বলা হয়।

১০৬. নিচের কোনটি 'উপকার' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [বেবিচক; অফিস সহকারী মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৪] ১০৬. ঘ
ক. সাহায্য খ. অনুগ্রহ গ. কল্যাণ ঘ. উৎকণ্ঠা
ব্যাখ্যা: উৎকণ্ঠা অর্থ ব্যাকুলতা, উদ্বেগ।

১০৭. 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ- [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার - ২০২৪] ১০৭. ঘ
ক. প্রকৃত খ. যথার্থ গ. যা করা হয়েছে ঘ. স্বাভাবিক
ব্যাখ্যা: প্রাকৃত - প্রকৃতিজাত, লৌকিক, অনভিজাত।

১০৮. 'মূঢ়তা' শব্দের অর্থ কী? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৭] ১০৮. খ
ক. দৃঢ়তা খ. অনভিজ্ঞতা গ. গোপনীয়তা ঘ. বাস্তবতা
ব্যাখ্যা: অনভিজ্ঞতা অর্থ অভিজ্ঞতার অভাব।

শব্দার্থ (১০৯-১১৪)

১০৯. কদাকার - [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১০৯. খ
ক. কাদা যুক্ত খ. বিশ্রী গ. অপলাপ ঘ. কম দরকারি
ব্যাখ্যা: কদাকার - কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট। অপলাপ - অস্বীকার, গোপন, অসংগত বাক্য।

১১০. অভিপ্রেত - [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১১০. ঘ
ক. জটিল খ. অভিযুক্ত গ. ভয়ংকর ঘ. আকাঙ্ক্ষিত
ব্যাখ্যা: অভিপ্রেত অর্থ অভিলষিত, উদ্দিষ্ট, বাঞ্ছিত।

১১১. ব্যুৎপত্তি [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১১১. খ
ক. সম্পত্তি খ. দক্ষতা গ. ব্যাপকতা ঘ. ক্ষমতা
ব্যাখ্যা: ব্যুৎপত্তি অর্থ গভীর জ্ঞান, পারদর্শিতা।

১১২. কুহেলী [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১১২. ক
ক. কুয়াশা খ. রাত্রি গ. ঢেউ ঘ. চাদর
ব্যাখ্যা: চাদর - উত্তরীয়, উড়ানি; আস্তরণ, আবরণ।

১১৩. বদান্যতা [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১১৩. ক
ক. ঔদার্য খ. ব্যথা গ. বদ মতলব ঘ. বাজে কাজ
ব্যাখ্যা: ঔদার্য - উদারতা, বদান্যতা, মুক্ত মনের ভাব।

১১৪. ব্যত্যয় - [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১১৪. ক
ক. ব্যতিক্রম খ. বন্ধুত্ব গ. অপ্রয়োজনীয় ঘ. অন্ধকার
ব্যাখ্যা: ব্যত্যয় অর্থ - ব্যতিক্রম, নিয়মের লঙ্ঘন।

১১৫. 'বেসাতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কোনটি? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক - ২০২৩] ১১৫. ঘ
ক. বস্ত্র খ. আশ্রয় গ. নির্লজ্জতা ঘ. কেনাবেচা
ব্যাখ্যা: বেসাতি শব্দের অর্থ: কেনাবেচা, পণ্য, দোকানদারি, ফেরিওয়ালা।

১১৬. 'ঝিনুক' শব্দের অর্থ- [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); সহকারী কাস্টোডিয়ান - ২০২৩] ১১৬. ঘ
ক. উপল খ. সলিল গ. শৈল ঘ. শুক্তি
ব্যাখ্যা: উপল - শিলা, পাথর, শৈল। সলিল - পানি, বারি।

১১৭. 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'- পঙ্‌ক্তিতে 'কান্তার' শব্দের অর্থ কি? [বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; উচ্চমান হিসাব সহকারী - ২০২৩] ১১৭. ক
ক. বনজঙ্গল খ. নদী গ. আকাশ ঘ. রাস্তা
ব্যাখ্যা: কান্তার: কান্ (কাহাকেও) + তার (যে গমন করায়) + অ; যে অতি কষ্টে কাহাকেও গমন করায়; দুর্গম পথ, গভীর অরণ্য, নিবিড় পথ।

Educationblog24.com

১১৮. 'থাইল্যান্ড' শব্দের অর্থ কী? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; নিরাপত্তা প্রহরী - ২০২৩] ১১৮. ঘ
ক. উচ্চ ভূমি খ. মুক্ত ভূমি গ. যুক্ত ভূমি ঘ. নিম্ন ভূমি

প্রশ্ন: ১১৯-১২৩ শব্দের অর্থ নির্ণয় করন: [বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন; Assistant Manager - ২০২৩]

১১৯. 'অহর্নিশ' ১১৯. ক
ক. দিনরাত্রি খ. তেঁতো গ. সূর্য ঘ. কালো
ব্যাখ্যা: তেঁতো অর্থ- তিক্ত, কটুস্বাদবিশিষ্ট।

১২০. 'চৌহদ্দি' ১২০. খ
ক. চালাক খ. সীমানা গ. শকট ঘ. চৌকো
ব্যাখ্যা: চৌ-হদ্দি = চারদিকের সীমানা। শকট অর্থ- গাড়ি, যান।

১২১. 'অর্ঘ' ১২১. খ
ক. পূজার উপকরণ খ. মূল্য গ. হাতি ঘ. ঘোড়া
ব্যাখ্যা: অর্ঘ্য অর্থ - পূজার উপকরণ।

১২২. 'চয়ন' ১২২. ঘ
ক. কঠিন খ. স্বপ্ন গ. সুন্দর ঘ. সম্ভার
ব্যাখ্যা: চয়ন = √চি + অন। চয়নিকা (স্ত্রীলিঙ্গ) - সংকলিত রচনা বা কবিতাবলি।

১২৩. 'আভরণ' ১২৩. ক
ক. অলংকার খ. গাছের বাকল গ. আচ্ছাদন ঘ. জিনিসপত্র

১২৪. 'বল্কল' শব্দের অর্থ কী? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (LGED); পদ: কার্যসহকারী - ২০২৩] ১২৪. ঘ
ক. বৃক্ষপত্র খ. শিকড় গ. বৃক্ষকাণ্ড ঘ. বৃক্ষত্বক

১২৫. 'রাতুল' শব্দের অর্থ কী? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED); কমিউনিটি অর্গানাইজার - ২০২৩] ১২৫. ঘ
ক. লাল মোরগ খ. লাল পদ্ম গ. লাল শালুক ঘ. লাল

১২৬. 'ম্রিয়মাণ' শব্দের অর্থ কোনটি? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (LGED); কার্যসহকারী - ২০২৩] ১২৬. ঘ
ক. যা ম্লান হয়েছে খ. যার ম্লান হবে
গ. যার মৃত্যু হয়েছে ঘ. যার মৃত্যু অবস্থা

১২৭. 'হেম' শব্দের অর্থ - [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC); পদ: জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর - ২০২৩] ১২৭. ঘ
ক. সুধাকর খ. মুক্তা গ. রত্ন ঘ. স্বর্ণ
ব্যাখ্যা: সুধাকর অর্থ- চাঁদ। রত্ন অর্থ- মণিমুক্তা।

১২৮. 'প্রোষিতভর্তৃকা' শব্দটির অর্থ কি? [স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; পদ: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট - ২০২৩] ১২৮. গ
ক. বিধবা নারী খ. তালাকপ্রাপ্ত নারী
গ. যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে ঘ. যে নারী পিত্রালয়ে থাকে

১২৯. 'উষ্ণীষ' শব্দের অর্থ - [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC); পদ: ইন্সট্রাক্টর (টেক) - ২০২৩] ১২৯. ঘ
ক. অত্যন্ত উষ্ণ খ. শীতের আমেজ গ. কুসুম কুসুম উষ্ণ ঘ. পাগড়ি

১৩০. 'অর্বাচীন' শব্দের অর্থ কী? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ; পদ: মেইল অপারেটর - ২০২৩] ১৩০. খ
ক. বোকা খ. মূর্খ গ. নির্বোধ ঘ. সরল

১৩১. "মজলুম" শব্দের অর্থ? [বাংলাদেশ রেলওয়ে; পদ: ওয়েম্যান - ২০২৩] ১৩১. গ
ক. অসহায় খ. জনপ্রিয় গ. অত্যাচারিত ঘ. বিপদাপন্ন
ব্যাখ্যা: 'মজলুম' শব্দটি আরবি শব্দ, যার অর্থ অত্যাচারিত। বিপদাপন্ন অর্থ- সংকটাপন্ন।

১৩২. 'দেয়াসিনি' কথাটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (দক্ষিনাঞ্চল, খুলনা); পোস্টাল অপারেটর - ২০২৩] ১৩২. ক
ক. দেবকন্যা খ. দিনের অবসান গ. দিয়ে এসেছ নাকি ঘ. এক প্রকার দেশি খাবার

১৩৩. 'ধীমান' শব্দের অর্থ কী? [পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পদ: পোস্টম্যান - ২০২৩] ১৩৩. ক
ক. বুদ্ধিমান খ. শান্ত গ. প্রজ্ঞাবান ঘ. নিরীহ
ব্যাখ্যা: প্রজ্ঞাবান অর্থ- তত্ত্বজ্ঞানী, পণ্ডিত। নিরীহ অর্থ- শান্ত, নির্বিরোধ।

১৩৪. 'নির্নিমেষ' শব্দটির অর্থ কী? [কন্ট্রোলার ডিফেন্স ফাইনান্স-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৭]
A. আমিষ B. কঠিন C. অপলক D. হৃদয়হীন
ব্যাখ্যা: নির্নিমেষ, অপলক অর্থ পলকহীন। ১৩৪. C

১৩৫. 'অনির্বচনীয়' শব্দটির অর্থ - [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সহকারি শিক্ষক ২০২২]
ক. সুনিশ্চিত খ. নির্বাচনযোগ্য নয় গ. বর্ণনাতীত ঘ. অনিশ্চিত
ব্যাখ্যা: যা বাক্যে বা ভাষায় বা কথায় প্রকাশ বা বর্ণনা করা যায় না - অনির্বচনীয়; যা কথায় বর্ণনা করা যায় না - অবর্ণনীয় বা বর্ণনাতীত। অপশনে বর্ণনাতীত ছাড়া আর উত্তর নাই। ১৩৫. ব্যাখ্যা

১৩৬. 'শ্লাঘা' বোধ করা- [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী/জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট ২০১৫]
A. নিন্দার B. বিলম্বের C. গৌরবের D. আনন্দের
ব্যাখ্যা: নিন্দা অর্থ অপবাদ, কলঙ্ক। বিলম্ব অর্থ দেরি। ১৩৬. C

১৩৭. 'প্রমাদ' শব্দটির অর্থ কী? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৭]
A. বিপদ B. আরাম C. অতিরিক্ত D. উজ্জ্বল ১৩৭. A

১৩৮. 'অপ্রতুল' শব্দের অর্থ কি? [ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পদ: অফিস সহায়ক, ২০২২]
ক. অপ্রয়োজনীয় খ. অভাব গ. অপর্যাপ্ত ঘ. অসমান
ব্যাখ্যা: অপ্রয়োজনীয়- প্রয়োজনীয় নয়। অপর্যাপ্ত- পর্যাপ্ত নয় এমন। অসমান- সমান নয় এমন, বাঁকা। ১৩৮. খ

১৩৯. কোনটি মেঘের প্রতিশব্দ নয়? [বাংলাদেশ রেলওয়ে MCQ (টাইপ) লিখিত পরীক্ষা, গার্ড গ্রেড - ২, ২০২২]
ক. অম্বুবাহ খ. জীমূত গ. বারিদ ঘ. প্রভঞ্জন
ব্যাখ্যা: প্রভঞ্জন - বায়ু। মেঘ শব্দের প্রতিশব্দ - অম্বুবাহ, জীমূত, বারিদ। ১৩৯. ঘ

১৪০. 'বীজন' শব্দের অর্থ কী? [DESCO Recruitment Test, Position: Sub Station Attendant, ২০২২]
ক. পাখা খ. জনহীন গ. বীজবপন ঘ. মন্দজন
ব্যাখ্যা: বিজন - গোপন, নির্জন স্থান। জনহীন- নির্জন। বীজবপন- রোপন, স্থাপন। মন্দজন- কপট ব্যক্তি। ১৪০. ক

১৪১. 'সমাস' শব্দের অর্থ কি? [সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পদ: কার্যসহকারী পদ, ২০২২]
ক. সংশ্লেষণ খ. বিশ্লেষণ গ. সংক্ষেপণ ঘ. সংযোজন ১৪১. গ

১৪২. 'কাদম্বিনী' শব্দের অর্থ কি? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, পদ: ইন্সট্রাক্টর, ২০২২]
ক. নদী খ. মেঘমালা গ. হিতকামনা ঘ. বলহীনা
ব্যাখ্যা: নদী- কল্লোলিনী। হিতকামনা- কল্যাণ কামনা করা। বলহীনা- শক্তিহীনা। ১৪২. খ

১৪৩. 'সম্বোধন' শব্দের অর্থ - [বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ওয়ারহাউস ও ক্যাশিয়ার পদ, ২০২২]
ক. আহ্বান খ. নাম গ. পরিচয় ঘ. অভিবাদন
ব্যাখ্যা: অভিবাদন- সম্মান প্রদর্শন। ১৪৩. ক

১৪৪. 'প্রথিত' শব্দের অর্থ কোনটি? [১৭তম নিবন্ধন - স্কুল/সমপর্যায়, ২০২২]
ক. প্রথা অনুসারে খ. যা প্রার্থনা করা হয়েছে গ. বিখ্যাত ঘ. যা পুঁতে রাখা হচ্ছে
ব্যাখ্যা: প্রথা অনুসারে- প্রচলিত আচার অনুসারে। প্রার্থনা- মোনাজাত। ১৪৪. গ

১৪৫. 'দেহ' শব্দের প্রতিশব্দ কী? [শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর অফিস সহায়ক ২০২১]
ক. অহ খ. মর্দ গ. তনু ঘ. বিভব
ব্যাখ্যা: অহ- দিন। বিভব- ঐশ্বর্য। মর্দ- পুরুষ। ১৪৫. গ

১৪৬. 'কচি' শব্দটির অর্থ কী? [পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট ২০২০]
ক. নতুন খ. কাঁচা গ. আসর ঘ. কচিভাব
ব্যাখ্যা: নতুন- নবীন। আসর- সভা। কচিভাব- কাঁচাভাব। ১৪৬. খ

১৪৭. 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ কি? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর; পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক; ২০২১]
ক. ঠোঁট খ. পান গ. কপাল ঘ. গাল
ব্যাখ্যা: ঠোঁট- অধর। কপাল- ভাগ্য। গাল- কপোল। ১৪৭. খ

১৪৮. 'শ্মশ্রু' এর অর্থ কি? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর; পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক; ২০২১]
ক. দাড়িগোঁফ খ. শত্রু গ. অশ্রু ঘ. শাশুড়ি
ব্যাখ্যা: শ্মশ্রু অর্থ দাড়িগোঁফ। শ্বশ্রূ অর্থ শাশুড়ি। ১৪৮. ঘ

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১৪৯. 'দ্বিপ' অর্থ কী? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]
ক. আলো খ. হাতি গ. জলবেষ্টিত স্থান ঘ. বাতি
ব্যাখ্যা: দীপ্তি অর্থ আলো। দ্বীপ অর্থ জলবেষ্টিত স্থান, চারদিক জলবেষ্টিত ভূ-ভাগ। দীপ অর্থ বাতি।
উদাহরণ: দীপহীন দ্বীপে দ্বিপের রাজত্ব। ১৪৯. খ

১৫০. 'নান্দী' শব্দের অর্থ কী? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০]
ক. স্তুতি খ. সিংহাসন গ. আহ্বান ঘ. অলংকরণ
ব্যাখ্যা: সিংহাসন- রাজার আসন। আহ্বান- আমন্ত্রণ। অলংকরণ - সজ্জার উপকরণ। ১৫০. ক

১৫১. 'পেটোয়া' শব্দের অর্থ হলো - [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা; অডিটর - ২০১৯]
A. অনুগত B. লাঠিয়াল C. সন্ত্রাসী D. দালাল
ব্যাখ্যা: লাঠিয়াল- লাঠি চালনায় দক্ষ। সন্ত্রাসী- নির্যাতন, হত্যা প্রভৃতির দ্বারা সমাজে ত্রাস সৃষ্টিকারী।
দালাল আরবি শব্দ যার অর্থ অন্যায়ভাবে সমর্থনকারী। ১৫১. A

১৫২. 'হরিৎ' শব্দটির অর্থ কোনটি? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী ২০১৯]
A. সবুজ B. বেগুনি C. ধূসর D. হলুদ ১৫২. A

১৫৩. 'মেনিমুখো' বলতে বোঝায়- [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী ২০১৯]
A. ভীতু B. লাজুক C. মুখরা D. বিড়ালমুখো
ব্যাখ্যা: মুখরা- অতিভাষী। ভীতু- ভয় পায় যিনি। ১৫৩. B

১৫৪. 'দিন যায় কথা থাকে'- এখানে 'যায়' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ-২০১৯ (২য় পর্যায়)]
A. বলা B. ধারাবাহিকতা C. গমন D. অতিবাহিত ১৫৪. D

১৫৫. 'টপ্পা' কী? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ/সমপর্যায়) - ২০১৯]
A. এক ধরনের গান B. নাচের মুদ্রা C. বাদ্যযন্ত্র D. বিশেষ ধরনের খেলা ১৫৫. A

১৫৬. 'অলীক' শব্দের অর্থ কি? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৬]
A. কপাল B. স্বপ্ন C. হাতী D. মিথ্যা ১৫৬. D

১৫৭. 'অষ্টরম্ভা' শব্দের অর্থ হলো- [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০১০]
A. আটটি রথ B. আট প্রকার ধাতু C. আটটি কলা D. ফাঁকি ১৫৭. D

১৫৮. 'অভিরাম'-এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ কৃষি ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর ২০১২]
A. অভিভূত B. রমণীয় C. সাদৃশ্য D. অভিরুচি
ব্যাখ্যা: রমণীয় অর্থ সুন্দর। সাদৃশ্য অর্থ মিল। অভিরুচি অর্থ ইচ্ছা। ১৫৮. B

১৫৯. 'পাণি গ্রহণ' কথাটি যা থেকে এসেছে- [সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা ২০০৮]
A. মালা B. ফুল C. বীণা D. হাত
ব্যাখ্যা: বাঙালি বিবাহের বৈদিক আচার, শাস্ত্রীয় প্রথা ও রীতি হলো পাণি গ্রহণ (কন্যার পাণি অর্থাৎ হস্ত গ্রহণ)। মালা অর্থ ফুল দিয়ে গাঁথা হার। বীণা অর্থ টোকা দিয়ে বাজানো হয় এমন সাতটি তারের সেতারজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ১৫৯. D

১৬০. কোনটি 'বিবাহ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১৬]
A. পরিণয় B. পাণি গ্রহণ C. পাণি পীড়ন D. পাণি প্রার্থী
ব্যাখ্যা: পাণি অর্থ হাত। ১৬০. D

১৬১. 'তক্ষক' শব্দের অর্থ- [গণমাধ্যম ইনস্টিউটের সহকারী পরিচালক (বেতার প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) ২০০৩]
A. চোর B. কাঠুরে C. প্রবঞ্চক D. ছুতার
ব্যাখ্যা: তক্ষক, ছুতার অর্থ কাঠের আসবাবপত্র তৈরি মেরামত করা যার পেশা। চোর অর্থ তস্কর। প্রবঞ্চক অর্থ প্রতারক। ১৬১. D

১৬২. 'ইনকিলাব' শব্দের অর্থ কি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভগলা) ২০১৩]
A. বিপ্লব B. চিরজীবী C. সন্ত্রাস D. আন্দোলন
ব্যাখ্যা: ইনকিলাব একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বিপ্লব, আন্দোলন। এখানে, ক এবং ঘ দুটি সঠিক উত্তর। তবে, বিপ্লব অর্থটি বেশি প্রযোজ্য। ১৬২. A, D

Educationblog24.com

১৬৩. 'উত্তম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (হেমন্ত) ২০১০]
A. প্রধান B. দীনতা C. বিকাশ D. বিভু
ব্যাখ্যা: বিকাশ অর্থ প্রকাশ। বিভু অর্থ বিধাতা। দীনতা, দৈন্য অর্থ দারিদ্র্য, অভাব। ১৬৩. A

১৬৪. 'উপক্রম' শব্দের যথার্থ সমার্থক শব্দ কোনটি? [জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৫]
A. সূত্রপাত B. চেষ্টা C. প্রয়াস D. আরম্ভ
ব্যাখ্যা: আরম্ভ অর্থ শুরু। প্রয়াস অর্থ পরিশ্রমের সঙ্গে চেষ্টা। ১৬৪. A

১৬৫. কোনটি 'উচাটন' শব্দের সমার্থক শব্দ? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হাসনাহেনা) ২০১১]
A. উৎপাটিত B. উৎকণ্ঠা C. উদ্দীপন D. বন্ধনহীন
ব্যাখ্যা: উৎপাটিত অর্থ সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে এমন। উৎকণ্ঠা অর্থ উদ্বেগ। উদ্দীপন অর্থ উত্তেজন। বন্ধনহীন অর্থ বন্ধন নেই এমন। ১৬৫. B

১৬৬. 'প্রভাত সূর্য' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (হোয়াংহো) ২০১৩]
A. রবি B. দিনমণি C. অরুণ D. কেনাবেচা
ব্যাখ্যা: রবি, দিনমণি শব্দগুলো সূর্য শব্দের সমার্থক। ১৬৬. C

১৬৭. 'মুখচোরা'র সমার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ) ২০০৩]
A. ভীরু B. নিশ্চুপ C. সংযত D. লাজুক
ব্যাখ্যা: সংযত অর্থ নিয়ন্ত্রিত। ১৬৭. D

১৬৮. 'শিষ্টাচার' - এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব রেজিস্ট্রার ২০১৬]
A. সংযম B. সদাচার C. সভ্যতা D. সততা ১৬৮. B

১৬৯. 'অনুপম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার ১৯৯৫]
A. অকল্পনীয় B. মনোরম C. অতুল্য D. অপরিমিত
ব্যাখ্যা: অতুল্য অর্থ- তুলনা করা যায় না এমন। অপরিমিত অর্থ- সীমা বা সংখ্যা করা যায় না এমন। ১৬৯. B

১৭০. 'আধেক' কথাটির শিষ্টরূপ কি? [ভূমি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৩]
A. অর্ধেক B. আধখানা C. অধুনা D. অর্ধ
ব্যাখ্যা: অধুনা অর্থ আজকাল। অর্ধ অর্থ সমান দুই ভাগের এক ভাগ। ১৭০. A

১৭১. 'আসার' শব্দের অর্থ কি? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১১]
A. মাসের নাম B. আহ্বান C. প্রবল বৃষ্টিপাত D. তুচ্ছ ১৭১. C

১৭২. 'আষাঢ়ে মেঘ থেকে আসার নামে'-এ বাক্যে 'আসার' শব্দের অর্থ কি? [৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা ২০১৩]
A. জলধারা B. জলকণা C. জলধর D. ঝলঝড়
ব্যাখ্যা: জলধারা অর্থ জলস্রোত, বারিধারা। জলধর অর্থ মেঘ, সমুদ্র। ১৭২. B

১৭৩. 'আল্লাহ হাফেজ' শব্দের অর্থ কোনটি? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৬]
A. আল্লাহ সর্বজ্ঞানী B. আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন
C. আল্লাহকে সদা সর্বদা স্মরণে রাখবে D. পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর নখদর্পণে আছে ১৭৩. B

১৭৪. 'কিলাক' শব্দের অর্থ কি? [সহকালী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০১০]
A. ক্ষত B. আঁচিল C. কড়া D. রক্ত ১৭৪. C

১৭৫. 'কুজ্ঝটিকা' শব্দের অর্থ হলো- [উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাম ২০০৯]
A. কুয়াশা B. অনুকার C. প্রভাকর D. শৈল
ব্যাখ্যা: অনুকার অর্থ অনুকরণ, সদৃশীকরণ। প্রভাকর অর্থ সূর্য। শৈল অর্থ শিলাজাত। ১৭৫. A

১৭৬. 'কালকূট' শব্দের অর্থ- [সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপস-সহকারী প্রকৌশলী ২০১০]
A. ইন্ধনদাতা B. সংবাদ দাতা C. তীব্র বিষ D. তীব্র শীত ১৭৬. C

১৭৭. "শাকে দিনু কানাসোঁআ পানি"- কানাসোঁআ শব্দের অর্থ- [সমাজসেবা অধিদপ্তরে সমাজসেবা অফিসার ২০১০]
A. কানছোঁয়া B. কান পর্যন্ত C. কানায় কানায় পরিপূর্ণ D. কানে শোনা ১৭৭. C

Educationblog24.com

১৭৮. 'কেওয়াড়'-এর আভিধানিক অর্থ কোনটি? [উপজেলা / থানা শিক্ষক অফিসার: ২০০৪] ১৭৮. C
A. কপোট B. কেউটে C. কপাট D. করোট
ব্যাখ্যা: শব্দটি হবে কেওয়াড় বা কেওয়ার। যার অর্থ দরজা বা কপাট। করোট অর্থ- মাথার খুলি। কেউটে অর্থ- ফণাযুক্ত কালো রঙের তীব্র বিষধর সাপ বিশেষ।

১৭৯. 'বদান্যতা' শব্দের অর্থ কী? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিক প্রশিক্ষনা ২০১৩] ১৭৯. C
A. খারাপ স্বভাবের লোক B. অন্যের অনিষ্ট করার ইচ্ছা
C. দানশীলতা D. গানের এক প্রকার রাগিণী

১৮০. 'কর্বুর' শব্দের অর্থ- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২০১৫] ১৮০. D
A. গন্ধদ্রব্যবিশেষ B. রাসায়নিক পদার্থ C. করণীয় D. রাক্ষস

১৮১. 'কার্তিক' দেখতে কেমন? [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী/ জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট: ২০১৫] ১৮১. C
A. কালো B. মিশ্রবর্ণ C. রূপবান D. সাদা

১৮২. 'গুবাক' শব্দের অর্থ কি? [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ২০১৫] ১৮২. D
A. নারিকেল B. আতাগাছ C. কদমগাছ D. সুপারিগাছ

১৮৩. 'গুবাক' খায়- [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী / জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট ২০১৫] ১৮৩. A
A. চিবিয়ে B. চুষে C. পান করে D. কামড়িয়ে
ব্যাখ্যা: গুবাক অর্থ গোলাকার ছোট ফল, সুপারি।

১৮৪. 'গুমটি ঘরে' থাকে? [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী / জুনিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট ২০১৫] ১৮৪. B
A. লাশ B. প্রহরী C. বস্তা D. আম

১৮৫. 'ঘাঘু' শব্দে বোঝায়? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাইফার অফিসার ১৯৯৯] ১৮৫. A
A. অভিজ্ঞ B. দুর্বৃত্ত C. গোঁয়ার D. সর্বাঙ্গে ঘা

১৮৬. 'টীকা ভাষ্য' অর্থ- [১০ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৪] ১৮৬. C
A. উৎস খোঁজ B. সারকথা C. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ D. নির্ঘণ্ট
ব্যাখ্যা: নির্ঘণ্ট অর্থ বর্ণানুক্রমিক সূচি।

১৮৭. 'তয়খানা' অর্থ কি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বাবধায়ক ২০১০] ১৮৭. B
A. পড়াশুনার ঘর B. ভূগর্ভস্থ কক্ষ (গ্রীষ্মকালে বসবাসের জন্য)
C. বৈঠকখানা D. উপাসনা কক্ষ

১৮৮. 'দাখিলা' শব্দের অর্থ- [জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৯] ১৮৮. C
A. মাদ্রাসার পরীক্ষা B. দখলদার C. খাজনার রসিদ D. অন্যের জমি দখল

১৮৯. 'নির্বন্ধ' অর্থ- [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ২০১১] ১৮৯. A
A. বিধান B. আগ্রহ C. নিবিড় D. সত্যাসত্য
ব্যাখ্যা: নিবিড় অর্থ- ঘন, গহন। সত্যাসত্য অর্থ- সত্য ও অসত্য।

১৯০. 'নীপ' শব্দের অর্থ কোনটি? [সহকারী উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার ২০১৬] ১৯০. C
A. কেয়া B. টগর C. কদম D. শিউলি
ব্যাখ্যা: কেয়া অর্থ- প্রসিদ্ধ পুষ্প, কেয়াফুল বা গাছ বিশেষ। টগর অর্থ- সাদা পুষ্পবিশেষ ও তাহার বৃক্ষ।

১৯১. 'পল্লবগ্রাহিতা' শব্দের সঠিক অর্থ নিচের কোনটি?- [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্বাস্থ্য সহকারী ২০১০] ১৯১. A
A. ভাসা ভাসা জ্ঞান B. পাতা কুড়ানো
C. অনুকরণ D. চোখের পাতা

১৯২. 'প্রতীকধর্মী' মানে হচ্ছে- [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণার্থী ২০১৩] ১৯২. C
A. বস্তুনিষ্ঠ B. বিমূর্ত C. নিদর্শন জ্ঞাপক D. নির্বস্তুক
ব্যাখ্যা: বস্তুনিষ্ঠ অর্থ বাস্তব বিষয়ের প্রতি আস্থাবান। বিমূর্ত অর্থ অশরীরী। নির্বস্তুক অর্থ বস্তু সম্পর্কহীন।

১৯৩. 'পুষ্পারতি' শব্দের অর্থ- [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক ২০১৩] ১৯৩. D
A. ফুলের ক্রন্দন B. ফুলের ডালা C. ফুলের মালা D. ফুলের নিবেদন

Educationblog24.com

১৯৪. 'প্রকৃত'-এর সমার্থক পদ কোনটি? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী:১৪]
A. প্রকৃত B. স্বাভাবিক C. যথার্থ D. বেমানান — ১৯৪. C

১৯৫. 'পেলব' শব্দের সমার্থক বা প্রতিশব্দ কোনটি? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮]
A. সফল B. কুসুম C. মৃদু D. নন্দন — ১৯৫. C

১৯৬. 'পঞ্চম স্বর' এর অর্থ কি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]
A. পল্লব B. পায়ের পাতা C. দেবতার আরাধনা D. কোকিলের সুরলহরী — ১৯৬. D

১৯৭. 'বিধুর' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্য পরিদর্শক ২০০৯]
A. কঠিন B. জ্ঞানী C. কাতর D. বলিষ্ঠ — ১৯৭. C

১৯৮. 'বাতুল' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-কাধ্য পরিদর্শক ২০১২]
A. নির্বোধ B. উন্মাদ C. বেকুব D. বাতিল — ১৯৮. B

১৯৯. 'ব্রাত্য' শব্দের সমার্থক- [নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ে উপজেলা নির্বাচন অফিসার ২০০৮]
A. পতিত B. ব্যত্যয় C. ব্যূহ D. ব্রত — ১৯৯. A
ব্যাখ্যা: ব্যত্যয় অর্থ- ব্যতিক্রম, নিয়মের লঙ্ঘন। ব্যূহ অর্থ- সেনাবিন্যাসের পৌরাণিক কৌশল। ব্রত অর্থ- পুণ্য অর্জনের মনোবাসনা, সিয়াম।

২০০. 'বিজিত' শব্দের অর্থ কী? [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৫]
A. পরাজিত B. পুরস্কৃত C. জয়লাভ করা D. জয়ী — ২০০. A

২০১. 'মৃগয়া' শব্দের অর্থ- [জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৯]
A. হরিণ B. হরিণ শাবক C. হরিণ শিকার D. বন্য পশুপাখি শিকার — ২০১. C
ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি অভিধানের পৃষ্ঠা ১১২৮ এ - C এবং D দুটোই উত্তর দেওয়া আছে।

২০২. 'যবন' শব্দের সমার্থক কোনটি? [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী / জুনিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট ২০১৫]
A. হিন্দু B. মুসলিম C. বৌদ্ধ D. খ্রিস্টান — ২০২. B

২০৩. 'লেশ' মানে- [বন অধিদপ্তরের বন প্রহরী / জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট ২০১৫]
A. ফিতা B. বেশি C. অল্প D. অধিক — ২০৩. C

২০৪. 'সম্পৃক্ত' শব্দটির সঠিক অর্থ কোনটি? [বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক ২০০৩]
A. সংযুক্ত B. আঁটবাঁধা C. অন্তর্ভুক্ত D. দুই বা তার অধিকের মিলন — ২০৪. A

২০৫. 'সম্মার্জনী' শব্দের অর্থ কোনটি? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব (প্রশাসন) ২০১৩]
A. ঝাঁটা B. শ্রমের মূল্য C. সহজে অর্জন D. ভাতা — ২০৫. A

২০৬. 'অপবাদ' - শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭]
A. দোষারোপ/অপযশ B. অশ্লীল C. গালাগালি D. পরচর্চা — ২০৬. A

২০৭. 'সপ্তসুরে' কথাটি বলতে কি বুঝায়? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাঠকর্মী ২০১৪]
A. সাতটি সুর B. চরম সুর C. চড়া সুর D. নরম সুর — ২০৭. C

২০৮. সমার্থক যুগ্ম শব্দটি চিহ্নিত করুন। [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী পরিচালক ২০১৬]
A. হাসি-খুশি B. আকাশ-পাতাল C. কালি-কলম D. দিন-দিন — ২০৮. A

২০৯. 'অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে' - এখানে 'ছায়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২০, পদ: সহকারি শিক্ষক (২য় পর্যায়), ২০২২]
ক. গাছের ছায়া খ. জন্মভূমির আশ্রয় গ. মায়ের কোল ঘ. জন্মভূমি প্রকৃতি — ২০৯. খ

২১০. 'জাহ্যকুল আবদ' শব্দের অর্থ- [মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উপজেলা বিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৬]
A. বন্দীর হাসি B. গোলামের হাসি C. প্রেমিকার হাসি D. সন্তানের হাসি — ২১০. B

২১১. 'ভিষক' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০১]
A. দরবেশ B. চিকিৎসক C. ওঝা D. কবিরাজ — ২১১. B

২১২. 'প্রাংশু' শব্দের অর্থ কি? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১১]
A. প্রাচীর B. পূর্বকালের C. দীর্ঘকায় D. পূর্বদিক — ২১২. C

Educationblog24.com

২১৩. 'উদ্‌বারি' শব্দের অর্থ কোনটি? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]* ২১৩. গ
ক. ওপরে প্রকাশ করে দাও খ. প্রকাশ্য গ. উর্ধ্বে স্থাপন ঘ. সংগুপ্ত রাখা

২১৪. নিচের কোনটি প্রতিশব্দ নয়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]* ২১৪. ঘ
ক. ঘন খ. জীমূত গ. বারিদ ঘ. জলধি
ব্যাখ্যা: ঘন, জীমূত এবং বারিদ - মেঘ এর প্রতিশব্দ। জলধি অর্থ- সমুদ্র।

২১৫. 'পট্ট' শব্দের অর্থ - *[ঢাবি চ ইউনিট ২০২৩-২৪]* ২১৫. গ
ক. মাটি খ. কাপড় গ. পাট ঘ. পাটা
ব্যাখ্যা: পট্ট শব্দটি এসেছে সংস্কৃত পট্ট কথাটি থেকে যার অর্থ হল বস্ত্র। পট অর্থ কাপড়। পাটা অর্থ তক্তা, বাটনা পেষণের শিল।

২১৬. 'হরিৎ উপত্যকা' অর্থ কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২২-২৩]* ২১৬. গ
ক. ঝলমলে প্রান্তর খ. হলুদ উপত্যকা গ. সবুজ উপত্যকা ঘ. রক্তাক্ত উপত্যকা

২১৭. সাধারণত কোন ধরনের শব্দের সমার্থক শব্দ হয় না? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০০৮-০৯]* ২১৭. ঘ
ক. সাধিত শব্দ খ. পারিভাষিক শব্দ গ. সংকর শব্দ ঘ. অজ্ঞাতমূল শব্দ
ব্যাখ্যা: সংকর অর্থ মিশ্র। অজ্ঞাতমূল অর্থ অজানা। সাধিত অর্থ সম্পাদন করা হয়েছে এমন।

২১৮. 'মঞ্জরী' শব্দের অর্থ হলো - *[ঢাবি ঘ ইউনিট - ২০২১-২২]* ২১৮. খ
ক. ফুলের রেণু খ. মুকুল গ. বসন্ত ঘ. অনুমোদন
ব্যাখ্যা: মঞ্জরী, মুকুল অর্থ ফুল। ফুলের রেণু- ফুলের পরাগ। বসন্ত- ঋতু বিশেষ। অনুমোদন- সম্মতিদান।

২১৯. 'দহ' শব্দের অর্থ কী? *[ঢাবি ঘ ইউনিট - ২০২১-২২]* ২১৯. গ
ক. জ্বালানো খ. পোড়ানো গ. জলাধার ঘ. জীবনভর
ব্যাখ্যা: দাহ - পোড়ানো। জ্বালানো - দীপ্ত, জ্বালিত। পোড়ানো - দগ্ধ। জীবনভর - সারাজীবন।

২২০. 'ঝাণ্ডা' শব্দটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো - *[ঢাবি গ ইউনিট - ২০২১-২২]* ২২০. গ
ক. ঝাড়ু খ. যুদ্ধ গ. পতাকা ঘ. আগুন
ব্যাখ্যা: আগুন - পাবক। যুদ্ধ - রণ, সমর। ঝাড়ু- সম্মার্জনা, খ্যাংরা।

২২১. 'ক্রন্দসী' শব্দের আভিধানিক অর্থ- *[ঢাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]* ২২১. গ
ক. কান্নাকাটি খ. কাঁদুনী গ. আকাশ ও পৃথিবী ঘ. জল ও স্থল

২২২. 'দুর্গেশনন্দিনী' শব্দের অর্থ কী? *[ঢাবি চ ইউনিট ২০১৯-২০]* ২২২. ক
ক. দুর্গ প্রধানের কন্যা খ. দুর্গা দেবীর কন্যা গ. দুর্গের অধিবাসী ঘ. দুর্গাধিপতি

২২৩. শ্বাপদ = শ্বন + পদ। এখানে 'শ্বন' শব্দের অর্থ - *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৮-১৯]* ২২৩. A
A. সারমেয় B. ধারালো C. তীক্ষ্ণ নখযুক্ত D. হিংস্র
ব্যাখ্যা: সারমেয়- কুকুর।

২২৪. 'দেউল' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮- ১৯]* ২২৪. D
A. দেওয়ালি B. দেয়াল C. দলিল D. দেবালয়
ব্যাখ্যা: দেবালয়- মন্দির। দলিল আরবি শব্দ যার অর্থ- প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট প্রমাণ।

২২৫. 'খাদির' শব্দের অর্থ কি? *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়(ক-ইউনিট): ২০০৩-০৪]* ২২৫. A
A. খয়ের B. আমলকি C. খাদি কাপড় D. জর্দাপাতা

২২৬. 'গুড়গুড়ি' এর সঠিক প্রতিশব্দ- *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ইউনিট ২০০৭-০৮]* ২২৬. A
A. ফরসি B. তামাকপাত্র C. গুড়গুড় শব্দ D. গুড়িগুড়ি বৃষ্টি
ব্যাখ্যা: ফরসি, ফরসী আরবি শব্দ যার অর্থ দীর্ঘনলযুক্ত ধূমপানের হুঁকাবিশেষ।

২২৭. 'কিরাত' শব্দের অর্থ কী? *[ঢাবি C ইউনিট- ২০১৭-১৮]* ২২৭. B
A. কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র B. জাতি বিশেষ C. বণিকশ্রেণি D. বন্যপ্রাণি
ব্যাখ্যা: কিরাত অর্থ ভারতের প্রাচীন বন্যজাতি বিশেষ।

Educationblog24.com

২২৮. 'সংসর্গ' শব্দের অর্থ - [ঢাবি D ইউনিট- ২০১৭-১৮]
A. হিংস্র B. উদার C. আঁকাবাঁকা D. উন্মুক্ত
ব্যাখ্যা: উদার অর্থ বদান্য, দানশীল। হিংস্র অর্থ হিংসার প্রকৃতি বিশিষ্ট। উন্মুক্ত অর্থ অনাবৃত। ২২৮. C

২২৯. 'শিখণ্ডী' শব্দের অর্থ কী? [ঢাবি চ ইউনিট- ২০১৭-১৮]
A. কাক B. পেঁচা C. ময়ূর D. জলহস্তী
ব্যাখ্যা: কাক অর্থ বায়স। পেঁচা অর্থ এক ধরনের পাখি। জলহস্তী অর্থ স্তন্যপায়ী প্রাণী। ২২৯. C

২৩০. 'চঞ্চু' শব্দের অর্থ- [ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা ২০০৮-০৯]
A. নাক B. মুখ C. ঠোঁট D. গলা ২৩০. C

২৩১. 'জাঙ্গাল' এর প্রতিশব্দ- [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০০৬-০৭]
A. স্তূপ B. আবর্জনা C. বাঁধ D. জঙ্গল ২৩১. C

২৩২. 'বানি' কি? [ঢাবি খ ইউনিট ২০১০-১১]
A. কথা B. বেনে C. গয়না তৈরির মজুরি D. বায়না ২৩২. C

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

২৩৩. 'বেমক্কা' শব্দের অর্থ কী? [GST ক ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. অসংযত খ. অসংগত গ. অসংলগ্ন ঘ. অসহিষ্ণু
ব্যাখ্যা: 'বেমক্কা' শব্দের অর্থ অসংগত, অশোভন, অপ্রত্যাশিত, অসংযত। এখানে উত্তর অসংগত এবং অসংযত হলেও অসংগত অর্থটি অধিক গ্রহণযোগ্য। ২৩৩. খ

২৩৪. 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ– [GST খ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. দোষযুক্ত খ. দোষমুক্ত গ. ঊষাকাল ঘ. সন্ধ্যা ২৩৪. ঘ

২৩৫. 'মনীষা' অর্থ- [GST গ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. প্রজ্ঞা খ. বাণী গ. কোমলতা ঘ. ঔদার্য
ব্যাখ্যা: বাণী - কথা বা উক্তি; কোমলতা - স্নিগ্ধতা, নম্রতা; ঔদার্য - উদারতা বা মহত্ত্ব। ২৩৫. ক

২৩৬. 'নিরাক' অর্থ কী? [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২৩-২৪]
ক. উজ্জ্বলতা খ. স্তব্ধতা গ. সরলতা ঘ. প্রাঞ্জলতা
ব্যাখ্যা: প্রাঞ্জল অর্থ স্বচ্ছ, পরিষ্কার, সহজবোধ্য। ২৩৬. খ

২৩৭. 'হল' শব্দের অর্থ হচ্ছে - [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট (বিজ্ঞান শাখা) ২০২২-২৩]
ক. বৈঠা খ. ধনুক গ. লাঙ্গল ঘ. বারুদ
ব্যাখ্যা: বৈঠা, বইঠা অর্থ- নৌকার ছোট দাঁড়। বারুদ তুর্কি শব্দ। বারুদ হলো- এক প্রকার বিস্ফোরক চূর্ণ, যা দিয়ে কামান বন্দুক ইত্যাদির গুলি প্রস্তুত করা হয়। ২৩৭. গ

২৩৮. 'সালতি' কী? [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২২-২৩]
ক. মাছ বিশেষ খ. গাছ বিশেষ গ. ফসল বিশেষ ঘ. নৌকা বিশেষ ২৩৮. ঘ

২৩৯. কোনটি 'সড়গড়' শব্দের অর্থ নয়? [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. স্মৃতিগত খ. অভ্যস্ত গ. অসংগত ঘ. রপ্ত
ব্যাখ্যা: অসংগত অর্থ সঙ্গতিশূন্য, অবান্তর, অনুচিত। ২৩৯. গ

২৪০. 'জঙ্গম' শব্দটি দিয়ে বোঝায় - [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B - ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]
ক. বাঁধ খ. স্থির গ. গতিশীল ঘ. পর্বত
ব্যাখ্যা: বাঁধ- জল প্রবাহ বন্ধ করার জন্য নির্মিত প্রাচীর। স্থির- অবিচল। পর্বত- পাহাড়। ২৪০. গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৪১. 'জুলমাত' শব্দের অর্থ কী? [চবি খ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. নরক খ. আলো গ. অন্ধকার ঘ. জাহাজ
ব্যাখ্যা: আলো অর্থ আলোক বা জ্যোতি। এটি 'জুলমাত' শব্দের বিপরীত। ২৪১. গ

Educationblog24.com

২৪২. 'সমাহিত' শব্দের অর্থ কোনটি? [চবি ঘ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সমান খ. সমধর্মী গ. কবরস্থ ঘ. হিতকর
২৪২. গ
ব্যাখ্যা: সমধর্মী - একই ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত; হিতকর - উপকারী বা কল্যাণকর। 'সমাহিত' শব্দের আরও কিছু অর্থ - মীমাংসিত, সম্পাদিত। তবে কবরের সাথে সম্পর্কিত অর্থে এটি 'কবরস্থ' বোঝানো হয়।

২৪৩. 'তানপুরা' শব্দের অর্থ কী? [চবি ঘ-১ উপ-ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. তানপুরা খ. পান গ. তাল ঘ. পেয়ারা
২৪৩. খ
ব্যাখ্যা: তানপুরা - একটি বাদ্যযন্ত্র, যা সাধারণত শাস্ত্রীয় সংগীতে ব্যবহার করা হয়। তাল - একটি ছন্দ বা সংগীতের মাত্রা নির্দেশক।

২৪৪. 'মরুৎ' শব্দের অর্থ কী? [চবি ঘ-১ উপ-ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. আগুন খ. মাটি গ. পানি ঘ. বাতাস
২৪৪. ঘ

২৪৫. 'রম্ভা' শব্দের অর্থ কী? [চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. কলা খ. কাঁঠাল গ. কমলা ঘ. আনারস
২৪৫. ক

২৪৬. 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী? [চবি ঘ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. উপঢৌকন খ. ঘুষ গ. পতাকা ঘ. সুসংবাদ
২৪৬. ক
ব্যাখ্যা: উপঢৌকন হলো উপহার, ভেট, নজরনা।

২৪৭. 'সওগাত' শব্দের অর্থ কি? [চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০৩) ২০২২-২৩]
ক. স্বাগত খ. অভ্যর্থনা গ. উপঢৌকন ঘ. সাধ
২৪৭. গ
ব্যাখ্যা: স্বাগত অর্থ- আগমন শুভ হোক এমন সম্ভাষণ। অভ্যর্থনা অর্থ সম্ভাষণ, সংবর্ধনা। সাধ অর্থ- ইচ্ছা।

২৪৮. 'সহসা' শব্দের অর্থ কী? [চবি D ইউনিট (শিফট - ০২) ২০২২-২৩]
ক. শীঘ্র খ. শিগগিরই গ. হঠাৎ ঘ. ভবিতব্য
২৪৮. গ
ব্যাখ্যা: ভবিতব্য অর্থ- ভাগ্য, নিয়তি।

২৪৯. "তাত" শব্দের অর্থ কী? [চবি D ইউনিট (শিফট - ০২) ২০২২-২৩]
ক. চাচা খ. ভাতিজা গ. কাপড় বুনিবার যন্ত্র ঘ. তিক্ত
২৪৯. ক

২৫০. 'মহানির্বাণ' শব্দটির অর্থ কী? [চবি B - ইউনিট, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ (৩য় শিফট) ২০২০-২১]
ক. শৃঙ্খলিত হওয়া খ. সব বন্ধন থেকে মুক্তি
গ. অতিশয় মূল্যবান ঘ. মহাজ্ঞানী
২৫০. খ
ব্যাখ্যা: শৃঙ্খলিত- সুবিন্যস্ত। মহাজ্ঞানী- বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মূল্যবান- তাৎপর্যপূর্ণ।

২৫১. 'মতিগতি' শব্দের অর্থ কী? [চবি D - ইউনিট, (১ম দিন বিকাল) ২০২০-২১]
ক. দ্রুতগতি খ. মতিচ্ছন্নতা গ. মোতি লাভের আশা ঘ. মনের ভাব
২৫১. ঘ
ব্যাখ্যা: মতিগতি - অভিপ্রায়, মনের ভাব। মতিচ্ছন্নতা- বুদ্ধিনাশ। মোতি - মুক্তা, মৌক্তিক।

২৫২. 'তস্কর' শব্দের অর্থ কী? [চবি D - ইউনিট, (২য় দিন বিকাল) ২০২০-২১]
ক. লোভী খ. পাহারাদার গ. চোর ঘ. সৈন্য
২৫২. গ
ব্যাখ্যা: পাহারাদার- প্রহরী। সৈন্য - সিপাহি।

২৫৩. 'জিঞ্জির' শব্দের অর্থ কী? [চবি D - ইউনিট, (২য় দিন বিকাল) ২০২০-২১]
ক. শিকল খ. বিকল্প গ. কয়েদখানা ঘ. অশরীরী দূত
২৫৩. ক
ব্যাখ্যা: বিকল্প- পক্ষান্তর। কয়েদখানা- ফাটক, কারাগার। অশরীরী দূত - প্রেতাত্মা।

২৫৪. 'নিতি' শব্দের অর্থ কি? [চবি চ ইউনিট ২০১০-১১]
A. নিয়ম B. আইন C. রোজ D. রীতি
২৫৪. C
ব্যাখ্যা: নিয়ম অর্থ আইন, রীতি।

২৫৫. 'শির নেহারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির'-'নেহারি' শব্দের অর্থ কি? [চবি খ ইউনিট ২০০৮-০৯]
A. দেখে B. মাথা C. পর্বত D. চূড়া
২৫৫. A

২৫৬. 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ- [চবি ঘ ইউনিট ২০১০-১১]
A. অনাস্থা B. বিশ্বাস C. প্রকৃষ্টরূপে তিথি D. প্রকৃত অতিথি
২৫৬. B
ব্যাখ্যা: প্রকৃষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট। তিথি অর্থ চন্দ্রদিবস।

Educationblog24.com

ATM

২৫৭. 'শ্মশ্রু' এর শব্দার্থ কী? [চবি চ ইউনিট ২০০৩-০৪]
A. দাড়িগোঁফ B. শাশুড়ি C. শত্রু D. অশ্রু — ২৫৭. B

২৫৮. 'রোনাজারি' শব্দের অর্থ কী? [চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. হাহাকার খ. কান্না গ. ক্ষোভ ঘ. ক্লান্তি — ২৫৮. খ
ব্যাখ্যা: হাহাকার- শোক বা আর্তনাদের উচ্চ ধ্বনি। ক্ষোভ- মনস্তাপ, উদ্বেগ। ক্লান্তি- শ্রান্তি, অবসাদ।

২৫৯. 'পরমতসহিষ্ণুতা' বাক্যটির অর্থ কী? [চবি D - ইউনিট, (২য় দিন বিকাল) ২০২০-২১]
ক. অন্যের দেওয়া আঘাত সহ্য করা খ. অন্যের ক্ষতি করা
গ. অন্যের মতের বিরোধিতা করা ঘ. অন্যের মতকে সম্মান করা — ২৫৯. ঘ
ব্যাখ্যা: পরমতসহিষ্ণু- অপরের মতামত সহ্য করতে পারে এমন।

২৬০. 'জীমূতেন্দ্র' শব্দের অর্থ- [চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ঘোড়ার ডাক খ. মেঘের ডাক গ. সিংহের গর্জন ঘ. বাঘের গর্জন — ২৬০. খ
ব্যাখ্যা: ঘোড়ার ডাক- হ্রেষা। সিংহের গর্জন- হুঙ্কার। বাঘের ডাক- গর্জন।

২৬১. 'নিরাক' শব্দের অর্থ কী? [চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. হাওয়াশূন্য খ. স্বচ্ছ আকাশ গ. নীল আকাশ ঘ. মেঘযুক্ত আকাশ — ২৬১. ক

২৬২. 'অপসংস্কৃতি' কথাটার অর্থ কী? [চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. অপরিচিত সংস্কৃতি খ. বিদেশি সংস্কৃতি গ. নেতিবাচক সংস্কৃতি ঘ. প্রতিবেশি সংস্কৃতি — ২৬২. গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২৬৩. 'জীমূত' শব্দের প্রতিশব্দ কী? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সমুদ্র খ. মেঘ গ. পর্বত ঘ. আকাশ — ২৬৩. খ

২৬৪. 'পাঞ্জেরি' শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. আলোকবর্তিকা খ. পিঞ্জরপ্রহরী গ. বন্ধু ঘ. শুভাকাঙ্ক্ষী — ২৬৪. ক
ব্যাখ্যা: পিঞ্জরপ্রহরী - খাঁচার রক্ষক বা খাঁচায় বন্দী প্রাণীর প্রহরী। এখানে পিঞ্জর অর্থ খাঁচা।

২৬৫. 'পুষ্পারতি' শব্দের অর্থ হলো- [রাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. ফুলেল বন্দনা খ. ফুলেল নিবেদন গ. ক ও খ ঘ. ক, খ ও গ — ২৬৫. ঘ

২৬৬. 'রম্বার কাঁদি' অর্থ- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২৩-২৪]
ক. কলার ছড়া খ. অকর্মণ্য ব্যক্তি গ. উত্তীর্ণ হওয়া ঘ. কাঁটা জাতীয় গাছ — ২৬৬. ক

২৬৭. নীল দরিয়ায় মেসের আঁসু - এখানে 'আঁসু' অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]
ক. অশ্রু খ. হাসি গ. কান্না ঘ. দুঃসাহস — ২৬৭. ক
ব্যাখ্যা: আঁসু শব্দের অর্থ অশ্রু, আঁখিজল, চোখের পানি।

২৬৮. 'মাগো যুগে যুগে চিরভাস্বর তুমি উদীচী জ্যোতি'- এখানে 'উদীচী' অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. পূর্বদিক খ. পশ্চিমদিক গ. উত্তরদিক ঘ. দক্ষিণদিক — ২৬৮. গ
ব্যাখ্যা: প্রতীচী অর্থ পশ্চিমদিক।

২৬৯. "পাখিরা এসে গোদাবরী তীরে প্রতিদিন শিমুল গাছে জড়ো হয়ে কচায়ন করে"- এখানে 'কচায়ন' শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২৩-২৪]
ক. কিচিমিচি খ. ক্যাঁচক্যাঁচ গ. খ্যাঁচম্যাচ ঘ. কচাল — ২৬৯. ক
ব্যাখ্যা: কচাল অর্থ অযথা বাগবিতণ্ডা; কুৎসা বা নিন্দা। খ্যাঁচম্যাচ - কলহবিবাদ বা বিরক্তি প্রকাশ।

২৭০. "অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে" - এখানে 'অমনি' অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. অকারণে খ. অনর্থক গ. তৎক্ষণাৎ ঘ. পরবর্তীতে — ২৭০. ক
ব্যাখ্যা: অনর্থক - অহেতুক, ব্যর্থ, নিষ্ফল। তৎক্ষণাৎ - সেই মুহূর্তেই, তখনই।

২৭১. "আঁতের টান" - শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২৩-২৪]
ক. জড়িয়ে ধরা খ. মর্মের কথা গ. চমকে ওঠা ঘ. নাড়ির টান — ২৭১. ঘ
ব্যাখ্যা: আঁত অর্থ পেট, উদর। তাই আঁতের টান নাড়ির টান, রক্তের টান।

Educationblog24.com

২৭২. **'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দের অর্থ কী?** *[রাবি C ইউনিট (গ্রুপ - ৫) ২০২৩-২৪]* ২৭২. ক
ক. প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য খ. অতি শ্রদ্ধেয় গ. ক ও খ ঘ. কোনটিই নয়

২৭৩. **'মনীষা' শব্দের অর্থ কী?** *[রাবি C ইউনিট (গ্রুপ - ৫) ২০২৩-২৪]* ২৭৩. ঘ
ক. বুদ্ধি খ. মেধা গ. মনন ঘ. সবগুলি
ব্যাখ্যা: মনীষা অর্থ প্রজ্ঞা, প্রতিভা, তীক্ষ্ণধী।

২৭৪. **ঈশান কোণ হলো-** *[রাবি C ইউনিট (গ্রুপ - ৫) ২০২৩-২৪]* ২৭৪. ঘ
ক. উত্তর-পশ্চিম কোণ খ. উত্তর-দক্ষিণ কোণ গ. পূর্ব-দক্ষিণ কোণ ঘ. উত্তর-পূর্ব কোণ

২৭৫. **'কুটুম্ব কামিনীর মতো কুটুম্বিনী করিতে লাগিল উমা প্রসাধনী' - এখানে 'কুটুম্বিনী' অর্থ কী?** ২৭৫. গ
[রাবি A ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. ঘরকুটুম খ. আত্মীয় গ. স্ত্রীকুটুম ঘ. গৃহকর্ত্রী
ব্যাখ্যা: কুটুম্ব অর্থ আত্মীয়।

২৭৬. **'অসূর্যম্পশ্যা' শব্দের অর্থ কী?** *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৪) ২০২৩-২৪]* ২৭৬. গ
ক. সূর্যের তাপ খ. সূর্যহীন গ. সূর্যের আলো দেখেনি ঘ. সূর্যকণা

২৭৭. **'অভ্যাহার' শব্দটির অর্থ কী?** *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]* ২৭৭. ক,গ
ক. ডাকাতি খ. চুরি গ. লুটপাট ঘ. দুরাশা
ব্যাখ্যা: দুরাশা - দুর্লভ কোনো কিছু লাভ করার আশা।

২৭৮. **'সাহিত্য' শব্দের অর্থ-** *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২৩-২৪]* ২৭৮. গ
ক. কল্পনা খ. গল্পকথা গ. সহিতের ভাব ও মিলন ঘ. লিখিত চিন্তা-ভাবনা

২৭৯. **'কৃপাণ' শব্দের অর্থ-** *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২২-২৩]* ২৭৯. খ
ক. অধিক কৃপণ খ. তলোয়ার গ. করুণা ঘ. উদাসী মন

২৮০. **'উপযোগ' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ -** *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২২-২৩]* ২৮০. ঘ
ক. উন্নতি খ. সক্ষম গ. উচিত ঘ. প্রয়োগ
ব্যাখ্যা: সক্ষম অর্থ- সবল, কর্মক্ষম।

২৮১. **'উজবুক' শব্দের অর্থ কী?** *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]* ২৮১. গ
ক. উজবেকিস্তানের লোক খ. বুদ্ধিমান গ. আহাম্মক ঘ. চতুর
ব্যাখ্যা: বুদ্ধিমান- ধীমান। চতুর- ধূর্ত।

২৮২. **'দহ' অর্থ -** *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]* ২৮২. ঘ
ক. দহন খ. জ্বালা গ. যন্ত্রণা ঘ. খাদ
ব্যাখ্যা: দহ- নদী বা জলাশয়ের অতলস্পর্শ ও ঘূর্ণিময় অংশ; গভীর গর্ত। দহন অর্থ জ্বালা, পোড়া। জ্বালা অর্থ প্রদাহ। যন্ত্রণা অর্থ পীড়া।

২৮৩. **'মক্ষিকা' শব্দের অর্থ -** *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]* ২৮৩. খ
ক. মশা খ. মাছি গ. মাছ ঘ. ফড়িং

২৮৪. **'কন্দর' শব্দের অর্থ -** *[রাবি B ইউনিট - ২০২১-২২]* ২৮৪. খ
ক. কাঁটাযুক্ত গুল্ম খ. পাহাড়ের গুহা গ. গুচ্ছ মূল ঘ. লোহার হাতুড়ি
ব্যাখ্যা: গুল্ম অর্থ ছোট গাছের ঝাড়, কাণ্ডহীন গাছ। মূল অর্থ শিকড়।

২৮৫. **'মহা তমিস্রা' শব্দের অর্থ -** *[রাবি C ইউনিট - ২০২১-২২]* ২৮৫. গ
ক. গভীর অন্ধকার খ. ঘোর অমানিশা গ. ক ও খ ঘ. কোনটিই নয়

২৮৬. **'অনুযোগ' শব্দের অর্থ কী?** *[রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-১) ২০২০-২১]* ২৮৬. খ
ক. বিরক্তি খ. আক্ষেপ গ. নালিশ ঘ. আন্তরিকতা
ব্যাখ্যা: বিরক্তি- অসন্তোষ। নালিশ ফারসি শব্দ যার অর্থ- অভিযোগ। আন্তরিকতা- হৃদয়জাত।

২৮৭. **'সংশপ্তক' শব্দের অর্থ?** *[রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-২) ২০২০-২১]* ২৮৭. খ
ক. অপরাজিত সৈনিক খ. 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যু' এরূপ শপথকারী সৈন্য
গ. পরাজিত সৈনিক ঘ. পরাজয় অস্বীকারকারী সৈনিক

Educationblog24.com

২৮৮. 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-২) ২০২০-২১]
ক. উত্তর দিক খ. চাদর গ. বাতাস ঘ. কুয়াশা
ব্যাখ্যা: বাতাস- পবন। কুয়াশা- কুহেলী। ২৮৮. খ

২৮৯. 'শাপলা' শব্দের অর্থ - [রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-২) ২০২০-২১]
ক. বিপদ খ. হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু গ. শাপলা ঘ. শহর
ব্যাখ্যা: বিপদ- দুর্দশা। শাপলা- বাংলাদেশ-সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সারা বছর ফোটে এমন ছোটো ছোটো বীজপূর্ণ লাল হলুদ প্রভৃতি রঙের জলজ ফুলবিশেষ যার শেকড় কাদায় প্রোথিত থাকে; বাংলাদেশের জাতীয় ফুল: কুমুদ। শহর- নগর। ২৮৯. খ

২৯০. 'নতি' শব্দের অর্থ কী? [রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]
ক. বিনয় খ. উদারতা গ. মানবতা ঘ. বচন
ব্যাখ্যা: উদারতা- সরলতা। মানবতা- মনুষ্যত্ব। বচন- বাক্য। ২৯০. ক

২৯১. 'অবিদিত' শব্দের অর্থ কী? [রাবি ক - ইউনিট, (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]
ক. জানা খ. অজানা গ. বেদনা ঘ. অস্থির
ব্যাখ্যা: বিদিত- জানা। বেদনা- দুঃখ। অস্থির- চঞ্চল, চপল। ২৯১. খ

২৯২. 'স্মর্তব্য' কথাটির অর্থ কী? [রাবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. স্মরণীয় খ. স্মৃতিচিহ্ন গ. কর্তব্যের শপথ ঘ. সংশপ্তক
ব্যাখ্যা: সংশপ্তক - যুদ্ধে জয়লাভ বা মৃত্যু- এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৈনিক। ২৯২. ক

২৯৩. 'অলখ' শব্দের অর্থ কী? [রাবি A ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. অলক্ষ্য B. দৃষ্টিসীমায় C. অজানায় D. লক্ষ্যবস্তু
ব্যাখ্যা: অলক্ষ্য অর্থ দেখা যায় না এমন। ২৯৩. A

২৯৪. 'প্রগলভে' শব্দটির অর্থ কী? [রাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. প্রাগসর হয়ে B. গোপনে C. নির্ভীক চিত্তে D. নিরপেক্ষভাবে ২৯৪. C

২৯৫. 'আশী' শব্দের অর্থ কোনটি? [রাবি ভর্তি পরীক্ষা ২০০৪-০৫]
A. সংখ্যা B. আশীর্বাদ C. সাপ D. দাঁত
ব্যাখ্যা: আশী শব্দের অর্থ সাপের বিষদাঁত। ২৯৫. D

২৯৬. 'অবিহিত' শব্দের অর্থ- [রাবি ইসলামিক স্টাডিজ ২০০৯-১০]
A. অনুচিত B. কথিত C. ভূষিত D. যথাযোগ্য
ব্যাখ্যা: অনুচিত অর্থ উচিত নয় এমন। ভূষিত অর্থ সজ্জিত। কথিত অর্থ উক্ত। যথাযোগ্য অর্থ উপযুক্ত। ২৯৬. A

২৯৭. 'অবিমিশ্র' শব্দের অর্থ কি? [রাবি আইন ও বিচার ২০০৯-১০]
A. ভেজাল B. মিশ্রিত C. বিশুদ্ধ D. গোলমেলে
ব্যাখ্যা: গোলমেলে অর্থ জটিল, বিশৃঙ্খল। মিশ্রিত অর্থ মেশানো হয়েছে এমন। ভেজাল অর্থ - উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সঙ্গে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণ। ২৯৭. C

২৯৮. 'অত্র' শব্দের অর্থ- [রাবি E2 ইউনিট ২০১০-১১]
A. এই এলাকা B. এখানে C. নিজ স্থানে D. এলাকায় ২৯৮. B

২৯৯. 'অকর্মণ্য' শব্দের প্রতিশব্দ- [রাবি খ ইউনিট ২০১০-১১]
A. অকর্মক B. কর্মকার C. কর্মঠ D. সকর্মক
ব্যাখ্যা: অকর্মক অর্থ যে কাজ করে না। কর্মকার অর্থ যে ব্যক্তি লোহার কাজ করে, কামার। কর্মঠ অর্থ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে এমন। সকর্মক অর্থ কর্ম আছে এমন। ২৯৯. A

৩০০. 'ধীমান' শব্দের অর্থ কি? [রাবি ভর্তি পরীক্ষা ২০০৮-০৯]
A. বুদ্ধিমান B. শান্ত C. প্রজ্ঞাবান D. নিরীহ
ব্যাখ্যা: প্রজ্ঞাবান অর্থ পণ্ডিত। ৩০০. A

৩০১. 'প্রাকার' শব্দের অর্থ- [রাবি সমাজকর্ম ২০০৯-১০]
A. প্রাচীর B. প্রতিকার C. প্রচার D. কোনোটিই না
ব্যাখ্যা: প্রাকার, প্রাচীর অর্থ- দেওয়াল। ৩০১. A

Educationblog24.com

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৩০২. 'কাটারি' দ্বারা বোঝায়- *[জাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. কাটবার হাতিয়ার খ. কাটাকাটি গ. কট্টরপন্থা ঘ. করিৎকর্মা
৩০২. ক
ব্যাখ্যা: 'কাটারি' বাংলা শব্দ, যার অর্থ ঘাস আগাছা প্রভৃতি কাটার জন্য ব্যবহৃত সরু ও লম্বা দা। কাটাকাটি: হানাহানি বা মারামারি। কট্টরপন্থা: গোঁড়ামি, কড়া বা কট্টর মনোভাব। এখানে, কট্টর অর্থ নিয়মের কড়াকড়ি আছে এমন। করিৎকর্মা: নিজ হাতে কাজ করে এমন; কর্মঠ।

৩০৩. 'ক্রন্দসী' - এর পূর্ণরূপ হলো - *[জাবি B ইউনিট ২০২২-২৩]*
ক. ক্রন্দন করে যে খ. পূর্ণিমার চাঁদ গ. আকাশ ও পৃথিবী ঘ. নিকৃষ্ট ব্যক্তি
৩০৩. গ

৩০৪. 'গণ্ডুষ' দ্বারা কী বোঝায়? *[জাবি C ইউনিট ২০২২-২৩]*
ক. এক মুখ পানি খ. এক গ্লাস পানি গ. এক কলসি পানি ঘ. এক জগ পানি
৩০৪. ক

৩০৫. অকুহুল - অর্থ কি? *[জাবি খ - ইউনিট ২০২০-২১]*
ক. অগভীর স্থান খ. ঘটনাস্থান গ. কবরস্থান ঘ. গভীর খাদ
৩০৫. খ
ব্যাখ্যা: কবরস্থান- গোরস্থান। অগভীর স্থান- গভীর নয় এমন স্থান। গভীর খাদ- প্রগাঢ় গহ্বর।

৩০৬. 'পাঁশুটে' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? *[জাবি E ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. সালতি খ. ফ্যাকাশে গ. একি ঘ. কাটারি
৩০৬. খ
ব্যাখ্যা: সালতি- তাল কাঠের নৌকা। একি- এ কেমন। কাটারি- দা।

৩০৭. 'পরার্থ' শব্দটির অর্থ হলো- *[জাবি E ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. যাতায়াত খ. পরোপকার গ. পরের অর্থ ঘ. ইচ্ছা
৩০৭. খ
ব্যাখ্যা: যাতায়াত- গমনাগমন। ইচ্ছা- অভিলাষ।

৩০৮. 'রোয়াক' শব্দের সঠিক শব্দার্থ কোনটি? *[জাবি E ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. স্বপ্ন খ. দাওয়া গ. ক্ষোভ ঘ. গোলাপোরা
৩০৮. খ
ব্যাখ্যা: স্বপ্ন- কল্পনা। ক্ষোভ- উদ্বেগ। গোলাপোরা- গোলাভরা। রোয়াক, দাওয়া - বারান্দা।

৩০৯. 'উৎকট' শব্দের শব্দার্থ লিখ- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. উগ্র খ. ঋণ গ. জলীয় ঘ. বৃষ
৩০৯. ক
ব্যাখ্যা: ঋণ- কর্জ, ধার। বৃষ- ষাঁড়।

৩১০. "এষণী" শব্দের শব্দার্থ লিখ- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নিক্তি খ. সিঁড়ি গ. অভিলাষ ঘ. অসংলগ্ন
৩১০. ক
ব্যাখ্যা: সিঁড়ি- সোপান, মই। অভিলাষ- বাসনা, স্পৃহা। অসংলগ্ন- সংলগ্ন নয়।

৩১১. 'কিঙ্কিণি' শব্দের শব্দার্থ লিখ- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নূপুর খ. ক্ষীণ গ. খড়ম ঘ. কোলাহল
৩১১. ক
ব্যাখ্যা: ক্ষীণ- দুর্বল। খড়ম- কাঠের পাদুকা। কোলাহল- গোলমাল।

৩১২. 'করণ্ড' শব্দের শব্দার্থ লিখ- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ঝাঁপি খ. অসি গ. কর্তব্য ঘ. হাতছড়ি
৩১২. ক
ব্যাখ্যা: অসি- তলোয়ার। কর্তব্য- দায়িত্ব।

৩১৩. 'কাঙ্ক্ষি' শব্দের শব্দার্থ লিখ- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. চিরুনি খ. ইচ্ছুক গ. অভিলাষী ঘ. বেশভূষা
৩১৩. ক
ব্যাখ্যা: অভিলাষী- বাসনাকারী। বেশভূষা- সাজসজ্জা।

৩১৪. 'ওথ' শব্দটির অর্থ- *[জাবি C ইউনিট ২০১৯-২০]*
i. হলফনামা ii. শপথবাক্য iii. কাবিননামা
ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i ও iii
৩১৪. গ

৩১৫. নিচের কোনটি 'অমোঘ' শব্দের অর্থ নয়? *[জাবি C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অব্যর্থ খ. অসম্ভব গ. সার্থক ঘ. অবশ্যম্ভাবী
৩১৫. খ

Educationblog24.com

৩১৬. এক অক্ষৌহিণী সমান কত? [জাবি C ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ২৭৮১০০ খ. ২৮১৭০০ গ. ২১৮৭০০ ঘ. ২৮৭১০০
ব্যাখ্যা: অক্ষৌহিণী- বিপুলসংখ্যক অশ্ব, হস্তী ও রথ সহ পৌরাণিক প্রণালিতে সমাবিষ্ট সৈন্যবাহিনী।

৩১৭. 'দাদুরী' অর্থ- [জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ভেকী খ. ময়ূরী গ. পাখি ঘ. সংগীতের রাগ
ব্যাখ্যা: ময়ূরী- শিখী। পাখি- বিহঙ্গ। ভেকী - নারী ব্যাঙ।

৩১৮. 'বস্ত্রাবাসমধ্যে' শব্দের অর্থ - [জাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
A. কাপড় পরিধান করে B. তাঁবুর মধ্যে C. আচ্ছাদিত D. কোনটিই নয়

৩১৯. নিচের কোনটি 'শকল' শব্দের অর্থ? [জাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. ছদ্মবেশী B. মৃতদেহ C. মাছের আঁশ D. কাঁটা
ব্যাখ্যা: ছদ্মবেশী অর্থ ছদ্মবেশ ধারী।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

৩২০. 'দৌবারিক' শব্দের অর্থ কী? [কুবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. দাবাড়ু খ. দারোয়ান গ. দৌড়বিদ ঘ. ডাক বাহক
ব্যাখ্যা: দাবাড়ু - যে দাবা খেলায় পারদর্শী। ডাক বাহক - যে ডাক বা চিঠি বহন করে নিয়ে যায়।

৩২১. 'নিদাঘ' শব্দের অর্থ কী? [কুবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা গ. সুর ঘ. দোজখ

৩২২. 'বেওয়া' শব্দের অর্থ কী? [কুবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. বিধবা খ. বাঁকা গ. বাওড় ঘ. বোকা
ব্যাখ্যা: বেওয়া ফারসি শব্দ যার অর্থ পতিপুত্রহীন অসহায় নারী। বাওড় - নদীর যে বাঁকে স্রোত অবরুদ্ধ হয়েছে। নিম্নভূমিতে জমে থাকা পানি।

৩২৩. 'মুফতে' শব্দের অর্থ কী? [শাবিপ্রবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. দামী খ. দুর্ভিক্ষ গ. মাগনা ঘ. মহামারী

৩২৪. 'মহার্ঘ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [শাবিপ্রবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. পূজার সামগ্রী খ. দুর্মূল্য গ. সহজলভ্য ঘ. দেবদান
ব্যাখ্যা: 'মহার্ঘ' শব্দের অর্থ - অত্যন্ত মূল্যবান, মহামূল্য।

৩২৫. 'মেকি' শব্দের অর্থ কী? [হাবিপ্রবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সত্য খ. সততা গ. মিথ্যা ঘ. কোনটিই নয়

৩২৬. 'এয়োগণ' শব্দের অর্থ কী? [BUP (FASS) ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সধবা নারী খ. পতিহীনা নারী গ. বন্ধ্যা নারী ঘ. অবিবাহিত নারী
ব্যাখ্যা: পতিহীনা নার - যার স্বামী নেই, অর্থাৎ বিধবা নারী। বন্ধ্যা নারী - যে নারীর সন্তান হয় না।

৩২৭. 'প্রাতিস্বিক' শব্দটির অর্থ - [BUP (FSSS) ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. স্বকীয় খ. স্বীয় গ. স্বোপার্জিত ঘ. স্বনির্মিত
ব্যাখ্যা: স্বীয় - নিজের, ব্যক্তিগত। এটি 'স্বকীয়' শব্দের সমার্থক। স্বোপার্জিত - নিজের প্রচেষ্টায় অর্জিত।

৩২৮. প্রতিশব্দের ব্যবহার কীসের উপর নির্ভর করে? [ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪]
ক. বাক্যের খ. শব্দের গ. ব্যবহারের ঘ. প্রসঙ্গের

৩২৯. "রম্ভা" কী? [সাত কলেজ বিজ্ঞান ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. আম খ. খেজুর গ. কলা ঘ. তরমুজ

৩৩০. 'নিগড়' শব্দের অর্থ কী? [জাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. দড়ি B. বেড়ি C. কাঁটা D. ছুরি
ব্যাখ্যা: দড়ি অর্থ রশি। বেড়ি অর্থ বেষ্টনী, শৃঙ্খল।

৩১৬. গ	
৩১৭. ক	
৩১৮. B	
৩১৯. C	
৩২০. খ	
৩২১. ক	
৩২২. ক	
৩২৩. গ	
৩২৪. খ	
৩২৫. গ	
৩২৬. ক	
৩২৭. ক	
৩২৮. ঘ	
৩২৯. গ	
৩৩০. B	

Educationblog24.com

৩৩১. 'পরাহত' এর সমার্থক শব্দ- [জবি গ ইউনিট ২০০৬-০৭]
A. নিহত B. আহত C. পরাজিত D. অপরাজিত — ৩৩১. C

৩৩২. 'নিরাক পড়া' কথাটির অর্থ - [সাত কলেজ বাণিজ্য ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. ঝড় ওঠা খ. বাতাসহীন গুমোট আবহাওয়া গ. জ্যোৎস্না ঘ. গোল বাধানো — ৩৩২. খ

৩৩৩. 'অলখ' শব্দের অর্থ হলো – [সাত কলেজ মানবিক ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. প্রত্যক্ষ খ. সরব গ. অলক্ষ্য ঘ. নীরব — ৩৩৩. গ
ব্যাখ্যা: অলখ, অলক্ষ্য অর্থ দৃষ্টির অগোচর। প্রত্যক্ষ - চাক্ষুষ, স্পষ্ট। নীরব- শব্দহীন, নিঃশব্দ।

৩৩৪. 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী? [সাত কলেজ বিজ্ঞান ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. কুয়াশা খ. বাতাস গ. চাদর ঘ. পাখির ডাক — ৩৩৪. ক
ব্যাখ্যা: চাদর - উত্তরী, উত্তরীয়। বায়ু- বাতাস। কুঞ্জন- পাখির ডাক।

৩৩৫. 'জ্ঞাতিবধবেদনা' শব্দটির অর্থ কোনটি? [বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২২]
ক. আঘাত প্রাপ্ত হলে যে বেদনা। খ. কারো মৃত্যুর কারণে তৈরী হওয়া যন্ত্রণা
গ. আত্মীয় হত্যার যন্ত্রণা। ঘ. বিচ্ছেদ বা দূরত্ব তৈরি হওয়ার জন্য বেদনা — ৩৩৫. গ

৩৩৬. নিচের কোনটি 'তালকানা' শব্দটির অর্থ প্রকাশ করে? [বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২২]
ক. সুযোগসন্ধানী খ. কপোট গ. কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘ. কপট — ৩৩৬. গ
ব্যাখ্যা: কাণ্ডজ্ঞানহীন শব্দটি তালকানা অর্থ প্রকাশ করে। কপট- ভণ্ড। সুযোগসন্ধানী- সুবিধা খুঁজে বেড়ায় এমন।

৩৩৭. 'চীর' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা - ২০২২]
ক. দীর্ঘ খ. তিতা বিশেষ গ. নীচুজাত ঘ. ছিন্ন বস্ত্র — ৩৩৭. ঘ
ব্যাখ্যা: দীর্ঘ- লম্বা। নীচুজাত- অসচ্ছল অবস্থা। তিতা বিশেষ- তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট। তবে 'চির' অর্থ অনন্ত, অক্ষয়, দীর্ঘ সময়; আবার ফাটল অর্থও প্রকাশ করে।

৩৩৮. নিচের কোনটি "সূর্য" শব্দের প্রতিশব্দ নয়? [ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স ভর্তি পরীক্ষা - ২০২২]
ক. বিভাবসু খ. সবিতা গ. মেদিনী ঘ. ভাস্কর — ৩৩৮. গ
ব্যাখ্যা: মেদিনী অর্থ পৃথিবী।

৩৩৯. 'রোদসী' শব্দের অর্থ কী? [খুবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ক্রন্দনরতা খ. পৃথিবী ও স্বর্গ গ. রোদেলা দুপুর ঘ. রুদ্ধদ্বার — ৩৩৯. খ
ব্যাখ্যা: ক্রন্দসী- আকাশ ও পৃথিবী। ক্রন্দন- কান্না। রুদ্ধদ্বার- বন্ধ দরজা।

৩৪০. 'অভ্রভেদী' শব্দের অর্থ কী? [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. অন্ধকার বিদীর্ণ করা খ. আকাশচুম্বী
গ. শুভ্রতার আকাঙ্ক্ষা ঘ. অট্টালিকা — ৩৪০. খ

৩৪১. 'চুনকালি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. কলঙ্ক খ. পণ্ডশ্রম গ. দাগি আসামি ঘ. কুটিল — ৩৪১. ক
ব্যাখ্যা: 'চুনকালি' শব্দটি কলঙ্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পণ্ডশ্রম- বৃথাশ্রম। দাগি আসামি- চিহ্নিত আসামি। কুটিল- কপট, জটিল।

৩৪২. অর্থ প্রসারের দৃষ্টান্ত কোনটি? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. গঙ্গা > গাঙ খ. অন্ন > ভাত গ. মৃগ > হরিণ ঘ. পাত্র > বর — ৩৪২. ক

৩৪৩. 'শুচিস্মিতা' শব্দের অর্থ- [কুবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. যে নারীর হাসি পবিত্র খ. যে নারীর হাসি সুন্দর
গ. যে নারীর হাসি অর্থপূর্ণ ঘ. যে নারীর হাসি রহস্যময় — ৩৪৩. ক
ব্যাখ্যা: শুচি - পবিত্র।

৩৪৪. 'মগ' একটি [জাতীয় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় D ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. গ্রন্থ B. জাতি C. ব্যক্তি D. ভাষা — ৩৪৪. B
ব্যাখ্যা: মগ জাতি মূলত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও রাখাইন রাজ্যের আরাকান অঞ্চলে বসবাসকারী একটি নৃগোষ্ঠী।

Educationblog24.com

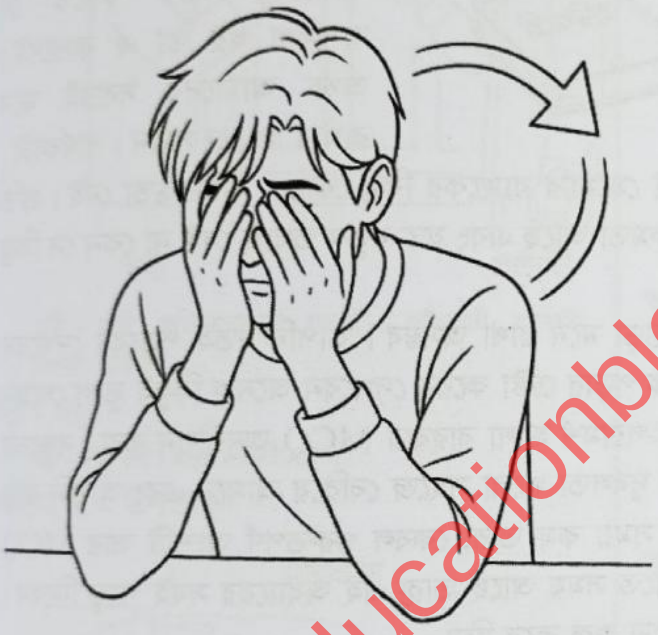
৩৪৫. 'বারওয়ারি' অর্থ কী? [জাতীয় কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় D ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. সর্বজনীন B. সার্বজনীন C. বার জনের চাঁদা D. বার মাস

৩৪৬. 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ কী? [ইবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. বর্ণহীন B. তামাটে C. ফ্যাকাশে D. সবুজভাব
ব্যাখ্যা: বর্ণহীন অর্থ বর্ণ নেই এমন। তামাটে অর্থ তামার মতো বর্ণযুক্ত, তাম্রাভ।

৩৪৭. 'অতিশয়' এর সমার্থক শব্দ- [ইবি ছ ইউনিট ২০০৪-০৫]
A. একান্ত B. অত্যন্ত C. অগ্রণী D. নিবিড়
ব্যাখ্যা: একান্ত অর্থ নিতান্ত। অগ্রণী অর্থ শ্রেষ্ঠ। নিবিড় অর্থ অতি ঘনিষ্ঠ বা গভীর।

৩৪৮. 'অরুন্তুদ' শব্দের অর্থ- [খুবি ভর্তি পরীক্ষা ২০০৩-০৪]
A. খয়ের B. মর্মভেদী C. খাদি কাপড় D. জর্দাপাতা
ব্যাখ্যা: খয়ের অর্থ- পানের উপকরণরূপে ব্যবহৃত গাছ বিশেষ। মর্মভেদী অর্থ- আকাশচুম্বী। খাদি কাপড় অর্থ চরকায় কাটা কার্পাস সুতোর তৈরি মোটা কাপড়। জর্দা অর্থ- পানের সঙ্গে খাওয়ার উপকরণ বিশেষ।

৩৪৫. A
৩৪৬. C
৩৪৭. B
৩৪৮. B



তোমার বয়স যখন ১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে থাকবে তুমি অনেক বন্ধু হারিয়ে ফেলবা। তুমি অনেক ভুল করবা। তুমি ব্যর্থ হবা। তুমি নতুন করে অনেক কিছু উপলব্ধি করবা। তুমি বাস্তবতা বুঝতে শুরু করবা। মাঝেমধ্যে তুমি নিজেকে নিজেই চিনতে পারবে না। তুমি অনেক কঠিন কঠিন পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে যাবা যেমন হতাশা একাকীত্ব তোমাকে ছাড়তে চাইবে না।

যাদের কে এ দুনিয়ার তুমি সবচেয়ে ভালো মানুষ জানতা তারা ও তোমার বিশ্বাস ভেঙে ফেলবে। তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারপর তুমি অনেক কান্না করবা। তুমি এমন কিছু করবা যা করার চিন্তা তুমি কখনো করোই নি। সুই সাইড করার মত ফালতু চিন্তা তোমার মাথায় আসবে।

তুমি দিনের পর দিন ডিপ্রেশন এর মধ্যে দিয়ে যাবা। একই পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে অনেক যায়। কোন মোটিভেশান তোমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। তুমি না চাইলেও তোমার ভালোবাসার মানুষটির সাথে কাটানো সময় তোমার মনে পড়বে। আর তুমি কষ্ট পেতে থাকবা। কিন্তু বেশিদিন না।

৬ মাস ১ বছর পর তুমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবা। যে তুমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবা ওই মানুষ গুলো আবার তোমার সাথে নাটক শুরু করবে। তখন তুমি ওদের কে রিজেক্ট করবা আর ওদের কে দেখে পিছনে ফিরে হাসবা। সবকিছুর পর তুমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করবা। তুমি তারপর থেকে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবা। জীবন তোমাকে একটু কষ্ট দিবে কারণ নাহলে তুমি পৃথিবীর আসল রূপ চিনতে পারবা না। তোমাকে হতাশ হলে হবে না।



Educationblog24.com

বিপরীত শব্দ



বিক্ষিপ্ত এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে শিখলে এবং টেনশন ও হতাশায় মন আচ্ছন্ন থাকলে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি হয়। আর আপনার ভুলে যাওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে যেভাবে আপনি শিখেছেন ঠিক সেভাবে মনে রাখতে না পারা। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন একটু ভিন্নভাবে এলে আমাদের মনে করতে যে অসুবিধা হয় তা এ কারণেই। অথচ আমাদের সবারই মনে রাখার ক্ষমতা সমান। পার্থক্যটা হয় স্মৃতিকে চর্চা না করার ফলে। ব্রেনের এই মেমোরি ব্যাংকের কিন্তু কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। প্রতি সেকেন্ডে হাজার খানেক নতুন তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা আছে এবং যত নতুন তথ্যই দেই না কেন সে কিন্তু ঠিকই এর জন্য জায়গা করে দিচ্ছে।

বিপরীত শব্দ গুলো বারবার অনুশীলন করা ছাড়া মনে রাখা অসম্ভব। আপনি যতই পড়বেন দেখবেন আপনি সবই পারেন কিন্তু বিপরীত শব্দটি ঢেকে পড়ার চেষ্টা করেন দেখবেন অনেক কিছুই ভুলে গেছেন এবং মনে করতেও পারছেন না। তাই আমার পরামর্শ হলো বারবার MCQ অনুশীলন করা। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে পড়বেন এতে আপনার দুর্বলতা গুলো সহজে বেরিয়ে আসবে এবং আপনি তার সমাধান করে নিতে পারবেন। যাদের হাতে সময় কম তারা কেবল গুরুত্বপূর্ণ অংশটি আর MCQ পড়বেন আর যারা রিস্ক নিতে চান না এবং হাতে সময় আছে তারা এই অধ্যায়ের সবই পড়ে নিবেন। আপনাদের সফলতা কামনা করছি। তাহলে পড়া শুরু করে দিন.....

- একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ বলে।
- বিপরীত শব্দ ব্যাকরণের **অর্থতত্ত্বে** আলোচিত হয়।
- সাধারণত শব্দের শুরুতে অ, অন, অনা, অপ, অব, দূর, ন, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গগুলো যুক্ত করলে শব্দের অর্থ না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থে রূপান্তরিত হয়। তাই শব্দের বিপরীত শব্দ তৈরিতেও এই উপসর্গগুলো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- আগত - শব্দটির শুরুতে অন- উপসর্গটি যুক্ত হয়ে বিপরীত শব্দ হল- অনাগত। আবার যে সব শব্দের শুরুতে হ্যাঁ-বোধক উপসর্গ থাকে, তাদের শুরুর সেই উপসর্গের বদলে না-বোধক উপসর্গও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- অনুরাগ- শব্দটি রাগ- শব্দমূলের পূর্বে অনু- উপসর্গ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে, যেখানে অনু - উপসর্গটি ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করেছে। এখন অনু-র পরিবর্তে বি- উপসর্গ ব্যবহার করলে, বিরাগ- শব্দে বি-উপসর্গটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে, এবং শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায়। অর্থাৎ, ইতিবাচক অনু- উপসর্গের বদলে নেতিবাচক বি-উপসর্গের ব্যবহারে বিপরীত শব্দ গঠিত হল।
- তবে সাধারণত, শব্দের বিপরীত শব্দগুলো অর্থের দিক থেকে বিপরীত অর্থবোধক হয়; না-বোধক বা নেতিবাচক হয় না। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম কোন নিয়ম খাটে না। বরং অর্থের দিক থেকে যথাযথ বিপরীত শব্দটিই গৃহীত হয়। যেমন- আজ-কাল, অতীত- ভবিষ্যৎ, অধম- উত্তম, ইত্যাদি।

Educationblog24.com

গুরুত্বপূর্ণ

গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখা কষ্টকর এমন কিছু বিপরীত শব্দ দিয়েই আমরা বিপরীত শব্দের যাত্রা শুরু করলাম। বারবার অনুশীলন করা ছাড়া এই বিপরীত শব্দ মনে রাখা যথেষ্ট কষ্টকর। আর যা-ই হোক পিছিয়ে পড়বেন না। অলসতাকে জয় করা বিপরীত শব্দ শেখার চেয়েও উত্তম। আর অলসতাকে জয় করতে পারলে বিপরীত শব্দ এমনি-ই শেখা হয়ে যাবে। So Let's start...

অর্থী - প্রত্যর্থী



অর্থী প্রত্যর্থী

অর্থী - বাদী, অভিযোগকারী; প্রত্যর্থী - প্রতিবাদী, আসামি, বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ।

অম্ল - মধুর

অম্ল - টক স্বাদ। মধুর - মিষ্টি স্বাদ।

অধিত্যকা - উপত্যকা



অধিত্যকা

উপত্যকা

অধিত্যকা - পর্বতের উপরের সমতল ভূমি। উপত্যকা - পর্বতের নিচের সমতল ভূমি।

অলীক - সত্য / বাস্তব

অলীক- মিথ্যা বা অবাস্তব। সত্য বা বাস্তব- যা প্রকৃত বা সত্যি।

অর্পণ - গ্রহণ / প্রত্যর্পণ

অর্পণ- কোনো কিছু দেওয়া বা সমর্পণ করা। গ্রহণ- কোনো কিছু নেওয়া। প্রত্যর্পণ- কোনো কিছু ফিরিয়ে দেওয়া।

অবলম্ব - নিরালম্ব

অবলম্ব- নির্ভরতা বা আশ্রয়। নিরালম্ব- নির্ভরতা বা আশ্রয় নেই এমন।

অনুরাগী - বিরাগী



অনুরাগী বিরাগী

অনুরাগী - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ। বিরাগী - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহহীনতা বা উদাসীনতা।

অনুরোধ - প্রত্যাখ্যান

অনুরোধ - কোনো কিছু চাওয়া। প্রত্যাখ্যান - সেই চাওয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া।

অনুলোম - প্রতিলোম

অনুলোম - স্বাভাবিক বা ক্রমানুসারে। প্রতিলোম - বিপরীত বা উল্টো দিকে। অনুলোম - অনুকূল; প্রতিলোম - প্রতিকূল।

অর্বাচীন - প্রাচীন

অর্বাচীন - নতুন, অপরিপক্ব, নবীন। প্রাচীন - পুরনো।

অমৃত - গরল

অমৃত- যা পান করলে মৃত্যু হয় না, সুধা; গরল- বিষ।

আদিষ্ট - নিষিদ্ধ

আদিষ্ট - কোনো কিছু করার আদেশ। নিষিদ্ধ - সেই কাজ না করার আদেশ।

আরব্ধ - সমাপ্ত

আরব্ধ- শুরু করা হয়েছে এমন। সমাপ্ত- শেষ করা হয়েছে এমন।

আসক্তি - বৈরাগ্য

আসক্তি - কোনো কিছুর প্রতি টান বা আকর্ষণ। বৈরাগ্য - কোনো কিছুর প্রতি টান না থাকা বা অনাসক্তি।

আঁটি - শাঁস

আঁটি - ফলের শক্ত বীজ। শাঁস - ফলের নরম খাদ্য অংশ।

আশু - বিলম্ব

আশু - দ্রুত বা তাড়াতাড়ি। বিলম্ব - দেরি বা ধীরে।

আবাহন - বিসর্জন

আবাহন - আহ্বান করা বা ডেকে আনা। বিসর্জন - বিদায় জানানো বা ছেড়ে দেওয়া।

Educationblog24.com

আবির্ভাব - তিরোভাব/তিরোধান

আবির্ভাব - প্রকাশ বা আগমন। তিরোভাব বা তিরোধান - অদৃশ্য হওয়া বা অন্তর্ধান।

আকুঞ্চন - প্রসারণ

আকুঞ্চন - সংকুচিত হওয়া বা গুটিয়ে নেওয়া। প্রসারণ - প্রসারিত হওয়া বা ছড়িয়ে দেওয়া।

আকস্মিক - চিরন্তন/সর্বদা/স্থায়ী

আকস্মিক - হঠাৎ বা অপ্রত্যাশিত। চিরন্তন, সর্বদা বা স্থায়ী - যা সবসময় থাকে।

ইতর - ভদ্র

ইতর - খারাপ বা অসভ্য। ভদ্র - ভালো বা সভ্য।

ঈষৎ - প্রচুর / অধিক

ঈষৎ - অল্প বা সামান্য। প্রচুর বা অধিক - বেশি।

ঈশান - নৈর্ঋত



ঈশান - উত্তর-পূর্ব দিক। নৈর্ঋত - দক্ষিণ-পশ্চিম দিক।

উপশম - বৃদ্ধি

উপশম- কমানো বা হ্রাস করা। বৃদ্ধি - বাড়ানো।

উগ্র - সৌম্য / কোমল / মৃদু

উগ্র - রুক্ষ, কঠোর বা তীব্র। সৌম্য, কোমল বা মৃদু - নরম বা শান্ত।

উপগত - অপগত

উপগত- কাছে এসেছে এমন, উপস্থিত । অপগত- দূরে চলে গেছে এমন; দূরীভূত।

উৎকণ্ঠা - স্বস্তি

উৎকণ্ঠা - অস্থিরতা বা উদ্‌বেগ। স্বস্তি- শান্তি বা আরাম।

উত্তাপ - শৈত্য / নিরুত্তাপ

উত্তাপ- গরম বা উষ্ণতা। শৈত্য বা নিরুত্তাপ - ঠান্ডা বা শীতলতা।

উদ্যত - বিরত

উদ্যত- কোনো কাজ করার জন্য প্রস্তুত। বিরত- কোনো কাজ করা থেকে সরে এসেছে এমন।

উদ্দিষ্ট - নিরুদ্দিষ্ট

উদ্দিষ্ট - নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এমন। নিরুদ্দিষ্ট- কোনো উদ্দেশ্য নেই এমন।

উদ্ধত - বিনীত

উদ্ধত- অহংকারী বা অভদ্র। বিনীত- নম্র বা ভদ্র।

উন্মীলন - নিমীলন

উন্মীলন- খোলা বা উন্মোচন করা। নিমীলন- বন্ধ করা বা ঢেকে দেওয়া।

ঋজু - বক্র/বঙ্কিম

ঋজু- সোজা। বক্র বা বঙ্কিম- বাঁকা।

একান্ন - পৃথগান্ন

একান্ন- এক অন্নে বা একই পরিবারে থাকা, যৌথ পরিবার। পৃথগান্ন- আলাদা অন্নে বা আলাদা পরিবারে থাকা, পৃথক বা ভিন্ন পরিবার।

ঔদার্য - কার্পণ্য

ঔদার্য- উদারতা। কার্পণ্য- কৃপণতা।

ঔদ্ধত্য - বিনয়

ঔদ্ধত্য- অহংকার। বিনয়- নম্রতা।

ঔজ্জ্বল্য - ম্লানিমা

ঔজ্জ্বল্য- উজ্জ্বলতা। ম্লানিমা- অনুজ্জ্বলতা বা মলিন ভাব।

ঔদাসীন্য - আসক্তি

ঔদাসীন্য- কোনো কিছুর প্রতি অনীহা। আসক্তি- কোনো কিছুর প্রতি প্রবল টান।

করাল - সৌম্য

করাল- ভয়ংকর বা রুক্ষ। সৌম্য- শান্ত বা সুন্দর।

কৃপণ - বদান্য

কৃপণ- যে টাকা খরচ করতে চায় না। বদান্য- যে উদার বা দাতা।

কৃশ - স্থূল

কৃশ- রোগা বা পাতলা। স্থূল- মোটা বা ভারী।

কৃষ্ণ - শুক্ল / শুভ্র / শ্বেত

কৃষ্ণ- কালো। শুক্ল, শুভ্র বা শ্বেত- সাদা।

কুলীন - অন্ত্যজ

কুলীন- উচ্চ বংশের। অন্ত্যজ- নিম্ন বংশের।

কুটিল - সরল

কুটিল- জটিল বা বাঁকা। সরল- সোজা বা সহজ।

ক্ষিপ্র - মন্থর

ক্ষিপ্র - দ্রুত। মন্থর - ধীরে।

ক্ষীণ - পুষ্ট

ক্ষীণ - রোগা বা পাতলা। পুষ্ট - মোটা বা শক্তিশালী।

খল - সরল

খল - শঠ বা প্রতারক। সরল - সোজা বা সহজ মনের।

খাতক - মহাজন

খাতক - যে ঋণ নেয়। মহাজন - যে ঋণ দেয়।

খিড়কি - সিংহদ্বার

খিড়কি- পেছনের ছোট দরজা। সিংহদ্বার- প্রধান বা মূল দরজা।

গতি - স্থিতি

গতি - চলা। স্থিতি - স্থির থাকা।

Educationblog24.com

গৃহী - সন্ন্যাসী

গৃহী - যে সংসার করে। সন্ন্যাসী - যে সংসার ত্যাগ করেছে।

গলগ্রহ - প্রতিপাল্য

গলগ্রহ শব্দের মধ্যে বোঝা বা ভারের নেতিবাচক ধারণাটি জড়িত। প্রতিপাল্য শব্দের মধ্যে দায়িত্ব ও যত্নের ইতিবাচক ধারণাটি জড়িত। এই কারণেই, একটি সম্পর্ক যেখানে একজন ব্যক্তি কেবল বোঝা হিসেবে থাকে (গলগ্রহ), তার বিপরীত হলো এমন একটি সম্পর্ক যেখানে যত্ন ও দায়িত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে লালনপালন করা হয় (প্রতিপাল্য)।

গূঢ় - ব্যক্ত

গূঢ় - লুকানো বা গোপন। ব্যক্ত - প্রকাশ্য।

গঞ্জনা - প্রশংসা

গঞ্জনা - নিন্দা বা তিরস্কার। প্রশংসা - প্রশংসা বা ভালো বলা।

গম্ভীর - চপল / সহাস্য

গম্ভীর- শান্ত বা ধীর। চপল- চঞ্চল বা অস্থির। সহাস্য- হাস্যযুক্ত।

ঘাতক - পালক

ঘাতক- যে হত্যা করে। পালক- যে রক্ষা করে বা প্রতিপালন করে।

চপল - গম্ভীর

চপল - চঞ্চল বা অস্থির। গম্ভীর - শান্ত বা ধীর।

চতুর - নির্বোধ

চতুর - চালাক। নির্বোধ - বোকা।

চিন্ময় - অচেতন

চিন্ময় - চৈতন্য আছে এমন। অচেতন - চৈতন্য নেই এমন।

চিরায়ত - সাময়িক

চিরায়ত - চিরকালের বা স্থায়ী। সাময়িক - অল্প সময়ের জন্য বা অস্থায়ী।

ঝানু - অপটু / আনাড়ি

ঝানু- দক্ষ বা অভিজ্ঞ। অপটু বা আনাড়ি- অদক্ষ বা অনভিজ্ঞ।

ঝটিতি - বিলম্ব

ঝটিতি - দ্রুত। বিলম্ব - দেরি।

জরা - যৌবন

জরা - বার্ধক্য। যৌবন - তারুণ্য।

জালিয়াত - সজ্জন

জালিয়াত - প্রতারক। সজ্জন - ভালো মানুষ।

টানা - পড়েন

টানা - সুতোর একটি দিক। পড়েন - সুতোর অন্য দিক।

টিলা - খন্দ

টিলা - উঁচু ভূমি। খন্দ - নিচু ভূমি বা খাদ।

ঠুনকো - মজবুত

ঠুনকো- যা সহজে ভেঙে যায়। মজবুত- যা শক্ত বা মজবুত।

ঢোসা - হালকা

ঢোসা- ভারী বা মোটা। হালকা - ভারী নয় এমন।

ঢোলা - আঁটোসাঁটো

ঢোলা- শরীরের সাথে লেগে থাকে না। আঁটোসাঁটো- শরীরের সাথে লেগে থাকে।

তন্ময় - মন্ময়

তন্ময়- বাইরের জগতের কোনো কিছুতে মগ্ন থাকা। মন্ময়- নিজের মন বা মানসিক জগতে মগ্ন বা ডুবে থাকা।

ত্বরিত - শ্লথ

ত্বরিত- দ্রুত। শ্লথ- ধীর।

তস্কর - সাধু

তস্কর- চোর। সাধু- সৎ ব্যক্তি।

তামসিক - রাজসিক

তামসিক হলো অলস, অন্ধকার এবং অজ্ঞ। রাজসিক হলো চঞ্চল, সক্রিয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

তিরোধান - আবির্ভাব

তিরোধান- অদৃশ্য হওয়া, অন্তর্ধান। আবির্ভাব- প্রকাশ হওয়া।

তির্যক - ঋজু

তির্যক- বাঁকা। ঋজু- সোজা।

তুহিন - গরম

তুহিন- বরফ বা ঠান্ডা। গরম- উষ্ণ।

দক্ষিণ - বাম

দৃঢ় - শিথিল

দৃঢ়- শক্ত। শিথিল- নরম।

দার - স্বামী

দিগ্গজ - মহামূর্খ

দিগ্গজ- পণ্ডিত বা জ্ঞানী। মহামূর্খ- খুব বোকা, নির্বোধ।

ধূপ - ছায়া

ধূপ - সুগন্ধ ধোঁয়া উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত গন্ধদ্রব্যবিশেষ বা তার বাতি। কিন্তু এখানে ধূপ- রোদ বা সূর্যের আলো।

নিরত - বিরত

নিরত- কোনো কিছুতে মগ্ন। বিরত- কোনো কিছু থেকে সরে আসা।

নির্মল - পঙ্কিল / সমল

নির্মল- পরিষ্কার। পঙ্কিল বা সমল- নোংরা।

নিন্দুক - স্তাবক

নিন্দুক- যে নিন্দা করে। স্তাবক- যে প্রশংসা করে।

নৈসর্গিক - কৃত্রিম

নৈসর্গিক- প্রাকৃতিক। কৃত্রিম- মানুষের তৈরি।

প্রাখর্য - স্নিগ্ধতা

প্রাখর্য- তীব্রতা বা কঠোরতা। স্নিগ্ধতা- কোমলতা বা নরম ভাব।

প্রসাদ - রোষ

প্রসাদ - দয়া বা করুণা। রোষ - রাগ বা ক্রোধ।

প্রাতিকূল্য - আনুকূল্য

প্রাতিকূল্য - প্রতিকূল অবস্থা বা বিরোধিতা। আনুকূল্য - অনুকূল অবস্থা বা সহায়ক অবস্থা।

প্রচ্ছন্ন - ব্যক্ত / প্রকট

প্রচ্ছন্ন- গোপন বা লুকানো। ব্যক্ত বা প্রকট- প্রকাশিত বা সুস্পষ্ট।

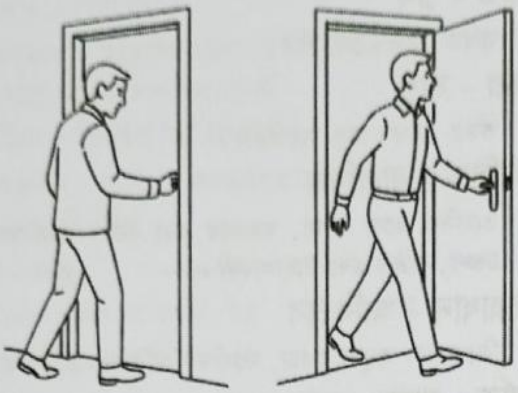
প্রাংশু - বামন

প্রাংশু - লম্বা বা উঁচু। বামন - বেঁটে বা খাটো।

Educationblog24.com

প্রবিষ্ট - প্রস্থিত

প্রবিষ্ট - প্রবেশ করা হয়েছে এমন, ঢুকেছে এমন, অন্তর্গত।
প্রস্থিত - প্রস্থান করা হয়েছে এমন বা চলে গেছে এমন।



প্রবিষ্ট | প্রস্থিত

প্রণালি - যোজক



প্রণালি - দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী সংকীর্ণ জলভাগ।

যোজক - দুই বৃহৎ ভূ-ভাগের মধ্যে সংযোগকারী স্থলভাগ।

প্রফুল্ল - ম্লান / বিষণ্ন

প্রফুল্ল- আনন্দিত বা খুশি। ম্লান বা বিষণ্ন- দুঃখিত বা মনমরা।

প্রত্যাদেশ - আদেশ

প্রত্যাদেশ - আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ। আদেশ - কোনো কিছু করার জন্য নির্দেশ।

প্রমাণিত - অনুমিত

প্রমাণিত - প্রমাণ আছে এমন বা নিশ্চিত। অনুমিত - অনুমান করা হয়েছে এমন বা নিশ্চিত নয়।

প্রাচ্য - পাশ্চাত্য / প্রতীচ্য

প্রাচ্য - পূর্ব দিক। পাশ্চাত্য বা প্রতীচ্য - পশ্চিম দিক।

ফতে - পরাজয়

ফতে - জয়। পরাজয় - হার।

বলী / ষণ্ডা - দুর্বল

বলী বা ষণ্ডা - শক্তিশালী। দুর্বল - শক্তিহীন।

বামন - লম্বা/ঢ্যাঙ্গা

বামন - বেঁটে বা খাটো। লম্বা বা ঢ্যাঙা - দীর্ঘ বা উঁচু।

বন্দনা - গঞ্জনা

বন্দনা - প্রশংসা। গঞ্জনা - নিন্দা।

বারি - অগ্নি

বারি - জল। অগ্নি - আগুন।

বিজন - জনবহুল

বিজন- জনশূন্য বা নির্জন। জনবহুল- মানুষের ভিড় আছে এমন।

বর্ধমান - ক্ষীয়মাণ

বর্ধমান - যা বাড়ছে। ক্ষীয়মাণ - যা কমছে।

বিজয়ী - বিজিত

বিজয়ী - যে জয় করেছে। বিজিত - যে পরাজিত হয়েছে।

বৈরী - মিত্র

বৈরী - শত্রু। মিত্র - বন্ধু।

মরমি - নিষ্ঠুর

মরমি - স্নেহপ্রবণ বা দয়ালু। নিষ্ঠুর - দয়াহীন বা নির্মম।

বিশ্লেষণ - সংশ্লেষণ

বিশ্লেষণ - কোনো জিনিসকে ভেঙে তার অংশগুলো দেখা।
সংশ্লেষণ - বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগানো।

মত্ত - নির্লিপ্ত

মত্ত - মগ্ন বা আসক্ত। নির্লিপ্ত - অনাসক্ত।

মৃদু - উগ্র / তীব্র / প্রবল

মৃদু - হালকা বা নরম। উগ্র, তীব্র বা প্রবল - কঠোর বা শক্তিশালী।

যোজক - প্রণালি/ বিয়োজক

যোজক - যে যুক্ত করে। প্রণালি- দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী সংকীর্ণ জলভাগ। বিয়োজক- যে আলাদা করে।

যজমান - পুরোহিত

যজমান - যে পূজা বা ধর্মীয় কাজ করায়। পুরোহিত - যে পূজা বা ধর্মীয় কাজ করে।

রজত - স্বর্ণ

রজত - রূপা। স্বর্ণ - সোনা।

রসাল - শুষ্ক

রসাল - রস আছে এমন। শুষ্ক - শুকনো।

লেশ - যথেষ্ট

লেশ - সামান্য বা অল্প। যথেষ্ট - পর্যাপ্ত বা অনেক।

লেজা - মুড়া

লেজা - মাছের লেজের অংশ। মুড়া - মাছের মাথার অংশ।

লাল - নীল/ সবুজ/ কালো

রদ - চালু

রদ- বাতিল বা বন্ধ। চালু- সক্রিয় বা ব্যবহার করা হচ্ছে এমন।

শিথিল - সুদৃঢ়

শিথিল - নরম বা আলগা। সুদৃঢ় - শক্ত বা মজবুত।

শীর্ণ - স্থূল

শীর্ণ - রোগা বা পাতলা। স্থূল - মোটা বা ভারী।

শাক্ত - বৈষ্ণব

শাক্ত - শাক্ত ধর্মের অনুসারী। বৈষ্ণব - বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। অশাক্ত - শাক্ত নয় এমন।

Educationblog24.com

শবল - একবর্ণা

শবল - বিচিত্র বা অনেক রঙের। একবর্ণা - এক রঙের।

শড়া - টাটকা

শড়া - পচা বা বাসি। টাটকা - তাজা।

সৌখিন - পেশাদার

সৌখিন - শখের জন্য কাজ করে এমন। পেশাদার - পেশা হিসেবে কাজ করে এমন।

সমবেত - ছত্রভঙ্গ

সমবেত - একত্রিত। ছত্রভঙ্গ - আলাদা হয়ে গেছে এমন।

স্থাবর - জঙ্গম

স্থাবর - যা নড়ে না। জঙ্গম - যা নড়ে বা চলাচল করে।

সৌম্য - উগ্র/করাল

সৌম্য - শান্ত। উগ্র বা করাল - ভয়ংকর।

সাকার - নিরাকার

সাকার - যার আকার আছে। নিরাকার - যার আকার নেই।

সংহত - বিভক্ত/অসংহত

সংহত - একত্রিত। বিভক্ত বা অসংহত - আলাদা।

রিক্ত - পূর্ণ

রিক্ত - খালি। পূর্ণ - ভরা।

হলাহল - সুধা/অমৃত

হলাহল - বিষ। সুধা বা অমৃত - অমৃত।

হরদম - কালেভদ্রে

হরদম - সবসময়। কালেভদ্রে - মাঝে মাঝে।

হাল - বেহাল / সাবেক

হাল - বর্তমান। বেহাল বা সাবেক - খারাপ বা পুরনো।

হৃদ্য - কপট

হৃদ্য - আন্তরিক। কপট - আন্তরিক নয়।

হাজির - গরহাজির

হাজির - উপস্থিত। গরহাজির - অনুপস্থিত।

অ

অধঃ - ঊর্ধ্ব

অধম - উত্তম

অধমর্ণ - উত্তমর্ণ



অধমর্ণ উত্তমর্ণ

অধমর্ণ- যে ঋণ নেয়, খাতক। উত্তমর্ণ - যে ঋণ দেয়, মহাজন।

অনাবিল - আবিল / পঙ্কিল

অনাবিল - যা ঘোলা নয়, নির্মল, স্বচ্ছ, অকলুষিত।
আবিল - ঘোলা, পঙ্কিল, মলিন, অবিশুদ্ধ, কলুষিত।

অনাবিলতা - আবিলতা

অনাবিলতা- স্বচ্ছতা বা পরিষ্কার ভাব। আবিলতা- ঘোলাটে ভাব বা অপরিষ্কার অবস্থা।

অলীক (বিণ.) - বাস্তব

এখানে অলীক অর্থ কাল্পনিক। যখন অলীক শব্দটি বিশেষণ পদ হয় তখন এর বিপরীত বাস্তব।

অলীক (বি.) - সত্য, বাস্তবতা

এখানে অলীক অর্থ মিথ্যা বা অসত্য। যখন অলীক শব্দটি বিশেষ্য পদ হয় তখন এর বিপরীত সত্য।

অলৌকিক - লৌকিক

লৌকিক মানে হলো স্বাভাবিক, সাধারণ এবং জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অলৌকিক মানে হলো অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত এবং সাধারণ নিয়মের বাইরে।

অনন্ত - সান্ত

অনন্ত মানে যার কোনো শেষ নেই। অর্থাৎ, যা অসীম, যার কোনো সীমা বা পরিমাপ নেই। সান্ত মানে যার কোনো শেষ আছে। অর্থাৎ, যা সীমিত, যার একটি নির্দিষ্ট সীমা বা পরিমাপ আছে।

অর্পণ - গ্রহণ, প্রত্যর্পণ

অর্পণ মানে কোনো কিছু প্রদান করা বা সমর্পণ করা। গ্রহণ মানে কোনো কিছু নেওয়া বা গ্রহণ করা। অর্পণ মানে কোনো কিছু অন্যের হাতে দেওয়া। প্রত্যর্পণ মানে সেই জিনিসটি ফিরিয়ে নেওয়া।

অর্পিত - প্রত্যর্পিত

অর্পিত মানে যাকে অর্পণ বা প্রদান করা হয়েছে বা যার কাছে কোনো কিছু রাখা হয়েছে। প্রত্যর্পিত মানে যাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অর্পণীয় - গ্রহণীয়

অর্পণীয় মানে যা অর্পণ করার যোগ্য বা দেওয়ার মতো। গ্রহণীয় মানে যা গ্রহণ করার যোগ্য বা নেওয়ার মতো।

অপাঙ্‌ক্তেয় - অতুলনীয় / পাঙ্‌ক্তেয়

অপাঙ্‌ক্তেয় মানে হলো এমন কেউ যাকে পঙ্‌ক্তিতে (একসাথে বসে খাওয়া বা বসার সারিতে) বসার যোগ্য মনে করা হয় না। পাঙ্‌ক্তেয় মানে হলো এমন কেউ যে পঙ্‌ক্তিতে বসার যোগ্য, অর্থাৎ সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য। অপাঙ্‌ক্তেয় এবং অতুলনীয় একে অপরের বিপরীত শব্দ নয়। শব্দ দুটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে অনেক পরীক্ষায় পাঙ্‌ক্তেয় অপশনেই ছিল না; অতুলনীয় ছিল। তাই অপশনে যেটি থাকে সেটি উত্তর করবেন।

Educationblog24.com

অমৃত - গরল

অমৃত - যা পান করলে মৃত্যু হয় না, সুধা; গরল - বিষ, যা পান করলে মৃত্যু হতে পারে। উভয়েই বিশেষ্য পদ।

অমৃত - বিস্বাদ

অমৃত - যা খুবই সুস্বাদু বা মধুর। বিস্বাদ - যা স্বাদনীয় নয়।

অমৃতত্ব - নশ্বরতা

অমৃতত্ব মানে হলো মৃত্যুহীনতা বা অমরতা। নশ্বরতা মানে হলো বিনাশশীলতা বা যা কিছু একসময় নষ্ট হয়ে যায়।

অমর - নশ্বর

অমর - মৃত্যু নেই বা যা চিরকাল বেঁচে থাকে। নশ্বর - যা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে বা যার মৃত্যু আছে।

অমরতা - নশ্বরতা

অমরাবতী - নরক

অমরাবতী- স্বর্গ। নরক - যেখানে পাপের শাস্তি দেওয়া হয়।

অজ্ঞ - বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ

অজ্ঞতা - প্রাজ্ঞতা

অজ্ঞতা - মূর্খতা। প্রাজ্ঞতা - পাণ্ডিত্য

অজ্ঞাত - জ্ঞাত

অজ্ঞাত- যা জানা নেই। জ্ঞাত, বিদিত, অবগত- যা জানা আছে।

অজ্ঞেয় - বিজ্ঞেয়

অজ্ঞেয় মানে যা জানা যায় না বা জ্ঞানের বাইরে। বিজ্ঞেয় মানে যা জানা যায় বা জ্ঞানের অধীন।

অন্বয় - অনন্বয়

অন্বয় - মিল, সংগতি, সম্পর্ক। অনন্বয় - অসংলগ্ন, অসংযুক্ত, সম্পর্কশূন্য।

অন্বয়ী - অনন্বয়ী

অন্বিত - অনন্বিত

অন্বিত মানে হলো সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীত শব্দ হলো অনন্বিত, যার অর্থ সম্পর্কহীন বা অযুক্ত।

অন্বেষক - অন্বিষ্ট

অন্বেষক মানে হলো যে অনুসন্ধান করে বা খোঁজে। এর বিপরীত শব্দ হলো অন্বিষ্ট, যার অর্থ যা কিছু অনুসন্ধান করা হয়েছে বা খোঁজা হয়েছে। অর্থাৎ, একটি হলো কর্তা বা যে কাজটি করছে, এবং অন্যটি হলো কর্ম বা যাকে খোঁজা হচ্ছে।

অর্থ - অনর্থ

অর্থী - প্রত্যর্থী

অর্থী- বাদী, অভিযোগকারী; প্রত্যর্থী- প্রতিবাদী, আসামি, বিপক্ষ।

অপচয় - উপচয়/সঞ্চয়

উপচয় - সংগ্রহ

অপচীয়মান - সঞ্চীয়মান, উপচীয়মান

অপচীয়মান মানে হলো যা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে বা কমে যাচ্ছে। সঞ্চীয়মান মানে হলো যা জমা হচ্ছে বা বাড়ছে। উপচীয়মান মানেও হলো যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা উপচে পড়ছে।

অপচয়ী - সঞ্চয়ী

অণু - বৃহৎ

অণু- ক্ষুদ্র; অল্প, ঈষৎ (অণু পরিমাণ)।

অনির্বাণ - নির্বাণ

অনির্বাণ - নেভে না বা নির্বাপিত হয় না এমন, জ্বলন্ত। নির্বাণ - নিভে যাওয়া, অস্ত-গমন।

অনির্বাপিত - নির্বাপিত

অনির্বাপিত মানে যা নেভানো হয়নি বা যা জ্বলছে। নির্বাপিত মানে যা নেভানো হয়েছে বা যা নিভে গেছে।

অনুলোম - প্রতিলোম

অনুলোম - অনুকূল; প্রতিলোম - প্রতিকূল। অনুলোম মানে স্বাভাবিক বা ক্রমানুসারে, যেমন ওপর থেকে নিচে বা জন্ম অনুসারে। প্রতিলোম মানে হলো বিপরীত বা উল্টো দিকে, যেমন নিচ থেকে ওপরে বা বিপরীতক্রমে।

অবলম্ব - নিরালম্ব

অবলম্ব - অবলম্বন, আশ্রয়। নিরালম্ব - অবলম্বনশূন্য, নিরাশ্রয়।

অধিত্যকা - উপত্যকা

অধিত্যকা



উপত্যকা

অধিত্যকা - পাহাড়ের উপরের সমতল স্থান; উপত্যকা - পর্বতের নিচের দিকের ভূভাগ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিচু সমতলভূমি।

অধিকৃত - অনধিকৃত, হস্তচ্যুত

অধিকৃত- দখল করা হয়েছে বা নিজের অধিকারে আছে এমন। অনধিকৃত- দখল করা হয়নি বা নিজের অধিকারে নেই এমন।

অধীত - অনধীত

অধীত- পাঠ করা হয়েছে এমন। অনধীত- যা পাঠ করা হয় নি।

অনুরক্ত - বিরক্ত

অনুরক্ত মানে আগ্রহী বা আসক্ত। এটি সাধারণত ভালোবাসা বা আকর্ষণ বোঝায়। বিরক্ত মানে বিরক্তিপূর্ণ।

অনুরক্তি - বিরক্তি

অলস - পরিশ্রমী/কর্মঠ

আলসে - চটপটে, কর্মঠ

আলস্য, আলসেমি - নিরালস্য

আলস্য, আলসেমি, নিরালস্য, খাটুনি এগুলো বিশেষ্য পদ। আর বিশেষ্য পদ এর বিপরীত বিশেষ্য পদই হবে। আবার বিশেষণ এর বিপরীত বিশেষণই হবে।

অবনত - উন্নত

অবনত - নত বা নিচু। উন্নত - উঁচু।

Educationblog24.com

অবনতি - উন্নতি

অবনয়ন - উন্নয়ন

অবনমিত - উন্নীত

অবনমিত - পদমর্যাদায় নিচে নামানো হয়েছে এমন। উন্নীত - পদমর্যাদায় উপরে তোলা হয়েছে এমন।

অনুরাগ - বিরাগ

অনুরাগ অর্থ স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, প্রেম। বিরাগ অর্থ ঔদাসীন্য, অননুরাগ, বিরক্তি।

অনুরাগী - বিরাগী



অনুরাগী - আসক্ত বা অনুরাগযুক্ত (ব্যক্তি); প্রেমিক। বিরাগী - উদাসীন।

অর্বাচীন - প্রাচীন

অর্বাচীন - অপরিপক্ব, নবীন, বয়সে প্রবীণ নয় এমন, আধুনিক। প্রাচীন - পুরনো।

অর্বাচীনতা - প্রাচীনত্ব

অস্ত - উদয়

অস্তগামী - উদীয়মান

অস্তায়মান - উদীয়মান

অস্তায়মান বা অস্তগামী- যা অস্ত যাচ্ছে। উদীয়মান- যা উদয় হচ্ছে।

অস্তাচল - উদয়াচল

অস্তাচল বলতে বোঝায় সেই কাল্পনিক পর্বত, যার পেছনে সূর্য অস্ত যায়। উদয়াচল বলতে বোঝায় সেই কাল্পনিক পর্বত, যার ওপর সূর্য উদিত হয়।

অস্তগত, অস্তমিত - উদিত

অস্তগত বা অস্তমিত - যা অস্ত গেছে বা ডুবে গেছে। উদিত - যা উদয় হয়েছে বা উঠেছে।

অস্তগিরি - উদয়গিরি

অস্তগিরি - যে কাল্পনিক পর্বতের পেছনে সূর্য অস্ত যায়। উদয়গিরি - যে কাল্পনিক পর্বতের ওপর সূর্য উদয় হয়।

অস্তগমনোন্মুখ - উদয়োন্মুখ

অস্তগমনোন্মুখ - যা অস্ত যাওয়ার পথে। উদয়োন্মুখ - যা উদয় হওয়ার পথে।

অন্তর - বাহির

অন্তরঙ্গ - বহিরঙ্গ

অন্তরঙ্গ - ঘনিষ্ঠ বা ভেতরের। বহিরঙ্গ - বাইরের বা প্রকাশ্য।

অন্তরঙ্গতা - বিরূপত্ব, অসদ্ভাব

অন্তরঙ্গতা - গভীর সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা। বিরূপত্ব - খারাপ সম্পর্ক বা বিরোধিতা। অসদ্ভাব - হৃদ্যতার অভাব, কলহ।

অন্ত - আদি

অন্ত্য - আদ্য

অন্ত্য, অন্ত্যজ - কুলীন

'অন্ত্য' যখন বিশেষণ, তখন এর অর্থ অন্তিম বা শেষ। অন্ত্য বা অন্ত্যজ যখন বিশেষ্য, তখন এর অর্থ শূদ্র, অর্থাৎ নিম্নবংশজাত বা সমাজের একেবারে শেষের স্তরের মানুষ। কুলীন - উচ্চবংশজাত বা সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ।

অন্তেবাসী - নগরবাসী

অনুকূল - প্রতিকূল

অনুকূলতা - প্রতিকূলতা

আনুকূল্য - প্রাতিকূল্য

আনুকূল্য - কোনো কিছুর পক্ষে বা অনুকূলে থাকা। প্রাতিকূল্য - কোনো কিছুর বিপক্ষে বা প্রতিকূলে থাকা।

অনাস্থা - আস্থা

অনাস্থা- বিশ্বাস বা আস্থা নেই এমন। আস্থা- বিশ্বাস বা ভরসা।

অহ্ন - রাত্রি

অহ্ন - দিন।

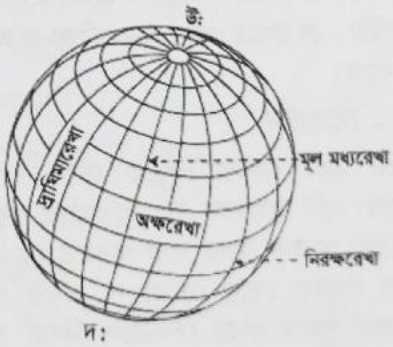
আহ্নিক - বার্ষিক

আহ্নিক মানে হলো দিন সম্পর্কিত, যা প্রতিদিন ঘটে বা দিনের বেলায় সম্পন্ন হয়। বার্ষিক মানে হলো বছর সম্পর্কিত, যা প্রতি বছর ঘটে।

অনুগ্রহ - নিগ্রহ

অনুগ্রহ - আনুকূল্য, কৃপা, সহায়তা, দয়া। নিগ্রহ - শাসন, দমন, পীড়ন।

অক্ষাংশ - দ্রাঘিমাংশ, দ্রাঘিমা



অক্ষাংশ হলো বিষুবরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব। এটি পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে ভাগ করে। দ্রাঘিমাংশ বা দ্রাঘিমা হলো মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব। এটি পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করে।

অক্ষরেখা - দ্রাঘিমারেখা

অক্ষরেখা - পূর্ব-পশ্চিমে আঁকা আড়াআড়ি রেখা, যা বিষুবরেখার সমান্তরালে থাকে। দ্রাঘিমারেখা - উত্তর-দক্ষিণে আঁকা উলম্ব রেখা, যা পৃথিবীকে লম্বালম্বিভাবে ভাগ করে।

Educationblog24.com

অনুগৃহীত - নিগৃহীত

অনুগৃহীত মানে হলো অনুগ্রহ বা দয়া লাভ করেছে এমন, অর্থাৎ দয়া বা কৃপা প্রাপ্ত। নিগৃহীত মানে হলো নিগ্রহ বা তিরস্কার প্রাপ্ত, অর্থাৎ লাঞ্ছিত বা অপদস্থ।

অনুগ্রাহী, অনুগ্রহকারী - নিগ্রাহক, নিগ্রহকারী

অনুগ্রাহী বা অনুগ্রহকারী - যে অনুগ্রহ বা দয়া করে। নিগ্রাহক বা নিগ্রহকারী - যে নিগ্রহ বা কঠোরতা করে।

অবতরণ - উত্তরণ, আরোহণ

অবতরণ মানে নিচে নামা। যেমন- বিমান অবতরণ। উত্তরণ, আরোহণ মানে ওপরে ওঠা।

অবতারণা - উপসংহার

অবতারণা মানে শুরু করা, কোনো লেখার বা বক্তৃতার সূচনা বা ভূমিকা। উপসংহার মানে হলো শেষ করা, কোনো লেখা বা বক্তৃতার শেষ অংশ বা সমাপ্তি।

অবতীর্ণ - অন্তর্হিত

অবতীর্ণ মানে প্রকাশিত হওয়া। অন্তর্হিত মানে গোপন বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

অতিকায় - ক্ষুদ্রকায়

অতিকায় মানে হলো খুব বড় দেহ বা বিশাল আকৃতি। ক্ষুদ্রকায় মানে হলো খুব ছোট দেহ বা ক্ষুদ্র আকৃতি।

আ

আপদ্ - সম্পদ

আপদ্ মানে হলো বিপদ বা দুর্ভাগ্য। সম্পদ মানে হলো সম্পত্তি বা সৌভাগ্য। তবে আপদ (দ এর নিচে হসন্ত না থাকলে) অর্থ মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তবে পরীক্ষা আপদ শব্দে দ এর নিচে হসন্ত ছাড়াই আসে।

আপদ্‌গ্রস্ত - বিপদমুক্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত।

আপদ্‌গ্রস্ত মানে বিপদে পড়া। বিপদমুক্ত মানে বিপদ থেকে মুক্ত। উদ্ধারপ্রাপ্ত মানে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া।

আপত্তি - সম্মতি

আপত্তি মানে কোনো কিছুতে অমত বা বিরোধিতা করা। সম্মতি মানে কোনো কিছুতে মত বা অনুমোদন দেওয়া।

আরোহণ - অবরোহণ

আরোহণ - উর্ধ্বে গমন, উপরে ওঠা। অবরোহণ - নিচে নামা, অবতরণ।

আরোহী - অবরোহী

আরোহী - যে ওপরের দিকে ওঠে। অবরোহী - যে নিচের দিকে নামে।

আরোহিণী - অবরোহিকা, অবরোহিণী

আরোহিণী - যে উপরে ওঠে। অবরোহিকা বা অবরোহিণী - যে নিচে নামে।

আবাহন - বিসর্জন

আবাহন মানে কোনো কিছুকে ডেকে আনা বা স্বাগত জানানো। এটি সাধারণত পূজা বা কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে দেবতাকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিসর্জন মানে কোনো কিছুকে ছেড়ে দেওয়া বা বিদায় জানানো। এটি সাধারণত পূজার শেষে দেবতাকে বিদায় জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

আবাহিত - বিসর্জিত

আবাহিত - যাকে আহ্বান করা হয়েছে। বিসর্জিত - যাকে বিদায় জানানো হয়েছে বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আকুঞ্চন - প্রসারণ

আকুঞ্চন মানে হলো সংকুচিত হওয়া বা গুটিয়ে নেওয়া। প্রসারণ মানে হলো প্রসারিত হওয়া বা বেড়ে যাওয়া।

আকুঞ্চিত - প্রসারিত

আকিঞ্চন - ঐশ্বর্য

আকিঞ্চন মানে দীনতা বা দারিদ্র্য। ঐশ্বর্য মানে সম্পদ বা প্রাচুর্য। বিত্তবান মানে ধনী বা যার প্রচুর বিত্ত আছে।

আস্বাদিত - অনাস্বাদিত

আস্বাদিত মানে যা স্বাদ নেওয়া হয়েছে। অনাস্বাদিত মানে যা স্বাদ নেওয়া হয়নি।

আবির্ভাব - তিরোভাব

আবির্ভাব মানে প্রকাশ হওয়া বা আগমন। তিরোভাব মানে অদৃশ্য হওয়া বা অন্তর্ধান।

আবির্ভূত - তিরোভূত

আবির্ভূত - যা প্রকাশিত হয়েছে বা যা হাজির হয়েছে। তিরোভূত - যা অদৃশ্য হয়েছে বা যা অন্তর্হিত হয়েছে।

আধুনিক - প্রাচীন/অনাধুনিক

অর্বাচীন এর বিপরীতও প্রাচীন।

আধুনিকতা - প্রাচীনত্ব

আনকোরা - পুরনো, প্রাচীন

আনকোরা- সম্পূর্ণ নতুন। পুরনো, প্রাচীন- যা অনেক আগের।

আশ্লেষ - বিশ্লেষ

আশ্লেষ মানে আঁকড়ে ধরা বা জড়িয়ে ধরা। বিশ্লেষ মানে আঁকড়ে ধরা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা আলাদা হয়ে যাওয়া।

আবাদী - অনাবাদী

আবাদী - চাষের উপযুক্ত; চাষ করা জমি। অনাবাদী - যেখানে আবাদ বা চাষ হয় না (অনাবাদি জমি); চাষের অযোগ্য।

আবদ্ধ - মুক্ত/উন্মুক্ত

আবদ্ধতা - মুক্তি

আবদ্ধ, মুক্ত/উন্মুক্ত এগুলো বিশেষণ। আবদ্ধতা এবং মুক্তি এগুলো বিশেষ্য পদ।

আস্তৃত - অনাস্তৃত

আস্তৃত মানে যা পাতা হয়েছে বা বিছানো হয়েছে। অনাস্তৃত মানে যা পাতা হয়নি বা বিছানো হয়নি।

আস্তীর্ণ - অনাস্তীর্ণ

আস্তীর্ণ মানে যা আবৃত বা ঢাকা। অনাস্তীর্ণ মানে যা অনাবৃত বা ঢাকা নয়।

Educationblog24.com

আর্দ্র - শুষ্ক

আর্দ্র মানে ভেজা বা সিক্ত। শুষ্ক মানে শুকনো।

আর্দ্রতা - শুষ্কতা

আর্দ্রতা মানে ভেজা অবস্থা বা সিক্ততা। শুষ্কতা মানে শুকনো অবস্থা বা শুষ্ক ভাব।

আলসে - চটপটে/কর্মঠ

আলস্য - শ্রম/অনালস্য

আসামি - ফরিয়াদি

আসামি মানে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। ফরিয়াদি মানে যে অভিযোগ করেছে বা বিচার প্রার্থনা করেছে।

আপ্যায়ন - প্রত্যাখ্যান

আপ্যায়িত - প্রত্যাখ্যাত

আচার - অনাচার

আচার - ভালো বা সঠিক ব্যবহার। অনাচার - খারাপ বা ভুল ব্যবহার।

আকস্মিক - চিরন্তন

আকস্মিক - হঠাৎ করে বা অপ্রত্যাশিত। চিরন্তন - যা সব সময় বা সবসময় থাকে।

আকাশ - পাতাল

আকাশ - মাথার ওপরের বিশাল শূন্যস্থান। পাতাল - মাটির নিচের অন্ধকার জায়গা।

আকাশচারী - ভূচর

আকাশচারী - যা আকাশে বিচরণ করে। ভূচর - যা ভূমি বা স্থলে বিচরণ করে।

আকাশজাত - ভূমিজ

আকাশজাত মানে আকাশ থেকে উৎপন্ন বা আকাশ থেকে এসেছে এমন। ভূমিজ মানে ভূমি থেকে উৎপন্ন বা ভূমি থেকে এসেছে এমন।

আক্রমণ - প্রতিরোধ

আক্রমণ - আঘাত করা বা হামলা করা। প্রতিরোধ বা প্রতিরক্ষা - আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানো বা প্রতিরোধ করা।

আক্রমণকারী - প্রতিরোধক

আক্রমণীয় - প্রতিরোধ্য

আক্রান্ত - প্রতিরোধিত, অনাক্রান্ত

আদেশ - নিষেধ

আদেশক - নিষেধক

আদেশক - যে আদেশ করে। নিষেধক - যে নিষেধ করে।

আঁটোসাঁটো - ঢলঢলে

আঁটোসাঁটো মানে যা শরীরের সাথে লেগে থাকে বা শক্ত করে বাঁধা হয়। ঢলঢলে মানে যা আলগা বা শরীরের তুলনায় বড়।

আহূত - অনাহূত

আহূত মানে যাকে ডাকা হয়েছে বা যাকে আহ্বান জানানো হয়েছে। অনাহূত মানে যাকে ডাকা হয়নি বা যাকে আহ্বান জানানো হয়নি।

আঁটি - শাঁস

আঁটি হলো ফলের ভিতরের শক্ত বীজযুক্ত অংশ। শাঁস হলো ফলের ভিতরের খাদ্যযোগ্য নরম অংশ।

আশু - বিলম্ব

আশু মানে হলো দ্রুত বা তাড়াতাড়ি। বিলম্ব মানে হলো দেরি বা দেরি করে।

আশুকারী - বিলম্বী

আশুকারী মানে যে তাড়াতাড়ি করে বা দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে। বিলম্বী মানে যে দেরি করে বা কাজ করতে দেরি করে।

আবিল - অনাবিল

আবিল - ঘোলা, পঙ্কিল, মলিন, অবিশুদ্ধ, কলুষিত। অনাবিল - যা ঘোলা নয়, নির্মল, স্বচ্ছ, অকলুষিত।

আদিষ্ট - নিষিদ্ধ

আদিষ্ট মানে যা আদেশ করা হয়েছে বা যা করতে বলা হয়েছে। নিষিদ্ধ মানে যা নিষেধ করা হয়েছে বা যা করতে মানা করা হয়েছে।

আবশ্যিক - ঐচ্ছিক

আবশ্যিক - যা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য। ঐচ্ছিক - যা নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

আবশ্যক - অনাবশ্যক

আবশ্যক - যা প্রয়োজন। অনাবশ্যক - যা অপ্রয়োজনীয়।

আবশ্যকতা - অপ্রয়োজনীয়তা, অনাবশ্যকতা

আবশ্যকতা - প্রয়োজনীয়তা। অপ্রয়োজনীয়তা বা অনাবশ্যকতা - অপ্রয়োজনীয়তা।

আবশ্যকীয় - অপ্রয়োজনীয়

আবশ্যকীয় - যা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় - যা প্রয়োজন নেই।

আগ - পাছ

আগ - সামনে। পাছ - পেছনে।

আগু - পাছু

আগু - আগে। পাছু - পরে।

আগুতে - পাছে

আগা - গোড়া

আগমন - নির্গমন / প্রস্থান

আশীর্বাদ - অভিশাপ

আকর্ষ - বিকর্ষ

আকর্ষ - আকর্ষণ করা। বিকর্ষ - বিকর্ষণ করা।

আকর্ষণ - বিকর্ষণ

আকর্ষণ- কাছে টানার শক্তি। বিকর্ষণ- দূরে ঠেলে দেওয়ার শক্তি।

আকর্ষক - বিকর্ষক

আকর্ষক মানে যা আকর্ষণ করে বা টানতে পারে। বিকর্ষক মানে যা বিকর্ষণ করে বা দূরে ঠেলে দেয়।

আকর্ষী - বিকর্ষী

আকর্ষী মানে যে আকর্ষণ করে। বিকর্ষী মানে যে বিকর্ষণ করে।

Educationblog24.com

ই-ঈ

ইষ্ট - অনিষ্ট

ইষ্ট - কল্যাণকর। অনিষ্ট - হানি, ক্ষতি, অপকার, অমঙ্গল।

ইন্দ্রিয় - অতীন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় মানে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেমন - চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি যা দিয়ে অনুভব করা যায়। অতীন্দ্রিয় মানে যা ইন্দ্রিয়ের বাইরে বা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। ইন্দ্রিয় বিশেষ্য পদ; অতীন্দ্রিয় বিশেষণ পদ। বিশেষ্য এর বিপরীত বিশেষণ হয় না। তাই ইন্দ্রিয় (বিশেষ্য) এর বিপরীত অতীন্দ্রিয়তা (বিশেষ্য)। তবে ইন্দ্রিয় এর বিপরীত অতীন্দ্রিয়; এটি প্রচলিত।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য - অতীন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানে যা ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় বা অনুভব করা যায়। অতীন্দ্রিয় মানে যা ইন্দ্রিয়ের বাইরে বা ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না।

ইদানীং - তদানীং

ইদানীং - এখন বা এই সময়। তদানীং - তখন বা সেই সময়।

ইদানীন্তন - তদানীন্তন

ইদানীন্তন - ইদানীং হচ্ছে বা চলছে এমন, আজকালকার। তদানীন্তন - তৎকালীন, তখনকার।

ইতর - ভদ্র

ইতর- অসভ্য, খারাপ বা নীচ। ভদ্র- সভ্য, ভালো বা মার্জিত।

ইতরতা, ইতরামি - ভদ্রতা, শিষ্টতা

ইহলোক - পরলোক

ইহলৌকিক - পারলৌকিক

ইহলৌকিক মানে যা এই জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা ইহকালে বা পৃথিবীতে ঘটে। পারলৌকিক মানে যা পরকালের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা এই জগতের বাইরে বা মৃত্যুর পরে ঘটে।

ইস্তফা - যোগদান

ইস্তফা - ত্যাগ বা ত্যাগপত্র।

ঈর্ষা - প্রীতি

ঈর্ষণীয় - অহিংস

ঈদৃশ - তাদৃশ

ঈদৃশ অর্থ - এইরূপ; এইরকম। তাদৃশ - সে রকম, তদ্রূপ।

ঈপ্সা - অনীপ্সা

ঈপ্সা মানে ইচ্ছা বা কামনা। অনীপ্সা মানে অনিচ্ছা বা কোনো কিছুর প্রতি কামনা না থাকা।

ঈপ্সিত - অনীপ্সিত

ঈপ্সিত মানে যা চাওয়া হয়েছে বা যা কাঙ্ক্ষিত। অনীপ্সিত মানে যা চাওয়া হয়নি বা যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

ঈপ্সু - অনীপ্সু, অনভিলাষী

ঈপ্সু মানে ইচ্ছুক বা যার কোনো কিছুর প্রতি প্রবল ইচ্ছা আছে। অনীপ্সু মানে অনিচ্ছুক বা যার কোনো কিছুর প্রতি ইচ্ছা নেই। অনভিলাষী মানেও যার কোনো অভিলাষ বা কামনা নেই।

ঈষৎ - অধিক

ঈশ্বর - নিরীশ্বর

ঈশ্বর মানে সৃষ্টিকর্তা, এখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। নিরীশ্বর মানে হলো ঈশ্বর অবিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

ইশ্বরত্ব, ইশ্বরতা - নাস্তিক্য

ঈশ্বরবাদী - নিরীশ্বরবাদী

ঈশ্বরবাদী মানে হলো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। নিরীশ্বরবাদী মানে হলো ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী।

উ

উত্তরায়ণ - দক্ষিণায়ন

উত্তরায়ণ হলো সূর্যের উত্তর দিকে গমন। দক্ষিণায়ন হলো সূর্যের দক্ষিণ দিকে গমন।

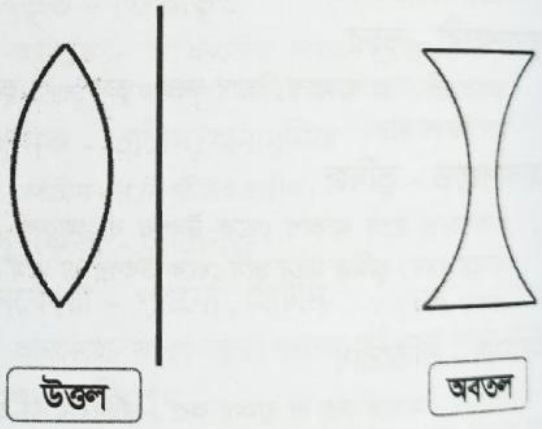
উত্তরণ - অবতরণ

উত্তরণ - উর্ধ্বে গমন। অবতরণ - নিচে গমন।

উত্তরাস্য - দক্ষিণাস্য

উত্তরাস্য মানে যার মুখ উত্তর দিকে ফেরানো। দক্ষিণাস্য মানে যার মুখ দক্ষিণ দিকে ফেরানো।

উত্তল - অবতল



উত্তল মানে যা বাইরের দিকে স্ফীত বা উঁচু; মধ্যভাগ মোটা ও এর প্রান্তভাগ ক্রমশ সরু। অবতল মানে হলো যা ভিতরের দিকে বাঁকানো বা নিচু; মধ্যভাগ সরু ও এর প্রান্তভাগ ক্রমশ ক্রমশ মোটা।

উত্তাল - প্রশান্ত

উত্তাল মানে প্রচণ্ড ঢেউযুক্ত বা অস্থির। প্রশান্ত মানে শান্ত বা ঢেউবিহীন। সুস্থির মানে স্থির বা শান্ত।

উগ্র - নম্র, সৌম্য

উগ্র - প্রচণ্ড, হিংস্র বা কঠোর। নম্র - ভদ্র, শান্ত বা বিনয়ী। সৌম্য - শান্ত, স্নিগ্ধ বা সুন্দর।

উগ্রতা - নম্রতা, অনুগ্রতা

উগ্রপন্থি - নরমপন্থি

উগ্রপন্থি মানে চরমপন্থী বা কঠোর মনোভাবাপন্ন। নরমপন্থি মানে সহনশীল বা নমনীয় মনোভাবাপন্ন।

Educationblog24.com

উন্মীলন - নিমীলন

উন্মীলন মানে হলো চোখ খোলা বা কোনো কিছু উন্মোচন করা। নিমীলন মানে হলো চোখ বন্ধ করা বা কোনো কিছু ঢেকে দেওয়া।

উন্মীলিত - নিমীলিত

উন্মীলিত- খোলা হয়েছে এমন, যেমন চোখ খোলা। নিমীলিত- বন্ধ করা হয়েছে এমন, যেমন চোখ বন্ধ করা।

উত্তমর্ণ - অধমর্ণ

উত্তমর্ণ মানে হলো যে ঋণ দেয় বা উত্তমরূপে ঋণ প্রদানকারী। অধমর্ণ মানে হলো যে ঋণ নেয় বা অধমরূপে ঋণ গ্রহণকারী।

উজান - ভাটি

উজান মানে হলো স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া। ভাটি মানে হলো স্রোতের দিকে যাওয়া।

উচাটন - প্রশান্ত

উচাটন মানে হলো অস্থির বা চঞ্চল মন। প্রশান্ত মানে হলো শান্ত বা স্থির মন।

উচ্চকিত - নিরুদ্‌বিগ্ন, প্রশান্ত

উচ্চকিত মানে হলো ভীত বা উদ্‌বিগ্ন, অর্থাৎ যে চমকে উঠেছে। নিরুদ্‌বিগ্ন মানে হলো উদ্‌বিগ্ন নয় এমন বা শান্ত। প্রশান্ত মানে হলো শান্ত।

উপচয় - অপচয়

উপচয় মানে হলো বৃদ্ধি বা সঞ্চয়। অপচয় মানে হলো ক্ষয় বা অপব্যবহার।

উদ্ধত - বিনীত

উদ্ধত - অভদ্র বা অহংকারী। বিনীত - ভদ্র বা নম্র।

উত্তরীয় - অন্তরীয়

উত্তরীয় - উপরের দিকের পোশাক, যেমন চাদর বা ওড়না। অন্তরীয় - ভিতরের দিকের পোশাক, যেমন অন্তর্বাস।

উদার - সংকীর্ণ, অনুদার

উদার - বড় মনের বা উদার। সংকীর্ণ - ছোট মনের বা সংকীর্ণ। অনুদার - উদার নয়।

উদারচিত্ত, উদারচেতা - সংকীর্ণমনা, অনুদার

উদারচিত্ত বা উদারচেতা - বড় মনের বা উদার মনের মানুষ। সংকীর্ণমনা বা অনুদার - ছোট মনের বা অনুদার মানুষ।

উদারতা - অনুদারতা, সংকীর্ণতা

উদাত্ত - অনুদাত্ত

উদাত্ত মানে উচ্চ স্বরে বা জোরালোভাবে উচ্চারিত। অনুদাত্ত মানে নিম্ন স্বরে বা ধীরভাবে উচ্চারিত।

উত্তম - অধম

উদ্ধার - হরণ

উদ্ধার- কোনো কিছুকে বিপদ থেকে বাঁচানো বা ফিরিয়ে আনা। হরণ- কোনো কিছুকে কেড়ে নেওয়া বা চুরি করা।

উচ্চশির - নতশির

উচ্চশির - যার মাথা উঁচু, অর্থাৎ যে অহংকারী বা গর্বিত। নতশির - যার মাথা নত, অর্থাৎ যে বিনয়ী বা নম্র।

উপকার - অপকার

উপকারী - অপকারী

উপকৃত - অপকৃত

উপকৃত - যার উপকার করা হয়েছে। অপকৃত - যার অপকার করা হয়েছে।

উপচিকীর্ষা - অপচিকীর্ষা

উপচিকীর্ষা - পরোপকারের ইচ্ছা, পরহিতৈষণা। অপচিকীর্ষা - অপকার করার ইচ্ছা।

উপচিকীর্ষু - অপচিকীর্ষু

উপচিকীর্ষু - উপকার করতে ইচ্ছুক। অপচিকীর্ষু - অপকার করতে ইচ্ছুক।

উদ্যত - বিরত

উদ্যত - প্রস্তুত বা কোনো কাজ করার জন্য তৈরি। বিরত - কোনো কাজ করা থেকে সরে আসা বা দূরে থাকা।

উদ্যতি - বিরতি

উদ্যতি - কোনো কাজ শুরু করার প্রস্তুতি। বিরতি - কোনো কাজ থেকে সাময়িক বিশ্রাম বা থেমে যাওয়া।

উদ্যম - নৈরাশ্য, নিরুদ্যম

উদ্যম মানে কর্মপ্রচেষ্টা বা কাজ করার ইচ্ছা। নৈরাশ্য মানে আশাহীনতা বা উৎসাহের অভাব। নিরুদ্যম মানে উদ্যমহীন বা কাজ করার ইচ্ছা নেই এমন অবস্থা।

উন্নীত - অবনমিত

উন্নীত- উপরে তোলা হয়েছে বা পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে এমন। অবনমিত- নিচে নামানো হয়েছে বা পদাবনতি দেওয়া হয়েছে এমন।

উৎপত্তি - বিনাশ

উৎপন্ন - অজাত

উৎপন্ন - যা জন্ম হয়েছে বা তৈরি হয়েছে। অজাত - যা জন্ম হয়নি বা তৈরি হয়নি।

উৎপাদক - বিনাশক

উৎপাদক মানে যে কিছু তৈরি করে বা উৎপাদন করে। বিনাশক মানে যে কিছু ধ্বংস করে বা বিনাশ করে।

উৎকর্ষ - অপকর্ষ

উৎকর্ষ - উন্নতি বা ভালো অবস্থা। অপকর্ষ - অবনতি বা খারাপ অবস্থা।

উৎকৃষ্ট - নিকৃষ্ট/অপকৃষ্ট

উত্তাপ - শৈত্য

উত্তাপন - হিমায়ন

উত্তাপন মানে হলো গরম করা বা তাপ প্রয়োগ করা। হিমায়ন মানে হলো ঠান্ডা করা বা বরফে পরিণত করা।

উত্তাপিত - হিমায়িত

উজ্জ্বল - অনুজ্জ্বল, ম্লান

উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য - অনুজ্জ্বলতা, ম্লানতা, ম্লানত্ব

Educationblog24.com

উ - ঔ

উর্ধ্ব - অধঃ/নিম্ন

উর্ধ্বে - নিম্নে

উর্ধ্বগ, উর্ধ্বগামী - নিম্নগ, নিম্নগামী, অধোগামী

উর্ধ্বতন - অধস্তন

উর্ধ্বতন - পদমর্যাদায় উচ্চ। অধস্তন - পদমর্যাদায় নিচু।

উর্ধ্বলোক - মর্তলোক

উর্ধ্বলোক মানে স্বর্গলোক, অর্থাৎ মানুষের জগতের উপরের কল্পিত জগৎ। মর্তলোক মানে পৃথিবী বা মানুষের বাসস্থান, যা মরণশীলদের জগৎ।

উর্ধ্বগতি - অধোগতি/নিম্নগতি

উহ্য - স্পষ্ট

উষর - উর্বর

উষর মানে যে জমি অনুর্বর বা যেখানে ফসল ভালো হয় না। উর্বর মানে যে জমি ফসল উৎপাদনে সক্ষম।

উষা - সন্ধ্যা

উষা - প্রাতঃকাল, ভোরবেলা

ঋজু - বক্র/বঙ্কিম

ঋজু - সরল, সোজা। বঙ্কিম - ঈষৎ বক্র, বাঁকা।

ঋজুতা, ঋজুত্ব - বক্রতা, বক্রিমা

ঋজুস্বভাব - কপট

ঋজুস্বভাব মানে সরল বা সোজা মনের মানুষ। কপট মানে ছলনাময়ী বা যার মনে খারাপ উদ্দেশ্য আছে।

ঋণগ্রস্ত, ঋণী - ঋণমুক্ত, অঋণী

ঋণদ - ঋণিক

ঋণদ মানে যে ঋণ দেয়। ঋণিক মানে যে ঋণ নেয়।

ঋদ্ধ - রিক্ত

ঋদ্ধ মানে সম্পদশালী বা সমৃদ্ধ। রিক্ত মানে খালি বা সম্পদহীন।

ঋদ্ধি - রিক্ততা

ঋষি - সংসারী

ঋষি হলেন একজন তপস্বী বা সাধক যিনি সাধারণত সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনা করেন। সংসারী হলেন একজন গৃহস্থ বা যে ব্যক্তি সংসারের মধ্যে জীবনযাপন করেন।

এঁড়ে - বকনা

এঁড়ে মানে ষাঁড় বা বলদ। বকনা মানে গাভী বা স্ত্রী-পশু।

এসপার - ওসপার

এসপার - ভালো। ওসপার - মন্দ।

এককালীন - অংশত

এককালীন মানে একবারে, পুরোটা একসাথে। অংশত মানে আংশিকভাবে বা কিছু কিছু করে। এককালীন এর বিপরীত 'কিস্তিতে'; এটিও উত্তর হয়।

একঘেয়েমি - বৈচিত্র্য

একঘেয়েমি মানে নিরানন্দ বা একই ধরনের কাজ করতে যে ক্লান্তি আসে। বৈচিত্র্য মানে বিভিন্ন ধরনের বা বিভিন্নতা।

একতা - অনৈক্য

একাগ্র - অন্যমনস্ক

এয়ো - বিধবা

এয়ো মানে সধবা নারী বা যার স্বামী জীবিত। বিধবা মানে স্বামীহারা নারী।

ঐকমত্য - মতানৈক্য

ঐহিক - পারত্রিক

ঐহিক - ইহলোক সম্পর্কিত, এই জন্মেই। পারত্রিক - পারলৌকিক, পরলোকসংক্রান্ত।

ঐচ্ছিক - আবশ্যিক/অনৈচ্ছিক

ঐচ্ছিক - যা নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আবশ্যিক - যা বাধ্যতামূলক। অনৈচ্ছিক - যা ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।

ঐশ্বর্য - দারিদ্র্য

ওজস্বী - হীনবীর্য

ওজস্বী মানে হলো বলশালী বা শক্তিশালী। হীনবীর্য মানে হলো দুর্বল বা শক্তিহীন।

ওষ্ঠ - অধর

ওষ্ঠ মানে উপরের ঠোঁট। অধর মানে নিচের ঠোঁট।

ঔদাস্য - আগ্রহ

ঔদাস্য মানে উদাসীনতা বা কোনো কিছুর প্রতি অনীহা। আগ্রহ মানে কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ বা ইচ্ছা।

ঔদাসীন্য - আসক্তি

ঔদাসীন্য মানে উদাসীনতা বা কোনো কিছুর প্রতি অনীহা। আসক্তি মানে কোনো কিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বা গভীর অনুরাগ।

ঔদার্য - কার্পণ্য

ঔদার্য মানে উদারতা বা বদান্যতা। কার্পণ্য মানে কৃপণতা বা অনুদারতা।

ঔচিত্য - অনৌচিত্য

ঔচিত্য মানে হলো যথাযথ বা উচিত কাজ। অনৌচিত্য মানে হলো অযথাযথ বা অনুচিত কাজ।

ঔদ্ধত্য - বিনয়

ঔদ্ধত্য মানে অহংকার বা অবাধ্যতা। বিনয় মানে নম্রতা বা বিনীত ভাব।

ঔৎসুক্য - অনাগ্রহ

ঔৎসুক্য মানে হলো আগ্রহ বা কোনো কিছু জানার জন্য কৌতূহল। অনাগ্রহ মানে হলো আগ্রহহীনতা বা কোনো কিছু জানার প্রতি কৌতূহল না থাকা।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

ক

কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ - কৃতজ্ঞ, অকৃতঘ্ন

কৃতঘ্ন - যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না বা তাহার অপকার করে, নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ। অকৃতঘ্ন - উপকারীর উপকার স্বীকার করে এমন, কৃতজ্ঞ, নিমকহালাল।

কৃতঘ্নতা, অকৃতজ্ঞতা - কৃতজ্ঞতা, অকৃতঘ্নতা

কলুষ - নিষ্কলুষ

কলুষ - পাপ বা কলঙ্ক। নিষ্কলুষ - পাপ বা কলঙ্ক নেই এমন।

কলঙ্ক - সুনাম/অকলঙ্ক

কলঙ্কী, কলঙ্কিত - অকলঙ্কিত, অকলুষ

কঠিন, কঠোর - কোমল

কোমলতা - কাঠিন্য, কঠোরতা

কর্কশ - মোলায়েম, মসৃণ, মধুর

কর্কশ - কঠোর, রুক্ষ বা কর্কশ শব্দ। মোলায়েম, মসৃণ বা মধুর - নরম, মসৃণ বা মিষ্টি শব্দ।

কর্কশতা - মাধুর্য

কৃত্রিম - নৈসর্গিক, স্বাভাবিক

কৃত্রিম মানে হলো মানুষের তৈরি বা স্বাভাবিক নয় এমন। নৈসর্গিক মানে হলো প্রকৃতিতে তৈরি বা প্রাকৃতিক। স্বাভাবিক মানে হলো প্রাকৃতিক বা কোনো কিছু যা নিয়ম অনুসারে বা নিজে নিজেই হয়ে থাকে।

কৃত্রিমতা - স্বাভাবিকতা, নিসর্গ

কড়া, কড়ি - কোমল

কড়া এবং কড়ি দুটো শব্দের অর্থই তীব্র বা কঠোর। তবে কড়ি দিয়ে ধন, অর্থ এবং শামুকজাতীয় সামুদ্রিক জীবের খোল অর্থও বোঝায়।

কড়ে - বুড়ো

কড়ে অর্থ কনিষ্ঠ বা ছোটো। কড়ে আঙুল - হাত বা পায়ের সবচেয়ে ছোট আঙুল। কড়ে রাঁড়ি - বাল্যবিবাহ।

কনিষ্ঠ - জ্যেষ্ঠ

কনিষ্ঠ মানে হলো বয়সে ছোট বা পদমর্যাদায় নিচের। জ্যেষ্ঠ মানে হলো বয়সে বড় বা পদমর্যাদায় উপরের।

কেলেঙ্কারি - সুনাম

কর্মঠ, কর্মণ্য - নিষ্কর্মা, অকর্মণ্য

কর্মনিষ্ঠ - অকর্মিষ্ঠ

কুৎসা - প্রশংসা

কুৎসিত - সুন্দর

কদাচিৎ - অনবরত/সর্বদা

কদাপি - সতত, অবিরত

কদাচিৎ এবং কদাপি অর্থ - কখনো, কোনোকালে।

কুমেরু - সুমেরু

কুমেরু- দক্ষিণ মেরু; পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত। সুমেরু- উত্তর মেরু।

কুটিল - সরল

কুটিল - বাঁকা, অসরল, খল, কপট।

কুটিলতা - অকপটতা, সারল্য, সরলতা

কপট - অকপট, সরল

কপট মানে হলো ছলনাময়ী বা প্রতারক। অকপট মানে হলো ছলনা নেই এমন বা খাঁটি। সরল মানে হলো সোজা-সাপ্টা বা যার মনে কোনো জটিলতা নেই।

কপটতা - সরলতা

ক্রন্দন - হাস্য

কৃশ - স্থূল

কৃশ - রোগা, শীর্ণ, ক্ষীণ, দুর্বল। স্থূল - মোটা।

কৃশাঙ্গ - স্থূলাঙ্গ

কৃশাঙ্গ মানে হলো রোগা বা ক্ষীণ শরীরযুক্ত। স্থূলাঙ্গ মানে হলো মোটা বা স্থূল শরীরযুক্ত।

কৃশাঙ্গী - স্থূলাঙ্গী

কৃষ্ণ - শুভ্র/শ্বেত

কৃষ্ণ - কালো। শুভ্র বা শ্বেত - সাদা।

কৃষ্ণাঙ্গ - শ্বেতাঙ্গ

কৃষ্ণাঙ্গ- কালো চামড়ার মানুষ। শ্বেতাঙ্গ- সাদা চামড়ার মানুষ।

কৃষ্ণকায় - শ্বেতকায়

কৃষ্ণপক্ষ - শুক্লপক্ষ

কৃষ্ণপক্ষ মানে হলো চাঁদের সেই ১৫ দিন, যখন চাঁদ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। শুক্লপক্ষ মানে হলো চাঁদের সেই ১৫ দিন, যখন চাঁদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণ হয়ে যায়।

কৌতূহল - অনীহা, নিস্পৃহতা

কৌতূহল - কোনো কিছু জানার আগ্রহ। অনীহা বা নিস্পৃহতা - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই এমন ভাব।

কৌতূহলী - অনীহ, নিস্পৃহ

কুঞ্চন - প্রসারণ

কুঞ্চন মানে হলো সংকুচিত হওয়া বা গুটিয়ে নেওয়া। প্রসারণ মানে হলো প্রসারিত হওয়া বা বেড়ে যাওয়া।

কুঞ্চিত - মসৃণ

কুঞ্চিত মানে হলো কোঁচকানো বা কুঁচকে যাওয়া। মসৃণ মানে হলো মসৃণ বা সমতল।

কদাকার - সুন্দর

কদাকার মানে খারাপ আকৃতির বা দেখতে কুৎসিত। সুন্দর মানে ভালো আকৃতির বা দেখতে মনোরম।

কদাচার - সদাচার

কদাচার মানে খারাপ ব্যবহার বা অসদাচরণ। সদাচার মানে ভালো ব্যবহার বা সদ্ব্যবহার।

কদাচারী - সদাচারী

Educationblog24.com

কচি - ঝুনা

কচি - অপরিণত বা কম বয়সী। ঝুনা - পরিণত বা পাকা।

কেন্দ্রাভিগ - কেন্দ্রাতিগ

কেন্দ্রাভিগ মানে কেন্দ্রের দিকে ধাবমান, অর্থাৎ যা কেন্দ্রের দিকে আসে। কেন্দ্রাতিগ মানে কেন্দ্র থেকে দূরে ধাবমান, অর্থাৎ যা কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যায়।

ক্রোধ - প্রীতি

ক্রোধোদ্দীপক - প্রীতিপদ

ক্রোধোদ্দীপক মানে যা ক্রোধ বা রাগ সৃষ্টি করে। প্রীতিপদ মানে যা প্রীতি বা আনন্দ সৃষ্টি করে।

ক্রোধান্ধ - ক্ষমাশীল

ক্রোধান্ধ - রাগের কারণে অন্ধ বা যে রাগের বশে কোনো কিছু বিচার করতে পারে না। ক্ষমাশীল - যে সহজে ক্ষমা করে।

ক্ষিপ্ত - শান্ত

ক্ষিপ্র - মন্থর

ক্ষিপ্রতা - মন্থরতা, মন্দত্ব

ক্ষিপ্রগামিতা - মন্দগামিতা

ক্ষিপ্রহস্ত - দীর্ঘসূত্রী

ক্ষিপ্রহস্ত মানে দ্রুত কাজ করতে পারে এমন। দীর্ঘসূত্রী মানে যে কাজ করতে দেরি করে বা অলস।

ক্ষুণ্ন - প্রসন্ন/অক্ষুণ্ন

ক্ষুণ্ন - দুঃখিত বা মন খারাপ। প্রসন্ন - খুশি বা আনন্দিত। অক্ষুণ্ন - অবিকৃত বা যা ক্ষুণ্ন হয়নি।

ক্ষুণ্নমনা - প্রসন্নচিত্ত

ক্ষুণ্নমনা মানে হলো দুঃখিত বা মন খারাপ। প্রসন্নচিত্ত মানে হলো আনন্দিত বা খুশি মন।

ক্ষীণ - পীন, পুষ্ট

ক্ষীণ মানে পাতলা বা রোগা। পীন মানে মোটা বা স্থূল। পুষ্ট মানে সুস্থ এবং শক্তিশালী।

ক্ষীণকায় - স্থূলকায়

ক্ষীণজীবী - দীর্ঘজীবী

ক্ষয়ী - অক্ষয়

ক্ষয়ী- যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা ধ্বংসশীল। অক্ষয়- যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বা চিরন্তন।

ক্ষয়িত - বর্ধিত

ক্ষয়িষ্ণু - বর্ধিষ্ণু

ক্ষীয়মাণ - বর্ধমান

ক্ষুদ্রতা - বৃহত্ত্ব

ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষুদ্রাশয় - মহামতি, মহাশয়

ক্ষুদ্রচেতা বা ক্ষুদ্রাশয় মানে ছোট মনের বা সংকীর্ণমনা। মহামতি বা মহাশয় মানে মহৎ মনের বা উদার।

ক্ষতি - ফায়দা, বৃদ্ধি, লাভ

ক্ষতিপূরণ - ক্ষতিসাধন

ক্ষতিকারক - লাভজনক

খ

খাত - সমতল, অখাত

খাত মানে গভীর গর্ত বা খাদ। সমতল মানে সমান বা সমতল ভূমি। অখাত মানে গর্ত নয় এমন বা সমান।

খাতক - মহাজন

খাতক মানে যে ঋণ নেয়। মহাজন মানে যে ঋণ দেয়।

খাতকি - মহাজনি

খাতকি হলো খাতকের কাজ, অর্থাৎ ঋণ নেওয়া। মহাজনি হলো মহাজনের কাজ, অর্থাৎ ঋণ দেওয়া।

খল - অকপট, সরল

খল মানে ছলনাময়ী বা শঠ। অকপট মানে যার মনে কোনো ছলনা নেই বা খাঁটি অর্থাৎ সরল।

খলতা - সারল্য, অকপটতা

খাদ্য - অখাদ্য

খাদক - উৎপাদক

খাদক মানে যে কিছু খায় বা ভক্ষণ করে। উৎপাদক মানে যে কিছু তৈরি করে বা উৎপাদন করে।

খিড়কি - সিংহদ্বার

খিড়কি মানে বাড়ির বা দুর্গের পেছনের ছোট দরজা। সিংহদ্বার মানে বাড়ির বা দুর্গের প্রধান বা মূল দরজা।

খেদ - অখেদ/হর্ষ

খেদ মানে দুঃখ বা অনুতাপ। অখেদ মানে দুঃখ নেই এমন। হর্ষ মানে আনন্দ বা সুখ।

খাঁটি - ভেজাল

খাটুনি - আলসেমি

খরা - বাদল

খরা - রৌদ্র, গ্রীষ্ম, অনেক দিন ধরে একটানা অনাবৃষ্টি। বাদল - বর্ষা, মেঘবৃষ্টি।

খরতা - কোমলতা

খরতা- কঠোর বা রুক্ষ ভাব। কোমলতা- নরম বা মসৃণ ভাব।

খরিদ - বিক্রি

খরিদদার - বিক্রেতা

গ

গরিমা - লঘিমা

গরিমা মানে গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য। লঘিমা মানে তুচ্ছতা বা গুরুত্বহীনতা।

গরীয়ান - লঘীয়ান

গরীয়ান মানে হলো গুরুত্বপূর্ণ বা মহিমান্বিত। লঘীয়ান মানে হলো তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন।

গরিষ্ঠ - লঘিষ্ঠ

গরিষ্ঠ মানে হলো সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে বেশি। লঘিষ্ঠ মানে হলো সবচেয়ে ছোট বা সবচেয়ে কম।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

গাত্রদাহ - অহিংসা

গাত্রদাহ মানে হিংসা বা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ। অহিংসা মানে হিংসা না করা বা কারো প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ না রাখা।

গুরু - লঘু

গুরু মানে ভারী বা গুরুত্বপূর্ণ। লঘু মানে হালকা বা তুচ্ছ।

গম্ভীর - চপল

গম্ভীর- শান্ত, ধীরস্থির বা গুরুগম্ভীর। চপল- চঞ্চল, অস্থির বা হালকা।

গাম্ভীর্য - চাপল্য

গাম্ভীর্য মানে গম্ভীরভাব বা ধীরস্থিরতা। চাপল্য মানে চঞ্চলতা বা অস্থিরতা।

গরল - অমৃত

অমৃত- যা পান করলে মৃত্যু হয় না, সুধা; গরল- বিষ, সাপের বিষ।

গ্রহণ - বর্জন

গ্রহণীয় - বর্জনীয়

গৃহীত - বর্জিত

গৃহীত মানে যা গ্রহণ করা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে। বর্জিত মানে যা বর্জন করা হয়েছে বা বাতিল করা হয়েছে।

গৃহী, গৃহস্থ - সন্ন্যাসী

গার্হস্থ্য - সন্ন্যাস

গার্হস্থ্য মানে সংসারী জীবন। সন্ন্যাস মানে সংসার ত্যাগ করা।

গৃহবিবাদ - গৃহশান্তি

গৃহবিবাদ মানে পরিবারের মধ্যে ঝগড়া বা অশান্তি। গৃহশান্তি মানে পরিবারের মধ্যে শান্তি বা সুখ।

গৃহবাসী - বনবাসী

গৃহবাসী মানে যে ঘরে থাকে বা সংসারী। বনবাসী মানে যে বনে থাকে বা সংসার ত্যাগ করেছে।

গ্রাম - নগর

গেঁয়ো/ গ্রাম্য - শহুরে/ নাগরিক

গ্রামীণ - শহরস্থ, নাগরিক

গ্রামজ - নাগরিক

গ্রামজ মানে গ্রামে উৎপাদিত বা জাত; গ্রামে জন্ম হয়েছে এমন। নাগরিক মানে নগরে বা শহরে উৎপাদিত বা জাত; বা শহরে বসবাসকারী।

গ্রাহ্য - অগ্রাহ্য

গ্রাহ্য মানে গ্রহণযোগ্য বা যা গ্রহণ করা যায়। অগ্রাহ্য মানে অগ্রহণযোগ্য বা যা গ্রহণ করা যায় না।

গোরা - কালা বা কালো

গোরা মানে ফর্সা বা সাদা বা শ্বেতবর্ণের। কালা বা কালো মানে কালো বা কৃষ্ণবর্ণের।

গৌরাঙ্গ - কৃষ্ণাঙ্গ

গৌরাঙ্গ- গৌরবর্ণ বা ফর্সা দেহ। কৃষ্ণাঙ্গ- কৃষ্ণবর্ণ বা কালো দেহ।

গৌরী - কৃষ্ণা

গৌরী মানে গৌরবর্ণের নারী বা ফর্সা নারী। কৃষ্ণা মানে কৃষ্ণবর্ণের নারী বা কালো নারী।

গৌরব - লজ্জা, গ্লানি

গৌরবান্বিত - গৌরবচ্যুত, লজ্জিত

গঞ্জন - প্রশস্তি

গঞ্জন মানে তিরস্কার বা নিন্দা করা। প্রশস্তি মানে প্রশংসা বা গুণগান করা।

গঞ্জনা - প্রশংসা

গঞ্জনা - নিন্দা বা তিরস্কার। প্রশংসা - গুণকীর্তন।

গঞ্জিত - প্রশংসিত

গ্রহীতা - দাতা

গুপ্ত - ব্যক্ত/প্রকাশিত

গুপ্ত - গোপন বা লুকানো। ব্যক্ত - প্রকাশ করা হয়েছে এমন।

গলগ্রহ - প্রতিপাল্য

গলগ্রহ শব্দের মধ্যে বোঝা বা ভারের নেতিবাচক ধারণাটি জড়িত। প্রতিপাল্য শব্দের মধ্যে দায়িত্ব ও যত্নের ইতিবাচক ধারণাটি জড়িত। এই কারণেই, একটি সম্পর্ক যেখানে একজন ব্যক্তি কেবল বোঝা হিসেবে থাকে (গলগ্রহ), তার বিপরীত হলো এমন একটি সম্পর্ক যেখানে যত্ন ও দায়িত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে লালনপালন করা হয় (প্রতিপাল্য)।

ঘ

ঘৃণা - শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান

ঘৃণার্হ - শ্রদ্ধেয়, সমাদরণীয়, শ্রদ্ধাস্পদ

ঘৃণার্হ মানে ঘৃণার যোগ্য, অর্থাৎ যাকে ঘৃণা করা উচিত। শ্রদ্ধেয়, সমাদরণীয়, এবং শ্রদ্ধাস্পদ মানে শ্রদ্ধার যোগ্য, অর্থাৎ যাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করা উচিত।

ঘৃণ্য - বরেণ্য

ঘৃণিত - সমাদৃত

ঘরোয়া - আনুষ্ঠানিক

ঘরোয়া- অনানুষ্ঠানিক বা নিজের বাড়ির মতো পরিবেশ। আনুষ্ঠানিক- নিয়ম মেনে বা আনুষ্ঠানিক।

ঘরকুনো, ঘরঘেঁষা - সামাজিক

ঘরকুনো বা ঘরঘেঁষা - যে ঘরের বাইরে যেতে পছন্দ করে না বা অসামাজিক। সামাজিক - যে সবার সাথে মিশতে পছন্দ করে বা সমাজের সঙ্গে জড়িত।

ঘাত - প্রতিঘাত

ঘাত মানে আঘাত করা। প্রতিঘাত মানে আঘাতের পালটা আঘাত বা আঘাতের প্রতিরোধ।

ঘাতক - রক্ষক, পালক

ঘাতক মানে যে হত্যা করে বা বিনাশ করে। রক্ষক মানে যে রক্ষা করে বা বাঁচায়। পালক মানে যে প্রতিপালন করে বা লালনপালন করে।

ঘাত্য - রক্ষণীয়

ঘাত্য মানে যাকে হত্যা করা উচিত বা যাকে হত্যা করতে হবে। রক্ষণীয় মানে যাকে রক্ষা করা উচিত বা যাকে রক্ষা করতে হবে।

Educationblog24.com

চ

চড়া - মৃদু

চড়া মানে তীব্র, কড়া বা উচ্চ। মৃদু মানে নরম, হালকা বা মৃদু।

চড়াই - উতরাই



চওড়াই - লম্বাই

চওড়াই মানে প্রস্থ। লম্বাই মানে দৈর্ঘ্য।

চিরন্তন - ক্ষণকালীন

চিরকাল - ক্ষণকাল/সাময়িক

চিরায়ত - সাময়িক

চিরায়ত - যা চিরকাল ধরে চলে আসছে বা স্থায়ী। সাময়িক - যা অল্প সময়ের জন্য বা অস্থায়ী।

চিরসুহৃদ/ চিরসুহৃৎ - চিরবৈর

চিরসুহৃদ বা চিরসুহৃৎ মানে চিরদিনের বন্ধু। চিরবৈর মানে চিরদিনের শত্রু।

চোখা - ভোঁতা

চোখা মানে ধারালো। ভোঁতা মানে ধার নেই এমন।

চোপা - মিতভাষিতা, প্রশংসা

চোপা মানে মুখের ওপর জবাব, বাচালতা, নিন্দা। মিতভাষিতা মানে কম কথা বলা। প্রশংসা মানে গুণগান করা বা ভালো বলা।

চপল - গম্ভীর/ রাশভারী

চপল মানে চঞ্চল বা অস্থির। গম্ভীর মানে শান্ত বা ধীরস্থির। রাশভারী মানেও হলো ধীরস্থির বা শান্ত।

চক্ষুষ্মান - অন্ধ

চক্ষুষ্মান মানে যার চোখ আছে বা যে দেখতে পায়। অন্ধ মানে যে দেখতে পায় না।

চাক্ষুষ - অগোচর

চাক্ষুষ মানে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চোখ দিয়ে দেখা যায় এমন। অগোচর মানে অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ চোখ দিয়ে দেখা যায় না এমন।

চিন্তক - চিন্তাবিমুখ

চিন্তনীয়/ চিন্ত্য - অচিন্তনীয়/ অচিন্ত্য

চিন্তিত - নিশ্চিন্ত

চিন্তান্বিত - নিশ্চিন্ত

চিন্তান্বিত মানে চিন্তাগ্রস্ত বা উদ্‌বিগ্ন। নিশ্চিন্ত মানে কোনো চিন্তা নেই এমন বা শান্ত।

চ্যুত - অচ্যুত/লাগা

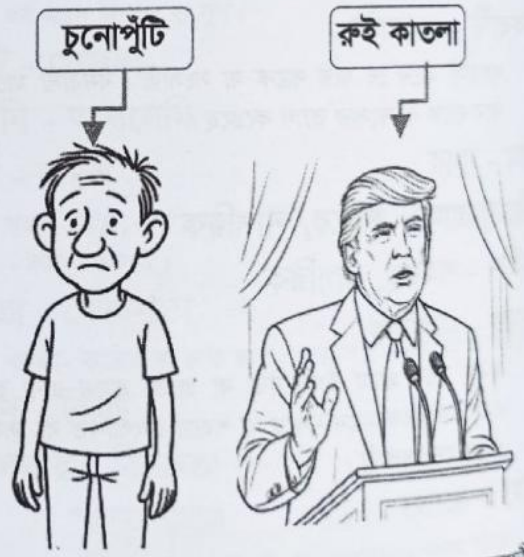
চ্যুত মানে খসে পড়া বা বিচ্যুত হওয়া। অচ্যুত মানে যাকে সরানো যায় না বা যা স্থির। লাগা মানে লেগে থাকা।

চ্যুতি - উত্থান

চ্যুতি মানে পতন বা অধঃপতন। উত্থান মানে ওপরে ওঠা বা উন্নতি।

চুনোপুঁটি - রুই কাতলা





চুনোপুঁটি - সামান্য লোক। রুই-কাতলা - পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

চয়/সঞ্চয় - অপচয়

চয়ন - বণ্টন

চয়ন মানে জমা করা বা সংগ্রহ করা। বণ্টন মানে বিতরণ করা বা ভাগ করে দেওয়া।

চূর্ণ - অখণ্ড

চূর্ণন - অখণ্ডতা

চূর্ণিত - অখণ্ডিত

Educationblog24.com

চতুর - বোকা, সরল

চাতুর্য, চতুরতা - বোকামি, সরলতা

চতুরালি - আহাম্মকি

চতুরালি মানে চালাকি বা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা। আহাম্মকি মানে বোকা বা নির্বোধের মতো কাজ করা।

চৌকস - হাবা/হাঁদা

চৌকস- বুদ্ধিমান বা খুব চালাক। হাবা বা হাঁদা- বোকা বা নির্বোধ।

চঞ্চল - স্থির, শান্ত

চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য - গাম্ভীর্য, স্থিরতা

চমৎকার - কুৎসিত / খারাপ

চমৎকৃত - অবিস্মিত

চমৎকৃত - অবাক বা বিস্মিত। অবিস্মিত - অবাক নয় বা বিস্মিত নয় এমন।

ছ

ছদ্ম - সত্য, আসল

ছদ্ম - লুকানো অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করা। সত্য - বাস্তব বা মিথ্যা নয় এমন। আসল - প্রকৃত বা নকল নয়।

ছেলেমি - জ্যাঠামি, বুড়োমি, পাকামি

ছেলেমি - শিশুর মতো আচরণ। জ্যাঠামি, বুড়োমি বা পাকামি - বয়স্ক বা জ্ঞানী মানুষের মতো আচরণ।

ছায়া - রৌদ্র, আলো

ছায়া মানে আলোর অভাব বা অন্ধকার। রৌদ্র মানে সূর্যের আলো। আলো মানে উজ্জ্বলতা।

ছায়াচ্ছন্ন - রৌদ্রোজ্জ্বল

ছায়াচ্ছন্ন মানে ছায়ায় ঢাকা বা অন্ধকার। রৌদ্রোজ্জ্বল মানে রোদে উজ্জ্বল বা আলোতে ভরা।

জ

জল - স্থল

জলচর - স্থলচর

জলগ্রহণ - অনাহার

জলগ্রহণ- আহার বা খাবার গ্রহণ। অনাহার- কিছু না খেয়ে থাকা।

জলযান - স্থলযান

জলাভূমি - মরুভূমি

জলাভূমি মানে যে জমি জলে পরিপূর্ণ। মরুভূমি মানে যে জমি জলহীন বা শুকনো।

জীব - জড়

জড়তা, জড়ত্ব - চেতনা, চৈতন্য

জড়িমা - চেতনা

জড়িমা মানে জড়তা বা নিষ্প্রাণতা বা অলসতা। চেতনা মানে সচেতনতা বা সজীবতা।

জড়বুদ্ধি - বিচক্ষণ

জড়বুদ্ধি মানে নির্বোধ বা যার বুদ্ধি কম। বিচক্ষণ মানে বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণতা সম্পন্ন।

জঙ্গম - স্থাবর

জঙ্গম - গতিশীল; অস্থাবর। স্থাবর - গতিহীন, চলতে পারে না এমন।

জ্যোৎস্না - অমাবস্যা

জ্যোৎস্না মানে চাঁদের আলো। অমাবস্যা মানে যখন চাঁদকে দেখা যায় না। অমাবস্যায় ঘোর অন্ধকার থাকে।

জ্ঞেয় - অজ্ঞেয়

জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয় মানে যা জানা যায় বা জানার যোগ্য। অজ্ঞেয় বা জ্ঞানাতীত মানে যা জানা যায় না বা জ্ঞানের বাইরে।

জ্ঞান - অজ্ঞান

জ্ঞাত - অজ্ঞাত

জ্ঞাতসারে - অজ্ঞাতসারে

জ্ঞাতসারে মানে জেনে-শুনে বা জেনে। অজ্ঞাতসারে মানে না জেনে বা অজ্ঞতাবশত বা চুপিসারে।

জ্ঞাতমূল - অজ্ঞাতমূল

জ্ঞাতমূল মানে যার মূল বা উৎস জানা আছে। অজ্ঞাতমূল মানে যার মূল বা উৎস জানা নেই।

জনবসতি, জনপদ - অরণ্য

জনবহুল, জনাকীর্ণ - জনবিরল, নির্জন, জনশূন্য

জনাকীর্ণ - লোকে পরিপূর্ণ, জনবহুল।

জরা - যৌবন

জরা মানে বার্ধক্য বা বুড়ো অবস্থা। যৌবন মানে যৌবনকাল বা তরুণ অবস্থা।

জ্যেষ্ঠ - কনিষ্ঠ

জ্যেষ্ঠ মানে বয়সে বড় বা পদমর্যাদায় উপরের। কনিষ্ঠ মানে বয়সে ছোট বা পদমর্যাদায় নিচের।

জোয়ার - ভাটা

জোয়ার মানে সমুদ্রের জল ফুলে ওঠা বা বৃদ্ধি পাওয়া। ভাটা মানে সমুদ্রের জল নেমে যাওয়া বা কমে যাওয়া।

জ্বলন - নির্বাপণ

জ্বলন্ত - নিভন্ত, নিভুনিভু

জ্যোতি - অন্ধকার, অনুজ্জ্বলতা

জালিয়াত - সজ্জন

জালিয়াত মানে প্রতারক বা যে জালিয়াতি করে। সজ্জন মানে সৎ ব্যক্তি বা ভালো মানুষ।

জালিয়াতি - সততা, বিশ্বস্ততা

জালিয়াতি মানে প্রতারণা বা মিথ্যাচার। সততা মানে সৎ থাকা বা সত্যনিষ্ঠা। বিশ্বস্ততা মানে বিশ্বাসযোগ্যতা বা বিশ্বাসী হওয়া।

জাগতিক - অপার্থিব

জাগতিক মানে যা পৃথিবী বা এই জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। অপার্থিব মানে যা এই জগতের বাইরের বা পার্থিব নয়।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

জাগরণ - নিদ্রা, সুপ্তি

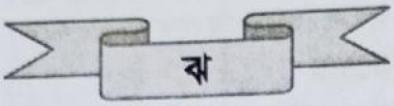
জাগ্রত - নিদ্রিত, সুপ্ত, ঘুমন্ত

জাগরী - নিদ্রালু

জাগরী মানে জাগা বা জাগ্রত। নিদ্রালু মানে ঘুমানো বা ঘুমন্ত।

জেয় - অজেয়

জেয় মানে যাকে জেতা যায় বা জয় করা সম্ভব। অজেয় মানে যাকে জেতা যায় না বা যাকে হারানো অসম্ভব।



ঝুনা, ঝুনো - কাঁচা/কচি

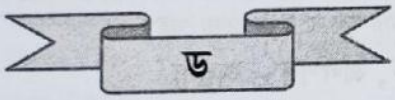
ঝুনা বা ঝুনো মানে পুরো পাকা বা পরিপক্ব। কাঁচা বা কচি মানে অপরিপক্ব বা নতুন।

ঝানু - অপটু/আনাড়ি/অনভিজ্ঞ

ঝানু মানে দক্ষ বা অভিজ্ঞ। অপটু, আনাড়ি বা অনভিজ্ঞ মানে অদক্ষ।

ঝটিতি - বিলম্ব

ঝটিতি মানে তাড়াতাড়ি বা দ্রুত। বিলম্ব মানে দেরি বা ধীরে।



ডানপন্থি - বামপন্থি

ডানপন্থি মানে রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যবাদী রাজনৈতিক দর্শন। বামপন্থি মানে প্রগতিশীল বা পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক দর্শন।

ডানপিটে - শান্ত

ডানপিটে মানে দুরন্ত, চঞ্চল বা বখাটে। শান্ত মানে ধীরস্থির বা শান্তশিষ্ট।

ডগমগ - মনমরা

ডগমগ - খুব আনন্দিত বা উল্লসিত। মনমরা - দুঃখিত বা মন খারাপ।

ডগমগে - বিষণ্ন

ডগডগ - মলিনতা

ডগডগ বলতে এখানে উজ্জ্বল বা ঝলমলে অবস্থা বোঝানো হচ্ছে। মলিনতা মানে নোংরামি বা অনুজ্জ্বল।

ডগডগে - নিষ্প্রভ

ডগরা - ক্ষুদ্র

ডগরা মানে বড় বা মোটা। ক্ষুদ্র মানে ছোট বা পাতলা।

ডাগর - ছোট

ডাগর মানে বড় বা বিশাল। ছোট মানে আকারে ছোট।

ডাব - নারিকেল

অপরিপক্ব অবস্থায় ডাব। পরিপক্ব অবস্থায় নারিকেল।

ডাঙা - জল

ডাঙা মানে জল নেই এমন স্থান বা স্থল। জল মানে তরল পদার্থ যা ডাঙার বিপরীত।

ডামাডোল - নীরবতা, শৃঙ্খলা

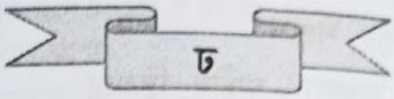
ডামাডোল মানে গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা। নীরবতা মানে শব্দহীনতা।

ডর - সাহস

ডাকাবুকো - ভীতু, দুর্বল

ডাকাবুকো মানে সাহসী বা নির্ভীক। ভীতু মানে ভয় পায় এমন।

ডুবন্ত - ভাসন্ত



ঢাকা - খোলা

ঢালু - সমতল/সমান

ঢ্যাঙা - খাটো/বেঁটে

ঢ্যাঙা মানে লম্বা বা দীর্ঘ। খাটো বা বেঁটে মানে বেশি লম্বা নয় এমন বা হ্রস্ব।

ঢের - অল্প, সামান্য

ঢেরি - অভাব, অল্পতা

ঢেরি শব্দের অর্থ প্রচুর বা অনেক বেশি। অভাব মানে কোনো কিছুর স্বল্পতা। অল্পতা মানে কম পরিমাণ।

ঢলঢলে, ঢিলেঢালা - আঁটোসাঁটো, টানটান

ঢোলা, ঢিলে - আঁটোসাঁটো

ঢিমেতেতালা - উদ্যম

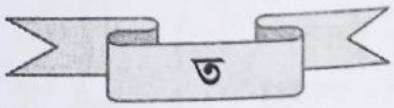
ঢিমেতেতালা মানে হলো উদ্যমহীনতা বা খুব ধীরগতি। উদ্যম মানে হলো কর্মপ্রচেষ্টা বা কাজ করার ইচ্ছা।

টেকসই - ঠুনকো

টেকসই মানে যা দীর্ঘদিন টিকে থাকে বা মজবুত। ঠুনকো মানে যা সহজেই ভেঙে যায় বা ভঙ্গুর।

ঠোঁটকাটা - মিষ্টভাষী

ঠোঁটকাটা মানে স্পষ্টভাষী, যে কোনো কিছু সরাসরি বলে দেয় এবং কঠোর বাক্য ব্যবহার করে। মিষ্টভাষী মানে যে সুন্দর বা মিষ্টি কথা বলে।



তাপ - শৈত্য

তাপপ্রবাহ - শৈত্যপ্রবাহ

তাপন - তাপহরণ

তাপন মানে গরম করা বা তাপ দেওয়া। তাপহরণ মানে তাপ সরিয়ে নেওয়া বা ঠান্ডা করা।

তাপক - তাপহর

তাপক মানে যে তাপ দেয় বা গরম করে। তাপহর মানে যে তাপ দূর করে বা ঠান্ডা করে।

তাপিত - নন্দিত

তাপিত মানে দুঃখিত। নন্দিত বা হর্ষিত মানে আনন্দিত বা খুশি।

Educationblog24.com

তমস, তিমির - আলো, আলোক
তমস এবং তিমির মানে অন্ধকার বা ঘন অন্ধকার।

তমসাচ্ছন্ন, তিমিরাচ্ছন্ন - উজ্জ্বল
তমসাচ্ছন্ন বা তিমিরাচ্ছন্ন - অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অন্ধকারে ঢাকা। উজ্জ্বল বা আলোকোজ্জ্বল - আলোকিত বা আলোয় ভরা।

তামসিক - রাজসিক
তামসিক হলো অলস, অন্ধকার এবং অজ্ঞতা। রাজসিক হলো চঞ্চল, সক্রিয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

ত্যজন - গ্রহণ

ত্যাজ্য - গ্রাহ্য
ত্যাজ্য- যা ত্যাগ করার যোগ্য। গ্রাহ্য- যা গ্রহণ করার যোগ্য।

ত্যজনীয় - গ্রহণীয়

ত্বরা - ধীরতা, বিলম্ব, মন্থরতা

ত্বরান্বিত - বিলম্বিত
ত্বরান্বিত - দ্রুত বা তাড়াতাড়ি। বিলম্বিত - দেরি বা ধীরে।

ত্বরিত - মন্থর
ত্বরিত - দ্রুত বা তাড়াতাড়ি। মন্থর - ধীর বা ধীরে।

তামাশা - প্রশংসা

তৃষ্ণা - বিতৃষ্ণা

তন্ময় - মন্ময়
তন্ময়- বাইরের জগতের কোনো কিছুতে মগ্ন থাকা। মন্ময়- নিজের মন বা মানসিক জগতে মগ্ন বা ডুবে থাকা।

তোয়াজ - তাচ্ছিল্য
তোয়াজ মানে আদর বা তোষামোদ করা। তাচ্ছিল্য মানে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা।

তোলা - নামানো

ত্রাস - সাহস, নির্ভয়তা

ত্রাসিত - নির্ভীক

তদানীং - ইদানীং
তদানীং মানে সেই সময়। ইদানীং মানে এই সময়।

তদীয় - মদীয়
তদীয় - তার, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধীয়। মদীয় - আমার।

তদ্রূপ - যদ্রূপ, এতদ্রূপ
তদ্রূপ - সেরূপ। যদ্রূপ - যেরূপ।

ত্বাদৃশ - ঈদৃশ
ত্বাদৃশ মানে তোমার মতো। ঈদৃশ মানে আমার মতো।

তেজি - মন্দা
তেজি - দাম বা চাহিদা বাড়ছে এমন। মন্দা - দাম বা চাহিদা কমছে এমন।

তেজস্বী - তেজহীন, নিস্তেজ

তেজোদীপ্ত - তেজোহীন
তেজোদীপ্ত মানে তেজ বা দীপ্তিতে ভরা বা উজ্জ্বল। তেজোহীন মানে তেজ বা দীপ্তি নেই এমন বা অনুজ্জ্বল।

তিক্ত - মধুর

তীক্ষ্ণ - স্থূল, ভোঁতা
তীক্ষ্ণ মানে ধারালো বা প্রখর। স্থূল মানে মোটা বা ভোঁতা। ভোঁতা মানে ধার নেই এমন।

তীক্ষ্ণতা - স্থূলতা

তীক্ষ্ণদৃষ্টি - স্থূলদৃষ্টি

তুখোড় - ভোঁতা
তুখোড় মানে খুব দক্ষ বা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। ভোঁতা মানে অদক্ষ বা যার বুদ্ধি কম।

তীব্র - মৃদু, কোমল
তীব্র - প্রখর বা শক্তিশালী। মৃদু বা কোমল - হালকা বা নরম।

তীব্রতা - মৃদুতা, কোমলতা

তিরস্কার - পুরস্কার

তিরস্কৃত - পুরস্কৃত

তস্কর - সাধু
তস্কর মানে চোর বা ডাকাত। সাধু মানে সৎ বা ভালো মানুষ।

তস্করতা - সাধুতা

তুষ্ট - রুষ্ট
তুষ্ট মানে সন্তুষ্ট বা খুশি। রুষ্ট মানে অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত।

তুষ্টিকর - ক্রোধোদ্দীপক
তুষ্টিকর মানে যা সন্তুষ্টি বা আনন্দ দেয়। ক্রোধোদ্দীপক মানে যা রাগ সৃষ্টি করে।

তক্ষুণি - এক্ষুণি

থ

থোড়া - জিয়াদা/বহুত
থোড়া মানে কম বা অল্প পরিমাণ। জিয়াদা বা বহুত মানে বেশি বা অনেক পরিমাণ।

থেঁতো - আস্ত
থেঁতো মানে ভেঙে গুঁড়ো করা হয়েছে এমন। আস্ত মানে পুরোটা বা অখণ্ডিত।

থির - অথির
থির মানে স্থির বা শান্ত। অথির বা অস্থির মানে অশান্ত বা চঞ্চল।

থিতু - অধীর
থিতু মানে ধীরস্থির বা শান্ত। অধীর মানে অশান্ত বা অধৈর্য।

থূর্ত - সৃষ্ট
থূর্ত - নাশ করা হয়েছে এমন, সৃষ্ট - তৈরি করা হয়েছে এমন।

থল - জল
থল মানে স্থল বা ভূমি। জল মানে পানি।

থই - অথই
থই মানে তল পাওয়া। অথই মানে যার তল পাওয়া যায় না বা অত্যন্ত গভীর।

Educationblog24.com

দ

দেউড়ি - খিড়কি

দেউড়ি মানে বাড়ির মূল দরজা বা প্রবেশদ্বার। খিড়কি মানে বাড়ির পেছনের ছোট দরজা বা অপ্রধান প্রবেশপথ।

দেওয়ানি - ফৌজদারি

দেওয়ানি - সম্পত্তি বা আর্থিক বিরোধ সংক্রান্ত বিচার। ফৌজদারি - অপরাধ বা দণ্ডবিধি সংক্রান্ত বিচার।

দ্যুলোক - ভূলোক

দ্যুলোক মানে আকাশ বা স্বর্গলোক। ভূলোক মানে পৃথিবী বা মর্ত্যলোক।

দ্যুচর - ভূচর

দ্যুচর মানে আকাশচারী, যা আকাশে বিচরণ করে। ভূচর মানে স্থলচর বা যা পৃথিবীতে বিচরণ করে।

দুহিতা - পুত্র

দারক - দুহিতা

দারক - পুত্র, বালক; দুহিতা - মেয়ে; কন্যা।

দারা, দয়িতা - স্বামী, দয়িত

দারা বা দয়িতা - স্ত্রী বা প্রিয়তমা স্ত্রী। স্বামী বা দয়িত - স্বামী বা প্রিয় স্বামী।

দুষ্কৃতি - সুকৃতি

দুষ্কৃতি মানে খারাপ কাজ। সুকৃতি মানে ভালো কাজ।

দুর্বিষহ - সুসহ

দুর্বিষহ মানে যা সহ্য করা কঠিন। সুসহ মানে যা সহজে সহ্য করা যায়।

দুর্গম - সুগম

দুর্গম- যেখানে যাওয়া কঠিন। সুগম- যেখানে সহজে যাওয়া যায়।

দুর্যোগ - সুযোগ

দুর্যোগ মানে খারাপ সময় বা বিপদ। সুযোগ মানে ভালো সময় বা অনুকূল পরিস্থিতি।

দুর্লক্ষ্য - লক্ষণীয়

দুর্লক্ষ্য - যা দেখা কঠিন বা সহজে চোখে পড়ে না। লক্ষণীয় - যা দেখা যায় বা সহজে চোখে পড়ে।

দুর্লঙ্ঘ্য - লঙ্ঘনীয়

দুর্লঙ্ঘ্য - যা লঙ্ঘন করা কঠিন বা অতিক্রম করা যায় না। লঙ্ঘনীয় - যা লঙ্ঘন করা যায় বা অতিক্রম করা সম্ভব।

দুর্দমনীয় - দমনীয়

দুর্দমনীয় - যাকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। দমনীয় - যাকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

দুর্বিনীত - ভদ্র/বিনীত

দুর্বিনীত - অভদ্র বা বিনীত নয় এমন। ভদ্র বা বিনীত - যার মধ্যে ভদ্রতা বা বিনয় আছে।

দুর্বিনেয় - দমনীয়

দুর্বিনেয় - যাকে বিনীত করা যায় না; দুর্দমনীয়। দমনীয় - যাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা দমন করা যায়।

দুর্বুদ্ধি - সুবুদ্ধি

দুর্বুদ্ধি - খারাপ বুদ্ধি। সুবুদ্ধি - ভালো বুদ্ধি।

দুর্মতি - সুমতি

দুর্মতি- অসৎ মনোভাব বা কুবুদ্ধি। সুমতি- উত্তম বা সুবুদ্ধি।

দুরাচার - শিষ্টাচার, সদাচার

দুরাচার- খারাপ আচরণ। শিষ্টাচার বা সদাচার- ভালো আচরণ।

দুরাচারী - সদাচারী

দুরাচারী - যে খারাপ আচরণ করে। সদাচারী - যে ভালো আচরণ করে।

দুরবস্থা - সচ্ছলতা

দুরবস্থা - খারাপ অবস্থা বা দুর্দশা। সচ্ছলতা - ভালো অবস্থা বা প্রাচুর্য।

দুরূহ - সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল

দুরূহ - যা বোঝা কঠিন বা জটিল। সহজবোধ্য - যা সহজে বোঝা যায়। প্রাঞ্জল - যা পরিষ্কার বা সরল।

দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ - সহজলভ্য, সুলভ

দুষ্প্রাপ্য বা দুর্লভ - যা সহজে পাওয়া যায় না। সহজলভ্য বা সুলভ - যা সহজে পাওয়া যায়।

দস্যু - ঋষি

দস্যু- যে চুরি করে বা ডাকাতি করে, অর্থাৎ ডাকাত। ঋষি- একজন সাধু বা তপস্বী।

দমন - প্রশ্রয়, সুশাসন

দমিত - প্রশ্রিত, রক্ষিত

দমিত- যাকে দমন করা হয়েছে বা জোর করে আটকানো হয়েছে। প্রশ্রিত বা রক্ষিত- যাকে রক্ষা করা হয়েছে বা আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ - বাম/উত্তর

দক্ষিণায়ন - উত্তরায়ণ

দক্ষিণায়ন - সূর্যের দক্ষিণ দিকে গমন। উত্তরায়ণ - সূর্যের উত্তর দিকে গমন।

দাক্ষিণ্য - অনুদারতা, নিষ্ঠুরতা

দাক্ষিণ্য - উদারতা বা করুণা। অনুদারতা - উদার নয় এমন। নিষ্ঠুরতা - নির্দয় বা নির্মম আচরণ।

দেশপ্রেমী - দেশদ্রোহী

দেশপ্রেম - দেশদ্রোহিতা

দৃঢ় - শিথিল

দৃঢ়তা - শিথিলতা

দ্রুত - মন্থর

দণ্ড - পুরস্কার

দণ্ডিত - পুরস্কৃত

দণ্ডনীয় - মার্জনীয়

Educationblog24.com

Educationblog24.com

দ্বৈত - অদ্বৈত

দ্বৈত - দুটি জিনিসের অস্তিত্ব বা দুটি সত্তার ধারণা। অদ্বৈত - একটি জিনিসের অস্তিত্ব বা একটি সত্তার ধারণা।

দৈব - দুর্দৈব

দৈব- সৌভাগ্য বা ভালো ভাগ্য। দুর্দৈব- দুর্ভাগ্য বা খারাপ ভাগ্য।

দেহী - বিদেহী

দেহী - যার শরীর আছে। বিদেহী - যার শরীর নেই।

দিবা - নিশি

দিবাকর - নিশাকর

দিবাকর - সূর্য, যে দিনে আলো দেয়। নিশাকর - চাঁদ, যে রাতে আলো দেয়।

দেবতুল্য - পশুতুল্য

দেবতুল্য - দেবতার মতো বা খুব ভালো। পশুতুল্য - পশুর মতো বা খারাপ।

দিব্য - পার্থিব, লৌকিক

দিব্য - স্বর্গীয় বা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক। পার্থিব বা লৌকিক - পৃথিবীর বা এই জগতের।

দেব - দৈত্য

দেব - দেবতা। দৈত্য - অসুর বা দানব।

দরদি - নির্দয়

দরাজ - সংকীর্ণ

দরাজ - উদার বা প্রশস্ত। সংকীর্ণ - অনুদার বা অপ্রশস্ত।

দয়ালু - নির্দয়/নিষ্ঠুর

দয়াশীল - দয়াহীন

দুরন্ত - শান্ত

দুরন্তপনা - শান্তভাব

দোষী - নির্দোষ

দুষ্ট - শিষ্ট

দাহ - শান্তি

দাহ - দহন বা জ্বালা। শান্তি - শান্ত অবস্থা বা প্রশান্তি।

দিশা - বিদিশা/দিশাহারা

দিশা - দিক বা উদ্দেশ্য। বিদিশা - ভুল দিক বা লক্ষ্যহীন। দিশাহারা - যার কোনো দিক বা উদ্দেশ্য নেই।

দর্শক - প্রদর্শক

দর্শক - যে দেখে। প্রদর্শক - যে দেখায়।

দর্শন - প্রদর্শন

দর্শন - দেখা। প্রদর্শন - দেখানো।

ধবল - কৃষ্ণ

দুঃশাসন - সুশাসন

দুঃসহ, দুঃসাধ্য - সুসহ, সুসাধ্য

দুঃসহ - যা সহ্য করা কঠিন। সুসহ - যা সহজে সহ্য করা যায়। দুঃসাধ্য - যা সাধন করা কঠিন বা অসম্ভব। সুসাধ্য - যা সহজে সাধন করা যায়।

দেশজ - বিদেশীয়

দেশজ - নিজের দেশে জাত বা উৎপাদিত বা দেশীয়। বিদেশীয় - অন্য দেশে জাত বা উৎপাদিত বা বিদেশের।

দরিদ্র - ধনী

দারিদ্র্য - ঐশ্বর্য

ধ

ধূর্ত - সরল, গবেট, নির্বোধ

ধূর্ত - চালাক বা শঠ। সরল - সোজা বা সহজ মনের। গবেট বা নির্বোধ - বোকা বা বুদ্ধিহীন।

ধূর্ততা - সরলতা, মূর্খতা

ধূর্ততা - চালাকি বা শঠতা। সরলতা - সহজ বা সোজা মনের ভাব। মূর্খতা - বোকামি বা অজ্ঞতা।

ধৃত - মুক্ত

ধৃত - যাকে ধরা হয়েছে। মুক্ত - যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ধন্যবাদ - ধিক্কার, নিন্দা

ধন্যবাদার্হ - নিন্দার্হ

ধন্যবাদার্হ - যে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নিন্দার্হ - যে নিন্দা পাওয়ার যোগ্য।

ধেড়ে - কচি

ধেড়ে - পরিণত বা পূর্ণবয়স্ক। কচি - অপরিণত বা কম বয়সী।

ধৃষ্ট - নম্র, লজ্জিত

ধৃষ্ট - বেহায়া বা নির্লজ্জ। নম্র - ভদ্র বা বিনয়ী। লজ্জিত - যার লজ্জা আছে।

ধৃষ্টতা - ভদ্রতা, সৌজন্য

ধৃষ্টতা - বেয়াদবি বা ঔদ্ধত্য। ভদ্রতা বা সৌজন্য - ভালো ব্যবহার বা নম্রতা।

ধাত্রী - ধাতা

ধাত্রী- মা বা পালনকারী নারী। ধাতা- পিতা বা পালনকারী পুরুষ।

ধারালো - ভোঁতা

ধৈর্য - অধৈর্য

ধীর - অধীর, দ্রুত

ধীরতা - দ্রুততা, ক্ষিপ্রতা

ধীসম্পন্ন - ধীহারা

ধীসম্পন্ন - বুদ্ধি আছে এমন। ধীহারা - বুদ্ধি নেই এমন।

ধনী - গরিব, দরিদ্র

ধনবান - ধনহীন

ধনাগম - ধনক্ষয়

ধনাগম - ধন বা সম্পদ লাভ। ধনক্ষয় - ধন বা সম্পদ নষ্ট।

ধনাত্মক - ঋণাত্মক

ধনাত্মক - ধন বা যোগবাচক। ঋণাত্মক - ঋণ বা বিয়োগবাচক।

Educationblog24.com

ন

নন্দন - নন্দনা, নন্দিনী

নন্দন- পুত্র বা ছেলে। নন্দনা, নন্দিনী- কন্যা বা মেয়ে।

নন্দি - বিষাদ

নন্দি- আনন্দ বা সুখ। বিষাদ- দুঃখ বা বেদনা।

নন্দ্য - নিন্দ্য

নন্দ্য- প্রশংসার যোগ্য। নিন্দ্য- নিন্দার যোগ্য।

নিন্দনীয় - প্রশংসনীয়

নন্দিত - নিন্দিত

নন্দিত - প্রশংসিত। নিন্দিত - নিন্দা করা হয়েছে এমন।

নিন্দা - প্রশংসা

নিন্দার্হ - প্রশংসার্হ

নিন্দার্হ- নিন্দার যোগ্য। প্রশংসার্হ- প্রশংসার যোগ্য।

নিন্দুক - তোষামুদে

নিন্দুক- যে নিন্দা করে। তোষামুদে- যে প্রশংসা করে বা তোষামোদ করে।

নিরবলম্ব - স্বাবলম্ব / অবলম্ব

নিরবলম্ব - যার কোনো অবলম্বন নেই বা যে অন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। স্বাবলম্ব - যার নিজের ওপর নির্ভরতা আছে। অবলম্ব - যার নির্ভরতা আছে।

নিরবলম্বন - স্বাবলম্বন

নিরবলম্বন - কোনো কিছুতে নির্ভর না করা। স্বাবলম্বন - নিজের ওপর নির্ভর করা।

নিরালম্ব - অবলম্বী

নিরালম্ব- যার কোনো অবলম্বন নেই। অবলম্বী- যার অবলম্বন আছে।

নিরত - বিরত

নিরত - কোনো কিছুতে মগ্ন বা রত থাকা। বিরত - কোনো কিছু থেকে সরে আসা বা দূরে থাকা।

নীরস - সরস

নীরস - রস নেই এমন, যা শুকনো বা আনন্দহীন। সরস - রস আছে এমন, যা আনন্দপূর্ণ বা সজীব।

নীরব - সরব

নীরব - কথা বলছে না বা চুপ। সরব - কথা বলছে বা মুখর।

নিরবয়ব - সাবয়ব

নিরবয়ব - যার কোনো অবয়ব বা আকার নেই। সাবয়ব - যার অবয়ব বা আকার আছে।

নিরাকার - সাকার

নিরাকার - আকারহীন, নিরবয়ব। সাকার - আকৃতিবিশিষ্ট; যার আকার আছে এরূপ; মূর্তিবিশিষ্ট।

নিরলস - অলস

নীরোগ - রুগ্ণ

নিরাশ্রয় - সাশ্রয়

নিরাশ্রয় - আশ্রয়শূন্য। সাশ্রয় - আশ্রয়যুক্ত।

নিরবকাশ - সাবকাশ

নিরবকাশ - অবকাশ বা অবসর নেই এমন। সাবকাশ - অবকাশ আছে এমন শুভ অবসর; অবসরযুক্ত।

নিরর্থক - সার্থক

নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত - আসক্ত

নিরাসক্ত বা নির্লিপ্ত- যার কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ বা আসক্তি নেই। আসক্ত- যার কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ বা আসক্তি আছে।

নির্লিপ্তি - আসক্তি

নির্লিপ্তি - অনাসক্তি বা উদাসীনতা। আসক্তি - কোনো কিছুর প্রতি টান বা অনুরাগ।

নিরাপদ - বিপজ্জনক, বিপন্ন

নিরাপত্তা - বিপত্তি, বিপন্নতা

নির্মল - পঙ্কিল

নির্মল- পরিষ্কার বা নোংরা নয় এমন। পঙ্কিল- নোংরা বা কাদামাখা।

নির্জল, নির্জলা - সুজলা

নির্জল বা নির্জলা- যেখানে জল নেই। সুজলা- যেখানে প্রচুর জল আছে।

নির্ঝঞ্ঝাট - ঝঞ্ঝাট

নির্ঝঞ্ঝাট- ঝামেলা নেই এমন বা ঝামেলামুক্ত। ঝঞ্ঝাট- ঝামেলাপূর্ণ।

নির্জীব - সজীব

নির্দয় - দয়ালু

নির্বীর্য - বীর্যবান

নির্বীর্য - দুর্বল বা শক্তিহীন। বীর্যবান - শক্তিশালী বা বলশালী।

নির্লজ্জ - সলজ্জ, লাজুক

নির্লজ্জতা - লজ্জা

নির্জন - জনাকীর্ণ

ন্যূনতা - আধিক্য

নৈসর্গিক - কৃত্রিম

নৈসর্গিক - প্রাকৃতিক। কৃত্রিম - মানুষের তৈরি।

নিত্য - নৈমিত্তিক

নিত্য - চিরন্তন বা সর্বদা। নৈমিত্তিক - বিশেষ উপলক্ষে।

নিত্যতা - অনিত্যতা

নিত্যতা - চিরন্তনতা বা অমরত্ব। অনিত্যতা বা অনিত্যত্ব - ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী।

নিমীলিত - উন্মীলিত

নিমীলিত - বন্ধকরণ। উন্মীলন - চোখ মেলা, উন্মেষ, প্রকাশ।

নেতিবাচক - ইতিবাচক

নেতিবাচক - না-সূচক বা নেগেটিভ। ইতিবাচক - হ্যাঁ-সূচক বা পজিটিভ।

Educationblog24.com

নাস্তিক - আস্তিক
নাস্তিক - ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। আস্তিক - ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

নাস্তিক্য - আস্তিক্য

ন্যূন - অধিক

নিশ্চিন্ত - চিন্তিত

নিশ্চেষ্ট - সচেষ্ট
নিশ্চেষ্ট - চেষ্টা নেই এমন। সচেষ্ট - চেষ্টা আছে এমন।

নিশ্ছিদ্র - সচ্ছিদ্র
নিশ্ছিদ্র - কোনো ছিদ্র নেই এমন। সচ্ছিদ্র - ছিদ্র আছে এমন।

নিশ্চেতন - সচেতন
নিশ্চেতন - চেতনা নেই এমন। সচেতন - চেতনা আছে এমন।

নিমগ্ন - উদাসীন
নিমগ্ন - কোনো কিছুতে গভীরভাবে মগ্ন বা আসক্ত। উদাসীন - কোনো কিছুতে আগ্রহ নেই বা অনাসক্ত।

নিমগ্নতা - উদাসীনতা

নিমজ্জমান - ভাসমান
নিমজ্জমান - যা ডুবে যাচ্ছে। ভাসমান - যা ভাসছে।

নম্রতা - ঔদ্ধত্য
নম্রতা - বিনয় বা ভদ্রতা। ঔদ্ধত্য - অহংকার বা অভদ্রতা।

নিষেধ - বিধি, অনুমোদন

নিষিদ্ধ - অবাধ, অবারিত

নিগ্রহ - অনুগ্রহ
নিগ্রহ - তিরস্কার, লাঞ্ছনা বা শাস্তি। অনুগ্রহ - দয়া, কৃপা বা করুণা।

নগর - গ্রাম

নীতিহীন - ন্যায়নিষ্ঠ

প

প্রচ্ছন্ন, প্রচ্ছাদিত - ব্যক্ত, প্রকাশিত
প্রচ্ছন্ন বা প্রচ্ছাদিত - যা লুকানো বা গোপন বা অব্যক্ত। ব্যক্ত বা প্রকাশিত - যা প্রকাশ্যে আছে বা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রচ্ছন্নতা - প্রকাশ
প্রচ্ছন্নতা - গোপনীয়তা। প্রকাশ - কোনো কিছু সামনে আনা বা প্রকাশ করা।

প্রসারণ - সংকোচন
প্রসারণ - কোনো কিছু বড় করা বা প্রসারিত করা। সংকোচন - কোনো কিছু ছোট করা বা সংকুচিত করা।

প্রবৃত্ত - নিবৃত্ত
প্রবৃত্ত - কোনো কাজে রত থাকা বা শুরু করা। নিবৃত্ত - কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা বা সরে আসা।

প্রবৃত্তি - নিবৃত্তি
প্রবৃত্তি - কোনো কিছুতে আগ্রহ বা আসক্তি। নিবৃত্তি - কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা বা অনাসক্তি।

প্রত্যর্থী - অর্থী
প্রত্যর্থী - প্রতিপক্ষ। অর্থী - যে কোনো কিছু চায় বা আবেদনকারী।

প্রবিষ্ট - প্রস্থিত
প্রবিষ্ট - প্রবেশ করা বা ঢুকে যাওয়া। প্রস্থিত - প্রস্থান করা বা বেরিয়ে যাওয়া।

প্রশান্ত - চঞ্চল, অস্থির

প্রশান্তি - চাঞ্চল্য, অশান্তি

প্রত্যক্ষ - অপ্রত্যক্ষ/পরোক্ষ

প্রফুল্ল - ম্লান

প্রফুল্লতা - ম্লানতা, বিষণ্ণতা

প্রফুল্লচিত্ত - বিষণ্ণচিত্ত

প্রজ্বলন, প্রজ্বালন - নির্বাপণ
প্রজ্বলন বা প্রজ্বালন - জ্বালানো বা প্রজ্জ্বলিত করা। নির্বাপণ - নেভানো বা নিভিয়ে ফেলা।

প্রজ্বলিত - নির্বাপিত

প্রবর্তন - নিবর্তন
প্রবর্তন - শুরু করা বা চালু করা। নিবর্তন - বন্ধ করা।

প্রবর্তিত - নিবৃত্ত
প্রবর্তিত - শুরু করা হয়েছে এমন। নিবৃত্ত - কোনো কাজ থেকে সরে আসা হয়েছে।

প্রবণতা - ঔদাসীন্য, অনীহা
প্রবণতা - কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ বা ঝোঁক। ঔদাসীন্য বা অনীহা - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই এমন।

প্রবীণ - নবীন

প্রবীণত্ব - নবীনত্ব

প্রাচীন - অর্বাচীন
প্রাচীন - পুরনো। অর্বাচীন - নতুন, অপরিপক্ব, নবীন।

পারত্রিক - ঐহিক
পারত্রিক - পারলৌকিক, পরলোকসংক্রান্ত।
ঐহিক - ইহলোক সম্পর্কিত, এই জন্মেই।

পশ্চাতে - সম্মুখে

পাশ্চাত্য - প্রাচ্য

প্রাচ্য - প্রতীচ্য
প্রাচ্য মানে পূর্ব আর পাশ্চাত্য মানে পশ্চিমা বুঝায়। প্রাচ্য শব্দটি দ্বারা এশীয় দেশ সমূহ আর পাশ্চাত্য দ্বারা অ্যামেরিকা-ইউরোপ বুঝানো হয়। প্রাচ্য - পূর্ব; প্রতীচ্য - পশ্চিম।

প্রাচী - প্রতীচী
প্রাচী - পূর্বদিক, পৃথিবীর পূর্বভাগ। প্রতীচী - পশ্চিম দিক

প্রতিভাবান - প্রতিভাহীন

প্রায়শ - কদাচিৎ
প্রায়শ - সচরাচর। কদাচিৎ - কখনো কখনো।

Educationblog24.com

পূর্বসূরি - উত্তরসূরি

পূর্বসূরি - পূর্ববর্তী প্রজন্মের ব্যক্তি। উত্তরসূরি - পরবর্তী প্রজন্মের ব্যক্তি।

প্রসারিত - সংকুচিত

প্রাতিকূল্য - আনুকূল্য

প্রারম্ভ - সমাপ্তি

প্রারম্ভিক - অন্তিম

প্রীত - অপ্রীত

প্রীতি - অপ্রীতি

প্রীতিপদ - অপ্রীতিকর

প্রীতিপদ - যা আনন্দ দেয় বা সুখকর। অপ্রীতিকর - যা আনন্দ দেয় না বা বিরক্তিকর।

পরকীয় - স্বকীয়

পরকীয় - অন্য কারোর। স্বকীয় - নিজের।

পরচ্ছন্দ - স্বচ্ছন্দ

পরচ্ছন্দ - অন্যের ইচ্ছা। স্বচ্ছন্দ - নিজের ইচ্ছা।

পরমত - স্বমত

পরমত - অন্যের মতামত। স্বমত - নিজের মতামত।

পরস্ব - নিজস্ব

পরস্ব - অন্যের সম্পত্তি। নিজস্ব - নিজের সম্পত্তি।

পূর্বাহ - পরাহ

পূর্বাহ আগের দিন। পরাহ - পরের দিন।

পূর্বাহ্ণ - অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ

পূর্বাহ্ণ - দিনের প্রথমভাগ; অপরাহ্ণ - দিবসের শেষভাগ।

পার্থিব - স্বর্গীয়

পার্থিব- পৃথিবীর বা এই জগতের। স্বর্গীয়- স্বর্গের বা এই জগতের বাইরের।

পণ্ডিত - মূর্খ

পণ্ডিতি - মূর্খামি

পক্ষ - প্রতিপক্ষ

পক্ষীয় - প্রতিপক্ষীয়

পক্ষপাতী - নিরপেক্ষ

পক্ষপাতী - যে কোনো এক পক্ষের দিকে থাকে। নিরপেক্ষ - যে কোনো পক্ষের দিকে থাকে না।

পক্ষপাতিত্ব - পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা

পক্ষপাতিত্ব - কোনো এক পক্ষের দিকে থাকার প্রবণতা। পক্ষপাতহীনতা বা নিরপেক্ষতা - কোনো এক পক্ষের দিকে না থাকার প্রবণতা।

পরার্থ - স্বার্থ

পরার্থ - অন্যের ভালো। স্বার্থ - নিজের ভালো।

পরাধীন - স্বাধীন

পটু - অপটু

প্রসন্ন - বিষণ্ন/অপ্রসন্ন

প্রসন্ন- খুশি বা আনন্দিত। বিষণ্ন বা অপ্রসন্ন- দুঃখিত বা মনমরা।

পটুত্ব - অদক্ষতা, অনিপুণতা

পরিত্যক্ত - গৃহীত

পরিত্যক্ত - যাকে ত্যাগ করা হয়েছে বা ফেলে দেওয়া হয়েছে। গৃহীত - যাকে গ্রহণ করা হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে।

পরিত্যক্তা - গৃহীতা

পরিত্যক্তা- যাকে ত্যাগ করা হয়েছে এমন নারী। গৃহীতা- যাকে গ্রহণ করা হয়েছে এমন নারী।

পরিত্যাগ - গ্রহণ

পরিত্যাজ্য - গ্রাহ্য

পাপ - পুণ্য

পাপী - পুণ্যবান/নিষ্পাপ

পাপাত্মা - পুণ্যাত্মা

পাপাত্মা- যার আত্মা পাপপূর্ণ। পুণ্যাত্মা- যার আত্মা পুণ্যপূর্ণ।

পূজক/পূজারি - পূজিত

পূজক - যে পূজা করে, উপাসক। পূজিত - যাকে পূজা করা হয়েছে।

পূজিত - নিন্দিত

পূজিত - যাকে পূজা বা সম্মান করা হয়েছে। নিন্দিত - যাকে নিন্দা বা অপমান করা হয়েছে।

পরিশ্রম - বিশ্রাম

পরিশ্রমী - অলস

পরিশ্রান্ত - অক্লান্ত

পরিশ্রান্ত - খুব ক্লান্ত বা শ্রান্ত। অক্লান্ত - ক্লান্ত নয় এমন।

পালক - পালিত

পালক - যে প্রতিপালন করে। পালিত - যাকে প্রতিপালন করা হয়।

পালনীয় - লঙ্ঘনীয়

পালনীয় - যা পালন করা উচিত। লঙ্ঘনীয় - যা লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

পূর্ণিমা - অমাবস্যা

পূর্ণিমা - চাঁদের সেই অবস্থা যখন চাঁদ সম্পূর্ণরূপে আলোকিত থাকে। অমাবস্যা - চাঁদের সেই অবস্থা যখন চাঁদকে একেবারেই দেখা যায় না।

পূরণ - হরণ

পূর্ণ - শূন্য

পূর্ণতা - অপূর্ণতা বা শূন্যতা

ফ

ফুটন্ত - ঠান্ডা

ফাঁপা - নিরেট

ফাঁপা - ভেতরে খালি। নিরেট - ভেতরে কঠিন বা শক্ত।

ফালতু - আসল

Educationblog24.com

ফরিয়াদ - প্রত্যভিযোগ
ফরিয়াদ - অভিযোগ বা নালিশ। প্রত্যভিযোগ - অভিযোগের পালটা অভিযোগ।

ফরিয়াদি - আসামি
ফরিয়াদি - যে অভিযোগ করে বা মামলা করে। আসামি - যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

ফৌজদারি - দেওয়ানি
ফৌজদারি - অপরাধ সংক্রান্ত বিচার। দেওয়ানি - সম্পত্তি সংক্রান্ত বিচার।

ফল্গু - অফলা

ফলবান - ফলহীন/নিষ্ফল

ফলদ - নিষ্ফল
ফলদ - ফল দেয় এমন। নিষ্ফল - ফল দেয় না এমন।

ব

বিজেতা - বিজিত
বিজেতা - যে জয় করেছে। বিজিত - যে পরাজিত হয়েছে।

বিজয় - পরাজয়

বিজেয় - পরাজেয়
বিজেয় - যাকে জেতা যায়। পরাজেয় - যাকে জেতা যায় না।

বিদিত - অজ্ঞাত
বিদিত - যা জানা আছে। অজ্ঞাত - যা জানা নেই।

বঙ্কিম - ঋজু
বঙ্কিম - বাঁকা বা বক্র। ঋজু - সোজা।

বিশ্রী - শ্রী বা সুশ্রী বা সুন্দর

বদ্ধ, বন্ধ - খোলা

বন্দি - মুক্ত

বন্ধন - মুক্তি

বন্দনা - গঞ্জনা, নিন্দা
বন্দনা - ভালো কথা বলা, প্রশংসা করা। গঞ্জনা/নিন্দা - খারাপ কথা বলা, তিরস্কার করা।

বন্দনীয় - নিন্দনীয়
বন্দনীয় - প্রশংসার যোগ্য। নিন্দনীয় - নিন্দার যোগ্য।

বন্দিত - নিন্দিত, ধিক্কৃত
বন্দিত - যাকে প্রশংসা করা হয়েছে। নিন্দিত - যাকে নিন্দা করা হয়েছে। ধিক্কৃত - যাকে ঘৃণা বা অসম্মান করা হয়েছে।

বন্ধুর - মসৃণ
বন্ধুর - উঁচুনিচু, অসমতল। মসৃণ - সমতল বা সমান।

বন্ধুত্ব - শত্রুতা

বিধি - নিষেধ
বিধি - কোনো কাজ করার জন্য আদেশ বা নিয়ম। নিষেধ - কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ বা বারণ।

বয়োজ্যেষ্ঠ - বয়ঃকনিষ্ঠ
বয়োজ্যেষ্ঠ - বয়সে বড়। বয়ঃকনিষ্ঠ - বয়সে ছোট।

বাদী - বিবাদী
বাদী - যে মামলা করে। বিবাদী - যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

বাদ - প্রতিবাদ
বাদ - কোনো কিছুর কথা বলা বা প্রস্তাব করা। প্রতিবাদ - সেই কথার বিরুদ্ধে কথা বলা বা বিরোধিতা করা।

বাল্য - বার্ধক্য

বিকর্ষ - আকর্ষ
বিকর্ষ - বিপরীত দিকে আকর্ষণ। আকর্ষ - আকর্ষণ করা বা কাছে টানা।

বিকর্ষণ - আকর্ষণ
বিকর্ষণ - দূরে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। আকর্ষণ - কাছে টানার ক্ষমতা।

বহিরঙ্গ - অন্তরঙ্গ
বহিরঙ্গ - বাইরের দিক বা বাইরের অবস্থা। অন্তরঙ্গ - ভিতরের দিক বা ভিতরের অবস্থা।

বহির্বাস - অন্তর্বাস
বহির্বাস - বাইরের দিকের পোশাক। অন্তর্বাস - ভেতরের দিকের পোশাক।

বহিঃশত্রু - গৃহশত্রু

বহিষ্কৃত - অন্তর্ভুক্ত

ব্যর্থ - সার্থক

ব্যর্থতা - সার্থকতা

ব্যর্থকাম - সফলকাম
ব্যর্থকাম - যার ইচ্ছা বা চেষ্টা সফল হয়নি। সফলকাম - যার ইচ্ছা বা চেষ্টা সফল হয়েছে।

বৈরী - মিত্র, অনুকূল
বৈরী - শত্রু বা প্রতিকূল। মিত্র - বন্ধু বা অনুকূল। অনুকূল - যা পক্ষে আছে। এগুলো বিশেষণ।

বৈরিতা - মিত্রতা
বৈরিতা - শত্রুতা। মিত্রতা - বন্ধুত্ব। এগুলো বিশেষ্য।

বাহুল্য - সংক্ষেপ
বাহুল্য - বেশি বা অতিরিক্ত। সংক্ষেপ - কম বা সংক্ষিপ্ত।

বিস্তার - সংক্ষেপণ

বিস্তৃত - সংক্ষিপ্ত

বিস্তীর্ণ - সংকীর্ণ
বিস্তীর্ণ - প্রশস্ত বা বিশাল। সংকীর্ণ - অপ্রশস্ত বা ছোট।

ব্যষ্টি - সমষ্টি
ব্যষ্টি - একক বা একটি অংশ। সমষ্টি - একাধিক অংশের একত্রীকরণ বা সমগ্রতা।

ব্যক্তিক - সামগ্রিক
ব্যক্তিক - ব্যক্তিগত বা একজনের। সামগ্রিক - সম্পূর্ণ বা সবার।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

বিশ্লিষ্ট - সংশ্লিষ্ট

বিশ্লিষ্ট - পৃথক করা হয়েছে এমন। সংশ্লিষ্ট - যুক্ত করা হয়েছে এমন।

বিশ্লেষ - সংশ্লেষ

বিশ্লেষ - পৃথক করার প্রক্রিয়া। সংশ্লেষ - যুক্ত করার প্রক্রিয়া।

বিশ্লেষণ - সংশ্লেষণ

বিশ্লেষণ - কোনো জিনিসকে ভেঙে তার অংশগুলো দেখা। সংশ্লেষণ - বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জিনিস তৈরি করা।

বাউন্ডুলে - সংসারী

বাউন্ডুলে- যে ভবঘুরে বা কোনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। সংসারী - যে সংসার বা পরিবার নিয়ে জীবনযাপন করে।

বিরাগ - অনুরাগ

বিরাগ - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই বা অনীহা। অনুরাগ - কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ বা ভালোবাসা।

বৈরাগী - সংসারী, গৃহী

বৈরাগী - যে সংসার ত্যাগ করেছে। সংসারী বা গৃহী - যে সংসার বা পরিবার নিয়ে জীবনযাপন করে।

বৈরাগ্য - আসক্তি

বৈরাগ্য - কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ না থাকা। আসক্তি - কোনো কিছুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বা ভালোবাসা।

বিষাদ - আনন্দ

বিষাদ - দুঃখ বা মন খারাপ। আনন্দ - খুশি বা সুখ।

বিস্বাদ - সুস্বাদ

বিস্বাদ - কোনো স্বাদ নেই বা খারাপ স্বাদ। সুস্বাদ - ভালো স্বাদ।

বিকি - কিনি

বিকি- বিক্রয়; কিনি- কেনা, ক্রয়।

বিপন্নতা - নিরাপত্তা

বিপন্নতা - বিপদে থাকা। নিরাপত্তা - বিপদে না থাকা।

বিপন্ন - নিরাপদ

বিপন্ন - যে বিপদে আছে। নিরাপদ - যে বিপদে নেই।

বামপন্থি - ডানপন্থি

বামপন্থি - প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদ। ডানপন্থি - রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতবাদ।

বলিষ্ঠ - দুর্বল

বক্র - সরল

বক্র - বাঁকা। সরল - সোজা।

বক্রিমা - সরলতা

বার্ধক্য - তারুণ্য/শৈশব

বার্ধক্য- বুড়ো বয়স। তারুণ্য- তরুণ বয়স। শৈশব- শিশু বয়স।

বর্ধিষ্ণু - ক্ষয়িষ্ণু

বর্ধিষ্ণু - যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু - যা ক্ষয় হচ্ছে।

বর্ধমান - ক্ষীয়মাণ

বর্ধমান - যা বাড়ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষীয়মাণ - যা কমছে বা ক্ষয় হচ্ছে।

বাহ্য - অভ্যন্তর/অন্তর

বাহ্যিক - অভ্যন্তরীণ

বাচাল - স্বল্পভাষী, মিতভাষী

বাচাল - যে বেশি কথা বলে। স্বল্পভাষী বা মিতভাষী - যে কম কথা বলে।

বাচিক - লৈখিক

বাচিক- মুখে বলা হয়েছে এমন। লৈখিক- লেখা হয়েছে এমন।

বিষ - সুধা, অমৃত

বিষ - যা ক্ষতিকর বা বিষাক্ত। সুধা বা অমৃত - যা জীবনদায়ী বা ক্ষতিকর নয়।

বিষদৃষ্টি - সুনজর

বিষদৃষ্টি - খারাপ নজর বা কু-নজর। সুনজর - ভালো নজর বা শুভদৃষ্টি।

বিরল - বহুল, নিবিড়

বিরল - যা কম বা যা ঘন নয়। বহুল বা নিবিড় - যা বেশি বা যা ঘন।

বিরলতা - নিবিড়তা

বিরলতা - কম বা ঘন নয় এমন অবস্থা। নিবিড়তা - বেশি বা ঘন অবস্থা।

বিনয় - ঔদ্ধত্য

বিনয় - নম্রতা বা ভদ্রতা। ঔদ্ধত্য - অহংকার বা অভদ্রতা।

বিনীত - উদ্ধত

বিনীত - যে নম্র বা ভদ্র। উদ্ধত - যে অহংকারী বা অভদ্র।

বিকাশ - বিলয়/বিনাশ

বিকাশ - কোনো কিছুর বৃদ্ধি বা উন্নতি। বিলয় বা বিনাশ - কোনো কিছুর শেষ বা ধ্বংস।

বিকশিত - অপ্রকাশিত, বিনাশিত

বিকশিত - যা ফুটেছে বা প্রকাশ পেয়েছে। অপ্রকাশিত - যা ফোটেনি বা প্রকাশ পায়নি। বিনাশিত - যা ধ্বংস হয়েছে।

বিশেষ - সামান্য/নির্বিশেষ

বিশেষ - সাধারণ নয়। সামান্য বা নির্বিশেষ - সাধারণ বা বিশেষ নয়।

বিশেষিত - বিশেষত্বহীন

বিশেষিত - কোনো বিশেষত্ব আছে এমন। বিশেষত্বহীন - কোনো বিশেষত্ব নেই এমন।

বরণ - বিসর্জন/বিদায়

বরণ - গ্রহণ বা স্বাগত জানানো। বিসর্জন বা বিদায় - ত্যাগ বা চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া।

বরেণ্য - অবরেণ্য

বরেণ্য - বরণ করার যোগ্য। অবরেণ্য - বরণ করার অযোগ্য।

বারণ - পালন

বারণ- মানা করা বা নিষেধ করা। পালন- মানা বা পালন করা।

বীর - বীরাঙ্গনা

বীর - সাহসী পুরুষ। বীরাঙ্গনা - সাহসী নারী। বিপরীত লিঙ্গ।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

বীর - কাপুরুষ

বীরত্ব - কাপুরুষতা/ কাপুরুষত্ব

বীরত্ব - সাহসিকতা। কাপুরুষতা বা কাপুরুষত্ব - সাহসের অভাব বা ভীরুতা।

ভ

ভাটি - উজান

ভাটি - স্রোতের অনুকূলে যাওয়া। উজান - স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া।

ভোর - সাঁঝ

ভোর- সকাল বা দিনের শুরু। সাঁঝ- সন্ধ্যা বা দিনের শেষ।

ভদ্র - ইতর

ভদ্র - ভালো বা সভ্য। ইতর - খারাপ বা অসভ্য।

ভূত - ভবিষ্যৎ

ভূত - অতীত। ভবিষ্যৎ - অনাগত বা যা আগামীতে আসবে।

ভূতপূর্ব - অভূতপূর্ব

ভূতপূর্ব - যা আগে ছিল বা আগে ঘটেছে। অভূতপূর্ব - যা আগে কখনও ঘটেনি।

ভক্ত - বিরাগী

ভক্ত - যে কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত বা ভক্ত। বিরাগী - যে কোনো কিছুর প্রতি অনাসক্ত।

ভক্তি - অশ্রদ্ধা

ভক্তিমান - ভক্তিহীন

ভক্তিমান- যার ভক্তি আছে। ভক্তিহীন- যার ভক্তি নেই।

ম

মর্সিয়া - আনন্দগাঁথা

মর্সিয়া - শোকের গান বা শোকগাঁথা। আনন্দগাঁথা - আনন্দের গান বা আনন্দপূর্ণ রচনা।

মনীষা - নির্বোধ

মনীষা - গভীর বুদ্ধি বা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। নির্বোধ - বুদ্ধি নেই এমন। এখানে মনীষা বিশেষ্য আর নির্বোধ বিশেষণ। সাধারণত বিশেষ্য এর বিপরীত বিশেষণ হয় না; বিশেষ্য হয়। তাই মনীষা এর বিপরীত হবে নির্বুদ্ধিতা; কারণ এই দুটি বিশেষ্য পদ। তবে মনীষা এর বিপরীত নির্বোধ এই ভুলটিই অধিক প্রচলিত। পরীক্ষায় নির্বুদ্ধিতা না থাকলে নির্বোধই উত্তর দিবেন।

মনীষী - অবোধ, অজ্ঞানী

মনীষী - জ্ঞানী বা পণ্ডিত। অবোধ বা অজ্ঞানী - জ্ঞান নেই এমন বা বোকা।

মূর্ত - বিমূর্ত

মূর্ত - যার আকার বা রূপ আছে। বিমূর্ত - যার কোনো আকার বা রূপ নেই।

মুক্ত - বদ্ধ

মুখর - মৌন

মুখর - যে বেশি কথা বলে বা সরব। মৌন - যে চুপ থাকে বা নীরব।

মুখরতা - মৌনতা

মুখরিত - নিস্তব্ধ

মতৈক্য - মতানৈক্য

মতৈক্য - মতের মিল বা ঐকমত্য। মতানৈক্য - মতের অমিল বা পার্থক্য।

মৃদু - তীব্র

মৃদু - কোমল, হালকা বা ধীরে। তীব্র, প্রকট বা কড়া - খুব বেশি বা জোরালো বা কঠোর।

মৃদুভাষী - কটুভাষী

মৃদুভাষী - যে নরম বা মিষ্টি কথা বলে। কটুভাষী - যে কঠোর বা তেতো কথা বলে।

মেঘলা - ফরসা

মেঘলা - মেঘে ঢাকা বা অন্ধকার। ফরসা - মেঘ নেই এমন বা পরিষ্কার।

মধুর - তিক্ত

মজবুত - ঠুনকো, ভঙ্গুর

মজদুর - মালিক

মজদুর - যে কাজ করে বা শ্রমিক। মালিক - যে কাজ করায় বা মালিক।

মহাজন - খাতক

মহাজন - যে ঋণ দেয়। খাতক - যে ঋণ নেয়।

য

যতি - যতিহীন

যতি - ছেদ বা বিরাম। যতিহীন - বিরাম নেই এমন। আবার যতি অর্থ যিনি তপস্যা করেন, সন্ন্যাসী; যতিহীন - যার মধ্যে কোনো তপস্যা নাই।

যোজন - বিয়োজন

যোজন - যুক্ত করা বা যোগ করা। বিয়োজন - বিয়োগ করা বা পৃথক করা।

যোজক - বিয়োজক

যোজক - যে যুক্ত করে। বিয়োজক - যে পৃথক করে।

যোজিত - বিয়োজিত

যোজিত- যা যুক্ত করা হয়েছে। বিয়োজিত- যা পৃথক করা হয়েছে।

যশ - অপযশ

যশ - খ্যাতি বা সুনাম। অপযশ - কুখ্যাতি বা দুর্নাম।

যাচিত - অযাচিত

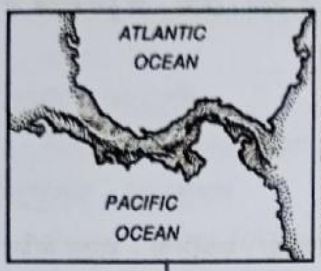
যাচিত - যা চাওয়া হয়েছে বা প্রার্থনা করা হয়েছে। অযাচিত - যা চাওয়া হয়নি বা প্রার্থনা করা হয়নি।

যাদৃশ - তাদৃশ

যাদৃশ - যেরূপ, যেপ্রকার, যেমন। তাদৃশ - সে রকম, তদ্রূপ।

Educationblog24.com

যোজক - প্রণালি/ বিয়োজক





যোজক - দুই বৃহৎ ভূ-ভাগের মধ্যে সংযোগকারী স্থলভাগ।

প্রণালি - দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যবর্তী সংযোগরক্ষাকারী সংকীর্ণ জলভাগ।

যাযাবর - গৃহী

যাযাবর - যার কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। গৃহী - যার নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে বা যে সংসার করে।

যাচক - অযাচক

যাচক - যে ভিক্ষা বা কিছু প্রার্থনা করে। অযাচক - যে ভিক্ষা বা কিছু প্রার্থনা করে না।

যশস্বী - অযশস্বী

যশস্বী - যার যশ বা খ্যাতি আছে। অযশস্বী - যার যশ বা খ্যাতি নেই।

র

রুদ্ধ - মুক্ত

রুদ্ধ - যা বন্ধ আছে বা আটকানো। মুক্ত - যা খোলা আছে বা স্বাধীন।

রাহুগ্রস্ত - রাহুমুক্ত

রাহুগ্রস্ত - রাহু বা দুর্দশা দ্বারা আক্রান্ত। রাহুমুক্ত - রাহু বা দুর্দশা থেকে মুক্ত।

রমণীয় - কদাকার

রম্য - কুৎসিত

রম্য - সুন্দর বা মনোরম। কুৎসিত - নোংরা।

রম্যতা - কদর্যতা

রম্যতা - সৌন্দর্য বা আকর্ষণীয় ভাব। কদর্যতা - কুৎসিত বা খারাপ ভাব।

রিক্ত - পূর্ণ

রিক্ত - খালি। পূর্ণ - ভরা।

রিক্ততা - পূর্ণতা

রাগ - বিরাগ

রাগ- আকর্ষণ বা ভালোবাসা। বিরাগ- আকর্ষণ না থাকা বা ঘৃণা।

রাগী - বিরাগী

রোগ - সুস্থতা/স্বাস্থ্য

রোগী - নিরোগ

ল

লৌকিক - অলৌকিক

লৌকিক - এই জগতের বা সাধারণ। অলৌকিক - এই জগতের বাইরের বা অসাধারণ।

লিপ্সা - বিরাগ

লিপ্সা - কোনো কিছুর প্রতি প্রবল ইচ্ছা বা লোভ। বিরাগ - কোনো কিছুর প্রতি ইচ্ছা নেই বা অনীহা বা নিস্পৃহতা।

লিপ্ত - নির্লিপ্ত

লিপ্ত - কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত। নির্লিপ্ত - কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয়।

লঘু - গুরু

লঘু - হালকা। গুরু - ভারী।

লঘিমা - গরিমা

লঘিমা- হালকা বা গুরুত্বহীনতা। গরিমা - ভারী বা গুরুত্ব।

লঘিষ্ঠ - গরিষ্ঠ

লঘিষ্ঠ - সবচেয়ে ছোট বা সবচেয়ে কম। গরিষ্ঠ - সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে বেশি।

লাঘব - গৌরব

লাঘব - কোনো কিছু কমিয়ে দেওয়া। গৌরব - কোনো কিছুতে সম্মান বা মর্যাদা দেওয়া।

লঘীয়ান - গরীয়ান

লঘীয়ান - হালকা বা কম গুরুত্বপূর্ণ। গরীয়ান - ভারী বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

লজ্জা - নির্লজ্জতা

লাজুক - নির্লজ্জ, নিলাজ

লজ্জিত - গৌরবান্বিত, গর্বিত

শ

শুক্লপক্ষ - কৃষ্ণপক্ষ

শুক্লপক্ষ- চাঁদের বৃদ্ধির সময়। কৃষ্ণপক্ষ- চাঁদের ক্ষয়ের সময়।

শান্ত - অশান্ত

শান্তি - অশান্তি

শ্রীযুক্ত - শ্রীহীন

শ্রীযুক্ত - শ্রী বা সৌন্দর্য আছে এমন। শ্রীহীন - শ্রী বা সৌন্দর্য নেই এমন।

শীঘ্র - বিলম্ব

শীঘ্রতা - মন্থরতা

শীঘ্রতা - দ্রুততা। মন্থরতা - ধীরতা।

Educationblog24.com

শঠ - সাধু
শঠ- শঠতা বা প্রতারণা করে এমন। সাধু- সৎ বা ভালো মানুষ।

শঠতা - সাধুতা

শুষ্ক - সিক্ত/উষ্ণ/ আর্দ্র
শুষ্ক - শুকনো। সিক্ত বা আর্দ্র - ভেজা।

শুষ্কতা - আর্দ্রতা, সরসতা, উষ্ণতা

শ্যাম - গোরা, গৌর
শ্যাম- কালো বা শ্যামল বর্ণ। গোরা বা গৌর- ফর্সা বা গৌর বর্ণ।

শ্যামল - গোরা

শ্যামল - গৌরাঙ্গ
শ্যামল- কালো বা শ্যামবর্ণের। গৌরাঙ্গ- ফর্সা বা গৌরবর্ণের।

শর্বর - আলো
শর্বর - অন্ধকার। আলো - দিনের আলো বা উজ্জ্বলতা।

শর্বরী - দিবস
শর্বরী - রাত। দিবস - দিন।

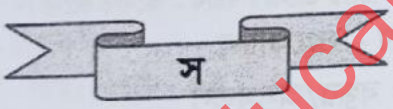
শিখর - নিম্নদেশ
শিখর- চূড়া বা শীর্ষস্থান। নিম্নদেশ- নিচের দিক বা নিচু স্থান।

শির - পদ
শির - মাথা। পদ - পা।

শিরোদেশ - পাদদেশ
শিরোদেশ - মাথার দিক। পাদদেশ - পায়ের দিক।

শোক - হর্ষ, আনন্দ

শোকাহত - আনন্দিত



সংহত - বিভক্ত/অসংহত



সংহত - এক বা একত্রিত।
বিভক্ত বা অসংহত - আলাদা বা একত্রিত নয়।

সংহতি - বিভক্তি
সংহতি - একতা বা মিলন। বিভক্তি - বিচ্ছেদ বা বিভাজন।

সংহার - সৃষ্টি
সংহার - ধ্বংস করা। সৃষ্টি - তৈরি করা।

সংহর্তা - স্রষ্টা, নির্মাতা
সংহর্তা - যে ধ্বংস করে। স্রষ্টা বা নির্মাতা - যে সৃষ্টি করে বা তৈরি করে।

সংকৃত - অসংস্কৃত
সংস্কৃত - মার্জিত বা সংস্কৃতিসম্পন্ন। অসংস্কৃত - অমার্জিত বা সংস্কৃতিহীন।

সংস্কৃতি - অপসংস্কৃতি
সংস্কৃতি - ভালো সংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি - খারাপ সংস্কৃতি।

সংযুক্ত - বিযুক্ত
সংযুক্ত - যুক্ত বা জোড়া। বিযুক্ত - যুক্ত নয় বা আলাদা।

সংযুক্তি - বিচ্ছিন্নতা

সংযোগ - বিয়োগ, বিচ্ছেদ

সংযোজন - বিয়োজন
সংযোজন- যুক্ত করা। বিয়োজন- বিয়োগ করা বা আলাদা করা।

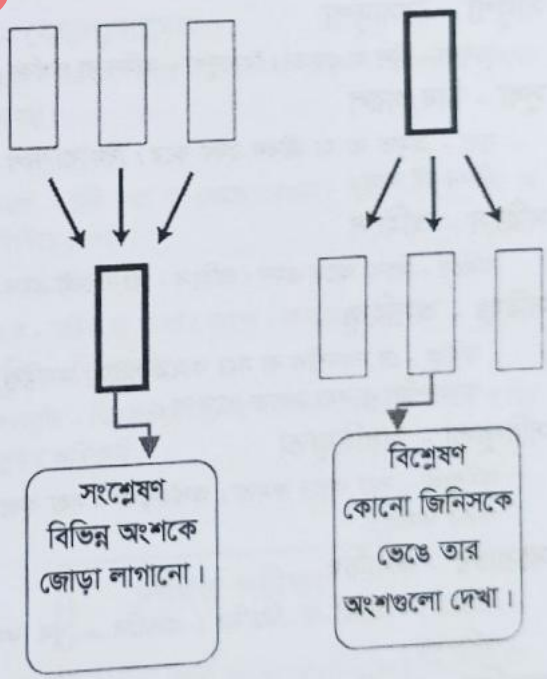
সংকোচন - প্রসারণ
সংকোচন - ছোট করা বা গুটিয়ে নেওয়া। প্রসারণ - বড় করা বা ছড়িয়ে দেওয়া।

সংক্ষেপ - বাহুল্য
সংক্ষেপ - সংক্ষিপ্ত বা কম। বাহুল্য - অতিরিক্ত বা বেশি।

সংক্ষিপ্ত - বিস্তৃত

সংকীর্ণ - প্রশস্ত
সংকীর্ণ - অপ্রশস্ত বা ছোট। প্রশস্ত - বড় বা চওড়া।

সংশ্লেষণ - বিশ্লেষণ



সংশ্লিষ্ট - বিশ্লিষ্ট
সংশ্লিষ্ট - যুক্ত। বিশ্লিষ্ট - আলাদা বা বিযুক্ত।

সংশয় - প্রত্যয়/নিশ্চয়
সংশয় - সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা। প্রত্যয় বা নিশ্চয় - বিশ্বাস বা সংশয়হীনতা।

সমৃদ্ধ - অসমৃদ্ধ, রিক্ত

সমৃদ্ধি, সম্পদ - অভাব, দৈন্য, দারিদ্র্য

Educationblog24.com

সৌম্য - করাল / উগ্র

সৌম্য - শান্ত বা সুন্দর। করাল বা উগ্র - ভয়ংকর বা রুক্ষ।

সৌম্যতা - উগ্রতা

সৌম্যতা - শান্ত ভাব। উগ্রতা - উগ্র বা হিংস্র ভাব।

স্থাবর - অস্থাবর/জঙ্গম

স্থাবর - যা এক জায়গায় স্থির থাকে। অস্থাবর - যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়।

সুরভি - পূতি

সুরভি - সুগন্ধ বা ভালো গন্ধ। পূতি - দুর্গন্ধ বা পচা গন্ধ।

সুরভিত - দুর্গন্ধি

সুরভিত - সুগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধি - দুর্গন্ধযুক্ত।

সুরব - কুরব

সুরব - ভালো বা মিষ্টি শব্দ। কুরব - খারাপ বা কর্কশ শব্দ।

সমষ্টি - ব্যষ্টি

সমষ্টি - সমগ্র বা মোট। ব্যষ্টি - একক বা একটি অংশ।

সম্পদ - দারিদ্র্য/অভাব

সম্পদ - প্রচুর ধন বা সম্পত্তি। দারিদ্র্য বা অভাব - ধন বা সম্পত্তির অভাব।

সদৃশ - বিসদৃশ

সদৃশ - এক রকম বা একই ধরনের। বিসদৃশ - ভিন্ন বা আলাদা ধরনের।

সাদৃশ্য - বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য - মিল বা একতা। বৈসাদৃশ্য - অমিল বা পার্থক্য।

সুধা - বিষ/গরল

সুধা - অমৃত বা যা জীবন রক্ষা করে। বিষ বা গরল - যা জীবন নষ্ট করে।

সহিংস - অহিংস

সহিংস - হিংসা আছে এমন। অহিংস - হিংসা নেই এমন।

সহিষ্ণু - অসহিষ্ণু

সহিষ্ণু - যে সহনশীল বা সহ্য করতে পারে। অসহিষ্ণু - যে অসহনশীল বা সহ্য করতে পারে না।

সহিষ্ণুতা - অসহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা - সহ্য করার ক্ষমতা। অসহিষ্ণুতা - সহ্য করতে না পারার ক্ষমতা।

সচরাচর - কদাচিৎ

সচরাচর - প্রায়ই বা নিয়মিত। কদাচিৎ - খুব কম বা অনিয়মিত।

সচ্চরিত্র - দুশ্চরিত্র

সচ্চিন্তা - দুশ্চিন্তা

সাম্য - অসাম্য/বৈষম্য

সাম্য - সমতা বা সমান। অসাম্য বা বৈষম্য - অসমতা বা পার্থক্য।

সধবা - বিধবা

সধবা - যার স্বামী জীবিত। বিধবা - যার স্বামী মৃত।

স্বতন্ত্র - পরতন্ত্র, সাধারণ

স্বতন্ত্র - স্বাধীন বা নিজের মতো। পরতন্ত্র - পরাধীন বা অন্যের অধীন।

স্বাতন্ত্র্য - সাধারণত্ব

স্বাতন্ত্র্য - স্বাধীনতা বা নিজস্বতা। সাধারণত্ব - সর্বজনীনতা।

স্থূল - সূক্ষ্ম

স্থূল - মোটা বা বড়। সূক্ষ্ম - পাতলা বা ছোট।

স্থূলতা - সূক্ষ্মতা

স্থূলতা - মোটা বা ভারী হওয়া। সূক্ষ্মতা - পাতলা বা হালকা হওয়া।

সমার্থক - ভিন্নার্থক

সমার্থক - একই অর্থ বোঝায় এমন। ভিন্নার্থক - ভিন্ন বা আলাদা অর্থ বোঝায় এমন।

সমর্থক - বিরোধী

সমর্থক- যে সমর্থন করে বা পক্ষে থাকে। বিরোধী- যে বিরোধিতা করে বা বিপক্ষে থাকে।

সুবহ - দুর্বহ

সুবহ - যা বহন করা সহজ। দুর্বহ - যা বহন করা কঠিন।

সমীচীন - অসমীচীন

সমীচীন - উচিত বা সঠিক। অসমীচীন - উচিত নয় বা ভুল।

সমুচিত - অনুচিত

সমুচিত- সঠিক বা যথাযথ। অনুচিত- সঠিক নয় বা অনুপযুক্ত।

সম্বল - নিঃসম্বল

স্বার্থ - পরার্থ

স্বার্থ - নিজের ভালো। পরার্থ - অন্যের ভালো।

সম্প্রসারণ - সংকোচন

সমতল - বন্ধুর/অসমতল

সমতল - সমান বা সমভূমি। বন্ধুর বা অসমতল - উঁচু-নিচু বা অসমান।

সমস্ত - আংশিক

সমস্ত - সম্পূর্ণ বা সবটুকু। আংশিক - অংশমাত্র বা কিছু অংশ। সমস্ত এবং আংশিক বিশেষণ পদ।

স্নিগ্ধ - রুক্ষ

স্নিগ্ধ - কোমল বা নরম। রুক্ষ - কর্কশ বা কঠোর।

স্নিগ্ধতা - রুক্ষতা

স্নিগ্ধতা - কোমলতা বা নরম ভাব। রুক্ষতা - কর্কশতা বা রুক্ষ ভাব।

সন্ধি - বিচ্ছেদ/বিগ্রহ

সঞ্চয় - অপচয়

সঞ্চয় - জমা করা বা বাঁচানো। অপচয় - নষ্ট করা বা বাজে খরচ করা।

সবাক - নির্বাক

সবাক - কথা বলতে পারে এমন। নির্বাক - কথা বলতে পারে না এমন।

Educationblog24.com

সাধু - তস্কর
সাধু - সৎ বা ভালো মানুষ। তস্কর - অসৎ বা চোর।

সৌরমাস - চন্দ্রমাস
সৌরমাস - সৌর গণনা অনুসারে মাস। চন্দ্রমাস - চন্দ্র গণনা অনুসারে মাস।

সমক্ষে - পরোক্ষে
সমক্ষে - সামনে বা সরাসরি। পরোক্ষে - পেছনে বা আড়ালে।

স্বল্পভাষী - বাচাল
স্বল্পভাষী - যে কম কথা বলে। বাচাল - যে বেশি কথা বলে।

সদর্থক - নঞর্থক
সদর্থক - ইতিবাচক বা হ্যাঁ-বাচক। নঞর্থক - নেতিবাচক বা না-বাচক।

স্বকীয় - পরকীয়
স্বকীয় - নিজের। পরকীয় - অন্যের।

সৃষ্টি - প্রলয়
সৃষ্টি - নতুন কিছু তৈরি। প্রলয় - ধ্বংস বা বিলোপ।

সুকৃতি - দুষ্কৃতি
সুকৃতি - ভালো কাজ। দুষ্কৃতি - খারাপ কাজ।

সরস - নীরস
সরস - রস আছে এমন বা আনন্দপূর্ণ। নীরস - রস নেই এমন বা আনন্দহীন।

স্তুতি - নিন্দা
স্তুতি - প্রশংসা। নিন্দা - সমালোচনা।

সজ্জন - দুর্জন
সজ্জন - ভালো মানুষ। দুর্জন - খারাপ মানুষ।

সন্নিকৃষ্ট - বিপ্রকৃষ্ট
সন্নিকৃষ্ট - কাছে। বিপ্রকৃষ্ট - দূরে।

সরল - কুটিল/জটিল
সরল- সহজ বা সোজা। কুটিল বা জটিল- কঠিন বা প্যাঁচানো।

স্বাস - প্রবাস
স্বাস - নিজের দেশে বা নিজের বাড়ি। প্রবাস - অন্য দেশে বা বিদেশ।

স্বল্পবাক - বাচাল
স্বল্পবাক - যে কম কথা বলে। বাচাল - যে বেশি কথা বলে।

সদাচার - কদাচার
সদাচার - ভালো আচরণ। কদাচার - খারাপ আচরণ।

সক্রিয় - নিষ্ক্রিয়

সার্থক - নিরর্থক
সার্থক - সফল বা অর্থপূর্ণ। নিরর্থক - অসফল বা অর্থহীন।

সুপ্ত - জাগ্রত
সুপ্ত - ঘুমন্ত। জাগ্রত - সজাগ বা জেগে আছে এমন।

ষণ্ড - দুর্বল
ষণ্ড - খুব শক্তিশালী বা মোটাসোটা। দুর্বল - দুর্বল বা ক্ষীণকায়।

হ

হিত - অহিত
হিত - ভালো বা মঙ্গলজনক। অহিত - খারাপ বা অমঙ্গলজনক।

হিতকর - অহিতকর
হিতকর - যা ভালো বা মঙ্গল করে। অহিতকর - যা খারাপ বা অমঙ্গল করে।

হৃদ্য - ঘৃণ্য / কপট
হৃদ্য - বন্ধুত্বপূর্ণ বা আন্তরিক। ঘৃণ্য বা কপট - ঘৃণার যোগ্য বা প্রতারক।

হৃদ্যতা - ঘৃণা, কপটতা
হৃদ্যতা - আন্তরিকতা বা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব। ঘৃণা বা কপটতা - অশ্রদ্ধা বা প্রতারণার ভাব।

হৃত - সমর্পিত
হৃত - যা চুরি করা হয়েছে বা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সমর্পিত - যা সমর্পণ করা হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে।

হর্ষ/হরিষ - বিষাদ
হর্ষ বা হরিষ - আনন্দ বা খুশি। বিষাদ - দুঃখ বা বেদনা।

হর্ষান্বিত, দুঃখিত, বিষণ্ন, বিষাদিত
হর্ষান্বিত - আনন্দিত। দুঃখিত, বিষণ্ন বা বিষাদিত - দুঃখপূর্ণ।

হাল - বেহাল/সাবেক
হাল - বর্তমান অবস্থা। বেহাল বা সাবেক - খারাপ বা পুরনো অবস্থা।

হরণ - পূরণ
হরণ - চুরি করা বা কেড়ে নেওয়া। পূরণ - পূর্ণ করা বা ফিরিয়ে দেওয়া।

হক - নাহক
হক - সঠিক বা ন্যায্য। নাহক - অন্যায় বা ভুল।

হতবুদ্ধি - স্থিতবুদ্ধি
হতবুদ্ধি - কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা হতভম্ব। স্থিতবুদ্ধি - শান্ত ও স্থির বুদ্ধির অধিকারী।

লিখিত পরীক্ষা

❑ **বিপরীত শব্দ লেখ:** *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক-ইউনিট ভর্তি-পরীক্ষা ২০১৯-২০২০]*
ক. আসমান খ. স্থূলবুদ্ধি
গ. কাল্পনিক
উত্তর: ক. আসমান - জমিন
খ. স্থূলবুদ্ধি - সূক্ষ্মবুদ্ধি/ বুদ্ধিমান
গ. কাল্পনিক - বাস্তব

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

০১. 'বঙ্কিম' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [৪৬তম বিসিএস ২০২৪]
ক. বন্ধুর খ. অসম গ. সুষম ঘ. ঋজু
০১. ঘ
ব্যাখ্যা: বঙ্কিম অর্থ- ঈষৎ বক্র, বাঁকা, কুটিল। ঋজু অর্থ- সরল, সোজা। বন্ধুর অর্থ- অসমতল। অসম অর্থ- সমান নয় এমন, বিষম। সুষম অর্থ- সংগতিপূর্ণ, শোভন। 'সুষম' শব্দের বিপরীত 'অসম'।

০২. 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক নয় নিচের কোনটি? [৪৫তম বিসিএস ২০২৩; ৩৯তম বিসিএস]
ক. কুটিল খ. জটিল গ. বক্র ঘ. গরল
০২. ঘ
ব্যাখ্যা: সরল অর্থ- সোজা, সহজ। কুটিল, বক্র অর্থ- বাঁকা, সরল নয় এমন। জটিল অর্থ- গোলমেলে। গরল শব্দের অর্থ- বিষ, বিষাক্ত ক্ষত বা ঘা। গরল শব্দের বিপরীত হলো অমৃত। এখানে, অমৃত অর্থ- অতিশয় সুস্বাদু খাদ্য।

০৩. 'ঐহিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
A. ঈদৃশ B. পারত্রিক C. আঞ্চলিক D. আকস্মিক
০৩. B
ব্যাখ্যা: ঐহিক - ইহলোক সম্পর্কিত, এই জন্মের। পারত্রিক - পারলৌকিক, পরলোকসংক্রান্ত। ঈদৃশ এর বিপরীত - তাদৃশ। আকস্মিক এর বিপরীত চিরন্তন বা স্থায়ী।

০৪. 'অধিত্যকা' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
A. উপত্যকা B. দ্বিত্যকা C. পার্বত্য D. সমতল
০৪. A
ব্যাখ্যা: অধিত্যকা - পর্বতের উপরিস্থিত সমভূমি। উপত্যকা - পর্বতের নিম্নদেশস্থ ভূ-ভাগ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি। পার্বত্য এর বিপরীত সমতল।

০৫. কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়? [৪০তম বিসিএস]
A. ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক B. কুটিল-সরল
C. কম-বেশি D. কদাচার-সদাচার
০৫. A
ব্যাখ্যা: ঐচ্ছিক এর বিপরীত আবশ্যিক। ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক শব্দযুগল সমার্থক। ঐচ্ছিক অর্থ ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছাধীন যা আবশ্যক নয়। অনাবশ্যিক অর্থ যা আবশ্যক নয়, অপ্রয়োজনীয়। কুটিল - সরল, কম - বেশি, কদাচার - সদাচার হলো বিপরীত শব্দ।

০৬. 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
A. ত্যক্ত B. গ্রাহ্য C. দৃঢ় D. গূঢ়
০৬. D
ব্যাখ্যা: ব্যক্ত শব্দের অর্থ - প্রকাশিত, স্পষ্ট, প্রকট। গূঢ় অর্থ গুপ্ত, লুক্কায়িত, দুর্বোধ্য। অতএব, ব্যক্ত এর বিপরীত শব্দ 'গূঢ়'। গৃহীত, অগ্রাহ্য ও শিথিল যথাক্রমে ত্যক্ত, গ্রাহ্য ও দৃঢ় শব্দের বিপরীত শব্দ।

০৭. কোন শব্দজোড়া বিপরীতার্থক নয়? [৩৫তম বিসিএস]
A. অনুলোম-প্রতিলোম B. নশ্বর - শাশ্বত
C. গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ D. হৃষ্ট-পুষ্ট
০৭. D
ব্যাখ্যা: 'হৃষ্ট-পুষ্ট' দ্বারা বোঝায় বলিষ্ঠ ও প্রফুল্ল অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যযুক্ত। হৃষ্ট - পুষ্ট দুটি সমার্থক শব্দ।

০৮. 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [৩৩তম বিসিএস]
A. সংসারী B. সঞ্চয়ী C. সংস্থিত D. সন্ন্যাসী
০৮. D
ব্যাখ্যা: গৃহী শব্দের আভিধানিক অর্থ সংসারী, যিনি গৃহে অবস্থান করে সংসারী জীবনযাপন করেন। এর বিপরীত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী অর্থ সংসারত্যাগী, যে নিজ গৃহ বা সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হয়।

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
গৃহী	সন্ন্যাসী	সঞ্চয়ী	অপচয়ী
সংসারী	বৈরাগী		

০৯. 'ক্ষীয়মাণ'-এর বিপরীত শব্দ কী? [২৫তম বিসিএস]
A. বৃহৎ B. বর্ধিষ্ণু C. বর্ধমান D. বৃদ্ধি প্রাপ্ত
০৯. C
ব্যাখ্যা: 'ক্ষীয়মাণ' শব্দটি বিশেষ্য পদ, যার অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এমন। এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো বর্ধমান। অন্যদিকে 'বৃহৎ' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ ক্ষুদ্র। 'বর্ধিষ্ণু' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ ক্ষয়িষ্ণু বা হ্রাসপ্রাপ্ত এবং 'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হ্রাসপ্রাপ্ত।

Educationblog24.com

১০. **জঙ্গম - এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?** *[২৪তম বিসিএস]*
A. অরণ্য B. পর্বত C. স্থাবর D. সমুদ্র
ব্যাখ্যা: 'জঙ্গম' বিশেষণ পদটির অর্থ গতিশীল, শক্তিপূর্ণ, অস্থাবর, প্রাণবিশিষ্ট। সুতরাং এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো স্থাবর।
১০. C

১১. **'তাপ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ-** *[১৫তম বিসিএস]*
A. শৈত্য B. শীতল C. উত্তাপ D. হিম
ব্যাখ্যা: শৈত্য - তাপ; শীতল - উষ্ণ, উত্তাপ - শৈত্য, হিম - উত্তপ্ত।
১১. A

১২. **'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[১১তম বিসিএস]*
A. নির্ভয় B. বিস্ময় C. প্রত্যয় D. দ্বিধা
ব্যাখ্যা: সংশয় শব্দটির অর্থ সন্দেহ, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা বোধ। প্রত্যয় অর্থ প্রতীতি, বিশ্বাস। ভয়-নির্ভয়; দ্বিধা-নির্দ্বিধা; বিস্ময়-প্রত্যয়।
১২. C

Bank MCQ Solution

১৩. **'ঈপ্সা' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫]*
ক. লিপ্সা খ. বাঞ্ছা গ. আকাঙ্ক্ষা ঘ. অনিচ্ছা
ব্যাখ্যা: ঈপ্সা অর্থ পাওয়ার ইচ্ছা; লোভ।
১৩. ঘ

১৪. **'সরল' শব্দের বিপরীত শব্দ নয় কোনটি?** *[গ্রামীণ ব্যাংক; শিক্ষানবিশ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক- ২০২৫]*
ক. কুটিল খ. জটিল গ. বক্র ঘ. গরল
ব্যাখ্যা: 'সরল' অর্থ সহজ, সোজা বা অকপট। গরল শব্দের বিপরীত অমৃত।
১৪. ঘ

১৫. **'উচাটন' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[সমন্বিত ১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার - ২০২৪]*
ক. ঊর্ধ্বটান খ. উঁচুনিচু গ. প্রশান্ত ঘ. উত্তাল
ব্যাখ্যা: উচাটন অর্থ অস্থির। প্রশান্ত অর্থ প্রকৃষ্ট বা বিশেষরূপে শান্ত।
১৫. গ

১৬. **'ধৃষ্ট' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[সমন্বিত ১০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৩]*
ক. নম্র খ. মৌন গ. সদয় ঘ. সজীব
ব্যাখ্যা: ধৃষ্ট - যে ব্যক্তি অপরাধী হয়েও নিঃশঙ্ক। মৌন - মুখর। সদয় - নির্দয়। সজীব - নির্জীব।
১৬. ক

১৭. **'সৌম্য' এর বিপরীত শব্দ কী?** *[সমন্বিত ৯টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল) - ২০২৩]*
ক. উদ্ধত খ. উগ্র গ. কঠিন ঘ. শান্ত
ব্যাখ্যা: উগ্র অর্থ তীব্র, ভয়ানক রাগী। উদ্ধত এর বিপরীত- বিনীত। উদ্ধত অর্থ অবিনীত, উগ্র। সৌম্য অর্থ শান্ত।
১৭. খ

১৮. **'বিসর্জন' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; পদ: অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩]*
ক. আবাহন খ. বিসরন গ. আবির্ভাব ঘ. বিমর্শন
ব্যাখ্যা: আবাহন - মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা দেবতাকে আমন্ত্রণ; দেবতাকে আবির্ভাবের জন্য আহ্বান। বিমর্শন - বিশেষভাবে বিচার।
১৮. ক

১৯. **'আস্থা' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[সমন্বিত ৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অফিসার ২০২২]*
ক. অনাস্থা খ. অনিচ্ছা গ. অনিষ্ট ঘ. অনাচার
ব্যাখ্যা: আস্থা অর্থ বিশ্বাস, ভরসা, শ্রদ্ধা। অনাস্থা অর্থ আস্থার অভাব, অবিশ্বাস। অনিষ্ট অর্থ ক্ষতি, অপকার, অমঙ্গল।
১৯. ক

২০. **'ভূত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কী?** *[সমন্বিত ৫ ব্যাংক ২০১৮ অফিসার (ক্যাশ), ২০২২]*
ক. পেত্নী খ. ভবিষ্যৎ গ. ভয় ঘ. নির্ভীক
ব্যাখ্যা: সাহস এর বিপরীত ভয়।
২০. খ

২১. **'বিধবা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী?** *[উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, পদ: অ্যাসিস্টান্ট অফিসার ও ক্যাশ, ২০২২]*
ক. বহুপত্নীক খ. সধবা গ. বিপত্নীক ঘ. অধবা
ব্যাখ্যা: বিধবা শব্দের বিপরীত শব্দ - সধবা। বিধবা শব্দের বিপরীত লিঙ্গ - বিপত্নীক। বিপত্নীক অর্থ স্ত্রী মারা গেছে এমন। সধবা হলো যে স্ত্রীর স্বামী জীবিত আছে, সভর্তৃকা। অধবা অর্থ স্বামীহীন, বিধবা।
২১. গ

Educationblog24.com

২২. 'ভার্যা' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০২১] ২২. B
A. দার B. দয়িত C. বনিতা D. জায়া
ব্যাখ্যা: দার, বনিতা, জায়া, দয়িতা হলো 'ভার্যা' বা স্ত্রী শব্দের সমার্থক। দয়িত হলো স্বামী বা পতি।

২৩. 'সদর' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [Pubali Bank Ltd; Junior Officer, 2019] ২৩. C
A. অন্ধকার B. প্রকাশ্য C. অন্দর D. প্রান্ত
ব্যাখ্যা: সদর আরবি শব্দ যার অর্থ বহির্বাটি, বাইরের অংশ। অন্দর ফারসি শব্দ যার অর্থ অভ্যন্তর, অন্তপুর। প্রকাশ্যে এর বিপরীত গোপনে। অন্ধকার এর বিপরীত আলো।

২৪. অগ্রজ-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [Probashi kallyan Bank Executive Officer 2018] ২৪. D
A. পরিগ্রজ B. পশ্চাৎ C. নিগ্রহ D. অনুজ
ব্যাখ্যা: অগ্রজ এর অর্থ বড়। অগ্র এর বিপরীত পশ্চাৎ। অনুগ্রহ এর বিপরীত নিগ্রহ।

২৫. প্রসন্ন-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [Probashi kallyan Bank Senior Officer 2018] ২৫. B
A. প্রতিপন্ন B. বিষণ্ন C. বিপন্ন D. নিকৃষ্ট
ব্যাখ্যা: নিরাপদ - বিপন্ন। উৎকৃষ্ট - নিকৃষ্ট/অপকৃষ্ট।

২৬. গৌরব এর বিপরীত শব্দ কী? [Basic Bank Ltd. ; Asst. Manager 2018] ২৬. D
A. অপমান B. মানহানি C. অমর্যাদা D. লজ্জা

২৭. 'বিজেতা' শব্দের বিপরীত শব্দ- [Bangladesh Krishi Bank Officer (Cash) 2017] ২৭. B
A. বিজন B. বিজিত C. বিজয়ী D. বিজ্ঞা

২৮. শুদ্ধ বিপরীত শব্দযুগল নয়- [Bangladesh Krishi Bank Officer (Cash) 2017] ২৮. C
A. আকাশ-পাতাল B. সম্মুখে-পেছনে C. উর্ধ্ব-অধঃ D. ভিতর-বাহির
ব্যাখ্যা: উর্ধ্ব - অধঃ / নিম্ন।

২৯. 'মনীষা' শব্দের বিপরীত অর্থ কোনটি? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017] ২৯. A
A. নির্বোধ B. প্রভা C. মনস্বিতা D. স্থিরতা

৩০. নিচের কোন বিপরীত শব্দজোড় শুদ্ধ নয়? [BHBFC, Officer 2017] ৩০. D
A. উর্ধ্ব-অধঃ B. উত্তর-দক্ষিণ C. উত্থান-পতন D. উত্তম-মধ্যম
ব্যাখ্যা: উত্তম-মধ্যম একটি বাগধারা বিশেষ। যার অর্থ প্রহার, আঘাত দ্বারা দণ্ডদান।

৩১. নিচের কোন বিপরীত শব্দজোড় অশুদ্ধ? [BHBFC, Officer 2017] ৩১. D
A. মৌনী-মুখর B. বাদ-প্রতিবাদ C. হংস-মিথুন D. আবশ্যিক-আংশিক
ব্যাখ্যা: আবশ্যিক অর্থ অবশ্যকরণীয়। আংশিক অর্থ অংশ সম্বন্ধীয়, খানিক, কতক।

৩২. 'অনুরক্ত'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [Bangladesh Oil, Gas Upper Division Assistant 2017] ৩২. B
A. উক্ত B. বিরক্ত C. ত্যক্ত D. উপরের সবগুলো

৩৩. 'বিরত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ ব্যাংক, পদ: সহকারি পরিচালক, ২০২২] ৩৩. ঘ
A. অবিরত B. সরত C. নিবৃত D. নিরত
ব্যাখ্যা: বিরত অর্থ নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। অবিরত অর্থ বিরামহীন, ধারাবাহিক। নিবৃত অর্থ পরিখাবেষ্টিত, আবৃত। নিরত অর্থ নিযুক্ত, নিবিষ্ট।

৩৪. 'ঋজু' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [Sonali & Janata Bank. Officer (IT) 2020] ৩৪. C
A. সৌম্য B. শুভ্র C. বক্র D. শান্ত
ব্যাখ্যা: ঋজু শব্দের অর্থ অবক্র, সোজা। বঙ্কিম অর্থ বক্র, আকাবাঁকা, ঈষৎ বক্র।

৩৫. 'সুষম' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [Pubali Bank Ltd; Junior Officer, 2019] ৩৫. D
A. অনন্ত B. পরলৌকিক C. সৌন্দর্য D. অসম
ব্যাখ্যা: অনন্ত এর বিপরীত সান্ত। সৌন্দর্য এর বিপরীত অসৌন্দর্য। ইহলৌকিক এর বিপরীত পরলৌকিক।

৩৬. নিচের কোন বিপরীতার্থক শব্দজোড় অশুদ্ধ? [Pubali Bank Ltd. Assistant Teller 2017] ৩৬. C
A. উত্থান-পতন B. উত্তর-দক্ষিণ C. আকাশ-বাতাস D. শত্রু-মিত্র
ব্যাখ্যা: আকাশ শব্দের বিপরীত শব্দ পাতাল। বাতাস অর্থ বায়ু।

Educationblog24.com

৩৭. 'মুখর' এর বিপরীত শব্দ- [Uttara Bank Ltd. ; Assistant Officer (Cash) 2017]
A. মৌন B. নিশ্চুপ C. নির্বাক D. মৌনী
ব্যাখ্যা: মুখরতা এর বিপরীত হবে মৌন। কারণ বিশেষ্য এর বিপরীত বিশেষ্য হয়। ৩৭. D

৩৮. 'বিধি'- এর বিপরীত শব্দ - [ইসলামী ব্যাংক অফিসার, আরডিএস ২০১৩]
A. নিয়ম B. অনিয়ম C. প্রথা D. নিষেধ ৩৮. D

৩৯. 'ভূত' শব্দের বিপরীত শব্দ- [বাংলাদেশ ব্যাংক এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ২০১২, ২০১১]
A. ভবিষ্যৎ B. পেত্নী C. ভোঁতা D. ভাষা ৩৯. A

৪০. 'অলীক' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি? [অগ্রণী ব্যাংক অফিসার ২০১৩]
A. অলৌকিক B. লৌকিক C. বাস্তব D. অভাব ৪০. C

৪১. 'এঁড়ে'- এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে? [পূবালী ব্যাংক লি. ; জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১৩]
A. অকপট B. আনাড়ি C. গোঁয়ার D. বকনা ৪১. D

৪২. 'আঁটি' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে? [পূবালী ব্যাংক লি. ; জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১৩]
A. সাস B. শাষ C. শীস D. শাঁস ৪২. D

৪৩. 'তিমির' এর বিপরীতার্থক শব্দ- [জনতা ব্যাংক লি. ; এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২; কর্মসংস্থান ব্যাংক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১১]
A. আলোক B. অন্ধকার C. কালো D. তিরস্কার ৪৩. A

৪৪. 'আকস্মিক' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [সোশাল ডেভেলপমেন্ট ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২]
A. হঠাৎ B. চিরন্তন C. তিরোভাব D. স্থির ৪৪. B

৪৫. 'সান্ত' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ ব্যাংক এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ২০১২]
A. স্থির B. অনবরত C. অনন্ত D. গতিশীল
ব্যাখ্যা: সান্ত অর্থ অন্তবিশিষ্ট, সীমাবদ্ধ, সসীম। ৪৫. C

৪৬. 'মন্দা' শব্দের প্রচলিত বিপরীত শব্দ কোনটি? [Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]
A. ছন্দা B. তরল C. তেজি D. জম্পেশ ৪৬. C

৪৭. নিচের কোন শব্দজোড়টি স্থানভেদে বিপরীত ও সমার্থক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়? [Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]
A. পর্যাপ্ত-অপর্যাপ্ত B. ফুল্ল-কুসুম C. আসমান-জমিন D. সাধু-সন্ন্যাসী
ব্যাখ্যা: সাধারণ অর্থে, সাধু ও সন্ন্যাসী শব্দ দুটি সমার্থক, কারণ উভয়ই ধার্মিক ও ত্যাগী ব্যক্তিকে বোঝায়। কিন্তু স্থানভেদে যেমন ব্যাকরণের বিপরীত শব্দে। সাধু- সৎ বা ভালো মানুষ। সন্ন্যাসী- সংসার ত্যাগ করেছে এমন ব্যক্তি। পর্যাপ্ত-অপর্যাপ্ত হলো সরাসরি বিপরীত শব্দ। ফুল্ল-কুসুম সমার্থক শব্দ। দুটি অর্থই ফুল। আসমান-জমিন সরাসরি বিপরীত শব্দ। ৪৭. D

৪৮. 'ঐচ্ছিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড; এসিস্টেন্ট ম্যানেজার ২০১১]
A. আবশ্যক B. আবশ্যকীয় C. আবশ্যিক D. করাল ৪৮. C

৪৯. 'ঋজু' - [পূবালী ব্যাংক লি. ; জুনিয়র অফিসার ২০১২]
A. সুপ্ত B. শান্ত C. বক্র D. লাঘব ৪৯. C

৫০. 'কৃশ' - [পূবালী ব্যাংক লি. ; জুনিয়র অফিসার ২০১২]
A. সাধু B. স্থূল C. মসৃণ D. হ্রস্ব ৫০. B

৫১. 'হৃদ্য' - [পূবালী ব্যাংক লি. ; জুনিয়র অফিসার ২০১২]
A. ঘৃণ্য B. অহৃদ্য C. অবহেলা D. বিরক্ত ৫১. A

৫২. 'বিরক্ত' - [পূবালী ব্যাংক লি; জুনিয়র অফিসার ২০১২; পূবালী ব্যাংক লি জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]
A. বিমুগ্ধ B. প্রসন্ন C. অনুরক্ত D. আনন্দিত ৫২. C

৫৩. 'বিনীত' - [পূবালী ব্যাংক লি; জুনিয়র অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]
A. অবিনীত B. দুর্বিনীত C. অভদ্র D. অবিনত ৫৩. B

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৫৪. **'আরোহণ'** - *[পূবালী ব্যাংক লি: জুনিয়র অফিসার ২০১১]* ৫৪. C

A. বিসর্জন B. নির্গমন C. অবরোহণ D. গমন

ব্যাখ্যা: আরোহণ অর্থ উপরে ওঠা। অবরোহণ অর্থ নিচে নামা, অবতরণ।

৫৫. **'অপাঙ্‌ক্তেয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দটি কোনটি?** *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক; ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১২]* ৫৫. A

A. অতুলনীয় B. ঘরোয়া C. সামাজিক D. পঙ্‌ক্তিহীন

ব্যাখ্যা: অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থ এক সারিতে বসার অযোগ্য, অসমকক্ষ, অনুপযুক্ত। অতুলনীয় অর্থ চমৎকার, অতুল্য।

৫৬. **'অহ্ন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি; সিনিয়র অফিসার ২০১১]* ৫৬. D

A. সূর্য B. গতি C. অপর D. রাত্রি

ব্যাখ্যা: অহ্ন অর্থ দিন।

৫৭. **'কৃতঘ্ন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ ব্যাংক এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ২০১২]* ৫৭. B

A. অকৃতজ্ঞ B. কৃতজ্ঞ C. উপকারী D. ক্ষতিকর

৫৮. **'সৌম্য' এর বিপরীত শব্দ কী?** *[জনতা ব্যাংক লি; এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২]* ৫৮. D

A. অসুন্দর B. কুৎসিত C. কাপুরুষ D. করাল

ব্যাখ্যা: সৌম্য অর্থ প্রসন্ন, মনোরম মূর্তি। করাল অর্থ ভয়ংকর মূর্তি।

৫৯. **নিচের কোন বিপরীত শব্দটি শুদ্ধ?** *[জনতা ব্যাংক লি; সিনিয়র অফিসার ২০১১]* ৫৯. C, D

A. বাহ্য-আভ্যন্তর B. বলী-দুর্বল C. মহাত্মা-নীচাত্মা D. যজমান-পুরোহিত

ব্যাখ্যা: মহাত্মা শব্দের বিপরীত নীচাত্মা। এখানে মহাত্মা অর্থ মহৎ মনের অধিকারী, আর নীচাত্মা অর্থ নিচু মনের মানুষ, বিবেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। যজমান - যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে পূজা করায়। পুরোহিত - যজমানের বা গৃহস্থের জন্য ক্রিয়াকর্ম পূজাদি করেন যিনি, যাজক। সবল শব্দের বিপরীত দুর্বল।

৬০. **'শর্বরী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, অফিসার ২০১১]* ৬০. A

A. দিবস B. কুটিল C. কৃষ্ণ D. কুৎসিত

ব্যাখ্যা: শর্বরী অর্থ রাত্রি। কুটিল অর্থ জটিল, সোজা নয় এমন। কৃষ্ণ অর্থ কালো।

৬১. **'আবির্ভাব' এর বিপরীত শব্দ কী?** *[বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন; অফিসার ২০১১]* ৬১. C

A. তাদৃশ B. আত্মা C. তিরোভাব D. আরোহণ

ব্যাখ্যা: তিরোধান, তিরোভাব - অদৃশ্য হওয়া; অন্তর্ধান।

PSC & Other MCQ Solutions

৬২. **'অমরাবতী' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[NSI; সহকারী পরিচালক - ২০২৫]* ৬২. গ

ক. কলাবতী খ. ইন্দ্রপুরী গ. নরক ঘ. অপ্সরা

ব্যাখ্যা: অমরাবতী অর্থ হিন্দু পৌরাণিক মতে দেবতাদের বাসস্থান বা স্বর্গের রাজধানী; বেহেশত, স্বর্গ। নরক অর্থ পাপীদের শাস্তিভোগের জন্য বাসস্থান, জাহান্নাম। কলাবতী অর্থ উজ্জ্বল হলুদ লাল প্রভৃতি রঙের ফুল বা তার উদ্ভিদ। ইন্দ্রপুরী অর্থ দেবরাজ ইন্দ্রের পুরী, অমরাবতী। অপ্সরা অর্থ স্বর্গে বসবাসকারী নারী বা স্বর্গীয় নৃত্যশিল্পী।

৬৩. **'আচার' এর বিপরীত শব্দ কী?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]* ৬৩. ক

ক. অনাচার খ. দূরাচার গ. সুআচার ঘ. মিষ্টি

৬৪. **'সৌম্য' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ; সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা - ২০২৫]* ৬৪. গ

ক. উদ্ধত খ. হৃদয়বান গ. উগ্র ঘ. কঠিন

ব্যাখ্যা: উদ্ধত - বিনীত; হৃদয়বান - হৃদয়হীন; কঠিন - সহজ বা কোমল।

৬৫. **'সংশয়' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; লাইনম্যান - ২০২৫]* ৬৫. খ

ক. অলস খ. নিশ্চয় গ. কর্মঠ ঘ. দহন

ব্যাখ্যা: অলস - পরিশ্রমী বা কর্মঠ; দহন - শীতলীকরণ বা নির্বাপণ।

৬৬. **'উৎকর্ষ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[PSC; সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২৫]* ৬৬. ঘ

ক. নিম্নকর্ষ খ. উৎসর্গ গ. অপসর্গ ঘ. অপকর্ষ

Educationblog24.com

৬৭. **'ঋজু' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন; মাঠ কর্মকর্তা- ২০২৫]*
ক. নিষ্প্রভ খ. সৌম্য গ. ঔদ্ধত্য ঘ. বক্র ৬৭. ঘ
ব্যাখ্যা: নিষ্প্রভ - প্রভাময় বা উজ্জ্বল; সৌম্য - উগ্র; ঔদ্ধত্য - বিনয়।

৬৮. **কোনটি কদাচিৎ শব্দের বিপরীত শব্দ?** *[পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন; মাঠ কর্মকর্তা- ২০২৫]*
ক. অনবরত খ. কখনোই না গ. অনায়াসে ঘ. মাঝে মাঝে ৬৮. ক

৬৯. **'অনুগ্রহ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; অফিস সহকারী - ২০২৫]*
ক. নিগ্রহ খ. বিগ্রহ গ. সাগ্রহ ঘ. সানুগ্রহ ৬৯. ক

৭০. **'ইতর' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; অফিস সহায়ক- ২০২৫]*
ক. অভদ্র খ. মিথ্যা গ. উত্তম ঘ. ভদ্র ৭০. ঘ
ব্যাখ্যা: মিথ্যা - সত্য। উত্তম - অধম। ইতর অর্থ নীচ মনোভাবাপন্ন, অধম।

৭১. **'আবাহন' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি.; কম্পিউটার অপারেটর - ২০২৫]*
ক. অবরোহণ খ. বিসর্জন গ. অপকর্ষ ঘ. তিরোভাব ৭১. খ
ব্যাখ্যা: আবাহন অর্থ আহ্বান জানানো। বিসর্জন অর্থ ত্যাগ করা। অবরোহণ -আরোহণ; অপকর্ষ - উৎকর্ষ; তিরোভাব - আবির্ভাব।

৭২. **'উত্তমর্ণ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি; কমপ্লেইন সুপারভাইজার - ২০২৫]*
ক. অনাস্তীর্ণ খ. অযথার্থ গ. অধমর্ণ ঘ. অপকর্ষ ৭২. গ
ব্যাখ্যা: উত্তমর্ণ অর্থ ঋণদাতা, মহাজন। অধমর্ণ অর্থ দেনাদার। অপকর্ষ - উৎকর্ষ।

৭৩. **'খাতক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫]*
ক. চাতক খ. মহাজন গ. গাথক ঘ. ঘাতক ৭৩. খ
ব্যাখ্যা: খাতক অর্থ দেনাদার। মহাজন অর্থ ঋণদাতা, পাওনাদার। চাতক - এক ধরনের পাখির নাম। গাথক অর্থ গায়ক। ঘাতক অর্থ যে হত্যা করে; হত্যাকারী, খুনী।

৭৪. **'হর্ষ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস; নিরাপত্তা প্রহরী - ২০২৫]*
ক. নিহর্ষ খ. বিষাদ গ. প্রসাদ ঘ. প্রকর্ষ ৭৪. খ
ব্যাখ্যা: হর্ষ - অর্থ আনন্দ বা খুশি; বিষাদ অর্থ দুঃখ।

৭৫. **'বিজিত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; বিভিন্ন পদ- ২০২৫]*
ক. বিজয়ী খ. পরাজিত গ. বিচ্যুতি ঘ. বর্জিত ৭৫. ক

৭৬. **'দ্বেষ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা - ২০২৫]*
ক. ভাব খ. বিদ্বেষ গ. প্রেম ঘ. বিরাগ ৭৬. গ
ব্যাখ্যা: দ্বেষ অর্থ ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ। বিরাগ এর বিপরীত অনুরাগ।

৭৭. **'জনবিরল' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার - ২০২৫]*
ক. জনাকীর্ণ খ. জনহীন গ. নির্জন ঘ. জনশূন্য ৭৭. ক
ব্যাখ্যা: জনবিরল শব্দের সমার্থক শব্দ জনহীন, নির্জন, জনশূন্য।

৭৮. **'অতিকায়' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর; অফিস সহকারী - ২০২৪]*
ক. অল্প খ. অনু গ. ক্ষুদ্রকায় ঘ. বৃহৎ ৭৮. গ
ব্যাখ্যা: অল্প - বেশি বা অধিক; বৃহৎ - ক্ষুদ্র। অনু একটি উপসর্গ যা 'ক্ষুদ্র বা পশ্চাৎ' অর্থ বোঝায়।

৭৯. **'জরা' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক (গ্রুপ ৩) - ২০২৪]*
ক. জীবন খ. মৃত্যু গ. যৌবন ঘ. পতিত ৭৯. গ

৮০. **'নন্দিত' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[পিএসসি (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়); ব্যক্তিগত কর্মকর্তা - ২০২৪]*
ক. বিষণ্ন খ. বিষাদ গ. বিগ্রহ ঘ. নিন্দিত ৮০. ঘ
ব্যাখ্যা: নন্দিত অর্থ প্রশংসিত। নিন্দিত অর্থ ঘৃণিত। বিগ্রহ অর্থ প্রতিমা, যুদ্ধ। বিষণ্ন - বিষাদযুক্ত।

৮১. **'অনাবিল' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[১৮তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল পর্যায়) - ২০২৪]*
ক. অননাবিল খ. আবিল গ. আবিলতা ঘ. অনাগত ৮১. খ
ব্যাখ্যা: অনাগত অর্থ এখনো আসেনি এমন, ভাবী, অনুপস্থিত।

Educationblog24.com

৮২. **'অলীক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (কলেজ পর্যায়) - ২০২৪]* ৮২. খ
ক. মিথ্যা খ. সত্য গ. সচল ঘ. হিংসা

৮৩. **'চেতন' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে নিচের কোন শব্দটি?** *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪]* ৮৩. খ
ক. সচেতন খ. অচেতন গ. অবচেতন ঘ. অসচেতন
ব্যাখ্যা: চেতন, সচেতন শব্দের বিপরীত - অচেতন।

৮৪. **'কাজ' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?** *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ; পোস্টম্যান - ২০২৪]* ৮৪. খ
ক. সেকাজ খ. অকাজ গ. কর্ম ঘ. কার্য

৮৫. **'প্রফুল্ল' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?** *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; সুপারিনটেনডেন্ট - ২০২৪]* ৮৫. খ
ক. বিফুল্ল খ. বিমর্ষ গ. বিষাদ ঘ. কষ্ট
ব্যাখ্যা: 'প্রফুল্ল' এর বিপরীত ম্লান, বিষণ্ন। বিষাদ এর বিপরীত আনন্দ। বিমর্ষ অর্থ অধৈর্য, দুঃখ।

৮৬. **'মনীষা' শব্দের বিপরীত শব্দ?** *[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; সিনিয়র অফিসার - ২০২৪]* ৮৬. ক
ক. নির্বোধ খ. প্রভা গ. মনস্বিতা ঘ. স্থিরতা
ব্যাখ্যা: মনীষা অর্থ প্রতিভা, প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। প্রভা অর্থ দীপ্তি, উজ্জ্বলতা।

৮৭. **বিপরীত শব্দ লিখুন: 'অনুরাগ'** *[বেবিচক; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৪]* ৮৭. খ
ক. প্রতিরাগ খ. বিরাগ গ. বীরাগ ঘ. নম্র
ব্যাখ্যা: অনুরাগ অর্থ প্রেম, প্রীতি, সোহাগ। বিরাগ অর্থ নিস্পৃহতা, অনুরাগহীন।

৮৮. **'অর্বাচীন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক - ২০২৩]* ৮৮. ক
ক. প্রাচীন খ. নবীন গ. অনির্বাচিত ঘ. বোকা

৮৯. **'নন্দিত-নিন্দিত' কীসের উদাহরণ?** *[জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো; অফিস সহায়ক ২০২৩]* ৮৯. খ
ক. প্রতিশব্দ খ. বিপরীত শব্দ গ. সমার্থক শব্দ ঘ. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: নন্দিত অর্থ প্রশংসিত। নিন্দিত অর্থ ঘৃণিত।

৯০. **'তেজী' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; মিটার রিডার ম্যাসেঞ্জার - ২০২৩]* ৯০. খ
ক. সাহসী খ. নিস্তেজ গ. শান্ত ঘ. ভদ্র
ব্যাখ্যা: ক্ষিপ্ত - শান্ত। ইতর - ভদ্র।

৯১. **'ভাটা' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[বেবিচক; উচ্চমান হিসাব সহকারি - ২০২৩]* ৯১. খ
ক. ভেজা খ. জোয়ার গ. স্থাবর ঘ. ভারী
ব্যাখ্যা: স্থাবর - জঙ্গম। শুষ্ক - ভেজা।

৯২. **'আরোহণ' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?** *[বেবিচক; এরোড্রাম সহকারী/সহকারি প্রকৌশলী - ২০২৩]* ৯২. ক
ক. অবরোহণ খ. সংশ্লেষণ গ. বিসর্জন ঘ. বহির্গমন
ব্যাখ্যা: সংশ্লেষণ - বিশ্লেষণ। বিসর্জন - আবাহন।

৯৩. **'ঋজু' শব্দের বিপরীত শব্দ-** *[বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; নিম্নমান হিসাব সহকারি - ২০২৩]* ৯৩. ঘ
ক. শক্ত খ. কঠিন গ. জঙ্গম ঘ. বঙ্কিম

৯৪. **"কৃশ" শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর; কার্যসহকারী - ২০২৩]* ৯৪. ঘ
ক. হালকা খ. ভারী গ. লম্বা ঘ. স্থূল
ব্যাখ্যা: কৃশ অর্থ- রোগা, শীর্ণ, ক্ষীণ, দুর্বল। স্থূল অর্থ- মোটা।

৯৫. **'সঠিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; হিসাব সহকারী - ২০২৩]* ৯৫. খ
ক. সরল খ. বেঠিক গ. সহজ ঘ. সত্য
ব্যাখ্যা: সরল - কুটিল / জটিল। সহজ - কঠিন। সত্য - অলীক / মিথ্যা।

৯৬. **'শর্বরী' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?** *[সমবায় অধিদপ্তর; পদ: সহকারী পরিদর্শক - ২০২৩]* ৯৬. ক
ক. দিবস খ. সুন্দর গ. শোভা ঘ. শীতল
ব্যাখ্যা: 'শর্বরী' শব্দের অর্থ রাত। দিবস অর্থ- দিন। শোভা অর্থ- দীপ্তি, সৌন্দর্য।

Educationblog24.com

৯৭. 'মধুর' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ - [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; হিসাব সহকারী - ২০২৩] ৯৭. ক
ক. তিক্ত খ. মিষ্টি গ. অমৃত ঘ. মন্দ

৯৮. 'বন্ধন' এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে - [স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; পদ: অফিস সহায়ক - ২০২৩] ৯৮. খ
ক. মুক্ত খ. মুক্তি গ. খোলা ঘ. কোনটিই নয়

৯৯. 'হাল' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পোস্টম্যান - ২০২৩] ৯৯. গ
ক. তৎসম খ. উত্তম গ. সাবেক ঘ. বর্তমান
ব্যাখ্যা: হাল অর্থ-বর্তমান কাল। সাবেক অর্থ- প্রাচীন, পুরাতন।

১০০. 'আপদ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [ডাক বিভাগ (খুলনা অঞ্চল); পদ: মেইল অপারেটর - ২০২৩] ১০০. ক
ক. সম্পদ খ. বিপদ গ. বিগ্রহ ঘ. নিগ্রহ
ব্যাখ্যা: আপদ অর্থ বিপদ, দুর্দশা, দুঃখ। বিগ্রহ অর্থ দেবমূর্তি, প্রতিমা। নিগ্রহ অর্থ অত্যাচার, শাস্তি। আপদ ও বিপদ সমার্থক শব্দ।

১০১. 'অনিষ্ট' শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ - [বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন; ইন্সট্রাক্টর (টেক) - ২০২৩] ১০১. গ
ক. ধৃষ্ট খ. তিষ্ঠ গ. ইষ্ট ঘ. শিষ্ট
ব্যাখ্যা: ইষ্ট অর্থ- কল্যাণকর। অনিষ্ট অর্থ- হানি, ক্ষতি, অপকার, অমঙ্গল। শিষ্ট অর্থ- সুশীল ব্যক্তি। ধৃষ্ট অর্থ- নির্লজ্জ, লম্পট। তিষ্ঠ অর্থ - অপেক্ষা করা।

১০২. 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [১৭তম নিবন্ধন - স্কুল/সমপর্যায়, ২০২২] ১০২. ঘ
ক. সরুপথ খ. চিলেকোঠা গ. গুপ্তপথ ঘ. সিংহদার
ব্যাখ্যা: খিড়কি অর্থ পিছনের দরজা। সিংহদার অর্থ সামনের বড় দরজা। চিলেকোঠা অর্থ ছাদের ওপর নির্মিত সিঁড়িসংলগ্ন ছোটো ঘর, গৃহের ছাদ সংলগ্ন ক্ষুদ্র ঘরবিশেষ।

১০৩. 'আকুঞ্চন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [১৭তম নিবন্ধন - স্কুল পর্যায়-২, ২০২২] ১০৩. গ
ক. শান্ত খ. আকাঙ্ক্ষা গ. প্রসারণ ঘ. আকুতি
ব্যাখ্যা: আকুঞ্চন অর্থ সংকোচন। প্রসারণ অর্থ প্রসারের কাজ।

১০৪. 'আবির্ভাব' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [১৭তম নিবন্ধন - কলেজ পর্যায়, ২০২২] ১০৪. ঘ
ক. অভাব খ. স্বভাব গ. অনুভাব ঘ. তিরোভাব
ব্যাখ্যা: অনুভাব অর্থ প্রভাব, সুখানুভূতি, মহিমা।

১০৫. 'বীর' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, জুনিয়র অডিটর ২০২২] ১০৫. গ
ক. তেজস্বিনী খ. বীরাঙ্গী গ. বীরাঙ্গনা ঘ. বিদুষী
ব্যাখ্যা: 'বীর' এর স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে - বীরনারী (বীরত্বপূর্ণা নারী, বীরের স্ত্রী)। অপশনে না থাকলে বীরাঙ্গনা উত্তর দিবেন। যদিও বীরাঙ্গনা নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ। তেজস্বী শব্দের স্ত্রীবাচক হচ্ছে তেজস্বিনী। তেজস্বী অর্থ দীপ্তিময়, তেজোময়। বিদুষী অর্থ বিদ্যাবতী রমণী।

১০৬. 'আরোহণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পদ: অডিটর, ২০২২] ১০৬. গ
ক. নিচে নামা খ. উঠা গ. অবরোহণ ঘ. উপরে উঠা

১০৭. 'বিধবা' শব্দের বিপরীত লিঙ্গ কী? [বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক, ২০২২] ১০৭. গ
ক. সধবা খ. বহুপত্নীক গ. বিপত্নীক ঘ. অধরা
ব্যাখ্যা: বিধবা শব্দের বিপরীত - সধবা। বিধবা শব্দের বিপরীত লিঙ্গ - বিপত্নীক। বিধবা হলো যে নারীর স্বামী মৃত, পতিহীনা। বিপত্নীক হলো স্ত্রী মারা গেছে এমন।

১০৮. 'আবির্ভাব' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০২২] ১০৮. খ
ক. অভাব খ. তিরোভাব গ. তিরোধান ঘ. ভাবাবেগ

১০৯. 'অলীক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [DESCO Recruitment Test, Station Attendant, ২০২২] ১০৯. খ
ক. লৌকিক খ. বাস্তব গ. পারলৌকিক ঘ. অবাস্তব

১১০. 'ঐশ্বর্য' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CGA), অফিস সহায়ক, ২০২২] ১১০. গ
ক. আসক্তি খ. পারত্রিক গ. নিঃস্ব ঘ. ঐচ্ছিক
ব্যাখ্যা: ঐশ্বর্য শব্দটি বিশেষ্য। নিঃস্ব শব্দটি বিশেষণ।

Educationblog24.com

১১১. 'বীর' শব্দটির বিপরীত শব্দ কী? [হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CGA) - অফিস সহায়ক, ২০২১] ১১১. গ
ক. তেজস্বিনী খ. বিরাঙ্গী গ. বীরাঙ্গনা ঘ. বিদুষী

১১২. 'অমৃত' এর বিপরীত শব্দ - [বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩য়/৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষা, খালাসী, ২০২২] ১১২. ক
ক. গরল খ. বিষাক্ত গ. তিক্ত ঘ. বিরল

১১৩. 'ইদানীং' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [CHCP কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার, ২০২২] ১১৩. ঘ
ক. তদানীন খ. ততদিন গ. পরদিন ঘ. তদানীং
ব্যাখ্যা: ইদানীং অর্থ আজকাল, এ সময়। তদানীং অর্থ সেই সময়।

১১৪. নিচের কোন বিপরীত শব্দজোড় অশুদ্ধ? [বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, পদ: ওয়ারহাউস সুপারিনটেনডেন্ট ও ক্যাশিয়ার পদ, ২০২২] ১১৪. খ
ক. অন্তরঙ্গ - বহিরঙ্গ খ. উত্তম - মধ্যম
গ. আবশ্যিক - ঐচ্ছিক ঘ. শুষ্ক - সিক্ত
ব্যাখ্যা: "উত্তম - মধ্যম" অর্থ প্রহার। অন্তরঙ্গ - বহিরঙ্গ; আবশ্যিক - ঐচ্ছিক; শুষ্ক - সিক্ত এরা বিপরীত শব্দজোড়।

১১৫. বিপরীতার্থক শব্দের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ভুল? [NSI, Assistant Director ২০২১] ১১৫. ঘ
ক. অমৃত - গরল খ. তস্কর - সাধু গ. কৃশ - স্থূল ঘ. অর্বাচীন - আধুনিক
ব্যাখ্যা: অর্বাচীন অর্থ নবীন। অর্বাচীন ও আধুনিক সমার্থক শব্দ।

১১৬. ঠিক বিপরীতার্থক শব্দজোড় কোনটি? [NSI (ওয়াচার কনসটেবল) ফিল্ড স্টাফ ২০২১] ১১৬. ঘ
ক. পার্থিব-ইহলৌকিক খ. জঙ্গম-সন্ন্যাসী
গ. নিরক্ষর-স্বাক্ষর ঘ. অনুরাগ-বিরাগ
ব্যাখ্যা: পার্থিব - ইহলৌকিক সমার্থক শব্দ। নিরক্ষর - সাক্ষর বিপরীত শব্দ; স্বাক্ষর অর্থ হস্তাক্ষর। অনুরাগ অর্থ প্রেম, প্রীতি, সোহাগ। বিরাগ অর্থ ঔদাসীন্য, অনুরাগহীন, বিরক্তি।

১১৭. সঠিক বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) কম্পিউটার অপারেটর ২০২১] ১১৭. গ
ক. অবিনশ্বর - শ্বাশত খ. কুশ্রী - বিশ্রী
গ. প্রাচ্য - পাশ্চাত্য ঘ. হর্ষ - আনন্দ
ব্যাখ্যা: অবিনশ্বর - শ্বাশত, কুশ্রী - বিশ্রী, হর্ষ - আনন্দ এরা সমার্থক শব্দজোড়।

১১৮. 'গ্রহণ' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), কম্পিউটার অপারেটর ২০২১] ১১৮. ক
ক. বর্জন খ. পরিহার গ. অগ্রাহ্য ঘ. প্রদান

১১৯. 'ত্বরা' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [জীবন বীমা কর্পোরেশন; অফিস সহকারী ২০২১] ১১৯. ক
ক. বিলম্ব খ. অপেক্ষা গ. তাড়াতাড়ি ঘ. তাৎক্ষণিক
ব্যাখ্যা: ত্বরা অর্থ দ্রুত।

১২০. 'মধুর' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১] ১২০. খ
ক. মিষ্টি খ. তিক্ত গ. অম্লত্ব ঘ. মন্দ

১২১. 'ঔদার্য' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১] ১২১. ক
ক. ম্লান খ. পতন গ. বিনয় ঘ. সাগরেদ
ব্যাখ্যা: 'ঔদার্য' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কার্পণ্য। ঔদার্য শব্দটি উদারতা, উজ্জ্বলতা, বড়ত্ব নির্দেশ করে। ম্লান শব্দটি উদারতার অভাব, অনুজ্জ্বলতা, নিচুতা নির্দেশ করে।

১২২. 'বিধি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [BSCIC Extension Officer Exam-2021] ১২২. গ
ক. বিরোধ খ. অবিধি গ. নিষেধ ঘ. নিষিদ্ধ

১২৩. 'অনুরক্ত' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল): সহকারি ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১] ১২৩. খ
ক. উক্ত খ. বিরক্ত গ. ত্যক্ত ঘ. উপরের সবগুলো

১২৪. 'তিমির' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? [শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর অফিস সহায়ক ২০২১] ১২৪. খ
ক. অন্ধকার খ. আলো গ. গভীর ঘ. মসৃণ
ব্যাখ্যা: তিমির অর্থ অন্ধকার।

Educationblog24.com

১২৫. 'ঔদার্য' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১] ১২৫. ক
ক. ম্লান খ. পতন গ. বিনয় ঘ. সাগরেদ
ব্যাখ্যা: 'ঔদার্য' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কার্পণ্য।

১২৬. 'চঞ্চল' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [জাতীয় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১] ১২৬. ক
ক. স্থির খ. দুষ্ট গ. বহমান ঘ. চঞ্চলা

১২৭. 'কৃতঘ্ন' এর বিপরীত শব্দ কী? [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০] ১২৭. খ
ক. অকৃতজ্ঞ খ. কৃতজ্ঞ গ. উপকারী ঘ. ক্ষতিকর

১২৮. 'যাযাবর' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০] ১২৮. ঘ
ক. সর্বজনীন খ. সার্বিক গ. স্থির ঘ. স্থায়ী
ব্যাখ্যা: যাযাবর অর্থ যে জাতির নিজস্ব আবাস নেই, যারা ভ্রাম্যমাণ, যারা ভবঘুরে।

১২৯. 'নানা' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স ২০১৭] ১২৯. D
A. তত B. বহু C. দুই D. এক
ব্যাখ্যা: নানা অর্থ বহু।

১৩০. 'অনুরাগ' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে- [পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ২০১৭] ১৩০. D
A. অনুগ্রহ B. অনুরক্ত C. অন্তর D. বিরাগ

১৩১. 'সচেষ্ট' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৭] ১৩১. C
A. নীরস B. সবল C. নিশ্চেষ্ট D. দুর্বল
ব্যাখ্যা: সচেষ্ট অর্থ যে চেষ্টায় আছে। নিশ্চেষ্ট অর্থ যে চেষ্টায় নেই।

১৩২. 'মুখ্য'-এর বিপরীতার্থক শব্দ— [বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার ২০১৭] ১৩২. B
A. প্রধান B. গৌণ C. সূক্ষ্ম D. গুণ্য
ব্যাখ্যা: মুখ্য অর্থ প্রধান। গৌণ অর্থ অপ্রধান।

১৩৩. 'চপল'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার ২০১৭] ১৩৩. B
A. ঠান্ডা B. রাশভারী C. চালাক D. সরল
ব্যাখ্যা: চপল অর্থ চঞ্চল। রাশভারী অর্থ গম্ভীর।

১৩৪. 'ঐচ্ছিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক ২০১৭] ১৩৪. C
A. আবশ্যক B. আবশ্যকীয় C. আবশ্যিক D. অত্যাবশ্যক

১৩৫. 'বন্ধুর' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক ২০১৭] ১৩৫. D
A. মিষ্টি B. মসৃণ C. অমসৃণ D. সমতল

১৩৬. 'প্রসারণ'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [১৪ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) - ২০১৭] ১৩৬. D
A. অপ্রসারণ B. অপসরণ C. আকিঞ্চন D. আকুঞ্চন
ব্যাখ্যা: আকিঞ্চন অর্থ দারিদ্র্য / কামনা। আকুঞ্চন অর্থ সংকোচন।

১৩৭. 'উত্তপ্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৬; প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তিস্তা) ২০১০] ১৩৭. A
A. শীতল B. শৈত্য C. বরফ D. শীত

১৩৮. ঐশ্বর্য এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) ২০১৬] ১৩৮. A
A. নিঃস্ব B. ঐচ্ছিক C. আসক্তি D. পারত্রিক
ব্যাখ্যা: ঐশ্বর্য শব্দটি বিশেষ্য যার অর্থ ধন, সম্পদ। নিঃস্ব শব্দটি বিশেষণ যার অর্থ নিঃসম্বল, দরিদ্র।

১৩৯. দুহিতা - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [১৩ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৬] ১৩৯. A
A. পুত্র B. কন্যা C. স্ত্রী D. স্বামী
ব্যাখ্যা: দুহিতা অর্থ কন্যা, মেয়ে।

১৪০. 'আবির্ভাব' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [১৩তম তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৬] ১৪০. C
A. অভাব B. স্বভাব C. তিরোভাব D. অনুভাব

Educationblog24.com

১৪১. 'বিরক্ত'-এর বিপরীত শব্দ- [জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৫]
A. শক্ত B. আনন্দ C. আদরণীয় D. অনুরক্ত — ১৪১. D

১৪২. 'আগমন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]
A. গমন B. নির্গমন C. প্রস্থান D. সটান — ১৪২. B,C
ব্যাখ্যা: সটান অর্থ একটানা, সোজাসুজি।

১৪৩. 'মরদ' এর বিপরীত লিঙ্গ কোনটি? [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]
A. মর্দ B. জেনানা C. জেনানী D. মরদী — ১৪৩. B
ব্যাখ্যা: মরদ, মর্দ অর্থ পুরুষ। জেনানা অর্থ নারী।

১৪৪. 'গ্রহণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৫]
A. পরিহার B. বর্জন C. অগ্রাহ্য D. প্রদান — ১৪৪. B

১৪৫. 'তেজী' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [১২তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৫]
A. দুর্বল B. রুগ্‌ণ C. নিস্তেজ D. সতেজ — ১৪৫. C

১৪৬. 'অনুমোদিত' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]
A. অননুমেয় B. অনাবশ্যক C. অননুমোদিত D. মতানৈক্য — ১৪৬. C
ব্যাখ্যা: অনুমোদিত অর্থ যা অনুমোদন পেয়েছে। অননুমোদিত অর্থ যা অনুমোদন পায়নি।

১৪৭. কোন শব্দটি 'সিক্ত'র বিপরীত? [১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]
A. অর্জন B. বর্জন C. শুষ্ক D. তীব্র — ১৪৭. C
ব্যাখ্যা: সিক্ত অর্থ ভেজা।

১৪৮. 'নির্মল' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৫ জেলা), ২০১৫]
A. অনির্মল B. পঙ্কিল C. অপরিষ্কার D. নোংরা — ১৪৮. B
ব্যাখ্যা: নির্মল অর্থ আবর্জনাহীন, মলহীন। পঙ্কিল অর্থ আবর্জনাযুক্ত, মলযুক্ত।

১৪৯. 'বিদিত' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২২ জেলা), ২০১৫]
A. গৃহীত B. বির্দীণ C. বিসর্জন D. অজ্ঞাত — ১৪৯. D
ব্যাখ্যা: বিদিত অর্থ জ্ঞাত, জানানো হয়েছে এমন।

১৫০. 'উত্থান' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ২০১৪]
A. উন্মোচন B. পতন C. অবতান D. অবসান — ১৫০. B
ব্যাখ্যা: অবতান অর্থ বিস্তার।

১৫১. 'স্থাবর' শব্দের সঠিক বিপরীত শব্দ কোনটি? [৯ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৪]
A. জঙ্গণ B. স্থাবরহীন C. জঙ্গম D. স্থাবরবিহীন — ১৫১. C

১৫২. 'বিধি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [১০তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]
A. বিরোধ B. অবিধি C. নিষেধ D. নিষিদ্ধ — ১৫২. C

১৫৩. 'শোক' শব্দের বিপরীত- [১১তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৪]
A. দুঃখ B. হর্ষ C. অনুতপ্ত D. ব্যথা — ১৫৩. B
ব্যাখ্যা: হর্ষ অর্থ আনন্দ, প্রসন্নতা, প্রফুল্লতা। শোক অর্থ প্রিয়জনের মৃত্যু ইত্যাদির ফলে দুঃখ।

১৫৪. 'পাশ্চাত্য' শব্দের বিপরীত শব্দ- [নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]
A. প্রতীচ্য B. প্রাচ্য C. পশ্চিমা D. পূর্ব-পশ্চিম — ১৫৪. B
ব্যাখ্যা: প্রতীচ্য অর্থ পাশ্চাত্য। পশ্চিমা অর্থ পাশ্চাত্যের অধিবাসী।

১৫৫. প্রাচী - শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৩]
A. প্রাচীতী B. প্রতীচী C. প্রতিচী D. প্রীতিচী — ১৫৫. B
ব্যাখ্যা: প্রাচী অর্থ প্রাচ্য, পূর্ব। প্রতীচী অর্থ পশ্চিম, পাশ্চাত্য।

১৫৬. ঔদ্ধত্য - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]
A. স্তব্ধ B. বিনয় C. গম্ভীর D. মাথানত করা — ১৫৬. B

Educationblog24.com

১৫৭. 'চিরন্তন' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩ (সুরমা)]
A. পুরাতন B. ক্ষণকালীন C. তিরোভাব D. পরলোক
ব্যাখ্যা: চিরন্তন অর্থ যা সবসময় বিরাজমান। ১৫৭. B

১৫৮. 'নিমগ্ন' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩ (শীতলক্ষ্যা)]
A. উদাসীন B. জাগরিত C. অপকর্য D. নিস্তেজ
ব্যাখ্যা: নিমগ্ন অর্থ ডুবে আছে এমন, খুবই মনোযোগী। ১৫৮. A

১৫৯. 'আকস্মিক' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [অর্থ মন্ত্রণালয়ের সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর ক্লাস্টার আইটি অ্যাসিসটেন্ট/ডাটা অপারেটর ২০১২]
A. হঠাৎ B. চিরন্তন C. তিরোভাব D. স্থির
ব্যাখ্যা: আকস্মিক অর্থ হঠাৎ, ক্ষণকালীন। চিরন্তন অর্থ চিরকালীন, সর্বদা বিরাজমান। ১৫৯. B

১৬০. 'চঞ্চল' - এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১১]
A. বিচল B. অবিচল C. প্রচল D. নিশ্চল
ব্যাখ্যা: অবিচল অর্থ যা বিচলিত হয় না বা নড়ে না। ১৬০. B, D

১৬১. 'ক্ষতি' - এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]
A. অনুকূল B. ব্যবসা C. সামান্য D. ফায়দা
ব্যাখ্যা: ফায়দা অর্থ লাভ। ১৬১. D

১৬২. 'ঝানু' - এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]
A. চতুর B. পটু C. অপটু D. চালাক
ব্যাখ্যা: ঝানু এর সমার্থক পটু। ১৬২. C

১৬৩. 'উদ্ধত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১২]
A. অবনত B. বিনীত C. আনত D. নত
ব্যাখ্যা: উদ্ধত অর্থ বিনয়ী নয় এমন। বিনীত অর্থ বিনয়ী এমন। ১৬৩. B

১৬৪. নেতিবাচক শব্দের বিপরীত অর্থ কোনটি? [পরিবার পরিকল্পনা সহকারী/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ২০১১]
A. অর্থবাচক B. ইতিবাচক C. সমার্থক D. অস্তিবাচক
ব্যাখ্যা: নেতিবাচক - Negative (এটি 'না' - অর্থে ব্যবহৃত হয়)। ইতিবাচক - Positive (এটি হ্যাঁ - অর্থে ব্যবহৃত হয়)। ১৬৪. B

১৬৫. 'ঐচ্ছিক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (কারিগরি) ২০১১]
A. আবশ্যক B. আবশ্যকীয় C. আবশ্যিক D. অনিচ্ছুক ১৬৫. C

১৬৬. সঠিক বিপরীত শব্দজোড়া [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, অফিস সহকারী ২০১১]
A. ইষ্ট-শিষ্ট B. সঞ্চয়-অপচয় C. আগ্রহ-নিগ্রহ D. আগ্রহ-প্রগ্রহ
ব্যাখ্যা: ইষ্ট অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল। শিষ্ট অর্থ শান্ত, ভদ্র, বিনীত। নিগ্রহ অর্থ অত্যাচার, নিপীড়ন। প্রগ্রহ অর্থ লাগাম, বন্ধন। ১৬৬. B

১৬৭. 'অনাবিল' শব্দের বিপরীত শব্দ: [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]
A. আবিল B. নাবিল C. আনাবিল D. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: অনাবিল অর্থ ময়লাহীন, মলহীন। আবিল অর্থ মলযুক্ত, পাপযুক্ত। ১৬৭. A

১৬৮. 'ধীর' শব্দের বিপরীত শব্দ: [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]
A. দ্রুত B. অধীর C. বধীর D. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: অপশনে দ্রুত না থাকলে অধীর উত্তর হবে। ১৬৮. A

১৬৯. 'শ্রীযুক্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ: [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]
A. শ্রী অযুক্ত B. শ্রীবিহীন C. শ্রীহীন D. শ্রীমতি
ব্যাখ্যা: শ্রীযুক্ত অর্থ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। শ্রীহীন অর্থ সৌন্দর্য বিহীন। শ্রীমান এর স্ত্রীলিঙ্গ শ্রীমতি। ১৬৯. C

Educationblog24.com

১৭০. 'ধনবান' শব্দের বিপরীত শব্দ: [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১] ১৭০. A
A. ধনহীন B. ধনাঢ্য C. ধনবান্য D. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ধনাঢ্য অর্থ ধনবান।

১৭১. 'বিধি' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ২০১১] ১৭১. D
A. নিয়ম B. অনিয়ম C. প্রথা D. নিষেধ

১৭২. 'হিত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট ২০১০] ১৭২. B
A. বিহিত B. অহিত C. সুহৃদ D. বিপরীত
ব্যাখ্যা: হিত অর্থ কল্যাণ। অহিত অর্থ অকল্যাণ। সুহৃদ অর্থ উত্তম হৃদয় এমন, বন্ধু। বিহিত অর্থ বিধান, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা।

১৭৩. 'প্রশান্তি' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে- [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০০৬] ১৭৩. A
A. অশান্তি B. নিন্দা C. দুশ্চিন্তা D. চঞ্চলতা

১৭৪. 'বন্ধন' এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে- [শ্রম মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০০৫] ১৭৪. C
A. মুক্ত B. উন্মুক্ত C. মুক্তি D. খোলা
ব্যাখ্যা: বন্ধন শব্দটি বিশেষ্য যার অর্থ বাঁধন, সম্পর্ক স্থাপন, সংযোজন।

১৭৫. 'চপল' এর বিপরীত শব্দ- [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১] ১৭৫. B, D
A. স্তব্ধ B. রাশভারী C. ঠান্ডা D. গম্ভীর

১৭৬. 'উদার' এর বিপরীতার্থক শব্দ- [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক ২০০৩] ১৭৬. C
A. কঠিন B. কোমল C. সংকীর্ণ D. হৃদয়বান

১৭৭. 'চাক্ষুষ' এর বিপরীত শব্দ- [প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক (করতোয়া) ২০১৩] ১৭৭. A
A. অগোচর B. নিরিবিলি C. অদৃশ্য D. নিভৃত
ব্যাখ্যা: চাক্ষুষ অর্থ সরাসরি, প্রকাশ্যে।

১৭৮. 'কোমল' এর বিপরীতার্থক শব্দ- [পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডাটা প্রসেসিং অপারেটর ২০০২] ১৭৮. A
A. কর্কশ B. কঠিন C. শক্ত D. মমত্ব

১৭৯. 'নির্মল' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সুরমা) ২০১২] ১৭৯. A
A. পঙ্কিল B. অপরিষ্কার C. নোংরা D. অনির্মল

১৮০. 'কুটিল' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০১২] ১৮০. C
A. সোজা B. অকৃত্রিম C. সরল D. অকুটিল

১৮১. 'তিমির' এর বিপরীতার্থক শব্দ - [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা) ২০১২] ১৮১. A
A. আলোক B. অন্ধকার C. কালো D. তিরস্কার
ব্যাখ্যা: তিমির শব্দের সমার্থক অন্ধকার।

University MCQ Solution

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮২. নিচের কোন শব্দজোড় বিপরীত? [ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫] ১৮২. ব্যাখ্যা
ক. নীরত-বিরত খ. নিথর-নিস্পন্দ গ. তট-তীর ঘ. বিরাগ-অবজ্ঞা
ব্যাখ্যা: নিরত মানে নিয়োজিত বা নির্বিচারে লিপ্ত থাকা। বিরত মানে বিরতি নেওয়া বা কিছু থেকে দূরে থাকা। নীরত অর্থই বিরত; তবে প্রশ্নে নীরত বানানে ভুল ছিল, তা হবে 'নিরত'। নিথর এবং নিস্পন্দ সমার্থক শব্দ। দুটির অর্থই হলো স্থির বা গতিহীন। তট এবং তীর সমার্থক শব্দ। দুটির অর্থই হলো নদীর পাড় বা কিনারা। বিরাগ এবং অবজ্ঞা সমার্থক শব্দ। দুটির অর্থই হলো ঘৃণা বা অনীহা।

১৮৩. 'হরণ' -এর বিপরীত শব্দ- [ঢাবি চ ইউনিট ২০২৪-২৫; ঢাবি গ ইউনিট ২০১১-১২] ১৮৩. খ
ক. অপহরণ খ. পূরণ গ. গ্রহণ ঘ. বর্জন
ব্যাখ্যা: অপহরণ- মুক্তি; গ্রহণ- বর্জন।

Educationblog24.com

১৮৪. কোন শব্দজোড় বিপরীত নয়? [ক ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. প্রাচ্য - প্রতীচ্য
খ. আবাহন - বিসর্জন
গ. অনন্ত - স্বতন্ত্র
ঘ. জঙ্গম - স্থবির
ব্যাখ্যা: অনন্ত - সান্ত। স্বতন্ত্র অর্থ স্বাধীন, ভিন্ন, পৃথক।
১৮৪. গ

১৮৫. 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [গ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. অপচয়
খ. নির্ভয়
গ. বিস্ময়
ঘ. প্রত্যয়
ব্যাখ্যা: সংশয় অর্থ সন্দেহ, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা বোধ। প্রত্যয় অর্থ প্রতীতি, বিশ্বাস। ভয় - নির্ভয়; সঞ্চয় - অপচয়।
১৮৫. ঘ

১৮৬. যথার্থ বিপরীত শব্দযুগল- [চ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. অনাবিল - অপচয়
খ. বন্ধন - বিষাদ
গ. অতিকায় - বৃহদাকার
ঘ. চাক্ষুষ - অগোচর
ব্যাখ্যা: ক. অনাবিল - আবিল; অনাবিল অর্থ- যা ঘোলা নয়, নির্মল। উপচয় - অপচয়। খ. বন্ধন - মুক্তি; বিষাদ - আনন্দ। গ. অতিকায় - ক্ষুদ্রকায়।
১৮৬. ঘ

১৮৭. 'ঋজু' শব্দের বিপরীত শব্দ - [ঢাবি গ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. শক্ত
খ. কঠিন
গ. জঙ্গম
ঘ. বঙ্কিম
ব্যাখ্যা: ঋজু অর্থ- সোজা, অবক্র। জঙ্গম অর্থ- গতিশীল; অস্থাবর। বঙ্কিম - ঈষৎ বক্র, বাঁকা।
১৮৭. ঘ

১৮৮. 'ভার্যা'র বিপরীত অর্থের শব্দ কোনটি? [ঢাবি ক ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. দার
খ. দয়িত
গ. বনিতা
ঘ. জায়া
ব্যাখ্যা: ভার্যা অর্থ স্ত্রী, বনিতা, জায়া। দয়িত অর্থ স্বামী।
১৮৮. খ

১৮৯. 'আকস্মিক' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [ঢাবি গ ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. তাৎক্ষণিক
খ. ইদানীং
গ. চিরন্তন
ঘ. অনির্দিষ্ট
১৮৯. গ

১৯০. 'কৃশ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [ঢাবি ঘ ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. হালকা
খ. ভারি
গ. লম্বা
ঘ. স্থূল
ব্যাখ্যা: কৃশ অর্থ চিকন, রোগা, শীর্ণ। স্থূল অর্থ মোটা, ভারী। ভারি অর্থ খুব, অত্যন্ত, অত্যধিক।
১৯০. ঘ

১৯১. 'স্থির' শব্দের বিপরীত শব্দ হলো- [ঢাবি ক ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. জঙ্গম
খ. কোলাহল
গ. উচ্চরব
ঘ. নিশ্চল
ব্যাখ্যা: জঙ্গম অর্থ গতিশীল, অস্থাবর।
১৯১. ক

১৯২. নিচের কোন শব্দজোড় বিপরীত নয়? [ঢাবি গ ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. প্রাচ্য-প্রতীচ্য
খ. আবাহন-বিসর্জন
গ. সাম্য-বৈষম্য
ঘ. যোজন-সংযোজন
ব্যাখ্যা: যোজন - সংযোজন প্রায় সমার্থক। যোজন শব্দের বিপরীত হলো বিয়োজন। প্রাচ্য - প্রতীচ্য, আবাহন - বিসর্জন, সাম্য - বৈষম্য এরা বিপরীত শব্দজোড়।
১৯২. ঘ

১৯৩. 'সন্নিকৃষ্ট'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি ? [ঢাবি গ ২০১৮-২০১৯]
A. বিস্তৃত
B. বিশ্লিষ্ট
C. দূরবর্তী
D. বিপ্রকৃষ্ট
ব্যাখ্যা: সন্নিকৃষ্ট অর্থ অতিশয় নিকটবর্তী। বিপ্রকৃষ্ট অর্থ বিপরীত দিকে আকৃষ্ট, দূরবর্তী। বিশ্লিষ্ট অর্থ পৃথকীকৃত, বিচ্ছিন্ন।
১৯৩. D

১৯৪. 'উচাটন'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [ঢাবি ক ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. ঊর্ধ্বটান
B. প্রশান্ত
C. উঁচু-নিচু
D. উত্তাল
১৯৪. B

১৯৫. 'নমনীয়তা'র বিপরীত শব্দ - [ঢাবি D ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. দৃঢ়তা
B. শক্তিময়তা
C. সদাশয়তা
D. কর্কশতা
ব্যাখ্যা: নমনীয়তা অর্থ নরম ও বিনয়ী স্বভাব।
১৯৫. A

১৯৬. 'তেজি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [ঢাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]
A. শিথিল
B. শান্ত
C. মন্দা
D. মন্থর
ব্যাখ্যা: তেজি অর্থ অবস্থা ভাল। মন্দা অর্থ অবস্থা খারাপ। শিথিল অর্থ ঢিলেঢালা। মন্থর অর্থ ধীর।
১৯৬. C

Educationblog24.com

১৯৭. বিপরীতার্থক শব্দজোড়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনটি অশুদ্ধ? *[ঢাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. আসমান - জমিন B. ইস্তফা - যোগদান
C. মৌলিক - যৌগিক D. ঐহিক - মানসিক
ব্যাখ্যা: আসমান - জমিন, ইস্তফা - যোগদান, মৌলিক - যৌগিক এরা বিপরীত শব্দজোড়। ঐহিক এর বিপরীত শব্দ পারত্রিক। ইস্তফা অর্থ ছেড়ে দেওয়া।
১৯৭. D

১৯৮. 'স্থির' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? *[ঢাবি C ২০১৫-১৬]*
A. সতত B. অচঞ্চল C. অস্থায়ী D. জঙ্গম E. স্থান
ব্যাখ্যা: জঙ্গম অর্থ অস্থাবর, চলমান।
১৯৮. D

১৯৯. 'ত্বরা' এর বিপরীত শব্দ - *[ঢাবি D ২০১৫-১৬]*
A. তাড়াতাড়ি B. তাৎক্ষণিক C. অপেক্ষা D. বিলম্ব
ব্যাখ্যা: ত্বরা অর্থ দ্রুত, তাড়াতাড়ি।
১৯৯. D

২০০. 'ক্ষিপ্র'– এর বিপরীত শব্দ - *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. দ্রুত খ. চতুর গ. মন্থর ঘ. চঞ্চল
ব্যাখ্যা: ক্ষিপ্র অর্থ অতিদ্রুত। মন্থর অর্থ ধীর।
২০০. গ

২০১. 'অর্থী'-র বিপরীত শব্দ- *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১২-১৩]*
A. প্রার্থী B. প্রত্যর্থী C. প্রার্থনাকারী D. যাচক
ব্যাখ্যা: যাচক অর্থ প্রার্থনাকারী।
২০১. B

২০২. বিপরীতার্থক শব্দ- *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১১-১২]*
A. ঐহিক, পারত্রিক B. হর্ম, হর্ম্য C. শসা, স্বসা D. শঠ, ষট্
ব্যাখ্যা: হর্ম্য অর্থ প্রাসাদ, বিরাট অট্টালিকা। শঠ অর্থ প্রতারক। ষট্ অর্থ ছয় সংখ্যা, সংখ্যক। স্বসা অর্থ বোন, ভগিনী। শসা মানে ফল বিশেষ; যা রেঁধে বা কাঁচা খাওয়া যায়।
২০২. A

২০৩. 'ক্ষতি'র বিপরীত শব্দ- *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১১-১২]*
A. ফায়দা B. সামান্য C. ব্যবসা D. অনুকূল
ব্যাখ্যা: ফায়দা অর্থ লাভ।
২০৩. A

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

২০৪. 'সখ্য'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[GST খ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. বৈর খ. অসখ্য গ. শত্রু ঘ. বিষণ্ন
ব্যাখ্যা: 'সখ্য' অর্থ বন্ধুত্ব বা সান্নিধ্য, আর 'বৈর' অর্থ শত্রুতা বা বিরোধ। তাই এ দুটি বিপরীতার্থক। উভয়ই বিশেষ্য পদ। বিপরীত শব্দ: শত্রু - মিত্র/বন্ধু; বিষণ্ন - প্রফুল্ল।
২০৪. ক

২০৫. 'সহসা' কোন শব্দের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়? *[GST B ইউনিট মানবিক শাখা ২০২২-২৩]*
ক. হঠাৎ খ. শীঘ্র গ. তাড়াতাড়ি ঘ. সত্বর
ব্যাখ্যা: সহসা অর্থ হঠাৎ। সত্বর অর্থ অতি দ্রুত।
২০৫. ক

২০৬. 'পালক' শব্দের বিপরীত শব্দ- *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B - ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]*
ক. নিপীড়ক খ. ধ্বংসকারী গ. ঘাতক ঘ. শোষক
২০৬. গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০৭. 'বেওয়া' শব্দের বিপরীত শব্দ... *[চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. ব্যাখ্যাতীত খ. বেগুনি গ. সধবা ঘ. খরস্রোতা
ব্যাখ্যা: বেওয়া অর্থ বিধবা। সধবা অর্থ যে নারীর স্বামী জীবিত আছে।
২০৭. গ

২০৮. 'শৌখিন' - এর বিপরীত শব্দ - *[চবি খ-১ উপ-ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. সচিত্র খ. শঙ্খ গ. পেশাদার ঘ. শ্যামল
ব্যাখ্যা: শৌখিন অর্থ - বিলাসী, শখ মেটায় এমন। শ্যামল - গৌরাঙ্গ।
২০৮. গ

Educationblog24.com

২০৯. "সন্নিধান" এর বিপরীত শব্দ কী? [চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০২) ২০২২-২৩]
ক. অন্তর্ধান খ. প্রতিদান গ. ব্যবধান ঘ. তিরোধান
ব্যাখ্যা: সন্নিধান অর্থ- নৈকট্য, নিকটে অবস্থান। তিরোধান, অন্তর্ধান অর্থ- মহাপুরুষের প্রয়াণ। ২০৯. গ

২১০. 'ভবিষ্যৎ' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [চবি B ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. পারিষদ খ. অতিপাত গ. ভূত ঘ. ঐরাবত
ব্যাখ্যা: ভূত অর্থ অতীত। পারিষদ অর্থ সভাসদ, সভার সভ্য, সদস্য। ২১০. গ

২১১. 'ঐকতান' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. ঐকবাদন খ. স্বরবিরোধ গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. কনসার্ট
ব্যাখ্যা: ঐকতান অর্থ সুরের মিল, ঐক্য। স্বরবিরোধ অর্থ স্বরের বিরোধ। কনসার্ট (Concert) শব্দটি ইংরেজি যার অর্থ বিভিন্ন কণ্ঠ বা যন্ত্র থেকে উত্থিত বিভিন্ন সুরের যোগে সৃষ্ট সম্মিলিত সুর। ২১১. খ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২১২. নৈসর্গিক - এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. নৈশ খ. নৈতিক গ. কৃত্রিম ঘ. স্বাভাবিক
ব্যাখ্যা: 'নৈসর্গিক' অর্থ প্রাকৃতিক আর 'কৃত্রিম' অর্থ মানুষের দ্বারা তৈরি বা অপ্রাকৃতিক। তাই এ দুটি বিপরীতার্থক। অন্যদিকে, স্বাভাবিক এবং নৈসর্গিক এরা সমার্থক শব্দজোড়। যার অর্থ প্রাকৃতিক। বিপরীত শব্দ: নৈশ - দিবাকালীন; নৈতিক - অনৈতিক; স্বাভাবিক - অস্বাভাবিক। ২১২. গ

২১৩. 'সন্ধি' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. বিগ্রহ খ. অসন্ধি গ. দুরভিসন্ধি ঘ. সন্দেহ
ব্যাখ্যা: সন্ধি অর্থ মিলন; আর বিগ্রহ অর্থ বিরোধ, বিচ্ছেদ। তাই এ দুটি শব্দ বিপরীতার্থক। বিপরীত শব্দ: দুরভিসন্ধি - সৎ উদ্দেশ্য; সন্দেহ - বিশ্বাস। ২১৩. ক

২১৪. 'বেওয়া' শব্দের বিপরীত শব্দ- [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সহোদরা খ. সধবা গ. বিধবা ঘ. কলত্র
ব্যাখ্যা: 'বেওয়া' অর্থ পতিপুত্রহীন অসহায় নারী (বিধবা) আর 'সধবা' অর্থ যে নারীর স্বামী জীবিত আছে। তাই এ দুটি শব্দ বিপরীতার্থক। বিপরীত শব্দ: বিধবা- সধবা; কলত্র (স্ত্রী) - ভর্তা (স্বামী)। ২১৪. খ

২১৫. 'সৃষ্টি'র বিপরীত শব্দ- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ২) ২০২৩-২৪]
ক. প্রলয় খ. অনাসৃষ্টি গ. ধ্বংস ঘ. অজন্মা
ব্যাখ্যা: প্রলয় শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে যার অর্থ সৃষ্টিনাশ, কেয়ামত, সর্বনাশ। অজন্মা অর্থ অপূর্ণ জন্ম, শস্য ফসল ইত্যাদির জন্ম না হওয়া। ২১৫. ক

২১৬. প্রাচ্যের বিপরীত শব্দ- [রাবি B ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]
ক. প্রতীচ্য খ. দুষ্প্রাচ্য গ. দুপ্রাচ্য ঘ. পাশ্চাত্য
ব্যাখ্যা: প্রাচ্য অর্থ পূর্ব। প্রতীচ্য অর্থ পশ্চিম। দুষ্প্রাচ্য - যা সহজে পরিপাক হয় না। পাশ্চাত্য অর্থ পশ্চিম দেশীয়, প্রতীচ্য, পশ্চিম দেশ থেকে আগত। ২১৬. ক, ঘ

২১৭. "আকুঞ্চন" শব্দের বিপরীত শব্দ- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২২-২৩]
ক. উত্তমর্ণ খ. উপযশ গ. প্রসারণ ঘ. বহিরঙ্গ
ব্যাখ্যা: আকুঞ্চন অর্থ সংকোচন। প্রসারণ অর্থ প্রসারের কাজ। বহিরঙ্গ অর্থ- বাইরের অঙ্গ, অপ্রধান। ২১৭. গ

২১৮. 'সুরভি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২২-২৩]
ক. নিন্দা খ. অশিষ্ট গ. চম্পক ঘ. পৃথিবী
ব্যাখ্যা: সুরভি এর বিপরীত পুতি। সুরভি অর্থ- সৌরভ, সুগন্ধযুক্ত। পুতি অর্থ- দুর্গন্ধযুক্ত। অপশন অনুযায়ী নিন্দা হয়। চম্পক অর্থ চম্পা, চাঁপা। ২১৮. ক

২১৯. 'ঈদৃশ' এর বিপরীত শব্দ- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ-৪) ২০২২-২৩]
ক. সদৃশ খ. এরকম গ. তাদৃশ ঘ. সাদৃশ
ব্যাখ্যা: তাদৃশ অর্থ- সেই রকম। সাদৃশ অর্থ- একই রকম। সদৃশ অর্থ- অনুরূপ। ঈদৃশ অর্থ- এই রকম। ২১৯. গ

Educationblog24.com

Educationblog24.com

২২০. 'কপট' এর বিপরীত শব্দ - [রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. হিতৈষী খ. সুহৃদ গ. মিত্র ঘ. সাধু
২২০. খ

২২১. 'আঁটি' এর বিপরীত শব্দ - [রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. সাঁস খ. শাষ গ. শাঁস ঘ. শাঁষ
২২১. গ
ব্যাখ্যা: আঁটি অর্থ ফলের মধ্যস্থ বড় বীজ বা বিচি। শাঁস অর্থ ফলের ভিতরের সার ভাগ।

২২২. 'বিহান' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? [রাবি A ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. সোহান B. সন্ধ্যা C. বিশ্ব D. মাস
২২২. B

২২৩. 'খাতক' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [রাবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. মহাজন B. ক্ষতিকারক C. খ্যাতনামা D. ধনবান
২২৩. A

২২৪. 'অপচয়' শব্দের বিপরীত শব্দ- [রাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. সাশ্রয় B. সঞ্চয় C. কৃচ্ছ্র D. কৃপণতা
২২৪. B
ব্যাখ্যা: কৃচ্ছ্র অর্থ কষ্টসাধ্য।

২২৫. 'কুন্তলা'র বিপরীত শব্দ কোনটি? [রাবি E ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. স্বামী B. স্ত্রী C. কন্যা D. দেবর
২২৫. A
ব্যাখ্যা: কুন্তলা অর্থ কেশযুক্তা বা কেশযুক্ত নারী। কুন্তলা শব্দের বিপরীত হলো কুন্তল। কুন্তল অর্থ কেশযুক্ত বা কেশযুক্ত পুরুষ। অপশনে কেশযুক্ত পুরুষ এর স্থলে স্বামী শব্দটি দেওয়া হয়েছে।

২২৬. 'তীক্ষ্ণ' শব্দের বিপরীত শব্দ- [রাবি E -ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. কর্কশ B. স্থূল C. সূক্ষ্ম D. মৃদু
২২৬.B
ব্যাখ্যা: তীক্ষ্ণ অর্থ চিকন। স্থূল অর্থ মোটা।

২২৭. 'অনুরাগ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? [রাবি A ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. রাগ B. বিরাগ C. ক্ষোভ D. রুদ্র
২২৭.B
ব্যাখ্যা: রুদ্র ভীষণ, শিবের সংহারমূর্তি।

২২৮. 'পামর' শব্দটির বিপরীতার্থক কী হবে? [রাবি B ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. পাষাণ খ. দয়ালু গ. পুণ্যবান ঘ. মহাত্মা
২২৮.ঘ
ব্যাখ্যা: পামর অর্থ পাপী। মহাত্মা অর্থ মহান আত্মা যার।

২২৯. 'ধবল' - এর বিপরীত শব্দ - [রাবি E ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. সাদা খ. কৃষ্টি গ. স্বচ্ছ ঘ. কৃষ্ণ
২২৯. ঘ
ব্যাখ্যা: ধবল অর্থ সাদা। কৃষ্ণ অর্থ কালো। কৃষ্টি অর্থ সংস্কৃতি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৩০. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক? [জাবি B ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. গোরু খ. মূর্খ গ. গো ঘ. খগ
২৩০. খ
ব্যাখ্যা: খগ অর্থ- পাখি। মূর্খ অর্থ- বোকা, নির্বোধ।

২৩১. 'শ্লথ' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? [জাবি গ - ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. হ্রস্ব খ. জ্ঞেয় গ. ত্বরিত ঘ. শিষ্ট
২৩১. গ
ব্যাখ্যা: শ্লথ অর্থ বিলম্ব। ত্বরিত অর্থ দ্রুত। হ্রস্ব অর্থ ছোট। জ্ঞেয় অর্থ জানার যোগ্য। শিষ্ট অর্থ ভদ্র।

২৩২. 'ঢেংগা' শব্দের বিপরীতার্থক হলো- [জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. খাটো খ. লম্বা গ. ফর্সা ঘ. শ্যাম
২৩২. ক
ব্যাখ্যা: ঢেংগা অর্থ লম্বা। শ্যাম অর্থ সবুজবর্ণ, কালো রং, ফর্সা নয় এমন।

২৩৩. 'উন' শব্দের বিপরীতার্থক হলো- [জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. খালি খ. শূন্য গ. ভর্তি ঘ. মিত
২৩৩. গ
ব্যাখ্যা: উন শব্দটি উনো, উন এভাবে লেখা যায়। উন অর্থ খালি, কম। মিত অর্থ অল্প, পরিমিত।

Educationblog24.com

২৩৪. 'ধৃত' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি? *[জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ধূর্ত খ. ধীর গ. মুক্ত ঘ. মন্তর
ব্যাখ্যা: ধূর্ত অর্থ অতি চালাক। ধৃত অর্থ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন। ২৩৪. গ

২৩৫. 'ফলন্ত' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি? *[জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নিষ্ফলা খ. অফলা গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: ফলন্ত অর্থ ফল ধরেছে এমন, ফলবান। নিষ্ফলা অর্থ ফলহীন, অফলা। ২৩৫. গ

২৩৬. 'ফরিয়াদি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি খ ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. বলবান B. আসামি C. বিরাগী D. বিনীত
ব্যাখ্যা: ফরিয়াদি অর্থ অভিযোগকারী। ২৩৬. B

২৩৭. 'দরাজ' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? *[জাবি H ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. উদার B. সংকীর্ণ C. দৃঢ় D. নবীন
ব্যাখ্যা: দরাজ অর্থ উদার। ২৩৭. B

২৩৮. 'ঔদার্য' এর বিপরীত শব্দ- *[জাবি বি ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. বিনয় খ. অনৈক্য গ. কার্পণ্য ঘ. কুটিল
ব্যাখ্যা: ঔদার্য অর্থ উদারতা। কার্পণ্য অর্থ কৃপণতা। কুটিল অর্থ অসরল, খল, কপট। ২৩৮.গ

২৩৯. 'একান্ন' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[জাবি F ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. একসাথে খ. পৃথগান্ন গ. পোলাও ঘ. পৃথক
ব্যাখ্যা: একান্ন অর্থ একত্রে আহারকারী, যৌথ পরিবার। পৃথগান্ন অর্থ আলাদা আহারকারী, একক পরিবার। ২৩৯.খ

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

২৪০. 'উগ্র' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? *[কুবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. ব্যগ্র খ. সৌম্য গ. পতন ঘ. অন্ত
ব্যাখ্যা: 'উগ্র' অর্থ তীব্র, উৎকট; আর 'সৌম্য' অর্থ প্রশান্ত, ধীর, স্থির। তাই এ দুটি বিপরীতার্থক। বিপরীত শব্দ: ব্যগ্র - বিমুখ; পতন - উত্থান; অন্ত - আদি। ২৪০. খ

২৪১. 'সাম্য' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? *[কুবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. সখ্য খ. একত্র গ. বন্ধন ঘ. বৈষম্য
ব্যাখ্যা: 'সাম্য' অর্থ সমতা বা সমান অবস্থা; আর 'বৈষম্য' অর্থ অসমতা, পার্থক্য। তাই এ দুটি বিপরীতার্থক। বিপরীত শব্দ: সখ্য - বৈর / শত্রুতা; একত্র - বিচ্ছিন্ন; বন্ধন - মুক্তি। ২৪১. ঘ

২৪২. 'অর্বাচীন' - এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[কুবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. প্রাচীন খ. অনশন গ. নির্গমন ঘ. বিকর্ষণ
ব্যাখ্যা: অর্বাচীন অর্থ অপরিণত বুদ্ধি বা আধুনিক। প্রাচীন অর্থ পুরোনো, আদিম বা অনেক দিনের আগের। বিপরীত শব্দ: অনশন - আহার; নির্গমন - প্রবেশ; বিকর্ষণ -আকর্ষণ। ২৪২. ক

২৪৩. 'উষর' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[হাবিপ্রবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. উর্বর খ. সরল গ. নশ্বর ঘ. সবকটি
ব্যাখ্যা: উষর অর্থ যে জমিতে ফসল হয় না বা উৎপাদন ক্ষমতা কম, এমন অনুর্বর ভূমি। উর্বর অর্থ যে জমিতে ভালো ফসল হয় বা উৎপাদন ক্ষমতা বেশি, এমন ভূমি। বিপরীত শব্দ: সরল - জটিল বা বক্র; নশ্বর - অবিনশ্বর বা শাশ্বত। ২৪৩. ক

২৪৪. 'প্রখরতা' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে কোনটি- *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]*
ক. সামান্য খ. স্নিগ্ধতা গ. দুর্বল ঘ. ক্ষীণ
ব্যাখ্যা: প্রখরতা অর্থ প্রচণ্ডতা, তীক্ষ্ণতা বা তীব্রতা। স্নিগ্ধতা অর্থ কোমলতা, শান্তভাব বা শীতলতা। বিপরীত শব্দ: সামান্য - প্রচুর বা অতিরিক্ত; দুর্বল - সবল বা শক্তিশালী; ক্ষীণ - স্থূল বা পুষ্ট। ২৪৪. খ

২৪৫. 'প্রচ্ছন্ন' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? *[বিএসসি ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪]*
ক. ব্যক্ত খ. পরোক্ষ গ. বিষণ্ন ঘ. প্রস্থান
ব্যাখ্যা: প্রচ্ছন্ন অর্থ আবৃত, গুপ্ত, লুক্কায়িত, অপ্রকাশিত। প্রস্থান এর বিপরীত আগমন। ২৪৫. ক

Educationblog24.com

২৪৬. 'মনীষা' শব্দের বিপরীত শব্দ - *[BUP FASS ইউনিট - ২০২১-২২]*

ক. প্রভা খ. স্থিরতা গ. মনস্বিতা ঘ. নির্বুদ্ধিতা

ব্যাখ্যা: মনীষা অর্থ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগরিমা। মনস্বিতা - প্রজ্ঞা, উদারতা।

২৪৬. ঘ

২৪৭. বিপরীত শব্দ একে অন্যের কী? *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি পরীক্ষা - ২০২১]*

ক. ভিন্নার্থক খ. পরিপূরক গ. সমার্থক ঘ. সদার্থক

২৪৭. খ

২৪৮. 'ইচ্ছুক' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি? *[খুবি B ইউনিট, ২০১৬-১৭]*

A. নিচ্ছুক B. অনিচ্ছুক C. তুষ্টি D. রিষ

ব্যাখ্যা: রিষ অর্থ প্রতিহিংসা, দ্বেষ।

২৪৮. B

২৪৯. 'উদ্যত' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[হামো দানেশ বি ও প্রবি G ২০১৫-১৬]*

A. নীরব B. স্থির C. শান্ত D. নিস্পৃহ

ব্যাখ্যা: উদ্যত অর্থ উন্মুখ, প্রবৃত্ত। নিস্পৃহ অর্থ বাসনাশূন্য, বাসনাহীন।

২৪৯. C

২৫০. 'ডাগর' এর বিপরীত শব্দ কোনটি? *[হামো দানেশ বি ও প্রবি C ২০১৫-১৬]*

A. ছোট B. মলিন C. কুৎসিত D. স্বল্প

ব্যাখ্যা: ডাগর অর্থ বড়।

২৫০. A

২৫১. নিচের জোড় শব্দগুলোর মধ্যে কোন দুটি শব্দ বিপরীতার্থক নয়? *[জবি ঘ ইউনিট ২০১৪-১৫]*

ক. আপদ-বিপদ খ. আকাশ-পাতাল গ. আলো-আঁধার ঘ. আয়-ব্যয়

ব্যাখ্যা: আকাশ-পাতাল, আলো-আঁধার, আয়-ব্যয় এরা বিপরীত শব্দজোড়। আপদ ও বিপদ সমার্থক।

২৫১. ক

২৫২. বিপরীতার্থক শব্দ নয়- *[ইবি B ইউনিট ২০১৪-১৫]*

ক. রূঢ়-যুবক খ. গৃহী-সন্ন্যাসী গ. আকুঞ্চন-প্রসারণ ঘ. স্থাবর-জঙ্গম

ব্যাখ্যা: রূঢ় অর্থ কর্কশ, রুক্ষ। গৃহী-সন্ন্যাসী, আকুঞ্চন-প্রসারণ, স্থাবর-জঙ্গম এরা বিপরীত শব্দজোড়।

২৫২. ক

২৫৩. 'এঁড়ে' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি? *[কুবি B ইউনিট ২০১৪-১৫]*

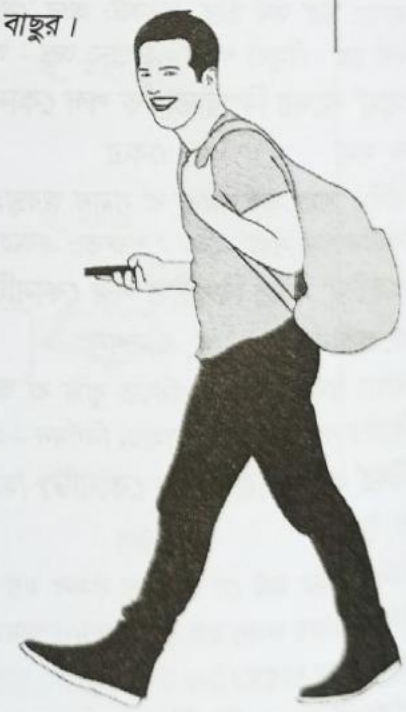
ক. বাছুর খ. গাভী গ. বকনা ঘ. বলদ

ব্যাখ্যা: এঁড়ে অর্থ ষাঁড়, বলদ যা পুরুষ জাতীয়। বকনা অর্থ নারী জাতীয় বাছুর।

২৫৩. গ

Educationblog24.com

আমরা খ্যাতিমান হতে চাই। কিন্তু খ্যাতির জন্যে নীরব সাধনা ও প্রয়োজনীয় কষ্ট স্বীকার করি না। ফলে সাধনাও হয় না, খ্যাতির শীর্ষেও পৌঁছতে পারি না।



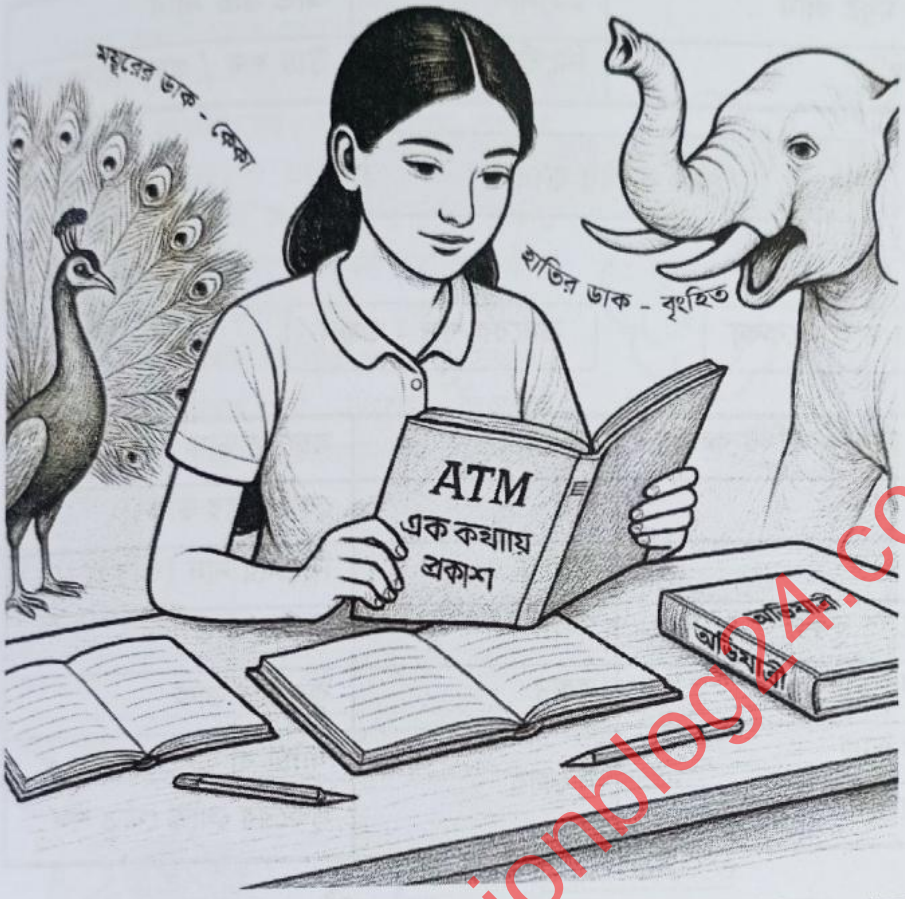


"Choose a work you love and you will never have to work a day in your life",

A famous quote by Confuci+us

Educationblog24.com

বাক্য সংকোচন



আমরা অনেকেই ছোটবেলায় প্রচুর ছড়া, গল্প এবং কবিতা মুখস্থ করেছি। সেগুলোর অধিকাংশই এখনো মনে আছে, কিন্তু এখন মনে হয় যেন আমাদের মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা আর নেই। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক চর্চা এবং অধ্যবসায় থাকলে যে কোনো বয়সেই মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব।

মুখস্থের ব্যাপারগুলো অনেকটা বিরক্তিকর এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ... ভাইয়ারা আপুরা প্রতিবার কিন্তু একটা না একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসে এবং আসবেও। তাহলে কি ঝুঁকিটা তুমি নিবে? ধর, এখানে অনেক পড়া আবার প্রশ্নও আসতে পারে ১টা; তাই বাদ দিয়ে দিলে। কিন্তু এটা মনে রাখবে তুমি না পড়লে বা না পড়তে চাইলে পড়ার মত এবং পারার মত হাজার হাজার শিক্ষার্থী আছে। তারা ঠিকই শিখে নিবে এবং তোমার চেয়ে বেশি মার্কও পাবে। আশা করি তুমি সেটা চাও না। তাহলে পড়ে নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

এক কথায় প্রকাশ এর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার চিন্তা থেকে যতটা সম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছি। তোমরা তোমাদের মত করে দেখে শুনে মুখস্থ করে নিবে। বিশেষ করে MCQ অংশটি ভালো করে পড়বে। MCQ অংশটি ভালো করে পড়লে সেখানে যতগুলোতে সমস্যায় পড়বে তার সবগুলো মূল অংশে এসে দেখে নিবে। আশা করি তোমাদের পরীক্ষায় এখান থেকে কমন পাবে।

☞ **বাক্য সংক্ষেপণ:** একটিমাত্র শব্দে একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য সংকোচন বা বাক্য সংক্ষেপণ বলে। অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ দিয়ে যখন একাধিক পদ বা একটি বাক্যাংশের (উপবাক্য) অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাক্য সংকোচন বলে।

☞ এখানে হীরকরাজ- শব্দের মাধ্যমে হীরক দেশের রাজা- এই তিনটি পদের অর্থই সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি পদ একত্রে একটি বাক্যাংশ বা উপবাক্যও বটে। অর্থাৎ হীরক দেশের রাজা- তিনটি পদ বা বাক্যাংশটির বাক্য সংকোচন হলো- হীরকরাজ।

☞ বন্ধুরা, পরীক্ষায় সাধারণত বাক্যটি দেয়া থাকে, তার এক কথায় প্রকাশটি জানতে চাওয়া হয়। তাহলে বাক্য আর এক কথায় প্রকাশের মধ্যে এক কথায় প্রকাশটি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে এক কথায় প্রকাশ অংশটি। তাই এক কথায় প্রকাশ অংশটি প্রথমে দেওয়া।

Educationblog24.com

ডাক ও ধ্বনি

কলতান	অব্যক্ত মধুর ধ্বনি	মহানাদ	অতি উচ্চ ধ্বনি
মন্দ্র	গম্ভীর ধ্বনি	নির্ঘোষ	উচ্চ শব্দ / প্রচণ্ড আওয়াজ

পশু পাখির ডাক



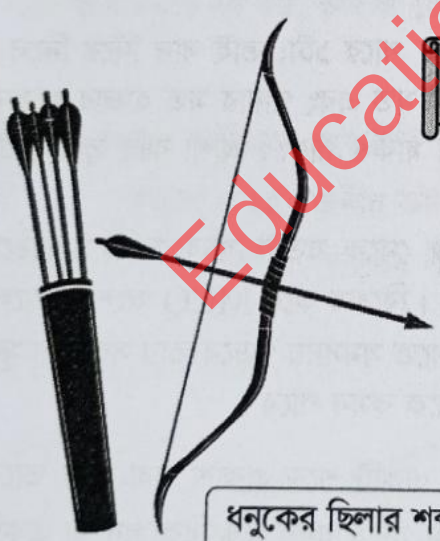
ময়ূরের ডাক - **কেকা**

ভ্রমরের শব্দ - **গুঞ্জন**

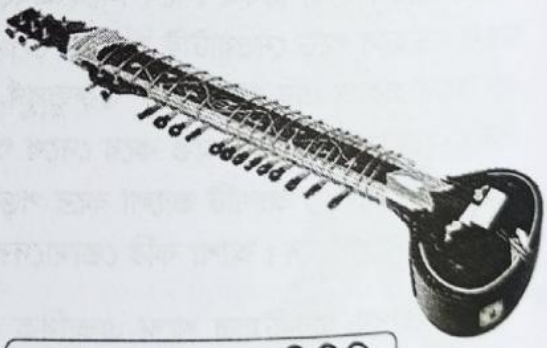


কূজন/ কাকলি	পাখির ডাক / পাখির কলরব	কেকা	ময়ূরের ডাক
হ্রেষা	অশ্বের ডাক	কুহু	কোকিলের ডাক
বৃংহিত/ বৃংহণ	হাতির ডাক	হুংকার	সিংহের নাদ (ডাক)
ক্রেঙ্কার	রাজহাঁসের কর্কশ ডাক	গর্জন	বাঘের ডাক
শকুনিবাদ	মোরগের ডাক	বুকন	কুকুরের ডাক
মকমক	ব্যাঙের ডাক	ঘূৎকার	প্যাঁচা বা উলূকের ডাক
গুঞ্জন	ভ্রমরের শব্দ		শূকরের ঘোঁত ঘোঁত শব্দ

বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি



ধনুকের ছিলার শব্দ - **টংকার**



সেতারের ঝংকার - **কিঙ্কিণি**

মর্মর	শুকনো পাতার শব্দ	টংকার	ধনুকের ছিলার শব্দ
মড়মড়	গাছ ভাঙার শব্দ	হুংকার	বীরের গর্জন
কিঙ্কিণি/ কিঙ্কিণী	সেতারের ঝংকার	ঝনৎকার	ঝনঝন শব্দ
শিঞ্জন	অলংকারের ধ্বনি	নিক্বণ	নূপুর / বীণার ধ্বনি
ঝংকার	বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি	ঝঞ্জন	অসির (তলোয়ার) ধ্বনি

Educationblog24.com

অন্যান্য ডাক ও ধ্বনি

❑ 'গুড়ুম' শব্দটি মূলত তোপের ধ্বনি, বন্দুকের শব্দ বা কোনো তীব্র বিস্ফোরকের আওয়াজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সহজ কথায়, কোনো কামান, বন্দুক বা বোমার বিকট শব্দকে আমরা মুখে 'গুড়ুম' বলে প্রকাশ করি। যেমন: যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই চারদিক থেকে গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শোনা গেল। আবার তোপধ্বনি একটি প্রচলিত সামরিক সম্মান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা বিশেষ দিবসকে তোপধ্বনির (কামান দাগা) মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়।



গুড়ুম	তোপের ধ্বনি *কামানের গোলার আওয়াজ*	নন্দিঘোষ	আনন্দজনক ধ্বনি *নন্দি অর্থ আনন্দজনক*
গুড়গুড়	মেঘের গর্জন	কল্লোল	সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ
জীমূতমন্দ্র	মেঘের ধ্বনি *জীমূত অর্থ মেঘ*	কলকল	স্রোতের ধ্বনি

Educationblog24.com



জয়ন্তী

ব্রিটিশ রানি এলিজাবেথ সিংহাসনে অধিষ্ঠানের ৬৫ বছর পূর্ণ করেছেন; আর এই ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়াই 'নীলা জয়ন্তী'

জয়োৎসব - জয়সূচক যে উৎসব / জয়ের জন্য যে উৎসব

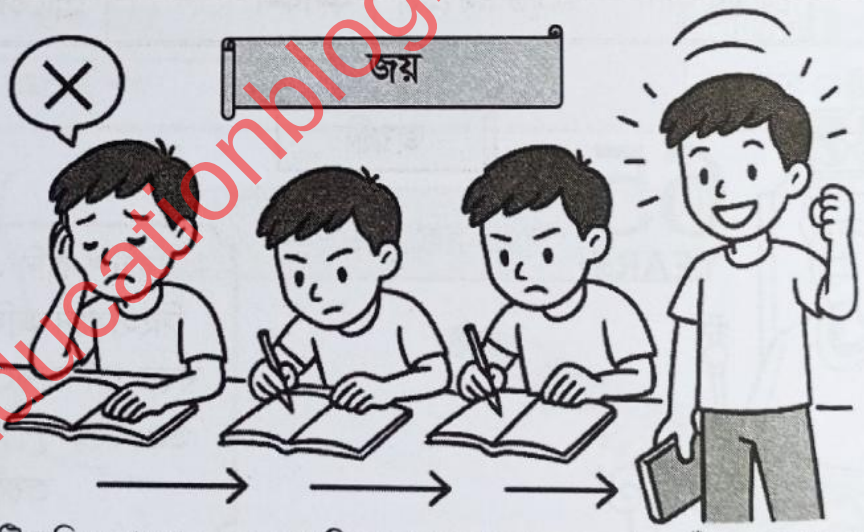
জয়ন্তী - বরেণ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পালনীয় উৎসব

বিভিন্ন জনপদে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা বা কোনো কিছুর প্রতিষ্ঠার সময়কালের সূত্র ধরে জয়ন্তী বা জুবিলির কথা শোনা যায়। জুবিলি (Jubilee) অর্থ হলো উৎসব মুখর পরিবেশে জন্মতিথি পালন। এটাকে বাংলায় বলা হয় জয়ন্তী। ইংরেজি Jubilee শব্দটি এসেছে ফ্রান্স শব্দ Bubile এর অপভ্রংশ থেকে। এর প্রবর্তন হয়েছে প্রাচীন রোমান সভ্যতা থেকে।

মাসিক	১ মাস পূর্তি	ত্রৈমাসিক	৩ মাস পূর্তি
ষাণ্মাসিক	৬ মাস পূর্তি	বাৎসরিক / বার্ষিক	১ বছর পূর্তি
এক দশক	১০ বছর পূর্তি	এক যুগ	১২ বছর পূর্তি

Educationblog24.com

রজত/রৌপ্যজয়ন্তী Silver Jubilee	২৫ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান	**মুক্তোজয়ন্তী** Pearl Jubilee	৩০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান
প্রবালজয়ন্তী Coral Jubilee	৩৫ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান	**রুবি বা চুনিজয়ন্তী** Ruby Jubilee	৪০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান
সুবর্ণ বা স্বর্ণজয়ন্তী Golden Jubilee	৫০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান	**হীরকজয়ন্তী** Diamond Jubilee	৬০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান
নীলাজয়ন্তী Sapphire Jubilee	৬৫ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান	**প্লাটিনামজয়ন্তী** Platinum Jubilee	৭৫ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান
শতবার্ষিক Centenary Jubilee	১০০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান	**সার্ধশতবর্ষ** Sesquicentennial	১৫০ বছর পূর্তি *'সহ অর্ধ (৫০) আর 'শত' (১০০) এ দুয়ে মিলে সার্ধশত (১৫০)। অর্থাৎ শত এর সাথে অর্ধশত মিলেই সার্ধশত হয়।*
দ্বিশতবর্ষ Bicentenary/ Bicentennial	২০০ বছর পূর্তি	**সহস্রাব্দ**	১০০০ বছর পূর্তি



'পারিব না' একথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার; পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, পার কি না পার কর যতন আবার, একবার না পারিলে দেখ শতবার। - কালীপ্রসন্ন ঘোষ

জয়োৎসব	জয়ের জন্য যে উৎসব	**শত্রুজিৎ**	শত্রুকে জয় করেন যিনি
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি *ইন্দ্র - দেবতাদের রাজা। ইন্দ্রজিৎ - মেঘনাদ; রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র।*	**অরিজিৎ**	অরিকে (শত্রু) জয় করেন যিনি *শত্রুদের যে সহজে পরাজিত করতে পারেন। শত্রুদমনকারক।*
শুভ তিথি	জয় সূচনা করে এরূপ তিথি *তিথি অর্থ চান্দ্র দিন বা শুভ সময়*	**জিতেন্দ্রিয়**	ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি *যে সমস্ত যন্ত্র বা অঙ্গের দ্বারা কোনো পদার্থ বা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় তাকে ইন্দ্রিয় বলে।*

Educationblog24.com

ইচ্ছা



যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তুমি পারবে। তবে তুমি পারবে। আর এটাই ইচ্ছাশক্তি।

এক টানা মুখস্থ

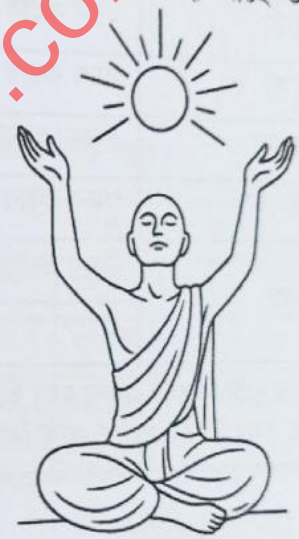


যদি তোমার জয় করার ইচ্ছা থাকে তবে রাস্তা আপনা আপনি বের হবে। তা হয় আজ নয়তো কাল।

☞ **বাক্যের শেষে 'ইচ্ছা' থাকলে এক কথায় প্রকাশে শব্দের শেষে আ-কার (া) হবে। আর 'ইচ্ছুক' থাকলে এক কথায় প্রকাশে শব্দের শেষে উ-কার (ু) হবে।** *ইচ্ছা বা ইচ্ছুক যেটাই আসুক আশা করি আপনারা পারবেন। নিচের যে সকল এক কথায় প্রকাশে ইচ্ছা আছে তাদের সাথে ইচ্ছুক লাগিয়ে এক কথায় প্রকাশ অনুশীলন করে নিবেন।*

☞ বাক্য সংকোচনের প্রথম বর্ণটির সাথে বাক্যের প্রথম বর্ণটি মিলে যায়। "বিবক্ষা - বলার ইচ্ছা" এখানে বাক্য সংকোচনের প্রথম বর্ণটি 'ব' বাক্যের প্রথম বর্ণটিও 'ব'। এভাবে মিলিয়েও মনে রাখতে পারেন, এতে পরীক্ষায় মিলিয়ে নিতে অনেক সহজ হবে।

☞ এখানে প্রথমে ইচ্ছা এবং ইচ্ছুক দিয়ে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো, আর বাকিগুলো নিজেরা করে নিবেন।



মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা - মুমুক্ষা

বিবক্ষা বিবক্ষু	বলার ইচ্ছা বলতে ইচ্ছুক	মুমুক্ষা মুমুক্ষু	মুক্তি লাভের/পাওয়ার ইচ্ছা মুক্তি পেতে ইচ্ছুক
বিবিক্ষা	প্রবেশ করার ইচ্ছা		
দিদৃক্ষা দিদৃক্ষু	দেখবার ইচ্ছা দেখতে ইচ্ছুক	বুভুক্ষা বুভুক্ষু	ভোজন করার ইচ্ছা ভোজন করতে ইচ্ছুক
সিসৃক্ষা সিসৃক্ষু	সৃষ্টি করার ইচ্ছা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক	জিগীষা বিজিগীষা	জয় করার ইচ্ছা বিজয় লাভের ইচ্ছা
যুযুৎসা যুযুৎসু	যুদ্ধ করার ইচ্ছা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক	অনুচিকীর্ষা অনুচিকীর্ষু	অনুকরণ করার ইচ্ছা অনুকরণ করতে ইচ্ছুক
তিতিক্ষা / চিক্ষমিষা	ক্ষমা করার ইচ্ছা *অপশনে দুটো থাকলে তিতিক্ষা উত্তর দিবেন*	অপচিকীর্ষা অপচিকীর্ষু	অপকার করার ইচ্ছা অপকার করতে ইচ্ছুক

Educationblog24.com

Educationblog24.com

উপচিকীর্ষা উপচিকীর্ষু	অন্যের উপকার করার ইচ্ছা অন্যের উপকার করতে ইচ্ছুক	প্রিয়চিকীর্ষা প্রিয়চিকীর্ষু	প্রিয় কাজ বা উপকার করার ইচ্ছা প্রিয় কাজ বা উপকার করতে ইচ্ছুক
ঠিক একইভাবে ইচ্ছা আর ইচ্ছুক দিয়ে নিচেরগুলোও শিখে নিবেন			
অনুসন্ধিৎসা	অনুসন্ধান করার ইচ্ছা	বিবমিষা	বমন বা বমি করার ইচ্ছা
অনুসন্ধিৎসু	অনুসন্ধান করার ইচ্ছুক	রিরংসা	রমণ বা সঙ্গমের ইচ্ছা
জিজ্ঞাসা	জানার ইচ্ছা	যদৃচ্ছা	যে রূপ ইচ্ছা
প্রতিচিকীর্ষা	প্রতিকার করার ইচ্ছা	মুমূর্ষা	মরণের ইচ্ছা/প্রাণ ত্যাগের ইচ্ছা
দিৎসা	দান করার ইচ্ছা	বিবৎসা	বাস করার ইচ্ছা
পিপাসা	পান করার ইচ্ছা	তিতীর্ষা	ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা
ক্ষুধা	খাওয়ার ইচ্ছা	লিপ্সা	লাভ করার ইচ্ছা
অন্বেষা	অন্বেষণ করার ইচ্ছা	হিতৈষা	হিত (উপকার) করার ইচ্ছা
জিহীর্ষা	হরণ করার ইচ্ছা	চিকীর্ষা	করার ইচ্ছা
জিঘৃক্ষা	গ্রহণ করার ইচ্ছা	নির্মিৎসা	নির্মাণ করার ইচ্ছা
জিঘাংসা	হনন (হত্যা) করার ইচ্ছা	শুশ্রূষা	সেবা করার ইচ্ছা
জিগমিষা	গমন করার ইচ্ছা	জিজীবিষা	বেঁচে থাকার ইচ্ছা
জুগুপ্সা	নিন্দা করার ইচ্ছা	ঈপ্সা	পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা
	গোপন করার ইচ্ছা	জিগরিষা	গিলার ইচ্ছা
উপরের দুটোর উত্তরই জুগুপ্সা হয়। তবে দুটো থাকলে 'নিন্দা করার ইচ্ছা - জুগুপ্সা' এটাই দিবেন।		হিতৈষা হিতৈষী	হিতসাধন করার ইচ্ছা হিতসাধনে ইচ্ছুক

Educationblog24.com



☞ 'কষ্টকর বা সহজে নয়' এমন বুঝালে বাক্য সংকোচন শব্দের প্রথমে 'দুঃ বা দুর' উপসর্গটি বসে।

দুর্নিবার	যা কষ্টে নিবারণ করা যায় যা সহজে নিবারণ করা যায় না	দুর্জয়	যা কষ্টে জয় করা যায় যা সহজে জয় করা যায় না
দুর্দমনীয়	যা দমন করা কষ্টকর যা সহজে দমন করা যায় না	দুর্গম	যাতে গমন করা কষ্টকর যাতে সহজে গমন করা যায় না
দুর্বিষহ	যা সহ্য করা কষ্টকর যা সহজে সহ্য করা যায় না	দুর্লঙ্ঘ দুর্লঙ্ঘ্য	যা লঙ্ঘন (ডিঙানো) করা কষ্টকর যা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না

Educationblog24.com

দুর্লভ	যা কষ্টে লাভ করা যায় যা সহজে লাভ করা যায় না	দুস্তর	যাতে উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টকর যা সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না
দুরতিক্রম্য	যা সহজে অতিক্রম করা যায় না যা কষ্টে অতিক্রম করা যায়	কষ্টার্জিত	যা কষ্টে অর্জন করা যায় যা সহজে অর্জন করা যায় না
দুষ্প্রাপ্য	যা পাওয়া কষ্টকর যা সহজে পাওয়া যায় না	দুর্মর	যা মরে যাওয়া কষ্টকর যা সহজে মরে না
দুর্দম	যা দমন করা কষ্টকর যা সহজে দমন করা যায় না		অতিশয় রক্ষণশীল কিছুতেই মত বদলায় না এমন সহজে লয় হয় না এমন
দুরধ্যয়	অনেক কষ্টে যা অধ্যয়ন করা যায়	দুর্মোচ্য	যা মুছে ফেলা কষ্টকর যা সহজে মোচন করা যায় না যা সহজে দূর করা যায় না
দুরুচ্চার্য	উচ্চারণ করা কঠিন বা কষ্টকর যা সহজে উচ্চারণ করা যায় না এমন		অসৎ স্বভাববিশিষ্ট; চরিত্রহীন।

নাই বা যায় না

☞ 'নাই বা যায় না' এমন বুঝালে বাক্য সংকোচন শব্দের প্রথমে 'অ' উপসর্গটি বসে।

অজেয়	যা জয় করা যায় না	অপ্রতিরোধ্য	যা প্রতিরোধ করা যায় না
অনতিক্রম্য	যা অতিক্রম করা যায় না	কষ্টকর	কষ্টে করা যায় যা
অগম্য	যাতে গমন করা যায় না	নিরীহ	যার ঈহা (চেষ্টা) নেই
অনিবারিত	যা নিবারণ করা যায় না	অমূল্য	যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না
অনিবার্য	কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না	অপ্রতর্ক্য	যা বিচার বা তর্ক দ্বারা ঠিক বা স্থির করা যায় না তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না এমন, তর্কাতীত। ধারণা শক্তির অতীত।
অদম্য	যা দমন করা যায় না		
অলঙ্ঘ্য/ অলঙ্ঘনীয়	যা লঙ্ঘন করা যায় না যা লঙ্ঘন করা উচিত নয়		

অন্য

অন্যমনস্ক	অন্য দিকে মন যার	অনন্যকর্মা	অন্য কোনো কর্ম নেই যার
অনন্যমনা	অন্য দিকে মন নেই যার	কালান্তর	অন্য কাল
অনন্যগতি/ অগত্যা	অন্য কোনো গতি নেই যার	গত্যন্তর	অন্য গতি
গৃহান্তর	অন্য গৃহ	গ্রহান্তর	অন্য গ্রহ
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	দেশান্তর	অন্য দেশ
যুগান্তর	অন্য যুগ	রূপান্তর	অন্য রূপ

Educationblog24.com

অতি



অতিশয় রমণীয় - **সুরম্য**



অতি বৃদ্ধা নারী; রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনকারিণী যোগমায়া নান্দী বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৃদ্ধা নারী **বড়ায়ি, বড়াই, বড়াইবুড়ি**



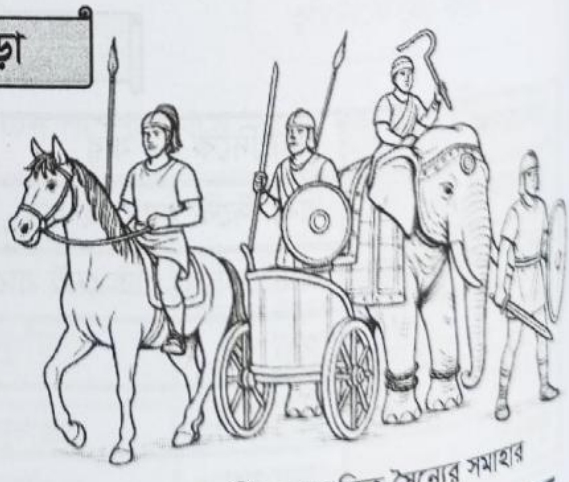
অট্ট অর্থ অতি উচ্চ, বিকট। সংস্কৃত অট্ট ও বাংলা হাসির মিলনে জন্ম নিয়েছে অট্টহাসি। এর অর্থ অতি উচ্চ বা বিকট হাসি। অনুরূপ: অট্টরোল, অট্টনাদ, অট্টনিনাদ, অট্টালিকা (অতি উঁচু বা বড়ো ভবন)। অট্টহাসি আসলে ভালো হাসি নয়।

প্রত্যাসন্ন	অতি আসন্ন একেবারে নিকটবর্তী। প্রতি + আসন্ন। আসন্ন অর্থ নিকটবর্তী।	**দুর্মর**	অতিশয় রক্ষণশীল কিছুতেই মত বদলায় না এমন
বড়াই	অতিশয় বয়স্ক নারী	**ওস্তাগর** ফারসি শব্দ	অতি নিপুণ কারিগর
অট্টহাসি	অতি উচ্চস্বরে বিকট হাসি	**করিতকর্মা/ কর্মদক্ষ**	অতি কর্ম নিপুণ ব্যক্তি
নাতিদীর্ঘ	অতি দীর্ঘ নয় যা নাতিদীর্ঘ অর্থ নয় অতি দীর্ঘ। যা অতি দীর্ঘও নয়, আবার অতি সংক্ষিপ্তও নয়, তা-ই নাতিদীর্ঘ।	**নাতিশীতোষ্ণ**	অতি শীতও নয় উষ্ণও নয় এমন নাতিশীতোষ্ণ = না + অতি + শীত + উষ্ণ। যা বেশি উষ্ণ বা গরম বা ঠান্ডা নয় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল।
সুরম্য	অতিশয় রমণীয়	**নরাধম**	অতি নিকৃষ্ট নর

Educationblog24.com

অশ্ব বা ঘোড়া

চতুরঙ্গ	অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক (এই চার অঙ্গ) সৈন্যের সমাহার
আস্তাবল	অশ্ব রাখার স্থান অশ্বশালা
অশ্বারোহী	অশ্বে আরোহণ করে যে সৈনিক
সাদি	অশ্বের চালক অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী



অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার

Educationblog24.com



অগ্র

অবিমৃশ্য শব্দের অর্থ অবিবেচক, হঠকারী, অসহনশীল, সন্দেহের উর্ধ্বে; চিন্তাভাবনা করে কাজ করে না এমন।
অবিমৃশ্যকারী - অবিবেচক, গোঁয়ার, হঠকারী; পূর্বাপর না ভেবে কাজ করে এমন।
অবিমৃশ্যকারিতা অর্থ অবিবেচকতা, হঠকারিতা; বিবেচনা না করে কাজ করা হলে তাকেই অবিমৃশ্যকারিতা বলা হয়। হঠকারিতাই অবিমৃশ্যকারিতা।

আনুপূর্বিক	অগ্র, পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী। প্রথম থেকে শেষ ক্রম অনুযায়ী। আনুপূর্বিক = অনুপূর্ব + ইক; অনুপূর্ব - পরপর, যথাক্রম, অনুক্রম।	অবিমৃশ্যকারী	অগ্র, পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে
		প্রত্যুদ্গমন	সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা



অহং

অহমিকা	অহং বা আত্ম সম্পর্কে অতিশয় সচেতনতা
নিরহংকার	অহংকার নেই যার

অকাল

অকালপক্ব	অকালে পক্ব হয়েছে যা	অকালবোধন	অকালে বা অসময়ে বোধন বা জাগরণ করা হয়েছে যাকে

অনেক

অন্যতম	অনেকের মধ্যে একজন। বহুর মধ্যে একটি।	শ্রেষ্ঠ	অনেকের মধ্যে প্রধান

অর্থ

অর্থকরী	অর্থ উপার্জন করা যায় যে ফসল হতে
নিরর্থক	অর্থ নাই যার



আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল হলো পাট। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

Educationblog24.com



অক্ষি/ চক্ষু



অক্ষিপক্ষ্ম	অক্ষি পত্রের (চোখের পাতা) লোম পক্ষ্ম - চোখের লোম। অক্ষিপক্ষ্ম - চোখের পাতার লোম।	**কামাক্ষী**	অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর) দেবী লক্ষ্মী, দেবী পার্বতী, এক প্রেমময় চোখ, কামাক্ষী মানে প্রেমময় চোখ।
সমক্ষ	অক্ষির সমীপে	**চক্ষুগোচর**	চোখে দেখা যায় এমন
প্রত্যক্ষ	অক্ষির অভিমুখে / সম্মুখে	**অপাঙ্গ**	চোখের কোণ আড়চোখ, কটাক্ষ। অপ + অঙ্গ + ঘ
পরোক্ষ	অক্ষির অগোচরে		
চাক্ষুষ	চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত	**গোচর**	চক্ষুর দ্বারা গৃহীত
নির্লজ্জ/চশমখোর	যার চক্ষু লজ্জা নেই	**অনিমেষ**	চোখের নিমেষ না ফেলিয়া
পুণ্ডরীকাক্ষ / পদ্মলোচন = পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ পুণ্ডরীক - শ্বেতপদ্ম। পুণ্ডরীকাক্ষ - পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি বা চোখ যার, বিষ্ণু।			

অতিক্রম

অনতিক্রম্য	যা অতিক্রম করা যায় না	**দুরতিক্রম্য**	যা সহজে অতিক্রম করা যায় না যা কষ্টে অতিক্রম করা যায়

আদি

আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত	আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	**অনাদি**	আদি নাই যার আদিহীন, স্বয়ম্ভূ, চিরকালীন, শাশ্বত, ঈশ্বর

আল্লাহ

আস্তিক	আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার	**নাস্তিক**	আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার
শহিদ	আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন তথা ইসলাম কায়েম এবং রক্ষার জন্য যিনি যুদ্ধে নিহত হন। ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী ব্যক্তি; দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী যোদ্ধা।		

Educationblog24.com

আপনা বা আত্ম



আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে - **পণ্ডিতম্মন্য**

পণ্ডিত অর্থ বিদ্বান; জ্ঞানী; বিজ্ঞ; অভিজ্ঞ।

পণ্ডিতমূর্খ - পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানশূন্য; বিদ্বান অথচ নির্বোধ।

পণ্ডিতম্মন্য, পণ্ডিতাভিমানী, পণ্ডিতমানী - পণ্ডিত না হয়েও নিজেকে পণ্ডিত মনে করে এমন।

পণ্ডিতি - পণ্ডিতের কাজ বা বৃত্তি।

পণ্ডিতম্মন্য	আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে	**আধ্যাত্মিক**	আত্মার সম্বন্ধীয় বিষয়
হীনম্মন্য	আপনাকে যে অত্যন্ত হীন বলিয়া ভাবে	**আত্মসর্বস্ব**	আত্মিক / আপনাকে সর্বস্বভাবে যে
আত্মকেন্দ্রিক	আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা	**আত্মঘাতী**	আপনাকে হত্যা করে যে
	যে ব্যক্তি কেবল নিজের বিষয়েই চিন্তা করে	**আত্মভোলা**	আপনাকে ভুলে থাকে যে
বর্ণচোরা	আপনার বর্ণ লুকায় যে	**কৃতার্থম্মন্য**	যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে

উচ্চারণ

অনুচ্চার্য	উচ্চারণ করা যায় না যা *উচ্চারণের অযোগ্য বা উচ্চারণ করা উচিত নয় এমন*	**সুরুচ্চার্য**	সহজে উচ্চারণ করা যায় যা
দুরুচ্চার্য	উচ্চারণ করা কঠিন বা কষ্টকর যা সহজে উচ্চারণ করা যায় না এমন		

ঊর্ধ্ব



ঊর্ধ্বগামী	ঊর্ধ্ব দিকে গমন করে যে
ঊর্ধ্বগতি	ঊর্ধ্ব দিকে গতি যার
অবতরণ	ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা

Educationblog24.com

ঈষৎ





আঁষটে - ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গন্ধ যার

সুস্মিত - ঈষৎ হাস্যযুক্ত

আরক্ত	ঈষৎ লাল বা রক্তবর্ণ	আঁষটে	ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গন্ধ যার
ধূসর	ঈষৎ পাংশুবর্ণ বা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ *পাংশু অর্থ ছাই রং, ধূসর অর্থও ছাই রং।* *কয়রা একটি নদীবিশেষ; কোনো রং এর নাম নয়। পাণ্ডু অর্থ সাদা রং; সাদাটে হলুদ বর্ণবিশিষ্ট, ফ্যাকাশে, পাংশুটে। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ - ধূসরই উত্তর হবে।*	কালচে	ঈষৎ কৃষ্ণ
		রোগাটে	ঈষৎ রুগ্ণ
		আপীত	ঈষৎ পীতবর্ণ (পীতাভ) *পীত - হলুদ রঙ। হলদে, হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট। ভালোভাবে পান করা হয়েছে এমন - পীত।*
		নীলাভ	ঈষৎ নীলবর্ণ
বঙ্কিম	ঈষৎ বক্র	শিক্ষিতকল্প	ঈষৎ শিক্ষিত
আধুত	ঈষৎ কম্পিত	স্মিত	ঈষৎ হাস্য মৃদু হাসি
সুস্মিত	ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুস্মিতা হলো সুস্মিত এর স্ত্রীবাচক। ঈষৎ হাস্যযুক্তা অথবা যে নারীর হাসি সুন্দর - সুস্মিতা।	আমধুর	ঈষৎ মধুর *খুব মধুর নয় তবে কিছুটা মধুর এমন*
		আলোল	ঈষৎ চঞ্চল
কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ	ঈষৎ উষ্ণ (সামান্য গরম)	দরপাকা	ঈষৎ পাকা
দরকাঁচা	ঈষৎ কাঁচা	পাগলাটে	ঈষৎ পাগলামি যার

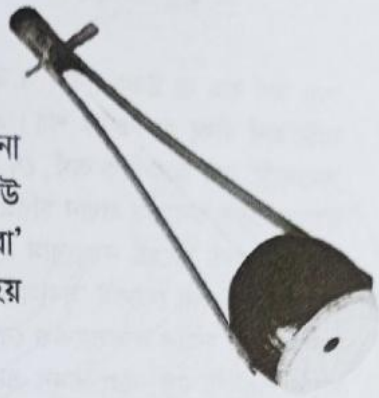
এমন

শ্রবণীয়/ শ্রাব্য	শুনতে পারা যায় এমন	শ্রুতিগ্রাহ্য	শোনা যায় এমন
প্রকাশিতব্য	প্রকাশিত হবে এমন	পঠিতব্য	পাঠ করতে হবে এমন
বোধগম্য	বুঝতে পারা যায় এমন	ভবিতব্য	ভবিষ্যতে ঘটবেই এমন
প্রেক্ষিত	দর্শন করা হয়েছে এমন	জাগন্ত/ জাগরূক	জেগে রয়েছে এমন

Educationblog24.com

এক

গুপীযন্ত্র



বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র হলো গুপীযন্ত্র। শুকনো লাউয়ের খোলাতে এই যন্ত্রটি তৈরি হয় বলে অনেকে এই যন্ত্রটিকে লাউ বলে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই গুপীযন্ত্রটি 'একতারা' নামেই অধিক পরিচিত। যন্ত্রটি বাজানোর সময় 'গুপগুপ' শব্দ উৎপন্ন হয় বলে একে গুপীযন্ত্র বলা হয়।

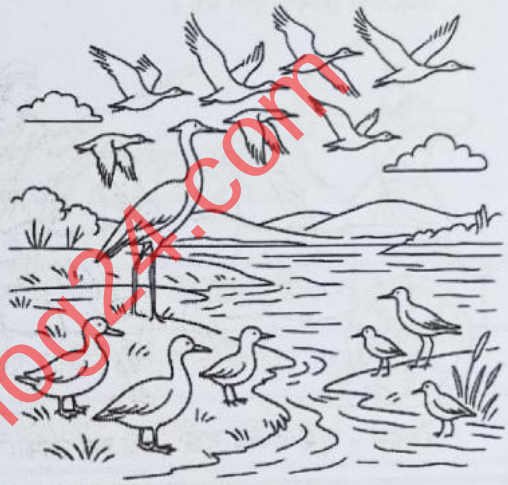
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় যে - যাযাবর



নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই এমন, ভবঘুরে। নিয়ত ভ্রমণকারী। যে বা যারা নিয়ত ভ্রমণ করে বা এক জায়গায় বেশিদিন ভ্রমণ করে না।
বেদুইন বা বেদুঈন বা বেদুয়িন আরবের একটি যাযাবর জাতি। বিনয় মুখোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম যাযাবর।

যাযাবর পাখি

শীতঋতুতে অস্থায়ী বসবাসের জন্য উষ্ণতর দেশে গমন করে এমন পাখি; পরিযায়ী পাখি।



পরিযায়ী

ক্রমাগত যাতায়াতকারী, ভ্রমণকারী। শীত মৌসুমে অস্থায়ী বসবাসের জন্য উষ্ণতর দেশে গমনকারী। পরিযায়ী পাখি।

Educationblog24.com

বিকল্প	একের পরিবর্তে অনেক	একতারা/ গোপীযন্ত্র	একতার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র
বকলম	একের পরিবর্তে অপরের সই ফারসি 'ব' এবং আরবি 'কলম নিয়ে 'বকলম' শব্দটি গঠিত। এটি একটি মিশ্র উৎসের শব্দ। লিখতে পারে না এমন ব্যক্তির পক্ষে যে স্বাক্ষর করে তাকে এককথায় বকলম বলা হয়। একের আড়ালে অন্য বস্তুর স্বরূপ গোপন।	বুকনি	এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদি প্রয়োগ - বুকনি। কথার ফোড়ন বা বড়ো বড়ো কথা (বুকনি ঝাড়া); টুকরা মন্তব্য; রসালো অথবা চটুল কথার টুকরা। বুকনি হিন্দি শব্দ।
একাহারী	দিনে যে এক বার আহার করে	শ্রুতধর	একবার শুনলে যার মনে থাকে
একাদিক্রমে	এক থেকে আরম্ভ করে	অধ্যাস	এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর গুণের কল্পনা
		সহযাত্রী	এক সঙ্গে যারা যাত্রা করে

Educationblog24.com



দুই

❑ সব্য অর্থ বাম বা উভয় (বাম ও ডান)। অর্থাৎ, বাম হাত বা উভয় হাত। সাচী অর্থ বাঁকা বা তির্যক শর। এই দুটি শব্দকে একত্রিত করলে দাঁড়ায় 'সব্যসাচী' যার আক্ষরিক অর্থ, যে দুই হাতে শর চালনায় দক্ষ।
মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুনকে 'সব্যসাচী' বলা হতো। অর্জুন শুধু ডান হাত দিয়েই নয়, বাম হাত দিয়েও সমান দক্ষতায় তীর চালাতে পারতেন। এখান থেকেই 'সব্যসাচী' শব্দটি বাম হাতের দক্ষতার পাশাপাশি ডান হাতের সমান দক্ষতাকেও বোঝায়। তাই, 'সব্যসাচী' বলতে শুধু বাম হাতে পারদর্শী নয়, বরং এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি উভয় হাতেই সমান দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখাতে পারেন।
সৈয়দ শামসুল হক একাধারে কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প অর্থাৎ সাহিত্যের সকল শাখায় পদচারণা করেছেন। এজন্য তাঁকে বাংলাদেশি সব্যসাচী লেখক বলা হয়।





দ্বৈরথ - দুই রথীর যুদ্ধ রথী অর্থ যোদ্ধা; বীরপুরুষ



দ্বিজ - দুই বার জন্মে যা

Educationblog24.com

দোয়াব	দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান ফারসি 'দো' শব্দের অর্থ দুই এবং 'আব' শব্দের অর্থ জল বা নদী; এভাবে দোয়াব শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'দুই পানি'। পাশাপাশি প্রবাহিত দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থান বা ভূমি বা অঞ্চলকে দোয়াব বলে। যেমন- ভারতের গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে গঙ্গা-যমুনার 'দোয়াব' বলে।	**দ্বৈরথ**	দুই রথীর যুদ্ধ
		সব্যসাচী	দুই হাত সমানে চলে যার উভয় হস্তে সমান ভাবে পারদর্শী
		দ্বীপ	দুই দিকে অপ (পানি) যার জলবেষ্টিত স্থান
		দ্বিজ	দুই বার জন্মে যা *পাখি: প্রথমে ডিম হয়ে জন্মায়, তারপর ডিম থেকে বাচ্চা হয়।*
অন্যতর	দুইয়ের মধ্যে একটি	**অন্যতম**	বহুর মধ্যে একটি

উপায়

অনন্যোপায়	যার অন্য উপায় নেই	**নিরুপায়**	যার কোনো উপায় নেই

উপ্ত/ সুপ্ত

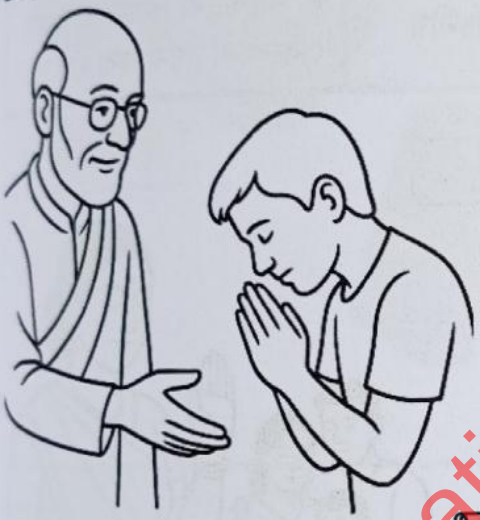
ঘুমন্ত/ সুপ্ত	ঘুমে আচ্ছন্ন যে	**উপ্ত**	যা বপন করা হয়েছে

Educationblog24.com

একই

সহোদর	একই মাতার উদরে জাত যারা একই মায়ের সন্তান
সতীর্থ	একই গুরুর শিষ্য যারা
যুগপৎ	একই সময়ে
সমকালীন	একই কালে বর্তমান
সাময়িক	একই সময়ে বর্তমান *সমসাময়িক প্রচলিত অশুদ্ধ*
নিবিষ্টচিত্ত	একই বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট যার





উপকার

কৃতজ্ঞ	যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে
অকৃতজ্ঞ	উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে
কৃতঘ্ন	উপকারীর অপকার করে যে

ঋণ

উত্তমর্ণ	ঋণ দেয় যে	অধমর্ণ	ঋণ গ্রহণ করে যে
অঋণী	ঋণ নেই যার	ঋণিতা	ঋণগ্রস্ত অবস্থা
সুদ	যে ঋণ কোনো লাভ নিয়ে আসে	দেউলিয়া	ঋণ শোধে অসমর্থ যে
ঋণার্ণ	ঋণ শোধের জন্য যে ঋণ করা হয়	দেউলিয়া - দেশি শব্দ	
তমসুক	ঋণের দলিল ঋণস্বীকারপত্র, ঋণ নেবার সময় লিখিত দলিল, খত। বন্ধকী তমসুক - বাঁধা রাখবার দলিল। তমসুক আরবি শব্দ।		



ক্লান্তি

অক্লান্তকর্মী	কর্মে যার ক্লান্তি নাই	অক্লান্ত	ক্লান্তি নাই যার

Educationblog24.com

কথা





বাচাল বাবদূক	যে বেশি কথা বলে অধিক কথা বলাই যার স্বভাব বাচাল এবং বাবদূক সমার্থক শব্দ	অবর্ণনীয়	যা কথায় বর্ণনা করা যায় না
মিতভাষী	যিনি অধিক কথা বলেন না	অনির্বচনীয়	যা বাক্যে বা ভাষায় বা কথায় প্রকাশ বা বর্ণনা করা যায় না
স্বল্পভাষী	যিনি কম কথা বলেন		

কুল



কুলাঙ্গার - কুলের কীর্তিতে কলঙ্ক লেপন করে যে



কুললক্ষ্মী - কুলের কল্যাণস্বরূপা যে গৃহিণী

কুল কলঙ্ক	কুলে কলঙ্ক লেপন করে যে বংশের লজ্জাস্বরূপ ব্যক্তি	**কুলপ্রদীপ**	কুলের কীর্তি বর্ধনকারী যে সন্তান কুলগৌরব, কুলতিলক, কুলপ্রদীপ, কুলভূষণ - যে বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে, বংশের গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি।
কুলাঙ্গার	কুলের কীর্তিতে কলঙ্ক লেপন করে যে কুলাঙ্গার = কুল (বংশ) + অঙ্গার (কয়লা, কলঙ্ক)। যে ব্যক্তির কুকর্মের জন্য তার নিজ বংশ কলঙ্কিত হয়।	**কুলতিলক**	কুলের অলংকার বা বিশিষ্ট মর্যাদা আনয়ন করে যে বংশের তিলক বা অলংকারস্বরূপ (ব্যক্তি); কুলচূড়ামণি। যার গুণে বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়। বংশের শিরোমণি।

Educationblog24.com

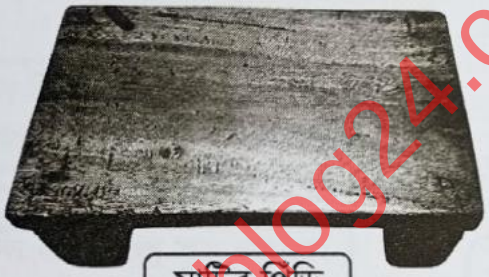
ক্রম

ক্রমাগত	ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে যাহা	যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে
একাদিক্রমে	এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত	ক্রমান্বয়ে বা যথাক্রমে	ক্রমকে বজায় রাখিয়া
ক্রমবর্ধমান	যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে		

ক্ষুদ্র বা ছোট



মাটির ভাঁড়



মাটির পিড়ি



নাকাড়া

ভাঁড়	ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র *মাটির ছোট পাত্র*	নাকাড়া বা নাগারা	ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র
নালি	ক্ষুদ্র নালা *নালা - জল নির্গমনের পথ*	বলাক	ক্ষুদ্র জাতীয় বক স্ত্রী. *বলাকা*
পাতিলেবু	ক্ষুদ্র লেবু	গাছড়া	ক্ষুদ্র গাছ [ছোট ছোট গাছ]
খণ্ডপ্রলয়	ক্ষুদ্র প্রলয়	টাটু/ টাট্টু	ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া
বিন্দু	ক্ষুদ্র চিহ্ন	উপাঙ্গ	ক্ষুদ্র অঙ্গ
ফুটকি	ক্ষুদ্র ফোঁটা বা বিন্দু	পাতকুয়া	ক্ষুদ্র কূপ
বাগিচা	ক্ষুদ্র বাগান	সারণি	ক্ষুদ্র নদী
নুড়ি	ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড	পিঁড়ি	ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন
নাটিকা	ক্ষুদ্র নাটক	লতিকা	ক্ষুদ্র লতা
পল্লি গ্রাম	ক্ষুদ্র গ্রাম	ফুসকুড়ি/ ফুসকুরি	ক্ষুদ্র ফোঁড়া
খেঁকশিয়াল	ক্ষুদ্র শিয়াল	পাতিহাঁস	ক্ষুদ্র হাঁস

Educationblog24.com

Educationblog24.com

খ্যাতি

বিখ্যাত	যার বিশেষ খ্যাতি আছে	খ্যাতিমান	যার খ্যাতি আছে

খোলস/ চামড়া



বাঘের চামড়া - **কৃত্তি**



হরিণের চামড়ার আসন - **অজিনাসন**



হরিণের চামড়া - **অজিন**

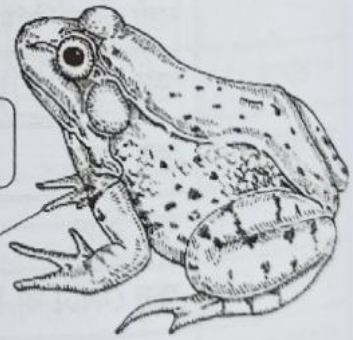
নির্মোক বা কঞ্চুক	সাপের খোলস	**অজিন**	হরিণের চামড়া (চর্ম)
কৃত্তি	বাঘের চামড়া	**অজিনাসন**	হরিণের চামড়ার আসন

গমন / চলা



আকাশে গমন (বিচরণ) করে যে
বিহঙ্গ বা বিহগ

লাফিয়ে চলে যে - **প্লবগ**



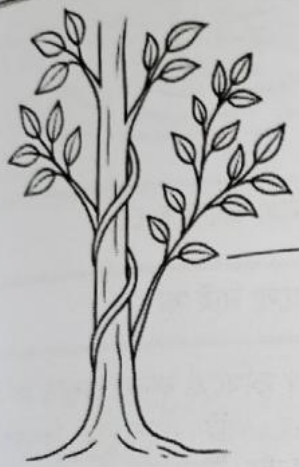
বিহঙ্গ বা বিহগ *পাখি*	আকাশে গমন (বিচরণ) করে যে	**প্লবগ**	লাফিয়ে চলে যে *ব্যাং, বানর, খরগোশ প্রভৃতি*
ভুজঙ্গ বা ভুজগ *সাপ*	ভুজের (বাহু) সাহায্যে চলে যে	**তুরগ** (ঘোড়া)	ত্বরিত গমন করতে পারে যে
উরগ *(সাপ)*	বুকে (উরস) হেঁটে গমন করে যে	**সর্বগ**	সর্বত্র গমন করে যে

Educationblog24.com

গতি

জঙ্গম	যা গতিশীল যা নাড়ানো যায়	অনন্যগতি	যার অন্য কোনো গতি নেই
স্থাবর	যা গতিশীল নয়	ঊর্ধ্বগতি	ঊর্ধ্বদিকে গতি যার

গাছ



যে গাছ থেকে ঔষধ তৈরি হয়
ঔষধি



যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে
পরগাছা

ওষধি	একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায় *ধানগাছ, কলাগাছ প্রভৃতি*
	ফল পাকলে যে গাছ মারা যায়
বনস্পতি	যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না *যেমন বট, অশ্বত্থ*
আগাছা	যে গাছ কোনো কাজে লাগে না
পরগাছা	যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে *যেমন ধাইরা*
ঔষধি	যে গাছ থেকে ঔষধ তৈরি হয় *নিম, তুলসী, চিরতা, পাথরকুচি ইত্যাদি*



অনুপান - ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য

অনু = সঙ্গে, অনুসরণ করে। পান = পান করা, পানীয় বস্তু। অনুপান = যা ঔষধ সেবনের সঙ্গে পান করা হয়। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বলা হয়, কোনো ঔষধ শুধু খেলে পূর্ণ ফল মেলে না। ঔষধের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পানীয় (যেমন পানি, দুধ, মধু, ঘি, বা অন্য কোনো তরল) গ্রহণ করতে হয়, যাতে ঔষধ সহজে হজম হয় ও কার্যকরী হয়।

চরে

খেচর/ আকাশচারী	আকাশে চরে বেড়ায় যে *খপোত = খ-তে চরে যে; এখানে 'খ' অর্থ আকাশ আর 'পোত' অর্থ যান; অর্থাৎ বিমান*	কপোত	বাতাসে চরে যে *ক-তে চরে যে; এখানে 'ক' অর্থ বায়ু আর 'পোত' অর্থ যান; অর্থাৎ পায়রা*
স্থলচর	স্থলে চরে যে	জলচর	জলে চরে যে
নিশাচর	নিশাকালে চরে বেড়ায় যে	উভচর	জলে ও স্থলে চরে যে

Educationblog24.com

জন্ম



পঙ্কে (কাদা) জন্মে যা
পঙ্কজ
পদ্মফুল



সরোবরে জন্মায় যা
সরোজ
পদ্মফুল



দ্বিজ	দু' বার জন্মে যা *পাখি: প্রথমে ডিম হয়ে জন্মায়, তারপর ডিম থেকে বাচ্চা হয়।*	**অগ্রজ**	অগ্রে জন্মেছে যে
		অজ	জন্মে নাই যা
অনুজ	অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে অনুজ - কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পরে জন্ম হয়েছে এমন, ছোটোভাই।	**উষর**	যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না যার মাটি নোনা বা ক্ষারময়। অনুর্বর, উষর মরু।
অনুর্বর	যে জমির উৎপাদিকা শক্তি নাই	**পঙ্কজ** *পদ্মফুল*	পঙ্কে (কাদা) জন্মে যা
ক্ষণজন্মা	শুভ ক্ষণে জন্ম যার ক্ষণ মানে মুহূর্ত বা সময়; জন্মা - জন্ম হয়েছে যার। ক্ষণজন্মা অর্থ কোনো একটি বিশেষ শুভ মুহূর্তে যাঁর জন্ম হয়েছে। অসাধারণ গুণসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির জন্ম মুহূর্তকে বুঝাতে তাঁকে, 'ক্ষণজন্মা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ভাগ্যবান, অসাধারণ গুণসম্পন্ন (ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ)।	**সরোজ** *পদ্মফুল*	সরোবরে জন্মায় যা *সরোবর- জলাশয় বা পুকুর*
		দো-ফসলি	যে জমিতে দুবার ফসল জন্মে
		জাতিস্মর	পূর্বের জন্মের কথা স্মরণ আছে যার
		মরণোত্তর জাতক	পিতার মৃত্যুর পর জন্ম হয়েছে যে সন্তানের

তুল্য

মাদৃশ	আমার তুল্য (সদৃশ) *আমার ন্যায় আমার মতো*
তাদৃশ	তার তুল্য *সেইরূপ, সেইরকম, তেমন*
ত্বাদৃশ	তোমার তুল্য
দেবোপম	দেবতার তুল্য



ঋষির তুল্য - ঋষিকল্প

Educationblog24.com

চিন্তা

অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য	যা চিন্তা করা যায় না	চিন্তাতীত	চিন্তার অতীত চিন্তা বা ধারণা করা যায় না এমন

দিন

পূর্বাহ্ণ	দিনের পূর্ব ভাগ	সায়াহ্ন	দিনের সায় (অবসান) ভাগ
মধ্যাহ্ন	দিনের মধ্য ভাগ	অপরাহ্ণ	দিনের অপর ভাগ
প্রদোষ	সন্ধ্যা বা গোধূলি লগ্ন [সূর্যাস্তের ঠিক পরের সময়, যখন চারিদিকে আলো-আঁধারের মিশ্রণ ঘটে]		

রাত

পূর্বরাত্র	রাত্রির প্রথম ভাগ	নিশীথ	গভীর রাত্রি
মহানিশা	রাত্রির মধ্য ভাগ	শবনম	রাতের শিশির
পররাত্র	রাত্রির শেষ ভাগ	সৌপ্তিক	রাত্রিকালীন যুদ্ধ
ত্রিযামা	রাত্রির তিন ভাগ একত্রে		

দিন ও রাত

অহোরাত্র / দিবারাত্র	দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া	প্রভাতকল্প	প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন
গোধূলি	দিনের আলো ও সন্ধ্যার আলোর মিলন সূর্যাস্তকাল; বিকালবেলা	সন্ধ্যা	দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ *বি.দ্র: সন্ধ্যা অপশনে থাকলে সন্ধ্যা দিবেন। না থাকলে গোধূলি উত্তর করবেন।*

নির্মিত বা তৈরি

মৃন্ময়	মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত বা তৈরি
হিরণ্ময়	হিরণ্য (স্বর্ণ) দ্বারা নির্মিত
ফুলেল	ফুল হইতে তৈরি



Educationblog24.com

নারী



যেকোনো কথা কম্পিউটার টিপটার আঠা নষ্ট হলেও মেয়েরা সেটা যত্ন করে রেখে দেয়। একজোড়া কানের দুলের একটা হারিয়ে গেলেও অন্যটা ফেলে না। পুরাতন শাড়িটা, ভাঙা চুড়িটা কাজে লাগবেনা জেনেও তুলে রাখে, কারণ হলো মায়া। মেয়েরা মায়ার টানে কোনো জিনিসও ফেলে না। অসংখ্য কষ্ট, যন্ত্রণা পেয়েও মেয়েরা মায়ার টানে একটা ভালোবাসা, একটা সম্পর্ক, একটা সংসার টিকিয়ে রাখতে চায়। এই জন্য মেয়েরা মায়াবতী আর মায়াবতীর কোনো পুংলিঙ্গবাচক শব্দ নেই! - হুমায়ূন আহমেদ

প্রিয়ংবদা	যে নারী প্রিয় কথা বলে	অনূঢ়া	যে নারীর বিয়ে হয় না (অপ্রচলিত)
প্রিয়ভাষী	প্রিয় বাক্য বলে যে	বীরাঙ্গনা	যে নারী বীর
বীরপুত্রী	যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত	দ্বিপুত্রিকা	যে নারীর দুটিমাত্র পুত্র
অবীরা	যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত	সুস্মিতা	যে নারীর হাসি সুন্দর
	যে নারীর পতি নেই, পুত্রও নেই	শুচিস্মিতা *শুচি অর্থ পবিত্র*	যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত যে নারীর হাসি পবিত্র
অদৃষ্টসূর্য্যা	যে নারী কখনো সূর্যকে দেখে নাই	অনসূয়া	যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই
প্রোষিতভর্তৃকা	যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে	চিরণ্টী	যে নারী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) চিরকাল পিতার গৃহে থাকে
প্রোষিতপতিকা বা প্রোষিতভর্তৃকা	যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে *প্রোষিত অর্থ বিদেশগত বা প্রবাসী*		
প্রমদা	যুবতী সুন্দরী রমণী দেহসৌষ্ঠবসম্পন্না নারী; রমণী	নবোঢ়া	যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া (বিবাহিত নারী)
পুনর্ভূ	দ্বিতীয়বার বিবাহিতা নারী বাগদত্তা হওয়ার পর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারী	অধিবিন্না	দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিত প্রথম পত্নী *এখানে প্রথম পত্নী হলো - অধিবিন্না*
কুমারী	যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি	বালপুত্রিকা	যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা
কানীন	কুমারীর পুত্র কুমারীর গর্ভজাত কুমারীর গর্ভজাত সন্তান	পতিব্রতা	যে নারী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হিন্দুধর্মে স্বামীর প্রতি সহধর্মীর বৈবাহিক বিশ্বস্ততা
বন্ধ্যা	যে নারীর কোনো সন্তান হয় না	মৃতবৎসা	যে নারীর সন্তান বাঁচে না
বিজাতা	যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে	রামা	সুন্দরী নারী
অগ্রদত্তা	যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী/ বাগদত্তা ছিল	অঘটনঘটন পটিয়সী	অঘটন কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পারদর্শী যে নারী

Educationblog24.com

Educationblog24.com

অনন্যা	যে নারী অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয়না	লাস্য	নারীর লীলাময়ী নৃত্য
		চিরায়ুষ্মতী	আজীবন সধবা যে নারী
কামাক্ষী	অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর)	বড়ায়ি	অতি বৃদ্ধা নারী
নিঃসপত্ন	যে নারীর সতীন/ শত্রু নেই	সাগরিকা	যে নারী সাগরে বিচরণ করে
স্বয়ংবরা	যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়	কাকবন্ধ্যা	যে নারী জীবনে একটামাত্র সন্তান প্রসব করেছে
ভর্ৎসিতা	ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত যে নারী		



পুরুষ

"যারা কাপুরুষ তারাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে, পুরুষ চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু, তোমার মাথা তোমাকে টেনে তুলবে, তোমার কপাল নয়"
- ড. লুৎফর রহমান।

অকৃতদার	যে দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেনি	প্রোষিতপত্নীক/ প্রোষিতভার্য	যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে *প্রোষিতভর্তৃকা - যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে*
	যে পুরুষ বিয়ে করেনি		
কৃতদার	যে দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেছে	সুদর্শন	যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর
	যে পুরুষ বিয়ে করেছে	পুরুষালি	পুরুষসুলভ, পুরুষের ভাব
অজাতশত্রুক	যে পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায় নি *অজাতশত্রু - এখনও শত্রু জন্মায় নাই যার।*	অধিবিন্না	দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিত প্রথম পত্নী *এখানে প্রথম পত্নী হলো - অধিবিন্না*
তাণ্ডব	পুরুষের উদ্দাম নৃত্য	অধিবেত্তা	প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহকারী পুরুষ *এখানে পুরুষটি হলো - অধিবেত্তা*
চিরকুমার	যে জীবনে বিবাহ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে	অধিবেদন	প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ *এখানে স্ত্রী বা পুরুষকে বোঝানো হয়নি; বৈবাহিক অবস্থা বুঝিয়েছে।*
বীরবৌলি	পুরুষের কর্ণভূষণ, কুণ্ডল	দিধিষু	দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়েছে এমন নারীর স্বামী
শ্রৈণ	স্ত্রীর বশীভূত		

Educationblog24.com

পণ্ডিত ও রচনা



গৌড়ীয় ব্যাকরণ বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়, প্রকাশিত ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি একাধারে একজন ব্যাকরণবিদ এবং বৈয়াকরণ।

ইতিহাসবেত্তা	ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি	ঐতিহাসিক	ইতিহাস রচনা করেন যিনি
প্রাগৈতিহাসিক	ইতিহাসের পূর্বের ঐতিহাসিক কালেরও আগের		
ব্যাকরণবিদ	যিনি ব্যাকরণ রচনা করে	শাস্ত্রজ্ঞ	স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি
বৈয়াকরণ	ব্যাকরণে পণ্ডিত যিনি	স্মার্ত	যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন
	যিনি ভালো ব্যাকরণ জানেন	শাস্ত্রকার	স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেন যিনি

পত্নী

সপত্নী	একই স্বামীর পত্নী যারা	বিপত্নীক	যে ব্যক্তির পত্নী মৃত
সপত্নীক	পত্নীসহ বর্তমান		যার স্ত্রী মারা গিয়েছে

পূর্বে

অশ্রুতপূর্ব	যা পূর্বে শোনা যায় নি	অভূতপূর্ব	যা পূর্বে কখনও ঘটেনি
অদৃষ্টপূর্ব	যা পূর্বে দেখা যায় নি	অচিন্তিতপূর্ব	যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি
ভূতপূর্ব	যা পূর্বে ছিল এখন নেই	অনাস্বাদিতপূর্ব	যা পূর্বে কখনও আস্বাদিত হয় নাই যা পূর্বে কখনও স্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই *স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন - অনাস্বাদিত*
পৌর্বাপর্য	পূর্ব ও পরের অবস্থা		

পা

আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	পাদ্য	পা ধুইবার জল

Educationblog24.com

পর

পরভৃত 	পরের দ্বারা পালিত অর্থাৎ কাকের দ্বারা পালিত, পরপুষ্ট অর্থাৎ কোকিল। পরভৃতা - স্ত্রীবাচক	পরভৃৎ 	পরকে প্রতিপালন করে যে পরকে অর্থাৎ কোকিল শাবককে পালন করে অর্থাৎ কাক।
পরজীবী	পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে	পরান্নজীবী	পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে
পরশ্রীকাতর	পরের শ্রী (উন্নতি) দেখিয়া যার মন কাতর (খারাপ) হয়		

পর্যন্ত

আদ্যন্ত/ আদ্যোপান্ত	আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	আমৃত্যু	মৃত্যু পর্যন্ত
আপদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অধঃকায়	কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত
আসমুদ্রহিমাচল	সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত	আজানু	জানু (হাঁটু) পর্যন্ত
আকণ্ঠ	কণ্ঠ পর্যন্ত	আজানুলম্বিত	জানু পর্যন্ত লম্বিত
আকর্ণ	কর্ণ পর্যন্ত	ললম্বিকা	নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার

Educationblog24.com



পদ্ম



ইন্দিবর	নীল বর্ণের পদ্ম	মৃণাল	পদ্মের ডাঁটা বা নাল
কোকনদ	লাল বর্ণের পদ্ম	মৃণালিনী	পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ
কৌমুদী	যে আলোতে কুমুদ (পদ্ম) ফোটে	পুণ্ডরীক	শ্বেত বর্ণের পদ্ম

কৌমুদী হলো চাঁদের আলো বা জোৎস্না। যেহেতু কুমুদ ফুল চাঁদের আলোতে ফোটে, তাই যে আলোতে কুমুদ ফোটে, সেই আলোকে কৌমুদী বলা হয়।

Educationblog24.com

ফসল



গম



আলু

চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল - চৈতালি

আরবি ভাষার রবি শব্দের অর্থ বসন্তকাল। রবিশস্য, রবি ফসল, চৈতালি ফসল বা রবিখন্দ: শীতকালে রোপিত কৃষিজাত ফসল। চাষাবাদকৃত এ ফসল পরবর্তীতে গ্রীষ্মকালে উত্তোলন করা হয়। গম, তৈলবীজ, আউশ ধান প্রভৃতি রবিশস্যের উদাহরণ।

পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল - পৌষালি

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, টমেটো, আলু, গাজর ইত্যাদি।

চৈতালি	চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল	**ঊষর**	যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না যার মাটি নোনা বা ক্ষারময়
পৌষালি	পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল	**হৈমন্তিক**	হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল যা হেমন্তকালে জন্মে

ব্যয়

মিতব্যয়ী	আয় অনুসারে ব্যয় করেন যিনি	**কৃপণ**	যে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে
অমিতব্যয়ী	আয় অনুসারে ব্যয় করেন না যিনি	**ব্যয়কুণ্ঠ**	যে অধিক ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে
ব্যয়বহুল	যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়		

বর্ণ

বর্ণচোরা *কপটচারী*	আপনার রঙ বা বর্ণ লুকায় যে; যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না স্বাভাবিক বর্ণ গোপন রাখে এমন *(বর্ণচোরা আম)* বাইরে থেকে ভিতর বোঝা যায় না এমন *(বর্ণচোরা লোক)*		
পাংশুল	ধূলার মতো বর্ণ যার	**উলুক**	নীল বর্ণের বানর
ধোঁয়াটে	ধোঁয়ার মতো বর্ণ যার	**বাসন্তী**	ফিকা কমলা বর্ণ বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা

Educationblog24.com

বলা

অনুক্ত	যা বলা হয়নি	অকথ্য	যা বলা উচিত নয়
উক্ত	যা বলা হয়েছে	বক্ষ্যমাণ	বলা হবে এমন বলা হচ্ছে এমন
বীক্ষ্যমাণ	নিরীক্ষিত হচ্ছে এমন		
বক্তব্য	যা বলা হবে, বলতে হবে বা বলার যোগ্য এমন	বাচ্য - বলতে হবে এমন; বলার যোগ্য	

ভবিষ্যৎ

অপরিণামদর্শী	যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না	পরিণামদর্শী	যে পরিণাম চিন্তা করে কাজ করে
অবিমৃশ্যকারী	যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে	ভাবি	যা হবে
	অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না যে	ভবিতব্য	যা ভবিষ্যতে ঘটবে

মর্ম

মর্ম হলো দেহের এমন স্থান যেখানে আঘাত করলে মৃত্যু হতে পারে; হৃদয়

মর্মভেদী	মর্মভেদ করিয়া যায় যাহা	মর্মান্তিক বা মর্মন্তুদ	মর্মকে পীড়া দেয় যাহা
মর্মস্পর্শী	মর্মকে স্পর্শ করে এমন		

মান

উড্ডীন/ উড্ডীয়মান	উড়ে যাচ্ছে এমন	দোদুল্যমান	যা বার বার দুলছে
উদীয়মান	উদয় হচ্ছে যা	দেদীপ্যমান	পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা
উপচীয়মান	উপচে পড়ছে এমন। যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংগৃহীত হচ্ছে বা সঞ্চিত হচ্ছে।		দীপ্তি পাচ্ছে এমন
		বিবাদমান	বিবাদ করছে এমন
		দহ্যমান	দগ্ধ হচ্ছে এমন
সন্ততসঞ্চরমাণ	সর্বদা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে	জাজ্বল্যমান	যা পুনঃ পুনঃ জ্বলছে
কম্পমান	যা কাঁপছে	রোরুদ্যমান	যে ক্রমাগত রোদন করছে

মন / চিত্ত

অন্যমনস্ক	অন্যদিকে মন যার	একাগ্রচিত্ত	এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট
অনন্যমনা	অন্যদিকে মন নাই যার		

Educationblog24.com

মৃত

মুমূর্ষু	মৃতের মত অবস্থা যার	জীবন্মৃত	জীবিত থেকেও যে মৃত
মরণশীল	মরিবেই যাহা	ভাগাড়	মৃত জীবজন্তু ফেলা হয় যেখানে

মধু

মাধুকরী	যে ব্যক্তি এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ভিক্ষা করে বেড়ায় *ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে, তেমনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা; যেমন মধুকর বা মৌমাছি*
মধুপ, মধুকর	মধু পান করে যে



যোগ্য



নৌ চলাচলের যোগ্য - নাব্য

চূষ্য	যা চুষে খাবার যোগ্য	ক্ষমার্হ	ক্ষমার যোগ্য
চর্ব্য	যা চিবিয়ে খাবার যোগ্য	বক্তব্য	বলার যোগ্য
লেহ্য	যা চেটে খাবার যোগ্য	প্রশংসার্হ	প্রশংসার যোগ্য
বাহ্য	বহন করার যোগ্য	বরেণ্য, বরণীয়	বরণ করার যোগ্য
পেয়	যা পান করার যোগ্য	ধন্যবাদার্হ	ধন্যবাদের যোগ্য
ক্রেয়	যা ক্রয় করার যোগ্য	ঘৃণার্হ/ ঘৃণ্য	ঘৃণার যোগ্য
বিক্রেয়	যা বিক্রয় করার যোগ্য	ঘ্রেয়	ঘ্রাণের যোগ্য
খাদ্য	যা খাওয়ার যোগ্য	আরাধ্য	আরাধনা করার যোগ্য
পাঠ্য	যা পাঠ করার যোগ্য	নাব্য	নৌ চলাচলের যোগ্য
পাচ্য	রন্ধনের যোগ্য	মাননীয়	মান-সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য
জ্ঞাতব্য	জানার যোগ্য বা জানা উচিত	অন্তরীক্ষ	যা অন্তরে ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য অন্তরীক্ষ অর্থ: আকাশ, গগন ইত্যাদি
অনিন্দ্য	যা নিন্দার যোগ্য নয়		

Educationblog24.com

যুদ্ধ

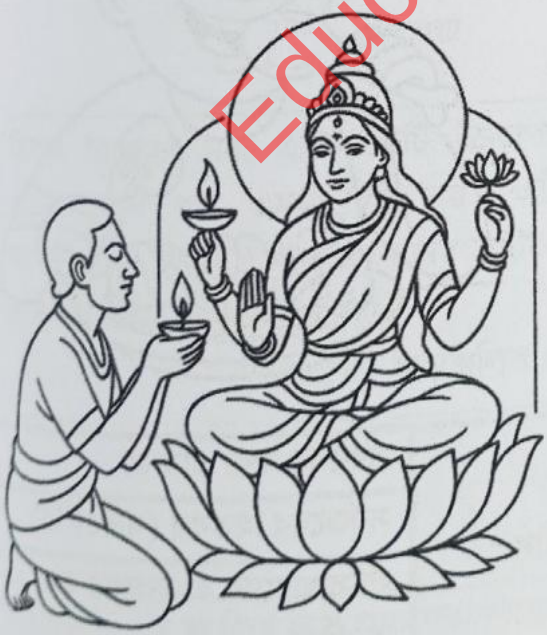


যুধিষ্ঠির যুযুধান	যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন যুদ্ধে থাকেন যিনি
দ্বৈরথ	দুই রথীর যুদ্ধ
যুযুৎসা যুযুৎসু	যুদ্ধ করার ইচ্ছা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক
সৌপ্তিক	রাত্রিকালীন যুদ্ধ

রূপান্তর

অনুবাদ	অন্য ভাষায় রূপান্তর *দোভাষী - যে দুটি ভাষা জানে; যে উভয়ের ভাষা বা বক্তব্য অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেয়।*	লিপ্যন্তর বা প্রতিবর্ণীকরণ	অন্য লিপিতে রূপান্তর *এক ভাষার লিপি বা লেখ্যরূপকে অন্য ভাষার লিপিতে বা অন্য লিপিতে লিখন*
অনূদিত	অন্য ভাষায় রূপান্তরিত অনুবাদ করা হয়েছে এমন	লিপ্যন্তরিত	লিপ্যন্তর করা হয়েছে এমন।

শক্তি



শাক্ত	শক্তির উপাসনা করে যে
যথাশক্তি	শক্তিকে অতিক্রম না করে

শত্রু



অরিন্দম	অরিকে (শত্রুকে) দমন করে যে
পরন্তপ	শত্রুকে পীড়া দেয় যে (অরিন্দম)
শত্রুঘ্ন	শত্রুকে বধ করে যে
অজাতশত্রু	এখনও শত্রু জন্মায়নি যার যার শত্রু নেই *অজাতশ্মশ্রু - যে পুরুষের দাড়ি-গোঁফ গজায়নি*

Educationblog24.com

শ্রম

শ্রমকাতর	শ্রম করতে কষ্টবোধ করে যে	শ্রমবিমুখ	শ্রম করতে চায় না যে

স্থায়ী

নশ্বর	নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার	অস্থায়ী	যা স্থায়ী নয়
	যা চিরস্থায়ী নয়	ক্ষণস্থায়ী	ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী
অবিনশ্বর	যা কখনো নষ্ট হয় না	ক্ষণপ্রভা	যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না
	নষ্ট হওয়াই স্বভাব নয় যার	অনিকেত অনিকেতন	যার বাসস্থান নেই *নিকেত বা নিকেতন অর্থাৎ গৃহ নেই এমন*
উদ্বাস্তু	স্থায়ী ঠিকানা নেই যার		
	যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে *নিজের বাস্তুভিটা বা বসতবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে*	হা-ঘরে	ঘর নাই যার

সমস্ত / সব

যারা শুধু উদ্ভিদজাত খাবার খায় তাদের বলে তৃণভুক/শাকাহারী। যারা শুধু মাংস খায় তাদের বলে মাংসভুক/মাংসাশী। কিন্তু যারা উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়জাত খাবার খায় তাদের বলা হয় সর্বভুক। মানুষ স্বাভাবিকভাবে একটি সর্বভুক প্রাণী, কারণ মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। ভালুক একটি সর্বভুক প্রাণী, কারণ সে ফলও খায় আবার মাংসও খায়।



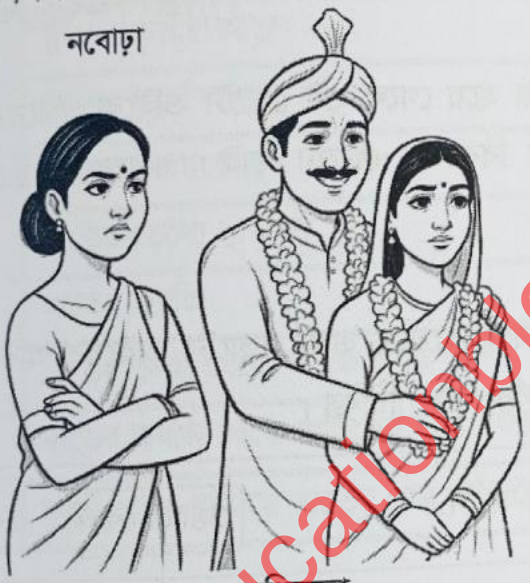
সর্বভুক	সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করে যে	সর্বজনীন	সকলের জন্য প্রযোজ্য
সর্বব্যাপক	যিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন		সর্বজনের হিতকর (বারওয়ারি)
সর্বজ্ঞ	যিনি সকল কিছুই জানেন *বহুজ্ঞ - যে বহু বিষয় জানে*		সর্বসাধারণের বা সকলের জন্য অনুষ্ঠিত
সর্বগ্রাসী	সব কিছু গ্রাস করে যে	সার্বজনীন	সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ
বিশ্বজনীন	বিশ্বজনের হিতকর		

Educationblog24.com

বিয়ে



নবোঢ়া



অধিবেত্তা

অধিবিন্না	দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিত প্রথম পত্নী *এখানে প্রথম পত্নী হলো - অধিবিন্না*
অধিবেত্তা	প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহকারী পুরুষ *এখানে পুরুষটি হলো - অধিবেত্তা*
অধিবেদন	প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ *এখানে স্ত্রী বা পুরুষকে বোঝানো হয় নি; বৈবাহিক অবস্থা বুঝিয়েছে।*
অকৃতদার	যে পুরুষ বিয়ে করেনি
কৃতদার	যে পুরুষ বিয়ে করেছে
পরিবেদন	অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে
নবোঢ়া	যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে
অনূঢ়া	যে নারীর বিয়ে হয় না *আইবুড়ো অর্থে*
কুমারী	যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয়নি
চিরকুমার	যে জীবনে বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে
দোজবরে	যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছে বা করে
দিধিষু	দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়েছে এমন নারীর স্বামী

বিবাহ বিশেষণ নয়; এটি একটি ক্রিয়াপদ এটি আপনি পান এমন কিছু নয়। এটি আপনি কিছু করেন। আপনি নিজের সঙ্গীকে প্রতিদিন এভাবেই ভালোবাসেন।

-বারবারা দে অ্যাঞ্জেলিস।

লাভ

অযত্নলব্ধ	যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে	অনায়াসলভ্য	অনায়াসে লাভ করা যায় যা
অযত্নসম্ভূত	যা বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়েছে *বিনা চেষ্টায় বা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বা উৎপন্ন হয়েছে এমন*	সাধ্যাতীত	যা লাভ করা দুঃসাধ্য

Educationblog24.com

পরিবিন্না অগ্রেদিধিষু পরিবেত্তা পরিবিত্তি পরিবেদিনী

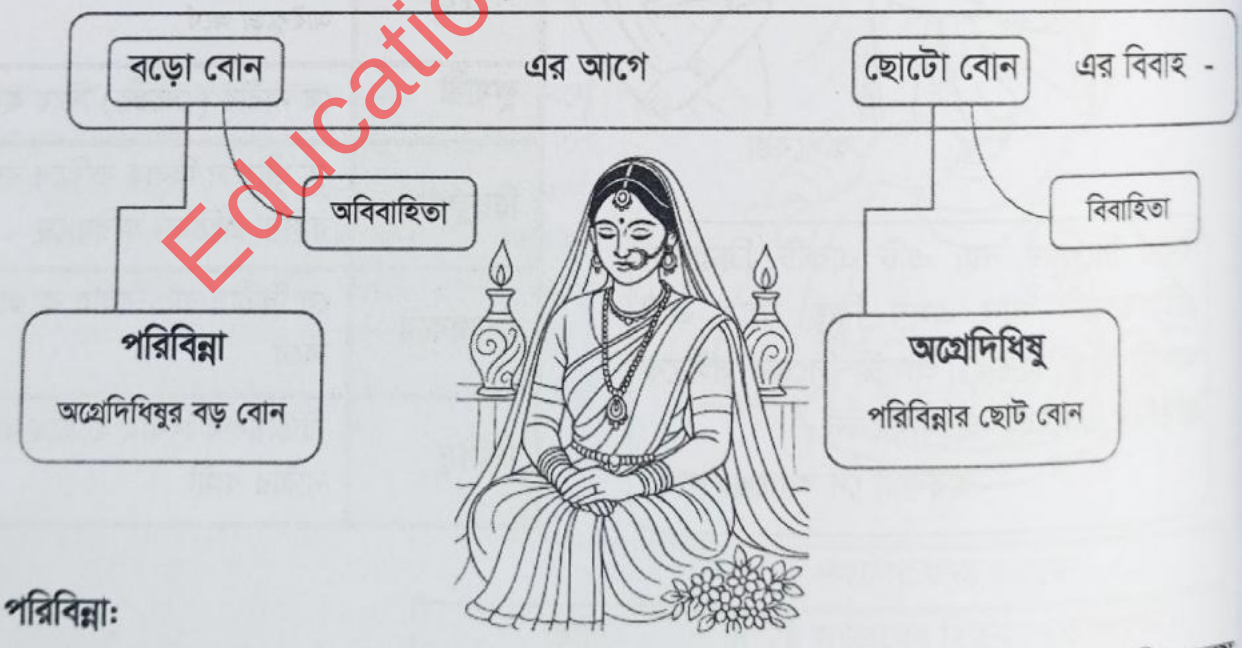


❑ **পরিবেত্তা:**

বড়ো ভাইয়ের আগে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ওই ছোটো ভাইকে পরিবেত্তা বলা হয়। পরিবেত্তা অর্থ অবিবাহিত বড়ো ভাইয়ের বিবাহিত ছোটো ভাই। পরিবেত্তার স্ত্রীকে বলা হয় পরিবেদিনী।

❑ **পরিবিত্তি:**

পরিবিত্তি হলো পরিবেত্তার বড়ো ভাই। বিয়ে হয়েছে এমন ছোটো ভাইয়ের অবিবাহিত বড়ো ভাইকে পরিবিত্তি বলা হয়। পরিবিত্তির সমার্থক শব্দ পরিবিন্ন।



❑ **পরিবিন্না:**

বিবাহিতা ছোটো বোনের অবিবাহিতা বড়ো বোন। বড়ো বোনের আগে ছোটো বোনের বিয়ে হয়ে গেলে ওই বড়ো বোনকে এককথায় পরিবিন্না বলা হয়।

❑ **অগ্রেদিধিষু:**

অবিবাহিতা বড়ো বোনের বিবাহিতা ছোটো বোনকে এককথায় অগ্রেদিধিষু বলা হয়। অগ্রেদিধিষু অর্থ পরিবিন্নার ছোটো বোন। দিধিষু অর্থ দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়েছে এমন নারীর স্বামী।

Educationblog24.com

হাত



অঙ্গুষ্ঠ	হাতের প্রথম আঙুল (বুড়ো আঙুল)
তর্জনী	হাতের দ্বিতীয় আঙুল
মধ্যমা	হাতের তৃতীয় আঙুল
অনামিকা	হাতের চতুর্থ আঙুল
কনিষ্ঠা	হাতের পঞ্চম আঙুল
করতল	হাতের তেলো বা তালু
মণিবন্ধ	হাতের কবজি
প্রকোষ্ঠ	হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত অংশ
পাণি	হাতের কবজি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত
রত্নি	কনুই থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাতের প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য



শাস্ত্র

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব
সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা
খুলে দেখ নিজ প্রাণ!'



শাস্ত্রজ্ঞ	স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি	ঋষি	শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী
স্মার্ত	যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন	নৈয়ায়িক	যিনি ন্যায় শাস্ত্র জানেন *ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি;* *ন্যায়শাস্ত্রবিদ [ন্যায় + ইক]*
শাস্ত্রকার	স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেন যিনি		

Educationblog24.com

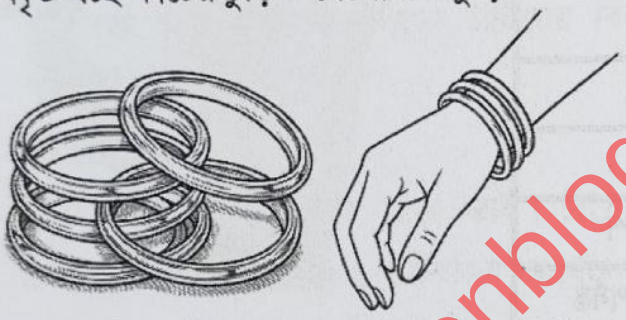
বন্দুকের গুলি ছোড়া অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য - চাঁদমারি



অঙ্গীকৃত মাল তৈরির জন্য প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ - দাদন

'দাদন' শব্দটি ফারসি। দাদন কথার অর্থ হলো অগ্রিম টাকা। দ্রব্যাদির আংশিক অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক প্রদান, বায়না।

উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচের চুড়ি - বেলোয়ারি চুড়ি

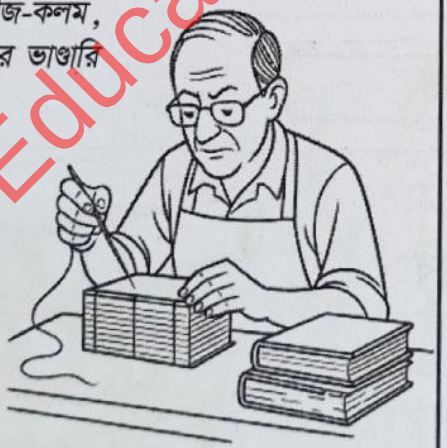


বেলোয়ারি - স্ফটিকের মতো পল-কাটা কাচের তৈরি

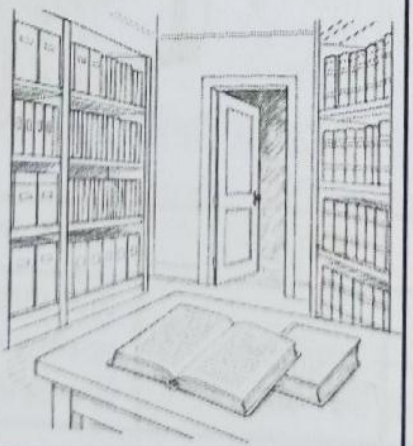
বইখাতা যে বাঁধাই করে - দফতরি, দপ্তরি

অফিসের কাগজ-কলম, নথিপত্র ইত্যাদির ভাণ্ডারি বা পরিবেশক।

দপ্তি - বই বাঁধার কাজে ব্যবহৃত মোটা কাগজবিশেষ।



খাতাপত্র রাখার ঘর - দপ্তরখানা



কাগজপত্র, সরকারি বা ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের সংরক্ষণাগার - মহাফেজখানা



মহাফেজ - গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।

নদী মেখলা যে দেশের - নদী মেখলা

মেখলা শব্দ থেকে মেখল নামের উৎপত্তি। মেখল অর্থ কটিবন্ধ বা কোমরের হার। স্ত্রী লোকেরা যে স্বর্ণের হার বা অলংকার পরিধান করে থাকে তাকে মেখলা বলা হয়। অনেকের মতে, হালদা নদীর অনেকগুলো উপনদী এই গ্রামের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে বলে মেখলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

নদী যাকে মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টন করে আছে এমনই নদী মেখলা

নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ - নদী সিকস্তি

সিকস্তি অর্থ ভাঙ্গা। যদি কোনো জমি/ভূমি ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় তবে তাকে সিকস্তি বলে।

অনশনে মৃত্যু - প্রায়

'প্রায়' দিয়ে সাধারণত, সচরাচর অর্থ প্রকাশ করলেও এই একই শব্দ প্রায় দিয়ে অনশনে মৃত্যু অর্থ প্রকাশ করে। মৃত্যু-কামনায় উপবাস - প্রায়োপবেশন।

অধরপ্রান্তের হাসি



বক্রোষ্ঠিকা

ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল সাধক গায়ক

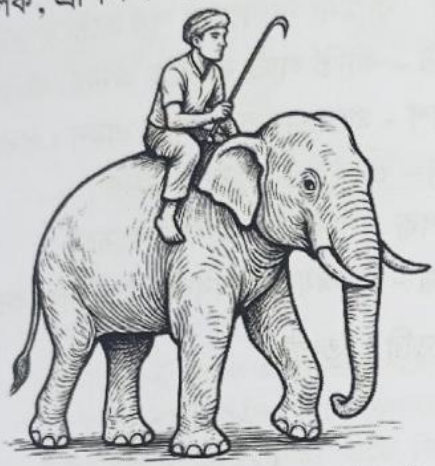


বাউল

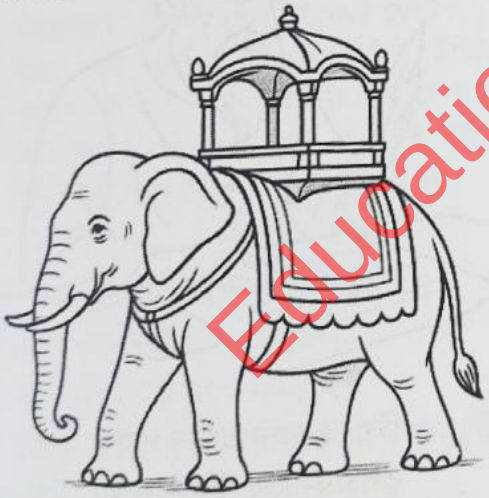
Educationblog24.com

হাতি

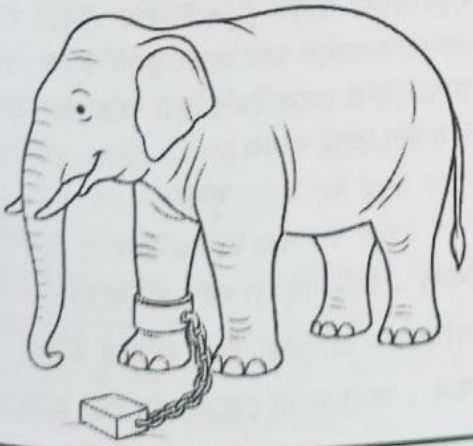
হাতি রাখার স্থান - পিলখানা; হাতিশালা
পিল অর্থ হাতি
হাতির বাসস্থান - গজগৃহ
হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিকের সমাহার - চতুরঙ্গ
হাতির/উটের শাবক (বাচ্চা) - করভ
হাতির ডাক বা হস্তীর ডাক - বৃংহণ/বৃংহিত
হস্তী চালক, প্রশিক্ষক বা রক্ষক - মাহুত



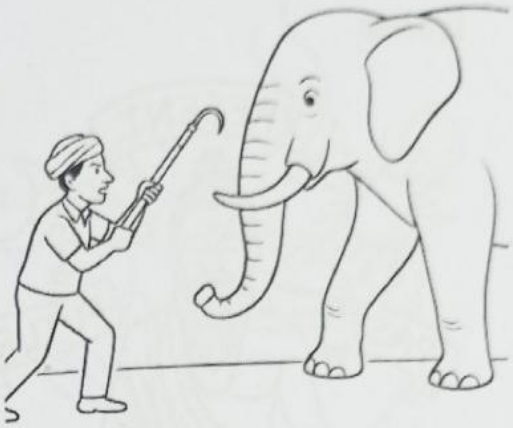
হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান - হাওদা



হাতির পা বাঁধার দড়ি বা শিকল - আন্দু বা আন্ধু

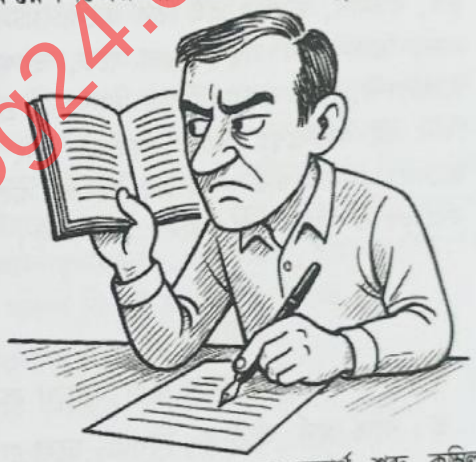


হাতি তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত দণ্ড - অঙ্কুশ



অঙ্কুশ বা হাতির অঙ্কুশ হলো হাতি পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের জন্য মাহুত দ্বারা ব্যবহৃত হাতিয়ার। এটি হুক নিয়ে গঠিত যা হাতলের সাথে সংযুক্ত।

যে লেখক অন্যের লেখা, ভাব, ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের নামে চালায় - কুম্ভিলক



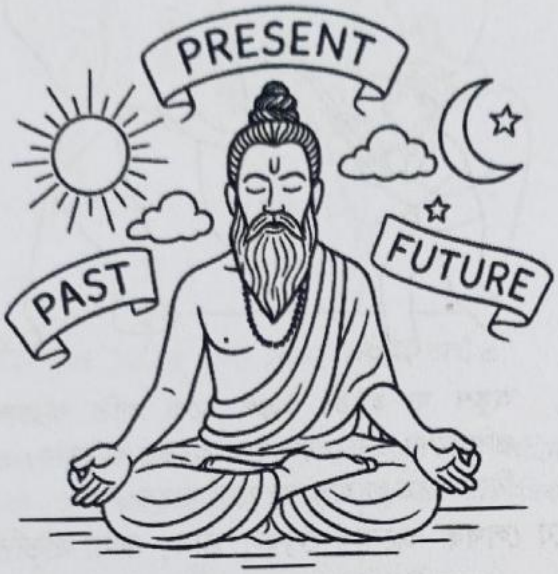
Plagiarism শব্দের বাংলা সমার্থ শব্দ কুম্ভিলক। কুম্ভিলক শব্দের অর্থ চোর বা তস্কর। আর কুম্ভিলকবৃত্তি বলতে মূলত চুরি করার অভ্যাস বা চুরি করাকে বোঝায়। বৃত্তি বলতে এখানে অভ্যাস বা পেশাকে বোঝানো হয়েছে। কুম্ভিলক শব্দটি গবেষণা ও সাংবাদিকতায় বহুল ব্যবহৃত।

অজ (ছাগল) কে গ্রাস করে যা - অজগর
অপরের ধন - পরস্ব
আকাশ ও পৃথিবী - ক্রন্দসী
স্বর্গ ও মর্ত্য - ক্রন্দসী
পৃথিবী ও স্বর্গ - রোদসী
দেবতা থেকে উৎপন্ন - আধিদৈবিক

আধিদৈবিক = অধিদেব + ইক। দেবতা থেকে সৃষ্ট, দৈবজাত। দৈব বা প্রাকৃতিক ঝড়-বন্যা, ভূমিকম্প, প্লাবন, মহামারি, খরা, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি যা মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই।

Educationblog24.com

ত্রিকালের ঘটনা জানেন যিনি - ত্রিকালদর্শী/ ত্রিকালজ্ঞ



ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন; ত্রিকাল-দ্রষ্টা। হিন্দু পুরাণ মতে, ভগবান ব্রহ্মা ত্রিকালদর্শী, তিনি ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশনায় স্রষ্টা তাই তিনি এই মহাবিশ্বের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানেন। এমনকি চার কুমার এবং সাতজন মহান ঋষি এবং ভৃগু ও নারদ, তারা সকলেই ত্রিকালদর্শী।

বীত

- বীত = বি + ই (গমন করা, ত্যাগ করা) + ত। বীত অর্থ অতীত, বিগত, চলে গেছে বা দূর হয়েছে এমন। বীত এর সাথে যা-ই যুক্ত হবে তা-ই চলে গেছে বা দূর হয়েছে এমন বুঝাবে। আশা করি নিচের সবগুলোই এখন পারবেন।

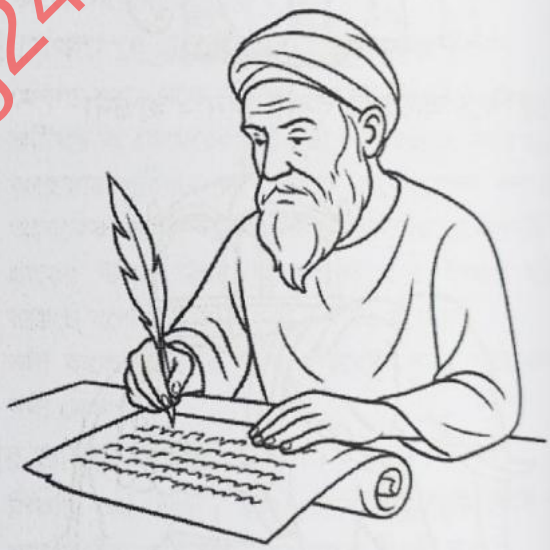
বীতশোক - শোক দূর হয়েছে যার। যে ব্যক্তি মায়াকে দূর বা অতিক্রম করেছেন তিনিই বীতশোক
বীতশ্রদ্ধ - কোনো বিষয়ে যে শ্রদ্ধা হারিয়েছে
বীতরাগ - রাগ বা অনুরাগ দূর হয়েছে যার
বীতকাম - কামনা নেই এমন। কামনাশূন্য
বীতনিদ্র - নিদ্রা দূর হয়েছে যার। নিদ্রাহীন, বিনিদ্র
বীতভয় - ভয় দূর হয়েছে যার। ভয়শূন্য, নির্ভীক
বীতস্পৃহ - স্পৃহা দূর হয়েছে যার। স্পৃহাহীন, নিরাকাঙ্ক্ষ
বীতহব্য - হোম বা যজ্ঞ ত্যাগ করেছে এমন

লব্ধ

- লব্ধ অর্থ পাওয়া বা লাভ করেছে এমন; প্রাপ্ত; অর্জিত। লব্ধ শব্দটির সাথে যা যুক্ত থাকবে, আপনি বুঝে নিবেন তা লব্ধ বা পাওয়া গিয়েছে। আশা করি নিচের সবগুলোই এখন পারবেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ - প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। খ্যাতিমান
লব্ধকাম - কামনা বা বাসনা পূর্ণ হয়েছে এমন
লব্ধকীর্তি - কীর্তি লাভ করেছে এমন। কীর্তিমান
লব্ধপ্রবেশ - প্রবেশলাভ করেছে এমন। প্রবিষ্ট
লব্ধজ্ঞান - জ্ঞান লব্ধ হয়েছে এমন
পরিশ্রমলব্ধ - পরিশ্রমে যা লব্ধ হয়েছে
অযত্নলব্ধ - যা অযত্ন বা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে

তুলার তৈরি - তুলট



চিত্র: একজন প্রাচীন পণ্ডিত তুলট কাগজে পুঁথি লিখছেন

তুলা থেকে উৎপন্ন (তুলট কাগজ)। তুলা থেকে প্রস্তুত হলুদ বর্ণের কাগজ (তুলটে লেখা পুঁথি)। বাংলায় পুঁথি লেখার কাগজকে বলা হতো তুলট কাগজ। একসময় এ কাগজ তুলা থেকে তৈরি করা হতো বলে সে কাগজের নাম ছিল তুলট কাগজ।

কৃত

করা হয়েছে এমন

কৃতবিদ্য - যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন
কৃতপ্রতিজ্ঞ - প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এমন
কৃতঋণ - অন্য ভাষা থেকে ধার করা হয়েছে এমন

Educationblog24.com

ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে - তুলাদণ্ড



ওজনের যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি

যে ভরণ পোষণ করে - ভর্তা

বাংলায় সংস্কৃত ভর্ত্তা থেকে আগত ভর্তা শব্দের অর্থ স্বামী বা পতি। বাংলায় কোনো কিছু পিষে ফেলাকে ভর্তা বলা হয়। সকল প্রকার বাঙালি ভর্তা হাতে কিংবা বিভিন্ন উপায়ে পিষে তৈরি করা হয়ে থাকে। ভর্তা মানে দলাইমলাই। চিপে চিড়েচ্যাপ্টা করে ফেলা।

বাস্তবে বউ কর্তৃক স্বামীদের বিভিন্ন উপায়ে পিষে, দলাইমলাই বা চিপে চিড়েচ্যাপ্টা করে ফেলা হয়। তাই ভর্তা দিয়ে স্বামীও বোঝায়। আধুনিক বাংলায় ভর্তা শব্দটি শুধুমাত্র খাবার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

বয়স

আট বছর বয়সী কন্যা - গৌরী

নয় বছর বয়সী কন্যা - রোহিণী

দশ বছর বয়সী কন্যা - কন্যকা

দশ থেকে বারো বছর বয়সী কন্যা - কুমারিকা

ষোল বছর বয়সী কন্যা - ষোড়শী

উপরের প্রতিটি বয়সী কন্যাই অবিবাহিত

প্রবীণ বা বয়স্ক, অভিজ্ঞ, সর্বজ্যেষ্ঠ - বর্ষীয়ান

বর্ষীয়ান সুনির্দিষ্ট কোনো বয়সকে ইঙ্গিত করে না।

আশি বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি - অশীতিপর

অশীতিপর = অষ্ট + দশন্+ তি; আট সংখ্যার দশ গুণ, ৮ × ১০ = ৮০। অশীতি শব্দের অর্থ হলো আশি। আর অশীতিপর বৃদ্ধ হলো আশি বা তার অধিক বয়সবিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি; অতি বৃদ্ধ। শীতঋতু বা শীতে কাতর হওয়ার সঙ্গে অশীতিপর -এর কোনো সম্পর্ক নেই।

নব্বই বা তার অধিক বয়সবিশিষ্ট - নবতিপর

নবতি - নব্বই সংখ্যা। নবন্ + অতি

ঘর্ষণ বা পেষণজাত সুগন্ধ - পরিমল



পুষ্প চন্দন প্রভৃতির সৌরভ; মর্দন করলে যে সুগন্ধ বের হয়; পুষ্পমধু।

গদ্যপদ্যময় কাব্য - চম্পু

চম্পু বা চম্পুকাব্য হলো ভারতীয় সাহিত্যে সাহিত্য রচনার একটি ধারা। যে রচনা গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত এবং গদ্য ও পদ্যের অনুপাত যে রচনায় সমান তাকে চম্পুকাব্য বলে। সংস্কৃত সাহিত্যে বেশ কিছু চম্পুকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- নলচম্পু, রামায়ণচম্পু, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, গোপালচম্পু, ভারতচম্পু ইত্যাদি।

যিনি সকল কিছুই জানেন - সর্বজ্ঞ

যে বহু বিষয় জানে - বহুজ্ঞ

অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যার বা বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ - বহুদর্শী

বহু দেখেছে যে - ভূয়োদর্শী

অনেক দেখে শুনে অর্জিত অভিজ্ঞতা - ভূয়োদর্শিতা বা ভূয়োদর্শন

এখানে 'ভূয়' অর্থ অনেক, প্রচুর, বহুল, পুনরায়। কোনো বিষয়ে দীর্ঘকাল প্রচুর কাজ বা গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত বাস্তব, প্রায়োগিক এবং কার্যকর অভিজ্ঞতার বিপুল সমন্বয়কে এককথায় 'ভূয়োদর্শন' বলে। ভূয়োভূয় অর্থ বারবার।

পশু রাখার স্থান

গরু রাখার স্থান - গোহাল

গোহাল অর্থ গরুর ঘর; গোশালা, গোয়াল; গো-গৃহ।

গাধার বাসস্থান - খরশাল

অশ্ব রাখার স্থান - আস্তাবল, অশ্বশালা

হাতি রাখার স্থান - পিলখানা, হাতিশাল, হাতিশালা

হাতির বাসস্থান - গজগৃহ

Educationblog24.com

গবাদি পশুর পাল - বাথান



বাথান - গোচারণের মাঠ, গোশালা, গোয়ালঘর, গরুর পাল। বাংলাদেশের তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদিপশু প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্মিত বিশেষ ধরনের আবাসস্থল। 'বাথান' শব্দটি প্রাকৃত ভাষা থেকে আগত, এর অর্থ গবাদিপশুর বাসস্থান, যেখানে রেখে তাদের পালন ও পরিচর্যা করা হয়।

যারা বাথানের কাজ করত, তাদের বলা হয় বাথানি। বাথানে যেসব ঘর নির্মাণ করা হয় সেগুলোকে বলা হয় বাথানবাড়ি। বাংলাদেশে গো-চারণের জন্য বাথান আছে সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে।

দামি জিনিস রাখা হয় যেখানে - তোশাখানা



তোশাখানা অর্থ এমন একটি ভাণ্ডার যেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন রকমের মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী সংরক্ষিত থাকে। তোশাখানা একটি সংস্কৃত/ফারসি শব্দ, যার অর্থ কোষাগার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা স্থানীয় রাজপুত্র বা রাজ কর্মচারীদের থেকে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী কোম্পানির তোশাখানায় জমা দিত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের তোশাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

হিমালয় পত্নী - মেনকা



মেনকা সতীর সখী ছিলেন। দক্ষযজ্ঞে স্বামীর নিন্দা শুনে সতী প্রাণত্যাগ করলে, সতীকে কন্যারূপে পাওয়ার জন্য মেনকা কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবতী উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললে, তিনি একশত পুত্র ও একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। ভগবতী সেই বর প্রদান করেন এবং নিজে মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তী কালে মেনকার সাথে হিমালয়ের বিবাহ হয়। এঁর গর্ভে সতী পার্বতী নামে জন্মগ্রহণ করেন। আর একারণেই মেনকাকে হিমালয়ের পত্নী বলা হয়।

আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা - বরাভয়



বরাভয় = বর (আশীর্বাদ) + অভয় (আশ্বাস)। আশীর্বাদের বা আশ্বাসদান বা অভয়দানের ভাবযুক্ত হাতের আঙুল দ্বারা কৃত ভঙ্গিবিশেষ বা মুদ্রা; করভঙ্গি।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধন - রিক্থ

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি।

Educationblog24.com

আতপ বা রৌদ্র থেকে ত্রাণ করে যা - আতপত্র

আতপ মানে রৌদ্র বা সূর্যের তাপ, আর ত্র মানে রক্ষা বা ত্রাণ। আতপত্র = এমন বস্তু যা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করে। ছাতা / ছাতারি - প্রাচীনকাল থেকে রোদ বা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়। বড় কাপড় / কানোপি / শামিয়ানা - রাজকীয় বা আনুষ্ঠানিক পরিবেশে আতপত্র হিসেবে মাথার উপর টাঙানো হয়। পামপাতা / বেতের পাটি - প্রাচীন সমাজে সাধারণ মানুষও আতপত্র বানাতেন।



একবার দান করে ফেরত নেয় যে - দত্তাপহারী

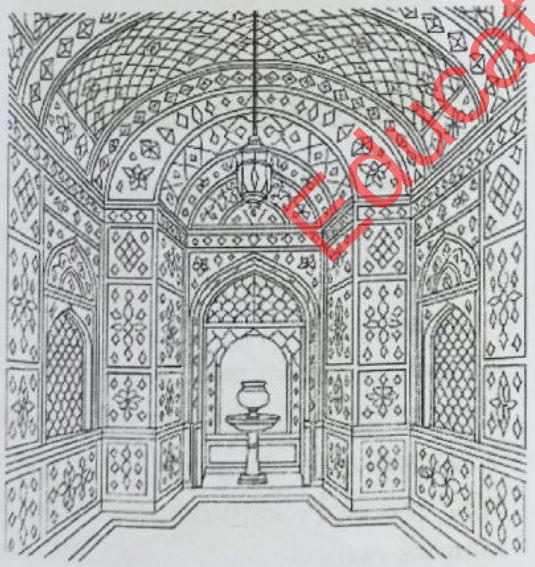
একের ভাষা অপরকে বুঝিয়ে দেয় যে - দোভাষী

এখনো দাড়িগোঁফ গজায়নি যার - অজাতশ্মশ্রু

এখনো শত্রু জন্মায়নি যার - অজাতশত্রু

উভয় তীর আছে যার - পারাবার (সমুদ্র)

কাচের তৈরি বাড়ি - শিশমহল



শিশা বা কাচের ঘর; নবাব-বাদশাহ্-এর কন্যা কিংবা জায়ার সজ্জাগৃহ।

যে রব শুনে এসেছে - রবাহূত

লোকমুখে রব বা ভোজের খবর শুনে চলে এসেছে এমন, বিনা নিমন্ত্রণে এসে হাজির হয়েছে এমন। রব - শব্দ, ধ্বনি; আহূত - ডাকা বা আহ্বান করা হয়েছে এমন

যা লয় প্রাপ্ত হয়েছে - লীন

মিশে গিয়েছে এমন।

এক টানা মুখস্থ

কাপড়ের লম্বা টুকরা - পটি



পটি - কাপড়ের ছোটো খণ্ড; দূষিত বা ক্ষত স্থানে জড়াবার জন্য কাপড়ের লম্বা ফালি (জলপটি)

গর্জনকারী ও জলবর্ষণকারী মেঘ - পর্জন্য

পর্জন্য - বৃষ্টি, বজ্র, বজ্রপাতের দেবতা, এবং যিনি পৃথিবীকে উর্বর করেন। ইন্দ্র।

ছাদের উপরিস্থিত ঘর - বলভি, চিলেকোঠা

বলভি, বলভী - ছাদের উপরের ঘর।

চিলেকোঠা



চিলে: এই শব্দটি এসেছে 'চিল' পাখি থেকে। কোঠা অর্থ ঘর বা কক্ষ। অতীতে প্রায়শই দেখা যেত, বাড়ির ছাদের উপরের এই ছোট, অপ্রয়োজনীয় ঘরগুলোতে চিল বাসা বাঁধতো বা আশ্রয় নিত। এই ঘরগুলো সাধারণত বাড়ির মূল ব্যবহারের বাইরে থাকতো এবং সেখানে মানুষ খুব কম যাতায়াত করতো, যা চিলের মতো পাখিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করতো। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই এই ঘরগুলোর নাম হয়ে যায় 'চিলেকোঠা'। সহজ কথায় ছাদের উপরস্থিত ঘরকে চিলেকোঠা বলা হয় কারণ এটি চিলের মতো উঁচুতে অবস্থান করে।

মোগল যুগ ও নবাবি আমলে বাংলার অভিজাতদের প্রাসাদ বা দোতলা-তিনতলা অট্টালিকায় উপরের ঘরকে বলভি বলা হতো। যেখানে অনেক সময় ভৃত্যরা থাকত বা গৃহস্থালির জিনিস রাখা হতো।

Educationblog24.com

অলংকার

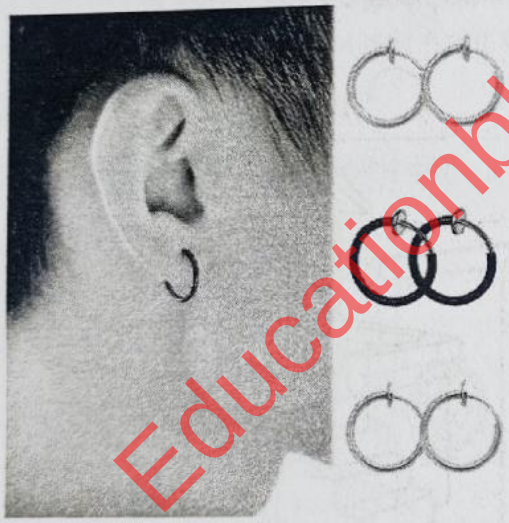
অলংকারের ধ্বনি - শিঞ্জন

কানের অলংকার - কুণ্ডল বা কর্ণভূষণ



ভূষণ - আভরণ, গহনা, অলংকার। তবে কুন্তল অর্থ কেশগুচ্ছ, কেশপাশ, চুল।

পুরুষের কর্ণভূষণ বা কুণ্ডল - বীরবৌলি



বীরবৌলি হলো বীরপুরুষের কানের অলংকার বিশেষ, কুণ্ডল। বৌলি বা বউলি - (আমের) মুকুলের আকৃতির গহনাবিশেষ।

পুরুষের কটিবন্ধ - সারসন



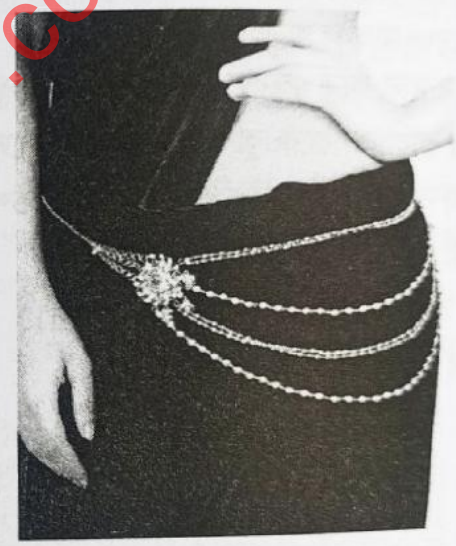
কটিবন্ধ মানে কোমরবন্ধ বা বেল্ট। কটি - কোমর, মাজা; মানবদেহের মধ্যাদেশ।

নারীর কটিভূষণ - রশনা

কটিভূষণ মানে কোমরের অলংকার। রশনা - কোমরের অলংকার; চন্দ্রহার।



নারীর কোমর বেষ্টনিভূষণ - মেখলা



মেখলা অর্থ - নারীর কটিভূষণ, কোমরে পরার অলংকার বা গয়না, চন্দ্রহার; তরবারির মুখের চামড়ার খাপ। মেখলা শব্দের আরেকটি অর্থ - কোমরে পরিহিত 'বিছা' নামের অলংকারবিশেষ।

নদীমেখলা: নদীমেখলা অর্থ - নদী যে দেশের অলংকার; যে দেশের মাটিতে প্রবাহিত নদী কটিবন্ধ বা চন্দ্রহার বা কটিভূষণের মতো ওই দেশের ভূমিকে লাস্য সৌন্দর্যে বেষ্টন করে রাখে। নদীমেখলা শব্দের আলংকারিক অর্থ নদীমাতৃক দেশ।

গানের ধুয়া ও আভোগের মাঝখানের অংশ - অন্তরা

সাধারণত একটি গানের ৩-৪ টা অংশ থাকে। এর মধ্যে গানের ১ম অংশকে মুখরা বা স্থায়ী বলে। আর ২য় অংশকে অন্তরা বলে।

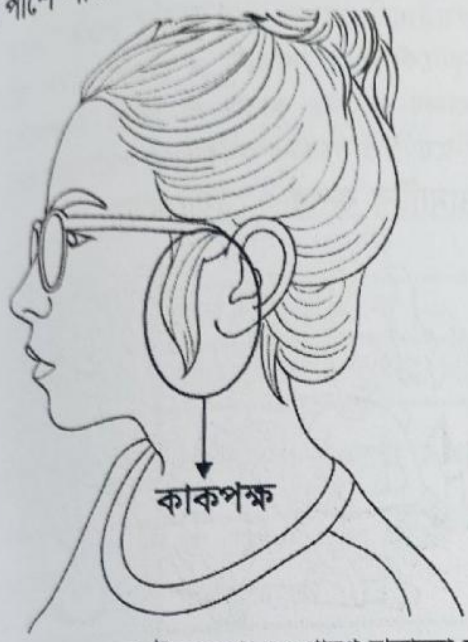
যে তির নিক্ষেপে পটু - তিরন্দাজ

সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত - সাবন

জজ বা বিচারকের বৃত্তি বা পেশা বা পদ - জজিয়তি

Educationblog24.com

কানের পাশে লম্বিত কেশগুচ্ছ - কাকপক্ষ



কাকের পাখার মতো উভয় কানের পাশে ঝুলানো চুলের গোছা। জুলফি। কানঝাপটা, কানপাটা।

কানঝাপটা - কানের অলংকার বিশেষ। জুলফি - কানের পাশে নেমে আসা চুলের গোছা; কানের পাশ থেকে গালের কিছুদূর পর্যন্ত রাখা দাড়ি।

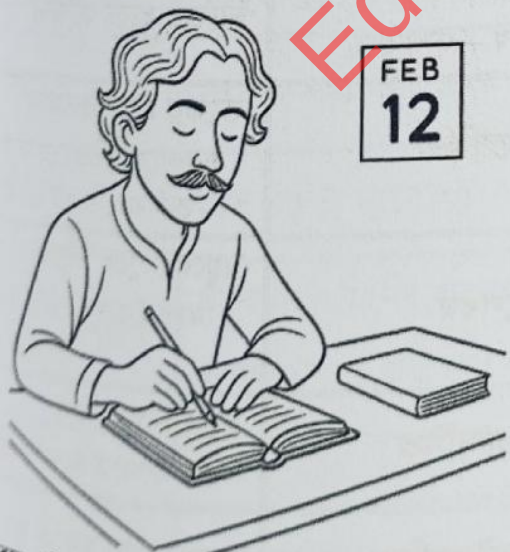
ছিন্ন বস্ত্র - চীর

চীর শব্দের বাংলা অর্থ বস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়, গাছের বাকল, চিরকুট। কাপড়ের ফালি, ন্যাকড়া। সন্ন্যাসীর পরিধেয় বসন।

ঘুমের ঘোরে শিশুর হাসি ও কান্না - দেয়ালা

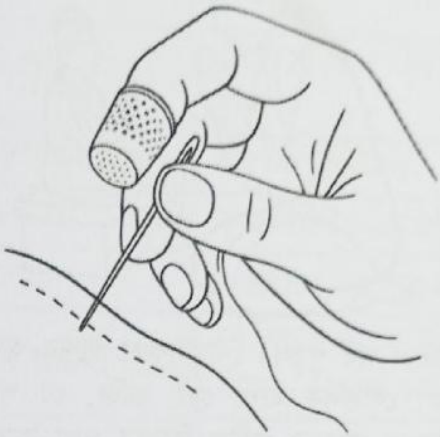
স্বপ্নঘোরে শিশুর হাসি কান্না।

দৈনন্দিন জীবনের লিখিত বিবরণ - রোজনামচা



জীবনে প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনা আমরা নিজের মতো করে লিখে রাখতে পারি। এভাবে লিখে রাখা বিবরণকে রোজনামচা বলে। রোজনামচা শব্দটির অর্থ দিনলিপি। শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে থাকা অবস্থায় একটি দিনলিপি লেখেন। এবং তার নাম দেন 'কারাগারের রোজনামচা'।

ছুঁচ (সুচ) ঠেলবার জন্য আঙুলে পরার ধাতব টুপি - অঙ্গুষ্ঠানা বা অঙ্গুস্তানা



অঙ্গুষ্ঠানা বা অঙ্গুস্তানা আঙুলে পরা হয়, যাতে সূচ ঠেলার সময় আঙুলে আঘাত না লাগে।

ছুতারের বৃত্তি বা কাজ - তক্ষণ



ছুতোর বা কাঠ মিস্ত্রি শব্দের ইংরেজি Carpenter। সংস্কৃত সূত্রধর শব্দ থেকে ছুতোর শব্দটির উৎপত্তি। তক্ষণ - ছুতোরের বা সূত্রধরের কাজ, অস্ত্র দ্বারা কাঠ পাথর ইত্যাদি কুঁদে বস্তু নির্মাণ, খোদাই করার কাজ।

পরের গুণেও দোষ ধরে যে - অসূয়ক

অসূয়ক - সকলের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি। অন্যের গুণকে ঈর্ষা করে বা অস্বীকার করে এমন, বিদ্বেষী; নিন্দুক।

রাহ বা রাস্তায় ডাকাতি - রাহাজানি

রাহাজানি ফারসি শব্দ। এটা মূলত এসেছে রাহযান শব্দ থেকে। রাহ অর্থ রাস্তা, পথ, সড়ক। যান এটি ফারসি নির্দেশসূচক ক্রিয়া। অর্থ প্রহার করো, মারো। সুতরাং রাহজান অর্থ যে রাস্তায় সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে মানুষকে মারে। এক কথায় ডাকাত বা ছিনতাইকারী।

প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা - লবেজান

অত্যন্ত অস্থির ও উৎকণ্ঠিত।

Educationblog24.com

পুতুল পূজা করে যে - পৌত্তলিক



পুত্তলিকা অর্থ পুতুল। পৌত্তলিকতা শব্দের অর্থ পুতুল পূজা। পৌত্তলিক হলো সেই ব্যক্তি, যে পুতুল বা প্রতিমাকে দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজা করে অর্থাৎ মূর্তিপূজক।

জায়ার উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে - জায়াজীবী

যে স্বামী স্ত্রীর অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে।

মেঘে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ - মেঘমেদুর

সজলমেঘের শ্যামাছায়ায় স্নিগ্ধ এমন। মেদুর মানে স্নিগ্ধ, কোমল ও মধুর।

ভোরের গান বা প্রভাতী গান - ভোরাই

ভোরাই শব্দের অর্থ হচ্ছে ভোর বেলার পরিবেশ বা ভোরের গান।

যিনি অতিশয় হিসাবি - পাটোয়ারি

পাটোয়ারি শব্দের অর্থ হিসাব রক্ষক, অতি হিসাবি, কূটকৌশলী। সুলতানী ও মোগল শাসন আমলে ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ বা দলিল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাকে পাটোয়ারি বলা হতো।

পোড়ামাটির ফলক - টেরাকোটা



টেরাকোটা হলো পোড়ামাটির শিল্প। এটি একটি লাতিন শব্দ। টেরা অর্থ মাটি আর কোটা অর্থ পোড়ানো। মানুষের ব্যবহার্য পোড়ামাটির তৈরি সকল রকমের দ্রব্য টেরাকোটা নামে পরিচিত। আঠালো মাটির সঙ্গে খড়কুটো, তুষ প্রভৃতি মিশিয়ে কাদামাটি প্রস্তুত করা হয়। সেই মাটি থেকে মূর্তি, দৃশ্যাবলি তৈরি করে রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে টেরাকোটা ভাস্কর্য তৈরি করা হয়।

বিবিধ ০২

ঐকমত্য	যে বিষয়ে মতভেদ নেই এমন	**স্বোপার্জিত** *[স্ব + উপার্জিত]*	নিজের দ্বারা অর্জিত
হামবড়া	নিজেকে বড় ভাবে যে *আমিই সর্বাপেক্ষা বড় এই ভাবযুক্ত; আত্মগর্বী।*	**তার্কিক**	তর্কের সঙ্গে বর্তমান *তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত; যে তর্ক করে; তর্ক করতে পটু = তার্কিক।*
দীপিকা	গ্রন্থাদির টীকা বা ব্যাখ্যা *যা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করে*	**পেখম**	ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার *ময়ূর ইত্যাদির ছড়িয়ে দেওয়া লেজ বা পাখা।*
কূপমণ্ডূক	বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তি	**ছান্দসিক**	ছন্দে নিপুণ যিনি *ছন্দ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি*
অবগাহন	আবক্ষ জলে নেমে স্নান *আবক্ষ - বক্ষ বা বুক পর্যন্ত*	**অবৈতনিক**	বেতন নেয়া হয় না যাতে
অতিথি	যার আগমনের কোনো তিথি (সময়) নেই *কোনো গৃহস্থের গৃহে আগত অনাত্মীয় ব্যক্তি, আগন্তুক*	**অসমীক্ষিত**	সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন

Educationblog24.com

অতুলনীয়	যার তুলনা নাই	অধীত	যা অধ্যয়ন করা হয়েছে
আহূত	ডাকা বা আহ্বান করা হয়েছে এমন	অনভিজ্ঞ	অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার
অনাহূত	যাকে ডাকা হয়নি বা আহ্বান করা হয়নি	ভাবমূর্তি	কল্পনা বা ধ্যান দ্বারা রচিত মূর্তি
অনাহত	যা আঘাত পায়নি	অবশ্যম্ভাবী	যা অবশ্যই ঘটবে
করদ	কর দান করে যে	অমাবস্যা	কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি
অপ্রিয়মাণ	যাকে অপসারণ করা হচ্ছে	তপোবন	অরণ্যে ঋষির আশ্রম
অনন্যসাধারণ	যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না	অবিসংবাদী	যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক/ বিবাদ/ বিরোধ নেই
ক্ষিপ্যমাণ	যা ক্ষেপণ করা হচ্ছে বা ছুড়ে ফেলা হচ্ছে	চিরন্তন	যা বহুকাল ধরে চলে আসছে
সংশপ্তক	যে জয়লাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যারা মরণপণ লড়াই করে। পরাজয় জেনেও যে হাল ছাড়ে না	কদাকার	যার আকার কুৎসিত
		দৌবারিক	দ্বারে থাকে যে *দারোয়ান, দ্বাররক্ষক*
কর্মঠ	কর্ম সম্পাদনে অতিশয় দক্ষ/ পরিশ্রমী	নাবালক	এখনও যার বালকত্ব যায়নি
অসমসাহসিক	অসীম সাহস যার *অকুতোভয়*	নদীমাতৃক	নদী মাতা যার
পাটনি	খেয়া পার করে যে *খেয়ামাঝি*	পারানি	খেয়া পার হওয়ার পয়সা বা মাশুল
নাবিক	নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে	দোহারা	মোটাও নয়, রোগাও নয় *মাঝারি গড়নবিশিষ্ট*
প্রত্যুদ্গমন	সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা	প্রত্যুৎপন্নমতি	উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার
সর্বংসহ	সবকিছু সহ্য করে এমন	সর্বংসহা	যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় (নারী)
বাগ্মী	যিনি বক্তৃতা দানে পটু	সংবর্ত	যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় *মহাপ্রলয়; প্রলয়কালীন মেঘ*
অবাঙ্মনসগোচর	যা বাক্য ও মনের অগোচরে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন	বন্ধুর	কোথাও উন্নত কোথাও অবনত
			কোথাও উঁচু কোথাও নিচু
সম্ভাব্য	হয়তো হবে	হাতুড়ে	যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মরে
ভঙ্গুর / ঠুনকো	যা সহজেই ভেঙ্গে যায়	অবিবেচক	যে বিবেচনা না করে কাজ করে
সুগ্রীব	গ্রীবা সুন্দর যার	সংঘর্ষ	পরস্পর আঘাত
উদ্ভিদ	যা মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠে	অন্নগত প্রাণ	অন্ন গ্রহণ করিয়া যে প্রাণধারণ করে
হরবোলা	হরেক রকম বলে যে	ঊর্মি	সমুদ্রের ঢেউ

Educationblog24.com

অকুতোভয়	যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই	অজ্ঞাতকুলশীল	যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউ জানে না
অজ্ঞেয়	জানা যায় না যা *জানা বা বোঝা যায় না এমন*	অজ্ঞাতসারে	জানতে না পারে এরূপভাবে
অতলস্পর্শ	যার তল স্পর্শ করা যায় না	অতুলনীয়	যার তুলনা নেই
সম্ভব	যা হতে পারে	ঐন্দ্রজালিক	ইন্দ্রজাল (জাদু) জানেন যিনি
অসম্ভব	যা হতে পারে না	মেটে	মাটির মত রং যার
অযৌক্তিক	যুক্তি সংগত নয়	অবিশ্বাস্য	যা বিশ্বাস করা যায় না
আচারনিষ্ঠ	আচারে নিষ্ঠা আছে যার	দাবানল	অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড
আটপৌরে	আট প্রহর পরা যায় যা *অষ্ট প্রহর অর্থাৎ সর্বদা ব্যবহার করা যায় এমন (আটপৌরে পোশাক পরেই বেরিয়ে এলাম)।*	আটমেসে/ আটাশে	আটমাস মাতৃগর্ভে থেকে ভূমিষ্ঠ হয় যে
অলোকসামান্য	ইহলোকে যা সামান্য বা সাধারণ নয়	পাথেয়	পথ চলার খরচ *পথের সম্বল*
আলুনি	লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন *লবণহীন, লবণাক্ত নয় এমন; নুন কম দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হয়নি এমন (আলুনি তরকারি)*	হৃতসর্বস্ব সর্বহারা	যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে যার কিছুই নেই যার সব ধন লুট হয়ে গেছে
বিস্মৃতপ্রায়	যা লোকে প্রায় ভুলে গিয়েছে	ঢাকাই	ঢাকায় উৎপন্ন
কিংকর্তব্যবিমূঢ়	কর্তব্য স্থির করতে না পেরে বিমূঢ় যে *বিমূঢ় - কাণ্ডজ্ঞানহীন, অজ্ঞান*	চতুরঙ্গ	হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি - এই চার শাখাবিশিষ্ট *(যেমন - চতুরঙ্গ সেনা)*
বালসুলভ	যা বালকের মধ্যেই সুলভ	মায়াকান্না	ছল (ছলনা) করিয়া কান্না
গলবস্ত্র	গলায় কাপড় জড়িয়ে বিনয় প্রকাশ	ভূমিহীন চাষী	যাদের বসতবাড়ি আছে কিন্তু কৃষি জমি নেই
জ্ঞানেন্দ্রিয়	জ্ঞান লাভ করা যায় যে ইন্দ্রিয় দ্বারা	মুষ্টিমেয়	যা মুষ্টি দ্বারা পরিমাণ করা যায়
ঠিকানা	ঠিকমত নাম ধাম আছে যাতে	স্বয়ম্ভূ	নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করেছে
শ্রুতধর	যে শুনেই মনে রাখতে পারে শোনামাত্র স্মরণ রাখতে পারে যে একবার শুনলে যার মনে থাকে	উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত *বেলাভূমি বা তীর অতিক্রম করেছে এমন*
দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য	কোনটা দিক কোনটি বিদিগ এই জ্ঞান নাই যার	শ্বাপদসংকুল	যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ শ্বাপদ = শ্বন্+ পদ; শ্বন অর্থ কুকুর
নিদাঘ	নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল)	আসমুদ্রহিমাচল	সমুদ্র হতে হিমাচল পর্যন্ত

Educationblog24.com

নিষ্ঠাবান	আচরণে যার নিষ্ঠা আছে	শীকর	বৃষ্টির জল
পথিকৃৎ	যিনি প্রথম পথ দেখান	নাতিদীর্ঘ	যা অতি দীর্ঘ নয়
নাতিশীতোষ্ণ	যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়	পিতৃব্য	পিতার ভ্রাতা
প্রবাসী	বিদেশে থাকে যে বিদেশ থেকে আগত	প্রাপক	যার উদ্দেশ্যে পত্রটি রচিত
		ক্ষয়িষ্ণু	যা ক্ষয় পাচ্ছে
প্রতিবিম্ব	আয়নায় প্রতিফলিত রূপ	জলদ (মেঘ)	যা জল দেয়
প্রাতঃস্মরণীয়	প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য *সকালে স্মরণ করা যায় এমন; অতি শ্রদ্ধেয়*	লজ্জাকর	লজ্জা জন্মে যাতে
		কলাজ্ঞ	কলাজ্ঞান আছে যার
ঋত্বিক	ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত, যাজক	তেমোহনা	তিন মোহনার মিলন যেখানে তিনটি নদী বা নদীমুখের মিলনস্থল।
দুর্জ্ঞেয়	যা জানা কঠিন	ধারাবাহিক	ধারা ধরে যা চলে
গলদঘর্ম	ঘাম ঝরে পড়ছে এমন	জজিয়তি	জজের বৃত্তি বা কাজ
সন্ধি	রাজনৈতিক চুক্তি	নিঃস্ব	যার কিছুই নেই
সুলভ	যা সহজে লাভ করা যায়	গোবশা	যে গাভী প্রসবও করে না দুধও দেয় না বন্ধ্যা গাভী
আত্মনিষ্ঠ	কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে	গেছো	গাছে উঠতে পটু যে *গাছে গাছে থাকে বা বেড়ায় এমন*
বৃতি	ফুলের বাইরের আবরণ *ফুলের সবচেয়ে বাইরের সবুজ অংশ যা ফুলের কুঁড়িকে রক্ষা করে।*	নির্বেদ	সংসারের প্রতি বিরাগ বিরাগ মানে অনুরাগের অভাব, অনীহা, বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি

Educationblog24.com

প্রতিবন্ধকতা যাদের বাধা নয়.....



শারীরিকভাবে ভালো থাকার চেয়ে কিন্তু মানসিকভাবে ভালো থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যাদের সম্পর্কে বলব তারা কেউই শারীরিকভাবে ভালো ছিল না কিন্তু তারা মানসিকভাবে পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী মানুষ ছিল।

১. 'টমাস আলভা এডিসন', নাম শুনেছেন নিশ্চয়, বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলেন! ওনাকে যে দিন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল তার ঠিক ৩ মাসের মাথায় তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় কারণ তিনি ছিলেন "বধির", তিনি কানে স্বাভাবিক মানুষের মত শুনতেন না।

২. ইংল্যান্ডের আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক ছিলেন 'মিল্টন', দারুণ দারুণ সব কবিতা লিখে জয় করে নিয়েছিলেন পাঠকদের মন, কিন্তু তিনি ছিলেন "অন্ধ", চোখে দেখতে পারতেন না।

Educationblog24.com

৩. প্রেসিডেন্ট 'রুজভেল্টের' কথা কে না জানে! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার সময়ের সব রাজনীতিবিদদের আদর্শ, কিন্তু তিনি ছিলেন "খঞ্জ", তিনি নিজের পায়ে হাঁটতে পারতেন না, চলতেন হুইল চেয়ারে করে।

৪. স্টিফেন হকিং, নিউটনের পর যাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞানী বলা হয়। মহাকাশ নিয়ে এলিয়েন নিয়ে তাঁর চিন্তা ধারা সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন "পঙ্গু"।

এগুলা তো বললাম সেরাদের কথা... এই রকম আরো কত মানুষ যে আছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না।

এডিসন, মিল্টন, রুজভেল্ট, হকিং তাঁরা কেউই নিজ নিজ জায়গা থেকে শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন না। মজার ব্যাপার হচ্ছে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা তাঁদেরকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তাঁরা নিজেদের এই অসুবিধা নিয়ে ঘরে বসেও থাকেন নি বরং এই অসুবিধাগুলোকে নিজেদের টনিক হিসেবে নিয়ে এগিয়ে গেছেন রাজদর্পে এবং স্থান করে নিয়েছেন সারা বিশ্বের হৃদয়ে। শুধু সৃষ্টিকর্তাই জানেন পরিপূর্ণ মানুষ হলে উনারা কী করতেন। সত্যিই তাঁদের জন্যে রইল অনেক অনেক শ্রদ্ধা। তাই আবারো বলছি, আপনি যেমনি থাকুন না কেন সব সময় মানসিকভাবে উন্নত থাকবেন, কোনো কিছুই আপনার বাধা হতে পারবে না।

ঘুমের মধ্যে যা তুমি দেখো, সেটা স্বপ্ন না। যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না, সেটাই স্বপ্ন।

বিসিএস লিখিত প্রশ্নোত্তর

২৫তম বিসিএস; ২০০৫

☞ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. আপনার রং যে লুকায় - বর্ণচোরা।
খ. একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।
গ. কষ্টে গমন করা যায় যেখানে - দুর্গম।
ঘ. জয়ের জন্য যে উৎসব - জয়োৎসব।
ঙ. সরোবরে জন্মে যা - সরোজ।
চ. মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত - মৃন্ময়।
ছ. পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা - দেদীপ্যমান।
জ. দুবার জন্মে যে - দ্বিজ।
ঝ. সামনে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা - প্রত্যুদ্গমন।
ঞ. যে মেয়ের বিয়ে হয়নি - অনূঢ়া।

২৪তম বিসিএস; ২০০৩

☞ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি)**

ক. চৈত্র মাসের ফসল - চৈতালি
খ. পাওয়ার ইচ্ছা - কামনা/ অভিলাষ।
গ. যে উপকারীর ক্ষতি করে - কৃতঘ্ন।
ঘ. বিদেশ থেকে আগত - প্রবাসী।
ঙ. প্রিয় বাক্য বলে যে নারী - প্রিয়ভাষী।
চ. যা অধ্যয়ন করা হয়েছে - অধীত।
ছ. শতবর্ষের সমাহার - শতাব্দী।
জ. যার আকার কুৎসিত - কদাকার।

২৩তম বিসিএস; ২০০১

☞ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. অকালে পক্ব হয়েছে যা - অকালপক্ব।
খ. অনেকের মধ্যে একজন - অন্যতম।
গ. অহংকার নেই যার - নিরহংকার।
ঘ. আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা - আত্মচিন্তা
ঙ. আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে - পণ্ডিতম্মন্য
চ. ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি - ইতিহাসবেত্তা
ছ. ইন্দ্রকে জয় করেছে যে - ইন্দ্রজিৎ।
জ. যা দমন করা যায় না - অদম্য।
ঝ. যা বারবার দুলছে - দোদুল্যমান।

Educationblog24.com

২২তম বিসিএস; ২০০১

❑ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. যা অবশ্যই হবে - অবশ্যম্ভাবী।
খ. যে বেশি কথা বলে - বাচাল।
গ. যা পূর্বে শোনা যায়নি - অশ্রুতপূর্ব।
ঘ. যা সহজে পাওয়া যায় না - দুর্লভ।
ঙ. যে নারীর একটি সন্তান হয়েছে - কাকবন্ধ্যা।
চ. যে ব্যক্তির স্ত্রী মৃত - বিপত্নীক।
ছ. যার অন্য উপায় নেই - অনন্যোপায়।
জ. যে পরের উপকার স্বীকার করে না- অকৃতজ্ঞ।

২১তম বিসিএস; ২০০০

❑ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. যে ব্যক্তি বিদেশে থাকে - প্রবাসী।
খ. শত্রুকে হনন করে যে - শত্রুঘ্ন।
গ. জীবিত থেকেও যে মৃত - জীবন্মৃত।
ঘ. যে কন্যার বিয়ে হয়নি - কুমারী / অনূঢ়া।
ঙ. প্রিয় বাক্য বলে যে নারী - প্রিয়ভাষী।
চ. যা মাটি ভেদ করে ওঠে - উদ্ভিদ।
ছ. যে অন্যদিকে মন দেয় না - অনন্যমনা।
জ. কী কর্তব্য তা যে বুঝতে পারে না - কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

২০তম বিসিএস; ১৯৯৮-৯৯

❑ **এককথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক - অনুসন্ধিৎসু।
খ. আচারে যার নিষ্ঠা আছে - আচারনিষ্ঠ।
গ. আদি হতে অন্ত পর্যন্ত - আদ্যন্ত।
ঘ. যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে - কৃতজ্ঞ।
ঙ. যে জমিতে ফসল জন্মায় না - উষর।
চ. যিনি প্রথম পথ দেখান - পথিকৃৎ/পথপ্রদর্শক।
ছ. যার দাড়ি ওঠেনি - অজাতশ্মশ্রু।

১৮তম বিসিএস; ১৯৯৭-৯৮

❑ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. যা কাঁপছে - কম্পমান।
খ. যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে - পণ্ডিতম্মন্য।
গ. মাটি দিয়ে তৈরি - মৃন্ময়।
ঘ. প্রায় মৃত - মৃতপ্রায়/ মুমূর্ষু।
ঙ. একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।
চ. মুক্তি পেতে ইচ্ছুক - মুমুক্ষু।

১৭তম বিসিএস; ১৯৯৫-৯৬

❑ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. কৃতজ্ঞতা লাভের পাত্র - কৃতজ্ঞতাভাজন।
খ. যার অনুরাগ দূর হয়েছে - বীতরাগ।
গ. যে কাউকে বা কোনো কারণেও ভয় করে না - অকুতোভয়।
ঘ. যে কন্যা পূর্বে বাগদত্তা বা বিবাহিতা হয়েছিল - অন্যপূর্বা।
ঙ. অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড - দাবানল।
চ. যা সহজেই ভেঙে যায় - ভঙ্গুর।
ছ. ঢাকায় উৎপন্ন - ঢাকাই।
জ. যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না - অনির্বচনীয়।

১৫তম বিসিএস; ১৯৯৪-৯৫

❑ **এককথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. যুক্তিসংগত নয় - অযৌক্তিক।
খ. যা বলা হয়েছে - উক্ত।
গ. অনুসন্ধান করার ইচ্ছা - অনুসন্ধিৎসা।
ঘ. একই সময়ে বর্তমান - সাময়িক।
ঙ. চক্ষু দ্বারা গৃহীত - চাক্ষুষ।
চ. যা পূর্বে শোনা যায়নি - অশ্রুতপূর্ব।
ছ. যার সর্বস্ব খোয়া গিয়েছে - সর্বহারা।
জ. যা লাভ করা দুঃসাধ্য - দুর্লভ।

১৩তম বিসিএস; ১৯৯১-৯২

❑ **এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):**

ক. যে নারী জীবনে একবার মাত্র সন্তান প্রসব করেছে - কাক বন্ধ্যা।
খ. হনন করার ইচ্ছা - জিঘাংসা।
গ. ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে যা - ক্রমবর্ধমান।
ঘ. কাচের দ্বারা নির্মিত যে ভবন - শিশমহল।
ঙ. গোপন করার ইচ্ছা - জুগুপ্সা।

Educationblog24.com

চ. অনেকের মধ্যে একজন - অন্যতম।
ছ. পূর্বে জন্মেছে যে - অগ্রজ।
জ. অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা - প্রত্যুদ্গমন।

১১তম বিসিএস; ১৯৯০-৯১

❑ যেকোনো পাঁচটি বাক্য বা প্রকাশভঙ্গি সংকোচন করুন:

ক. মুক্তি লাভের ইচ্ছা - মুমুক্ষা।
খ. যা বলা যাবে - বক্ষ্যমাণ / বক্তব্য।
গ. মধু পান করে যে - মধুকর / মধুপ।
ঘ. সরোবরে জন্মে যা - সরোজ।
ঙ. নৌ চলাচলের যোগ্য - নাব্য।
চ. জয়সূচক যে উৎসব - জয়োৎসব / জয়ন্তী।
ছ. যা হেমন্তকালে জন্মে - হৈমন্তিক।
জ. একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।
ঝ. একই সময়ে বর্তমান - সাময়িক।
ঞ. ময়ূরের ডাক - কেকা।

১০তম বিসিএস; ১৯৮৯-৯০

❑ এক কথায় প্রকাশ করুন (যেকোনো পাঁচটি):

ক. যা অবশ্যই ঘটবে - অবশ্যম্ভাবী।
খ. দিবসের পূর্বভাগ - পূর্বাহ্ণ।
গ. যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না - উষর।
ঘ. যিনি সব জানেন - সবজান্তা।
ঙ. যিনি কম কথা বলেন - মিতভাষী।
চ. দেখার ইচ্ছা - দিদৃক্ষা।
ছ. অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক - অনুসন্ধিৎসু।
জ. যার নিজের বলতে কিছুই নেই - নিঃস্ব।
ঝ. যার কোথাও ভয় নেই - অকুতোভয়।
ঞ. যা নষ্ট হয় - নশ্বর।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

❑ বাক্য সংকোচন কর: *[জবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]*

ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি - ইতিহাসবেত্তা।
অহংকার নেই যার - নিরহংকার।
লাফিয়ে চলে যে - প্লবগ।

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

০১. 'যে আলোতে কুমুদ ফোটে' এক কথায় কী হবে? *[৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) - ২০২৫]*

ক. কুমুদিন খ. কৌমুদী গ. প্রভাবতী ঘ. বিভা

ব্যাখ্যা: কুমুদ: এক ধরনের সাদা পদ্ম ফুল, যা সাধারণত রাতের বেলায় ফোটে। কৌমুদী: এই শব্দটি চাঁদনি রাত বা চাঁদের আলোকে বোঝায়। যেহেতু কুমুদ ফুল চাঁদের আলোতে ফোটে, তাই 'যে আলোতে কুমুদ ফোটে' তার এক কথায় প্রকাশ হলো কৌমুদী। কুমুদিনী: পদ্মের ঝাড়, কুমুদশোভিত সরোবর। প্রভাবতী: এর অর্থ হলো উজ্জ্বল বা দীপ্তিময়। বিভা: এর অর্থ আলো বা দীপ্তি।

০১. খ

০২. 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি' - কথাটি সংকোচন করলে হবে- *[৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ২০২২]*

ক. তন্ময় খ. মন্ময় গ. মৃন্ময় ঘ. চিন্ময়

ব্যাখ্যা: তন্ময় - তাতেই নিবিষ্টচিত্ত। চিন্ময় অর্থ জ্ঞানময়।

০২. গ

০৩. নিচের কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ? *[৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ২০২২]*

ক. জানিবার ইচ্ছা খ. জয় করিবার ইচ্ছা
গ. হনন করিবার ইচ্ছা ঘ. যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা

ব্যাখ্যা: হনন করিবার ইচ্ছা - জিঘাংসা। জানবার ইচ্ছা - জিজ্ঞাসা। যুদ্ধ করার ইচ্ছা - যুযুৎসা।

০৩. খ

০৪. 'জিজীবিষা' শব্দটির অর্থ কী? *[৪৩তম বিসিএস ২০২১; ৪০তম বিসিএস]*

ক. জীবন নাশের ইচ্ছা খ. বেঁচে থাকার ইচ্ছা
গ. জীবনকে জানার ইচ্ছা ঘ. জীবন-জীবিকার পথ

০৪. খ

Educationblog24.com

০৫. **যা ভবিষ্যতে ঘটবে** - *[৪১তম বিসিএস (লিখিত) ২০২১]*
ক. ভবিষ্যৎ খ. ভবিতব্য গ. ভবিষ্য ঘ. অভব্য
ব্যাখ্যা: অভব্য - শিষ্টতাহীন/ অভদ্র। ভবিষ্য অর্থ ভবিষ্যৎ।

০৫. খ

০৬. **যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন' এক কথায় প্রকাশিত রূপ হলো** - *[৪২তম বিসিএস]*
ক. ন্যায়বাগীশ খ. নৈয়ায়িক গ. ন্যায়পাল ঘ. ন্যায়ঋদ্ধ
ব্যাখ্যা: ন্যায়বাগীশ - যিনি ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ন্যায়পাল- নাগরিকদের ন্যায়সংগত অধিকারের প্রতিপালক বা সংরক্ষক / দেশের প্রশাসন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারক / শাসক।

০৬. খ

০৭. **অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়**- *[৪০তম বিসিএস]*
ক. বেতসবৃত্তি খ. পতঙ্গবৃত্তি গ. জলৌকাবৃত্তি ঘ. কুম্ভিলকবৃত্তি
ব্যাখ্যা: বেতসবৃত্তি - ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সামনে নত হয়ে থাকার স্বভাব। পতঙ্গবৃত্তি- মনোরম বস্তু দেখে মুগ্ধ হয়ে আত্মনাশ করা। জলৌকাবৃত্তি - জোঁকের মতো শোষণ করা।

০৭. ঘ

০৮. **"প্রোষিতভর্তৃকা"- শব্দটির অর্থ কী?** *[৪০তম বিসিএস]*
ক. ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী খ. যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
গ. ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল ঘ. যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে
ব্যাখ্যা: ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী - ভর্ৎসিতা। ভর্ৎসনা অর্থ তিরস্কার করা।

০৮. খ

০৯. **'নষ্ট হওয়া স্বভাব যার' এক কথায় হবে**- *[২৫তম বিসিএস]*
ক. নিদাঘ খ. নশ্বর গ. নষ্টমান ঘ. বিনশ্বর
ব্যাখ্যা: নিদাঘ অর্থ গ্রীষ্মকাল, উত্তাপ। নশ্বর অর্থ বিনাশশীল, অস্থায়ী। নষ্টমান অর্থ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যা। বিনশ্বর অর্থ অচিরস্থায়ী।

০৯. খ

১০. **'অক্ষির সমীপে'- এর সংক্ষেপণ হলো** - *[২৪তম বিসিএস; ১৭তম বিসিএস]*
ক. সমক্ষ খ. পরোক্ষ গ. প্রত্যক্ষ ঘ. নিরপেক্ষ
ব্যাখ্যা: সমক্ষ - চোখের সম্মুখে, সামনে। পরোক্ষ - অপ্রত্যক্ষ, অক্ষির অগোচর। নিরপেক্ষ - নাই পক্ষ যার। অক্ষির সম্মুখে - প্রত্যক্ষ।

১০.ক

১১. **'কর্মে যার ক্লান্তি নাই' এই বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?** *[২১তম বিসিএস]*
ক. ক্লান্তিহীন খ. অক্লান্ত গ. অক্লান্ত কর্মী ঘ. অবিশ্রাম
ব্যাখ্যা: অক্লান্ত - ক্লান্ত নয় এমন, ক্লান্তিহীন, বিরতিহীন।

১১.গ

১২. **'যা সহজে অতিক্রম করা যায় না' - এ বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?** *[২০তম বিসিএস]*
ক. অনতিক্রম্য খ. অলঙ্ঘ্য গ. দুরতিক্রম্য ঘ. দুর্গম
ব্যাখ্যা: অনতিক্রম্য - যা অতিক্রম করা যায় না। অলঙ্ঘ্য- যা লঙ্ঘন করা যায় না। দুর্গম - যাহাতে গমন করা কষ্টকর, যাহাতে সহজে গমন করা যায় না।

১২.গ

১৩. **যা চিরস্থায়ী নয়** - *[১৬তম বিসিএস (শিক্ষা)]*
ক. অস্থায়ী খ. ক্ষণিক গ. ক্ষণস্থায়ী ঘ. নশ্বর
ব্যাখ্যা: ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী - ক্ষণস্থায়ী। অল্পক্ষণের জন্য - ক্ষণিক। ক্ষণিক অর্থ ক্ষণস্থায়ী।

১৩.ঘ

১৪. **যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না** - *[১৫তম বিসিএস]*
ক. পতিত খ. অনুর্বর গ. উষর ঘ. বন্ধ্যা
ব্যাখ্যা: বন্ধ্যা - যে নারীর কোনো সন্তান হয় না। অনুর্বর - যে জমির উৎপাদন শক্তি নাই। পতিত অর্থ পড়ে আছে এমন, অনাবাদি।

১৪.গ

১৫. **'যা পূর্বে ছিল এখন নেই'- এক কথায় কী হবে?** *[১৩তম বিসিএস]*
ক. অপূর্ব খ. অদৃষ্টপূর্ব গ. অভূতপূর্ব ঘ. ভূতপূর্ব
ব্যাখ্যা: অভিধানমতে, ভূতপূর্ব অর্থ আগেকার, প্রাক্তন। অপূর্ব অর্থ আগে হয়নি বা ঘটেনি বা ছিলনা এমন। অদৃষ্টপূর্ব - যা পূর্বে দেখা যায় নি। অভূতপূর্ব - যা পূর্বে কখনও ঘটেনি।

১৫.ঘ

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১৬. এক কথায় প্রকাশ করুন- 'যা বলা হয়নি' [১২তম বিসিএস (পুলিশ)] ১৬.গ

ক. অউক্ত খ. অব্যক্ত গ. অনুক্ত ঘ. অব্যাক্ত

ব্যাখ্যা: অব্যক্ত অর্থ প্রকাশ করা হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি এমন।

১৭. 'ক্ষমার যোগ্য' এর বাক্য সংকোচন - [১১তম বিসিএস] ১৭.ক

ক. ক্ষমার্হ খ. ক্ষমাপ্রার্থী গ. ক্ষমা ঘ. ক্ষমাপ্রদ

Bank MCQ Solution

১৮. 'সংসারের প্রতি বিরাগ' এক কথায় কী হবে? [জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫] ১৮. ক

ক. নির্বেদ খ. নির্মোক গ. সংস্কৃতি ঘ. নভশ্চর

ব্যাখ্যা: নির্বেদ: মানে সংসারের প্রতি কোনো আকর্ষণ বা আসক্তি না থাকা। নির্মোক - সাপের খোলস। নভশ্চর - নভ বা আকাশে যে বিচরণ করে; নক্ষত্র, গ্রহ, পাখি, মেঘ।

১৯. 'অশ্বের চালক' এক কথায় কী হবে? [সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল) - ২০২৫] ১৯. গ

ক. জকি খ. সারথি গ. সাদি ঘ. ঘটক

ব্যাখ্যা: জকি- ঘোড়দৌড়ের চালক; সাদি- অশ্বারোহী, রথারোহী, আরোহী; ঘটক - যে বিবাহ সম্পন্ন করে।

২০. সাদাটে হলুদ বর্ণকে কী বলা হয়? [সমন্বিত ১০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার - ২০২৪] ২০. গ

ক. হলদেটে খ. ফিকে গ. পাণ্ডুর ঘ. বাসন্তী

ব্যাখ্যা: পাণ্ডুর - সাদাটে হলুদ বর্ণবিশিষ্ট, ফ্যাকাশে, পাংশুটে। ফিকে হলো ফিকা শব্দের কথ্য রূপ। যার অর্থ: অনুজ্জ্বল, ফ্যাকাশে, পানসে। বাসন্তী - ফিকা কমলা বর্ণ, বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা।

২১. 'যা সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না' তাকে এক কথায় বলে- [ইসলামী ব্যাংক; ফিল্ড অফিসার - ২০২৪] ২১. খ

ক. দুর্গম খ. দুস্তর গ. দুর্জয় ঘ. দুর্লভ

ব্যাখ্যা: দুর্গম - যাওয়া কষ্টসাধ্য বা কষ্টকর এমন। দুর্জয় - জয় বা দমন করা কঠিন এমন, অদম্য। দুর্লভ - দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া কঠিন এমন।

২২. যা বাক্য ও মনের অগোচরে তাকে কী বলে? [জনতা ব্যাংক লিমিটেড; অফিসার ২০২৩] ২২. ঘ

ক. অনাস্বাদিতপূর্ব খ. বিবমিষা গ. মনসিজ ঘ. অবাঙ্মনসগোচর

ব্যাখ্যা: যা পূর্বে কখনও আস্বাদিত হয় নাই - অনাস্বাদিতপূর্ব। স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন - অনাস্বাদিত। স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন - আস্বাদিত। বমনের ইচ্ছা / বমির ভাব - বিবমিষা। মনসিজ অর্থ - কামদেব, কন্দর্প। অবাঙ্মনসগোচর অর্থ - বাক ও বোধশক্তির অতীত; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন; অচিন্তনীয়। (বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান)।

২৩. যা পূর্বে দেখা যায় নি - এক কথায় কী হবে? [জনতা ব্যাংক লিমিটেড; অফিসার ২০২৩] ২৩. খ

ক. অদৃষ্ট খ. অদৃষ্টপূর্ব গ. অপূর্ব ঘ. দৃষ্টপূর্ব

ব্যাখ্যা: দেখা হয়নি এমন - অদৃষ্ট। পূর্বে দেখা গেছে এমন - দৃষ্টপূর্ব। অপূর্ব অর্থ: অভূতপূর্ব, উৎকৃষ্ট, আশ্চর্য।

২৪. 'পাটের ব্যবসায়ী' এক কথায় প্রকাশ কী হবে? [সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩] ২৪.খ

ক. পাটল খ. পাটেশ্বরী গ. পাটোয়ারী ঘ. বারুই

ব্যাখ্যা: পাটল অর্থ ইটের মতো রং, ফিকে লাল। পাটোয়ারী অর্থ হিসাব রক্ষক, অতি হিসাবী, কূটকৌশলী। বারুই অর্থ পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, যারা পান উৎপাদন ও বিক্রয় করে।

২৫. এক কথায় প্রকাশ কর - 'পাখির ডাক' [সমন্বিত ৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অফিসার, ২০২২] ২৫. ব্যাখ্যা

ক. কূজন খ. কেকা গ. কলকাকলি ঘ. হ্রেষা

ব্যাখ্যা: কূজন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, 'কুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি'। অন্যদিকে, কূজন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'পাখির ডাক'। কাকলি - পাখির ডাক/পাখির কলরব। কেকা- ময়ূরের ডাক। হ্রেষা- ঘোড়ার ডাক। কলকাকলি - পাখির কিচিরমিচির।

২৬. 'সব্যসাচী' অর্থ- [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পদ: ফিল্ড অফিসার (আরডিএস), ২০২২] ২৬. গ

ক. যার দেহে শক্তি বেশী খ. যার বাম হাতে শক্তি বেশী

গ. যার দুই হাত সমানে চলে ঘ. যে শর নিক্ষেপে পারদর্শী

Educationblog24.com

Educationblog24.com

২৭. 'পাইবার ইচ্ছা' এক কথায়- *[ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফিল্ড অফিসার, ২০২১]*
ক. লিপ্সা খ. বুভুক্ষা গ. ক্ষুধা ঘ. প্রার্থনা
ব্যাখ্যা: 'পাইবার ইচ্ছা' - ঈপ্সা। লাভ করার ইচ্ছা - লিপ্সা। ভোজন করার ইচ্ছা - বুভুক্ষা।
২৭. ব্যাখ্যা

২৮. যিনি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন' এক কথায় কী বলে? *[Sonali & Janata Bank Officer (IT) 2020]*
A. কৃতবিদ্যা B. কৃতবিদ্য C. কৃতবিদ্বান D. কৃতবিদ্দান
২৮. B

২৯. 'যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ' এক কথায় কী হবে? *[Joint 8 Banks; Senior Officer, 2019]*
A. দুর্গম B. অরণ্য জনপদ C. শ্বাপদসংকুল D. বিপদসংকুল
ব্যাখ্যা: দুর্গম- যাহাতে গমন করা কষ্টকর, যাহাতে সহজে গমন করা যায় না। শ্বাপদ - শিকারি বা মাংসাশী পশু।
২৯. C

৩০. 'বহু দেখেছে যে' এক কথায় কী হবে? *[Joint Recruitment Test 5 Banks; Officer, 2019]*
A. দূরদর্শী B. সমদর্শী C. দার্শনিক D. ভূয়োদর্শী
ব্যাখ্যা: দূরদর্শী - অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার। সমদর্শী- সবার প্রতি সমান দৃষ্টি আছে এমন।
৩০. D

৩১. 'ছন্দে নিপুণ যিনি' এক কথায় কী হবে? *[Joint Recruitment Test for 2 Banks; Officer (IT), 2019]*
A. কবি B. ছান্দসিক C. ছন্দবেত্তা D. কোনটিই নয়
৩১. B

৩২. 'রাতের মধ্যভাগ' - এক কথায় প্রকাশ কী হবে? *[সমন্বিত ৫ ব্যাংক, অফিসার ক্যাশ, ২০২২]*
ক. মাঝরাত্রি খ. মধ্যাহ্ন গ. মহানিশা ঘ. অমানিশা
ব্যাখ্যা: অমানিশা অর্থ ঘোর অন্ধকার রাত্রি। মধ্যাহ্ন অর্থ দিনের মধ্য ভাগ।
৩২.গ

৩৩. 'যার জিহ্বা লকলক করে'- এক কথায় কী বলে? *[PBL; Junior Officer, 2019]*
A. লেহ্য B. লিপ্সা C. লেলিহান D. যুযুৎসু
ব্যাখ্যা: লেহ্য - লেহন করার যোগ্য। লিপ্সা - লাভ করার ইচ্ছা। যুযুৎসু - যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক।
৩৩. C

৩৪. 'মকমক' হলো- *[BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]*
A. মখমল B. ঝকমক করা C. চকচক করা D. ব্যাঙের ডাক
ব্যাখ্যা: মখমল - নরম মসৃণ ও মোটা কাপড় বিশেষ।
৩৪. D

৩৫. 'জানিবার ইচ্ছা' এক কথায়- *[ইসলামী ব্যাংক, পদ: ফিল্ড অফিসার (আরডিএস), ২০২২]*
ক. তপস্যা খ. সাধনা গ. অন্বেষা ঘ. জিজ্ঞাসা
ব্যাখ্যা: তপস্যা অর্থ কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা। অন্বেষা অর্থ অনুসন্ধান।
৩৫.ঘ

৩৬. 'অকালে যাকে জাগরণ করা হয়' তাকে এক কথায় কী বলে? *[Probashi kallyan Bank Executive Office (Cash)-2018]*
A. সব্যসাচী B. প্রত্যুদ্গমন C. কিংকর্তব্যবিমূঢ় D. অকালবোধন
ব্যাখ্যা: সব্যসাচী - যার দুই হাত সমান চলে। প্রত্যুদ্গমন - অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় - কর্তব্য নিরূপণে অক্ষম।
৩৬. D

৩৭. 'হাতির ডাক'-কে এক কথায় কী বলে? *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017]*
A. নিক্বণ B. বৃংহিত C. হ্রেষা D. কেকা
ব্যাখ্যা: নিক্বণ- নূপুর, বীণার ধ্বনি। হ্রেষা- ঘোড়ার ডাক। কেকা - ময়ূরের ডাক।
৩৭. B

৩৮. যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে থাকে তাকে বলে- *[Bangladesh Krishi Bank Office (Cash) 2017]*
A. প্রোষিতভর্তৃকা B. প্রোষিতা C. প্রোষিতপত্নীক D. প্রবাসিনী
ব্যাখ্যা: প্রোষিতভর্তৃকা - যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে।
৩৮. C

৩৯. 'অনুকরণ করার ইচ্ছা'- এক কথায় হবে? *[Rajshahi Krishi Unnayan Bank Supervisor 2017]*
A. অনুচিকীর্ষা B. অপচিকীর্ষা C. অনুচিকীর্ষু D. উপচিকীর্ষু
৩৯. A

৪০. নিচের যে বাক্য-সংকোচনটি অশুদ্ধ- *[BDBL. Senior Officer 2017]*
A. আকাশ ও পৃথিবী - ক্রন্দসী B. অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা - প্রতিভা
C. অতি উচ্চ ক্রূর হাসি - দৃপ্তহাসি D. পা থেকে মাথা পর্যন্ত - আপাদমস্তক
ব্যাখ্যা: অতি উচ্চ ক্রূর হাসি কে বলা হয় অট্টহাসি। দৃপ্ত অর্থ গর্বিত। দৃপ্তহাসি - গর্বিতহাসি।
৪০. C

Educationblog24.com

৪১. যিনি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন- [ICB Assistant Programmer 2017] ৪১. D

A. বিদ্বান B. বিদ্যাপতি C. লব্ধজ্ঞান D. কৃতবিদ্য

ব্যাখ্যা: বিদ্বান অর্থ শিক্ষিত। বিদ্যাপতি - পঞ্চদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তা। লব্ধজ্ঞান - জ্ঞান লব্ধ হয়েছে এমন।

৪২. এক কথায় প্রকাশ করুন : 'যে নারীর হিংসা নেই' [Bankhrabad Gas Distribution Co. Ltd.Asst. Manager(General)2017] ৪২. D

A. অহিংস B. অবলা C. প্রিয়ংবদা D. অনসূয়া

ব্যাখ্যা: অহিংস - হিংসা নেই এমন। অবলা - বল নেই যার। প্রিয়ংবদা - প্রিয় কথা বলে যে।

৪৩. 'যে নারীর সন্তান হয় না' তাকে এককথায় বলে— [UBL Assistant Officer 2017] ৪৩. C

A. নিঃসন্তান B. মৃতবৎসা C. বন্ধ্যা D. স্ত্রৈণ

ব্যাখ্যা: মৃতবৎসা - যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে। স্ত্রৈণ - যে স্বামী স্ত্রীর বশীভূত।

৪৪. 'টঙ্কার' বলতে বোঝায়- [Uttara Bank Ltd. Assistant Officer (Cash) 2017] ৪৪. C

A. বিহঙ্গের ধ্বনি B. কর্কশ ধ্বনি C. ধনুকের ধ্বনি D. বীরের ধ্বনি

ব্যাখ্যা: বিহঙ্গের ধ্বনি - কূজন। বীরের ধ্বনি - হুংকার। কর্কশ অর্থ শ্রীহীন, দৃষ্টিকটু। রাজহাঁসের (কর্কশ) ডাক / কর্কশ ধ্বনি - ক্রেঙ্কার।

৪৫. 'লাভ করার ইচ্ছাকে' এক কথায় কী বলে? [ইসলামী ব্যাংক অফিসার, আরডিএস ২০১৩] ৪৫. খ

ক. লোভ খ. লিপ্সা গ. লোভী ঘ. বুভুক্ষা

ব্যাখ্যা: বুভুক্ষা - ভোজন করার ইচ্ছা।

৪৬. 'তিন মোহনার মিলন যেখানে'- এক কথায় কী হবে? [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার, আরডিএস ২০১৩] ৪৬. ঘ

ক. তিন মোহনা খ. ত্রয়ী গ. ত্রিমোহনা ঘ. তেমোহনা

ব্যাখ্যা: ত্রয়ী - তিনটির সমষ্টি।

৪৭. 'যাহা বপন করা হইয়াছে'- এক কথায় [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার, ২০১৩] ৪৭. খ

ক. সুপ্ত খ. উপ্ত গ. গুপ্ত ঘ. লুপ্ত

ব্যাখ্যা: সুপ্ত অর্থ গোপন। গুপ্ত - গোপন রাখা হয়েছে এমন। লুপ্ত - লোপ পেয়েছে এমন।

৪৮. 'যার কোনো উপায় নেই' - এককথায় কী হবে? [সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ২০১২] ৪৮. ক

ক. নিরুপায় খ. নাচার গ. অনন্যোপায় ঘ. উপায়হীন

ব্যাখ্যা: নাচার - সহায়হীন, অক্ষম। অনন্যোপায় - যার অন্য কোনো উপায় নেই।

৪৯. যার বাসস্থান নেই- [জনতা ব্যাংক লি. এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২] ৪৯. ক

ক. অনিকেত খ. উদ্বাস্তু গ. অগৃহী ঘ. বনবাসী

ব্যাখ্যা: অনিকেত: নিকেত শব্দের অর্থ বাসস্থান বা বাড়ি। এর আগে 'অ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'অনিকেত' শব্দটি তৈরি হয়েছে, যার অর্থ হলো যার কোনো বাসস্থান নেই। উদ্বাস্তু - বাস্তু হতে উৎখাত হয়েছে এমন। বনবাসী - বনে বাস করে এমন। অগৃহী: যার গৃহ বা বাড়ি নেই। এটি অনিকেতের সমার্থক, তবে 'অনিকেত' শব্দটি এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।

৫০. এককথায় প্রকাশ কর 'অন্য ভাষায় রূপান্তরিত'- [জনতা ব্যাংক লি. এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২] ৫০. খ

ক. গুদাম খ. অনূদিত গ. অনুচিকীর্ষা ঘ. অননুমেয়

ব্যাখ্যা: অনুচিকীর্ষা - অনুকরণ করার ইচ্ছা। অননুমেয় - যা অনুমান করা যায় না। গুদাম ফারসি শব্দ যার অর্থ বিক্রয় দ্রব্যের ভাণ্ডার।

৫১. এক কথায় প্রকাশ কর 'অনেকের মধ্যে এক' - [জনতা ব্যাংক লি. এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১২] ৫১. ঘ

ক. অবিসংবাদিত খ. অবীরা গ. অনিন্দ্য ঘ. অন্যতম

ব্যাখ্যা: অনিন্দ্য - যা নিন্দা করা যায় না। অবীরা - যে নারীর পতি নেই, পুত্রও নেই। অবিসংবাদিত - যাহাতে বিরোধ বা মতভেদ নাই, সর্বসম্মত।

৫২. 'পশ্চাতে জন্মেছে যে' - তাকে এক কথায় কী বলে? [কর্মসংস্থান ব্যাংক, অফিসার ২০১২] ৫২. গ

ক. ছোট ভাই খ. সহোদর গ. অনুজ ঘ. সব কয়টি

ব্যাখ্যা: সহোদর - সমান উদর যার।

Educationblog24.com

৫৩. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'নূপুরের ধ্বনি'** - *[ডিবিবিএল ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার ২০১২]*
ক. গর্জন খ. কেকা গ. কুহু ঘ. নিক্কণ
ব্যাখ্যা: গর্জন - বাঘের ডাক। কেকা - ময়ূরের ডাক। কুহু - কোকিলের ডাক।
৫৩. ঘ

৫৪. **বাক্য সংকোচন করুন: 'শোনা মাত্র স্মরণ রাখতে পারে যে'** - *[ডাচ বাংলা ব্যাংক লি. ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার ২০১২, কর্মসংস্থান ব্যাংক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১১]*
ক. শ্রুতধর খ. জাতিস্মর গ. স্মরণধর ঘ. শ্রুতিশীল
ব্যাখ্যা: জাতিস্মর - পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে এমন।
৫৪. ক

৫৫. **প্রিয় বাক্য বলে যে নারী** - *[বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০১১]*
ক. প্রিয়ভাষী খ. প্রিয়জনা গ. প্রিয়াঙ্কা ঘ. প্রিয়ংবদা
ব্যাখ্যা: যে নারী প্রিয় কথা বলে - প্রিয়ংবদা।
৫৫. ক

৫৬. **'দশ চক্রে ভগবান ভূত' - প্রবাদটি কী অর্থ বোঝায়?** *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
ক. দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা
খ. একতাই শক্তি, একাতে অসম্ভব
গ. দশ জনের চক্রান্তে ভগবানকে মিথ্যা প্রমাণ করা
ঘ. প্রয়োজনে নিকৃষ্ট জিনিসের ব্যবহার
ঙ. কোনোটিই নয়
৫৬. ক

৫৭. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'বাঘের চামড়া'** - *[সিটি ব্যাংক লি. প্রোবেশনারী অফিসার ২০১১]*
ক. কৃতি খ. কৃত্তি গ. অজিন ঘ. শিঞ্জন
ব্যাখ্যা: কৃতি - সম্পাদিত কর্ম। অজিন - পশুচর্ম। শিঞ্জন - অলংকারের শব্দ।
৫৭. খ

৫৮. **পায়ে হেঁটে গমন করে না যে** - *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অফিসার (ক্যাশ) ২০১১]*
ক. প্লবগ খ. ভুজঙ্গ গ. পন্নগ ঘ. সবকটি
ব্যাখ্যা: প্লবগ অর্থ লাফিয়ে চলে এমন। ভুজঙ্গ, পন্নগ অর্থ সাপ।
৫৮. ঘ

৫৯. **'সমুদ্র হতে হিমাচল পর্যন্ত' বাক্যাংশের অর্থ হিসেবে কোনটি সঠিক?** *[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
ক. আসমুদ্র খ. হিমালয় পর্যন্ত গ. আসমুদ্রহিমাচল ঘ. অসমুদ্র
৫৯. গ

৬০. **'বৃষ্টির জল' এর এক কথায় প্রকাশ** - *[বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন, অফিসার ২০১১]*
ক. অমিয় খ. শ্বাদল গ. বেসাতি ঘ. শীকর
ব্যাখ্যা: অমিয় অর্থ অমৃত। শ্বাদল অর্থ তৃণাবৃত ভূমি। বেসাতি আরবি শব্দ যার অর্থ কেনাবেচা।
৬০. ঘ

৬১. **'একই সময়ে বর্তমান' এক কথায়** - *[বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন, অফিসার ২০১১]*
ক. সমসাময়িক খ. যুগপৎ গ. ঈদৃশ ঘ. অগ্রবর্তী
ব্যাখ্যা: যুগপৎ অর্থ একই কালে / একই সঙ্গে। ঈদৃশ অর্থ ইহার সদৃশ। অগ্রবর্তী অর্থ সম্মুখস্থ।
৬১. ক

৬২. **'গোপন করার ইচ্ছাকে' এক কথায় কী বলে?** *[বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন, সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
ক. জিঘাংসা খ. জিগীষা গ. দিদৃক্ষা ঘ. জুগুপ্সা
ব্যাখ্যা: জিঘাংসা - হনন করার ইচ্ছা। জিগীষা - জয়লাভ করার ইচ্ছা। দিদৃক্ষা - দেখার ইচ্ছা।
৬২. ঘ

৬৩. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'আজীবন সধবা যে নারী'** - *[তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. ডেপুটি এসিস্টেন্ট ইঞ্জি: ২০১১]*
ক. অনসূয়া খ. রামা গ. আধুত ঘ. চিরায়ুষ্মতী
ব্যাখ্যা: অনসূয়া - যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই। রমা, রামা - সুন্দরী নারী। আধুত - ঈষৎ কম্পিত।
৬৩. ঘ

৬৪. **'যা দীপ্তি পাচ্ছে' - এক কথায়** *[বাংলাদেশ ব্যাংক এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ২০১০]*
ক. দেদীপ্যমান খ. উজ্জ্বল গ. দীপ্তিমান ঘ. আলোকিত
৬৪. ক

৬৫. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যা লাফিয়ে চলে'** - *[সোনালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১০]*
ক. উল্লম্ফ খ. লাফবাজ গ. দড়াবাজ ঘ. প্লবগ
ব্যাখ্যা: উল্লম্ফ অর্থ লাফ দিয়ে পার হওয়া, ডিঙানো।
৬৫. ঘ

Educationblog24.com

৬৬. 'সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন' - এটিকে এক শব্দে প্রকাশ করা যায় কোন শব্দে? [রূপালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৬৬. খ
ক. অসমাপ্ত খ. অসমীক্ষিত গ. অসমর্থিত ঘ. অসম্পূর্ণ

৬৭. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যা অবশ্যই ঘটবে' - [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৬৭. গ
ক. সম্ভাবনাময় খ. দুর্নিবার গ. অবশ্যম্ভাবী ঘ. সম্ভাব্য

৬৮. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যার চক্ষুলজ্জা নেই' - [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার ২০১০] ৬৮. ক
ক. চশমখোর খ. নির্লজ্জ গ. চাক্ষুষ ঘ. চোষ্য
ব্যাখ্যা: চাক্ষুষ - চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত। চোষ্য - চুষে খেতে হয় এমন। নির্লজ্জ - লজ্জাহীন।

PSC & Other MCQ Solution

৬৯. 'যার কিছু নেই' - এক কথায় প্রকাশ করলে হবে- [পিএসসি-নন ক্যাডার, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০২৫] ৬৯. ব্যাখ্যা
ক. দরিদ্র খ. আকিঞ্চন গ. নির্ধন ঘ. অভাবী
ব্যাখ্যা: আকিঞ্চন এবং অকিঞ্চন শব্দ দুটির অর্থ ভিন্ন। অকিঞ্চন অর্থ 'যার কিছুই নেই' বা নিঃস্ব। অন্যদিকে, আকিঞ্চন অর্থ দৈন্য, নিঃস্বতা অথবা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য বিনীত আকাঙ্ক্ষা। তাই 'যার কিছু নেই'-এই বাক্যটির সঠিক এক কথায় প্রকাশ হবে অকিঞ্চন, আকিঞ্চন নয়। অপশনে যেহেতু অকিঞ্চন নেই তাই উত্তর হবে আকিঞ্চন।

৭০. 'বলার ইচ্ছা' - এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [NSI; সহকারী পরিচালক - ২০২৫] ৭০. গ
ক. জিজীবিষা খ. বক্তব্য গ. বিবক্ষা ঘ. বিবিক্ষা
ব্যাখ্যা: জিজীবিষা - বেঁচে থাকার ইচ্ছা; বক্তব্য - যা বলা হবে, বলতে হবে বা বলার যোগ্য এমন; বিবিক্ষা - প্রবেশ করার ইচ্ছা।

৭১. 'নিন্দা করার ইচ্ছা' এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [Military Engineer Services; Military Sub-Assistant Engineer (E/M) - ২০২৫] ৭১. খ
ক. জুগুপ্সু খ. জুগুপ্সা গ. জিগীষা ঘ. জিহীর্ষা
ব্যাখ্যা: জুগুপ্সু - নিন্দা করার ইচ্ছুক; জিগীষা - জয় করার ইচ্ছা। জিহীর্ষা - হরণ করার ইচ্ছা।

৭২. 'মৃতের মতো অবস্থা যার' - এই বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? [বন অধিদপ্তর; প্রহরী - ২০২৫] ৭২. ঘ
ক. মুমুর্ষু খ. মূমূর্ষু গ. মূমুর্ষু ঘ. মুমূর্ষু

৭৩. অনুসন্ধান করার ইচ্ছা কে কী বলে? [PSC; সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২৫] ৭৩. খ
ক. অনুচিকির্ষা খ. অনুসন্ধিৎসা গ. প্রতিচিকিৎসা ঘ. অনুচ্চার্য
ব্যাখ্যা: অনুচিকীর্ষা: অনুকরণ করার ইচ্ছা; অনুচ্চার্য - উচ্চারণ করা যায় না যা।

৭৪. 'যে নারী পূর্বে অপরের বাগদত্তা ছিল' তাকে এক কথায় কী বলে? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী; সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫] ৭৪. ক
ক. অন্যপূর্বা খ. প্রোষিতভর্তৃকা গ. অভিসারিণী ঘ. মনসিজ
ব্যাখ্যা: প্রোষিতভর্তৃকা - যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে; অভিসারিণী - যে নারী প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্জনে গমন করে; মনসিজ - কামদেব, কন্দর্প।

৭৫. 'যে সকল অত্যাচার সয়ে যায়' এক কথায় তাকে কী বলে? [বাংলাদেশ নৌবাহিনী; সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫] ৭৫. ক
ক. সর্বংসহা খ. সর্বসহ্যকারী গ. সহনশীল ঘ. সহ্যশীল
ব্যাখ্যা: সহনশীল - যে সহ্য করতে পারে। সহ্যশীল শব্দটি সহনশীল শব্দের সমার্থক।

৭৬. 'জয়ের জন্য যে উৎসব' এক কথায় কী বলে? [সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫] ৭৬. ক
ক. জয়ন্তী খ. বিজয় উৎসব গ. বিজয়ী ঘ. বিজয় জয়ন্তী
ব্যাখ্যা: জয়ের জন্য যে উৎসব - জয়োৎসব / জয়ন্তী।

৭৭. রাত্রির শেষভাগ- [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; কম্পিউটার অপারেটর - ২০২৫] ৭৭. গ
ক. প্রত্যূষ খ. ভোররাত গ. পররাত্র ঘ. প্রভাত
ব্যাখ্যা: প্রত্যূষ - ভোর, প্রভাত। ভোররাত - রাত্রির শেষভাগ। 'পররাত্র' এবং 'ভোররাত' প্রায় সমার্থক। তবে বাংলা ব্যাকরণে 'পররাত্র' শব্দটি নির্দিষ্টভাবে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

Educationblog24.com

৭৮. যে বহু বিষয় জানে- [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; কম্পিউটার অপারেটর - ২০২৫]
ক. বহুদর্শী খ. সর্বজ্ঞ গ. সবজান্তা ঘ. কোনোটিই নয় — ৭৮. ঘ
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: বহুজ্ঞ হবে। অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যার বা বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ - বহুদর্শী; যিনি সকল কিছুই জানেন - সর্বজ্ঞ; যিনি সব জানেন - সবজান্তা।

৭৯. 'আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত'- এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা; ৩য় শ্রেণি - ২০২৫]
ক. আদ্যোপান্ত খ. আদিগন্ত গ. অদ্যন্ত ঘ. আদ্যপ্রান্ত — ৭৯. ক
ব্যাখ্যা: আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত, আদ্যন্ত। আদিগন্ত - আদি থেকে দিগন্ত পর্যন্ত।

৮০. যিনি বক্তৃতা দানে পটু' তাকে এক কথায় কী বলে? [সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫]
ক. বাচাল খ. অনলবর্ষী গ. বাকপটু ঘ. বাগ্মী — ৮০. ঘ
ব্যাখ্যা: বাচাল- যে বেশি কথা বলে। অনলবর্ষী- অনল (আগুন) বর্ষণ করে এমন। বাকপটু- যিনি কথা বলায় দক্ষ।

৮১. ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি' এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার; নিরাপত্তা প্রহরী - ২০২৫]
ক. জিতেন্দ্রিয় খ. কৃতদার গ. জীবন্মৃত ঘ. ইন্দ্রজিৎ — ৮১. ক
ব্যাখ্যা: কৃতদার - যে দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেছে, যে পুরুষ বিয়ে করেছে। জীবন্মৃত -জীবিত থেকেও যে মৃত। ইন্দ্রজিৎ - ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন।

৮২. এককথায় প্রকাশ করুন: 'স্থায়ী ঠিকানা নেই যার'। [উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]
ক. বস্তিবাসী খ. উদ্বাস্তু গ. ঠিকানাবিহীন ঘ. টোকাই — ৮২. খ
ব্যাখ্যা: উদ্বাস্তু: যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, বা অন্য কোনো কারণে নিজের ভিটেমাটি বা স্থায়ী বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই।

৮৩. 'যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে' এক কথায় কী বলে? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়; অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর - ২০২৫]
ক. বর্ধনশীল খ. বর্ধিষ্ণু গ. নাতি দীর্ঘ ঘ. প্রত্যক্ষ — ৮৩. খ
ব্যাখ্যা: বর্ধিষ্ণু - ক্রমে বাড়ছে এমন; ক্রমবর্ধমান - যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে।

৮৪. 'মেঘের ধ্বনি' -এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; ৩য় শ্রেণি - ২০২৫]
ক. মৃন্ময় খ. জীমূতমন্দ্র গ. জীমূতেন্দ্র ঘ. শানকি — ৮৪. খ
ব্যাখ্যা: মৃন্ময় - মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত বা তৈরি। শানকি - এক ধরনের মাটির পাত্র বা থালা।

৮৫. 'পাণ্ডুর' শব্দের অর্থ- [আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী; বিভিন্ন পদ- ২০২৫]
ক. গোলাকার খ. আকাশে গ. ফ্যাকাশে ঘ. গোলমাল — ৮৫. গ

৮৬. কলাজ্ঞান আছে যার = [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; জুনিয়র অফিসার - ২০২৪]
ক. কলাক খ. কলাজ্ঞ গ. কলাবিদ ঘ. কলৈক — ৮৬. গ
ব্যাখ্যা: কলাজ্ঞ: কলা শব্দের অর্থ শিল্প বা জ্ঞান এবং 'জ্ঞ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ। তাই কলাজ্ঞ বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে, যার বিভিন্ন শিল্পকলা বা কারিগরি বিদ্যায় জ্ঞান আছে। কলাবিদ: কলাজ্ঞ এবং কলাবিদ দুটিই প্রায় সমার্থক শব্দ। তবে, 'কলাজ্ঞ' শব্দটি এই ধরনের বাক্যের জন্য বেশি প্রচলিত।

৮৭. 'আমার তুল্য' এর বাক্য সংকোচন- [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]
ক. সাদৃশ্য খ. মাদৃশ গ. সাদৃশ ঘ. সতীর্থ — ৮৭. খ
ব্যাখ্যা: সাদৃশ্য - তুলনা; সতীর্থ - সহপাঠী, একই পেশার লোক।

৮৮. 'চোখের নিমেষ না ফেলিয়া' - এর বাক্য সংকোচন- [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]
ক. অনিমেষ খ. তাৎক্ষণিক গ. নিমেষে ঘ. প্রত্যক্ষী — ৮৮. ক

৮৯. 'যার দুই হাত সমান চলে' এই বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? [দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ; সমিতির মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার - ২০২৪]
ক. দু-হাতি খ. সমানতালি গ. সব্যসাচী ঘ. কোনটিই সঠিক নয় — ৮৯. গ

৯০. 'যা নিন্দার যোগ্য নয়' - [বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর; অফিস সহকারী - ২০২৪]
ক. নিন্দনীয় খ. প্রশংসনীয় গ. অনিন্দ্য ঘ. নিন্দা — ৯০. গ
ব্যাখ্যা: নিন্দনীয় - যা নিন্দার যোগ্য; প্রশংসনীয় - যা প্রশংসার যোগ্য; নিন্দা - অর্থ সমালোচনা বা দোষারোপ।

Educationblog24.com

৯১. "মুক্তি পেতে ইচ্ছুক" - এক কথায় কী বলে? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক - ২০২৪] ৯১. ক
ক. মুমুক্ষু খ. মূমুক্ষু গ. মুমুক্ষূ ঘ. মুমুক্ষা

৯২. 'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক - ২০২৪] ৯২. ঘ
ক. উক্ত খ. বাচ্য গ. ভবিতব্য ঘ. বক্তব্য
ব্যাখ্যা: উক্ত - বলা হয়েছে এমন। বাচ্য - বলার যোগ্য। ভবিতব্য - ভাগ্য / ঘটবেই এমন।

৯৩. 'যে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে' তাকে এক কথায় বলে- [PSC; সিনিয়র স্টাফ নার্স - ২০২৪] ৯৩. ঘ
ক. ব্যয়কুণ্ঠ খ. মিতব্যয়ী গ. সাবধানী ঘ. কৃপণ
ব্যাখ্যা: ব্যয়কুণ্ঠ - যে অধিক ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে। মিতব্যয়ী - পরিমিত ব্যয় করে যে। কৃপণ অপশনে না থাকলে ব্যয়কুণ্ঠ উত্তর হবে।

৯৪. 'যে নারীর হাসি পবিত্র' তাকে কী বলে? [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট - ২০২৪] ৯৪. খ
ক. সুচিস্মিতা খ. শুচিস্মিতা গ. সুহাসিনী ঘ. সুহাস
ব্যাখ্যা: সুহাসিনী অর্থ মধুর হাসিনী। সুহাস - মধুর হাসি, সুন্দর হাস্যযুক্ত।

৯৫. 'দেখা যায়নি যা' - [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল পর্যায় ০২) - ২০২৪] ৯৫. খ
ক. অদৃষ্ট খ. অদৃশ্য গ. অদৃষ্টপূর্ব ঘ. অদেখা
ব্যাখ্যা: অদৃষ্টপূর্ব - যা পূর্বে দেখা যায় নি। অদৃষ্ট, অদেখা - দেখা হয়নি এমন।

৯৬. 'অন্যদিকে মন নেই যার' বাক্যটির এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (কলেজ পর্যায়) - ২০২৪] ৯৬. ক
ক. অনন্যমনা খ. অন্যপেক্ষ গ. অগত্যা ঘ. অনন্যোপায়
ব্যাখ্যা: অগত্যা- অন্য কোনো গতি নেই যার, অনন্যোপায় হয়ে, বাধ্য হয়ে। অনন্যোপায়- যার অন্য উপায় নেই।

৯৭. 'হনন করার ইচ্ছা'- এর বাক্য সংকোচন কোনটি? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪] ৯৭. গ
ক. হন্তা খ. দুস্তর গ. জিঘাংসা ঘ. জিতেন্দ্রিয়
ব্যাখ্যা: দুস্তর - যাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টকর। জিতেন্দ্রিয় - ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে।

৯৮. 'রাত্রিকালীন যুদ্ধ' এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে; টিকেট কালেক্টর - ২০২৪] ৯৮. ক
ক. সৌপ্তিক খ. কোকনদ গ. রিরংসা ঘ. সংবর্ত
ব্যাখ্যা: কোকনদ - লাল বর্ণের পদ্ম, লাল শালুক। রিরংসা - রমণ বা সঙ্গমের ইচ্ছা। সংবর্ত - যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়, মহা-প্রলয়, জলবর্ষী মেঘ।

৯৯. যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে - [পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি; সহকারী প্রকৌশলী - ২০২৪] ৯৯. গ
ক. বিদেশী খ. প্রবাসী গ. প্রোষিতভর্তৃকা ঘ. প্রষুতভর্তৃকা

১০০. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই" [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); ইমারত পরিদর্শক - ২০২৪] ১০০. ক
ক. অকুতোভয় খ. অতুলনীয় গ. অপ্রতর্ক্য ঘ. নৈয়ায়িক
ব্যাখ্যা: অতুলনীয় - যার তুলনা নাই। অপ্রতর্ক্য - তর্ক দ্বারা স্থির করা যায় না এমন। নৈয়ায়িক - যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন।

১০১. 'দিনের আলো ও সন্ধ্যার আলোর মিলন' - এক কথায় বলে - [প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক (গ্রুপ ১) - ২০২৩] ১০১. গ
ক. সন্ধ্যাকাল খ. আলোছায়া গ. গোধূলি ঘ. সায়াহ্ন
ব্যাখ্যা: গোধূলি দ্বারা বুঝায় - গোরুর পাল ধূলি উড়িয়ে ঘরে ফেরার সময়, সূর্যাস্তের সময়। সায়াহ্ন - দিনের সায় (অবসান) ভাগ।

১০২. পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়াকে কী বলে? [পিএসসি; সহকারী কাস্টোডিয়ান - ২০২৩] ১০২. গ
ক. হীরকজয়ন্তী খ. রজতজয়ন্তী গ. সুবর্ণজয়ন্তী ঘ. শতাব্দী
ব্যাখ্যা: হীরকজয়ন্তী - ৬০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান। রজত/রৌপ্যজয়ন্তী - ২৫ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান। শতাব্দী - শতবর্ষের সমাহার।

Educationblog24.com

১০৩. **ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়** - [জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো: অফিস সহায়ক ২০২৩] ১০৩. ক
ক. ওষধি খ. ওষধী গ. ঔষধি ঘ. ঔষধী
ব্যাখ্যা: ঔষধি - যে গাছ থেকে ঔষধ তৈরি হয়, ওষুধ।

১০৪. **'কৃতঘ্ন' শব্দের অর্থ কী?** [জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো: অফিস সহায়ক ২০২৩] ১০৪. ক
ক. যে উপকারীর অপকার করে খ. যে উপকারীর উপকার করে না
গ. যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না ঘ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না - অকৃতজ্ঞ।

১০৫. **এক কথায় প্রকাশ করুন 'যে নারীর হাসি সুন্দর'** - [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন: উচ্চমান সহকারী ২০২৪] ১০৫. খ
ক. সরোজ খ. সুস্মিতা গ. সুহাসিনী ঘ. সাবিত্রী
ব্যাখ্যা: সরোবরে জন্মে যা- সরোজ। সাবিত্রী- গায়ত্রী, বেদ-মন্ত্রের উৎস, দেবী দুর্গা। সুহাসিনী অর্থ মধুর হাসিনী।

১০৬. **যে প্রবীণ নয়- তাকে এক কথায় কী বলে?** [বেবিচক; উচ্চমান হিসাব সহকারী - ২০২৩] ১০৬. খ
ক. বৃদ্ধ খ. নবীন গ. শিশু ঘ. যুবতি

১০৭. **'যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই' এক কথায় কী বলে?** [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড; নিরাপত্তা প্রহরী - ২০২৩] ১০৭. ঘ
ক. নির্বাক খ. হতবাক গ. অভিজ্ঞ ঘ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই - অবিসংবাদী। নির্বাক অর্থ বাকশূন্য, হতবাক।

১০৮. **ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি**- [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী - ২০২৩] ১০৮. ক
ক. ইতিহাসবেত্তা খ. ইতিহাসবিজ্ঞ গ. ঐতিহাসিক ঘ. ইতিহাসবিদ
ব্যাখ্যা: ঐতিহাসিক - ইতিহাস রচনা করেন যিনি।

১০৯. **পান করিবার যোগ্য**- [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী - ২০২৩] ১০৯. খ
ক. পিপাসা খ. পেয় গ. পানীয় ঘ. খ এবং গ
ব্যাখ্যা: পিপাসা - পান করার ইচ্ছা। পানীয় - পান করা হয় এমন, পানযোগ্য।

১১০. **যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে?** [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী - ২০২৩] ১১০. খ
ক. প্রোষিতভর্তৃকা খ. প্রোষিতভার্য গ. প্রবাসিনী ঘ. বিদেশিনী
ব্যাখ্যা: প্রোষিতভর্তৃকা - যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে।

১১১. **"ইহলোকে যা সামান্য নয়" - এক কথায় কী হবে?** [ডাক জীবন বীমা, পূর্বাঞ্চল ঢাকা; পিএলআই একাউনটেন্ট - ২০২৩] ১১১. গ
ক. অননাসাধারণ খ. অনন্যসাধারণ গ. অলোকসামান্য ঘ. আলোকসামান্য
ব্যাখ্যা: অনন্যসাধারণ - যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না।

১১২. **যা সহজে অতিক্রম করা যায় না** -[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; পদ: সহকারী পরিচালক - ২০২৩] ১১২. গ
ক. দুর্গম খ. অলঙ্ঘ্য গ. দূরতিক্রম্য ঘ. অনতিক্রম্য
ব্যাখ্যা: অনতিক্রম্য - যা অতিক্রম করা যায় না। দুর্গম - কষ্টে গমন করা যায় যেখানে। অলঙ্ঘ্য - যা লঙ্ঘন করা যায় না / যা লঙ্ঘন করা উচিৎ নয়।

১১৩. **'যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না' - এক কথায় প্রকাশ**- [LGED; কার্যসহকারী - ২০২৩] ১১৩. ঘ
ক. অনসূয়া খ. অনুচার্য গ. কোনোটাই নয় ঘ. ক্ষণপ্রভা
ব্যাখ্যা: অনসূয়া দুটি অংশ নিয়ে গঠিত: অন এবং অসূয়া। 'অন' একটি নেতিবাচক উপসর্গ এবং অসূয়া অর্থ 'ঈর্ষা'। অর্থাৎ, অনসূয়া হলো - যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই।

১১৪. **'কূলের সমীপে' এর সংক্ষেপ কী?** [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স; পদ: এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট - ২০২৩] ১১৪. গ
ক. অনুকূল খ. প্রতিকূল গ. উপকূল ঘ. সমকূল
ব্যাখ্যা: উপকূল শব্দের 'উপ' হলো উপসর্গ। 'উপ' উপসর্গটি সংস্কৃত ভাষার। এটি সামীপ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১১৫. **'যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না' বাক্যটিকে এক কথায় কী বলে?** [ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন; পদ: মাঠ সংগঠক / সহকারী হিসাব রক্ষক - ২০২৩] ১১৫. ঘ
ক. ফলন্ত খ. বনস্পতি গ. ডুমুর ঘ. পরগাছা
ব্যাখ্যা: পরগাছা- যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে। ফলন্ত- যা ফল দেয় এমন।

Educationblog24.com

১১৬. 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এর এক কথায় প্রকাশ হলো- *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তর: মেডিকেল টেকনোলজিস্ট - ২০২৩]* ১১৬. ঘ

ক. মাছ ধরার কৌশল খ. চালাকী
গ. মাছ ধরতে কৌশলী ঘ. কৌশলে কার্যোদ্ধার

১১৭. নিচের কোন বাক্য সংকোচনটি ভুল? *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন; পদ: এক্সটেনশন অফিসার / প্রমোশন অফিসার - ২০২৩]* ১১৭. ক

ক. হনন করার ইচ্ছা = জিগীষা খ. যে নারীর হাসি সুন্দর = সুস্মিতা
গ. যার দু হাত সমান চলে = সব্যসাচী ঘ. যা বলা হয়নি = অনুক্ত

ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বাক্য সংকোচন: হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা।

১১৮. 'ভোজন করার ইচ্ছা' এক কথায় কী হবে? *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; হিসাব সহকারী- ২০২৩]* ১১৮. গ

ক. পেটুক খ. ভোজনবিলাসী গ. বুভুক্ষা ঘ. খাদক

ব্যাখ্যা: পেটুক - ঔদরিক, বেশি খায় এমন। খাদক - খাদ্য খায় এমন, ভক্ষক।

১১৯. নিমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও যিনি উপস্থিত - *[বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড; পদ: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী - ২০২৩]* ১১৯. গ

ক. মেজবান খ. অনিমন্ত্রিত গ. অনাহূত ঘ. কোনটিই নয়

১২০. 'যা কখনো নষ্ট হয় না।' এক কথায় প্রকাশ কর- *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ; পদ: পোস্টম্যান - ২০২৩]* ১২০. গ

ক. অনিষ্ট খ. অবনিষ্ট গ. অবিনশ্বর ঘ. নশ্বর

ব্যাখ্যা: নষ্ট হবার স্বভাব যার - নশ্বর। অনিষ্ট - অমঙ্গল, অপকার।

১২১. পঙ্কে জন্মে যা - *[বাংলাদেশ ডাক বিভাগ; পদ: মেইল অপারেটর - ২০২৩]* ১২১. ক

ক. পঙ্কজ খ. পাঙ্ক গ. পঙ্কিল ঘ. কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: পঙ্কিল অর্থ কর্দমাক্ত, কাদাপূর্ণ।

১২২. "দান করার ইচ্ছা" এক কথায় প্রকাশ করুন- *[বাংলাদেশ রেলওয়ে; পদ: ওয়েম্যান - ২০২৩]* ১২২. ক

ক. দিৎসা খ. দিসা গ. দানবীয় ঘ. দোসা

ব্যাখ্যা: দানবীয় - দানব বা অসুরের মতো, অত্যন্ত হিংস্র।

১২৩. 'যা লাফিয়ে চলে' এক কথায় প্রকাশ কী হবে- *[LGED; কমিউনিটি অর্গানাইজার - ২০২৩]* ১২৩. ক

ক. প্লবগ খ. অসাড় গ. সসাড় ঘ. মেটে

১২৪. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার' - *[স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED); পদ: কমিউনিটি অর্গানাইজার - ২০২৩]* ১২৪. ক

ক. চতুরঙ্গ খ. সংশপ্তক গ. কুশীলব ঘ. শালপ্রাংশু

ব্যাখ্যা: সংশপ্তক - নির্ভীক। কুশীলব - নাটকের পাত্রপাত্রীগণ। শালপ্রাংশু - শাল গাছের মতো দীর্ঘ আকার।

১২৫. 'তিতিক্ষা' শব্দ দ্বারা বুঝায় - *[বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; পদ: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর - ২০২৩]* ১২৫. গ

ক. লাভ করার ইচ্ছা খ. গমন করার ইচ্ছা
গ. ক্ষমা করার ইচ্ছা ঘ. ত্যাগ করার ইচ্ছা

ব্যাখ্যা: লিপ্সা - লাভ করার ইচ্ছা। জিগমিষা - গমন করার ইচ্ছা।

১২৬. 'নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করেছে' এর বাক্য সংকোচন কী? *[পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পদ: পোস্টাল অপারেটর - ২০২৩]* ১২৬. ক

ক. স্বয়ম্ভূ খ. জগদ্ধাত্রী গ. যুধিষ্ঠির ঘ. রবাহূত

ব্যাখ্যা: যুধিষ্ঠির - যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি। জগদ্ধাত্রী অর্থ বিশ্বের ধাত্রী বা পালনকর্ত্রী। রবাহূত: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানমতে, সংস্কৃত শব্দ রবাহূত (রব + আহূত)। যার অর্থ- লোকমুখে শুনে বিনা নিমন্ত্রণে আগত, অনিমন্ত্রিত আগন্তুক।

১২৭. 'পাঁচ সেরের সমাহার' এক কথায় প্রকাশ কী হবে? *[পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পদ: পোস্টম্যান - ২০২৩]* ১২৭. খ

ক. পরিমেয় খ. পশুরী গ. পাঁচমিশালী ঘ. পঞ্চবটী

ব্যাখ্যা: পরিমেয় - মাপ যায় এমন, পরিমাপযোগ্য। পঞ্চ বটের সমাহার - পঞ্চবটী।

Educationblog24.com

১২৮. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' - এক কথায় কী হবে? [NSI: পদ: ফিল্ড স্টাফ - ২০২৩]
ক. পঠিত খ. অধীত গ. অধ্যায়িত ঘ. অধ্যায়িত
ব্যাখ্যা: পঠিত - পাঠ করা হয়েছে এমন। — ১২৮. খ

১২৯. যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে - [NSI: পদ: ফিল্ড স্টাফ - ২০২৩]
ক. অচিন্তনীয় খ. ভূতপূর্ব গ. অবিমৃশ্যকারী ঘ. অভাবনীয়
ব্যাখ্যা: অচিন্তনীয় - যা চিন্তার বাইরে। ভূতপূর্ব - যাহা পূর্বে ছিল এখন নাই। — ১২৯. গ

১৩০. "যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই।" এক কথায় কী হবে? [NSI: পদ: ফিল্ড অফিসার - ২০২৩]
ক. কুমারী খ. অনূঢ়া গ. অবীরা ঘ. বিধবা
ব্যাখ্যা: অনূঢ়া - যে নারীর বিয়ে হয় না (আইবুড়ো)। কুমারী - যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি। বিধবা - যার স্বামী মারা গেছে। — ১৩০. গ

১৩১. 'যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানেনা' - বাক্যটির বাক্য সংকোচন নিচের কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২০, পদ: সহকারি শিক্ষক (১ম পর্যায়), ২০২২]
ক. অজ্ঞাতকুলশীল খ. বংশপরিচয়হীন গ. কুলবংশহীন ঘ. অজ্ঞাতকুলীন — ১৩১. ক

১৩২. এক কথায় প্রকাশ কর- 'কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে' - [হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পদ: অডিটর, ২০২২]
ক. স্বার্থপর খ. অকৃতজ্ঞ গ. আত্মনিষ্ঠ ঘ. কোনটিই নয় — ১৩২. গ

১৩৩. 'আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে' এক কথায় কী হবে? [হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CGA), পদ: অফিস সহায়ক, ২০২২]
ক. অতিপণ্ডিত খ. মহাপণ্ডিত গ. পণ্ডিত নেতা ঘ. পণ্ডিতম্মন্য — ১৩৩. ঘ

১৩৪. 'কর্মে অতিশয় তৎপর' এক কথায় কী হবে? [১৭তম নিবন্ধন - স্কুল/সমপর্যায়, ২০২২]
ক. ত্বরিৎকর্মা খ. কর্মবীর গ. কর্মপটু ঘ. কর্মনিষ্ঠ
ব্যাখ্যা: 'কর্মে অতিশয় তৎপর' এক কথায় করিতকর্মা, কর্মদক্ষ, ত্বরিৎকর্মা। — ১৩৪. ক

১৩৫. 'যিনি নৌকা চালান' এক কথায় প্রকাশ কী? [বন অধিদপ্তর জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট নিয়োগ, ২০২২]
ক. তাঁতি খ. জেলে গ. মাঝি ঘ. রাখাল — ১৩৫. গ

১৩৬. 'যে নারী প্রিয় কথা বলে' এক কথায় কী হবে? [ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পদ: অফিস সহায়ক, ২০২২]
ক. সুহাসিনী খ. সুবক্তা গ. প্রিয়ংবদা ঘ. শ্রীমতি
ব্যাখ্যা: শ্রীমতি অর্থ ভাগ্যবতী। সুহাসিনী অর্থ মধুরহাসিনী। সুবক্তা অর্থ চমৎকার ভাষণদানকারী। — ১৩৬. গ

১৩৭. বীণার ধ্বনি কী? [BRTC নিয়োগ পরীক্ষা, পদের নাম: কন্ডাক্টর ডি (কাউন্টারম্যান), ২০২২]
ক. কূজন খ. নাদ গ. নিক্বণ ঘ. রিমঝিম
ব্যাখ্যা: কূজন - মন্দ মানুষ। নাদ - শব্দ / গর্জন। রিমঝিম - মৃদু বৃষ্টিপাতের অনুকার শব্দ। — ১৩৭. গ

১৩৮. 'পাখির ডাক' কথাটি এক কথায় প্রকাশ করলে হবে - [তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পদ: সহকারী তথ্য কর্মকর্তা, ২০২২]
ক. কেকা খ. কূজন গ. ঝংকার ঘ. বৃংহিত
ব্যাখ্যা: কেকা - ময়ূরের ডাক। ঝংকার - বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। বৃংহিত - হাতির ডাক। — ১৩৮. খ

১৩৯. এক কথায় প্রকাশ করুন - 'হাতির ডাক' - [বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ পরীক্ষা, খালাসী ২০২২]
ক. অজিন খ. বৃংহিত গ. হ্রেষা ঘ. কেকা
ব্যাখ্যা: অজিন - হরিণের চামড়া। হ্রেষা - অশ্বের ডাক। কেকা - ময়ূরের ডাক। — ১৩৯. খ

১৪০. 'ক্ষমার অযোগ্য' - এর বাক্য সংকোচন- [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সহকারী কর্মকর্তা, ২০২২]
ক. ক্ষমা খ. ক্ষমাপ্রার্থী গ. ক্ষমার্হ ঘ. ক্ষমাপ্রদ
ব্যাখ্যা: উপরের অপশনগুলোতে সঠিক উত্তর নাই। ক্ষমার্হ: এই শব্দটি 'ক্ষমার যোগ্য' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে, বাংলা ব্যাকরণে অনেক ক্ষেত্রে 'ক্ষমার অযোগ্য' বোঝাতেও 'ক্ষমার্হ' শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। এটি একটি ব্যতিক্রমী প্রয়োগ, যেখানে নেতিবাচক অর্থ বোঝানোর জন্য ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। ক্ষমাপ্রার্থী: এর অর্থ যে ক্ষমা চায়। — ১৪০. গ

Educationblog24.com

১৪১. 'যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু' - এক কথায় প্রকাশ কী হবে? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), পদ: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ২০২২]* ১৪১. ক

ক. বন্ধুর খ. বর্ধিষ্ণু গ. প্রত্যুদ্গমন ঘ. মেদুর

ব্যাখ্যা: বর্ধিষ্ণু - ক্রমে বাড়ছে এমন। প্রত্যুদ্গমন - মান্য ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা। মেদুর - কোমল, স্নিগ্ধ।

১৪২. 'যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি'- এক কথায় প্রকাশ - *[CHCP কমিউনিটি হেলথ কেয়ার, ২০২১]* ১৪২. ক

ক. যুধিষ্ঠির খ. স্থিরচিত্ত গ. দৃঢ়চিত্ত ঘ. যুদ্ধস্থির

১৪৩. 'অবিমৃশ্যকারী' কাকে বলে? *[বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ওয়ারহাউস ও ক্যাশিয়ার, ২০২১]* ১৪৩. খ

ক. যে সর্বদা কুৎসা রটনা করে খ. যে আগে পিছে না ভেবে কাজ করে

গ. যে সর্বদা বিষাদগ্রস্ত থাকে ঘ. যে অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ করে

১৪৪. 'কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না'- এক কথায় কী হবে? *[BSCIC Extension Officer Exam-2021]* ১৪৪. ঘ

ক. দুর্নিবার খ. দুর্দমনীয় গ. অদম্য ঘ. অনিবার্য

ব্যাখ্যা: দুর্নিবার- যা নিবারণ করা কঠিন। দুর্দমনীয় - যা দমন করা কঠিন। অদম্য - যা দমন করা যায় না।

১৪৫. 'যার আকার কুৎসিত' এর সঠিক বাক্য সংকোচন কী? *[NSI কম্পিউটার অপারেটর ২০২১]* ১৪৫. ক

ক. কদাকার খ. উজ্জ্বল গ. নির্মল ঘ. গোলাকার

১৪৬. এক কথায় প্রকাশ করুন। 'অক্ষির অভিমুখে' - *[NSI Assistant Director, ২০২১]* ১৪৬. ক

ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ গ. সমক্ষ ঘ. চাক্ষুষ

ব্যাখ্যা: পরোক্ষ - অক্ষির অগোচরে। সমক্ষ - অক্ষির সমীপে। চাক্ষুষ - চোখে দেখে লব্ধ।

১৪৭. 'দুইয়ের মধ্যে একটি' এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে? *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২১]* ১৪৭. ক

ক. অন্যতর খ. অন্যতম গ. দৌবারিক ঘ. কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: অন্যতম - বহুর মধ্যে একটি। দৌবারিক - দ্বারে থাকে যে।

১৪৮. 'যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না' তাকে এক কথায় বলে- *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর অফিস সহায়ক ২০২১]* ১৪৮. গ

ক. অনির্বাণ খ. অনির্দেশ গ. অনির্বচনীয় ঘ. অনির্ণেয়

ব্যাখ্যা: অনির্বাণ- সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখা হয় এমন। অনির্দেশ- অনির্দিষ্ট অবস্থা। অনির্ণেয়- যা নির্ণয় করা যায় না।

১৪৯. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'সম্মুখ হয়ে অভ্যর্থনা'। *[গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) সহকারি ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১]* ১৪৯. ঘ

ক. সংবর্ধনা খ. অভিনন্দন গ. সম্মাননা ঘ. প্রত্যুদ্গমন

১৫০. 'অলংকারের ঝংকার' বাক্যের সংকোচন কী? *[NSI (ওয়াচার কন্সটেবল) ফিল্ড স্টাফ ২০২১]* ১৫০. খ

ক. কিন্নর খ. শিঞ্জন গ. অঞ্জিন ঘ. অঞ্জন

ব্যাখ্যা: কিন্নর অর্থ দেবলোকের সুকণ্ঠ গায়ক। অঞ্জন অর্থ সুর্মা, কাজল।

১৫১. 'চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত' - বাক্য সংকোচন কী? *[NSI (ওয়াচার কন্সটেবল) ফিল্ড স্টাফ ২০২১]* ১৫১. গ

ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ গ. চাক্ষুষ ঘ. চক্ষুষ্মান

ব্যাখ্যা: চক্ষুষ্মান- চোখ আছে এমন / তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন।

১৫২. 'মরণ পথের প্রতীক্ষা করছে যে', এর এক কথায় প্রকাশ - *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জনবল নিয়োগ পরীক্ষা ক্যাশিয়ার/ স্টোর কিপার ২০২১]* ১৫২. গ

ক. মূমূর্ষ্যা খ. মুমুর্ষা গ. মুমূর্ষা ঘ. মূমূর্ষা

ব্যাখ্যা: মরণের ইচ্ছা - মুমূর্ষা।

১৫৩. 'সকলের জন্য প্রযোজ্য' এর এক কথায় প্রকাশ: *[জাতীয় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর - ২০২১]* ১৫৩. ক

ক. সর্বজনীন খ. সার্বজনীন গ. সর্বজনিন ঘ. সর্বজণীন

ব্যাখ্যা: সর্বজনীন - সকলের জন্য প্রযোজ্য বা সর্বজনের হিতকর (বারওয়ারি)। আর সার্বজনীন - সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ।

১৫৪. 'অন্য ভাষায় রূপান্তরিত' এর এক কথায় প্রকাশ: *[জাতীয় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর - ২০২১]* ১৫৪. ঘ

ক. অনুবাদ খ. ভিন্ন ভাষা গ. রূপান্তর ঘ. অনূদিত

ব্যাখ্যা: অন্য ভাষায় রূপান্তর - অনুবাদ।

Educationblog24.com

১৫৫. 'পরকে প্রতিপালন করে যে' এক কথায় কী হবে? [দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০] ১৫৫. খ

ক. পরভৃত খ. পরভৃৎ গ. প্রতিপালক ঘ. প্রতিপোষক

ব্যাখ্যা: পরভৃত অর্থ অন্য কর্তৃক পালিত। প্রতিপালক অর্থ পালনকর্তা, প্রতিপালনকারী। প্রতিপোষক অর্থ সমর্থনকারী, সমর্থক।

১৫৬. 'যার তুলনা নাই'- এক কথায় কী বলে? [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর ২০২০] ১৫৬. খ

ক. অতুল্য খ. অতুলনীয় গ. তুলনাহীন ঘ. বৈতুল্য

১৫৭. 'পরের অন্নে যে বেঁচে থাকে'- এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি? [বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ২০২০] ১৫৭. ক

ক. পরান্নজীবী খ. পরান্নভোজী গ. পরজীবী ঘ. পরাশ্রয়ী

ব্যাখ্যা: পরজীবী - পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে। পরাশ্রয়ী - অন্যকে আশ্রয় করে এমন।

১৫৮. 'অন্যপুষ্ট' কোন পাখিকে বলা হয়? [প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের ভিএফ/ এফএ/ কম্পাউন্ডার ২০২০] ১৫৮. খ

ক. কাক খ. কোকিল গ. ময়না ঘ. কবুতর

১৫৯. 'যার বসন আলগা' এর বাক্য সংকোচন? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর; পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০] ১৫৯. খ

ক. আলগা বসনা খ. অসংবৃত গ. লজ্জাহীন ঘ. সংযুক্তহীনতা

১৬০. 'নির্মোক' কোন শব্দগুচ্ছের সংকুচিত রূপ? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ) - ২০১৯] ১৬০. D

A. পশুর খোলস B. নির্মোহ লোক

C. নিমোক রাখার পাত্র D. সাপের খোলস

১৬১. 'দুইয়ের মধ্যে একটি'- এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে? [বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন; Office Accountant - ২০১৯] ১৬১. A

A. অন্যতর B. অন্যতম C. দোয়াত D. দৌবারিক

ব্যাখ্যা: অন্যতম - বহুর মধ্যে একটি। দৌবারিক - দ্বারে থাকে যে। দোয়াত - লেখার কালি রাখার আধারবিশেষ।

১৬২. 'যা বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়েছে'-এর বাক্য সংকোচন কী হবে? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০১৮] ১৬২. B

A. অযত্নলব্ধ B. অযত্নসম্ভূত C. অযত্নজাত D. অনায়াসলভ্য

ব্যাখ্যা: অযত্নলব্ধ - যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে। অনায়াসলভ্য - অনায়াসে লাভ করা যায় যাহা। অযত্নজাত - বিনা চেষ্টায় আপনা হইতে উৎপন্ন।

১৬৩. 'সকলের জন্য প্রযোজ্য'—এক কথায় কী হবে? [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাঠ সহকারী ২০১৮; একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮; ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) ২০১৫; ১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫] ১৬৩. A

A. সর্বজনীন B. সর্বজন স্বীকৃত C. সার্বজনীন D. সর্বজনগ্রাহ্য

ব্যাখ্যা: সর্বজনস্বীকৃত হলো - সকলে স্বীকার করে এমন। সর্বজনগ্রাহ্য - সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। সার্বজনীন - সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ।

১৬৪. কোনটি রাজহাঁসের ডাক? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৮] ১৬৪. C

A. হ্রেষা B. বৃংহিত C. ক্রেকার D. কূজন

ব্যাখ্যা: হ্রেষা - অশ্বের ডাক। বৃংহিত - হাতির ডাক। কূজন - পাখির ডাক।

১৬৫. 'যা বিলুপ্ত হচ্ছে'-এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৭] ১৬৫. B

A. বিলুপ্তজাত B. বিলীয়মান C. অস্থাবর D. নশ্বর E. ক্ষয়মান

ব্যাখ্যা: অস্থাবর - হস্তান্তর যোগ্য। নশ্বর - নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার। ক্ষয়মান - ক্ষীণ হয়ে আসছে এমন।

১৬৬. 'কী করতে হবে ভেবে পায় না' তার এই অবস্থাকে বলা হয়: [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৭] ১৬৬. B

A. বিস্মিত B. কিংকর্তব্যবিমূঢ় C. সুভাষিত D. লজ্জিত

ব্যাখ্যা: বিস্মিত অর্থ আশ্চর্যান্বিত। সুভাষিত অর্থ সুন্দরভাবে ব্যক্ত।

Educationblog24.com

১৬৭. বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ করুন: 'পরিমিত ব্যয় করে যে'- [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান ২০১৭] ১৬৭. A

A. মিতব্যয়ী B. কৃপণ C. অপচয়কারী D. বিলাসী

১৬৮. 'যে মদের নেশা করে'-এক কথায় প্রকাশ করুন। [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ও জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাফটম্যান ২০১৭] ১৬৮. D

A. মদপ্রেমিক B. মদের নেশা C. মদচুর D. মাতাল

১৬৯. 'উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে'- এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭] ১৬৯. D

A. উপকার স্বীকার B. কৃতঘ্ন C. অকৃতজ্ঞ D. কৃতজ্ঞ

ব্যাখ্যা: কৃতঘ্ন - উপকারীর অপকার করে যে। অকৃতজ্ঞ - যে পরের উপকার স্বীকার করে না।

১৭০. এক কথায় প্রকাশ করুন 'যে নারীর হাসি সুন্দর'। [বাংলাদেশ জুট মিল, অফিসার ২০১৭] ১৭০. B

A. সরোজ B. সুস্মিতা C. অনসূয়া D. সাবিত্রী

ব্যাখ্যা: সরোজ - পদ্ম/কমল। অনসূয়া - নেই অসূয়া (ঈর্ষা) যার। সাবিত্রী - বেদ-মন্ত্রের উৎস/দেবী দুর্গাকে বুঝায়।

১৭১. 'চক্রের প্রান্তভাগ' কে এক কথায় বলে- [ডাক, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার ২০১৭] ১৭১. C

A. চক্রেশ B. চক্রসীমা C. চক্রধারা D. চক্রবিন্দু

১৭২. কোনটি হাতির ডাক? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৭] ১৭২. B

A. হ্রেষা B. বৃংহিত C. ক্রেকার D. কুঞ্চন

ব্যাখ্যা: কুঞ্চন - সংকোচন। হ্রেষা - অশ্বের ডাক। ক্রেকার - রাজহাঁসের ডাক।

১৭৩. জানার ইচ্ছা- [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট ২০১৭] ১৭৩. A

A. জিজ্ঞাসা B. জিঘাংসা C. তৃষ্ণা D. আগ্রহ

১৭৪. চেটে খাওয়া যায় যা- [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI); সহকারী পরিচালক ২০১৭] ১৭৪. C

A. চাটনি B. চোষ্য C. লেহ্য D. চর্ব্য

ব্যাখ্যা: চর্ব্য - যা চিবিয়ে খাবার যোগ্য। চোষ্য - যা চুষে খাবার যোগ্য। চাটনি হিন্দি শব্দ যার অর্থ চেটে খাওয়ার মুখরোচক খাদ্যবিশেষ।

১৭৫. বাক্য সংকোচন করুন- 'চক্ষু দ্বারা গৃহীত' [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা; সহকারী পরিচালক ২০১৭] ১৭৫. C

A. প্রত্যক্ষ B. সম্মুখ C. চাক্ষুষ D. প্রত্যক্ষদর্শী

ব্যাখ্যা: প্রত্যক্ষ - অক্ষির গোচরে। সম্মুখ - অভিমুখী, মুখোমুখি। প্রত্যক্ষদর্শী - স্বচক্ষে দর্শনকারী ব্যক্তি।

১৭৬. এক কথায় প্রকাশ কর- 'কম কথা বলে যে'- [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা; ফিল্ড অফিসার ২০১৭] ১৭৬. B

A. আবাচাল B. মিতভাষী C. মিতভাষি D. মিতভাসী

১৭৭. 'শুভক্ষণে জন্ম যার' এক কথায় কী হবে? [১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৭] ১৭৭. A

A. ক্ষণজন্মা B. শুভজন্মা C. জন্মাধীর D. শুভজন্মাকাল

১৭৮. 'বীরসন্তান প্রসব করে যে নারী'-এর এক কথায় প্রকাশ— [১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৭] ১৭৮. C

A. বীরভোগ্য B. রত্নগর্ভা C. বীরপ্রসূ D. স্বর্ণমাতা

১৭৯. 'অজিন' হচ্ছে- [বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৬] ১৭৯. B

A. সাপের খোলস B. হরিণের চামড়া C. বাঘের চামড়া D. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: সাপের খোলস - নির্মোক। বাঘের চামড়া - কৃত্তি।

১৮০. এক কথায় প্রকাশ করুন-'শত্রুকে দমন করে যে' [পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী ২০১৬; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২] ১৮০. B

A. শত্রুঘ্ন B. অরিন্দম C. অজাতশত্রু D. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: শত্রুঘ্ন - শত্রু বিনাশ করে যে। অজাতশত্রু - যার কোনো শত্রু জন্মায়নি।

Educationblog24.com

১৮১. **এক কথায় প্রকাশ করুন- 'পাওয়ার ইচ্ছা'** *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র সহকারী ২০১৬]*
A. জিগীষা B. ঈপ্সা C. বুভুক্ষা D. লিপ্সা
ব্যাখ্যা: জিগীষা - জয় করার ইচ্ছা। বুভুক্ষা - ভোজন করার ইচ্ছা। লিপ্সা - লাভ করার ইচ্ছা।
১৮১. B

১৮২. **বাক্য সংকোচন কী?** *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১৬]*
A. ইঙ্গিতময় শব্দ ব্যবহার করে বাক্য তৈরি B. অসম্পূর্ণ বাক্য
C. ক্ষুদ্রতম বাক্য D. একটি মাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা
১৮২. D

১৮৩. **'যা কখনো নষ্ট হয় না'- বাক্যটির সংকুচিত রূপ-** *[স্বাস্থ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৫]*
A. অনষ্টভাব B. অবিনশ্বর C. অবিনষ্ট D. অনাহত
ব্যাখ্যা: অনাহত - আঘাতপ্রাপ্ত নয় এমন, অক্ষত।
১৮৩.B

১৮৪. **'বাহুতে ভর করে চলে যে' -এর বাক্য সংকোচন-** *[উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০১৫]*
A. সব্যসাচী B. বুভুক্ষা C. ভুজঙ্গ D. বাহুঙ্গ
ব্যাখ্যা: সব্যসাচী - দুই হাত সমান চলে যার। বুভুক্ষা - ভোজন করার ইচ্ছা।
১৮৪.C

১৮৫. **যা প্রমাণ করা যায় না'-** *[সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) ২০১৫]*
A. অভূতপূর্ব B. অপ্রমেয় C. অপ্রতর্ক্য D. অপসৃয়মান
ব্যাখ্যা: অপ্রতর্ক্য - তর্ক দ্বারা স্থির করা যায় না এমন। অপসৃয়মান - ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে এমন।
১৮৫.B

১৮৬. **এক কথায় প্রকাশ করুন: 'অনেকের মধ্যে একজন'।** *[পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহায়ক ২০১৫]*
A. সামান্য B. অন্যতম C. অখ্যাত D. বিখ্যাত
১৮৬.B

১৮৭. **একই সময়ে বর্তমান- এর এক কথায় রূপ-** *[SESDP থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৫]*
A. সমসাময়িক B. সতীর্থ C. যুগপৎ D. যুগল
ব্যাখ্যা: যুগপৎ অর্থ একই কালে। সতীর্থ - একই সময়ে একই গুরুর ছাত্র। যুগল - একজোড়া।
১৮৭.A

১৮৮. **ময়ূরের ডাক-** *[SESDP গবেষণা কর্মকর্তা ২০১৫]*
A. কুহু B. কেকা C. হ্রেষা D. হুংকার
ব্যাখ্যা: কুহু - কোকিলের ডাক। হ্রেষা - অশ্বের ডাক। হুংকার - বীরের গর্জন।
১৮৮.B

১৮৯. **যা চুষে খাওয়া হয় -** *[SESDP গবেষণা কর্মকর্তা ২০১৫]*
A. ঔষধ B. লেহ্য C. চূষ্য D. পেয়
ব্যাখ্যা: পেয় - যা পান করার যোগ্য। লেহ্য - যা চেটে খাবার যোগ্য।
১৮৯.C

১৯০. **'একই গুরুর শিষ্য' এক কথায় প্রকাশ কী?** *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক ২০১৪]*
A. সৈন্যদল B. সতীর্থ C. কামুক D. আমগাছ
১৯০.B

১৯১. **'সাপের খোলস'- বাক্য সংকোচন কী হবে?** *[১২ তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. প্লাবক B. উরগ C. নির্মোক D. কৃত্তি
ব্যাখ্যা: প্লাবক - প্লাবিত করে এমন। উরগ - বুকে হেঁটে গমন করে যে। কৃত্তি - বাঘের চামড়া।
১৯১.C

১৯২. **গাছে উঠতে পটু যে- এক কথায় কী হবে?** *[১২তম প্রভাষক নিবন্ধন ২০১৫]*
A. গাছো B. গাছি C. গেছো D. আরোহী
ব্যাখ্যা: আরোহী অর্থ আরোহণকারী।
১৯২.C

১৯৩. **'গম্ভীর ধ্বনি'- এর বাক্যসংকোচন করুন।** *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২০১৫; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]*
A. মন্দ্র B. মর্মন্তুদ C. মধুপ D. মন্ত্র
ব্যাখ্যা: মর্মন্তুদ - মর্মান্তিক। মধুপ - মৌমাছি। মন্ত্র - হিন্দুদের দেবপূজা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত পবিত্র বাক্য।
১৯৩.A

১৯৪. **ঈষৎ পাংশুবর্ণ- এর বাক্য সংকোচন-** *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা) ২০১৫]*
A. পীত B. কয়রা C. ধূসর D. আরক্ত
ব্যাখ্যা: পীত - হলদে, হলুদ বর্ণের। আরক্ত - ঈষৎ রক্তবর্ণ, রক্তিম আভাযুক্ত। কয়রা উত্তর হবে না।
১৯৪.C

Educationblog24.com

১৯৫. কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী-কোনটি বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ- *[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৫]*

A. কর্মনিষ্ঠ B. কর্মোদ্যমী C. কর্মঠ D. কর্মী

১৯৫.C

১৯৬. যা কষ্টে নিবারণ করা যায়- *[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র এসিস্টেন্ট অফিসার ২০১৪]*

A. অনিবার্য B. দুর্নিবার C. অনির্বাণ D. নিবারিত E. কোনোটিই নয়

১৯৬.B

১৯৭. সঠিক উত্তর কোনটি? *[প্রাক.প্রা. সহ. শিক্ষক ২০১৪ (আলফা)]*

A. হত্যা করার ইচ্ছা = জিঘাংসা B. গম্ভীর ধ্বনি = বুক্কন

C. হয়ত হবে = সম্ভাব্য D. যা লাফিয়ে চলে = তুরগ

ব্যাখ্যা: গম্ভীর ধ্বনি - মন্দ্র। যা লাফিয়ে চলে - প্লবগ।

১৯৭. A+C

১৯৮. 'যার বাসস্থান নেই'- বাক্যের এক কথায় প্রকাশ কী? *[প্রাক.প্রা. সহ. শিক্ষক ২০১৪ (বিটা)]*

A. অনিকেতন B. উদ্বাস্তু C. অনুজ D. একাহারী

ব্যাখ্যা: উদ্বাস্তু- বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে। অনুজ- বয়সে ছোট। একাহারী- সারা দিনে একবার আহার করে যে।

১৯৮. A

১৯৯. 'দীপ্তি পাচ্ছে এমন'—এক কথায় কী হবে? *[১১ তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৪]*

A. দ্বীপ্যমান B. দীপ্তমান C. দীপ্যমান D. দেদীপ্যমান

১৯৯. D

২০০. 'অনূঢ়া' কোনটির বাক্য সংকোচন? *[১১ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৪]*

A. যে নারীর কোনো সন্তান হয় না B. যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে

C. যে নারীর সন্তান বাঁচে না D. যে মেয়ের বিয়ে হয় নি

ব্যাখ্যা: যে নারীর কোনো সন্তান হয় না - বন্ধ্যা। যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে - বীরপ্রসূ। যে নারীর সন্তান বাঁচে না - মৃতবৎসা।

২০০. D

২০১. 'কথায় বর্ণনা করা যায় না যা' - এ বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? *[৮ম বিজেএস ২০১৩]*

ক. বর্ণনাতীত খ. অনির্বচনীয় গ. অবর্ণনীয় ঘ. নির্বচনীয়

ব্যাখ্যা: বর্ণনাতীত - বর্ণনার বাইরে। অনির্বচনীয় - যা বর্ণনা করা যায় না। নির্বচনীয় - যা বর্ণনা করা হয়।

২০১.গ

২০২. যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে- *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক-২০১৩]*

ক. লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ. জাতিস্মর গ. ভুজঙ্গম ঘ. প্রত্যুৎপন্নমতি

ব্যাখ্যা: লব্ধপ্রতিষ্ঠ - প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। প্রত্যুৎপন্নমতি - উপস্থিত বুদ্ধি আছে এমন। ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম - সর্প, সাপ।

২০২.খ

২০৩. দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ - *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক ২০১৩]*

ক. গোধূলি খ. দুপুর গ. সন্ধ্যাকাল ঘ. ক ও খ উভয়ই

২০৩.ক

২০৪. যা চেটে খেতে হয় - *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব সহকারী ২০১৩; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১১]*

ক. চোষ্য খ. লেহ গ. লেহ্য ঘ. পেলব

ব্যাখ্যা: পেলব - নরম। চোষ্য - যা চুষে খাবার যোগ্য।

২০৪.গ

২০৫. 'যার কোনো উপায় নেই' - এক কথায় কী হবে? *[প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩ (সুরমা)]*

ক. নাচার খ. নিরুপায় গ. অনন্যোপায় ঘ. অনুপায়

ব্যাখ্যা: অনন্যোপায় - যার অন্য কোনো উপায় নেই। নাচার - নিরুপায়, উপায়হীন। অনুপায় - উপায়শূন্যতা, নিরুপায় অবস্থা।

২০৫.খ

২০৬. 'যাহা কষ্টে অর্জন করা যায়' তাকে এক কথায় বলে- *[প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩]*

ক. দুর্জয় খ. অদম্য গ. কষ্টার্জিত ঘ. পরিশ্রমলব্ধ

ব্যাখ্যা: দুর্জয় - যা জয় করা কঠিন। অদম্য - যা দমন করা যায় না। পরিশ্রমলব্ধ - পরিশ্রমে যা লব্ধ হয়েছে।

২০৬.গ

২০৭. 'যা দীপ্তি পাচ্ছে'- এক কথায় কী হবে? *[প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩ (শীতলক্ষ্যা)]*

ক. সন্দীপন খ. দেদীপ্যমান গ. আলোকিত ঘ. দীপ্যমান

ব্যাখ্যা: সন্দীপন - প্রজ্বলন, উদ্দীপন, উৎসাহিতকরণ। দেদীপ্যমান - পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা।

২০৭.খ

Educationblog24.com

২০৮. 'যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে' - এক কথায় কী হবে? *[প্রাক. প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩]* ২০৮.ক
ক. উদ্বাস্তু খ. সর্বহারা গ. বস্তিহীন ঘ. কাঙ্গাল
ব্যাখ্যা: সর্বহারা অর্থ নিঃস্ব। কাঙ্গাল অর্থ নিঃস্ব, দরিদ্র।

২০৯. 'ঋষির ন্যায়'- এক শব্দে প্রকাশ- *[তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩]* ২০৯.গ
ক. ঋত্বিক খ. ঋষিতুল্য গ. ঋষিকল্প ঘ. ঋষিজ
ব্যাখ্যা: ঋত্বিক - যজ্ঞের পুরোহিত। ঋষিকল্প - ঋষির প্রায়, ঋষিতুল্য। খ ও গ দুটোই উত্তর হয়।

২১০. 'শাপের খোলস' এককথায় প্রকাশ- *[জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১২]* ২১০.ক
ক. নির্মোক খ. কৃত্তি গ. অজিন ঘ. করভ
ব্যাখ্যা: কৃত্তি - বাঘের চামড়া। অজিন - পশুচর্ম। করভ - হাতি / উটের শাবক।

২১১. যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না' - বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ নিচের কোন শব্দটি দ্বারা? *[আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১২]* ২১১.গ
ক. বর্ণহীন খ. বর্ণচোরা গ. বর্ণলোভা ঘ. বর্ণক্ষীণ

২১২. এক কথায় 'হাতির ডাক' - *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১২]* ২১২.খ
ক. হ্রেষা খ. বৃংহিত গ. হুংকার ঘ. বুক্কন
ব্যাখ্যা: হ্রেষা - অশ্বের ডাক। হুংকার - বীরের গর্জন। বুক্কন - কুকুরের ডাক।

২১৩. 'শোনা যায় এমন'- এক কথায় প্রকাশ করুন- *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২১৩.ক
ক. শ্রুতিগ্রাহ্য খ. শ্রুতিমধুর গ. শ্রুতিযোগ্য ঘ. শ্রুতধর

২১৪. 'শত্রুকে দমন করে যে' এককথায় প্রকাশ করুন। *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২১৪.খ
ক. শত্রুঘ্ন খ. অরিন্দম গ. শত্রুহন্তা ঘ. কৃতঘ্ন
ব্যাখ্যা: শত্রুঘ্ন - শত্রু বিনাশ করে যে। কৃতঘ্ন - উপকারীর অপকার করে যে।

২১৫. 'যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না' - বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ নিচের কোন শব্দটি দ্বারা? *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২১৫.ঘ
ক. কুশ্রী খ. বিশ্রী গ. কদর্য ঘ. বর্ণচোরা
ব্যাখ্যা: কুশ্রী - শ্রীহীন, কুৎসিত। বিশ্রী - কদাকার, কুৎসিত। কদর্য - অতিশয় নীচ।

২১৬. সঠিক বাক্য সংকোচন 'বাচাল' এর পুরো বাক্য কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২১৬.খ
ক. যেখানে বেশি বলা হয়েছে খ. যে বেশি কথা বলে
গ. বেশি গল্প বলে ঘ. যেখানে বেশি লোক আছেন

২১৭. এক কথায় প্রকাশ করুন: 'যা অবশ্যই ঘটবে' - *[খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০১২]* ২১৭.গ
ক. সম্ভাবনাময় খ. দুর্নিবার গ. অবশ্যম্ভাবী ঘ. সম্ভাব্য
ব্যাখ্যা: দুর্নিবার - রোধ বা নিবারণ করা কঠিন এমন। সম্ভাব্য - হয়ত ঘটবে বা হবে।

২১৮. যিনি অধিক কথা বলেন না।' - এক কথায় কী হবে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১২]* ২১৮.খ
ক. সংযত খ. মিতভাষী গ. অল্পভাষী ঘ. সন্ন্যাসী
ব্যাখ্যা: সংযত- পরিমিত, নিবৃত্ত। অল্পভাষী- কম কথা বলে এমন। সন্ন্যাসী- যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন, গৃহত্যাগী।

২১৯. 'অবক্ষ জলে নেমে স্নান।' এক কথায় কী হবে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী) ২০১২]* ২১৯.গ
ক. স্নান খ. প্রক্ষালন গ. অবগাহন ঘ. পদধৌত
ব্যাখ্যা: প্রক্ষালন - ধৌতকরণ / ধোয়া। স্নান - গোসল।

২২০. 'অকালে যাকে জাগরণ করা হয়' - এক কথায় - *[বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১]* ২২০. ঘ
ক. অকুতোভয় খ. অনন্যসাধারণ
গ. অঘটনঘটনপটিয়সী ঘ. অকালবোধন
ব্যাখ্যা: অকুতোভয়- যার কোথাও ভয় নেই/ নির্ভীক। অঘটনঘটনপটিয়সী- অসাধ্যসাধন/ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাতে পটু।

Educationblog24.com

২২১. 'যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না' - এক কথায় কী হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক ২০১২] ২২১.ক
ক. বনস্পতি খ. পরগাছা গ. বর্ণচোরা ঘ. আগাছা
ব্যাখ্যা: পরগাছা - যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে। আগাছা - যে গাছ কোনো কাজে লাগে না। বর্ণচোরা - আপনার বর্ণ লুকায় যে।

২২২. 'ভোজন করার ইচ্ছা' - এক কথায় কী হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (নাগলিঙ্গম) ২০১২] ২২২.গ
ক. পেটুক খ. ভোজনবিলাসী গ. বুভুক্ষা ঘ. খাদক
ব্যাখ্যা: পেটুক - ঔদরিক, বেশি খায় এমন। খাদক - খাদ্য খায় এমন, ভক্ষক।

২২৩. 'যে বহু বিষয় জানে' - এক কথায় - [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১] ২২৩. ক
ক. বহুজ্ঞ খ. সর্বজ্ঞ গ. সবজান্তা ঘ. বহুদর্শী
ব্যাখ্যা: সর্বজ্ঞ - যিনি সকল কিছুই জানেন। সবজান্তা - যিনি সব জানেন। ভূয়োদর্শী / বহুদর্শী - অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে যার।

২২৪. 'যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মরে' - এক কথায় কী হবে? [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক (বাগান বিলাস) ২০১২] ২২৪.গ
ক. অনভিজ্ঞ খ. অরিন্দম গ. হাতুড়ে ঘ. ওষধি
ব্যাখ্যা: অরিন্দম - শত্রুকে দমন করে যে। ওষধি - একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায়।

২২৫. 'কর দান করে যে' - এক কথায় - [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (টগর) ২০১১] ২২৫. গ
ক. অধীন খ. আশ্রিত গ. করদ ঘ. প্রজা

২২৬. যার আগমনের কোনো তিথি নেই' - এক কথায় হবে - [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ২০১১; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) ২০১০] ২২৬. খ
ক. শরণার্থী খ. অতিথি গ. ভিখারী ঘ. বেকার
ব্যাখ্যা: শরণার্থী হলো - একজন ব্যক্তি যিনি নিজ ভূমি ছেড়ে অথবা আশ্রয়ের সন্ধানে অন্য দেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন।

২২৭. 'যা দমন করা যায় না' - এক কথায় হবে - [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ২০১১] ২২৭. গ
ক. দুর্দমনীয় খ. দুর্দম গ. অদম্য ঘ. অসম্ভব
ব্যাখ্যা: দুর্দম, দুর্দমনীয় - যা দমন করা কষ্টকর।

২২৮. 'আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে।' - এক কথায় কী হবে? [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (শিউলী) ২০১১] ২২৮. ঘ
ক. অতিপণ্ডিত খ. মহাপণ্ডিত গ. পণ্ডিত নেতা ঘ. পণ্ডিতম্মন্য

২২৯. 'এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট।' এক কথায় হবে - [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক ২০১১] ২২৯. ক
ক. একাগ্রচিত্ত খ. একমনা গ. অন্যমনা ঘ. মনোযোগী

২৩০. 'যে ব্যক্তি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ভিক্ষা করে বেড়ায়' - এক কথায় - [রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক (গোলাপ) ২০১১] ২৩০. ক
ক. মাধুকরী খ. মধুকর গ. অর্বাচীন ঘ. অবিমৃশ্যকারী
ব্যাখ্যা: মধুকর - ভ্রমর। অর্বাচীন - নবীন, আধুনিক। অবিমৃশ্যকারী- পূর্বাপর না ভেবে কাজ করে যে অথবা অগ্র, পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে।

২৩১. 'যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না' - এর এককথায় প্রকাশ কোনটি? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক/উচ্চমান সহকারী/অডিটর/সুপারভাইজার ২০০৯] ২৩১. ঘ
ক. অনন্য রকম খ. অসাধারণ গ. সাধারণ ঘ. অনন্যসাধারণ

২৩২. যা কষ্টে নিবারণ করা যায় - [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০০৯] ২৩২. খ
ক. অনিবার্য খ. দুর্নিবার গ. অনির্বাণ ঘ. কোনটিই নয়
ব্যাখ্যা: অনিবার্য - কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না। অনির্বাণ - নির্বাণ বা মুক্তিলাভ হয়নি এমন।

২৩৩. এক কথায় প্রকাশ করুন : দ্বারে থাকে যে - [শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিআইসি'র সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ২০১১] ২৩৩. খ
ক. দ্বাররক্ষী খ. দৌবারিক গ. দ্বারিক ঘ. দারোয়ান

Educationblog24.com

২৩৪. যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে- এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী? [শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক ২০১১] — ২৩৪. ঘ
ক. পরবাসী খ. ভূস্বামী গ. বুভুক্ষা ঘ. প্রোষিতভর্তৃকা
ব্যাখ্যা: ভূস্বামী - জমিদার। বুভুক্ষা - ভোজন করার ইচ্ছা।

২৩৫. 'লাভ করার ইচ্ছাকে' এক কথায় প্রকাশ কী? [দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহ: পরিচালক ২০১১] — ২৩৫. গ
ক. লোপ খ. লোভ গ. লিপ্সা ঘ. বুভুক্ষা
ব্যাখ্যা: লোপ - ধ্বংস, বিনাশ। বুভুক্ষা - ভোজন করার ইচ্ছা।

২৩৬. এক কথায় প্রকাশ করুন, 'যার স্ত্রী মারা গিয়েছে' [পরিবারকল্যাণ প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ পরীক্ষা ২০১০] — ২৩৬. খ
ক. বিধবা খ. বিপত্নীক গ. সপত্নীক ঘ. বিপদাত্মক
ব্যাখ্যা: বিধবা - যার স্বামী মারা গেছে। সপত্নীক - পত্নীসহ বর্তমান।

২৩৭. এক কথায় প্রকাশ করুন: একবার ফল দিয়ে যে গাছ মারা যায় - [ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার ২০১; আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের নির্বাহী অফিসার ২০০৭] — ২৩৭. খ
ক. ঔষধি খ. ওষধি গ. ঔষধী ঘ. একবর্ষী
ব্যাখ্যা: ঔষধি - যে গাছ থেকে ঔষধ তৈরি হয়। একবর্ষী - এক বছর বয়সী।

২৩৮. 'যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে' - এক কথায় কী হবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান) (বসন্ত) ২০১০] — ২৩৮. খ
ক. অকৃতজ্ঞ খ. কৃতজ্ঞ গ. কৃতঘ্ন ঘ. অকৃতার্থ
ব্যাখ্যা: অকৃতজ্ঞ - যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। কৃতঘ্ন - উপকারীর অপকার করে যে।

২৩৯. 'শত্রুকে পীড়া দেয় যে' - এর সঠিক বাক্য সংকোচন হলো - [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক ২০০৯] — ২৩৯. গ
ক. শত্রুঘ্ন খ. শত্রুহ্ন গ. পরন্তপ ঘ. জিঘাংসা
ব্যাখ্যা: শত্রুঘ্ন - শত্রুকে বধ করে যে। জিঘাংসা - হনন (হত্যা) করার ইচ্ছা।

২৪০. কোনটি অশ্বের ডাক? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০০৯] — ২৪০. খ
ক. বৃংহিত খ. হ্রেষা গ. ক্রেঙ্কার ঘ. বুক্কন
ব্যাখ্যা: বৃংহিত - হাতির ডাক। ক্রেঙ্কার - রাজহাঁসের ডাক। কুক্কন - কুকুরের ডাক।

২৪১. বাক্য সংকোচন কী? [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৯] — ২৪১. গ
ক. অসম্পূর্ণ বাক্য খ. ক্ষুদ্রতম বাক্য
গ. একটি মাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা ঘ. ইঙ্গিতময় শব্দ ব্যবহার করে বাক্য তৈরি

২৪২. 'কর্ম সম্পাদনে অতিশয় দক্ষ' - বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৫] — ২৪২. ঘ
ক. কর্মী খ. কর্মনিষ্ঠ গ. কর্মোদ্যোমী ঘ. কর্মঠ

২৪৩. 'যে অনবরত কাঁদছে' সংকুচিত রূপ হলো - [গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তরের সাইফার অফিসার ২০০৫] — ২৪৩. খ
ক. বাষ্পায়মান খ. রোরুদ্যমান গ. স্যাসয়মান ঘ. ধূমায়মান

২৪৪. যা চুষে খাওয়া হয় - [জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট -২০০৫] — ২৪৪. খ
ক. লেহ্য খ. চূষ্য গ. চর্ব্য ঘ. পেয়
ব্যাখ্যা: লেহ্য - যা লেহন করা যায়। চর্ব্য - যা চাবিয়ে খাওয়া হয়। পেয় - যা পান করার যোগ্য।

২৪৫. জয় সূচনা করে এরূপ তিথি - [বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালসমূহে সহকারী সার্জন ২০০৫] — ২৪৫. ক
ক. শুভ তিথি খ. জয়োৎসব
গ. জয়তিথি ঘ. জয়ন্তী
ব্যাখ্যা: জয়ের জন্য যে উৎসব, জয়সূচক যে উৎসব - জয়োৎসব / জয়ন্তী।

২৪৬. 'আটপৌরে' শব্দটির অর্থ কী? [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী ২০০৪] — ২৪৬. গ
ক. যা পরা উচিত নয় খ. যা উৎসবে পরা উচিত
গ. যা সব সময় পরার উপযোগী ঘ. যা আটবার পরা হয়েছে

Educationblog24.com

University MCQ Solution

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৪৭. 'এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত' - বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

ক. একাধিক্রমে খ. একাহারী গ. একাদিক্রমে ঘ. একের পর এক

২৪৭. গ

ব্যাখ্যা: একাদিক্রমে - এক থেকে আরম্ভ করে। একাহারী - দিনে যে এক বার আহার করে।

২৪৮. 'যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই' - এর এক কথায় প্রকাশ। *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

ক. নবোঢ়া খ. অনূঢ়া গ. অবীরা ঘ. কুমারী

২৪৮. গ

ব্যাখ্যা: অবীরা = অ (না) + বীরা (স্বামী ও পুত্র); অর্থাৎ, যে নারীর স্বামী ও পুত্র নেই। নবোঢ়া - যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। অনূঢ়া - যে নারীর বিয়ে হয়নি। কুমারী - যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি।

২৪৯. 'সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা' এক কথায় বলে - *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫; ক ইউনিট ২০২৩-২৪, ঘ ইউনিট - ২০২১-২২]*

ক. প্রত্যুদ্গমন খ. আবাহন গ. সম্ভাষণ ঘ. প্রত্যুৎগমন

২৪৯. ক

ব্যাখ্যা: আবাহন - মন্ত্র উচ্চারণসহকারে দেবতাকে আহ্বান করা; আমন্ত্রণ। সম্ভাষণ - সম্বোধন, অভ্যর্থনা।

২৫০. টেরাকোটা - *[ঢাবি চ ইউনিট ২০২৪-২৫]*

ক. পোড়ামাটির ফলক খ. পোড়ামাটি

গ. পোড়ামাটির ভাস্কর্য ঘ. পোড়ামাটির মৃৎপাত্র

২৫০. ক

২৫১. 'যার কিছু নেই' - এক কথায় প্রকাশ করলে হবে- *[খ ইউনিট ২০২৩-২৪]*

ক. দরিদ্র খ. অকিঞ্চন গ. নির্ধন ঘ. অভাবী

২৫১. খ

ব্যাখ্যা: কিঞ্চন অর্থ কিছু এবং 'অ' উপসর্গটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। তাই 'অকিঞ্চন' মানে হলো যার কিছুই নেই, অর্থাৎ অত্যন্ত দরিদ্র বা নিঃস্ব। নির্ধন অর্থ ধনহীন।

২৫২. 'মাটি দিয়ে গড়া যা' কথাটি এক কথায় প্রকাশ করলে কী হয়? *[গ ইউনিট ২০২৩-২৪]*

ক. মূর্তি খ. মৃত্তিকা গ. মর্ত্য ঘ. মৃন্ময়

২৫২. ঘ

ব্যাখ্যা: মূর্তি অর্থ দেহ, আকৃতি, প্রতিমা। মৃত্তিকা অর্থ মাটি, ভূমি। মর্ত্য অর্থ পৃথিবী, ইহলোক।

২৫৩. 'ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি' - এর এক কথায় প্রকাশিত রূপ- *[ঢাবি খ ইউনিট ২০২২-২৩]*

ক. ঐতিহাসিক খ. ইতিহাসবেত্তা গ. ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ঘ. ইতিহাস রচয়িতা

২৫৩. খ

ব্যাখ্যা: ইতিহাস রচনা করেন যিনি - ঐতিহাসিক।

২৫৪. পা দিয়ে পান করে যে- *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২২-২৩]*

ক. নগ খ. পন্নগ গ. টিকটিকি ঘ. পাদপ

২৫৪. ঘ

২৫৫. বিচার করে কাজ করে না যে, তাকে এক কথায় বলে- *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২০-২১]*

ক. অনুদার খ. অশিক্ষিতপটু গ. অবিমৃশ্যকারী ঘ. অকুতোভয়

২৫৫. গ

ব্যাখ্যা: অকুতোভয় - যার কোনো কিছুতেই ভয় নেই।

২৫৬. 'যিনি ন্যায় শাস্ত্র জানেন' - এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো - *[ঢাবি চ ইউনিট ২০২০-২১]*

ক. নৈয়ায়িক খ. ন্যায়পাল গ. ন্যায়বাগীশ ঘ. ন্যায়ঋদ্ধ

২৫৬. ক

ব্যাখ্যা: ন্যায়পাল - নাগরিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতিপালক। ন্যায়বাগীশ - ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

২৫৭. 'চক্ষুর দ্বারা গৃহীত' এক কথায় প্রকাশিত রূপ - *[ঢাবি খ ইউনিট ২০২০-২১]*

ক. চক্ষুষ্মান খ. দর্শনীয় গ. গোচর ঘ. অনিমেষ

২৫৭. গ

ব্যাখ্যা: চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত - চাক্ষুষ; গোচর - ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয় (কর্ণগোচরে আসা)। চক্ষুষ্মান - চোখ আছে এমন।

২৫৮. 'এক হতে আরম্ভ করে' - এক কথায় - *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০২০-২১]*

ক. ক্রমান্বয়ে খ. একাদিক্রমে গ. একাধিক্রমে ঘ. একাধারে

২৫৮. খ

Educationblog24.com

২৫৯. 'প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা' - এক কথায় হবে - [ঢাবি D ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. বরাভয় খ. লবেজান গ. রোদসী ঘ. বীরবৌলী
ব্যাখ্যা: বরাভয়- আশীর্বাদসূচক করভঙ্গি। রোদসী- পৃথিবী ও স্বর্গ। বীরবৌলী- বীরপুরুষের কানের অলংকার বিশেষ।
২৫৯. খ

২৬০. 'নৈয়ায়িক' কাকে বলা হয়? [ঢাবি A ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. নীতিবানকে খ. যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন গ. পণ্ডিতকে ঘ. তার্কিককে
২৬০. খ

২৬১. 'অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়েকে' একশব্দে বলা হয় - [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. অগ্রবিয়ে B. অগ্রদানি C. পরদানি D. পরিবেদন
২৬১. D

২৬২. 'যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে' তাকে এক কথায় কী বলে? [ঢাবি চ ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. বিদেশিনী B. প্রোষিতভর্তৃকা C. প্রোষিতপত্নীক D. প্রেষিকা
ব্যাখ্যা: প্রোষিতপত্নীক - যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে। প্রেষক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রেষিকা। এর অর্থ প্রেরক, প্রেরয়িতা।
২৬২. B

২৬৩. 'গাঙ্গেয়' শব্দের প্রসারিত রূপ কোনটি? [ঢাবি A ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. গঙ্গাজল্লাত B. গঙ্গার দিকে C. গঙ্গার মতো পবিত্র D. গঙ্গার অপত্য
২৬৩. D

২৬৪. 'ক্ষণজন্মা' নিচের কোনটির সংক্ষিপ্ত রূপ? [ঢাবি D ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. ক্ষণকালের জন্য জন্ম B. স্বল্পায়ু যার C. শুভক্ষণে জাত D. জন্মের ক্ষণ
২৬৪. C

২৬৫. ক্রেস্কার কী? [ঢাবি A ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. অশ্বের ডাক B. হাতির ডাক C. ময়ূরের ডাক D. রাজহাঁসের ডাক
ব্যাখ্যা: ত্রেষা - অশ্বের ডাক। বৃংহিত - হাতির ডাক। কেকা - ময়ূরের ডাক।
২৬৫. D

২৬৬. 'দুর্বধ্য' শব্দের অর্থ- [ঢাবি B ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. বধ করা সহজ নয় B. বোঝা সহজ নয়
C. বাধ্য করা সহজ নয় D. বোকা
২৬৬. A

২৬৭. 'ঘর্ষণ বা পেষণজাত সুগন্ধ' অর্থে কোন শব্দটিকে বোঝায়? [ঢাবি B ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. পরিমল B. স্নিগ্ধ C. বিধুর D. সুবাসিত
ব্যাখ্যা: স্নিগ্ধ - শীতল করে এমন, কোমল, মধুর। বিধুর - কাতর, ভারাক্রান্ত। সুবাসিত - সুবাসযুক্ত, সুগন্ধযুক্ত করা হয়েছে এমন।
২৬৭. A

২৬৮. 'টঙ্কার' শব্দের সম্প্রসারিত বাক্য কোনটি? [ঢাবি B ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. ট্যাংকের শব্দ B. ধাতব টাকার শব্দ
C. ধনুকের ছিলার শব্দ D. ধনুষ্টংকার রোগীর গোঙানির শব্দ
২৬৮. C

২৬৯. 'বন্দুকের গুলি ছোড়া অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য'- কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ - [ঢাবি B ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. চতুরঙ্গ B. চাঁদমারি C. অধ্যাস D. নিশানা
ব্যাখ্যা: চতুরঙ্গ - হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক - এই চার শাখাবিশিষ্ট; সৈন্যদল। অধ্যাস - গুণাগুণ আরোপ। নিশানা - নিদর্শন, চিহ্ন।
২৬৯. B

২৭০. 'জ্যেষ্ঠের অবিবাহিত অবস্থায় কনিষ্ঠের বিয়েকে'-এক শব্দে কী বলা হয়? [ঢাবি B ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. অগ্রবিয়ে B. পরিবেদন C. বিপত্নীক D. দার্শনিক
ব্যাখ্যা: বিপত্নীক - যে ব্যক্তির পত্নী মৃত। দার্শনিক - দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ।
২৭০. B

২৭১. 'বহু দেখেছে যে' - এক কথায়, [ঢাবি B ইউনিট ২০১৬-১৭]
A. ভূয়োদর্শী B. দূরদর্শী C. সমদর্শী D. দার্শনিক
ব্যাখ্যা: দূরদর্শী অর্থ বিচক্ষণ, বহুদর্শী। সমদর্শী - নিরপেক্ষ, অপক্ষপাতী।
২৭১. A

২৭২. অলংকারের ধ্বনি - [ঢাবি B ২০১৫-১৬]
A. নিক্বণ B. মর্মর C. ঝংকার D. শিঞ্জন
ব্যাখ্যা: ঝংকার - বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। নিক্বণ - নূপুর / বীণার ধ্বনি। মর্মর - শুকনো পাতার শব্দ।
২৭২. D

Educationblog24.com

২৭৩.যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে থাকে তাকে কী বলে? *[ঢাবি ঘ ২০১৫-১৬]*
A. প্রোষিতভর্তৃকা B. প্রবাসিনী C. প্রোষিতপত্নীক D. প্রোষিত
ব্যাখ্যা: প্রোষিতভর্তৃকা - যে নারীর স্বামী বিদেশ থাকে। প্রোষিত অর্থ বিদেশগত বা প্রবাসী।
২৭৩. C

২৭৪. ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসবকে এককথায় বলে: *[ঢাবি গ ২০১২-১৩]*
ক. হীরক জয়ন্তী খ. সুবর্ণ জয়ন্তী গ. রজত জয়ন্তী ঘ. সার্ধশত বর্ষ
ব্যাখ্যা: সুবর্ণ জয়ন্তী- পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। রজতজয়ন্তী- পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। সার্ধশত বর্ষ- একশত পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন।
২৭৪. ক

২৭৫.'কূর্ম অবতার' বলতে বোঝায়: *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১২-১৩]*
ক. মহৎ খ. অসহায় গ. অকর্মণ্য ঘ. কুৎসিত ঙ. অলস
২৭৫. ঙ

২৭৬.'জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়ে'- কে একশব্দে বলে *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১২-১৩]*
ক পরিবেদন খ. পরিবন্ধন গ. পরিচারণ ঘ. পরিণয়ন
২৭৬. ক

২৭৭.'যিনি বিদ্যালাভ করেছেন'-এক কথায় - *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১১-১২]*
ক. বিদ্বান খ. বিদূষী গ. কৃতবিদ্য ঘ. বিদ্যাধর
ব্যাখ্যা: বিদ্বান অর্থ শিক্ষিত।
২৭৭. গ

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

২৭৮.এক কথায় প্রকাশ করো - 'বিশ্বজনের হিতকর' *[GST গ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. বিশ্বহিত খ. বিশ্বজনীন গ. সর্বজনীন ঘ. বিশ্ববরেণ্য
ব্যাখ্যা: সর্বজনীন - সকলের জন্য প্রযোজ্য / সর্বজনের হিতকর (বারওয়ারি); বিশ্বহিত - বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ।
২৭৮. খ

২৭৯. জমিতে বীজ বপন এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়কে বলে- *[GST B ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. বতোর খ. বিজু গ. নবান্ন ঘ. পুণ্যাহ
ব্যাখ্যা: বিজু তিন দিনব্যাপী চাকমা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আনন্দ-উৎসব। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিন বিজু পালন করা হয়। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন। হেমন্তকালে ধান কাটার পর নতুন চালের পিঠা পায়েস প্রভৃতি খাওয়ার উৎসব, পার্বণবিশেষ। পুণ্যাহ বাংলার রাজস্ব আদায়ের বার্ষিক বন্দোবস্তের একটি উৎসব।
২৭৯. ক

২৮০.'অলঙ্কারের ধ্বনি' কে এক কথায় কী বলে? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. নিক্বণ খ. শিঞ্জন গ. বৃংহিত ঘ. ঝংকার
ব্যাখ্যা: নিক্বণ - নূপুর / বীণার ধ্বনি। ঝংকার - বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। বৃংহিত - হাতির ডাক।
২৮০. খ

২৮১. মাঘের শেষ দিনকে এক কথায় কী বলা হয়? *[GST B ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. একাদশী খ. মাসান্ত গ. প্রতিপদ ঘ. সংক্রান্তি
ব্যাখ্যা: একাদশী- চাঁদের একাদশ তিথি। প্রতিপদ - শুক্ল পক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। মাসান্ত - মাসের শেষ দিন।
২৮১. ঘ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৮২.যে অপরের লেখা চুরি করে নিজের নামে চালায়, তাকে কী বলে? *[চবি ঘ-১ উপ-ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. ক্যাম্বিস খ. কুম্ভিলক গ. কুমোর ঘ. কুমীরছানা
ব্যাখ্যা: ক্যাম্বিস - এক প্রকার মোটা টেকসই কাপড়; কুমোর - 'কুমার' শব্দের কথ্য রূপ। যে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে, তাকে কুমোর বলে।
২৮২. খ

২৮৩. 'অনিবার্য' কোন বাক্যের এক কথায় প্রকাশ? *[চবি ঘ-১ উপ-ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. যা দেখা যায় না খ. যা নেভানো যায় না
গ. যা নির্ণয় করা যায় না ঘ. যা নিবারণ করা যায় না
ব্যাখ্যা: অদৃশ্য - যা দেখা যায় না। অনির্ণেয় - যা নির্ণয় করা যায় না।
২৮৩. ঘ

Educationblog24.com

২৮৪. মৃতের মত অবস্থা যার - [চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩] ২৮৪. ক
ক. মুমূর্ষু খ. মূমুর্ষু গ. মূমুর্ষ ঘ. মৃমূর্ষু

২৮৫. 'সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত'-র বাক্য সংক্ষেপণ ... [চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০৩) ২০২২-২৩] ২৮৫. ক
ক. সর্বজনীন খ. সর্বংসহা গ. সার্বজনীন ঘ. সর্বসম্মত
ব্যাখ্যা: সর্বজনীন - সর্বজনের হিতকর বা সকলের জন্য প্রযোজ্য। সার্বজনীন - সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ।
সর্বংসহা - যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়।

২৮৬. 'যা আঘাত পায়নি' এক কথায় কী? [চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩] ২৮৬. খ
ক. অনাহুত খ. অনাহত গ. আঘাতহীন ঘ. নিরাঘাত

২৮৭. 'দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি' - বাক্যটির সংকুচিত রূপ - [চবি D ইউনিট - ২০২১-২২] ২৮৭. গ
ক. নাব্য খ. উৎরাই গ. উপত্যকা ঘ. চন্দ্রচূড়
ব্যাখ্যা: নাব্য - নৌকা চলাচলের উপযোগী। উৎরাই - পাহাড় বা উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে নামার পথ / ঢাল। চন্দ্রচূড় - চাঁদ যার ভূষণ / শিব।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২৮৮. যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক- [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৮৮. ক
ক. যুযুৎসু খ. যুদ্ধযাত্রী গ. যুদ্ধমনস্ক ঘ. যুদ্ধবাজ

২৮৯. বেঁচে থাকার ইচ্ছা- [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৮৯. গ
ক. জিগমিসা খ. জিগীষা গ. জিজীবিষা ঘ. বিচক্ষা
ব্যাখ্যা: জিগীষা - জয় করার ইচ্ছা।

২৯০. বাস করিবার ইচ্ছা- [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৯০. গ
ক. বিবক্ষা খ. বাসক্ষা গ. বিবৎসা ঘ. বিসৎসা
ব্যাখ্যা: বিবক্ষা - বলার ইচ্ছা।

২৯১. 'জানা উচিত' - এর এক কথায় প্রকাশ কী? [রাবি A ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৯১. খ
ক. জিজ্ঞাসা খ. জ্ঞাতব্য গ. অবগত ঘ. জ্ঞাত
ব্যাখ্যা: জিজ্ঞাসা - জানবার ইচ্ছা। অবগত - যে জানে বা জ্ঞাত। জ্ঞাত - জানা গেছে বা জেনেছে এমন।

২৯২. বেহিসাবি খরচের অভ্যাস যার- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪] ২৯২. ক
ক. অমিতব্যয়ী খ. অমিতব্যয় গ. অমিতাচার ঘ. অমিতব্যয়িতা
ব্যাখ্যা: অমিতাচার অর্থ অসংযত আচরণ, অসংযম।

২৯৩. গলা পর্যন্ত নিমজ্জিত- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪] ২৯৩. ঘ
ক. আমগ্ন খ. কণ্ঠলগ্ন গ. গলমগ্ন ঘ. আকণ্ঠমগ্ন
ব্যাখ্যা: আকণ্ঠ অর্থ কণ্ঠ বা গলা পর্যন্ত। সর্বতোভাবে, আকণ্ঠমগ্ন অর্থ গলা পর্যন্ত নিমজ্জিত। আমগ্ন অর্থ আংশিক মগ্ন, প্রায় ডুবে আছে এমন। কণ্ঠলগ্ন অর্থ কণ্ঠলীন, গলায় জড়ানো রয়েছে এমন। আলিঙ্গন করে রয়েছে এমন।

২৯৪. আরাধনা করা হচ্ছে এমন - [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২৩-২৪] ২৯৪. ঘ
ক. উপাসনালয় খ. উপাস্য গ. উপাস্যমান ঘ. আরাধিত
ব্যাখ্যা: উপাস্য - উপাসনার যোগ্য, আরাধ্য।

২৯৫. অখাদ্য ভোজন করে যে- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৪) ২০২৩-২৪] ২৯৫. গ
ক. কদাপি খ. কদাহার গ. কদাহারী ঘ. অখাদ্যগ্রাহী
ব্যাখ্যা: কদাপি অর্থ কখনো, কোনো-এক সময়ে। কদাহার অর্থ কুখাদ্য গ্রহণ; অখাদ্য ভোজন।

২৯৬. 'উদর সম্পর্কিত' এর এক কথায় প্রকাশ- [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ-২) ২০২২-২৩] ২৯৬. ক
ক. ঔদরিক খ. ঔদক গ. ঔদশিক ঘ. উদনিক

২৯৭. 'উত্তর দিক সম্পর্কিত' এর এক কথায় প্রকাশ - [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২২-২৩] ২৯৭. ক
ক. উদীচ্য খ. উত্তরীয় গ. উত্তমাশা ঘ. উত্তরা
ব্যাখ্যা: উদীচী অর্থ উত্তর দিক।

Educationblog24.com

২৯৮. 'ঋণ দেয় যে' এর এককথায় প্রকাশ- *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - B) ২০২২-২৩]*
ক. ঋণার্ণ খ. ঋণিতা গ. উত্তমর্ণ ঘ. অধমর্ণ ২৯৮. গ
ব্যাখ্যা: অধমর্ণ - ঋণী, দেনাদার।

২৯৯. যা উদিত হয়নি - *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. অনুদিত খ. অনূদিত গ. অনুবাদিত ঘ. আনুদিত ২৯৯. ক
ব্যাখ্যা: অনূদিত - যা অনুবাদ করা হয়েছে।

৩০০. 'যে গাছের বিস্তর ছায়া হয়' এর এক কথায় প্রকাশ কী হবে? *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. ছায়াবৃক্ষ খ. ছায়াতরু গ. ছায়ামৃগ ঘ. ছায়াবৃত ৩০০. খ

৩০১. 'নিজেদের দ্বারা অর্জিত' এককথায় হবে- *[রাবি ক - ইউনিট (গ্রুপ-৩) ২০২০-২১]*
ক. স্বকীয় খ. অর্জিত গ. স্বোপার্জিত ঘ. স্বর্জিত ৩০১. গ
ব্যাখ্যা: নিজেদের দ্বারা অর্জিত (স্বোপার্জিত সম্পত্তি)। [স্ব + উপার্জিত]

৩০২. 'কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু' এক কথায় কী হবে? *[রাবি C ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বর্ধিষ্ণু খ. বন্ধুর গ. অসমান ঘ. খর্বাকৃতি ৩০২. খ
ব্যাখ্যা: বর্ধিষ্ণু - ক্রমে বাড়ছে এমন। খর্বাকৃতি - বেঁটে, ক্ষুদ্রকার।

৩০৩. যে নারীর স্বামীও নাই সন্তানও নাই তাকে এক কথায় কী বলে? *[রাবি E -ইউনিট ২০১৬-১৭]*
A. অনূঢ়া B. অবীরা C. শুচিস্মিতা D. অসংবৃতা ৩০৩. B
ব্যাখ্যা: অনূঢ়া - যে নারীর বিয়ে হয় নি। শুচিস্মিতা - যে নারীর হাসি পবিত্র। অসংবৃতা - আবরণশূন্য।

৩০৪. 'আয়নার প্রতিফলিত রূপ'- বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ কর? *[রাবি A-ইউনিট ২০১৬-১৭]*
A. প্রতিরূপ B. প্রতিচিত্র C. প্রতিকৃতি D. প্রতিবিম্ব ৩০৪. D

৩০৫. 'দিনরাতের সন্ধিক্ষণ' - এক কথায় কী বলে? *[রাবি A ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. সন্ধ্যা B. গোধূলি C. অপরাহ্ণ D. সায়াহ্ন ৩০৫. A
ব্যাখ্যা: অপরাহ্ণ - দিনের অপর ভাগ। সায়াহ্ন - দিনের সায় (অবসান) ভাগ।

৩০৬. 'খাতাপত্র রাখার ঘর' - এক কথায় প্রকাশ কোনটি? *[রাবি E ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. মহাফেজখানা B. দপ্তরখানা
C. গ্রন্থাগার D. বিদ্যায়তন ৩০৬. B
ব্যাখ্যা: মহাফেজখানা - সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণের স্থান। গ্রন্থাগার - লাইব্রেরি, পুস্তাকাগার।

৩০৭. প্রাতঃকালে স্মরণ করার যোগ্য- *[রাবি A ইউনিট Even ২০১৪-১৫]*
ক. প্রাতঃস্মরণীয় খ. প্রাতঃসিদ্ধ
গ. প্রত্যুষ ঘ. প্রাতঃকথা ৩০৭. ক
ব্যাখ্যা: প্রত্যুষ অর্থ সূর্যোদয়ের সময়, প্রভাত।

৩০৮. 'কষ্টে গমন করা যায় যেখানে'- এর বাক্য সংকোচন: *[রাবি E ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. অগম্য খ. দুর্গম গ. দুর্গম্য ঘ. দুর্গমী ৩০৮. খ

৩০৯. যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না? *[রাবি F ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. কৃতঘ্ন খ. অকৃতজ্ঞ গ. উপচিকীর্ষা ঘ. জিজীবিষা ৩০৯. খ

৩১০. 'জাতিস্মর' বলতে বুঝায়: *[রাবি ইউনিট 'ই' (বিজোড়) ২০১২-১৩]*
ক. জাতির কণ্ঠস্বর খ. যার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে
গ. যার জাতীয় বিষয়াবলীতে জ্ঞান আছে ঘ. যিনি দেশের কথা বলেন ৩১০. খ

৩১১. 'কুরুর বংশজাত' এর এক কথায় প্রকাশ হলো: *[রাবি ইউনিট 'ই' (জোড়) ২০১২-১৩]*
ক. কুরুজ খ. কৌরব গ. কুরুজীয় ঘ. কুবংশ ৩১১. খ

৩১২. গাছের পাতায় তৈরি পাত্রকে কী বলা হয়? *[রাবি 'এফ-১' ইউনিট ২০১২-১৩]*
ক. গাছপাত্র খ. পত্রপুট গ. পাত্রপুট ঘ. পত্রপাত্র ৩১২. খ

Educationblog24.com

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৩১৩. দিনের কোন ভাগকে বলা হয় 'প্রদোষ'? [জাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. সকাল খ. দুপুর গ. বিকাল ঘ. সন্ধ্যা
ব্যাখ্যা: প্রদোষ হলো সন্ধ্যা বা গোধূলি লগ্ন। সূর্যাস্তের ঠিক পরের সময়, যখন চারিদিকে আলো-আঁধারের মিশ্রণ ঘটে। ৩১৩. ঘ

৩১৪. কোন বাক্য সংকোচনটি অশুদ্ধ? [জাবি C ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. সহজে জানা যায় না যা - দুর্জ্ঞেয় খ. হাতির ডাক - মন্দ্র
গ. যে গাছে ফুল ধরে কিন্তু ফল ধরে না - বনস্পতি
ঘ. যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে - অবিমৃশ্যকারী
ব্যাখ্যা: হাতির ডাক - বৃংহিত/ বৃংহণ। ৩১৪. খ

৩১৫. 'যে গাছ কোনো কাজে লাগে না' বাক্যটির এককথায় কোনটি? [জাবি E ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ওষধি খ. পরগাছা গ. আগাছা ঘ. বনস্পতি
ব্যাখ্যা: বনস্পতি - যে গাছে ফুল দেখা যায় না, কিন্তু ফল ধরে। ওষধি - ফল পাকলে যে গাছ মারা যায়। পরগাছা - যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে। ৩১৫. গ

৩১৬. 'জানতে না পারে এরূপ' এর এক কথায় প্রকাশ হলো- [জাবি E ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. অজানা খ. জ্ঞাতার্থে গ. অজান্তে ঘ. অজ্ঞাতসারে
ব্যাখ্যা: অজানা - অজ্ঞেয়, জ্ঞানের অতীত। জ্ঞাতার্থে শব্দটি (জ্ঞাত + অর্থ + এ বিভক্তি) যোগে সন্ধির নিয়মে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে অবগতির জন্য। অজান্তে অর্থ অগোচরে, না জানিয়ে। ৩১৬. ঘ

৩১৭. 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে' এর এক কথায় প্রকাশ হলো- [জাবি E ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. পঠিত খ. অধ্যয়নরত গ. অধীত ঘ. সুপাঠ্য
ব্যাখ্যা: পঠিত - পাঠ করা হয়েছে এমন। অধ্যয়নরত - গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠরত। ৩১৭. গ

৩১৮. 'গ্রন্থাদির টীকা' এর সংকুচিত রূপ হলো- [জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. রাসভ খ. দীপিকা গ. গব্য ঘ. শাদ্বল
ব্যাখ্যা: রাসভ - গর্দভ, গাধা। গব্য - গরুসংক্রান্ত, গরুজাত। শাদ্বল - তৃণাবৃত ভূমি। ৩১৮. খ

৩১৯. 'ক্ষমা করার ইচ্ছা' এর সংকুচিত রূপ হলো- [জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. জিজীবিষা খ. চিক্ষমিষা গ. তিতীর্ষা ঘ. দিৎসা
ব্যাখ্যা: তিতীর্ষা - ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা। দিৎসা - দান করার ইচ্ছা। ৩১৯. খ

৩২০. 'দুয়ের মধ্যে একটি' এর সংকুচিত রূপ হলো- [জাবি F ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. দ্বিত্ব খ. অন্যতর গ. অন্যতম ঘ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: দ্বিত্ব - দুইবার প্রয়োগ। অন্যতম - অনেকের মধ্যে একজন। ৩২০. খ

৩২১. এক কথায় প্রকাশ কর - আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। [জাবি C ইউনিট ২০১৫-১৬]
A. আদ্যন্ত B. আদ্যোপান্ত C. A ও B উভয়ই D. অনন্ত
ব্যাখ্যা: অনন্ত অর্থ অসীম, অশেষ। ৩২১. C

৩২২. 'কল্পনার দ্বারা রচিত মূর্তি'- বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ কর। [জাবি F ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. ভাবমূর্তি খ. ভাবুক গ. কল্পতরু ঘ. আকাশকুসুম
ব্যাখ্যা: কল্পতরু - স্বর্গের যে কল্পিত বৃক্ষের কাছে চাওয়ামাত্র পাওয়া যায়। আকাশকুসুম - কল্পিত বস্তু। ৩২২. ক

৩২৩. 'যার তল স্পর্শ করা যায় না' বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ কর। [জাবি F ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. অতলস্পর্শ খ. স্পর্শহীন গ. তলাহীন ঘ. অতল ৩২৩. ক

৩২৪. যা বালকের মধ্যেই সুলভ-এর বাক্য সংক্ষেপণ কোনটি? [জাবি গ ইউনিট ২০১২-১৩] ৩২৪. ঘ
ক. বাল্যসুলভ খ. বালক সুলভ গ. অতি বালক ঘ. বালসুলভ

৩২৫. 'অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে', তাকে বলে- [জাবি মানবিক বিভাগ ২০১১-১২] ৩২৫. খ
ক. অপরিণামদর্শী খ. অবিমৃশ্যকারী গ. অপরিপক্ব ঘ. অদূরদর্শী
ব্যাখ্যা: অপরিণামদর্শী - অদূরদর্শী, অবিবেচক।

Educationblog24.com

৩২৬.'হনন করতে ইচ্ছুক'-এক কথায় কী হবে? *[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]* ৩২৬. খ

ক. জিঘাংসা খ. জিঘাংসু গ. জিগীষা ঘ. জিগীষু

ব্যাখ্যা: জিঘাংসা - হনন (হত্যা) করার ইচ্ছা; জিগীষা - জয় করার ইচ্ছা।

৩২৭. 'আকাশ ও পৃথিবী'- এক কথায় কী হবে? *[কুবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩২৭. ক

ক. ক্রন্দসী খ. উদীচ্য গ. ধরাধাম ঘ. আপীত

ব্যাখ্যা: উদীচী - উত্তর দিক; ধরাধাম - পৃথিবী; আপীত - যা পান করা হয়েছে।

৩২৮. 'অনশনে মৃত্যু' এর সংকুচিত রূপ - *[হাবিপ্রবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩২৮. খ

ক. প্রমা খ. প্রায় গ. শরাসন ঘ. কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: প্রায় শব্দটি মূলত 'প্রায়োপবেশন' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রায়োপবেশন বলতে স্বেচ্ছায় অনশন করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াকে বোঝানো হয়। প্রমা - সত্য বা যথার্থ জ্ঞান; শরাসন - ধনুক।

৩২৯. 'যা সংগ্রহীত হচ্ছে বা সঞ্চিত হচ্ছে' এক কথায় বাক্যটিকে কী বলা হয়? *[BUP (FASS) ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৩২৯. গ

ক. সঞ্চয়ন খ. অধীয়মান গ. উপচীয়মান ঘ. নির্মীয়মাণ

ব্যাখ্যা: সঞ্চয়ন - সংগ্রহকরণ। অধীয়মান - পঠিত হচ্ছে এমন। উপচীয়মান - সঞ্চিত হচ্ছে এমন বা উপচে পড়ছে এমন। নির্মীয়মাণ - নির্মাণ করা হচ্ছে এমন, নির্মিত হচ্ছে এমন।

৩৩০. 'অক্ষির সম্মুখে' এককথায় কী হবে? *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]* ৩৩০. ক

ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ গ. নিরপেক্ষ ঘ. পক্ষপাত

ব্যাখ্যা: পরোক্ষ - অক্ষির অগোচরে; নিরপেক্ষ - কোনো পক্ষ অবলম্বন করে না এমন; পক্ষপাত - কোনো এক পক্ষকে সমর্থন করার প্রবণতা।

৩৩১.'মর্মে বেদনা দেয় যা' বাক্যের সঠিক বাক্য সংকোচন কোনটি? *[বিএসসি ইন নার্সিং ২০২৩-২৪]* ৩৩১. ঘ

ক. মর্মভেদী খ. মর্মস্পর্শী গ. নির্মম ঘ. মর্মান্তিক

ব্যাখ্যা: মর্মভেদী - মর্মভেদ করিয়া যায় যাহা; মর্মস্পর্শী - মর্মকে স্পর্শ করে এমন।

৩৩২. নিচের বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ কর - 'যে মেয়ের বিয়ে হয় নাই' তাকে --- বলে *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪]* ৩৩২. ক

ক. অনূঢ়া খ. একাহারী গ. কৃতদার ঘ. বন্ধ্যা

ব্যাখ্যা: একাহারী - দিনে যে এক বার আহার করে; কৃতদার - যে দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেছে, যে পুরুষ বিয়ে করেছে; বন্ধ্যা - যে নারীর কোনো সন্তান হয় না।

৩৩৩.'এককোষ জল' এক কথায় কী হবে? *[ঢাবি অধিভুক্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ইউনিট ২০২৩-২৪]* ৩৩৩. খ

ক. জলদ খ. গণ্ডূষ গ. আনন ঘ. অন্তঃসলিলা

ব্যাখ্যা: জলদ অর্থ জল দেয় এমন, মেঘ। আনন অর্থ মুখমণ্ডল, বদন, মুখ। অন্তঃসলিলা অর্থ মাটির তলা দিয়ে প্রবাহিত।

৩৩৪.যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।- এক কথায় কী বলে? *[সাত কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২২-২৩]* ৩৩৪. খ

ক. অনির্বাচ্য খ. অনির্বচনীয় গ. অনির্ণেয় ঘ. অনির্দেশ্য

ব্যাখ্যা: অনির্বাচ্য - বাক্যে প্রকাশ করা যায় না এমন। অনির্ণেয় - যা নির্ণয় করা যায় না। অনির্দেশ্য - যা নির্দিষ্ট করা যায় না, অনির্ণেয়, স্পষ্ট বা নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না এমন।

৩৩৫. 'খেয়া পার করে যে' এক কথায় প্রকাশ করুন- *[BUP (FASS ইউনিট) ২০২২-২৩]* ৩৩৫. গ

ক. মাঝি খ. ঘাটাল গ. পাটনি ঘ. কর্ণধার

ব্যাখ্যা: ঘাটাল - বন্ধুর, অসমতল। কর্ণধার - হাল ধরে যে।

৩৩৬. 'যে গাভী প্রসবও করে না দুধও দেয় না।' এককথায় বলে - *[গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০২০-২১]* ৩৩৬. খ

ক. অধিবেত্তা খ. গোবশা গ. গোবন্ধ্যা ঘ. অনসূয়া

ব্যাখ্যা: অধিবেত্তা- প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিবাহকারী পুরুষ। অনসূয়া- ঈর্ষা (অসূয়া) নেই যে নারীর।

Educationblog24.com

৩৩৭. 'যে শুনেই মনে রাখতে পারে' - এক কথায় বলে- *[ঢাবি গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০২০-২১]*
ক. অশ্রুতপূর্ব খ. সর্বজ্ঞ গ. বাগ্মী ঘ. শ্রুতধর
ব্যাখ্যা: অশ্রুতপূর্ব - যা পূর্বে শোনা যায় নি। সর্বজ্ঞ - যিনি সকল কিছুই জানেন। বাগ্মী - যিনি বক্তৃতা দানে পটু। ৩৩৭. ঘ

৩৩৮. এক কথায় প্রকাশ কর: 'যিনি অনেক দেখেছেন' - *[সরকারি সাত কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২০-২১]*
ক. সবজান্তা খ. বহুদর্শী গ. বহুমাত্রিক ঘ. প্রত্যক্ষদর্শী
ব্যাখ্যা: সবজান্তা - যিনি সব জানেন। প্রত্যক্ষদর্শী - স্বচক্ষে-দর্শনকারী। ৩৩৮. খ

৩৩৯. 'ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি।' এক কথায় প্রকাশ কোনটি? *[খুবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ঋষি খ. ঋত্বিক গ. ঋষিতুল্য ঘ. ঋষিকল্প
ব্যাখ্যা: ঋষি অর্থ যিনি জ্ঞান এবং সংসারের পারে গমন করেছেন। ঋষিকল্প - ঋষির প্রায়, ঋষিতুল্য। ৩৩৯. খ

৩৪০. 'যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না' এককথায় প্রকাশ কর- *[জাককানইবি A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অসাধারণ খ. অনন্যসাধারণ গ. দুর্লভ ঘ. অদৃষ্টপূর্ব
ব্যাখ্যা: দুর্লভ - দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া কঠিন এমন। অদৃষ্টপূর্ব - পূর্বে দেখা যায় নাই এমন। ৩৪০. খ

৩৪১. 'দেবতা থেকে উৎপন্ন' বলতে কোনটি বোঝায়? *[বেরোবি A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. দৈবিক খ. দৈবাগত গ. আধিদৈবিক ঘ. অধিদৈবিক
ব্যাখ্যা: দৈবিক - দেব সম্পর্কিত। দৈবাগত - দৈবক্রমে আগত, হঠাৎ উপস্থিত। ৩৪১. গ

৩৪২. 'পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে' তাকে কী বলে? *[বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অবিস্মরণীয় খ. জাতিস্মর গ. পূর্বস্মরণীয় ঘ. জাতিস্মরণীয় ৩৪২.খ

৩৪৩.যে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে এমন নারীকে বলে- *[বেরোবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অনূঢ়া খ. স্বয়ংবরা গ. নবোঢ়া ঘ. বিবাহিতা ৩৪৩.খ
ব্যাখ্যা: অনূঢ়া- যে নারীর বিয়ে হয়নি। নবোঢ়া - যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।

৩৪৪.যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে? *[কুবি A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অপরিণামদর্শী খ. অবিমৃশ্যকারী গ. অবিসংবাদিত ঘ. অনন্যোপায় ৩৪৪.খ
ব্যাখ্যা: যার অন্য উপায় নেই - অনন্যোপায়। অপরিণামদর্শী - অদূরদর্শী, অবিবেচক। অবিসংবাদিত - যাকে ঘিরে কোনো বিতর্ক নেই।

৩৪৫.'চোখের কোণ' এর এককথায় প্রকাশ - *[কুবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অপাঙ্গ খ. লতি গ. নয়না ঘ. অক্ষিগোলক ৩৪৫.ক
ব্যাখ্যা: লতি - কানের নীচের অংশের নরম অংশ। নয়না - চক্ষু, অপাঙ্গ বা আড় দৃষ্টি। অক্ষিগোলক - চক্ষুর ভিতর সমস্ত গোল অংশ।

৩৪৬.কথায় বর্ণনা করা যায় না যা - *[বশেমুরবিপ্রবি F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. অকথ্য খ. অবর্ণনীয় গ. অনির্বচনীয় ঘ. অনুচ্চার্য ৩৪৬. খ
ব্যাখ্যা: অকথ্য - বলার অযোগ্য। অনির্বচনীয় - যা বাক্যে বা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

৩৪৭. অলংকারের ধ্বনি- এককথায় প্রকাশ কী? *[বশেমুরবিপ্রবি D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নিক্বণ খ. মর্মর গ. ঝংকার ঘ. শিঞ্জন ৩৪৭. ঘ
ব্যাখ্যা: নিক্বণ- নূপুরের ধ্বনি। মর্মর - শুকনো পাতার শব্দ। ঝংকার - বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি।

৩৪৮.'ঐটোপাত না যায় স্বর্গে' প্রবাদটিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়? *[খুবি B -ইউনিট ২০১৬-১৭]* ৩৪৮. D
A. এক কৌশলে দুই উদ্দেশ্য সাধন B. পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি হয় না
C. পরিশ্রম না করলে সফলতা আসে না D. যার যেমন ভাগ্য

৩৪৯.বাক্য সংক্ষেপণ কয়ভাগে সাধিত হতে পারে? *[বশেমুরবিপ্রবি D ইউনিট ২০১৯-২০]* ৩৪৯.খ
ক. ৫ খ. ৪ গ. ৬ ঘ. ২
ব্যাখ্যা: বাক্য সংক্ষেপণ বা এককথায় প্রকাশ মূলত চার উপায়ে সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো:
১. সন্ধিযোগে: যেমন: ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ। ২. সমাসযোগে: যেমন: জলে চরে যে = জলচর।
৩. উপসর্গযোগে: যেমন: যার সীমা নেই = অসীম। ৪.প্রত্যয়যোগে: যেমন: যা পূর্বে ছিল = ভূতপূর্ব।

Educationblog24.com

৩৫০.'সৃষ্টি করার ইচ্ছা'- এর বাক্য-সংকোচন কোনটি? [জবি B-ইউনিট ২০১৬-১৭] ৩৫০. B
A. সৃষ্টিশীল B. সিসৃক্ষা C. সৃজনশীল D. দিদৃক্ষা
ব্যাখ্যা: দিদৃক্ষা - দেখার ইচ্ছা। সৃজনশীল - সৃষ্টিশীল, সৃষ্টি সংক্রান্ত।

৩৫১.কোনটি জলবেষ্টিত স্থানকে বুঝায়? [চবি D3 -ইউনিট ২০১৬-১৭] ৩৫১. D
A. দিপ B. দ্বিপ C. দীপ D. দ্বীপ
ব্যাখ্যা: দীপ অর্থ প্রদীপ, আলোকধার। দ্বিপ অর্থ হাতি।

৩৫২.'গম্ভীর ধ্বনি' এর বাক্য সংকোচন- [রাবি D-ইউনিট ২০১৬-১৭] ৩৫২. A
A. মন্দ্র B. মধুপ C. মর্মর D. মর্ম
ব্যাখ্যা: মধুপ - মৌমাছি, ভ্রমর। মর্মর - শুকনো পাতার শব্দ। মর্ম - অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশ।

৩৫৩. শুনিবামাত্র যিনি মনে রাখতে পারেন - [ইবি C ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৩. B
A. স্মৃতিশক্তি B. শ্রুতধর C. শ্রুতিপটু D. শ্রবণীয়

৩৫৪.'মোটাও নয়, রোগাও নয়, - কথাটির অর্থ কোনটি? [বেরোবি A ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৪. A
A. দোহারা B. মোটাসোটা C. আঁটসাঁট D. একহারা
ব্যাখ্যা: একহারা - ছিপছিপে, কৃশকায়।

৩৫৫.আট বছর বয়সী কন্যাকে কী বলা হয়? [বেরোবি A ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৫. B
A. রোহিণী B. গৌরী C. কুমারী D. অষ্টাদশী
ব্যাখ্যা: রোহিণী - নয় বছর বয়সী কন্যা। অষ্টাদশী - আঠারো বছর বয়সী কন্যা। কুমারী - অবিবাহিত কন্যা।

৩৫৬.'শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী' কে এক কথায় কী বলা হয়? [বেরোবি A ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৬. C
A. গুরু B. আচার্য C. ঋষি D. উপাধ্যায়
ব্যাখ্যা: উপাধ্যায় - শিক্ষক/ অধ্যাপক।

৩৫৭. 'ইতিহাসের পূর্বের' - এর এক কথায় প্রকাশ হবে - [কুবি B ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৭. C
A. ইতিহাস পূর্ব B. প্রাক-ঐতিহাসিক
C. প্রাগৈতিহাসিক D. প্রাগ-ঐতিহাসিক

৩৫৮. 'দিনের শেষ ভাগ'। এক কথায় প্রকাশ হবে - [কুবি B ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৮. B
A. অপরাহ্ন B. অপরাহ্ণ C. পূর্বাহ্ন D. মধ্যাহ্ন
ব্যাখ্যা: পূর্বাহ্ন - দিনের পূর্ব ভাগ। মধ্যাহ্ন - দিনের মধ্যভাগ

৩৫৯. 'যে বিষয়ে কোনো বির্তক নেই'- সংকুচিত রূপ [ববি B ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৫৯. C
A. অবিতর্ক B. অতর্কিত C. অবিসংবাদী D. সতর্ক

৩৬০. 'জ্যেষ্ঠের বর্তমানে কনিষ্ঠের বিয়েকে' একশব্দে বলা হয় - [ববি C ইউনিট ২০১৫-১৬] ৩৬০. D
A. অগ্রবিয়ে B. অগ্রদানি C. পরদানি D. পরিবেদন

৩৬১.দু'বার জন্ম হয় যার- [জবি বি৬-ইউনিট ২০১৪-২০১৫] ৩৬১. গ
ক. দ্বৈপায়ন খ. বহুভুজ গ. দ্বিজ ঘ. ধীমান
ব্যাখ্যা: দ্বৈপায়ন - দ্বীপে জাত/ মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব কে বুঝায়। ধীমান - বুদ্ধিমান।

৩৬২. 'যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না' এক কথায় প্রকাশ- [ইবি H ইউনিট (সেট-২) ২০১৪-১৫] ৩৬২. ক
ক. অনন্যসাধারণ খ. অনন্যা গ. অসাধারণ ঘ. অসম

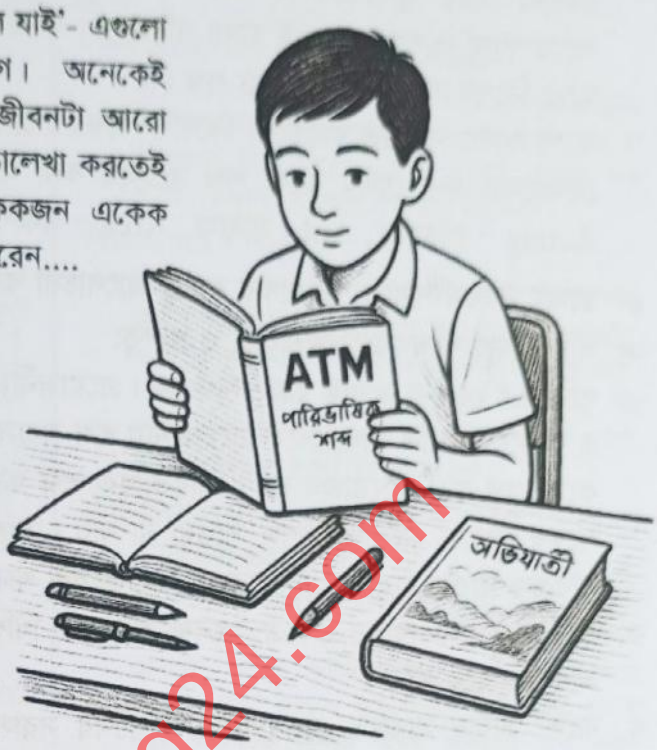
৩৬৩. 'যে ভরণ পোষণ করে'- এর সঙ্কুচিত রূপ কী? [ববি D ইউনিট ২০১৪-১৫] ৩৬৩. খ
ক. কর্তা খ. ভর্তা গ. প্রোষিতভর্তৃকা ঘ. প্রতিপালক
ব্যাখ্যা: ভর্তা শব্দের অর্থ স্বামী বা পতি। স্ত্রীবাচক হলো- ভর্ত্রী।

৩৬৪.বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিকে বলা হয়- [জবি বি ইউনিট ২০১২-১৩] ৩৬৪. খ
ক. মূর্খ খ. কূপমণ্ডূক গ. ক্ষুদ্রমনা ঘ. বর্বর

Educationblog24.com

পারিভাষিক শব্দ:: Terminology

'পড়া মনে থাকে না' কিংবা 'যা পড়ি সব ভুলে যাই'- এগুলো আমাদের অনেকেরই নিয়মিত অভিযোগ। অনেকেই ভাবেন, পড়ালেখা না থাকলেই বোধ হয় জীবনটা আরো মধুর হত। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। পড়ালেখা করতেই হবে। তাই পড়ে মনে রাখার জন্য একেকজন একেক কৌশল অনুসরণ করে। আপনি যা করতে পারেন....



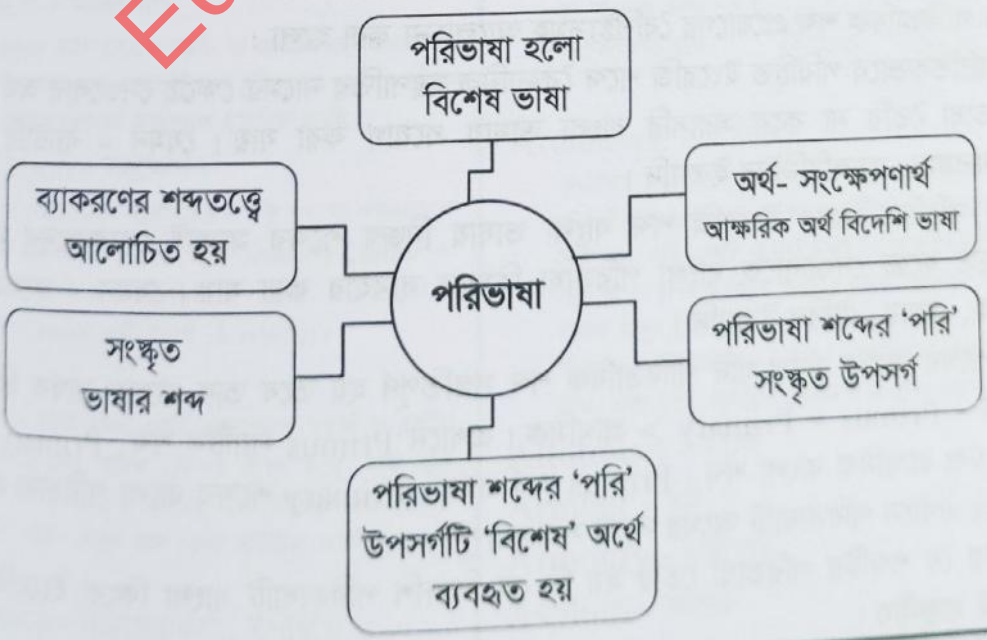
১. যা শিখতে হবে সে ব্যাপারে আকর্ষণ অনুভব করতে হবে।

২. খেয়াল করে চোখ দিয়ে দেখে পড়তে হবে এবং মনোযোগ কখনোই অন্যদিকে নেয়া যাবে না।

৩. লিখে লিখে পড়ার অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ যখন পড়বেন একই সময়ে একই সাথে লিখবেন এবং পড়বেন। বিকালের পরে বা সন্ধ্যায় বা সকালে পড়াশুনা করা উচিত কারণ পড়াটা নতুন ভাবে শুরু করা যায় এবং ভালোও হয়।

পারিভাষিক শব্দে মাঝে মাঝে এমন কিছু শব্দ আসে তা কোথা থেকে দেয়া হয়েছে তা Dictionary ছাড়া খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। অতএব বুঝতেই পারছেন কতটা কঠিন হয়। এখানে আমি অনেক সময় নিয়ে সকল পারিভাষিক শব্দগুলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আপনারা প্রথমে মূল অংশ এবং পরে MCQ অংশটি মুখস্থ করে নিবেন। মনে রাখবেন মুখস্থের জিনিস গুলো বারবার পড়তে হবে অর্থাৎ একই সময়ে বারবার আবার ভিন্ন সময়ে বারবার।

:::Best of Luck:::



Educationblog24.com

☞ **পারিভাষিক শব্দ:** অভিধানে পরিভাষার অর্থ সংক্ষেপণার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই পরিভাষা। অন্যভাবে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট সংক্ষেপণার্থ সংশয়মুক্ত শব্দই হলো পরিভাষা। সহজভাবে বললে, বিশেষ ভাষা অর্থাৎ কোনো ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতগুলো বিদেশি শব্দের সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ না থাকায় ওই শব্দগুলোকে বোঝানোর জন্য যেসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে। যেমন: Acting – ভারপ্রাপ্ত, Aid – সাহায্য, Area – অঞ্চল, Art – কলা, Bank – ব্যাংক।

✔ **ভাষার উৎকর্ষ সাধনে পরিভাষার গুরুত্ব আলোচনা কর।** *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯-২০]*

☞ **পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব:**

পৃথিবীতে কোনো ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রয়োজনীয় শব্দ সব ভাষাতেই সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে বিদেশি ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ সরাসরি বা অনুবাদের মাধ্যমে বা আংশিক পরিবর্তন করে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। পারিভাষিক শব্দ তখনই ব্যবহৃত হয় যখন বিশেষ অর্থবহ বিদেশি শব্দের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া না যায়। আবার এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর মার্জিত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, এমতাবস্থায় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ক. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক শব্দকেই বিশিষ্ট অর্থে বা পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

খ. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব বিদেশি শব্দের সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ নেই, সেই শব্দগুলোকে বুঝানোর জন্য পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়।

গ. ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দের মিশ্রণ বাংলা ভাষায় ঘটেছে। এর অনেক শব্দ বাংলা শব্দের সাথে একীভূত হয়ে গেছে। এসব শব্দ পারিভাষিক শব্দরূপে বাংলা ভাষার শব্দের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঘ. সহজবোধ্যতার জন্য অনেক পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষায় সুনির্দিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

ঙ. পারিভাষিক শব্দ অনেক সময় ভাষার গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। যার ফলে ভাষার সৌন্দর্য ও শ্রুতিমধুরতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। সুতরাং বলা যায় পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

☞ **পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য:**

নিচে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ইংরেজি শব্দে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নামের ক্ষেত্রে সেগুলোর অর্থ অনুসারে পরিভাষা তৈরি না করে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করা যায়। যেমন - ব্যাটারি, লাইট, ট্রান্সফরমার, ক্যালরিমিটার ইত্যাদি।

২. বহুল পরিচিত যেসব ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় নিজস্ব শব্দের মতোই লোকজনের মুখে মুখে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোকে বাংলা পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন - কলেজ, ক্লিনিক, ব্যাংক, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

৩. মূল শব্দের অর্থের সাথে যদি পারিভাষিক শব্দ সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে তার প্রয়োগ সার্থক হয়ে ওঠে। যেমন - Primus > Primary > প্রাথমিক। এখানে Primus ল্যাটিন শব্দ, Primary ইংরেজি শব্দ এবং প্রাথমিক বাংলা শব্দ। Primus অর্থ প্রথম। Primary শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রাথমিক। সুতরাং এখানে পরিভাষাটি অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. বাংলায় যে শব্দটির পরিভাষা তৈরি হয় নি সে বিদেশি পরিভাষাটি বাংলা কিংবা ইংরেজি অক্ষরে লেখাই বাঞ্ছনীয়।

Educationblog24.com

A

Aboriginal - আদিবাসী

Aboriginal হলো সেইসব মানুষ যারা কোনো একটি অঞ্চলে বহুকাল ধরে বাস করে আসছে, অর্থাৎ সেই অঞ্চলের মূল এবং প্রাচীনতম বাসিন্দা। বাংলাদেশের চাকমা, মারমা বা সাঁওতালরা বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

Agora – মুক্তাঞ্চল



Agora হলো প্রাচীন গ্রিসের একটি বাজার বা জনসভা স্থল, যেখানে সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে আলোচনা, বিতর্ক বা ব্যবসা করত। এটি ছিল নগরীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। প্রাচীন এথেন্সের অ্যাগোরা ছিল গণতন্ত্রের উন্মেষের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে নাগরিকরা একত্রিত হয়ে মুক্তভাবে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দিত।

Allegory - রূপক

রূপক মানে হলো এমন এক ধরনের গল্প, কবিতা বা চিত্র, যেখানে চরিত্র এবং ঘটনাগুলোর আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও একটি গভীর ও প্রতীকী অর্থ থাকে। এই প্রতীকী অর্থ সাধারণত কোনো নৈতিক, রাজনৈতিক বা দার্শনিক ধারণাকে প্রকাশ করে।

Allegation - অভিযোগ

Allegation মানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা অপ্রমাণিত দোষারোপ। তার বিরুদ্ধে চুরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু এখনও তা আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

Abbreviation - সংক্ষেপণ

Abbreviation মানে হলো কোনো বড় শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে ছোট করে প্রকাশ করা। *Teacher Student Center = TSC; এটা হলো abbreviation। TSC = Teacher Student Center; এটা হলো Acronym।*

Acid - অম্ল

Acid মানে হলো এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (H+) ত্যাগ করে, যার স্বাদ সাধারণত টক হয় এবং যা ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল তৈরি করে। লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড একটি অম্ল।

Appearance - দৃষ্টিগোচরতা, উপস্থিতি

Accessories - আনুষঙ্গিক, সরঞ্জাম

Accessories মানে হলো মূল জিনিসের সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত জিনিসপত্র বা সরঞ্জাম, যা মূল জিনিসটির কার্যকারিতা বা ব্যবহারকে উন্নত করে। একটি মোবাইল ফোনের জন্য চার্জার, হেডফোন বা কভার হলো তার আনুষঙ্গিক।

Abstract - বিমূর্ত

Abstract মানে হলো এমন কোনো ধারণা বা শিল্প যা বাস্তব কোনো বস্তুকে সরাসরি উপস্থাপন করে না, বরং অনুভূতি, ভাবনা বা গুণাবলীকে প্রতীকী বা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এটি বাস্তবতার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, বরং তার একটি ভিন্ন রূপ। ভালোবাসা, 'স্বাধীনতা' বা দুঃখ হলো বিমূর্ত ধারণা, কারণ এদের কোনো শারীরিক অবয়ব নেই।

Address of welcome - অভিনন্দনপত্র বা সংবর্ধনা ভাষণ

অভিনন্দনপত্র বা সংবর্ধনা ভাষণ হলো এমন একটি লিখিত বা মৌখিক বক্তব্য, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সম্মান জানাতে, তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা করতে বা কোনো অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে ব্যবহার করা হয়। যেমন- কোনো নতুন অধ্যক্ষকে কলেজে স্বাগত জানানোর জন্য একটি সংবর্ধনা ভাষণ দেওয়া হয়।

Architect- স্থপতি

Architecture - স্থাপত্যবিদ্যা, স্থাপত্য

স্থপতি হলেন একজন ব্যক্তি যিনি ভবনের পরিকল্পনা, নকশা ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত। আর এ সংক্রান্ত বিদ্যাকে স্থাপত্যবিদ্যা বলে।



Archetype – আদিরূপ

আদিরূপ মানে হলো কোনো ধারণা, চরিত্র বা মডেলের মূল বা মৌলিক রূপ, যা থেকে পরবর্তীকালে অনুরূপ সবকিছুর সৃষ্টি হয়। এটি একটি আদর্শ উদাহরণ যা বারবার বিভিন্ন গল্প, মিথ বা সংস্কৃতিতে ফিরে আসে। নায়ক: একজন সাহসী এবং ভালো মানুষ, যিনি কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে খারাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। যেমন - সুপারম্যান, বা রামায়ণ-এর রাম। এরা সবাই নায়কের আদিরূপকে তুলে ধরে।

Allotment - বরাদ্দ

Armour - বর্ম

Armoury - অস্ত্রাগার

Asylum - আশ্রয়

Educationblog24.com

Ancestor - পূর্বপুরুষ

Ancestor মানে হলো কোনো ব্যক্তির বংশধারার অতীত প্রজন্মের সদস্য। এরা হলেন সেইসব মানুষ যারা আপনার পরিবারের আগের প্রজন্মে ছিলেন, যেমন আপনার দাদা-দাদি বা তাদেরও আগের প্রজন্মের ব্যক্তিরা।

Annotation - টীকা

কোনো কবিতা বা উপন্যাসের কঠিন শব্দ বা লাইনের নিচে যে ছোট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেটাই হলো টীকা।

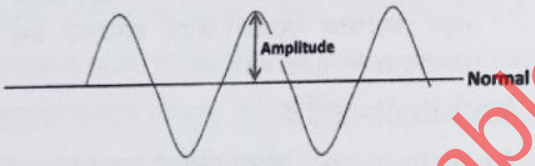
Anonymous - অনামা/ বেনামি

অনামা বা বেনামি মানে হলো যার কোনো পরিচয় বা নাম প্রকাশ করা হয়নি। একজন অনামা ব্যক্তি দরিদ্রদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছেন, কিন্তু কেউ জানে না তিনি কে।

Auction - নিলাম

Auction মানে হলো এমন একটি প্রকাশ্য বিক্রয় পদ্ধতি, যেখানে কোনো পণ্য বা সম্পত্তি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হয়। ক্রেতারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দাম হাঁকেন এবং যিনি সবচেয়ে বেশি দাম বলেন, তিনিই সেটি পান।

Amplitude – বিস্তার



Amplitude বা বিস্তার মানে হলো কোনো তরঙ্গ বা কম্পনশীল বস্তুর সর্বোচ্চ সরণ বা স্থানচ্যুতি। একটি পুকুরে ঢিল ফেললে যে ঢেউ তৈরি হয়, তার চূড়া বা সর্বোচ্চ উঁচু স্থানটির উচ্চতা হলো সেই ঢেউয়ের বিস্তার।

Amplification – বিবর্ধন, পরিবর্ধন



বিবর্ধন বা পরিবর্ধন মানে হলো কোনো সংকেত বা বস্তুর শক্তি, আকার বা আয়তন বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া। মাইক বা স্পিকারের সাহায্যে কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকে বড় করে বা জোরে শোনানো হয়, এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শব্দ বিবর্ধন। টেলিস্কোপের সাহায্যে দূরবর্তী বস্তুকে বড় করে দেখা সম্ভব, যা হলো আলোক বিবর্ধন।

Aesthetics – নন্দনতত্ত্ব

নন্দনতত্ত্ব হলো সৌন্দর্য, শিল্প, স্বাদ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি ও উপভোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। নন্দন অর্থ আনন্দদায়ক।

Alias – ওরফে / উপনাম

উপনাম বা ওরফে মানে হলো কোনো ব্যক্তির আসল নাম ছাড়া ব্যবহৃত অন্য কোনো নাম বা পরিচয়। এটি সাধারণত কোনো ছদ্মনাম বা ডাকনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একজন লেখক তার আসল নামের বদলে যে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, সেটাই হলো উপনাম। যেমন - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখার জন্য 'অনিলা দেবী' উপনাম ব্যবহার করতেন।

Alliance - মৈত্রীজোট, মৈত্রীবন্ধন

মৈত্রীজোট বা মৈত্রীবন্ধন মানে হলো দুই বা তার বেশি দেশ, দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা জোট, যা সাধারণত পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা বা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়।

Anatomy - শারীরবিদ্যা বা শারীরস্থান

শারীরবিদ্যা বা শারীরস্থান মানে হলো জীবদেহের গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের অবস্থান নিয়ে গবেষণা বা পড়াশোনার বিষয়। এটি জীবদেহের ভেতরের অংশগুলো কীভাবে গঠিত এবং সাজানো থাকে তা নিয়ে কাজ করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের গঠন ও কাজ নিয়ে পড়াশোনা করা হলো শারীরবিদ্যার একটি অংশ।

Anticipation – প্রাকচিন্তন

প্রাক - পূর্বে, চিন্তন - চিন্তা করা। প্রাকচিন্তন মানে হলো ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আগে থেকে অনুমান করা বা প্রত্যাশা করা। কোনো পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে উত্তেজনা বা উদ্বেগ কাজ করে, তা হলো প্রাকচিন্তন।

Ambiguous – দ্ব্যর্থক

দ্ব্যর্থক = দ্বি + অর্থ; দুটি অর্থ বা উভয়ার্থ বুঝায় যা অস্পষ্ট, অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত, সন্দেহজনক। 'গরু-ছাগল বিক্রি হচ্ছে' - এই বাক্যে গরু এবং ছাগল আলাদাভাবে বিক্রি হচ্ছে, নাকি একসঙ্গে বিক্রি হচ্ছে, তা পরিষ্কার নয়।

Amicus Curiae – আদালতের বন্ধু

আদালতের বন্ধু হলেন একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যিনি কোনো মামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও আদালতকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন। ধরুন, একটি জটিল প্রযুক্তিগত মামলা চলছে। এই বিষয়ে আদালতের তেমন জ্ঞান নেই। তখন আদালত একজন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞকে ডাকতে পারেন, যিনি মামলার সঙ্গে যুক্ত নন, কিন্তু তার মতামত আদালতকে সঠিক রায় দিতে সাহায্য করবে। তিনিই তখন আদালতের বন্ধু।

Accidental – আপতিক/ আকস্মিক

আপতিক বা আকস্মিক মানে হলো যা অপ্রত্যাশিত বা হঠাৎ করে ঘটে, যার পেছনে কোনো পূর্বপরিকল্পনা থাকে না। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে আহত হওয়াটা একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা। [আপতিক অপশনে না থাকলে আকস্মিক উত্তর দিবেন।]

Adjournment – মুলতবি / স্থগিত

মুলতবি বা স্থগিত মানে হলো কোনো সভা, আলোচনা বা বিচারিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা এবং পরে পুনরায় শুরু করা। আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে ক্রিকেট খেলাটি আজকের মতো স্থগিত করা হয়েছে।

Educationblog24.com

ATM

Aeronautics – বিমানচালনবিদ্যা

Agenda - আলোচ্য-সূচি

আলোচ্যসূচি মানে হলো কোনো সভা বা আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা বিষয়গুলোর একটি তালিকা। এর মাধ্যমে ঠিক করা হয় যে, কোন বিষয়টি কখন আলোচনা করা হবে।

Addenda, addendum - পরিশিষ্ট, সংযোজন

পরিশিষ্ট বা সংযোজন মানে হলো কোনো বই, প্রতিবেদন বা দলিলের শেষে যোগ করা অতিরিক্ত তথ্য, লেখা বা বিষয়বস্তু। এটি মূল বিষয়বস্তুকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে, কিন্তু মূল লেখার অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। কোনো বইয়ের নতুন সংস্করণে যদি লেখক নতুন কোনো অধ্যায় বা তথ্য যোগ করেন, তবে সেটি পরিশিষ্ট হিসেবে যোগ করা হয়।

Attested – সত্যায়িত

সত্যায়িত মানে হলো কোনো দলিল বা নথির সত্যতা বা বৈধতা যাচাই করে তার উপর স্বাক্ষর ও সীলমোহর দেওয়া।

Attestation - সত্যায়ন

Archives - মহাফেজখানা



Record room - মহাফেজখানা।

মহাফেজখানা হলো ঐতিহাসিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিল, নথি, বই বা রেকর্ডপত্রগুলোকে যত্ন করে রাখার ঘর বা কক্ষ বা সংরক্ষণাগার। পুরোনো রাজপরিবারের চিঠি, মানচিত্র বা সরকারি কাগজপত্রগুলো প্রায়ই মহাফেজখানায় রাখা হয়।

Ad-hoc - তদর্থক/ অনানুষ্ঠানিক

তদর্থক বা অনানুষ্ঠানিক মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা বা ব্যবস্থা নেওয়া। কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে সরকার একটি তদর্থক কমিটি গঠন করতে পারে। এই কমিটির কাজ শুধু ওই দুর্ঘটনাটি তদন্ত করা, এবং কাজ শেষ হলে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

A to Z – সম্পূর্ণভাবে

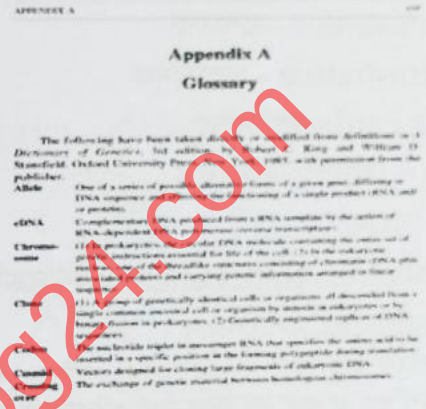
Assassination - গুপ্তহত্যা

Acknowledgement - প্রাপ্তিস্বীকার

প্রাপ্তিস্বীকার মানে হলো কোনো কিছু গ্রহণ বা পাওয়ার কথা লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে স্বীকার করা। কোনো দপ্তরে একটি দরখাস্ত জমা দেওয়ার পর যে রসিদ দেওয়া হয়, সেটি হলো সেই দরখাস্ত পাওয়ার প্রাপ্তিস্বীকার। কোনো ইমেইল বা বার্তা পাওয়ার পর আপনি যখন ফিরতি ইমেলের মাধ্যমে জানান যে আপনি তা পেয়েছেন, তখন সেটিও প্রাপ্তিস্বীকার।

Annex – পরিশিষ্ট

Appendix - পরিশিষ্ট


Appendix A

Glossary

পরিশিষ্ট হলো মূল বই, প্রতিবেদন বা লেখার শেষে যুক্ত করা অতিরিক্ত অংশ, যেখানে এমন সব তথ্য থাকে যা মূল লেখার সঙ্গে সরাসরি না হলেও, বোঝার সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোনো গবেষণাপত্রের শেষে যে অতিরিক্ত তথ্য, যেমন - ডেটা চার্ট বা প্রশ্নপত্র যুক্ত করা হয়, সেটাই হলো পরিশিষ্ট।

Annexation - সংযোজন

Annexation মানে হলো বলপ্রয়োগ করে বা জবরদস্তি করে কোনো দেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে অন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলকে যুক্ত করা। কোনো শক্তিশালী দেশ যদি সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তার পার্শ্ববর্তী কোনো ছোট দেশ বা অঞ্চলকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ করে নেয়, তবে তাকে Annexation বলা হয়।

Annexure - ক্রোড়পত্র

ক্রোড়পত্র হলো যে পত্র আলাদা ছেপে পুস্তকাদির ভেতরে দেওয়া হয়। এটি মূল বই বা লেখার ভেতরে থাকা একটি অতিরিক্ত কাগজ বা অংশ, যা মূল বিষয়বস্তুকে আরও ভালোভাবে বোঝাতে সাহায্য করে।

Affidavit – শপথনামা/ হলফনামা

শপথনামা বা হলফনামা মানে হলো আইনসম্মতভাবে লিখিত একটি বিবৃতি, যেখানে কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং শপথ নিয়ে বলেন যে, সেখানে যা লেখা আছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

Axis - অক্ষ

অক্ষ মানে হলো একটি কাল্পনিক রেখা, যার চারদিকে কোনো বস্তু বা বস্তুপুঞ্জ ঘোরে বা আবর্তিত হয়। পৃথিবী তার নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন করে বলেই দিন ও রাত হয়। কোনো গাড়ির চাকা যে দণ্ডের উপর ঘোরে, সেই দণ্ডটি হলো চাকার অক্ষ।

Educationblog24.com

Adult education - বয়স্ক শিক্ষা

Adaptation - অভিযোজন

অভিযোজন মানে হলো কোনো জীবের তার আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বা প্রক্রিয়া। মরুভূমির উটের শরীরে এমন শারীরিক গঠন রয়েছে যা তাকে কম জল খেয়েও দীর্ঘসময় টিকে থাকতে সাহায্য করে। এটি একটি অভিযোজন।

Act - আইন

Acting - ভারপ্রাপ্ত

Acting editor - ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

Administration - প্রশাসন

Administrator - প্রশাসক

Administrative - প্রশাসনিক

Admit card - প্রবেশপত্র

Alien – বিদেশি/ বহিরাগত

Aid - সাহায্য

Alphabetic, Alphabetical - বর্ণানুক্রমিক

Amendment - সংশোধন

সংশোধন মানে হলো কোনো আইন, সংবিধান বা নথির কোনো ভুল বা ত্রুটি দূর করার জন্য পরিবর্তন বা সংযোজন করার প্রক্রিয়া। কোনো দেশের সংবিধানের কোনো অংশ পরিবর্তন বা নতুন কোনো বিধান যুক্ত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়।

Anthropology - নৃতত্ত্ব



নৃতত্ত্ব মানে মানুষ ও মানবসমাজ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। কোনো প্রাচীন সভ্যতার মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের খাবার, পোশাক বা বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করাটা নৃতত্ত্বের একটি অংশ।

Apprentice - শিক্ষানবিশ

শিক্ষানবিশ মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো পেশা বা দক্ষতা শেখার জন্য একজন অভিজ্ঞ কারিগর বা শিক্ষকের অধীনে কাজ করে। কোনো দর্জির দোকানে যে ছেলে সেলাইয়ের কাজ শিখতে আসে, সেও একজন শিক্ষানবিশ।

Aptitude test - প্রবণতা-পরীক্ষা

প্রবণতা-পরীক্ষা মানে হলো এমন একটি পরীক্ষা, যা কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা বিষয়ে একজন ব্যক্তির জন্মগত বা সহজাত দক্ষতা আছে কি না তা পরিমাপ করে। কোনো চাকরিতে নিয়োগের আগে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার মাধ্যমে দেখা হয় যে আবেদনকারী সেই কাজের জন্য কতটা উপযুক্ত। এটি একটি প্রবণতা-পরীক্ষা।

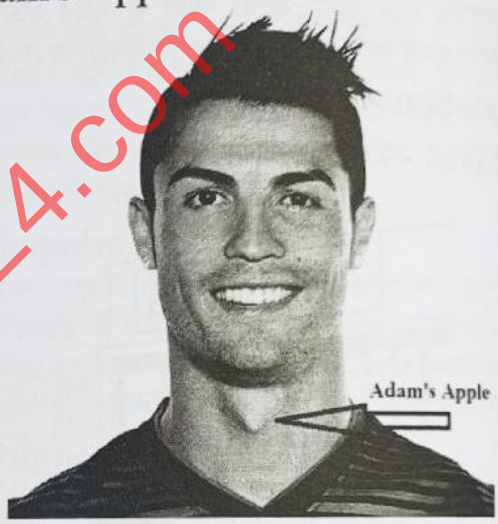
Aristocracy - অভিজাততন্ত্র

অভিজাততন্ত্র মানে হলো এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতা একটি ছোট অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে থাকে, যারা সাধারণত ধনী, ক্ষমতাশালী এবং উচ্চবংশীয়। প্রাচীন গ্রিস এবং রোমান সাম্রাজ্যের কিছু অংশে এমন শাসন ব্যবস্থা ছিল, যেখানে অল্প কিছু ধনী পরিবার বা বংশের হাতেই সব ক্ষমতা থাকত।

Autocracy – স্বৈরতন্ত্র

সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী শাসকের শাসন।

Adam's Apple - কণ্ঠমণি



বিশেষত পুরুষ মানুষের গলার সম্মুখভাগের উন্নত অংশ।

Arrear - বকেয়া

Art - কলা, চারুকলা, ললিতকলা, কারুশিল্প

Artist - চিত্রকর, শিল্পী

Assets - পরিসম্পদ

Assembly - পরিষদ, সভা

Attendant - পরিচারক, পরিচর্যায়ক

পরিচারক বা পরিচর্যায়ক মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ স্থানে বা অনুষ্ঠানে সেবা দেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকে। কোনো হোটেলে অতিথিদের সেবা দেওয়ার জন্য যে কর্মী থাকে, তাকে পরিচারক বলা হয়।

Authentication - প্রমাণীকরণ

Author - লেখক, গ্রন্থকার

Autograph - স্বাক্ষর; স্বলেখন

Autobiography - আত্মজীবনী

Autonomous – স্বায়ত্তশাসিত, স্বশাসিত

যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজস্ব রুলস ও রেগুলেশন রয়েছে ও এগুলোতে সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না সেগুলো হলো স্বায়ত্তশাসিত।

Educationblog24.com

ATM

Atheism - নাস্তিকতা
the belief that God does not exist.

Anti-Corruption - দুর্নীতি দমন

Air-mail - বিমান-ডাক

Academic - অধিবিদ্যা/ শিক্ষায়তনিক

Academic year/ session - শিক্ষাবর্ষ

Agent - প্রতিনিধি/ অনুসংগঠক
যে ব্যক্তি অন্যের প্রতিনিধিত্ব করে কিংবা তার প্রতিনিধিরূপ ব্যবসা চালায়।

Agreement - চুক্তি/ সম্মতি/ মতৈক্য

Air-conditioned - শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

Analysis - বিশ্লেষণ

Adviser - উপদেষ্টা

Audio - শ্রাব্য, শ্রুতি

Auditor - হিসাব-নিরীক্ষক
a person trained to make an official examination of financial records.

B

Bribe - ঘুষ, উৎকোচ

Balcony - ঝুল-বারান্দা, অলিন্দ



ঝুল-বারান্দা বা অলিন্দ মানে হলো কোনো বহুতল ভবনের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটি খোলা প্ল্যাটফর্ম বা জায়গা। গরমের দিনে কোনো ফ্ল্যাটের ঝুল-বারান্দায় বসে চা পান করা বেশ আরামদায়ক।

Background – পটভূমি
পটভূমি মানে হলো কোনো ঘটনা কেন ঘটেছে, তার পেছনের প্রেক্ষাপট বা কারণ বা আগের অবস্থা। একটি সিনেমা বা নাটকের গল্প বোঝার জন্য তার পেছনের ঘটনাগুলো জানা জরুরি। এই পেছনের ঘটনাগুলোই হলো পটভূমি।

Barren – উষর/ অনুর্বর/ বন্ধ্যা
উষর - যে মাটিতে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না, অনুর্বর, যার মাটি লোনা; মরুময়।

Bugger – জঘন্য ব্যক্তি

Bail - জামিন

Beauty sleep – প্রথম রাত্রির ঘুম
রাতের প্রথম ভাগের ঘুম আমাদের শরীরের কোষের মেরামত, বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠনের মতো কাজগুলো করে। এর ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে, বলিরেখা কমে এবং শরীর সতেজ থাকে। তাই এই ঘুমকে সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করে 'বিউটি স্লিপ' বলা হয়।

Bill – মূল্যপত্র, পাওনাপত্র
Bill মানে কোনো পণ্য বা পরিষেবার জন্য নির্ধারিত খরচ বা দামের তালিকা। এটি এক ধরনের লিখিত নথি, যা ক্রেতাকে তার প্রাপ্য মূল্য সম্পর্কে জানায়। রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ার পর যে বিল দেওয়া হয়, তাতে খাওয়া-দাওয়ার মোট খরচ লেখা থাকে।

Blueprint - প্রতিচিত্র, নীলনকশা



ব্লু-প্রিন্ট (Blueprint) মানে হলো কোনো কিছু তৈরি করার জন্য একটি বিস্তারিত নীলনকশা। এটি এমন এক ধরনের কৌশলগত পরিকল্পনা বা নকশা, যা সাধারণত নীল কাগজে সাদা বা হালকা নীল রঙে আঁকা হয়। এর মাধ্যমে কোনো বাড়ি, যন্ত্র বা কাঠামো কীভাবে তৈরি হবে, তার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ ও তার অবস্থান নিখুঁতভাবে দেখানো হয়। এটি আসলে মূল নকশার একটি অনুলিপি, যা দেখে কারিগরেরা কাজ শুরু করে।

Bloc - শক্তিজোট
একই উদ্দেশ্য বা সাধারণ স্বার্থে বিভিন্ন জাতি, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী বা সংঘ।

Blockade - অবরোধ
অবরোধ মানে হলো কোনো এলাকা, বন্দর বা রাস্তা আটকে দেওয়া, যাতে কেউ সেখানে প্রবেশ বা সেখান থেকে বের হতে না পারে।

Bond – প্রতিজ্ঞাপত্র / মুচলেকা
প্রতিজ্ঞাপত্র বা মুচলেকা মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনগতভাবে বাধ্য থাকার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্র। কোনো মামলায় জামিন পাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি আদালতে মুচলেকা দেন যে তিনি আর কোনো অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হবেন না।

Bottom of the line – আসল কথা হলো

Break of study – শিক্ষা বিরতি/ অধ্যয়ন-বিরতি

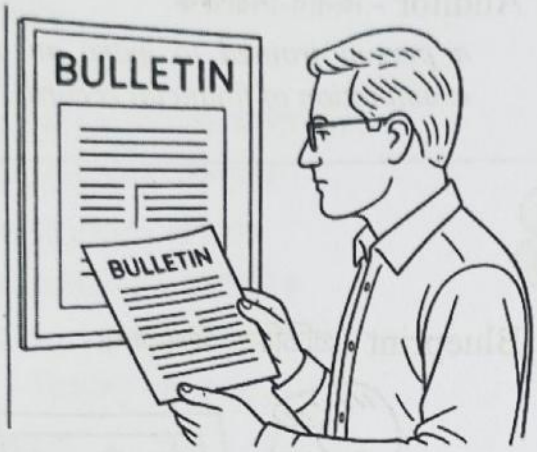
Educationblog24.com

Banner - প্রচারপত্র

Banner মানে হলো কোনো প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি বড় ও লম্বা কাগজ বা কাপড়, যার ওপর কোনো বার্তা, স্লোগান বা বিজ্ঞাপন লেখা থাকে।

Beverage - পানীয়

Bulletin - জ্ঞাপনপত্র, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



বুলেটিন হলো একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত বা মৌখিক বার্তা, যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কোনো স্কুল বা কলেজের নোটিশ বোর্ডে যে জরুরি বিজ্ঞপ্তি লাগানো হয়, তা এক ধরনের জ্ঞাপনপত্র। রেডিওতে প্রতি ঘণ্টায় যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রচারিত হয়, তাকেও নিউজ বুলেটিন বলা হয়।

Ballad - গীতিকা

গীতিকা মানে প্রাচীন কোনো কাহিনিসংবলিত সাদামাটা গান বা কবিতা, গাথা। যেমন- বাংলাদেশের ময়নামতির গান বা মহুয়া।

Barter - বিনিময়

বিনিময় মানে হলো পণ্য বা পরিষেবার বিনিময়ে অন্য কোনো পণ্য বা পরিষেবা নেওয়া, যেখানে কোনো ধরনের অর্থের ব্যবহার হয় না। প্রাচীনকালে মানুষ একজন কৃষকের কাছ থেকে চালের বিনিময়ে একজন কুমারের কাছ থেকে হাঁড়ি নিত। এটি ছিল এক ধরনের বিনিময় প্রথা।

Barter agreement - পণ্য বিনিময় চুক্তি

By

By-election - উপনির্বাচন

উপনির্বাচন মানে হলো কোনো আসনে একজন জনপ্রতিনিধির পদ শূন্য হলে সেই শূন্য পদে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত ভোটগ্রহণ। কোনো সংসদ সদস্যের মৃত্যু বা পদত্যাগের কারণে তার আসনটি শূন্য হলে, সেই আসনে পুনরায় একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

By-law - উপ-আইন

উপ-আইন মানে হলো কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তৈরি করা আইন, যা মূল আইন বা সংবিধানের অধীনে থেকে কাজ করে। কোনো পৌরসভা তাদের এলাকার আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট বা পার্কের ব্যবহারের জন্য যে নিয়ম তৈরি করে, তা হলো এক ধরনের উপ-আইন।

By-order- আদেশক্রমে

By heart - মুখস্থ করা

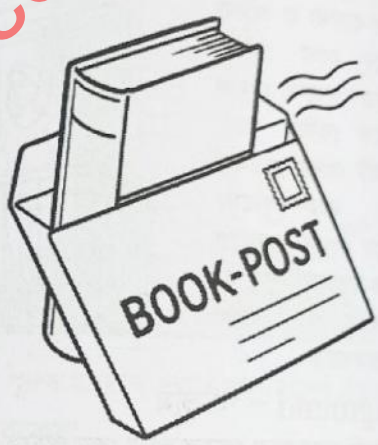
By-product - উপজাত

উপজাত মানে হলো কোনো মূল পণ্য তৈরি করার সময় অতিরিক্ত বা অপ্রধানভাবে উৎপন্ন হওয়া জিনিস। কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরির সময় যে কাঠের গুঁড়ো বা টুকরো পড়ে থাকে, সেটি উপজাত।

Bankrupt - দেউলিয়া

দেউলিয়া মানে হলো এমন একটি অবস্থা, যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সব ঋণ বা দেনা পরিশোধ করতে অক্ষম হয় এবং আইনগতভাবে তা ঘোষণা করা হয়। কোনো বড় কোম্পানি যদি তাদের দেনা শোধ করতে না পারে, তখন তারা নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে।

Book-post - খোলা ডাক



আপনি যদি একটি বই বা পত্রিকা ডাকযোগে কোথাও পাঠান, এবং সেটি যদি আংশিক খোলা থাকে বা এমন প্যাকেটে মোড়া থাকে যা সহজে খোলা যায়, যাতে ডাক বিভাগের কর্মীরা ভেতরের জিনিসটি পরীক্ষা করতে পারেন, তাহলে সেটিই হলো খোলা ডাক। এটি বই বা পত্রিকা পাঠানোর একটি সস্তা উপায়।

Bonafide - প্রকৃত

Biography - কড়চা, জীবনচরিত, জীবনী

কড়চা বা জীবনচরিত মানে হলো কোনো ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ঘটনা নিয়ে লিখিত বিবরণ। এটি সেই ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অর্জন, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনার একটি বিস্তারিত ও লিখিত রেকর্ড।

Buffer stock - জরুরি মজুদ

জরুরি মজুদ মানে ভবিষ্যতের কোনো সংকট বা অভাবের আশঙ্কায় অতিরিক্ত পণ্য বা উপকরণ মজুত করে রাখা। কোনো দেশ যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্য সংকটের আশঙ্কায় অতিরিক্ত চাল, গম বা অন্যান্য খাদ্যশস্য মজুত করে রাখে, তখন তাকে জরুরি মজুদ বলা হয়। এটি সাধারণত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়।

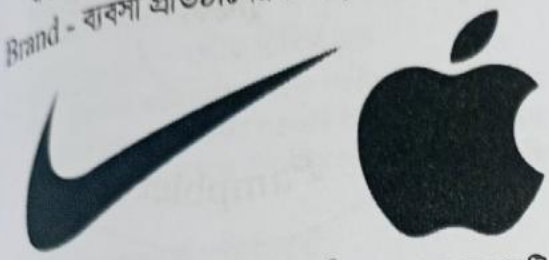
Educationblog24.com

ATM

Basin - অববাহিকা

অববাহিকা মানে হলো এমন একটি নিম্নভূমি অঞ্চল, যা একটি নদী এবং তার উপনদী বা শাখা নদীর জল দ্বারা আবৃত থাকে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর অববাহিকা হলো বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম।

Brand - ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন / প্রতীক



একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন বা প্রতীক হলো এমন একটি নাম, ডিজাইন বা প্রতীক, যা কোনো কোম্পানি বা তার পণ্যকে অন্য প্রতিযোগী থেকে আলাদা করে তোলে। এর মাধ্যমে ক্রেতারা সেই পণ্য বা প্রতিষ্ঠানকে চিনতে পারে এবং তার মান সম্পর্কে ধারণা পায়। নাইকি (Nike) কোম্পানির টিক চিহ্ন বা অ্যাপল (Apple) কোম্পানির কামড়ানো আপেল হলো এক একটি ব্র্যান্ড প্রতীক। এই প্রতীকগুলো দেখলেই মানুষ কোম্পানিগুলোকে চিনতে পারে।

Brief - মামলার বিবরণ

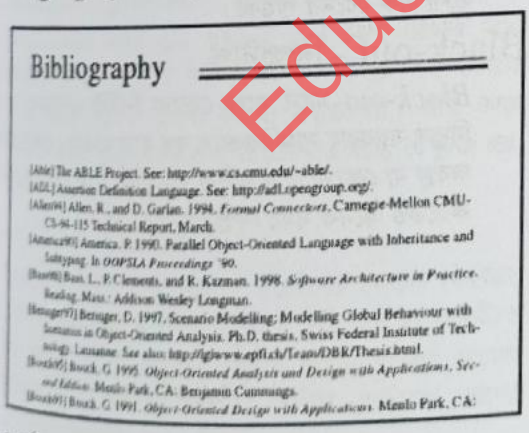
Bio-data - জীবনবৃত্তান্ত, জীবনতথ্য

Bacteria - জীবাণু

Bi

Bi-annual- অর্ধবার্ষিক, ষান্মাসিক

Bibliography - গ্রন্থপঞ্জি, রচনাপঞ্জি



Bibliography

[Able] The ABLE Project. See: http://www.cs.cmu.edu/~able/.
[ADL] Assertion Definition Language. See: http://adl.stanford.edu/.
[Allen94] Allen, R., and D. Garlan. 1994. *Formal Connectors*. Carnegie-Mellon CMU-CS-94-115 Technical Report, March.
[Ameri90] America, P. 1990. Parallel Object-Oriented Language with Inheritance and Subtyping. In *OOPSLA Proceedings '90*.
[Bass98] Bass, L., P. Clements, and R. Kazman. 1998. *Software Architecture in Practice*. Reading, Mass.: Addison Wesley Longman.
[Berniger97] Berniger, D. 1997. Scenario Modeling: Modelling Global Behaviour with Scenarios in Object-Oriented Analysis. Ph.D. thesis. Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne. See also: http://lglwww.epfl.ch/Team/DBR/Thesis.html.
[Booch94] Booch, G. 1994. *Object-Oriented Analysis and Design with Applications*. Second Edition. Menlo Park, CA: Benjamin Cummings.
[Booch91] Booch, G. 1991. *Object-Oriented Design with Applications*. Menlo Park, CA:

গ্রন্থপঞ্জি বা রচনাপঞ্জি মানে হলো কোনো গবেষণা বা লেখার কাজে ব্যবহৃত বই, প্রবন্ধ বা অন্যান্য উৎসের একটি বিস্তারিত তালিকা। এটি লেখার শেষে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে লেখক জানান যে, তিনি তার কাজের জন্য কোন কোন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কোনো গবেষণাপত্রের শেষে যে বই, জার্নাল বা ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে, তার একটি তালিকা দেওয়া হয়। এটিই হলো গ্রন্থপঞ্জি।

Bi-centenary - দ্বি-শতবার্ষিক

কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ব্যক্তির জন্মের দুইশত বছর পূর্তি।

Bilateral - দ্বি-পাক্ষিক



দ্বিপাক্ষিক মানে হলো দুইটি পক্ষ বা দুটি দেশের মধ্যকার সম্পর্ক, চুক্তি বা আলোচনা। আমেরিকা ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তি হলো একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, কারণ এতে কেবল এই দুটি দেশই জড়িত।

Bilingual - দ্বি-ভাষিক

speaking two languages fluently.

Boy

Boy-scout - ব্রতী বালক

যেসব বালক দেশের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার ব্রত (কঠোর তপস্যা) নেয়, তাদের দেশসেবায় ব্রতী বালক বলা হয়। বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ব্রতী বালকেরা ত্রাণ বিতরণের কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সহায়তা করে।

Boycott - বয়কট, বর্জন

Broker - দালাল

Jobber -দালাল

Bureau - সংস্থা

Bureaucracy - আমলাতন্ত্র

Ballot - ভোট / গোপন নির্বাচন

Ballot paper - ভোটপত্র

Bank balance - ব্যাংক-স্থিতি

Balanced diet - সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য হলো এমন খাদ্য তালিকা, যেখানে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান (যেমন - শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল) সঠিক পরিমাণে থাকে। ভাত, ডাল, মাছ, শাক-সবজি, ফল এবং দুধ - এই সব মিলিয়ে তৈরি একটি খাবারকে সুষম খাদ্য বলা হয়।

Broadcast - সম্প্রচার, বেতারবার্তা

Banquet - ভোজসভা

Banker - ব্যাংক মালিক, মহাজন

Basic - মৌলিক, মৌল

Educationblog24.com

Bureaucracy - আমলাতন্ত্র



আমলাতন্ত্র মানে হলো সরকারের এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার বেতনভুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে থাকে, যারা কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে সরাসরি জবাবদিহি করেন না। কোনো সরকারি দপ্তরে একটি ছোট কাজ সম্পন্ন করার জন্য যখন অনেকগুলো টেবিল বা অনেকজন কর্মকর্তার অনুমতির প্রয়োজন হয় এবং কাজটি করতে অনেক দেরি হয়, তখন তাকে আমলাতন্ত্রের জটিলতা বলা হয়।

Bench - বিচারপীঠ, এজলাস

বিচারপীঠ বা এজলাস হলো আদালতের সেই জায়গা, যেখানে বিচারক বা বিচারকরা বসেন এবং মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করেন। কোনো বিচারপতি যখন কোনো মামলার রায় দেন, তখন তিনি বিচারপীঠে বসে তা ঘোষণা করেন।

Breaking point - সহনসীমা

সহনসীমা মানে হলো কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতির এমন একটি চূড়ান্ত পর্যায়, যার পর আর সহ্য করা বা টিকে থাকা সম্ভব হয় না। এটি হলো ধৈর্যের শেষ সীমা।

Board of studies - বিদ্যা-পর্ষদ

বিদ্যা-পর্ষদ মানে হলো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি, যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা কোর্সের পাঠ্যসূচি, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য গঠিত হয়।

Breach of contract - চুক্তিভঙ্গ

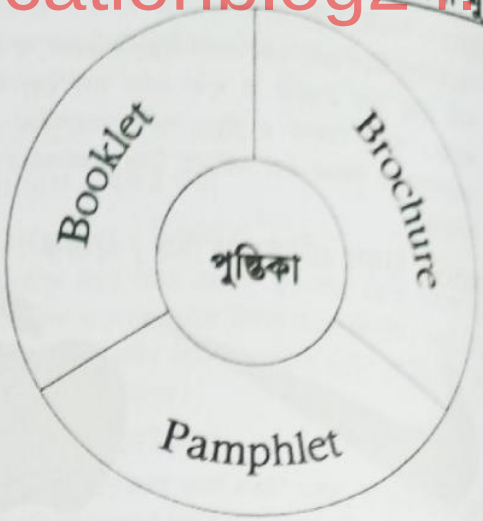
চুক্তিভঙ্গ মানে হলো কোনো চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া। কোনো নির্মাণ কোম্পানি যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি করে না দিতে পারে, তাহলে সেটি চুক্তিভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

Basic pay - মূল বেতন

মূল বেতন মানে হলো কোনো কর্মচারীর আয়ের প্রাথমিক এবং প্রধান অংশ, যা অন্যান্য ভাতা বা সুযোগ-সুবিধা যোগ করার আগে হিসাব করা হয়।

Bidder - নিলাম ডাকিয়ে

নিলাম ডাকিয়ে মানে হলো যে ব্যক্তি নিলামে কোনো পণ্য কেনার জন্য দাম হাঁকেন।



Brochure - পুস্তিকা

Brochure মানে হলো একটি ছোট বই বা পত্রিকা, যা সাধারণত কোনো পণ্য, পরিষেবা, স্থান বা ইভেন্ট সম্পর্কে তথ্য বা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

Booklet - পুস্তিকা

Booklet হলো পাতলা কাগজের ছোট একটি বই, যাতে কোনো বিষয় বা পণ্য সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য লেখা থাকে। কোনো মোবাইল কেনার সময় এর সঙ্গে যে ছোট্ট নির্দেশিকা বা ব্যবহারের নিয়ম দেওয়া হয়, সেটাই হলো পুস্তিকা।

Pamphlet - পুস্তিকা

Pamphlet হলো একটি ছোট বই বা মুদ্রিত কাগজ, যা সাধারণত কোনো প্রচার বা তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটি আকারে ছোট এবং এতে অল্প পৃষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। কোনো রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে জানাতে যে ছোট প্রচারপত্র বিতরণ করে, তা হলো এক ধরনের পুস্তিকা।

Black-out - নিষ্প্রদীপ

Black-out মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বা স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া। কোনো জরুরি অবস্থা বা কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও অনেক সময় নিষ্প্রদীপ করা হয়।

C

Consequence - পরিণাম বা ফল

পরিণাম বা ফল মানে হলো কোনো কাজ বা ঘটনার কারণে যা ঘটে বা যা ফলাফল আসে। যদি আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাহলে এর পরিণাম হিসেবে আপনার স্বাস্থ্য ভালো হবে।

Credit - জমা, ধার

Current Account - চলতি হিসাব

Controller - নিয়ন্ত্রক

Educationblog24.com

ATM

Curtail – সংক্ষিপ্ত করা

Civil Society – সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ মানে হলো কোনো দেশের জনগণের সেইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যারা সরকার থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং নিজেদের মতামত, দাবি-দাওয়া বা প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (NGO), সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত।

Civil surgeon – পৌর চিকিৎসক

পৌর চিকিৎসক মানে হলো কোনো শহরে বা অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্বে থাকা একজন সরকারি চিকিৎসক। তার কাজ হলো জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তদারকি করা।

Climax – মহামুহূর্ত, শীর্ষমুহূর্ত

মহামুহূর্ত মানে হলো কোনো গল্প, নাটক বা ঘটনার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এবং চূড়ান্ত মুহূর্ত। কোনো সিনেমার প্রধান নায়ক ও খলনায়কের মধ্যে শেষ লড়াইটি হলো সেই সিনেমার মহামুহূর্ত। কোনো ক্রিকেট খেলার শেষ বলে জেতার জন্য যখন একটি রান লাগে, তখন সেই মুহূর্তটিই হলো ম্যাচের মহামুহূর্ত।

Corrigendum - শুদ্ধিপত্র

শুদ্ধিপত্র মানে হলো কোনো প্রকাশিত লেখা বা নথিতে ভুল থাকলে তা সংশোধন করে দেওয়া একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি। এর মাধ্যমে মূল লেখার ভুলগুলো চিহ্নিত করে তার সঠিক রূপটি জানানো হয়। কোনো পরীক্ষার ফলাফলে যদি কোনো ভুল থাকে, তাহলে পরে তা সংশোধন করে একটি শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করা হয়। কোনো বইয়ে যদি মুদ্রণের সময় ভুল থেকে যায়, তাহলে পরবর্তী সংস্করণের আগে সেই ভুলগুলো একটি শুদ্ধিপত্র দিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়।

Covenant – চুক্তিপত্র

চুক্তিপত্র মানে হলো দুটি পক্ষ বা তার বেশি পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি আইনি দলিল, যেখানে উভয় পক্ষ কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে বা না করতে সম্মত হয়। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয়, তা এক ধরনের চুক্তিপত্র।

Co-opted – সহযোজিত

সহযোজিত মানে হলো কোনো সংগঠনের কোনো নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা অন্য একজন সদস্যকে সেই দলে বা কমিটিতে যুক্ত করা। কোনো ক্লাবের নির্বাচিত কমিটি তাদের কাজের সুবিধার জন্য বাইরের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাদের কমিটিতে সহযোজিত করে নিতে পারে।

Cease Fire – অস্ত্র-সংবরণ

অস্ত্র-সংবরণ মানে হলো যুদ্ধরত দুটি পক্ষ বা দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লড়াই বন্ধ রাখার চুক্তি। এটি সাধারণত কোনো আলোচনা বা মানবিক কারণে করা হয়, যাতে সাময়িকভাবে রক্তপাত বন্ধ হয়।

Constipation – কোষ্ঠকাঠিন্য

কোষ্ঠকাঠিন্য মানে হলো মলত্যাগে অসুবিধা বা মল শক্ত হয়ে যাওয়া, যার কারণে নিয়মিত মলত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

Cartoon - ব্যঙ্গচিত্র

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র হলো এমন একটি ছবি বা চিত্রকর্ম, যা সাধারণত কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা রাজনৈতিক বিষয়কে হাস্যরস বা সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জিতভাবে আঁকা হয়।

Chancellor – আচার্য

আচার্য হচ্ছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের নেতা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি।

Coup – অভ্যুত্থান

অভ্যুত্থান মানে হলো কোনো দেশে বর্তমান সরকারকে হঠাৎ করে এবং সাধারণত অবৈধভাবে, সামরিক শক্তি ব্যবহার করে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘটনা।

Circular- পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি

পরিপত্র বা বিজ্ঞপ্তি মানে হলো কোনো অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারি করা একটি লিখিত আদেশ বা নির্দেশনা, যা একই সময়ে অনেক কর্মকর্তা বা বিভাগের কাছে পাঠানো হয়।

Consumer goods - ভোগ্যপণ্য

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবহারের জন্য যে পণ্য বা সেবা ব্যবহৃত হয় তাকে ভোগ্য পণ্য বলা হয়।

Cabinet - মন্ত্রিপরিষদ

কোনো দেশে নতুন সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তার পছন্দের কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। এই মন্ত্রিপরিষদই দেশের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

Custody - হেফাজত

হেফাজত মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আইনিভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে বা সুরক্ষায় রাখা। কোনো শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেখভাল করার জন্য আদালতের মাধ্যমে তার অভিভাবককে হেফাজত দেওয়া হয়।

Curfew - সান্ধ্য আইন

সান্ধ্য আইন মানে হলো কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক জারি করা একটি আদেশ, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব মানুষজনকে ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো শহরে দাঙ্গা বা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার সেখানে সান্ধ্য আইন জারি করতে পারে।

Custom – প্রথা

প্রথা বা রীতি হলো কোনো সমাজে বা গোষ্ঠীতে বহুকাল ধরে চলে আসা এমন আচার-আচরণ বা নিয়ম, যা মানুষ মেনে চলে। এটি কোনো আনুষ্ঠানিক আইন নয়, বরং সামাজিক রীতিনীতি। আমাদের সমাজে বিয়ের সময় বিভিন্ন ধরনের প্রথা বা রীতিনীতি পালন করা হয়।

Customs – শুল্ক

customs - হলো কোনো দেশে আমদানি বা রপ্তানি করা পণ্যের ওপর সরকার কর্তৃক ধার্য করা কর। এটি সাধারণত সীমান্ত বা বন্দরে সংগ্রহ করা হয়। বিদেশ থেকে কোনো ইলেকট্রনিক্স পণ্য বা গাড়ি আনলে সরকারকে শুল্ক দিতে হয়।

Educationblog24.com

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে

Customs – শুল্ক
Custom house - শুল্কভবন
Tariff - শুল্ক
Tariff duties - শুল্ক কর
Duty - শুল্ক
Demurrage - বিলম্ব শুল্ক
Excise duty - আবগারী শুল্ক
Octroi - নগরশুল্ক
Toll - পথশুল্ক
Tax - কর
Cess - উপকর
Sur-tax - উপরিকর

Copy - প্রতিলিপি

Coating - আবরণ

আবরণ মানে হলো কোনো জিনিসের ওপর দেওয়া একটি পাতলা বা স্তরযুক্ত প্রলেপ।

Check - দমন করা

দমন করা মানে হলো কোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা, দমন করা বা তার বৃদ্ধি বা বিস্তারকে থামানো। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হলে দাঙ্গা দমন করার চেষ্টা করে। রোগ জীবাণু যখন শরীরে বৃদ্ধি পায়, তখন ওষুধ দিয়ে তা দমন করা হয়।

Black Friday - একটি দিনের জন্য কম দামে জিনিসপত্র বিক্রির মহোৎসব।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে মানে হলো থ্যাংকসগিভিং ডে-র পরের শুক্রবার, যে দিনে জিনিসপত্র খুব কম দামে বিক্রি করা হয়। এই দিনটি থেকে সাধারণত বড়দিনের কেনাকাটার মৌসুম শুরু হয়। দোকানে দোকানে বিশাল ছাড় দেওয়া হয় এবং ক্রেতাদের ভিড় লেগে থাকে। এটি একটি দিনের জন্য কম দামে জিনিসপত্র বিক্রির একটি মহোৎসব।

Cyber Monday - অনলাইনে কেনাকাটা

সাইবার মানডে মানে হলো থ্যাংকসগিভিং ডে-র পরের সোমবার, যে দিনে অনলাইনে জিনিসপত্র খুব কম দামে বিক্রি করা হয়। এটি ব্ল্যাক ফ্রাইডে-এর মতো, তবে শুধু অনলাইন কেনাকাটার জন্য। এই দিনে ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলো বড় ধরনের ছাড় দেয়।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে: দোকানে গিয়ে কম দামে জিনিস কেনা।
সাইবার মানডে: অনলাইনে কম দামে জিনিস কেনা।

Compound interest - চক্রবৃদ্ধি সুদ

চক্রবৃদ্ধি সুদ মানে হলো মূল টাকার ওপর যে সুদ পাওয়া যায়, তার ওপরও আবার সুদ গণনা করা।

Campaign - প্রচারাভিযান

Comma (কমা) - পাদচ্ছেদ

Charter - সনদ

সনদ মানে হলো কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা প্রদানকারী একটি লিখিত আইনি দলিল। কোনো শিক্ষার্থীকে তার পড়াশোনা শেষ করার পর সার্টিফিকেট বা সনদ দেওয়া হয়।

Commercial Entrepreneur - বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা

Cash crop - অর্থকরী ফসল

যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় তাকে অর্থকরী ফসল বলে। যেমন চা, পাট প্রভৃতি।

Cold war - স্নায়ুযুদ্ধ

স্নায়ুযুদ্ধ মানে হলো দুটি শক্তিশালী দেশের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ না করে, একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক কৌশল অবলম্বন করা। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী বৈরী সম্পর্ক, যেখানে সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে পরোক্ষভাবে লড়াই করা হয়।

Civil war - গৃহযুদ্ধ

গৃহযুদ্ধ মানে হলো একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা জনগণের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘাত।

Colony - উপনিবেশ



উপনিবেশ মানে হলো এমন একটি দেশ বা অঞ্চল যা অন্য কোনো শক্তিশালী দেশ দ্বারা শাসিত হয়। ব্রিটিশরা প্রায় ২০০ বছর ধরে ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। এই সময় ভারত ছিল ব্রিটেনের একটি উপনিবেশ।

Colonialism - উপনিবেশবাদ

Calligraphist - হস্তলিপি বিশারদ

Calligraphy - হস্তলিপিবিদ্যা

Calligraphist মানে কোনো ব্যক্তির হস্তলিপি দেখে তার ব্যক্তিত্ব বিষয়ে তথ্য দিতে পারে যে; যে ব্যক্তি সুন্দর হাতের লেখা বা হস্তলিপির কাজে পারদর্শী। Calligraphy মানে হলো সুন্দর হাতের লেখার একটি শিল্প। এটি অক্ষরগুলোকে শৈল্পিক ও সুন্দরভাবে সাজিয়ে লেখার একটি কৌশল।

Educationblog24.com

Cartography - মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা

মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা হলো মানচিত্র তৈরির বিজ্ঞান। এর মাধ্যমে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের পাহাড়, নদী, রাস্তাঘাট ও শহরগুলোকে সঠিকভাবে মেপে কাগজের ওপর বা কম্পিউটারে আঁকা হয়। সহজ কথায়, কোনো স্থানের ছবিকে ছোট আকারে কাগজে বা ডিজিটাল মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই হলো মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যা। গুগল ম্যাপের মতো ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করার পেছনেও এই বিদ্যা কাজ করে।

Caption - শিরোনাম

Carbon copy - কার্বন প্রতিলিপি

কার্বন প্রতিলিপি মানে হলো কোনো মূল কাগজের লেখার একটি হুবহু নকল, যা কার্বন পেপারের সাহায্যে তৈরি করা হয়। যখন মূল কাগজে লেখা হয়, তখন কার্বন পেপারের মাধ্যমে একই লেখা নিচে থাকা অন্য কাগজে ছাপ পড়ে। দোকানে হাতে লেখা রসিদ দেওয়ার সময়, নিচে একটি কার্বন পেপার রেখে একই রসিদের দুটি কপি তৈরি করা হয়–একটি ক্রেতার জন্য এবং অন্যটি দোকানের জন্য।

Career - জীবনবেগ/ পেশা

Cadre - পদালি

Cargo - মাল (জাহাজি মাল)

মাল মানে হলো জাহাজ, বিমান বা ট্রেনে করে পরিবহন করা বাণিজ্যিক পণ্য বা জিনিসপত্র। কোনো দেশ যখন বিদেশ থেকে জাহাজ করে গাড়ি বা ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করে, তখন সেই পণ্যগুলোকে জাহাজি মাল বলা হয়।

Catalogue - তালিকা, গ্রন্থতালিকা

Census - জনশুমারি, আদমশুমারি, লোকগণনা

জনশুমারি বা আদমশুমারি বা লোকগণনা মানে হলো কোনো দেশের জনগণের সংখ্যা, লিঙ্গ, বয়স, পেশা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার একটি সরকারি প্রক্রিয়া। সরকার প্রতি ১০ বছর অন্তর আদমশুমারি করে, যাতে বোঝা যায় দেশে কত মানুষ আছে এবং তাদের অবস্থা কেমন।

Code of conduct - আচরণবিধি

আচরণবিধি মানে হলো কোনো প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সদস্যের জন্য নির্ধারিত নিয়মাবলি, যা তাদের সঠিক আচরণ এবং কার্যকলাপের দিকনির্দেশনা দেয়। এটি এক ধরনের নৈতিক নীতিমালা। কোনো স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য যে নিয়মকানুন থাকে, যেমন - সময়মতো স্কুলে আসা, শিক্ষকদের সম্মান করা, তা হলো সেই স্কুলের আচরণবিধি।

Communique - ইশতেহার

Manifesto - ইশতেহার

ইশতেহার মানে হলো কোনো সরকারি দপ্তর বা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত একটি ঘোষণা বা বিবৃতি। দুটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকের পর যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তা একটি ইশতেহার। কোনো দেশের সরকার নতুন কোনো নীতি বা আইন সম্পর্কে যে ঘোষণা জারি করে, তা একটি ইশতেহার।

Correspondent - সংবাদদাতা

Compilation - সংকলন

সংকলন মানে হলো বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা লেখা, গান বা অন্য কোনো সামগ্রীর একটি সংগ্রহ। বিভিন্ন লেখকের ছোটগল্প নিয়ে তৈরি করা একটি বইকে গল্প সংকলন বলা হয়।

Concession - রেয়াত, ছাড়

রেয়াত বা ছাড় মানে হলো কোনো কিছুতে বিশেষ সুবিধা বা ছাড় দেওয়া। শিক্ষার্থীদের জন্য বাসে টিকিটের দামে যে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়, তাকে রেয়াত বলা হয়।

Corporal - শারীরিক

Cess - উপকর

উপকর মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ধার্য করা একটি অতিরিক্ত কর। এটি সাধারণত মূল করের সঙ্গে যোগ করা হয় এবং নির্দিষ্ট সেই উদ্দেশ্যেই খরচ করা হয়, যেমন - শিক্ষা বা স্বাস্থ্য।

Colleague - সহকর্মী

Consultant - উপদেষ্টা (Adviser)

Capital - পুঁজি/ মূলধন

Capitalist - পুঁজিপতি

Capital market - পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার মানে হলো একটি বাজার যেখানে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের শেয়ার, বন্ড এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সম্পদ কেনাবেচা করে।

Stock-market - শেয়ারবাজার

Call money - তলবি টাকা

তলবি টাকা মানে হলো ব্যাংকগুলোর মধ্যকার একটি স্বল্পমেয়াদী ঋণ, যা ব্যাংকগুলো একে অপরকে দেয়। এই ঋণ সাধারণত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করতে হয় এবং কোনো ধরনের জামানত লাগে না। ঋণদাতা ব্যাংক যেকোনো সময় এই টাকা ফেরত চাইতে পারে।

Caution money - জামানত

জামানত মানে হলো কোনো চুক্তি বা শর্ত পূরণের নিশ্চয়তা হিসেবে অগ্রিম দেওয়া অর্থ। যদি চুক্তি ভঙ্গ হয় বা কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে এই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

Casual - নৈমিত্তিক, আকস্মিক

নৈমিত্তিক বা আকস্মিক মানে হলো যা নিয়মিত বা পরিকল্পিত নয়, বরং হঠাৎ ঘটে।

Casual leave - নৈমিত্তিক ছুটি

নৈমিত্তিক ছুটি মানে হলো জরুরি বা অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিগত কাজের জন্য নেওয়া ছুটি। এটি এক ধরনের সাধারণ ছুটি, যা সাধারণত কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া নেওয়া হয়।

Cosmic - মহাজাগতিক

কসমিক মানে মহাবিশ্ব সম্পর্কিত বা মহাবিশ্বের বিশালতা বা বিশাল কোনো বিষয় সম্পর্কিত। এটি এমন একটি বিশেষণ যা মহাবিশ্বের সবকিছু, যেমন - নক্ষত্র, গ্রহ এবং ছায়াপথকে নির্দেশ করে।

Carrier - বাহক, বাহন

Educationblog24.com

Canvas - ক্যাম্বিস কাপড়

Canvass - বিক্রি করা, প্রচারণা

ক্যানভাস হলো বিক্রি বা ভোট পাওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদন করা বা প্রচার চালানো। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক কর্মীরা ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য ক্যানভাস (প্রচার) করেন। কোনো কোম্পানির প্রতিনিধি তাদের নতুন পণ্যের অর্ডার নেওয়ার জন্য দোকানে দোকানে ক্যানভাস করেন। Propaganda - প্রচারণা

Cautionary signal - সতর্কতা-সংকেত

Centralisation - কেন্দ্রীয়করণ

কেন্দ্রীয়করণ মানে হলো ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একটি একক কেন্দ্র বা কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রক্রিয়া। বিকেন্দ্রীকরণ মানে হলো ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে বিভিন্ন শাখা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

Decentralization - বিকেন্দ্রীকরণ

Chamber of commerce - বণিক সমিতি

বণিক সমিতি হলো ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন। কোনো শহরের সব ব্যবসায়ী মিলে একটি বণিক সমিতি গঠন করলে, সেই সমিতি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে।

Chauvinism - জাত্যভিমান, উগ্রস্বাদেশিকতা

Chauvinism মানে হলো নিজের জাতি, দেশ বা গোষ্ঠীকে অন্য সব জাতি বা গোষ্ঠীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখানো।

Chronological - কালানুক্রমিক

কালানুক্রমিক মানে হলো সময় অনুযায়ী সাজানো। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ অনুযায়ী সাজানো তালিকা হলো একটি কালানুক্রমিক তালিকা।

Cold storage - হিমাগার

Commentary - ভাষ্যকার

Community - সম্প্রদায়, লোকসমাজ

Complimentary copy - সৌজন্য কপি

Compliments - অভিনন্দন

Comptroller - হিসাব-নিয়ামক

আর্থিক হিসাব নিরীক্ষণকারী কর্মকর্তা। হিসাব-নিয়ামক নিশ্চিত করেন যে, অর্থ সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে।

Communism - সাম্যবাদ

সাম্যবাদ মানে হলো এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে সমাজের সব সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণ (যেমন- কারখানা, জমি) কোনো ব্যক্তিগত মালিকানায় না থেকে পুরো সমাজের যৌথ মালিকানায় থাকে। এই ব্যবস্থায় শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য থাকে, যেখানে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

Conference - সম্মেলন

Confidential - গোপনীয়

Concrete - মূর্ত

মূর্ত মানে হলো যা বাস্তব, দৃশ্যমান এবং স্পর্শ করা যায় এমন কিছু। এটি হলো এমন একটি ধারণা যা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাস্তব জগতে তার অস্তিত্ব আছে। কোনো আইডিয়া বা পরিকল্পনা যখন বাস্তবে রূপ নেয়, তখন তা মূর্ত রূপ পায়।

Constitution - সংবিধান

সংবিধান মানে হলো কোনো দেশের সর্বোচ্চ আইন।

Constituency - নির্বাচকমণ্ডলী

নির্বাচকমণ্ডলী মানে হলো কোনো ভৌগোলিক এলাকার সেইসব ভোটারদের সমষ্টি, যারা একজন নির্দিষ্ট প্রতিনিধিকে (যেমন - সংসদ সদস্য) ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে।

Conduct - আচরণ

Consignment - চালান

Consignor - প্রেরক

Context - প্রসঙ্গ

Continental - মহাদেশীয়

Contingencies - সম্ভাব্য ব্যয়

কোনো প্রকল্পের বাজেট তৈরি করার সময় মূল খরচের বাইরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্ভাব্য ব্যয় হিসেবে রাখা হয়, যাতে যদি কোনো জরুরি সমস্যা দেখা দেয়, তখন সেই টাকা ব্যবহার করা যায়।

Copyright - লেখস্বত্ব

লেখস্বত্ব মানে হলো কোনো লেখক, শিল্পী বা নির্মাতাকে তাদের সৃষ্ট সাহিত্য, শিল্প বা কর্মের ওপর দেওয়া এক ধরনের আইনি অধিকার। এই অধিকারের কারণে অন্য কেউ তাদের অনুমতি ছাড়া সেই কর্মটি ব্যবহার, কপি বা প্রকাশ করতে পারে না।

Copy writer - লিপিকার

লিপিকার মানে হলো যে ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র বা অন্য কোনো লেখা লেখেন। কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থার লিপিকাররা পণ্যের প্রচারের জন্য আকর্ষণীয় স্লোগান এবং পণ্যের বিবরণ লেখেন।

Council - পরিষদ

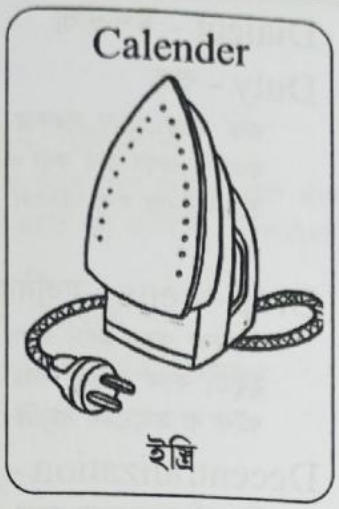
পরিষদ মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত একটি দল বা কমিটি, যেখানে বেশ কয়েকজন সদস্য থাকেন। কোনো শহরের উন্নয়নের জন্য যে নগর পরিষদ গঠিত হয়, তার সদস্যরা শহরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

Counsel - কৌঁসুলী, পরামর্শ

যিনি আদালতে আইনি পরামর্শ দেন, তাকে কৌঁসুলী বলা হয়। একজন আইনজীবী তার মক্কেলকে আইনি বিষয়ে কৌঁসুলী বা পরামর্শ দেন। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে Counsel নেওয়া উচিত।

Educationblog24.com





Counter-sign - প্রতিস্বাক্ষর

প্রতিস্বাক্ষর মানে হলো কোনো নথিতে বা দলিলে দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত স্বাক্ষর করা, যা প্রথম স্বাক্ষরের বৈধতা বা সত্যতা নিশ্চিত করে।

Crown - মুকুট

Criticism - সমালোচনা

Curriculum - পাঠ্যক্রম

Currency - মুদ্রা

Concoct - বানিয়ে বলা

বানিয়ে বলা মানে হলো মিথ্যা বা বানোয়াট গল্প বা অজুহাত তৈরি করা। কোনো ছাত্র যদি ক্লাসে দেরি করে আসে, তখন সে শিক্ষকের কাছে একটা বানোয়াট গল্প বা অজুহাত বানিয়ে বলতে পারে।

Campus - অঙ্গন

Carbon di-oxide - অঙ্গারাম্লজান

Caretaker - তত্ত্বাবধায়ক

Ceiling - ছাদের তলভাগ

Client - মক্কেল, খদ্দের

Code - সংকেত/ বিধি

Comet - ধূমকেতু

Co-ordinator - সমন্বয়কারী, সমন্বয়ক

Cordon - বেষ্টনী

বেষ্টনী মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে রাখা বা চারপাশে একটি বেড়া বা বৃত্ত তৈরি করা, যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা যানবাহন ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এটি সাধারণত পুলিশ বা সামরিক বাহিনী দ্বারা করা হয়।

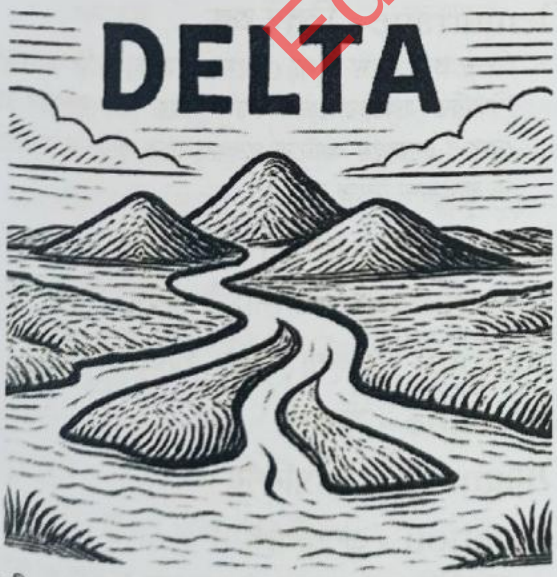
Corruption - দুর্নীতি

Crack down - সাঁড়াশি অভিযান

সাঁড়াশি অভিযান মানে হলো কোনো বেআইনি কার্যকলাপ বা অপরাধ দমন করার জন্য সরকার বা পুলিশ কর্তৃক নেওয়া একটি কঠোর ও ব্যাপক পদক্ষেপ। এটি সাধারণত হঠাৎ করে এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে করা হয়। কোনো শহরে অপরাধ বেড়ে গেলে পুলিশ অপরাধীদের ধরতে সাঁড়াশি অভিযান চালাতে পারে। চোরাচালান বন্ধ করার জন্য বর্ডারে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হয়।

D

Delta - ব-দ্বীপ



ব-দ্বীপ মানে হলো নদীর মোহনার কাছে ত্রিকোণাকার বা বাংলা 'ব' অক্ষরের মতো যে ভূমি গঠিত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মোহনায় বিশাল যে ভূমি রয়েছে, তা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

Deadlock - অচলাবস্থা

অচলাবস্থা মানে হলো এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে দুটি বা তার বেশি পক্ষ কোনো বিষয়ে একমত হতে না পারায় কোনো সিদ্ধান্ত বা অগ্রগতি হয় না। দুটি রাজনৈতিক দল যদি কোনো বিল পাস করার বিষয়ে একমত হতে না পারে এবং কেউই নিজেদের অবস্থান থেকে সরে না আসে, তাহলে সেই পরিস্থিতিকে অচলাবস্থা বলা হয়।

Deputation - প্রেষণ/ প্রতিনিধিত্ব

প্রেষণ বা প্রতিনিধিত্ব মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা দলকে একটি বিশেষ কাজ বা উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে অন্য কোথাও পাঠানো। এই প্রক্রিয়ায় একজন সরকারি কর্মচারী বা কর্মী তার মূল দপ্তর থেকে অন্য কোনো দপ্তর বা সংস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করার জন্য প্রেরিত হন।

Dowry - যৌতুক, বরপণ

Drought - খরা, অনাবৃষ্টি

Decimal - দশমিক

Design - নকশা

Debt - ঋণ

Educationblog24.com

ATM

Dockyard - পোতাঙ্গন



পোতাঙ্গন মানে হলো নৌবন্দর বা সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত একটি বিশেষ এলাকা, যেখানে জাহাজ তৈরি করা হয়, মেরামত করা হয় বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

Death penalty - মৃত্যুদণ্ড

Death certificate - মৃত্যুসনদ

Defence (Defense) – প্রতিরক্ষা

Divulge – প্রকাশ করা

Dilly dally – অযথা দেরী করা

Depreciation - অবচয়

অবচয় মানে হলো সময় এবং ব্যবহারের কারণে কোনো জিনিসের মূল্য কমে যাওয়া। একটি নতুন গাড়ি কেনার কয়েক বছর পর তার মূল্য কমে যায়, যা গাড়ির অবচয়।

Discriminatory – বৈষম্যমূলক

Directorate - পরিদপ্তর

পরিদপ্তর মানে হলো কোনো মন্ত্রণালয় বা সরকারের অধীন একটি বিশেষ বিভাগ, যা একটি নির্দিষ্ট কাজ বা নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে। কোনো দেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি পরিদপ্তর দেশের কৃষি নীতিগুলো বাস্তবায়নের কাজ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা পরিদপ্তর শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তদারকি করে।

Duplication – অনুলিপি, অনুবর্তন

অনুলিপি মানে হলো কোনো কিছুর হুবহু নকল বা কপি তৈরি করা। কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথির একটি ফটোকপি তৈরি করা হলো তার অনুলিপি তৈরি করা।

Dairy – দোহশালা

দোহশালা মানে হলো যে স্থানে গবাদি পশু থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয় এবং তা থেকে দুধের বিভিন্ন পণ্য (যেমন - দই, মাখন) তৈরি করা হয়।

Dynamite – বিস্ফোরক বিশেষ

ডিনামাইট মানে হলো এক ধরনের শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ। এটি সাধারণত পাহাড় কাটা, নির্মাণ কাজ বা ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

Dynamic - গভীর, গতিশীল

Dialect - উপভাষা

Duty - শুল্ক

শুল্ক মানে হলো সরকার কর্তৃক কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ওপর ধার্য করা কর। বিদেশ থেকে কোনো গাড়ি বা ইলেকট্রনিক্স পণ্য আনলে, তার ওপর সরকারকে শুল্ক দিতে হয়।

Drop-scene - যবনিকা পতন

যবনিকা পতন মানে হলো কোনো নাটক বা অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত, যখন মঞ্চের পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়। এটি কোনো ঘটনা বা অধ্যায়ের সমাপ্তি বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।

Decentralization - বিকেন্দ্রণ/বিকেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীকরণ মানে হলো ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণকে একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন শাখা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

Denationalization - বিরাষ্ট্রীয়করণ

বিরাষ্ট্রীয়করণ মানে হলো সরকারের মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া। কোনো দেশের সরকার যদি কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে বেসরকারি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়, তখন সেই প্রক্রিয়াকে বিরাষ্ট্রীয়করণ বলা হয়।

Demonstrator - প্রদর্শক

Declaration - ঘোষণাপত্র, ঘোষণা

Decode - সংকেতমোচন করা

সংকেতমোচন করা মানে হলো কোনো গোপন বার্তা বা সংকেতকে তার আসল এবং বোধগম্য রূপে পরিবর্তন করা। কোনো গুপ্তচর সংস্থা যখন একটি গোপন সংকেতকে তার আসল অর্থে রূপান্তর করে, তখন তাকে সংকেতমোচন করা বলা হয়।

Delegate - প্রতিনিধি

Demotion - পদাবনতি

Demurrage - বিলম্ব শুল্ক

বিলম্ব শুল্ক মানে হলো কোনো জাহাজ, গাড়ি বা কনটেইনার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে বন্দরের মধ্যে বা কোনো জায়গায় আটকে থাকলে তার জন্য যে অতিরিক্ত চার্জ বা জরিমানা দিতে হয়।

Descending order - অধঃক্রম

Designation - পদনাম/ পদবি

Diagram - নক্শা, চিত্র, পরিলেখ

Dialogue - সংলাপ

Diagnosis - রোগনির্ণয়

Dictation - শ্রুতলিপি

শ্রুতিলিপি মানে হলো কেউ মুখে মুখে যা বলে তা শুনে লেখার প্রক্রিয়া। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে কোনো বাক্য বলেন এবং শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লেখে, তখন এই প্রক্রিয়াকে শ্রুতিলিপি বলা হয়।

Dictionary - অভিধান, শব্দকোষ

Educationblog24.com

Drawee - গ্রাহক

Dispatcher - প্রেরক

Disbursement - ব্যয়ন, অর্থপ্রদান

কোনো প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে যখন সেই প্রকল্পের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়, তখন তাকে অর্থ ব্যয়ন বা ডিসবার্সমেন্ট বলা হয়।

Discharge - কার্যমুক্তি, বরখাস্ত

Disciplinary action - শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

Document - দলিল, লেখ্য

Documentary - প্রামাণ্য

প্রামাণ্য মানে হলো বাস্তব ঘটনা, মানুষ বা পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি করা কোনো চলচ্চিত্র বা তথ্যচিত্র। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আসল তথ্য তুলে ধরা এবং বাস্তবতাকে বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করা।

Draft - খসড়া

কোনো চিঠি বা প্রতিবেদন লেখার আগে তার একটি প্রাথমিক রূপ তৈরি করা হয়, যা পরে সম্পাদনা করে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এই প্রাথমিক রূপটিই হলো খসড়া।

Draftsman - নকশাকার

Due date - নির্দিষ্ট তারিখ

Duplicate copy - দ্বিতীয় প্রতিলিপি

Demonstration - প্রদর্শন

প্রদর্শন মানে হলো কোনো কিছু দেখানো, প্রকাশ করা বা জনসমক্ষে তুলে ধরা। এটি হতে পারে কোনো পণ্য, দক্ষতা বা কোনো প্রতিবাদ। কোনো নতুন পণ্যের ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তা হলো প্রদর্শন।

Democracy
গণতন্ত্র

গণতন্ত্র মানে হলো এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যেখানে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসন করে। এই ব্যবস্থায় জনগণের মতামতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

Demography
জনতত্ত্ব

জনতত্ত্ব মানে হলো জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত গবেষণা, যেখানে জনসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যু হার, বয়স, লিঙ্গ, অভিবাসন এবং জনসংখ্যার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়।

Deposit - আমানত

Deputy - উপ/ উপপ্রতিনিধি

Deputy Secretary - উপ-সচিব

Diplomat - কূটনীতিক

Diplomacy - কূটনীতি

Diplomatic - কূটনৈতিক, কৌশলপূর্ণ

Dividend - লভ্যাংশ

Donor - দাতা

Donation - দান

Domicile - স্থায়ী নিবাস

Data - উপাত্ত/ তথ্য

Debit - খরচ

Debate - বিতর্ক

Deed - দলিল

Deed of gift - দানপত্র

Defence - প্রতিরক্ষা

Duel - দ্বন্দ্বযুদ্ধ



দ্বন্দ্বযুদ্ধ কোনো দেশের সঙ্গে দেশের যুদ্ধ নয়, বরং এটি হলো দুজন ব্যক্তির মধ্যকার একটি পরিকল্পিত, ব্যক্তিগত লড়াই, যা সাধারণত সম্মান রক্ষা বা কোনো বিবাদ মীমাংসার জন্য করা হয়। আগেকার দিনে, বিশেষ করে ইউরোপের অভিজাত সমাজে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে প্রকাশ্যে অপমান করত বা তার সম্মানহানি করত, তখন সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বা সম্মান ফিরিয়ে আনতে এই ধরনের লড়াই হতো। এই লড়াইগুলো খুব নিয়ম মেনে হতো, যেখানে দুজন ব্যক্তি একে অপরের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে পিস্তল বা অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করত। এখানে পিস্তল ছিল কেবল সেই লড়াইয়ের একটি হাতিয়ার, আর সেই লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত সম্মান পুনরুদ্ধার করা, যা আইনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো।

Dual - দ্বৈত

E

Equation – সমীকরণ

সমীকরণ হলো সংখ্যা ও প্রতীক ব্যবহার করে লেখা এক ধরনের গাণিতিক বিবৃতি, যাতে দুইটি জিনিসকে গাণিতিকভাবে সমান বা সমতুল্য দেখানো হয়। সমান চিহ্ন (=) ব্যবহার করে সমীকরণ লেখা হয়। যেমন - ২ + ৩ = ৫।

Eradication – উচ্ছেদ

Extension - সম্প্রসারণ

Edition - সংস্করণ

Epic - মহাকাব্য

মহাকাব্য মানে হলো দীর্ঘ একটি কবিতা, যা কোনো বীর বা বিখ্যাত ব্যক্তির অসাধারণ ও বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ বর্ণনা করে। এটি সাধারণত কোনো জাতি বা দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং নৈতিকতাকে তুলে ধরে। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি এবং বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারত হলো বিখ্যাত মহাকাব্য।

Epicurism – ভোগবাদ

ভোগবাদ মানে হলো এমন একটি দর্শন, যা বিশ্বাস করে যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ আনন্দ বা তৃপ্তি লাভ করা। কোনো ব্যক্তি যদি শুধু নিজের আনন্দ এবং ব্যক্তিগত সুখের জন্য জীবন কাটায়, তবে তার জীবনদর্শনকে ভোগবাদ বলা যায়।

Exhibition - প্রদর্শনী

Episode - উপকাহিনি / উপাখ্যান

উপকাহিনি বা উপাখ্যান মানে হলো কোনো বড় গল্প বা ধারাবাহিক ঘটনার একটি অংশ বা পর্ব। এটি মূল গল্পের একটি নির্দিষ্ট অংশ, যা একটি সম্পূর্ণ ঘটনাকে তুলে ধরে। কোনো টেলিভিশন সিরিজের একটি নির্দিষ্ট পর্বকে 'এপিসোড' বা উপাখ্যান বলা হয়।

Embargo - অবরোধ

অবরোধ মানে হলো কোনো দেশ কর্তৃক অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বা যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া।

Blockade - অবরোধ

Emigrant - প্রবাসী

প্রবাসী মানে হলো যে ব্যক্তি তার নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে যায়।

Emigration - প্রবাসন

Emblem - প্রতীক

প্রতীক মানে হলো কোনো ধারণা, দেশ, সংস্থা বা দলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি বিশেষ চিহ্ন বা নকশা। কোনো দেশের পতাকা, বা কোনো রাজবংশের বিশেষ লোগো হলো সেই দেশের বা রাজবংশের প্রতীক।

Emancipation - মুক্তি

Emancipation মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সামাজিক, রাজনৈতিক বা আইনি বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করা। দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়াকে *Emancipation* বলা হয়।

Encyclopedia - বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষ মানে হলো জ্ঞান বা তথ্যের একটি বৃহৎ সংগ্রহ, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিস্তারিত নিবন্ধ থাকে। উইকিপিডিয়া হলো একটি বিশাল বিশ্বকোষ, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

Equality - সমতা

E-mail - বৈদ্যুতিক চিঠি

Epitaph - এপিটাফ, সমাধিলিপি



এপিটাফ বা সমাধিলিপি মানে হলো কোনো মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর লেখা সংক্ষিপ্ত বার্তা বা শিলালিপি। এটিতে সাধারণত ব্যক্তির নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এবং তার প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত কথা লেখা থাকে।

Existentialism - অস্তিত্ববাদ

একজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মনে করেন যে, জীবনের কোনো পূর্বনির্ধারিত অর্থ নেই, বরং প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব কর্ম ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজের জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।

Estimate - প্রাক্কলন, আনুমানিক হিসাব

প্রাক্কলন মানে হলো কোনো খরচ, মূল্য বা পরিমাণের একটি আনুমানিক হিসাব। কোনো বাড়ি বানানোর আগে তার সম্ভাব্য খরচ কত হতে পারে, তার একটি প্রাথমিক হিসাব করা হয়, যা হলো প্রাক্কলন।

Estimation - প্রাক্কলন

Era - যুগ

Era মানে হলো ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময়কাল, যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, পরিবর্তন বা কোনো ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের সময়কালকে একটি *Era* বলা হয়, কারণ সেই সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও ঘটনা ঘটেছিল।

External - বহিঃস্থ

Exit - প্রস্থান

Enterprise - সাহসী উদ্যোগ

কোনো তরুণ উদ্যোক্তা যখন একটি নতুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা শুরু করেন, তখন সেই কাজটি একটি Enterprise হিসেবে গণ্য হয়।

Enrolment - তালিকাভুক্তকরণ

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রথমে শিক্ষার্থীদের নাম তালিকাভুক্তকরণ করতে হয়।

Executive - নির্বাহী

কোনো কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) হলেন একজন নির্বাহী; সরকার বা সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন।

EducationBlog24.com

Excise duty - আবগারি শুল্ক
আবগারি শুল্ক মানে হলো কোনো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্য, যেমন - মদ, তামাক বা পেট্রোলের ওপর সরকার কর্তৃক ধার্য করা কর।

Eyewitness - প্রত্যক্ষদর্শী

Eyewash - ধোঁকা
nonsense or something that is not true.

Endorsement - পৃষ্ঠাঙ্কন, পৃষ্ঠ-লেখ, সত্যায়ন
Endorsement মানে হলো কোনো নথির পেছনে স্বাক্ষর করে বা লিখে তার সত্যতা, অনুমোদন বা সমর্থন নিশ্চিত করা। কোনো চেকের পেছনে স্বাক্ষর করে তা ব্যাংকে জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেওয়াকে পৃষ্ঠাঙ্কন বলা হয়।

Educationist - শিক্ষাবিদ
a person who has a special knowledge of the principles and methods of teaching.

Earned leave - অর্জিত ছুটি
অর্জিত ছুটি মানে হলো একজন কর্মচারী তার চাকরির মেয়াদ অনুসারে যে ছুটি পাওয়ার অধিকারী হন।

Editor - সম্পাদক
সম্পাদক মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো বই, সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু সম্পাদনা বা সংশোধন করার দায়িত্বে থাকেন। Editing- সম্পাদনা।

Editorial - সম্পাদকীয়
সম্পাদকীয় মানে হলো কোনো সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ নিবন্ধ, যা সাধারণত সম্পাদক বা সম্পাদকীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে লেখা হয়।

Eligibility - পাত্রতা, যোগ্যতা
যোগ্যতা মানে হলো কোনো বিশেষ পদ, কাজ বা কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত বা মান পূরণের ক্ষমতা। কোনো চাকরির আবেদন করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

Enquiry - তদন্ত

Embassy - দূতাবাস
দূতাবাস মানে হলো একটি দেশের সরকারের অফিস, যা অন্য কোনো দেশের রাজধানীতে অবস্থিত। এই দূতাবাসটি নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই দেশের নাগরিকদের সাহায্য করে এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে।

Emerald - পান্না
পান্না মানে হলো একটি বহুমূল্যবান সবুজ রঙের রত্ন। এটি এক ধরনের খনিজ এবং এটি সাধারণত গহনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। রিং বা নেকলেসে যে সুন্দর সবুজ রঙের পাথর ব্যবহার করা হয়, তা হলো পান্না।

Employment bureau - কর্মনিয়োগ সংস্থা
কর্মনিয়োগ সংস্থা হলো যে সংস্থা চাকরির ব্যবস্থা করে। কোনো কর্মনিয়োগ সংস্থা বেকারদের জন্য উপযুক্ত চাকরি খুঁজে দেয় এবং তাদের ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে।

Establishment - সংস্থাপন

Estate - ভূসম্পত্তি, মহাল, তালুক

Ethics - নীতিবিদ্যা
নীতিবিদ্যা মানে হলো মানুষের আচরণ ও নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে একটি দর্শন। এটি আলোচনা করে কী ভালো, কী মন্দ, কী উচিত এবং কী অনুচিত। কোনো চিকিৎসক যখন রোগীর তথ্য গোপন রাখেন, তখন তিনি চিকিৎসা নীতিশাস্ত্র (medical ethics) মেনে চলেন।

Evacuee - উদ্বাস্তু
উদ্বাস্তু মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো বিপদ, যেমন - যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দাঙ্গার কারণে নিজের বাড়ি বা দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

Exception - ব্যতিক্রম
ব্যতিক্রম মানে হলো কোনো সাধারণ নিয়ম বা নীতির বাইরে কিছু হওয়া। 'সব মানুষই সাধারণত ভাত খায়' - এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো সেইসব মানুষ যারা ভাত খায় না।

Exchange - বিনিময়
বিনিময় মানে হলো এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস দেওয়া বা নেওয়া। এক দেশের মুদ্রার পরিবর্তে অন্য দেশের মুদ্রা প্রদান ও গ্রহণ।

Expert - বিশেষজ্ঞ

Experiment - নিরীক্ষা/ পরীক্ষা/ অভিক্রিয়া

Ex officio - পদহেতু, পদাধিকারে
পদাধিকারবলে মানে হলো কোনো ব্যক্তি তার পদের কারণে কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা লাভ করা। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার পদাধিকারবলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কমিটির প্রধান হন।

Explanatory - ব্যাখ্যামূলক
ব্যাখ্যামূলক মানে হলো যা কোনো বিষয়কে সহজে বোঝাতে সাহায্য করে। এটি এমন একটি লেখা বা বক্তৃতা, যা কোনো জটিল বিষয়কে পরিষ্কার করে তুলে ধরে।

Explicit - বিশদ
বিশদ মানে হলো কোনো কিছু পরিষ্কার এবং সরাসরিভাবে প্রকাশ করা, যেখানে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা লুকোচুরি থাকে না।

External trade - বহির্বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য
বহির্বাণিজ্য বা বৈদেশিক বাণিজ্য মানে হলো এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পণ্য ও পরিষেবার আদান-প্রদান। বাংলাদেশ যখন অন্য দেশ থেকে পোশাক বা ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করে, তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়।

Extract - উদ্ধৃতাংশ, নির্যাস
উদ্ধৃতাংশ মানে হলো কোনো বই, কবিতা বা লেখা থেকে নেওয়া একটি ছোট অংশ। নির্যাস মানে হলো কোনো কিছুর মূল বা সারাংশ। কোনো লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যখন হুবহু তুলে ধরা হয়, তখন তাকে উদ্ধৃতাংশ বলা হয়। কোনো ফুল বা ফল থেকে যে সুগন্ধি বা স্বাদ বের করা হয়, তাকে নির্যাস বলা হয়।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

Extraordinary- অসাধারণ, বিশেষ

Extreme- চরম, অন্তিম, প্রান্তীয়

Evaluation - মূল্যায়ন

Excuse - অজুহাত

Ecstasy of happiness - পরমানন্দ

Etiquette - শিষ্টাচার

শিষ্টাচার মানে হলো সামাজিক বা পেশাগত পরিবেশে গ্রহণযোগ্য ও ভদ্র আচরণ করার নিয়মাবলি। কোনো অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় অন্যদের সম্মান করা, বা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো শিষ্টাচারের অংশ।

F

Fair price - ন্যায্য মূল্য

ন্যায্য মূল্য মানে হলো কোনো পণ্য বা পরিষেবার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য দাম, যা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্যই লাভজনক এবং যা বাজার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Foreign-Aid - বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্য মানে হলো কোনো এক দেশ কর্তৃক অন্য কোনো দেশকে দেওয়া অর্থ, খাবার বা প্রযুক্তিগত সহায়তা। কোনো দেশে বন্যা বা ভূমিকম্প হলে, অন্য দেশগুলো যখন ত্রাণ পাঠায়, তা এক ধরনের বৈদেশিক সাহায্য।

Faction - উপদল

উপদল মানে হলো কোনো বড় রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের ভেতরে থাকা একটি ছোট দল বা গোষ্ঠী।

File - নথি

নথি মানে হলো কাগজপত্র, দলিল বা তথ্যের একটি সংগ্রহ, যা একসঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়।

Filing - নথিভুক্ত

নথিভুক্ত করা মানে হলো কোনো তথ্য বা দলিলকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখা। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলো ফাইল করে বা নথিভুক্ত করে রাখা হয়, যাতে পরে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

Forgery - জালিয়াতি

জালিয়াতি মানে হলো কোনো দলিল, স্বাক্ষর বা শিল্পকর্মের নকল তৈরি করা, যাতে এটি আসল বলে মনে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে প্রতারণা করা।

For Good - চিরতরে

Financial capital - ব্যবসায়িক মূলধন

ব্যবসায়িক মূলধন মানে হলো ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত অর্থ ও আর্থিক সম্পদ। কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য একজন উদ্যোক্তা যে অর্থ বিনিয়োগ করেন, তা হলো তার ব্যবসায়িক মূলধন।

Forum - ফোরাম, মঞ্চ

Faculty - অনুষদ

Flora - উদ্ভিদকুল

উদ্ভিদকুল মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা সময়ে বিদ্যমান সব ধরনের উদ্ভিদ। এটি সেই এলাকার বন্য ও দেশীয় উদ্ভিদকে বোঝায়। সুন্দরবনের উদ্ভিদকুল প্রধানত সুন্দরী, গেওয়া ও গরান গাছ দ্বারা গঠিত।

Folk song - লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীত মানে হলো কোনো অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী গান, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই গানগুলোতে সাধারণত সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া এবং জারি-সারি গানগুলো হলো বিখ্যাত লোকসঙ্গীত।

Farce - প্রহসন

প্রহসন মানে হলো এমন একটি হাস্যরসাত্মক নাটক বা পরিস্থিতি, যা বাস্তবতাহীন ও অতিরঞ্জিত ঘটনার মাধ্যমে দর্শকদের হাসানোর চেষ্টা করে।

Fascism - ফ্যাসিবাদ

ফ্যাসিবাদ মানে হলো এমন এক ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ, যেখানে একজন স্বৈরাচারী শাসক বা একটি রাজনৈতিক দল চরম জাতীয়তাবাদ এবং সামরিক শক্তি ব্যবহার করে দেশের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনি এবং জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলারের শাসনকে ফ্যাসিবাদ-এর উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়।

Fauna - প্রাণিকুল

প্রাণিকুল মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা সময়ে বিদ্যমান সব ধরনের প্রাণী। সুন্দরবনের প্রাণিকুলের মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি উল্লেখযোগ্য।

Feature film - কাহিনিচিত্র

কাহিনিচিত্র মানে হলো একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র, যা একটি সম্পূর্ণ গল্প বা কাহিনি বর্ণনা করে। অপুর সংসার বা পথের পাঁচালী-এর মতো পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমাগুলো হলো কাহিনিচিত্র।

Feudal - সামন্ততান্ত্রিক, সামন্তবাদী

সামন্ততান্ত্রিক বা সামন্তবাদী মানে হলো এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে জমির মালিকানা ও ক্ষমতা কিছু উচ্চপদস্থ বা অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে থাকে। এই ব্যবস্থার অধীনে কৃষকরা জমির মালিকের অধীনে কাজ করত এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত।

Formality - আনুষ্ঠানিক আদেশ

কোনো সরকারি দপ্তরে কাজ করার সময় প্রতিটি ধাপের জন্য যে নিয়মকানুন বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, তা হলো এক ধরনের আনুষ্ঠানিক আদেশ।

Formulation - সূত্রায়ন

সূত্রায়ন মানে হলো কোনো ধারণা বা পরিকল্পনাকে একটি পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর আকারে প্রকাশ করা। কোনো নতুন ওষুধ তৈরির আগে বিজ্ঞানীরা তার রাসায়নিক গঠন এবং তৈরির প্রক্রিয়াকে সূত্রায়ন করেন।

Freedom of speech - বাক্‌স্বাধীনতা

বাক্‌স্বাধীনতা মানে হলো যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত, বিশ্বাস বা চিন্তা প্রকাশ করার

Educationblog24.com

Forecast - পূর্বাভাস
পূর্বাভাস মানে হলো ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার একটি আনুমানিক বা বৈজ্ঞানিক ধারণা। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয় যে আগামীকাল বৃষ্টি হতে পারে। এটি আবহাওয়ার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া একটি পূর্বাভাস।

Format - ফর্মা
ফর্মা মানে হলো কোনো কিছুকে সাজানোর বা বিন্যাস করার পদ্ধতি বা শৈলী। কোনো বই বা নথির লেখার ধরন, ফন্টের আকার এবং শিরোনামের বিন্যাসকে তার ফর্মা বলা হয়।

Free market - খোলা বাজার/ মুক্ত বাজার
খোলা বাজার বা মুক্ত বাজার মানে হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে পণ্য ও পরিষেবার দাম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং ক্রেতা ও বিক্রেতার চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।

Face value - অভিহিত মূল্য
অভিহিত মূল্য মানে হলো কোনো শেয়ার, বন্ড বা মুদ্রার ওপর লেখা মূল্য। কোনো কোম্পানির শেয়ার যে দামে বাজারে ছাড়া হয়। কোম্পানি যদি একটি শেয়ারের দাম ১০ টাকা ধরে, তাহলে তার অভিহিত মূল্য হলো ১০ টাকা। কিন্তু বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এর দাম ২০ টাকাও হতে পারে।

Fiction - কথাসাহিত্য
কথাসাহিত্য মানে এমন এক ধরনের সাহিত্য বা রচনা, যা বাস্তব নয় বরং লেখকের কল্পনাপ্রসূত গল্প নিয়ে লেখা হয়। এর মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প এবং রূপকথার মতো রচনা অন্তর্ভুক্ত।

Financier - অর্থসংস্থানকারী
অর্থসংস্থানকারী মানে হলো যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসা বা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে।

Fine Arts - ললিতকলা, চারুকলা
ললিতকলা বা চারুকলা মানে হলো চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং সঙ্গীতসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম, যা মূলত সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়।

Fishery - মৎস্যক্ষেত্র, মৎস্যবিদ্যা, মৎস্যপালন

Flat rate - সমহার/ একদর, সাধারণ মূল্য, বাঁধা দর
সমহার বা একদর মানে হলো কোনো পণ্য বা পরিষেবার জন্য নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট বা একই মূল্য, যা ব্যবহার বা পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। কোনো ইন্টারনেট প্যাকেজের মূল্য যদি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়, তা ব্যবহারের পরিমাণের ওপর নির্ভর না করে, তখন সেই মূল্যকে সমহার বলা হয়।

Flexibility - নমনীয়তা, নম্যতা, নমনশীলতা

Floriculture - পুষ্পবিদ্যা
পুষ্পবিদ্যা মানে হলো ফুল চাষ এবং ফুল গাছ সম্পর্কে গবেষণা বা জ্ঞান।

Folio - পত্র, পাতা
পত্র বা পাতা মানে হলো কোনো বই বা পাণ্ডুলিপির একটি কাগজ, যার উভয় দিকেই লেখা থাকে। কোনো পুরোনো পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পাতা বা পত্র খুব সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়।

Freezing point - হিমাঙ্ক

Footprint - পায়ের ছাপ, পদচিহ্ন

Foreman - সর্দার

Forestry - বনবিদ্যা, অরণ্যবিদ্যা
বনবিদ্যা বা অরণ্যবিদ্যা মানে হলো বন ও বনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন।

Foreword - পূর্বকথা, প্রস্তাবনা, ভূমিকা
পূর্বকথা বা প্রস্তাবনা মানে হলো কোনো বইয়ের শুরুর দিকে লেখা একটি ভূমিকা, যা বইয়ের মূল লেখক ছাড়া অন্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞ দ্বারা লেখা হয়। কোনো বিখ্যাত লেখক যখন অন্য কোনো লেখকের বইয়ের শুরুতে কিছু লিখে বইটির প্রশংসা করেন, তখন সেই লেখাটিকে পূর্বকথা বলা হয়।

Forfeit - বাজেয়াপ্ত করা
বাজেয়াপ্ত করা মানে হলো কোনো আইন, চুক্তি বা শর্ত ভঙ্গ করার কারণে কোনো বস্তু, অধিকার বা সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া।

Freight - মালের ভাড়া, ভাড়া, মাশুল
মালের ভাড়া বা মাশুল মানে হলো জাহাজ, ট্রেন, ট্রাক বা বিমানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য যে খরচ নেওয়া হয়।

Funeral - শেষকৃত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
শেষকৃত্য বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মানে হলো কোনো মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে আয়োজিত আনুষ্ঠানিকতা।

Fact - ঘটনা

Famine - দুর্ভিক্ষ

Follow-up - অনুসরণ করা

Fundamental - মৌল/ মৌলিক/ মূল

G

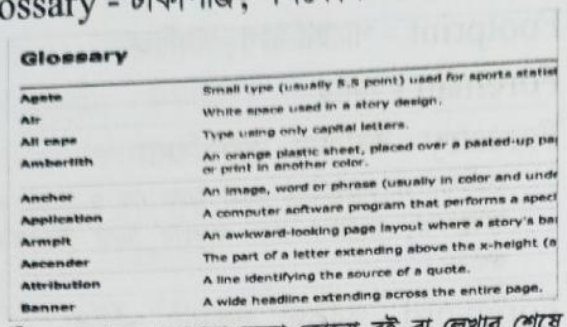
Gazette - ঘোষণাপত্র
ঘোষণাপত্র মানে হলো সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি বা সাময়িকী, যেখানে বিভিন্ন সরকারি আদেশ, আইন, নিয়োগ বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এটি সরকারি কার্যক্রমের একটি প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। কোনো নতুন আইন প্রণীত হলে তা ঘোষণাপত্র আকারে প্রকাশিত হয়।

Gazetted - ঘোষিত
ঘোষিত মানে হলো আনুষ্ঠানিকভাবে বা ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত। কোনো সরকারি কর্মকর্তার পদোন্নতি যখন ঘোষিত হয়, তখন তার অর্থ হলো এই খবরটি সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

General assembly - সাধারণ পরিষদ
সাধারণ পরিষদ মানে হলো জাতিসংঘের মতো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান নীতি-নির্ধারণী অঙ্গ, যেখানে সব সদস্য দেশই সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Educationblog24.com

Glossary - টীকাপঞ্জি, শব্দকোষ



Glossary

Agate	Small type (usually 5.5 point) used for sports statist
Air	White space used in a story design.
All caps	Type using only capital letters.
Ambertith	An orange plastic sheet, placed over a pasted-up pa or print in another color.
Anchor	An image, word or phrase (usually in color and unde
Application	A computer software program that performs a spec
Armpit	An awkward-looking page layout where a story's ba
Ascender	The part of a letter extending above the x-height (a
Attribution	A line identifying the source of a quote.
Banner	A wide headline extending across the entire page.

টীকা বা শব্দকোষ মানে হলো কোনো বই বা লেখার শেষে ব্যবহৃত কঠিন শব্দগুলোর একটি তালিকা, যেখানে শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে।

Generation - প্রজন্ম, জনন

Gain - অর্জন/লাভ

General manager – মহাব্যবস্থাপক

Graduate – স্নাতক

Get up - অঙ্গসজ্জা

General post office (G.P.O) - মহা-ডাকঘর

Germicide - জীবাণুনাশক

Genocide - গণহত্যা

গণহত্যা মানে হলো কোনো জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী বা গোত্রের বিপুল সংখ্যক মানুষকে পদ্ধতিগত ও পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা। রুয়ান্ডা বা কম্বোডিয়ার ইতিহাসে সংঘটিত গণহত্যা মানব ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায়।

Guideline – নির্দেশনা

Gratuity - আনুতোষিক / পারিতোষিক

আনুতোষিক বা পারিতোষিক মানে হলো কোনো কর্মচারী তার চাকরি জীবন শেষে এককালীন যে অতিরিক্ত অর্থ পান। এটি চাকরির দীর্ঘমেয়াদী সেবার জন্য একটি বিশেষ সম্মাননা।

Green Room – সাজঘর

সাজঘর মানে হলো নাটক, টেলিভিশন বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের মঞ্চ বা স্টুডিওর পেছনে অবস্থিত একটি কক্ষ, যেখানে অভিনয়শিল্পীরা নিজেদের সাজসজ্জা করেন এবং প্রস্তুতির জন্য বিশ্রাম নেন।

Goods - পণ্যদ্রব্য

Governing body - পরিচালনা সংস্থা

Gradation - পর্যায়, ক্রমায়ণ

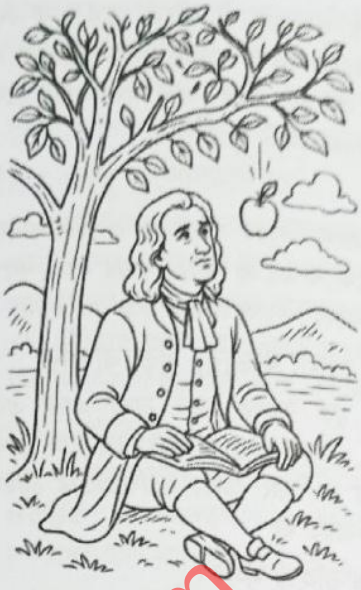
পর্যায় বা ক্রমায়ণ মানে হলো কোনো কিছুকে ধাপে ধাপে বা নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানোর প্রক্রিয়া। কোনো শিক্ষার্থীর নম্বর অনুসারে তাদের ফলাফলকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজানো হলো এক ধরনের পর্যায় বা গ্রেডেশন।

Grand total - সর্বমোট, পূর্ণ যোগফল

Geology - ভূতত্ত্ব

ভূতত্ত্ব মানে হলো পৃথিবীর গঠন, এর উপাদান, এর ইতিহাস এবং এর ওপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

Gravitation - মহাকর্ষ



মহাকর্ষ মানে হলো মহাবিশ্বের দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বল। এই বলের কারণেই গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে ঘোরে এবং কোনো বস্তু ওপর থেকে নিচে পড়ে। পৃথিবী এবং তার ওপর থাকা যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে, তা হলো মহাকর্ষ। এই বলের কারণেই আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

Grant-in-aid - সহায়ক অনুদান, সহায়ক মঞ্জুরি

সহায়ক অনুদান বা সহায়ক মঞ্জুরি মানে হলো সরকার কর্তৃক কোনো স্থানীয় সংস্থা, স্কুল বা এনজিও-কে দেওয়া আর্থিক সহায়তা, যা তাদের কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা প্রকল্পের জন্য দেওয়া হয়।

Grantor - দাতা

Granary - শস্যাগার

Group insurance - গোষ্ঠী বীমা

গোষ্ঠী বীমা মানে হলো একই পেশা বা সংস্থার কর্মীদের জন্য একসাথে করা এক ধরনের বীমা ব্যবস্থা। এতে কোনো ব্যক্তি আলাদাভাবে বীমা না করে, একটি পুরো দল বা গোষ্ঠী একসাথে বীমার সুবিধা পায়। কোনো কোম্পানি যদি তাদের সব কর্মীর জন্য স্বাস্থ্য বীমা করে, তাহলে সেই বীমাটিকে গোষ্ঠী বীমা বলা হয়।

Gypsy - বেদে

বেদে মানে হলো যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর একজন সদস্য। এই যাযাবররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় বেদে সম্প্রদায়ের মানুষরা নৌকা বা তাঁবুতে বসবাস করে এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

Guard - রক্ষী, প্রহরী

Galaxy - ছায়াপথ

ছায়াপথ মানে হলো মহাবিশ্বের একটি বিশাল গঠন, যা অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ, ধূলিকণা এবং গ্যাস দিয়ে গঠিত। আমাদের সৌরজগৎ যে ছায়াপথে অবস্থিত, তার নাম আকাশগঙ্গা বা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি।

Gist - সারমর্ম, সারকথা

সারমর্ম বা সারকথা মানে হলো কোনো দীর্ঘ লেখা, বক্তৃতা বা গল্পের প্রধান এবং মূল বিষয়বস্তু।

Educationblog24.com

Global - বৈশ্বিক

বৈশ্বিক মানে হলো যা সারা বিশ্ব বা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, কারণ এটি সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশকে প্রভাবিত করে।

Godown - গুদাম

Goodwill - সুনাম

Governing body - পরিচালনা পর্ষদ

পরিচালনা পর্ষদ মানে হলো কোনো সংস্থা, স্কুল বা ক্লাব পরিচালনার জন্য গঠিত একটি কমিটি বা দল। এই দলের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার দায়িত্বে থাকেন।

Grade - পর্যায়, অধক্রম, মাত্রাশ্রেণি

Graph - চিত্রলেখ

Grant - অনুদান

অনুদান মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দেওয়া অর্থ বা সহায়তা। সরকার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বা গবেষণার জন্য অর্থ দিলে, তাকে অনুদান বলা হয়।

Green house - সবুজ বলয়



সবুজ বলয় মানে হলো কাঁচ বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি ঘর, যা গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে। এটি সাধারণত এমন স্থানে ব্যবহার করা হয়, যেখানে আবহাওয়া গাছপালা জন্মানোর জন্য উপযুক্ত নয়। ঠান্ডা আবহাওয়ার দেশে সবজির চাষ করার জন্য প্রায়ই সবুজ বলয় ব্যবহার করা হয়।

Gross total - সর্বমোট *(Grand Total)*

Guarantee - নিশ্চয়করণ, অঙ্গিকার

Gunny - চট (পাট বা শনের চট)



Guardianship - অভিভাবকত্ব, অভিভাবকতা

H

Handy – ব্যবহারে সুবিধাজনক

হ্যান্ডি মানে হলো সহজে ব্যবহারযোগ্য বা বহনযোগ্য। কোনো ছোট যন্ত্র যা সহজেই পকেটে রাখা যায়, তা হলো একটি হ্যান্ডি ডিভাইস।

Hand-out - জ্ঞাপন পত্র

হ্যান্ড-আউট মানে হলো কোনো সভা, বক্তৃতা বা ক্লাসে শ্রোতাদের বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য দেওয়া লিখিত তথ্য বা সারাংশ। এটি সাধারণত কোনো বিষয়ের প্রধান পয়েন্টগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে। কোনো সেমিনারে বক্তৃতার মূল বিষয়গুলো লিখিতভাবে দেওয়া হলে তাকে হ্যান্ড-আউট বলা হয়।

Handbill - প্রচারপত্র

হ্যান্ডবিল মানে হলো ছোট আকারের এক ধরনের প্রচারপত্র, যা সাধারণত হাতে হাতে বিতরণ করা হয়। কোনো নতুন দোকান খোলার বিজ্ঞাপন দিতে যে ছোট প্রচারপত্রগুলো রাস্তায় বিলি করা হয়, তা হলো হ্যান্ডবিল।

Heroin – মারফিন থেকে তৈরি মাদকবিশেষ

Hierarchy – আধিপত্য পরম্পরা

হায়ারার্কি মানে হলো কোনো সংস্থা বা সমাজের ক্ষমতা বা পদমর্যাদার স্তরবিন্যাস। কোনো অফিসের কর্মীদের পদমর্যাদা, যেমন - ম্যানেজার, সুপারভাইজার এবং কর্মী - এই স্তরগুলোকে একত্রে হায়ারার্কি বলা হয়।

Hypothesis – অনুমান

অনুমান মানে হলো কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঘটনার একটি প্রাথমিক এবং পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যা। কোনো বিজ্ঞানী যদি বলেন, 'যদি কোনো গাছে বেশি সূর্যালোক দেওয়া হয়, তাহলে এটি দ্রুত বাড়বে', তবে এটি একটি অনুমান। পরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এটি সত্য কি না।

Homicide – নরহত্যা

High tide- জোয়ার

হাই টাইড মানে হলো জোয়ার বা সাগরে জলের স্তর সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে আসা। জোয়ারের সময় সাগরের জল খুব উঁচু হয়ে উপকূলে চলে আসে।

Handicraft - হস্তশিল্প

হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট মানে হলো হাতে তৈরি শিল্পকর্ম বা জিনিসপত্র। বাঁশ, বেত বা মাটি দিয়ে তৈরি জিনিসগুলো হলো হস্তশিল্পের উদাহরণ।

Housing - আবাসন, গৃহায়ন

হাউজিং মানে হলো মানুষের বসবাসের জন্য আবাসন বা গৃহায়ন ব্যবস্থা।

Humidity - আর্দ্রতা

হিউমিডিটি মানে হলো আর্দ্রতা বা বাতাসে জলের পরিমাণের উপস্থিতি। গরমের দিনে আর্দ্রতা বেড়ে গেলে খুব ঘাম হয়।

Hypocrisy - কপটতা, ভণ্ডামি

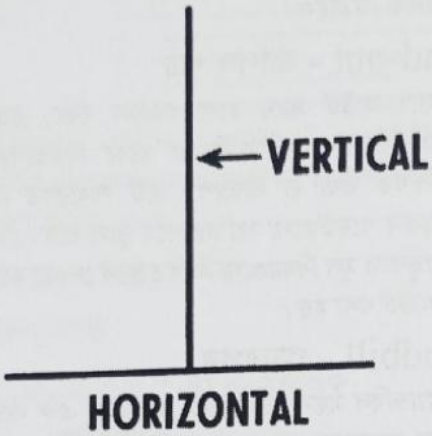
Humanity – মানবতা

Educationblog24.com

Horizon - দিগন্ত

হরাইজন মানে হলো দিগন্ত বা আকাশ এবং পৃথিবীর যে কাল্পনিক রেখাটি মিলিত হয়েছে বলে মনে হয়। সূর্যাস্তের সময় দিগন্তরেখা খুব সুন্দর দেখায়।

Horizontal - অনুভূমিক



অনুভূমিক মানে হলো আড়াআড়ি বা ভূমি সমান্তরাল। এটি হলো এমন একটি দিক যা সোজাভাবে মাটি বরাবর চলে। কোনো ছবিতে যখন দিগন্তের মতো একটি রেখা আঁকা হয়, তখন সেটি অনুভূমিক রেখা।

Vertical - উল্লম্ব, খাড়া

Hydraulic - জলীয়

হাইড্রোলিক মানে হলো জল বা অন্য কোনো তরলের চাপ ব্যবহার করে কোনো যন্ত্রকে সচল করার পদ্ধতি। কোনো বড় ক্রেন বা ভারী যন্ত্রপাতি জলীয় চাপের সাহায্যে কাজ করে।

Hybrid - সংকর

হাইব্রিড মানে হলো দুটি ভিন্ন প্রজাতির মিশ্রণে তৈরি করা কিছু। দুটি ভিন্ন জাতের ফুলগাছের মিলনে যে নতুন ফুলগাছ জন্মায়, তা একটি হাইব্রিড ফুলগাছ।

Hydrogen - উদযান

হাইড্রোজেন হলো একটি গ্যাস যা মহাবিশ্বের সবচেয়ে হালকা এবং যাতে প্রচুর পরিমাণে মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। জল (H_2O) হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত।

Human values – মানবিক মূল্যবোধ

হিউম্যান ভ্যালুস মানে হলো মানবিক মূল্যবোধ বা নৈতিক নীতি, যা মানুষকে সৎ, দয়ালু এবং সম্মানজনকভাবে আচরণ করতে সাহায্য করে। সততা, দয়া এবং সহানুভূতি হলো কিছু মানবিক মূল্যবোধ।

Honorary - অবৈতনিক, সাম্মানিক

Honorary মানে হলো অবৈতনিক বা সাম্মানিক পদ, যার জন্য কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সংস্থায় বিনা বেতনে কোনো পদ গ্রহণ করেন, তাহলে সেই পদটিকে অবৈতনিক বলা হয়।

Hood – ঢাকনা, শিরোবেষ্টন

হুড মানে হলো কোনো কিছু ঢাকার জন্য ব্যবহৃত একটি আচ্ছাদন বা ঢাকনা। গাড়িতে ইঞ্জিনের ওপর যে ঢাকনা থাকে, তাকে হুড বলা হয়। শীতের পোশাকে মাথার যে অংশ থাকে, তাকেও হুড বলা হয়।

Honorable - মাননীয়

Honorarium - সম্মানী

Hostage - জিম্মি

হোস্টেজ মানে জিম্মি বা এমন একজন ব্যক্তি যাকে অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের দাবিপূরণের জন্য আটকে রাখে। সন্ত্রাসীরা তাদের দাবি পূরণ করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে জিম্মি করে রাখতে পারে।

Hostile - শত্রুভাবাপন্ন, বৈরী

Hygiene – স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যা

হাইজিন মানে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যবিধি, যা রোগ প্রতিরোধ এবং শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ভালো অভ্যাস সম্পর্কে কাজ করে। ভালো অভ্যাস সম্পর্কিত বিদ্যা।

Higgling (haggling) - দর কষাকষি

হিগলিং মানে হলো দর কষাকষি বা কোনো কিছুর দাম নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আলোচনা।

Host - স্বাগতিক

হোস্ট মানে হলো স্বাগতিক বা যিনি কোনো অনুষ্ঠান বা পার্টির আয়োজন করেন এবং অতিথিদের স্বাগত জানান।

Hostess - বাড়িওয়ালা

Horticultural - উদ্যানিক/ উদ্যানবিদ্যা সংক্রান্ত

Horticulturist - উদ্যানবিদ

হর্টিকালচারিস্ট মানে হলো উদ্যানবিদ বা যে ব্যক্তি বাগান করা, ফুল ও ফল চাষ এবং উদ্যানবিদ্যা নিয়ে কাজ করেন।

Headline - শিরোনাম

Hearing - শ্রবণ / শুনানি

শ্রবণ মানে হলো শোনা বা শোনার ক্ষমতা। শুনানি মানে হলো কোনো মামলা বা অভিযোগের বিচার বা তদন্তের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যে আলোচনা বা সভার আয়োজন করা হয়। কোনো আদালতে বিচারক যখন কোনো মামলার উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন, তখন সেই প্রক্রিয়াকে শুনানি বলা হয়।

Highway - রাজপথ/ মহাপথ

হাইওয়ে মানে হলো রাজপথ বা কোনো শহরের মধ্যকার বা দুটি শহরের মধ্যকার একটি প্রধান রাস্তা, যা সাধারণত দ্রুতগতির যানবাহনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

Home Ministry- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

Heavenly body - জ্যোতিষ্ক

হেভেনলি বডি মানে হলো জ্যোতিষ্ক বা মহাবিশ্বের কোনো প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন - চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র বা গ্রহ।

প্রাচীনকালে মানুষ আকাশকে *Heaven* বা স্বর্গ হিসেবে দেখত, যা ছিল দেবতাদের বা ঈশ্বরের আবাসস্থল। সেই সময়ে আকাশের সমস্ত বস্তু, যেমন - সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র–এগুলোকে স্বর্গীয় বা পবিত্র কিছু হিসেবে মনে করা হতো। *Body* শব্দের অর্থ হলো বস্তু। তাই, *Heavenly Body* মানে হলো 'আকাশে থাকা বস্তু'। এই কারণেই আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে *Heavenly Body* বলা হয়।

Educationblog24.com

Intellectual - বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবী মানে হলো যিনি তার বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ, যেমন - লেখা, গবেষণা বা চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবদান রাখেন। কোনো লেখক, বিজ্ঞানী বা দার্শনিককে বুদ্ধিজীবী বলা হয়।

Inflation - মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতি মানে হলো কোনো দেশে পণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, যার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। যদি এক বছর আগে ১০০ টাকায় এক কেজি চাল কেনা যেত, আর এখন সেই একই চাল কিনতে ১২০ টাকা লাগে, তাহলে বুঝতে হবে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে।

Isolation - বিচ্ছিন্নকরণ

বিচ্ছিন্নকরণ মানে হলো কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বস্তুকে অন্য সবার থেকে আলাদা বা দূরে রাখা। এটি সাধারণত কোনো রোগ ছড়ানো থেকে রক্ষা করতে বা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর বিশেষ নজরদারির জন্য করা হয়।

Indigenous - স্বদেশী

Industrious - পরিশ্রমী

In abeyance - স্থগিত করা

Inverse - বিপরীত

Index - নির্ঘণ্ট/ সূচক

নির্ঘণ্ট বা সূচক মানে হলো কোনো বই বা নথির শুরুতে থাকা একটি তালিকা, যা বইয়ের ভেতরে থাকা বিষয়বস্তু বা গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো কোন পৃষ্ঠায় আছে তা নির্দেশ করে।

Index number - সূচক-সংখ্যা

কোনো দেশের পণ্যের দাম গত বছরের তুলনায় কতটা বেড়েছে, তা পরিমাপ করার জন্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

Incumbent - পদধারী

পদধারী মানে হলো যে ব্যক্তি বর্তমানে কোনো পদে কাজ করছেন। কোনো অফিসের বর্তমান ম্যানেজারকে সেই পদের পদধারী বলা হয়।

Impeachment - অভিসংশন, মহাভিযোগ

অভিসংশন বা মহাভিযোগ মানে হলো কোনো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা (যেমন - রাষ্ট্রপতি) গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হলে তাকে পদ থেকে অপসারণ করার আইনি প্রক্রিয়া।

Interview - সাক্ষাৎকার

Investigation - অনুসন্ধান

Imperialism- সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ মানে হলো কোনো শক্তিশালী দেশ কর্তৃক অন্য কোনো দুর্বল দেশ বা অঞ্চলের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হলো এর একটি বড় উদাহরণ, যেখানে ব্রিটেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

Ivory - হাতির দাঁত



প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদের অলংকারে হাতির দাঁতের কারুকাজ ব্যবহার করা হতো।

Illusionism - ভ্রান্তিবাদ

ভ্রান্তিবাদ মানে হলো এমন একটি শিল্প কৌশল, যা দর্শকদের কাছে কোনো কিছুকে বাস্তব বলে ভ্রম তৈরি করে। একজন জাদুকর যখন কোনো জিনিসকে বাতাসে ভাসিয়ে দেন, তখন তিনি এক ধরনের ভ্রান্তিবাদ-এর কৌশল ব্যবহার করেন।

Installation - স্থাপন, স্থাপনা

স্থাপন বা স্থাপনা মানে হলো কোনো যন্ত্র বা সিস্টেমকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা বা কার্যকর করার প্রক্রিয়া। নতুন কম্পিউটার সফটওয়্যার কম্পিউটারে স্থাপন করা।

Instalment - কিস্তি

কিস্তি মানে হলো কোনো ঋণ বা পণ্যের মোট দামকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা।

Intelligence test - বুদ্ধি-অভীক্ষা

বুদ্ধি-অভীক্ষা মানে হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার জন্য তৈরি করা এক ধরনের পরীক্ষা। কোনো চাকরি বা স্কুলে ভর্তির আগে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি-অভীক্ষা নেওয়া হয়।

Interfare - হস্তক্ষেপ করা

Interpreter - দোভাষী, ভাষান্তরিক

দোভাষী বা ভাষান্তরিক মানে হলো যে ব্যক্তি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় কথা বলে বা লিখিত অনুবাদ করেন। কোনো আন্তর্জাতিক সভায় যখন কোনো বিদেশি বক্তা কথা বলেন, তখন একজন দোভাষী তার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দেন।

Interrogation - জিজ্ঞাসাবাদ

Intra-state - রাষ্ট্রমধ্যস্থ

রাষ্ট্রমধ্যস্থ মানে হলো কোনো একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যকার। কোনো দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যকার বাণিজ্যকে রাষ্ট্রমধ্যস্থ বাণিজ্য বলা হয়।

Issue - প্রচার

Initial - প্রারম্ভিক

Irrational - অযৌক্তিক

Idiom - বাগ্‌ধারা

Educationblog24.com

Immigrant
অভিবাসী
অভিবাসী মানে হলো যে ব্যক্তি অন্য কোনো দেশ থেকে আপনার দেশে আসে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। যদি কোনো ব্যক্তি ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তাহলে তিনি বাংলাদেশের জন্য অভিবাসী।

Immigration
অভিবাসন
অভিবাসন মানে হলো অন্য কোনো দেশ থেকে এসে নতুন কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রক্রিয়া।

Emigrant
প্রবাসী
প্রবাসী মানে হলো যে ব্যক্তি নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে চলে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তাহলে তিনি বাংলাদেশের জন্য প্রবাসী।

Emigration
প্রবাসে গমন
প্রবাসে গমন মানে হলো নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া। উচ্চশিক্ষা বা উন্নত জীবনের সন্ধানে অনেক তরুণ-তরুণী প্রবাসে গমন করে।

Invoice - চালান
চালান মানে হলো বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার কাছে পাঠানো একটি লিখিত নথি, যেখানে বিক্রি হওয়া পণ্য বা পরিষেবার তালিকা, পরিমাণ এবং মোট মূল্য লেখা থাকে। এটি একটি বিল বা মূল্যপত্র। কোনো দোকান থেকে পণ্য কেনার পর আপনাকে যে বিল দেওয়া হয়, তা এক ধরনের চালান।

Information technology - তথ্য-প্রযুক্তি

Irrigation - সেচ, জলসেচ
সেচ বা জলসেচ মানে হলো কৃষি জমিতে কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহ করার প্রক্রিয়া। এটি সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে করা হয়, যখন বৃষ্টির জল অপর্যাপ্ত থাকে। কৃষকরা খাল, নদী বা নলকূপের মাধ্যমে জমিতে জল দিয়ে সেচ-এর ব্যবস্থা করেন।

Invention - উদ্ভাবন
Invention মানে হলো নতুন কিছু তৈরি করা। এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। *Discover* মানে হলো যা আগে থেকেই ছিল, তা খুঁজে বের করা। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

Injunction - নিষেধাজ্ঞা
নিষেধাজ্ঞা মানে হলো আদালত কর্তৃক জারি করা একটি আদেশ, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। কোনো কোম্পানি যদি কোনো পণ্য উৎপাদন করে যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে আদালত সেই কোম্পানিকে সেই পণ্য উৎপাদন থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

In lieu of - পরিবর্তে

Investment - বিনিয়োগ,লগ্নি

Interim - অন্তর্বর্তীকালীন
অন্তর্বর্তীকালীন মানে হলো দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী একটি সংক্ষিপ্ত বা অস্থায়ী সময়কাল। কোনো নির্বাচনে নতুন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনা করতে পারে।

Inventory - ফর্দ
ফর্দ মানে হলো কোনো দোকান, গুদাম বা প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা সব পণ্য বা সম্পদের একটি বিস্তারিত তালিকা। বছরের শেষে কোনো দোকান তার গুদামের সমস্ত পণ্যের ফর্দ তৈরি করে, যাতে কোন পণ্য কত পরিমাণে আছে তা জানা যায়। ফর্দ অর্থ তালিকা।

Invigilator - পর্যবেক্ষক
পর্যবেক্ষক মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলাকালীন পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন।

Illegible - দুষ্পাঠ্য
দুষ্পাঠ্য মানে হলো যা পড়া বা বোঝা কঠিন। কোনো চিকিৎসকের হাতের লেখা প্রায়শই দুষ্পাঠ্য হয়।

Idealism - ভাববাদ
কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন যে একটি ভালো, নিখুঁত এবং আদর্শ সমাজ কেবল একটি সুন্দর ধারণার মাধ্যমে তৈরি হতে পারে, তাহলে তার সেই বিশ্বাসকে ভাববাদ বলা হয়।

Ideology - মতাদর্শ
মতাদর্শ মানে হলো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিশ্বাস বা ধারণার সমষ্টি, যা কোনো ব্যক্তি, দল বা দেশকে পরিচালিত করে।

Implementation - রূপায়ণ, বাস্তবায়ন

Imprisonment - কারাদণ্ড

Inauguration ceremony - উদ্বোধন-অনুষ্ঠান
উদ্বোধন-অনুষ্ঠান মানে হলো কোনো নতুন ভবন, প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুরু করার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান।

Incentive - প্রেরণা
প্রেরণা মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করার জন্য দেওয়া কোনো কিছু, যেমন - পুরস্কার, বোনাস বা বিশেষ সুবিধা।

Incidental expenses - আনুষঙ্গিক ব্যয়
আনুষঙ্গিক ব্যয় মানে হলো কোনো প্রধান খরচ ছাড়াও অন্যান্য ছোটখাটো বা অপ্রত্যাশিত খরচ।

Increment - বেতন বৃদ্ধি
বেতন বৃদ্ধি মানে হলো কর্মচারীর বেতন একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর বৃদ্ধি করা। এটি সাধারণত কর্মীদের কর্মদক্ষতা বা চাকরির মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়।

Ineligible - অযোগ্য

Inheritance - উত্তরাধিকার

Innovation - উদ্ভাবন

Insecticide - কীটনাশক

Educationblog24.com

ATM

Inorganic - অজৈব
অজৈব মানে হলো যে পদার্থে কার্বন যৌগ থাকে না বা যা জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে আসে না। জল, লবণ বা লোহা হলো অজৈব পদার্থ।

Inspection - পরিদর্শন

J

Jingling of anklet - নূপুরের রুনুঝুনু



নূপুরের ধ্বনিকে এক কথায় - নিক্বণ বলা হয়।

Jacket - কঞ্চুক, বহিরাবরণ

Jerkin - আঁটোসাটো জামা
প্রাচীনকালে পুরুষদের ব্যবহৃত চামড়ার তৈরি এক ধরনের জ্যাকেট।

Justification for – সমর্থন

Jail code - কারাবিধি
কারাবিধি মানে হলো কারাগার পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুন এবং আইন।

Judge - বিচারক

Judgement - বিচার, রায়, সিদ্ধান্ত

Judiciary - বিচারিকবর্গ

Justice - ন্যায় বিচার, বিচারপতি

Jupiter - বৃহস্পতি
জুপিটার মানে হলো বৃহস্পতি, যা আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ।

Journal - পত্রিকা, জাবেদা খাতা
জার্নাল মানে হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রকাশিত একটি সাময়িকী বা পত্রিকা, যেখানে সেই বিষয়ের ওপর নতুন গবেষণা বা লেখা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য বৈজ্ঞানিক জার্নাল ব্যবহার করেন। আবার জার্নাল হলো কোনো অ্যাকাউন্টিং বইয়ের একটি অংশ যেখানে লেনদেনের রেকর্ড রাখা হয়।

Jeweller - মণিকার

Junction - সংগম, সংযোগ, সন্ধি
জাংশন মানে হলো সংগম, সংযোগ বা সন্ধিস্থল, যেখানে দুটি বা তার বেশি রাস্তা, নদী বা রেললাইন একত্রিত হয়।

Jobwork - খুচরো কাজ
জবওয়ার্ক মানে হলো খুচরো কাজ বা চুক্তিভিত্তিক কাজ, যেখানে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য একজন ব্যক্তি বা কোম্পানিকে অর্থ দেওয়া হয়।

Jail - কারাগার

K

Keeper - রক্ষক

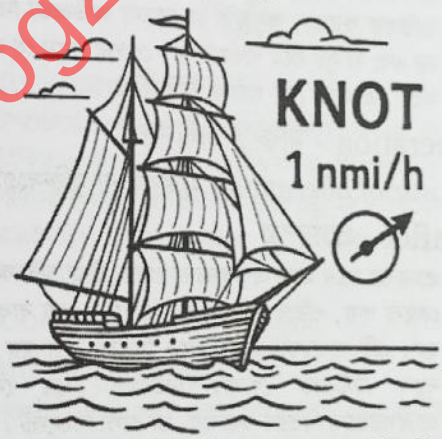
Keeper of records - দলিল লেখক, মহাফেজ
দলিল লেখক বা মহাফেজ মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ দলিল, তথ্য বা নথিপত্র সংরক্ষণ এবং তদারকি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

Key man - অপরিহার্যকর্মী, মূল ব্যক্তি

Key note - মূলসুর, মূলভাব, প্রধান

Key-word - মূল শব্দ

Knot - সামুদ্রিক-মাইল, গ্রন্থি, গিঁট



নট মানে হলো সামুদ্রিক-মাইল বা জাহাজের গতি পরিমাপের একটি একক। প্রতি ঘণ্টায় এক নটিক্যাল মাইলকে এক নট বলা হয়। পুরোনো দিনে জাহাজের গতি মাপতে দড়িতে নির্দিষ্ট দূরত্বে গিঁট (Knot) দেওয়া হতো এবং জাহাজ থেকে ফেলা হতো। সময় গণনা করে কতগুলো Knot পানিতে গেল তার ভিত্তিতে জাহাজের গতি হিসাব করা হতো। এখান থেকেই "Knot" শব্দটির উৎপত্তি।

Know-how - কৌশল, জ্ঞান

Knavery – প্রতারণা

Kingdom – রাজ্য

Kudos - সম্মান ও গৌরব

Kindergarten - কিন্ডারগার্টেন, শিশুবিদ্যালয়
কিন্ডারগার্টেন বা শিশুবিদ্যালয় মানে হলো ছোট শিশুদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে তাদের খেলার ছলে শেখানো হয়। এটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপ।

Educationblog24.com

L

Landlord - জমিদার, ভূস্বামী

জমিদার বা ভূস্বামী মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো জমি বা সম্পত্তি ভাড়া দেন এবং তার মালিকানা রাখেন। কোনো বাড়ি বা দোকান যিনি ভাড়া দেন, তাকে সেই বাড়ি বা দোকানের জমিদার বলা হয়।

Lease - ইজারা

ইজারা মানে হলো কোনো সম্পত্তি বা জমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া নেওয়া বা দেওয়া, যার জন্য একটি আইনি চুক্তি করা হয়।

Loggerheads - দা-কুমড়া সম্পর্ক

দা-কুমড়া সম্পর্ক মানে হলো দুটি পক্ষের মধ্যকার চরম শত্রুতা বা তীব্র বিরোধ। এই সম্পর্ক থাকলে তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হওয়া সম্ভব হয় না।

Lass - বালিকা

Lass মানে হলো অল্পবয়সী মেয়ে। কোনো কবিতায় একজন তরুণী বা ছোট মেয়ের বর্ণনা করার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

Lyric - গীতিকবিতা

গীতিকবিতা মানে হলো এমন ধরনের কবিতা, যা সাধারণত ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি বা কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা হয় এবং যা সুর করে গাওয়া যায়। কোনো গানে যে কথাগুলো থাকে, তা হলো সেই গানের গীতিকবিতা।

Liberation - মুক্তি / স্বাধীনতা

war of liberation - মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিসংগ্রাম

Leaflet - প্রচারপত্র

প্রচারপত্র মানে হলো এক ধরনের ছোট, ভাঁজ করা কাগজ, যা কোনো পণ্য, পরিষেবা বা তথ্যের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত হাতে হাতে বিতরণ করা হয়। কোনো নতুন রেস্টুরেন্ট খোলার বিজ্ঞাপন দিয়ে যে ছোট প্রচারপত্রগুলো বিতরণ করা হয়, তা হলো লিফলেট।

Lexicography - অভিধানতত্ত্ব

অভিধান - এর শাব্দিক অর্থ শব্দকোষ। অভিধানতত্ত্ব মানে হলো অভিধান তৈরি করার বিজ্ঞান ও শিল্প। এটি হলো শব্দ সংগ্রহ করা, সেগুলোর সংজ্ঞা লেখা এবং সেগুলোকে অভিধানে সাজানোর প্রক্রিয়া।

Lesson plan - পাঠ-পরিকল্পনা

Legislative Assembly - বিধান সভা

বিধান সভা মানে হলো কোনো রাজ্য বা অঞ্চলের আইন প্রণয়নের জন্য গঠিত একটি সংস্থা, যার সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

Liberal - উদার

Liberalism - উদারনীতি

কোনো দেশ যদি নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, তাহলে সেই দেশের নীতিকে উদারনীতি বলা হয়।

Ladies finger - ঢেঁড়স



ঢেঁড়স মানে হলো একটি সাধারণ সবজি, যা দেখতে আঙুলের মতো এবং এটি গরম জলবায়ুতে জন্মায়।

List - তালিকা

Lock-up - হাজত, বন্দিখানা

Linguistics - ভাষাতত্ত্ব/ ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান মানে হলো মানুষের ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এর মাধ্যমে ভাষার গঠন, ইতিহাস, ব্যবহার এবং বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Livestock - পশুপালন / পশুসম্পদ

কোনো খামারে যদি অনেক গরু, ছাগল ও মুরগি থাকে, তাহলে সেগুলো হলো সেই খামারের পশুসম্পদ।

Latitude - অক্ষাংশ

অক্ষাংশ মানে হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠে পূর্ব-পশ্চিম দিক বরাবর নিরক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরাল একটি কাল্পনিক রেখা। এটি উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অবস্থান নির্ধারণে সাহায্য করে। নিরক্ষরেখা থেকে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়।

Longitude - দ্রাঘিমা



দ্রাঘিমা মানে হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত প্রসারিত একটি কাল্পনিক রেখা, যা পূর্ব-পশ্চিম অবস্থান নির্ধারণে সাহায্য করে।

Leave rules - অবকাশবিধি

অবকাশবিধি মানে হলো কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের ছুটির জন্য নির্ধারিত নিয়মাবলি।

Educationblog24.com

Leftist - বামপন্থী

বামপন্থী মানে হলো একজন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যারা সমাজতন্ত্র, সামাজিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর মতো প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করে।

Leap-year - অধিবর্ষ



অধিবর্ষ মানে হলো একটি বছর, যা ৩৬৬ দিনের হয়। এটি প্রতি চার বছর পর পর আসে এবং এতে ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনের হয়। ২০২৪ সাল একটি অধিবর্ষ ছিল, কারণ এতে ৩৬৬ দিন ছিল।

Light year - আলোক-বর্ষ

আলোক-বর্ষ মানে হলো দূরত্ব পরিমাপের একটি একক, যা এক বছরে আলো যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তার সমান। এক আলোক বর্ষ সমান ৯.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার বা ৫৯ ট্রিলিয়ন মাইল।

Letter of appointment - নিয়োগপত্র

নিয়োগপত্র মানে হলো কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন নতুন কর্মীকে দেওয়া একটি লিখিত চিঠি, যেখানে তার কাজের পদ, বেতন, দায়িত্ব এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।

Liaison - সংযোগ, সম্পর্ক

সংযোগ বা সম্পর্ক মানে হলো দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী, বিভাগ বা সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য স্থাপিত একটি সম্পর্ক। কোনো কোম্পানির বিপণন বিভাগ এবং বিক্রয় বিভাগের মধ্যে যখন একজন ব্যক্তি সমন্বয় করে কাজ করেন, তখন তিনি সংযোগ বা লিয়াজোঁ হিসেবে কাজ করেন। *Liaison* এর উচ্চারণ লিয়াজোঁ।

Life conviction - যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে হলো কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য একজন অপরাধীকে তার বাকি জীবনের জন্য কারাগারে আটক রাখার শাস্তি।

Lien - পূর্বস্বত্ব

পূর্বস্বত্ব বা লিয়েন বলতে পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত পাওনাদার কর্তৃক নিজ দখলে থাকা বন্ধকী সম্পত্তি আটকে রাখার অধিকারকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তি যদি গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, তাহলে সেই গাড়ির ওপর ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব থাকে। ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তি গাড়িটি বিক্রি করতে পারেন না।

Living standard - জীবনযাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা সমাজের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং জীবনের সামগ্রিক গুণগত মানের পরিমাপ। এটি আয়ের পরিমাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সার্মগ্রিক ভালো থাকার ওপর নির্ভরশীল।

Littoral - উপকূলবর্তী

সমুদ্রের পাড়ের যে অঞ্চল, তাকে উপকূলবর্তী এলাকা বলা হয়।

Low water - ভাটা

ভাটা মানে হলো সাগরের জলের স্তর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া। এটি জোয়ারের বিপরীত।

Licence - অনুজ্ঞাপত্র

অনুজ্ঞাপত্র মানে হলো কোনো কাজ করার বা কোনো পেশা শুরু করার জন্য সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া একটি আনুষ্ঠানিক অনুমতিপত্র। গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক। *License* বানানটিও সঠিক।

Landscape - ভূদৃশ্য

কোনো স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেমন - পাহাড়, বন এবং নদী নিয়ে আঁকা ছবিকে ভূদৃশ্য বলা হয়।

Legend - কিংবদন্তি

Lender - মহাজন, ঋণদাতা

Literate - সাক্ষর

Literature - সাহিত্য

M

Manifesto - ইশতেহার

ইশতেহার মানে হলো কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর লিখিত ঘোষণা, যেখানে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচি এবং প্রতিশ্রুতি নিয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশ করে।

Communique - ইশতেহার

Manuscript - পাণ্ডুলিপি

পাণ্ডুলিপি মানে হলো ছাপার আগে হাতে লেখা বা টাইপ করা কোনো বই বা রচনার মূল কপি। কোনো বিখ্যাত লেখকের মৃত্যুর পর তার অপ্রকাশিত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেতে পারে।

Marketable goods - বাজারজাত পণ্য

বাজারজাত পণ্য মানে হলো এমন ধরনের পণ্য, যা সরাসরি বাজারে বিক্রি করার জন্য উপযুক্ত। এই পণ্যগুলো সাধারণত ভালো মানের হয় এবং ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করে।

Marketing - বিপণন

বিপণন মানে হলো কোনো পণ্য বা পরিষেবার প্রচার এবং বিক্রির প্রক্রিয়া, যেখানে ক্রেতার কাছে পণ্যটি আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা হয়। কোনো নতুন মোবাইল ফোন বাজারে আনার আগে তার বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং ক্রেতাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার সব কাজ বিপণন-এর অংশ।

Mass media - গণমাধ্যম

গণমাধ্যম মানে হলো এমন একটি মাধ্যম, যা একযোগে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য বা সংবাদ পৌঁছে দেয়। এর মধ্যে টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র এবং ইন্টারনেট অন্তর্ভুক্ত।

Educationblog24.com

Miscellaneous - বিবিধ

Mayor - নগরপাল, নগরপিতা

Memorandum - স্মারকলিপি

স্মারকলিপি মানে হলো কোনো সংস্থা বা দপ্তর কর্তৃক লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত নথি, যা কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য, সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবনা তুলে ধরে। কোনো ছাত্রদের দল তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে যে লিখিত আবেদন জমা দেয়, তাকে স্মারকলিপি বলা হয়।

Mobile court - ভ্রাম্যমাণ আদালত

ভ্রাম্যমাণ আদালত মানে হলো একটি বিশেষ আদালত, যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে না থেকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করে। কোনো বাজারে যদি অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হয়, তাহলে ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে গিয়ে বিক্রেতাকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিতে পারে।

Myth - পৌরাণিক কাহিনি

পৌরাণিক কাহিনি মানে হলো কোনো জাতি বা সংস্কৃতির বিশ্বাস, ধর্ম বা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত পুরোনো গল্প বা কিংবদন্তি। এই গল্পগুলোতে সাধারণত দেব-দেবী, বীর এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা থাকে। গ্রিক বা রোমান পৌরাণিক কাহিনিতে দেবতাদের নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

Mythology - পুরাণতত্ত্ব

Monogram - অভিজ্ঞান



অভিজ্ঞান মানে হলো একটি প্রতীক বা নকশা বা স্মারক।

Modification - (অল্প) পরিবর্তন, রূপভেদ

Manager - ব্যবস্থাপক

Microbiology - অণুজীব বিজ্ঞান

অণুজীব বিজ্ঞান মানে হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা খালি চোখে দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র জীব, যেমন - ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং প্রোটোজোয়া নিয়ে গবেষণা করে।

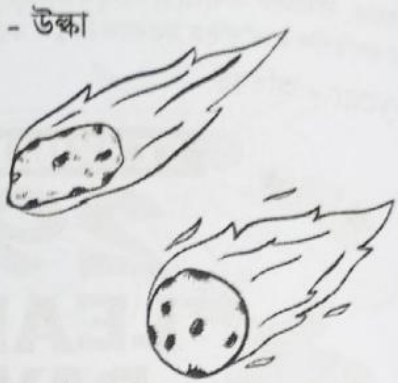
Mince - কিমা করা

কিমা করা মানে হলো কোনো কিছুকে বিশেষ করে মাংসকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে কাটা।

Modernism - আধুনিকতাবাদ

আধুনিকতাবাদ মানে হলো ১৯শ শতাব্দীর শেষ এবং ২০শ শতাব্দীর শুরুর দিকে উদ্ভূত একটি শৈল্পিক ও দার্শনিক আন্দোলন যা প্রচলিত নিয়মকানুনকে ভেঙে নতুন ধরনের শিল্প, সাহিত্য এবং স্থাপত্য তৈরি করার চেষ্টা করে। পাবলো পিকাসোর চিত্রকর্ম বা জেমস জয়েসের সাহিত্য আধুনিকতাবাদের অন্যতম উদাহরণ।

Meteor - উল্কা



উল্কা মানে হলো মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে পড়া একটি পাথর বা ধাতব বস্তু। এটি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন ঘর্ষণের কারণে জ্বলে ওঠে এবং আলোর ঝলকানি তৈরি করে। রাতের আকাশে হঠাৎ করে যে আলোর রেখা দেখা যায়, তা হলো একটি উল্কা।

Marine - নৌ সমুদ্র, সামুদ্রিক

Method - প্রণালি, পদ্ধতি

Migration - দেশান্তর, প্রব্রজন, অভিবাসন

প্রব্রজন বা অভিবাসন মানে হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের বা প্রাণীর স্থানান্তর। পাখির প্রজননের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়াকে প্রব্রজন বলা হয়। কোনো ব্যক্তি যদি উন্নত জীবনের সন্ধানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যান, তাহলে তাকে অভিবাসন বলা হয়।

Migratorv Bird – অতিথি পাখি/ পরিযায়ী পাখি



অতিথি পাখি বা পরিযায়ী পাখি মানে হলো যে পাখি শীতকালে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উড়ে যায়। শীতকালে আমাদের দেশে সাইবেরিয়া থেকে অনেক অতিথি পাখি আসে।

Mob - উচ্ছৃঙ্খল জনতা

Make-up - রূপসজ্জা

Malnutrition - অপুষ্টি

Malafide - অসদ্‌বুদ্ধিকৃত

Merits and demerits - গুণাগুণ, দোষগুণ

Educationblog24.com

Norm - নিয়মাচার

Non-aligned - জোট নিরপেক্ষ

জোট নিরপেক্ষ মানে হলো কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক জোটে যোগদান না করা। এই দেশগুলো কোনো বড় দেশের সামরিক বা রাজনৈতিক প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে রাখে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় যে দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো জোটে যোগ দেয়নি, তাদের জোট নিরপেক্ষ দেশ বলা হয়।

Nomination - মনোনয়ন

Newspaper - সংবাদপত্র

Nominee - মনোনীত ব্যক্তি

Nutrition - পুষ্টি

Nationality - জাতীয়তা

জাতীয়তা মানে হলো কোনো দেশের নাগরিক হিসেবে আইনি বা রাজনৈতিক পরিচয়। কোনো ব্যক্তি যদি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হন, তাহলে তার জাতীয়তা হলো বাংলাদেশি।

Nationalism - জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ মানে হলো নিজের দেশ বা জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আনুগত্য। ভাষা আন্দোলন বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল জাতীয়তাবাদের চেতনায় অনুপ্রাণিত।

Nazism - নাৎসিবাদ

নাৎসিবাদ হলো জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে পরিচালিত চরম স্বৈরাচারী রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, চরম জাতীয়তাবাদ এবং ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে হিটলারের শাসনকে নাৎসিবাদ বলা হয়।

O

Orbit - কক্ষ

কক্ষ মানে হলো কোনো গ্রহ, উপগ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহ যে নির্দিষ্ট পথে অন্য কোনো বড় বস্তুর চারপাশে ঘোরে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে, যার কারণেই ঋতুর পরিবর্তন হয়।

Oasis - মরূদ্যান

মরূদ্যান মানে হলো মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত একটি উর্বর এবং জলপূর্ণ এলাকা।

Ombudsman - ন্যায়পাল

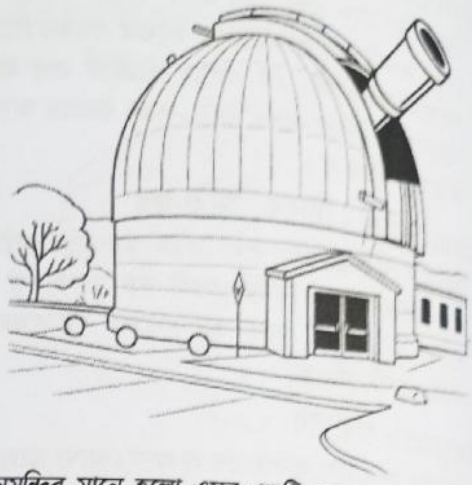
ন্যায়পাল মানে হলো একজন সরকারি কর্মকর্তা, যিনি জনগণের অভিযোগ শোনেন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেন। তার মূল কাজ হলো সরকারি সেবার মান নিশ্চিত করা এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করা।

Omission - বাদ, ভুল

Oyster - ঝিনুক

Odds and ends - এটা সেটা

Observatory - মানমন্দির



মানমন্দির মানে হলো এমন একটি ভবন বা স্থাপনা, যেখানে টেলিস্কোপের মতো যন্ত্র ব্যবহার করে মহাকাশের বস্তু, যেমন - গ্রহ, নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

Oxygen - অম্লজান

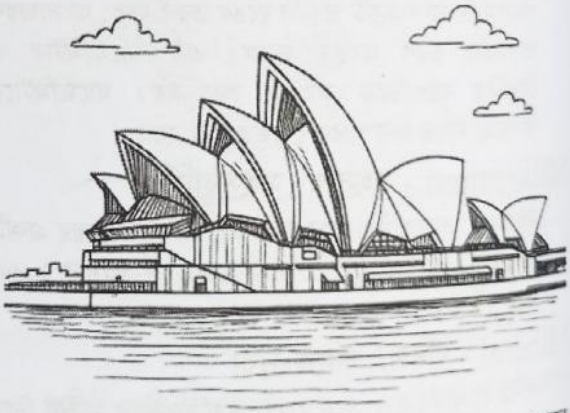
অম্লজান হলো একটি মৌলিক গ্যাস, যা আমাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য অপরিহার্য। এটি বাতাস, জল এবং পৃথিবীর সব জীবের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই, তখন বাতাস থেকে অম্লজান গ্রহণ করি।

Ordinance - অধ্যাদেশ

রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করে তাকে অধ্যাদেশ বলে। ইংরেজিতে একে ordinance বলে। সাধারণত যখন সংসদ অকার্যকর থাকে অথবা যখন সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি নিজের একক ক্ষমতাবলে যে আইন জারি করে তাকে অধ্যাদেশ বলে।

Ordnance – সমরাস্ত্র

Opera house - গীতিনাট্য মঞ্চ



গীতিনাট্য মঞ্চ মানে হলো এমন একটি থিয়েটার হল, যেখানে অপেরা বা গীতি নাটকের মতো অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

Opera glass - নাট্য দুরবিন

নাট্য দুরবিন মানে হলো ছোট এক ধরনের দুরবীন, যা দর্শক মঞ্চের অভিনেতাদের আরও ভালোভাবে দেখতে পারে। কোনো থিয়েটার বা কনসার্টে যারা মঞ্চ থেকে দূরে বসেন, তারা নাট্য দুরবিন ব্যবহার করে শিল্পীদের দেখতে পারেন।

Overrule - বাতিল করা

Oath - শপথ

Educationblog24.com

Oath-taking ceremony - শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

Octroi - নগরশুল্ক
নগরশুল্ক হলো কোনো শহরে পণ্য প্রবেশ করার ওপর ধার্য করা কর। এটি হলো এক ধরনের স্থানীয় কর।

Octave - অষ্টক (ছন্দ)
চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রথম আট চরণ; আট চরণ বিশিষ্ট কবিতার স্তবক।

Sestet - ষট্‌ক / ষষ্টক (ছন্দ)

Offence - অপরাধ, লঙ্ঘন

Outline - পরিলেখ বা পরিলিখন, রূপরেখা
পরিলেখ বা রূপরেখা মানে হলো কোনো লেখা, বক্তৃতা বা প্রকল্পের মূল কাঠামো বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এটি হলো কোনো কিছুর একটি প্রাথমিক এবং অসম্পূর্ণ চিত্র, যা পরে বিস্তারিত করা হয়। কোনো প্রবন্ধ লেখার আগে তার মূল পয়েন্টগুলো দিয়ে একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়।

Osmosis - আস্রবণ; অভিস্রবণ
অভিস্রবণ মানে হলো একটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লির মধ্য দিয়ে জল বা অন্য কোনো তরল পদার্থের ঘনত্ব কম এমন স্থান থেকে ঘনত্ব বেশি এমন স্থানে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়া। যেমন, উদ্ভিদের শিকড় মাটির পানি শোষণ করে, কারণ মাটির চেয়ে মূলরোমের ভেতরের ঘনত্ব বেশি থাকে।

Opaque - অনচ্ছ, অস্বচ্ছ

Open syllable - মুক্তদল (ছন্দ)

Open vowel - মুক্তস্বর (ছন্দ)

Operation theater - উপচারশালা
a room in a hospital where operations are done

Outlet - নির্গমদ্বার
নির্গমদ্বার মানে হলো কোনো তরল, গ্যাস বা অন্যান্য জিনিসের বেরিয়ে যাওয়ার পথ। এটি কোনো দোকান বা প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা বা বিক্রয় কেন্দ্রও হতে পারে। কোনো কোম্পানির পণ্য বিক্রি করার জন্য যে দোকান থাকে, তাকেও আউটলেট বলা হয়।

Obituary - শোকলিপি
শোকলিপি মানে হলো কোনো মৃত ব্যক্তির জীবন এবং মৃত্যুর খবর জানিয়ে সংবাদপত্রে বা কোনো প্রকাশনায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি বা প্রবন্ধ।

Occupation - বৃত্তি, উপজীবিকা, দখল, ভোগ

Outstanding - বকেয়া, অসামান্য

Overdue - মেয়াদ-উত্তীর্ণ, মেয়াদোত্তীর্ণ

Obedient - অনুগত, বাধ্য

Obligatory - দায়িত্বমূলক, বাধ্যতামূলক

Office bearer - কর্মকর্তা

Optimist - আশাবাদী ব্যক্তি

Option - ইচ্ছা

Optional - ঐচ্ছিক

Organ - অঙ্গ, যন্ত্র

Odour - গন্ধ

Offset - প্ররোহ

Oil-cake - খইল
তিল সরষে প্রভৃতি থেকে তেল বের করার পর যা অবশিষ্ট থাকে।

Oosphere - ডিম্বাণু
ডিম্বাণু মানে হলো উদ্ভিদ বা প্রাণীর স্ত্রী প্রজনন কোষ।

P

Portal - সিংহদ্বার, প্রবেশদ্বার

Publicity - প্রচারণা

Pole - মেরু
মেরু মানে হলো পৃথিবীর ঘূর্ণনের কাল্পনিক অক্ষের দুটি প্রান্ত, একটি উত্তর এবং অন্যটি দক্ষিণ।

Pri

Principal	Principle
অধ্যক্ষ, প্রধান	তত্ত্ব, সূত্র, নীতি
অধ্যক্ষ মানে হলো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি।	তত্ত্ব বা নীতি মানে হলো কোনো কিছুর মৌলিক নিয়ম বা ধারণা।

Privilege - বিশেষাধিকার
বিশেষাধিকার মানে হলো আইন বা প্রথা অনুসারে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেওয়া বিশেষ সুবিধা বা ক্ষমতা, যা সাধারণ মানুষের নেই। কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সরকারি কাজে বিশেষ পরিবহনের সুবিধা পেতে পারেন, যা তার বিশেষাধিকার।

Prison of war - যুদ্ধবন্দি
যুদ্ধবন্দি মানে হলো যুদ্ধে কোনো দেশের সামরিক বাহিনী বা অন্য কোনো পক্ষের হাতে বন্দি হওয়া সৈনিক বা ব্যক্তি।

Prime - প্রধান, মুখ্য

Primitive - আদিম, প্রাককালীন
আদিম বা প্রাককালীন মানে হলো সভ্যতার প্রাথমিক বা পুরোনো অবস্থা। এটি এমন কোনো কিছু যা আধুনিক ও উন্নত নয়, বরং সরল ও মৌলিক।
Primitivism - আদিমত্ব।

Pre

Prefix - উপসর্গ
যে অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। অজানা (অ + জানা), অভিযোগ (অভি + যোগ), বেতার (বে + তার), বিবাদ (বি + বাদ) প্রভৃতি শব্দের 'অ', 'অভি', 'বে', 'বি' হলো উপসর্গ।

Educationblog24.com

Preface - ভূমিকা, মুখবন্ধ

ভূমিকা বা মুখবন্ধ মানে হলো কোনো বই বা লেখার শুরুতে থাকা একটি সংক্ষিপ্ত অংশ যেখানে লেখক সেই বই সম্পর্কে কিছু কথা বলেন।

Predecessor - পূর্ববর্তী, পূর্বগামী, পূর্বসূরী

পূর্ববর্তী বা পূর্বসূরী মানে হলো যে ব্যক্তি আপনার আগে কোনো পদে ছিলেন বা কোনো কাজ করেছিলেন। কোনো নতুন ম্যানেজার যখন দায়িত্ব নেন, তখন তিনি তার পূর্বসূরী ম্যানেজারের কাজ পর্যালোচনা করেন।

Prepaid - আগাম প্রদত্ত

paid for earlier.

Postpaid - পরে প্রদত্ত

President - রাষ্ট্রপতি, সভাপতি

Preamble - প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা মানে হলো কোনো আইন, চুক্তি বা সংবিধানের শুরুতে থাকা একটি ভূমিকা, যেখানে তার মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নীতিগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়।

Prejudice - পক্ষপাত, সংস্কার

পক্ষপাত বা সংস্কার মানে হলো কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিষয় সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত এবং অযৌক্তিক ধারণা। এটি কোনো প্রমাণ ছাড়াই কাউকে বা কোনো কিছুকে ভালো বা খারাপ মনে করা।

Prejudical activities - অনিষ্টকর কাজ

Prerequisite - প্রাক্‌পূরণীয়

প্রাক্‌পূরণীয় মানে হলো কোনো কিছু শুরু করার আগে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে এমন একটি শর্ত।

Prescription - ব্যবস্থাপত্র

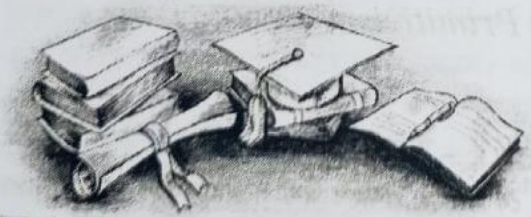
ব্যবস্থাপত্র মানে হলো চিকিৎসক কর্তৃক লিখিত একটি নির্দেশ, যেখানে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, তার মাত্রা এবং ব্যবহারের নিয়মাবলি উল্লেখ করা থাকে।

Post

Posthumous - মরণোত্তর

মরণোত্তর মানে হলো কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া বা প্রকাশিত হওয়া। কোনো লেখক মারা যাওয়ার পর যদি তার অপ্রকাশিত কোনো বই প্রকাশিত হয়, তাহলে সেই প্রকাশনাকে মরণোত্তর প্রকাশনা বলা হয়। কোনো ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর কোনো সম্মাননা দেওয়া হলে, তাকে মরণোত্তর সম্মাননা বলা হয়।

Post-graduate - স্নাতকোত্তর

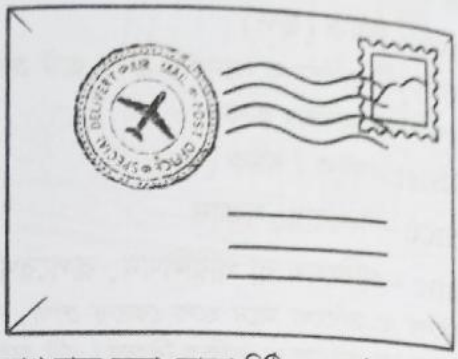


স্নাতকোত্তর মানে হলো স্নাতক ডিগ্রি (ব্যাচেলর ডিগ্রি) পাওয়ার পর উচ্চশিক্ষা নেওয়া। এটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রি, যা স্নাতক ডিগ্রির পরে অর্জন করা হয়।

Postage - ডাকমাশুল

ডাকমাশুল মানে হলো ডাকঘর বা পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে কোনো চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর জন্য যে খরচ নেওয়া হয়।

Postmark - ডাকছাপ



ডাকছাপ মানে হলো কোনো চিঠি বা পার্সেলের ওপর ডাকঘর কর্তৃক লাগানো একটি সীলমোহর বা ছাপ, যেখানে সাধারণত স্থান এবং তারিখ উল্লেখ থাকে। এটি প্রমাণ করে যে চিঠিটি কখন এবং কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে। কোনো পুরোনো চিঠির খামে যে তারিখ ও স্থানের সীল দেখা যায়, তা হলো একটি ডাকছাপ।

Postscript (P.S) - পুনশ্চ

পুনশ্চ মানে হলো কোনো চিঠি বা লেখার শেষে যুক্ত করা একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা। একে সংক্ষেপে P.S. (Postscript) লেখা হয়। কোনো চিঠি শেষ করার পর যদি আপনার হঠাৎ করে কোনো জরুরি কথা মনে পড়ে, তখন আপনি চিঠির নিচে 'পুনশ্চ' লিখে সেই কথাটা যোগ করতে পারেন।

Poster - প্রাচীরপত্র

প্রাচীরপত্র মানে হলো কোনো বড় কাগজ বা ফলকে লেখা বা আঁকা একটি বিজ্ঞাপন বা বার্তা, যা সাধারণত দেওয়ালে বা অন্য কোনো স্থানে সবার দেখার জন্য টাঙিয়ে রাখা হয়। কোনো সিনেমা বা নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যে বড় রঙিন কাগজ দেওয়ালে লাগানো হয়, তা হলো একটি পোস্টার বা প্রাচীরপত্র।

Postpone - স্থগিত বা মুলতুবি রাখা

স্থগিত বা মুলতুবি রাখা মানে হলো কোনো কাজ বা ঘটনাকে তার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পরে পিছিয়ে দেওয়া। খারাপ আবহাওয়ার কারণে কোনো ক্রিকেট ম্যাচ পরবর্তী দিনের জন্য স্থগিত করা হতে পারে।

Para

Para - অনুচ্ছেদ

Parasite - পরজীবী / পরগাছা

পরজীবী বা পরগাছা মানে হলো এমন একটি জীব, যা অন্য কোনো জীবদেহের (পোষক) ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে এবং সেই পোষকের ক্ষতি করে। কোনো গাছের ডালে যে গাছ জন্মায় এবং সেই গাছের রস শোষণ করে, তাকে পরগাছা বলা হয়।

Parade - কুচকাওয়াজ

কুচকাওয়াজ মানে হলো কোনো সামরিক বাহিনী, স্কাউট বা অন্য কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে march করা বা

হেঁটে চলা। বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কুচকাওয়াজ করে।

Pro

Probation - শিক্ষানবিশ, শিক্ষানবিশ-কাল

Procurement - সংগ্রহ

the process of getting supplies. বিশেষত সযত্নে সংগ্রহ করে দেওয়া

Prohibited - নিষিদ্ধ

Prominent - উল্লেখযোগ্য

Provoke - উস্কানি দেওয়া

Prosaic - গদ্যময়

Propaganda - প্রচারণা

প্রচারণা মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ বা ধারণা প্রচার করার উদ্দেশ্যে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া। এই তথ্যে অনেক সময় পক্ষপাত বা মিথ্যা থাকতে পারে।

Public

Public - সরকারি জন/ লোক, জনসাধারণ

Public works - গণপূর্ত

গণ মানে জনগণ আর পূর্ত মানে কাজ। গণপূর্ত মানে জনগণের কাজ। গণপূর্ত মানে হলো সরকার কর্তৃক জনগণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত বা পরিচালিত ভবন, রাস্তা, সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামো। নতুন কোনো রাস্তা বা সরকারি হাসপাতাল নির্মাণের কাজটি গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।

Public fund - সরকারি তহবিল

Public opinion - জনমত

Public relations - জনসম্পর্ক, জনসংযোগ

Public service - জনসেবা

Publication - প্রকাশনা

Pen

Penal code - দণ্ডবিধি

দণ্ডবিধি মানে হলো কোনো দেশে অপরাধ এবং তার শাস্তির জন্য নির্ধারিত আইনের সমষ্টি। এর মাধ্যমে কোনো অপরাধের জন্য কী ধরনের শাস্তি হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। চুরি, খুন বা ধর্ষণের মতো অপরাধের জন্য যে আইন রয়েছে, তা দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত।

Pen-friend - পত্রমিতা

পত্রমিতা মানে হলো এমন একজন বন্ধু, যার সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। যখন ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোন ছিল না, তখন অনেকে বিদেশের বন্ধু বা অন্য কোনো অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে বন্ধুত্ব করত। সেই বন্ধুদেরকে পত্রমিতা বলা হতো।

Pensive - বিষণ্ন

Pay

Pay - বেতন, মাহিনা; পরিশোধ করা, শোধ করা

Pay-bill - বেতন-পত্র/ বেতন-বিল

বেতন-পত্র বা বেতন-বিল মানে হলো কোনো কর্মচারীর মাসিক বেতনের বিস্তারিত তালিকা।

Pay-order - পরিশোধ আদেশ

পরিশোধ আদেশ মানে হলো ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একটি আদেশ, যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করার জন্য বলা হয়।

Pay slip - বেতনপত্রী

বেতনপত্রী মানে হলো কোনো কর্মচারীর মাসিক বেতনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী, যা সাধারণত বেতনের সঙ্গে দেওয়া হয়।

Payee - প্রাপক

Payer - দাতা

Phonology - ধ্বনিতত্ত্ব / ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান

ধ্বনিতত্ত্ব বা ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান মানে হলো ভাষার ধ্বনি এবং সেই ধ্বনিগুলো কীভাবে গঠিত হয়, তাদের গঠন ও নিয়মাবলি নিয়ে গবেষণা।

Phonetics - ধ্বনিবিজ্ঞান

ধ্বনিবিজ্ঞান মানে হলো মানুষের কণ্ঠনালীতে কীভাবে ধ্বনি তৈরি হয়, তা নিয়ে গবেষণা।

Physiology - শারীরবৃত্তি/ শারীরবিদ্যা

শারীরবৃত্তি বা শারীরবিদ্যা মানে হলো জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

Physiological - শারীরবৃত্তীয়

শারীরবৃত্তীয় মানে হলো শরীর বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত।

Philatelist - ডাকটিকিট-সংগ্রহকারী

ডাকটিকিট-সংগ্রহকারী মানে হলো যে ব্যক্তি ডাকটিকিট সংগ্রহ, অধ্যয়ন এবং তার শ্রেণিবিন্যাস করেন।

Pharmaceutical - ভেষজ

Pharmacy - ভেষজালয়

ভেষজালয় মানে হলো যে দোকানে ওষুধ বিক্রি করা হয়। এটি একটি এমন জায়গা যেখানে ওষুধ প্রস্তুত, বিতরণ ও বিক্রি করা হয়।

Passport - বহির্গমনপত্র

বহির্গমনপত্র মানে হলো কোনো দেশের সরকার কর্তৃক তার নাগরিককে দেওয়া একটি আইনি নথি যা বিদেশে ভ্রমণ করার জন্য তার পরিচয় ও নাগরিকত্ব প্রমাণ করে।

Password - সংকেত / গুপ্ত শব্দ

Parliament - সংসদ

সংসদ মানে হলো কোনো দেশের আইন প্রণয়নের জন্য গঠিত সর্বোচ্চ আইনসভা বা সংস্থা। এর সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

Pollution - দূষণ

Educationblog24.com

Educationblog24.com

Particulars - বিশেষ বিবরণ, জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশেষ বিবরণ মানে হলো কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য। কোনো চাকরির আবেদনের সময় আবেদনকারীর ব্যক্তিগত বিশেষ বিবরণ (যেমন - নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা) দিতে হয়।

Pact - চুক্তি

চুক্তি মানে হলো দুটি বা তার বেশি পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি।

Parole - সাময়িক মুক্তি

সাময়িক মুক্তি মানে হলো কোনো বন্দি তার সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কিছু নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।

Patronage - পৃষ্ঠপোষকতা

পৃষ্ঠপোষকতা মানে হলো কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা শিল্পীকে আর্থিক বা অন্য কোনো ধরনের সহায়তা দেওয়া।

Pamphlet - পুস্তিকা

পুস্তিকা মানে হলো কোনো প্রচার বা তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি ছোট, ভাঁজ করা কাগজ।

Booklet - পুস্তিকা *Brochure* - পুস্তিকা

Periodical - সাময়িকী

সাময়িকী মানে হলো একটি প্রকাশনা, যা নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রকাশিত হয়, যেমন - দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা। কোনো সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন হলো এক ধরনের সাময়িকী।

Petition - দরখাস্ত

Petition মানে হলো আদালতে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক আবেদনপত্র। কোনো নাগরিক যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন করতে চায়, তাহলে তারা একটি Petition জমা দিতে পারে।

Play truant - স্কুল থেকে পালানো

স্কুল থেকে পালানো মানে হলো কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই স্কুল থেকে চলে যাওয়া বা স্কুল কামাই করা।

Plebiscite - গণভোট

গণভোট মানে হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক বিষয়ে জনগণের মতামত জানার জন্য আয়োজিত একটি সাধারণ ভোট।

Pledge - বন্ধক

বন্ধক মানে হলো কোনো ঋণ বা দেনার বিপরীতে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জিনিস জামানত হিসেবে রাখা। কোনো ব্যক্তি যদি একটি জরুরি প্রয়োজনের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, তখন তিনি তার সোনা বা গহনা বন্ধক হিসেবে রাখতে পারেন।

Plosive - স্পৃষ্ট ধ্বনি, স্পর্শধ্বনি

ক-বর্গ এবং প-বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলোর উচ্চারণকালে মুখবিবরের বিশেষ স্থান স্পৃষ্ট হয় বলে এগুলোকে স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে।

Pioneer - পথিকৃৎ, অগ্রণী

Power house - বিদ্যুৎকেন্দ্র

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কারখানা।

Polycentric - বহুকেন্দ্রক

having more than one center

Point of view - দৃষ্টিকোণ

কোনো একটা জিনিস আমরা যেভাবে দেখি বা উপলব্ধি করি।

Puritanism - অতিনৈতিকতা

কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, জীবনের সব ক্ষেত্রেই কঠোর নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং কোনো প্রকার বিলাসিতা করা যাবে না, তাহলে তার জীবনদর্শনকে অতিনৈতিকতা বলা যায়।

Pension - অবসর-ভাতা

চাকরির পূর্ণ মেয়াদ শেষে চাকরিজীবীকে প্রদত্ত বেতনভিত্তিক কল্যাণমূলক ভাতা।

Penology - অপরাধ বিজ্ঞান

অপরাধ বিজ্ঞান মানে হলো অপরাধীদের শাস্তি, কারাবাস এবং অপরাধ প্রতিরোধের বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

Pilot project - অগ্রণী প্রকল্প

অগ্রণী প্রকল্প মানে হলো কোনো নতুন এবং বড় প্রকল্প শুরু করার আগে তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য একটি ছোট ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প।

Pottery - মৃৎশিল্প



মৃৎশিল্প মানে হলো মাটি দিয়ে তৈরি করা জিনিসপত্র, যেমন - হাঁড়ি, কলসি, বাটি, এবং অন্যান্য তৈজসপত্র।

Pedagogy - শিক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যা/ শিক্ষাতত্ত্ব

শিক্ষাতত্ত্ব মানে হলো শিক্ষা দেওয়ার বিজ্ঞান ও কলা। এটি হলো এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কীভাবে সহজে এবং কার্যকরভাবে শেখানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Procrastination - দীর্ঘসূত্রতা

Q

Quarter - এক-চতুর্থাংশ, সিকি

Quarterly - ত্রৈমাসিক

তিন মাস পরপর ঘটে এমন। done or produced four times a year.

Educationblog24.com

Quantity - পরিমাণ / মাত্রা

Quota - বরাদ্দ, যথাংশ

বরাদ্দ বা যথাংশ মানে হলো কোনো কিছু বা কোনো অবস্থানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা অংশ। কোনো দেশে যদি চাকরির ক্ষেত্রে কিছু পদ নারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়, তবে সেই পদগুলো শুধুমাত্র নারীরাই পেতে পারেন।

Quorum – গণপূর্তি / কোরাম

গণপূর্তি মানে হলো কোনো সভা বা কমিটির বৈঠক শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সদস্যের সংখ্যা। যদি এই সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকে, তাহলে বৈঠকটি বৈধভাবে শুরু করা যায় না।

Quack – হাতুড়ে

হাতুড়ে মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান বা যোগ্যতা ছাড়াই নিজেকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে দাবি করেন। কোনো ব্যক্তি যদি চিকিৎসার কোনো ডিগ্রি ছাড়াই ওষুধ বা চিকিৎসার পরামর্শ দেন, তবে তাকে হাতুড়ে ডাক্তার বলা হয়।

Quotation - মূল্যজ্ঞাপন, দরপত্র, উদ্ধৃতিকরণ

মূল্যজ্ঞাপন বা দরপত্র মানে হলো কোনো পণ্য বা পরিষেবার জন্য দেওয়া একটি আনুষ্ঠানিক মূল্য তালিকা। কোনো কোম্পানি যদি কোনো পণ্য বিক্রি করার জন্য তার দাম জানিয়ে একটি লিখিত প্রস্তাব দেয়, তাহলে তাকে দরপত্র বলা হয়।

Quotation mark - উদ্ধৃতি-চিহ্ন (“ ”)

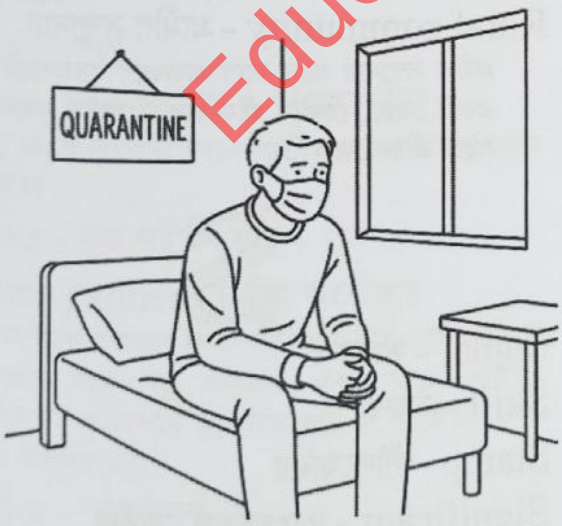
Query - জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন

Questionnaire - প্রশ্নমালা, প্রশ্নাবলি

Quick action - ত্বরিত ব্যবস্থা

Quality - গুণ / উপযোগিতা

Quarantine - সঙ্গরোধ



সঙ্গরোধ মানে হলো কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা, যাতে রোগটি অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

Queue - সারি; সার

সারি মানে হলো মানুষ বা জিনিসের একটি লাইন, যা কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

R

Renew – নবায়ন

Registration - নিবন্ধন

Relationship - আত্মীয়তা

Retrospective – ভূতাপেক্ষ

ভূতাপেক্ষ মানে হলো পেছনে ফিরে দেখা বা অতীতের কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। কোনো প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর সেই কাজের ভুল ও সফলতা বিশ্লেষণ করাকে ভূতাপেক্ষ পর্যালোচনা বলা হয়।

Racial - জাতিগত

জাতিগত মানে হলো কোনো জাতি বা গোত্র সম্পর্কিত।

Racism - জাতি-বিদ্বেষ

জাতি-বিদ্বেষ মানে হলো কোনো জাতির মানুষের প্রতি ঘৃণা বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা, এই বিশ্বাসে যে নিজের জাতি অন্য জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গায়ের রং বা ভাষা দেখে কাউকে যদি খারাপ মনে করা হয়, তাহলে সেটি জাতি-বিদ্বেষ।

Rotation - আবর্তন, ঘূর্ণন

আবর্তন বা ঘূর্ণন মানে হলো কোনো কিছুর একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চারপাশে ঘোরা। পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন করার কারণেই দিন ও রাত হয়।

Rational - যুক্তিসিদ্ধ, যুক্তিবাদী

যুক্তিসিদ্ধ বা যুক্তিবাদী মানে হলো যে কোনো বিষয়কে যুক্তি এবং কারণের ওপর ভিত্তি করে বোঝে বা বিশ্লেষণ করে।

Rationalism - যুক্তিবাদ

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছু বিশ্বাস করার আগে তার পেছনের যুক্তি বা প্রমাণ খোঁজে, তাহলে তার সেই চিন্তাধারাকে যুক্তিবাদ বলা হয়।

Review - পুনঃনিরীক্ষণ

Record room - মহাফেজখানা



মহাফেজখানা মানে হলো যে ঘরে গুরুত্বপূর্ণ দলিল, নথি বা ফাইল সংরক্ষণ করা হয়।

Archives - মহাফেজখানা

Educationblog24.com

Relevant - প্রাসঙ্গিক

Relevance - প্রাসঙ্গিকতা, সুসঙ্গতি

Range - এলাকা

Referendum - গণভোট

কোনো দেশের জনগণ যদি কোনো নতুন আইন বা শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত জানাতে চায়, তাহলে গণভোট আয়োজন করা হয়।

Plebiscite - এর পরিভাষাও গণভোট

Refinery - শোধনাগার

শোধনাগার মানে হলো যে কারখানায় অশোধিত তেল, চিনি বা অন্য কোনো দ্রব্যকে পরিশোধন করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। অশোধিত তেলকে পেট্রোল বা ডিজেলের মতো জ্বালানিতে রূপান্তর করার জন্য শোধনাগার ব্যবহার করা হয়।

Refugee - উদ্বাস্তু, বাস্তুহারা

যে ব্যক্তি যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রাজনৈতিক কারণে নিজের বাড়ি বা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের কারণে অনেক পরিবার তাদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যায়। এই পরিবারগুলোকে উদ্বাস্তু বলা হয়।

Remittance - প্রেরণ

Remittance মানে হলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা পাঠানো। প্রবাসীরা তাদের উপার্জিত অর্থ নিজ দেশে পাঠালে, সেই টাকাটিকে প্রেরণ বা রেমিট্যান্স বলা হয়।

Remedy - প্রতিকার

প্রতিকার মানে হলো কোনো সমস্যা, রোগ বা ভুল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নেওয়া ব্যবস্থা। কোনো রোগের প্রতিকার হলো তার জন্য সঠিক ওষুধ গ্রহণ করা।

Recruitment - নিযুক্তি

নিযুক্তি মানে হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কর্মচারী বা সদস্য নিয়োগ করার প্রক্রিয়া।

Rule Nisi - আদালতের অস্থায়ী আদেশ

আদালতের অস্থায়ী আদেশ মানে হলো আদালত কর্তৃক জারি করা একটি সাময়িক আদেশ, যেখানে আদালত অপর পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলে যে কেন এই আদেশ চূড়ান্ত করা হবে না।

Rehabilitation - পুনর্বাসন

পুনর্বাসন মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সাহায্য করা। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বাড়ি তৈরি করার জন্য সাহায্য করলে, তা তাদের পুনর্বাসন।

Radio - বেতার

Remote control - দূর-নিয়ন্ত্রণ

Remuneration - পারিশ্রমিক, পারিতোষিক

পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক মানে হলো কোনো কাজ বা সেবার জন্য দেওয়া অর্থ বা বেতন।

Resignation - পদত্যাগ, ইস্তফা

Revenue - রাজস্ব, আয়

Revival - পুনরুজ্জীবন

Reference - নির্দেশ, উল্লেখ

কোনো লেখার শেষে যে বই বা ওয়েবসাইটের তালিকা দেওয়া হয়, তা সেই লেখার নির্দেশ বা রেফারেন্স।

Rank - পদমর্যাদা

পদমর্যাদা মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান, গুরুত্ব বা পদ। কোনো সামরিক বাহিনীর সৈনিকের পদমর্যাদা তার ইউনিফর্ম দেখে বোঝা যায়।

Reality - বাস্তবতা

Recommend - সুপারিশ করা

অনুকূলে বা সপক্ষে বলা

Reform - সংস্কার করা, সংস্কার

Regiment - সৈন্যদল

সৈন্যদল মানে হলো সামরিক বাহিনীর একটি বড় ইউনিট, যা সাধারণত কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রশিক্ষিত হয়।

Remark - মন্তব্য, মন্তব্য করা

Remark মানে হলো কোনো বিষয়ে বলা বা লেখা একটি সংক্ষিপ্ত মতামত।

Republic - প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র মানে হলো এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যেখানে দেশের জনগণ তাদের নেতা বা সরকার প্রধানকে নির্বাচন করে। ভারত এবং বাংলাদেশ হলো প্রজাতন্ত্র, কারণ এখানে সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়।

Tenancy - প্রজাস্বত্ব

Retirement - অবসর

Routine - নিত্যক্রম

Register - নিবন্ধন

Rural community - গ্রামীণ সম্প্রদায়

গ্রামীণ সম্প্রদায় মানে হলো গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের একটি গোষ্ঠী, যেখানে জীবনযাত্রা সাধারণত কৃষিনির্ভর এবং শহুরে জীবন থেকে ভিন্ন।

S

Signal - সংকেত

Skill - দক্ষতা

Stamp - সীলমোহর

Significant - তাৎপর্যপূর্ণ, সার্থক

Study - অধ্যয়ন, সমীক্ষা

Stock-market - শেয়ারবাজার

Spokesman - মুখপাত্র

মুখপাত্র মানে যিনি কোনো সংস্থা, সরকার বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কথা বলেন এবং তাদের বক্তব্য বা মতামত প্রকাশ করেন।

Educationblog24.com

ATM

Study Leave - শিক্ষাবকাশ, শিক্ষাছুটি
কোনো শিক্ষক যদি বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ছুটি নেন, তবে তাকে শিক্ষাবকাশ বলা হয়।

Surgeon - শল্য চিকিৎসক
শল্য চিকিৎসক মানে হলো যে চিকিৎসক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা করেন।

Syntax - বাক্য-প্রকরণ / বাক্যতত্ত্ব / পদক্রম
বাক্য-প্রকরণ বা বাক্যতত্ত্ব মানে হলো ব্যাকরণের সেই শাখা, যেখানে একটি ভাষার শব্দগুলো কীভাবে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Successor - উত্তরাধিকারী

Secretary - সচিব
কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন একজন সচিব।

Secretariat - সচিবালয়
সচিবালয় মানে হলো কোনো মন্ত্রণালয় বা সরকারের সব প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধান কার্যালয়।

Subjudice - বিচারাধীন
বিচারাধীন মানে হলো যে কোনো বিষয় বা মামলা এখনও আদালতের বিবেচনায় বা বিচারের অধীনে রয়েছে।

Scarcity - স্বল্পতা

Superstition - কুসংস্কারাচ্ছন্ন
কুসংস্কার মানে হলো কোনো অবৈজ্ঞানিক বা অযৌক্তিক বিশ্বাস, যা মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করে।

Superintendent - তত্ত্বাবধায়ক
তত্ত্বাবধায়ক মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো স্থান, প্রতিষ্ঠান বা কাজের তত্ত্বাবধান বা দেখাশোনার দায়িত্বে থাকেন। কোনো হাসপাতালের পরিচালক হলেন সেই হাসপাতালের একজন তত্ত্বাবধায়ক।

Summit - শীর্ষ

Stigma - লজ্জাকর দাগ / কলঙ্কের চিহ্ন
কিছু সমাজে বিবাহবিচ্ছেদকে একটি কলঙ্কের চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়।

Scanner - সূক্ষ্ম পরীক্ষা যন্ত্র

Sleeping partner - নিষ্ক্রিয় অংশীদার
যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে, লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অধিকার থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না তাকে নিষ্ক্রিয় বা ঘুমন্ত অংশীদার বলে।

Sponsor - পৃষ্ঠপোষক
পৃষ্ঠপোষক মানে হলো যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সহায়তা বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান করে।

Suite - প্রকোষ্ঠ
প্রকোষ্ঠ মানে হলো কোনো হোটেল বা ফ্ল্যাটে থাকা একাধিক কক্ষের একটি সেট, যা একটি ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Subconscious - অবচেতন
অবচেতন মানে হলো মনের সেই অংশ, যেখানে আমাদের অনুভূতি, স্মৃতি এবং চিন্তাগুলো সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু আমরা সেগুলো সম্পর্কে সরাসরি সচেতন নই। আপনি যখন কোনো জিনিস কোথায় রেখেছেন তা মনে করতে পারেন না, তখন আপনার অবচেতন মন সেই তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

Script - হস্তলিপি
হস্তলিপি মানে হলো নাটক, চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের জন্য লেখা সংলাপ এবং নির্দেশনার একটি লিখিত রূপ। এটি কোনো ব্যক্তির নিজস্ব হাতের লেখাও হতে পারে।

Summon - তলব
তলব মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আদালতে বা অন্য কোনো স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আদেশ দেওয়া। কোনো মামলার সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তলব করা হয়।

Satellite - উপগ্রহ
উপগ্রহ মানে হলো কোনো বড় গ্রহের চারপাশে ঘোরা ছোট বস্তু। এটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উভয়ই হতে পারে। চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ। যোগাযোগের জন্য যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়, তা হলো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।

Sanction - অনুমোদন, মঞ্জুরি
অনুমোদন বা মঞ্জুরি মানে হলো কোনো কাজ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি দেওয়া।

Scroll - নির্ঘণ্ট
নির্ঘণ্ট মানে হলো প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক ধরনের লিখিত কাগজ, যা লম্বাভাবে গুটানো থাকত। এটি কোনো কিছুর তালিকাও হতে পারে।

Sacrament - ধর্মসংস্কার
ধর্মসংস্কার মানে হলো খ্রিষ্টান ধর্মানুসারে এক ধরনের পবিত্র ধর্মীয় প্রথা, যা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করে।

Secular - ধর্মনিরপেক্ষ
ধর্মনিরপেক্ষ মানে হলো এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা ধারণা, যেখানে রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমানভাবে দেখে এবং কোনো বিশেষ ধর্মকে সমর্থন করে না।

Safe custody - নিরাপদ হেফাজত
নিরাপদ হেফাজত মানে হলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ দলিল, মূল্যবান জিনিস বা ব্যক্তিকে সুরক্ষিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা। কোনো মূল্যবান গহনা বা দলিল যখন কোনো ব্যাংকের লকারে রাখা হয়, তখন তাকে নিরাপদ হেফাজত-এ রাখা হয়েছে বলা যায়।

Salvage - উদ্ধার

Salary - বেতন

Sanitation - স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা
কোনো শহরের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা যদি ভালো হয়, তাহলে সেখানে রোগবালাই কম হয়।

Educationblog24.com

Screening - বাছাই

Sentry - সান্ত্রী, প্রহরী

সান্ত্রী বা প্রহরী মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট স্থান, যেমন - ভবন বা সামরিক স্থাপনার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাহারায় থাকেন।

Separate - পৃথক, পৃথক করা

Sericulture - গুটিপোকার চাষ

Settlement - নিষ্পত্তি, ভূ-বাসন, পত্তন

Shallow - অগভীর, ভাসা-ভাসা

Simultaneous - যুগপৎ

যুগপৎ মানে হলো একই সময়ে ঘটে এমন দুটি বা তার বেশি ঘটনা। দুটি ভিন্ন স্থানে যদি একই সময়ে দুটি অনুষ্ঠান শুরু হয়, তাহলে সেগুলোকে যুগপৎ ঘটনা বলা যায়।

Sestet - ষট্‌ক / ষষ্টক (ছন্দ)

সনেটের শেষের ছয় চরণ (Sestet)

Octave - অষ্টক (ছন্দ)

Subsidy - ভর্তুকি

ভর্তুকি মানে হলো সরকার কর্তৃক কোনো শিল্প, ব্যবসা বা ভোক্তাকে দেওয়া আর্থিক সহায়তা, যা পণ্যের দাম কমিয়ে রাখতে বা কোনো খরচ কমাতে সাহায্য করে। কোনো সরকার যদি কৃষকদের সার কেনার খরচ কমাতে তাদের আর্থিক সহায়তা দেয়, তাহলে সেই অর্থকে ভর্তুকি বলা হয়।

Surplus - উদ্বৃত্ত, আধিক্য, বাড়তি

উদ্বৃত্ত বা আধিক্য মানে হলো চাহিদার তুলনায় কোনো পণ্য বা জিনিসের অতিরিক্ত পরিমাণ।

Sabotage - অন্তর্ঘাত

অন্তর্ঘাত মানে হলো কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যেমন - মেশিন, রেললাইন বা ভবন ধ্বংস করা।

Savings certificate - সঞ্চয়পত্র

সঞ্চয়পত্র মানে হলো সরকার কর্তৃক জারি করা এক ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যম, যা জনগণকে তাদের অর্থ সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করে এবং এর বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সুদ প্রদান করে।

Scale - মাপনী, স্কেল, মাপক, ক্রম

Skull - করোটি

Surety - জামিন / জামানত

Secondary - মাধ্যমিক

Sur-tax - উপরিকর

উপরিকর মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট আয়ের ওপর ধার্য করা একটি অতিরিক্ত কর। এটি মূল করের বাইরে একটি অতিরিক্ত কর। একটি নির্দিষ্ট স্তরের উর্ধ্বে ব্যক্তিগত আয়ের উপর আরোপিত অতিরিক্ত কর।

Selfie - নিজস্বী

T

Thesis - অভিসন্দর্ভ

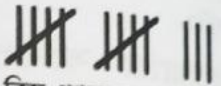
Thesis মানে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের জন্য একজন শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বা গবেষণাপত্র। কোনো শিক্ষার্থী যখন তার পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য একটি বিস্তারিত গবেষণাপত্র লেখেন, তখন তাকে Thesis বলা হয়।

Tradition - ঐতিহ্য

ঐতিহ্য মানে হলো কোনো সংস্কৃতি, গোষ্ঠী বা সমাজের মধ্যে বহুকাল ধরে চলে আসা রীতিনীতি, বিশ্বাস, গল্প বা শিল্প। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসে। পহেলা বৈশাখের উৎসব পালন করা বাঙালি সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য।

Transport - পরিবহন

Tally - মিল



Tally মানে হলো কোনো কিছু গণনা করার জন্য ব্যবহার করা একটি পদ্ধতি, যেখানে কোনো বস্তুর প্রতিটি উপস্থিতির জন্য একটি করে চিহ্ন দেওয়া হয়।

Training – প্রশিক্ষণ

Treasury – কোষাগার

কোষাগার মানে হলো সরকারের সেই বিভাগ বা দপ্তর, যা দেশের সব সরকারি অর্থ এবং রাজস্বের দেখাশোনা করে।

Treasurer – কোষাধ্যক্ষ

কোষাধ্যক্ষ মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রম, যেমন - আয় এবং ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্বে থাকেন। কোনো ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সেই ক্লাবের সব টাকার হিসাব রাখেন।

Transparent – স্বচ্ছ

Transparency – স্বচ্ছতা

Take to task – তিরস্কার করা

Time and again – বারবার

Tariff - শুল্ক

শুল্ক মানে হলো সরকার কর্তৃক বিদেশি পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ওপর ধার্য করা কর।

Tariff duties - শুল্ক কর

শুল্ক কর মানে হলো বিদেশি পণ্যের ওপর ধার্য করা কর।

Tax - কর

কর মানে হলো সরকার কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ধার্য করা বাধ্যতামূলক অর্থ, যা দেশের জনকল্যাণে ব্যবহার করা হয়।

Termination - অবসান

Terminology - পরিভাষা

পরিভাষা মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ।

Testimony - সাক্ষ্য

Educationblog24.com

Tribunal - বিশেষ আদালত

বিশেষ আদালত মানে হলো কোনো বিশেষ ধরনের মামলা বা বিরোধ মীমাংসার জন্য গঠিত একটি বিশেষ আদালত। কোনো দেশে যদি যুদ্ধাপরাধের বিচার করার জন্য একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়, তাহলে তাকে বিশেষ আদালত বলা হয়।

Township - উপশহর

Telecast - সম্প্রচার

Trilogy - ত্রয়ী

ত্রয়ী মানে হলো তিনটি পৃথক বই, নাটক বা চলচ্চিত্র নিয়ে গঠিত একটি সিরিজ, যা একটি নির্দিষ্ট গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। 'হ্যারি পটার' সিরিজের প্রথম তিনটি বই হলো একটি ত্রয়ী।

Temperate - নাতিশীতোষ্ণ

নাতিশীতোষ্ণ মানে হলো এমন একটি জলবায়ু অঞ্চল, যা খুব গরমও নয় আবার খুব ঠান্ডাও নয়, বরং মনোরম।

Terracotta - পোড়ামাটির ফলক



টেরাকোটা একটি লাতিন শব্দ: 'টেরা' অর্থ মাটি, আর 'কোটা' অর্থ পোড়ানো। Terracotta মানে হলো পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি এক ধরনের শিল্পকর্ম বা ফলক।

Tenancy - প্রজাস্বত্ব

কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারও বাড়িতে ভাড়া থাকেন, তাহলে তিনি সেই বাড়ির প্রজাস্বত্ব লাভ করেন। ভাড়াটে হিসাবে ভোগকৃত অধিকার।

Treaty - আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি

দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সম্পাদিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি।

a written agreement between two or more countries, formally approved and signed by their leaders.

Tripartite - ত্রিদলীয়

Trustee - অছি

অছি মানে হলো যে ব্যক্তি কোনো মূল্যবান সম্পদ বা সম্পত্তি রক্ষা এবং পরিচালনার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

Token - প্রতীক

Tribe - আদিবাসী

Telecommunication - টেলিযোগাযোগ

Theory - তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, সূত্র

Trial - বিচার

বিচার মানে হলো কোনো অভিযোগ বা মামলার সত্যতা যাচাই করার জন্য আদালতে পরিচালিত আইনি প্রক্রিয়া।

U

Union - সংঘ

Ultimatum - চরমপত্র

আর কোনো আলোচনা ছাড়াই যে সব শর্ত মেনে নিতে হবে, তার চূড়ান্ত বিবৃতি, যেমন শর্ত মেনে না নিলে যুদ্ধ অনিবার্য এই মর্মে বিদেশি সরকারের কাছে প্রেরিত বিবৃতি।

Unstamped - সিলমোহরহীন

সিলমোহরহীন মানে হলো যে চিঠি, নথি বা দলিলে কোনো ডাকটিকিট বা স্ট্যাম্প বা সিলমোহর লাগানো নেই।

Unattainable - অনর্জনযোগ্য

Unbudgeted liability - বাজেট বহির্ভূত দায়

বাজেট বহির্ভূত দায় মানে হলো কোনো খরচ বা দেনা, যা কোনো প্রকল্প বা বাজেট তৈরি করার সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কিন্তু পরে তা পরিশোধ করা প্রয়োজন হয়।

Up to date - হালনাগাদ

modern, recent or containing the latest information.

Unacknowledged - অস্বীকৃত

Unanimous - সর্বসম্মত

Unclaimed - বেওয়ারিশ

বেওয়ারিশ মানে হলো যে পণ্য, সম্পত্তি বা জিনিস কেউ দাবি করেনি বা যার কোনো মালিক নেই।

Unprecedented – অভূতপূর্ব

অভূতপূর্ব মানে হলো যা আগে কখনো ঘটেনি। এটি এমন একটি ঘটনা যা সম্পূর্ণ নতুন এবং ব্যতিক্রমী।

Undue - অসঙ্গত, অবৈধ

Universal - বিশ্বজনীন

existing everywhere or involving everyone.

Urban - পৌর

Urbanization - নগরায়ণ

the process of becoming more like a city

Undertaking - কর্মভার/ প্রতিশ্রুতি/ অঙ্গীকার

Uniform - উর্দি

উর্দি মানে হলো কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা, পেশা বা গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য নির্ধারিত এক ধরনের পোশাক। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের যে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হয়, তা হলো উর্দি।

Versus - বনাম

Vocabulary - শব্দভাণ্ডার, শব্দতালিকা

Unskilled - অদক্ষ

Educationblog24.com

Vaccine - টিকা-বীজ

Vaccination - টিকা, টিকাদান

Vaccination মানে হলো রোগ প্রতিরোধের জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা একটি জৈব পদার্থ। কোনো শিশু যাতে হাম বা পোলিওর মতো রোগে আক্রান্ত না হয়, তার জন্য তাকে টিকা দেওয়া হয়।

Vivid - প্রাণবন্ত

Virile - পুরুষোচিত

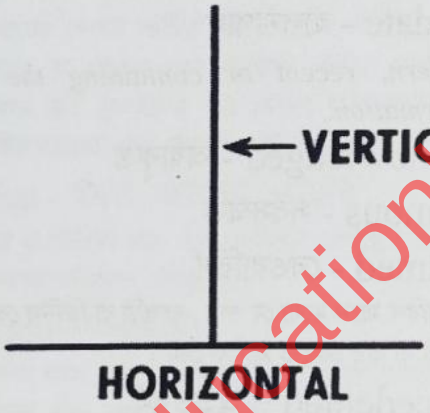
পুরুষোচিত মানে হলো একজন পুরুষের মধ্যে থাকা শারীরিক বা মানসিক শক্তি, ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য।

Vague - অস্পষ্ট

Verification - প্রতিপাদন

প্রতিপাদন মানে হলো কোনো তথ্য, দাবি বা নথির সত্যতা বা সঠিকতা যাচাই করার প্রক্রিয়া। কোনো চাকরির জন্য আবেদন করার পর কোম্পানি আপনার দেওয়া তথ্যের সত্যতা প্রতিপাদন করতে পারে।

Vertical - উল্লম্ব, খাড়া



উল্লম্ব বা খাড়া মানে হলো ভূমি থেকে সোজা ওপরের দিকে বা নিচের দিকে।

Horizontal- অনুভূমিক

Vitamin - খাদ্যপ্রাণ

Vacation - অবকাশ

Vocation - বৃত্তি

Viva voce - মৌখিক পরীক্ষা

Velvet - মখমল

মখমল মানে হলো এক ধরনের নরম এবং মসৃণ কাপড়, যা দেখতে চকচকে এবং স্পর্শে নরম হয়।

Vendee - ক্রেতা

Venture - প্রচেষ্টা, ঝুঁকি

Verdict - রায়

Verdict মানে হলো কোনো বিচারক বা জুরি কর্তৃক কোনো মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

Volunteer - স্বেচ্ছাসেবী

Voucher - রসিদ

রসিদ মানে হলো কোনো আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ হিসেবে দেওয়া একটি লিখিত বা মুদ্রিত দলিল। এই দলিলে লেনদেনের তারিখ, পণ্যের বিবরণ এবং টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকে।

Valid - বৈধ, সিদ্ধ, চালু

Validity - বৈধতা, সিদ্ধতা

Valuation - মূল্য নির্ধারণ

Vehicle - গাড়ি, যান

Venue - স্থান

Vice

Vice chancellor - উপাচার্য

Vice-Chairman - উপ-সভাপতি

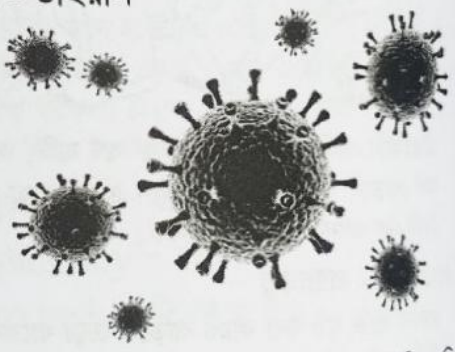
Vice-versa - তদ্বিপরীত, তদ্বিপরীতভাবে

তদ্বিপরীত বা বিপরীতভাবে মানে হলো ঠিক উল্টো দিক থেকে। 'আমার শিক্ষক আমাকে সম্মান দেন, স্নেহ করেন, এবং বিপরীতভাবে আমিও তাকে সম্মান করি' - এর অর্থ হলো শিক্ষকও আমাকে সম্মান করেন।

Violation - লঙ্ঘন, অতিক্রমণ; বলাৎকার

Vision - দৃষ্টি, দর্শন

Virus - ভাইরাস



ভাইরাস মানে হলো একটি ক্ষুদ্র অণুজীব, যা নিজে নিজে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, বরং কোনো জীবিত কোষে প্রবেশ করে এবং সেই কোষকে ব্যবহার করে বংশবৃদ্ধি করে। এটি মানুষের মধ্যে রোগ সৃষ্টি করে। ফ্লু বা সর্দি-কাশির মতো রোগগুলো ভাইরাস দ্বারা ছড়ায়।

W

Wit - রসিকতা

রসিকতা মানে হলো দ্রুত এবং বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য বা কথা বলার ক্ষমতা, যা অন্যদের আনন্দ দেয় বা হাসায়।

Weekend - সাপ্তাহান্তিক

Walk - হাঁটাচলা

Wealth maximization - সম্পদ সর্বোচ্চকরণ

Wage - বেতন, মজুরি

Educationblog24.com

Wisdom - প্রজ্ঞা

প্রজ্ঞা মানে হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বিচারবুদ্ধি।

Whirlpool - ঘূর্ণি

ঘূর্ণি মানে হলো জল বা অন্য কোনো তরলের একটি শক্তিশালী ঘূর্ণন, যা সাধারণত জলের ওপর একটি গর্তের মতো দেখায়।

Waiter - পরিচারক

Ware house - পণ্যাগার, গুদাম

Warrent - পরোয়ানা

Withdraw - প্রত্যাহার করা

War crime - যুদ্ধাপরাধ

War criminal - যুদ্ধাপরাধী

Witness - সাক্ষী

Walk-out - সভাবর্জন

সভাবর্জন মানে হলো প্রতিবাদ জানানোর জন্য কোনো সভা বা স্থান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যরা যদি কোনো বিষয়ে একমত না হন, তাহলে তারা প্রতিবাদে সভা থেকে সভাবর্জন করেন।

Worship - পূজা

Wristwatch - হাতঘড়ি, মণিবন্ধ ঘড়ি

Warship - রণতরী

Waterfall - জলপ্রপাত

Windmill - বায়ুচক্র



বায়ু টারবাইন বা বায়ুচক্র মানে হলো একটি যন্ত্র, যা বায়ুর শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বা অন্য কোনো কাজ করে। কোনো বায়ুচক্রে যে বড় পাখা থাকে, তা বাতাসের সাহায্যে ঘোরে এবং বিদ্যুৎ তৈরি করে।

Y

Year-book - বর্ষপঞ্জি

Yellow dog - হীন ব্যক্তি

Z

Zonal office - আঞ্চলিক কার্যালয়

Zebra crossing - জেব্রা পারাপার, পথচারী পারাপার



an area of road painted with broad white stripes, where vehicles must stop if pedestrians wish to cross.

Zone - অঞ্চল, বলয়, মণ্ডল

Zoo - চিড়িয়াখানা

Zoology - প্রাণিবিদ্যা

প্রাণিবিদ্যা মানে হলো জীববিজ্ঞানের সেই শাখা, যেখানে প্রাণী এবং তাদের জীবন, আচরণ, গঠন এবং বিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করা হয়।

Zoom - জুম্, বো বো শব্দ

জুম্ মানে হলো ক্যামেরা ব্যবহার করে কোনো ছবিকে কাছে বা দূরে নিয়ে আসা। এটি কোনো গাড়ির দ্রুত চলার কারণে হওয়া শব্দও হতে পারে।

Zodiac - রাশিচক্র

Horoscope - রাশিফল



রাশিচক্র মানে হলো আকাশের সেই কাল্পনিক চক্রাকার পথ, যা ১২টি রাশি নিয়ে গঠিত এবং যার মধ্য দিয়ে সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগুলো চলাচল করে বলে মনে করা হয়। সিংহ, কন্যা বা তুলা হলো রাশিচক্রের কয়েকটি রাশি।

Educationblog24.com

পারিভাষিক শব্দে এমন কিছু শব্দ আছে যাদের উচ্চারণ অনেকটা একই রকম; এমন সমোচ্চারিত কিছু পারিভাষিক শব্দ

Article – অনুচ্ছেদ
Articles – নিয়মাবলি / ধারা

Archetype – আদিরূপ
Architect- স্থপতি

Allegory – রূপক
Allegation – অভিযোগ

Agenda- আলোচ্য-সূচি
Addenda, addendum- পরিশিষ্ট, সংযোজন

Calendar – পঞ্জিকা
Calender – ইস্ত্রি

Custom – প্রথা
Customs –শুল্ক

Council - পরিষদ
Counsel - কৌসুলি, পরামর্শ

Ordinance – অধ্যাদেশ
Ordnance – সমরাস্ত্র

Dynamite – বিস্ফোরক বিশেষ
Dynamic - গভীর, গতিশীল

Emigrant – প্রবাসী (বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিক)
Immigrant – অভিবাসী (আমাদের দেশে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিক)

Green Room – সাজঘর
Record room - মহাফেজখানা

Principal - অধ্যক্ষ, প্রধান
Principle - তত্ত্ব, সূত্র, নীতি

Passport – ছাড়পত্র
Visa – প্রবাসাজ্ঞা

Judge – বিচারক
Justice – বিচারপতি

Vacation - অবকাশ
Vocation - বৃত্তি

Termination - অবসান
Terminology - পরিভাষা

Phonology – ধ্বনিতত্ত্ব
Morphology – শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব
Syntax – বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম
Semantics – অর্থতত্ত্ব
Lexicography - অভিধানতত্ত্ব

Annex – পরিশিষ্ট
Annexation - সংযোজন
Annexure - ক্রোড়পত্র

Civil - দেওয়ানি, অসামরিক
Civil Society – সুশীল সমাজ
Civil surgeon – পৌর চিকিৎসক
Civil war - গৃহযুদ্ধ
Civil court - দেওয়ানি আদালত
Civil defence - অসামরিক প্রতিরক্ষা

First- hand information - সরাসরি তথ্য
First- hand knowledge - মৌল জ্ঞান
First Information Report (F.I.R) - এজাহার
Interviewee- সাক্ষাৎকার দাতা
Interviewer- সাক্ষাৎকার গ্রহীতা

Criminal court - ফৌজদারি আদালত
Criminal law- দণ্ডবিধি

Carbon copy - কার্বন প্রতিলিপি
Complimentary copy - সৌজন্য কপি
Copyright - লেখস্বত্ব
Copy writer - লিপিকার
Duplicate copy - দ্বিতীয় প্রতিলিপি
Rough copy - খসড়া প্রতিলিপি
True copy - অনুলিপি

Educationblog24.com

Cold war - স্নায়ুযুদ্ধ
Prisoner of war (P.O.W.) - যুদ্ধবন্দি
War crime - যুদ্ধাপরাধ
Warship - রণতরী

Judge - বিচারক
Judgment - রায়, বিচার, সিদ্ধান্ত

Judicial - বিচারিক, ন্যায়িক
Judiciary - বিচারকবর্গ, বিচার বিভাগ

Quota - বরাদ্দ, যথাংশ
Quotation - দরপত্র
Quotation mark - উদ্ধৃতি-চিহ্ন

Treasury – কোষাগার
Treasurer – কোষাধ্যক্ষ

X-ray – রঞ্জনরশ্মি
X-mas – ক্রিসমাস / বড়দিন

Mass communication- গণযোগাযোগ
Mass contact- গণসংযোগ
Mass education - গণশিক্ষা
Mass media - গণমাধ্যম

Mercantile - বাণিজ্য, বাণিজ্যিক
Mercantile bank- বাণিজ্যিক ব্যাংক

Merchant- বণিক
Merchant vessel- বাণিজ্য-পোত

Petty- ক্ষুদ্র, ক্ষুদে
Petty cash - ক্ষুদ্র নগদ, সামান্য নগদ
Petty offence - লঘু অপরাধ

Vocation - বৃত্তি
Vacation-অবকাশ

Memo-স্মারক
Memorandum - স্মারকলিপি

Canvas - ক্যাম্বিস কাপড়
Canvass - বিক্রি করা

Surgeon – শল্য চিকিৎসক
Civil surgeon – পৌর চিকিৎসক

Sect - সম্প্রদায়
Secular - ধর্মনিরপেক্ষ
Secularism - ধর্মনিরপেক্ষতা
Sacrament – ধর্মসংস্কার

Octave - অষ্টক (ছন্দ)
Sestet - ষট্‌ক

Conduct - আচরণ
Misconduct - দুশ্চরিত্র / অসদাচরণ

Drawee - গ্রাহক
Dispatcher - প্রেরক

Pay - বেতন, মাহিনা; পরিশোধ করা, শোধ করা
Pay-bill - বেতন-পত্র/ বেতন-বিল
Pay-order - পরিশোধ আদেশ
Payslip - বেতনপত্রী
Payee - প্রাপক

Public - সরকারি জন/ লোক, জনসাধারণ
Public works - গণপূর্ত
Public fund - সরকারি তহবিল
Public opinion - জনমত
Public relations - জনসম্পর্ক
Public service - জনসেবা
Publication - প্রকাশনা

Postage - ডাকমাশুলল
Poster - প্রাচীরপত্র
Post-graduate - স্নাতকোত্তর
Postpone - স্থগিত মুলতুবি রাখা
Postscript (P.S) - পুনশ্চ
Postmark - ডাকছাপ
Posthumous - মরণোত্তর
Book-post - খোলা ডাক
General post office (G.P.O) - মহা-ডাকঘর

পুস্তিকা

Booklet - পুস্তিকা
Brochure - পুস্তিকা
Pamphlet - পুস্তিকা

Educationblog24.com

Book

Book-post - খোলা ডাক
Year-book - বর্ষপঞ্জি
Booklet - পুস্তিকা
Booking - সংরক্ষণ

Vice

Vice-chancellor - উপাচার্য
Vice-chairman - উপ-সভাপতি
Vice-versa - তদ্বিপরীত, তদ্বিপরীতভাবে

Literary Terms

Allegory – রূপক

রূপক মানে হলো এমন একটি গল্প, যার আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও একটি গভীর প্রতীকী অর্থ থাকে। উদাহরণ: জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিমাল ফার্ম *(Animal Farm)* উপন্যাসটি একটি রূপক। আপাতদৃষ্টিতে এটি পশুর খামারের গল্প হলেও, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করা। এখানে প্রতিটি চরিত্র (যেমন - শূকর বা ঘোড়া) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা গোষ্ঠীর প্রতীক।

Alliteration - অনুপ্রাস

অনুপ্রাস মানে হলো একই ধরনের ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শুরু হওয়া একাধিক শব্দ পরপর ব্যবহার করা। উদাহরণ: 'পাখায় পাখায় পসরা সাজায়' - এই বাক্যে 'প' বর্ণের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যা অনুপ্রাসের উদাহরণ।

Blank Verse - অমিত্রাক্ষর ছন্দ

যে কবিতার শেষে ছন্দ থাকে না তাকে *Blank verse* বলে। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই ছন্দে লেখা।

Ballad - গীতিকা

গীতিকা মানে হলো একটি দীর্ঘ কবিতা, যা কোনো গল্প বা ঘটনা বর্ণনা করে এবং সাধারণত সুর করে গাওয়া হয়। প্রাচীনকালে ইউরোপে নাচের সঙ্গে এক ধরনের গান গাওয়া হতো তা *Ballad* হিসেবে পরিচিত ছিল। গীতিকার মূল ভিত্তি - জনশ্রুতিমূলক বিষয়।

Climax – মহামুহূর্ত

মহামুহূর্ত মানে হলো নাটক বা গল্পের সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি সেই মুহূর্ত, যখন গল্পের প্রধান দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। কোনো ছবিতে যখন নায়ক ও খলনায়কের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই হয়, তখন তা হলো গল্পের মহামুহূর্ত।

Lyric - গীতিকবিতা

গীতিকবিতা মানে হলো এমন কবিতা যা সাধারণত লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যা সুর করে গাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' এর কবিতাগুলো গীতিকবিতার অন্যতম উদাহরণ।

Dirge - শোক সংগীত

শোক সংগীত মানে হলো মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গাওয়া একটি শোকের গান। কোনো ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যে শোকের গান গাওয়া হয়, তা হলো শোক সংগীত।

Elegy - শোকগাথা কবিতা

শোকগাথা কবিতা মানে হলো কোনো মৃত ব্যক্তির স্মৃতিতে লেখা একটি বিষণ্ন এবং শোকপূর্ণ কবিতা।

Epic - মহাকাব্য

মহাকাব্য মানে হলো এমন একটি দীর্ঘ কবিতা, যা কোনো দেশের বা জাতির বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস বা কিংবদন্তি নিয়ে লেখা হয়। প্রাচীন গ্রিসের ইলিয়াড বা ভারতের মহাভারত হলো মহাকাব্যের উদাহরণ।

Free verse - মুক্তক ছন্দ

মুক্তক ছন্দ মানে হলো এমন একটি কবিতা, যা কোনো নির্দিষ্ট ছন্দের নিয়ম মেনে চলে না। এতে প্রতিটি লাইনের দৈর্ঘ্য এবং মিলের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। আধুনিক বাংলা কবিতায় অনেক কবিই মুক্তক ছন্দে কবিতা লিখেছেন, যেখানে কবিতার ভাষা ও ভাবনার স্বাধীনতা থাকে।

Limerick - মজাদার ছড়া, পঞ্চপদী ছড়া

লিমেরিক মানে হলো পাঁচ লাইনের একটি হাস্যরসাত্মক ছড়া, যা একটি নির্দিষ্ট ছন্দ এবং মিলের নিয়ম মেনে চলে। ইংরেজি সাহিত্যে এডওয়ার্ড লিয়ারের *(Edward Lear)* লেখা পঞ্চপদী ছড়া খুব বিখ্যাত।

Paradox - আপাত বিরোধী হলেও সত্য, কূট

আপাতবিরোধী হলেও সত্য মানে হলো এমন একটি উক্তি যা শুনতে বিপরীত বা অযৌক্তিক মনে হলেও গভীর অর্থে তা সত্য হতে পারে। উদাহরণ: 'যে যত বেশি জানে, সে তত কম জানে' - এই উক্তিটি আপাতবিরোধী হলেও জ্ঞানের গভীরতার দিক থেকে সত্য।

Satire - ব্যঙ্গ রচনা

ব্যঙ্গ রচনা মানে হলো ব্যক্তি, সমাজ বা রাজনীতিকে সমালোচনা করার জন্য হাস্যরস এবং ব্যঙ্গ ব্যবহার করে লেখা কোনো রচনা। কোনো লেখায় যখন রাজনৈতিক নেতাদের ভুল বা সমাজের ত্রুটিগুলোকে হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, তখন তা হলো ব্যঙ্গ রচনা।

বাংলা অর্থ একই, পরিভাষা ভিন্ন

Annex - পরিশিষ্ট
Appendix - পরিশিষ্ট
Addenda, addendum - পরিশিষ্ট, সংযোজন

Jobber - দালাল
Broker - দালাল

Archives - মহাফেজখানা
Record room - মহাফেজখানা
Keeper of records - দলিল লেখক, মহাফেজ

Educationblog24.com

Plebiscite - গণভোট
Referendum - গণভোট

+ ism = + বাদ

Colonialism - উপনিবেশবাদ
Chauvinism - জাত্যভিমান
Communism - সাম্যবাদ
Criticism - সমালোচনা
Epicurism - ভোগবাদ
Factionalism - বাস্তববাদ
Fascism - ফ্যাসিবাদ
Idealism - ভাববাদ
Imperialism - সাম্রাজ্যবাদ
Individualism - ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
Internationalism - আন্তর্জাতিকতাবাদ
Illusionism - ভ্রান্তিবাদ
Liberalism - উদারনীতি
Modernism - আধুনিকতাবাদ
Materialism - বস্তুবাদ
Nazism - নাৎসিবাদ
Racialism - জাতি বিদ্বেষ
Rationalism - যুক্তিবাদ
Secularism - ধর্মনিরপেক্ষতা
Atheism - নাস্তিকতা

পত্র

Annexure - ক্রোড়পত্র
Bill - মূল্যপত্র; পাওনাপত্র
Bond - প্রতিজ্ঞাপত্র
Banner - প্রচারপত্র
Bulletin - জ্ঞাপনপত্র
Coventant - চুক্তিপত্র
Circular - পরিপত্র, বিজ্ঞপ্তি
Corrigendum - শুদ্ধিপত্র
Certificate - প্রত্যয়নপত্র, প্রশংসাপত্র
Declaration - ঘোষণাপত্র, ঘোষণা
Diploma - উপাধিপত্র
Folio - পত্র, পাতা
Gazette - ঘোষণাপত্র
Handout - জ্ঞাপন পত্র
Handbill - প্রচারপত্র
Leaflet - প্রচারপত্র
Letter head - পত্রশীর্ষ
Letter of appointment - নিয়োগপত্র
Licence - অনুজ্ঞাপত্র
Passport - বহির্গমনপত্র
Poster - প্রাচীরপত্র, পোস্টার
Prescription - ব্যবস্থাপত্র
Press - সংবাদপত্র, ছাপাখানা
Prospectus - বিবরণপত্র
Ultimatum - চরমপত্র, চূড়ান্ত দাবি
Will - ইচ্ছাপত্র, উইল

লিপি

Copy – প্রতিলিপি
Calligraphy - হস্তলিপিবিদ্যা
Calligraphist - হস্তলিপি বিশারদ
Dictation - শ্রুতলিপি
Duplication - অনুলিপি, অনুবর্তন
Manuscript- পাণ্ডুলিপি
Memorandum - স্মারকলিপি
Obituary- শোকলিপি
True copy - অনুলিপি
Slip of the pen - লিপি-প্রমাদ

হত্যা

Homicide - নরহত্যা
Assassination - গুপ্তহত্যা
Mass killing - গণহত্যা

সংস্থা

Bureau - সংস্থা
Employment bureau - কর্মনিয়োগ সংস্থা
Governing body- পরিচালনা সংস্থা

Educationblog24.com

Educationblog24.com

চুক্তি

Agreement - চুক্তি/ সম্মতি/ মতৈক্য
Barter agreement- পণ্য বিনিময় চুক্তি
Breach of contract - চুক্তিভঙ্গ
Covenant - চুক্তিপত্র
Pact - চুক্তি

বিদ্যা

Architecture - স্থাপত্যবিদ্যা, স্থাপত্য
Anatomy-শারীরবিদ্যা
Aeronautics – বিমান চালন বিদ্যা
Academic - অধিবিদ্যা/ শিক্ষায়তনিক
Board of studies- বিদ্যা-পর্ষদ
Calligraphy- হস্তলিপিবিদ্যা
Cartography - মানচিত্রবিদ্যা
Ethics- নীতিবিদ্যা
Fishery- মৎস্যক্ষেত্র, মৎস্যবিদ্যা, মৎস্যপালন
Floriculture- পুষ্পবিদ্যা
Hygiene- স্বাস্থ্যবিদ্যা
Forestry - বনবিদ্যা, অরণ্যবিদ্যা
Linguistics- ভাষাবিদ্যা
Zoology - প্রাণিবিদ্যা

By-product- উপজাত
By-elections - উপনির্বাচন
By-law - উপ-আইন
By- order- আদেশক্রমে

Ballot- ভোট / গোপন নির্বাচন
Ballot paper - ভোটপত্র

Bankrupt- দেউলিয়া
Banker - ব্যাংক মালিক, মহাজন
Mercantile bank- বাণিজ্যিক ব্যাংক
Bank balance - ব্যাংক-স্থিতি

Buffer stock- জরুরি মজুদ
Buffer elements – নিরপেক্ষ উৎপাদন

Highway - মহাপথ
Galaxy - ছায়াপথ

Customs – শুল্ক
Custom house - শুল্কভবন
Cess - উপকর
Tariff - শুল্ক
Tariff duties - শুল্ক কর
Demurrage - বিলম্ব শুল্ক
Duty - শুল্ক
Excise duty - আবগারি শুল্ক
Tax - কর
Sur-tax - উপরিকর

বিষয় ভিত্তিক কিছু পারিভাষিক শব্দ

১. রসায়ন

Aberration – বিচ্যুতি
Absolute – পরম/ খাঁটি/আসল
Bronze – তামা
Extraction – নিষ্কাশন
Hydrogen – উদজান
Nitrogen – যবক্ষারজান
Neutron – নিষ্ক্রিয় কর্মা/ তড়িৎশক্তিহীন অণুবিশেষ
Oxygen – অম্লজান

২. পদার্থ বিদ্যা

Arc – চাপ
Axis – অক্ষ
Axis of rotation – ঘূর্ণাক্ষ
Cell – সেল / কোষ
Central force – কেন্দ্রিক বল
Chance – দৈব
Inlet – প্রবেশ পথ

৩. গণিত শাস্ত্র

Expression – সসীম
Fundamental rules – মূল নিয়ম
Integral number – পূর্ণসংখ্যা

Educationblog24.com

৪. মৃত্তিবিজ্ঞান
Buffer elements – নিরপেক্ষ উপাদান
Bulk density – আকারের ঘনত্ব
Calcium – ক্যালসিয়াম
Calcium carbonate – খড়িমাটি
Capillary force – কৈশিক শক্তি

৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
Knave – প্রতারক
Legal – বৈধ
Nationality – জাতীয়তা

৬. ভূবিদ্যা
Ablation – ক্ষয়

৭. তথ্য গণিত
Absolute – স্বকীয়
Applied Statistics – ফলিত বা ব্যবহারিক পরিসংখ্যান
Job evaluation – কার্যের মূল্যায়ন

বাংলাভাষার যে সকল শব্দ পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়

অম্লজান	উদযান	নথি	প্রশিক্ষণ	বেতার	সচিব
সচিবালয়	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	সমাপ্তি	সাময়িকী	ডাকঘর
সমীকরণ	ব্যবস্থাপক	মহাব্যবস্থাপক	মন্ত্রিপরিষদ		

☞ এবার নিচের প্রশ্নগুলো দেখুন::

০১. পারিভাষিক শব্দ কোনটি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০১]*
A. মেঘালয় B. বিচারালয় C. সচিবালয় D. হিমালয়

০২. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১১]*
A. ডাব B. সচিব C. কুচ্ছিত D. বালতি

০৩. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*
A. টপর B. গাছ C. মন্ত্রিপরিষদ D. বাতিল

০৪. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]*
A. মসজিদ B. কাগজ-পত্র C. দর-দালান D. সমীকরণ

উত্তর:: ০১.C ০২.B ০৩.C ০৪.D

☞ দেখুন:::- এখানে কিন্তু একটি ইংরেজি শব্দ দিয়ে এর বাংলা পারিভাষিক অর্থ কোনটি জানতে চায় নি। চারটি অপশনেই বাংলা শব্দ দেয়া আছে। অতএব উপরে যে কয়টা দিলাম তা-ই মুখস্থ করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন। এই প্রশ্নের আলোকে নতুন করে শব্দ খুঁজতে গিয়ে ব্রেইনের উপর চাপ দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১. পারিভাষিক শব্দ লেখ: *[জবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]*

উ: Autobiography, Cabinet, Chancellor, Dialogue , Booklet, Agenda

Autobiography - আত্মজীবনী
Cabinet - মন্ত্রী পরিষদ
Chancellor - আচার্য
Dialogue - সংলাপ
Booklet - পুস্তিকা
Agenda - আলোচ্য-সূচি

Educationblog24.com

০২. **পারিভাষিক রূপ লেখ:** *[জবি D ইউনিট ২০২৪-২৫]*

Defense Biography Ability Cabinet
Architecture Bacteria Monarchy Public Opinion

উ: Defense - প্রতিরক্ষা Biography - কড়চা, জীবনচরিত Ability - সামর্থ্য
Cabinet - মন্ত্রিপরিষদ Architecture - স্থাপত্যবিদ্যা, স্থাপত্য Bacteria - জীবাণু
Monarchy - রাজতন্ত্র Public Opinion - জনমত

০৩. **পরিভাষাযোগে বাক্য গঠন কর:** *[ঢাবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]*

অ্যাডহক; রেয়াত; ডেপুটেশন; প্রোক্টর; নথি; তিলার্ধ।

উত্তর: অ্যাডহক = বিভিন্ন সময়ে অ্যাডহক, নন-ক্যাডার ও প্রকল্পে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের অবৈধ পদায়ন আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

রেয়াত = বিনিয়োগ কর রেয়াতের বৈধ উপায়।

ডেপুটেশন = সামির সাহেব ডেপুটেশন প্রাপ্তির আবেদন করেছেন ।

প্রোক্টর = প্রোক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দানের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

নথি = বাংলাদেশে নথি সংরক্ষণের অবস্থা বেশ নাজুক।

তিলার্ধ = আমার হাতে তিলার্ধ সময়ও নেই।

ব্যাখ্যা: **Ad-hoc** - তদর্থক/ অনানুষ্ঠানিক। **Concession** - রেয়াত, ছাড়। **Deputation** - প্রেষণ/ প্রতিনিধিত্ব। **Proctor** - প্ররক্ষক। **File** - নথি। **Slightly** - তিলার্ধ।

০৪. **বাংলা পরিভাষা লিখুন:** *[৩৪তম বিসিএস; ২০১৪]*

Abrogate Booking Bibliography Excecute Agenda Deed

উ **Abrogate** - রদ করা, লোপ করা **Booking** - সংরক্ষণ
Bibliography - গ্রন্থপঞ্জি **Excecute** - নির্বাহ করা
Agenda - আলোচ্য সূচি **Deed** - দলিল

০৫. **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য লিখুন:** *[৩১তম বিসিএস; ২০১১]*

অভিহিত মূল্য; নির্ঘণ্ট; পরিবীক্ষণ; মোক্তারনামা; প্রাধিকার।

উত্তর: অভিহিত মূল্য (Face value): শেয়ারের অভিহিত মূল্যের ওপর লভ্যাংশ নির্ভরশীল।

নির্ঘণ্ট (Index): বইগুলোতে নির্ঘণ্ট দেওয়া হয় পাঠকের সুবিধার জন্য।

পরিবীক্ষণ (Audit): প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যথাযথ পরিবীক্ষণ প্রয়োজন।

মোক্তারনামা (Attorneyship): মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিলকে মোক্তারনামা বলে।

প্রাধিকার (Privilege): রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ দিয়েছে।

০৬. **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য লিখুন:** *[৩০তম বিসিএস; ২০১১]*

অধ্যাদেশ, প্রজ্ঞাপন, প্রাক্কলন, প্রেষণ

উত্তর: অধ্যাদেশ (Ordinance): বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে রাষ্ট্রপতি ১২২টি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন।

প্রজ্ঞাপন (Notification): PSC যোগ্য লোক নিয়োগদানের জন্য নভেম্বর মাসে প্রজ্ঞাপন জারি করে থাকে।

Educationblog24.com

প্রাক্কলন (Estimate): পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এর প্রাক্কলন ব্যয় ধরেছে ১৮০ কোটি টাকা।

প্রেষণ (Deputation): অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে UGC-এর চেয়ারম্যান পদে প্রেষণে নিয়োগদান করা হয়েছে।

০৭. **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণ বাক্য লিখুন:** *[২৯তম বিসিএস; ২০১০]* পরিপত্র

উত্তর: পরিপত্র (Circular): চাকরির পরিপত্রগুলো সাপ্তাহিক চাকরির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

০৮. **নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে পূর্ণবাক্য লিখুন:** *[২৮তম বিসিএস; ২০০৯]*

বিজ্ঞপ্তি; পরিপত্র; অভিযুক্তকরণ; সংশোধনী।

উত্তর:

বিজ্ঞপ্তি (Circular): সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

পরিপত্র (Circular): চাকরির পরিপত্রগুলো সাপ্তাহিক চাকরির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অভিযুক্তকরণ (Accusation): দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযুক্তকরণ প্রক্রিয়া সাধারণ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই তার বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব।

সংশোধনী (Amendment): বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে, যার মধ্যে ৫ম ও ৭ম সংশোধনী আদালত বাতিল করে দেয়।

০৯. **যেকোনো পাঁচটির বাংলা পরিভাষা দিয়ে বাক্য রচনা করুন:** *[২৭তম বিসিএস; ২০০৬]*

ক. Allotment	খ. Bankrupt	গ. Charter	ঘ. Embargo
ঙ. Ombudsman	চ. Referendum	ছ. Subjudice	জ. Inauguration
ঝ. Deadlock	ঞ. Enterprise		

উত্তর:

Allotment (বরাদ্দ): বিগত কয়েক বছর থেকে সরকার প্রতিটি বাজেটে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

Bankrupt (দেউলিয়া): বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দেউলিয়া থেকে রক্ষার জন্য যাবতীয় সহায়তা দেয়।

Charter (সনদ): জাতিসংঘের সনদ প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের মেনে চলা আবশ্যক।

Embargo (নিষেধাজ্ঞা): জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

Ombudsman (ন্যায়পাল): বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

Referendum (গণভোট): পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় ইস্যুগুলোর সমস্যা সমাধানে গণভোটের আয়োজন করা হয়।

Subjudice (বিচারাধীন): মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাগুলো এখনও আদালতে বিচারাধীন।

Inauguration (অভিষেক): ICC এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচ খেলে ২০০০ সালে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে।

Enterprise (সাহসী উদ্যোগ): যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটি সাহসী উদ্যোগ হলেও তা কার্যকর করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

Deadlock (অচলাবস্থা): বিরোধী দলের ডাকা হরতালে কার্যত দেশে অচল অবস্থা বিরাজ করে।

Educationblog24.com

বন্ধুরা এখানে আরো কিছু অতিরিক্ত পারিভাষিক শব্দ দেওয়া হয়েছে। পারিভাষিক শব্দের ব্যাপারটা এমন যে কোনটি আসে আর কোথা থেকে আসে তার পূর্বানুমান করা কঠিন। যদি হাতে সময় পান তবেই এই অংশটি পড়বেন। অন্যথায় প্রয়োজন নেই।

A

Admission - ভর্তি
Allowance - ভাতা, (বাণিজ্য) দস্তুরি, অনুমতি
Approval - অনুমোদন
Anticorruption - দুর্নীতি-বিরোধ
Accused - অভিযুক্ত, আসামি
Accountancy - হিসাবশাস্ত্র, হিসাব-বিদ্যা
Advertisement - বিজ্ঞাপন
Aeroplane - উড়োজাহাজ
Air-base - বিমানঘাঁটি
Audit - নিরীক্ষা, হিসাব-নিরীক্ষা
Algebra - বীজগণিত
Application - আবেদনপত্র
Arithmetic - পাটিগণিত
Academy- একাডেমি, শিক্ষায়তন
Allow - মঞ্জুর করা
Abolition - বিলোপ, বিলোপ সাধন
Adjustment - সমন্বয়
Adjust - সমন্বয় করা
Aggregate – সমষ্টি, সাকুল্য, সমুদয়
Aircraft - বিমান
Airways – বিমানপথ
Alternate - একান্তর
Alternative - বিকল্প
Ambassador - রাষ্ট্রদূত, প্রতিনিধি
Archaeology - প্রত্নতত্ত্ব
Authority - কর্তৃত্ব, কর্তৃপক্ষ
Ambition - উচ্চাকাঙ্ক্ষা
Antonym - বিপরীত শব্দ
Apology - ত্রুটি স্বীকার
Appointment - নিয়োগ
Award - রায়, ভূষিত করা

B

Board - পরিষদ, সমিতি
Book-keeping - হিসাবরক্ষণ
Birth-control - জন্মনিয়ন্ত্রণ
Blood pressure - রক্তচাপ
Banned - নিষিদ্ধ
Boxing - মুষ্টিযুদ্ধ
Breath - শ্বাস-প্রশ্বাস
Bracket - বন্ধনী
Bonus - লভ্যাংশ
Ballistic missile - ক্ষেপণাস্ত্র
Bank rate - ব্যাংক হার
Barrage - বাঁধ
Bill of exchange - হুন্ডি, বিনিময়বিল
Black money - কালো টাকা
Beverage - পানীয়
By order - আদেশক্রমে
Barrack - সেনানিবাস

C

Chief whip - মুখ্য সচেতক
Carbohydrate - শ্বেতসার
Certificate - সনদপত্র
Chemistry - রসায়ন
College - মহাবিদ্যালয়
Cyclone - ঘূর্ণিঝড়
Collection - আদায়, সংগ্রহ
Cell phone - মুঠোফোন
Crisis - সংকট
Canon - বিধান, অনুশাসন
Category - পর্যায়

Educationblog24.com

Chamber - সভা, কক্ষ
Chapter - অধ্যায়
Convener - আহ্বায়ক
Charge - ব্যয়, অভিযোগ
Circulation - প্রচার, বিলি
Column – স্তম্ভ, ঘর, থাম
Complaint - অভিযোগ
Chief of staff - বাহিনী প্রধান
Co-operate - সহযোগিতা করা

D

Discount - বাট্টা
Diary - দিনপঞ্জি
Demand - দাবি, চাহিদা
Department - বিভাগ
Dead letter - নির্লক্ষ্য পত্র
Deadline - সময়সীমা
Delivery - বিলি
Distributor - বণ্টনকারী, পরিবেশক
Duration - স্থিতিকাল
Dummy - প্রতিরূপ
Due – বাকি

E

Elimination - বর্জন
Editing - সম্পাদনা
Elective - ঐচ্ছিক, নৈর্বাচনিক
Express - দ্রুতগামী
Environment - পরিবেশ
Elevator - উত্তোলক
Employee - কর্মচারী
Engineer - প্রকৌশলী
Entertainment - প্রমোদ
Error - ভুল
Espionage - গুপ্তচর বৃত্তি

F

Feedback - প্রতিক্রিয়া
Fire-brigade - দমকলবাহিনী
Ferry - খেয়া
Fair - মেলা, ন্যায্য
Fibre - তন্তু
Figure - চিত্র, অঙ্ক, আকার
File-copy - নথি প্রতিলিপি
Film - চলচ্চিত্র
Finance - অর্থ, অর্থায়ন
Fitness - শারীরিক উপযুক্ততা, যোগ্যতা
Forward - অগ্রিম, প্রেরণ করা, পেশ করা
Federation - যুক্তরাষ্ট্র, সংঘ
Finger print - আঙুলের ছাপ
First aid - প্রাথমিক চিকিৎসা
Foreign policy - পররাষ্ট্রনীতি
Formula - সূত্র, সংকেত
Fourth state - চতুর্থ রাষ্ট্র (সংবাদপত্র)
Function - কর্ম, ধর্ম, ক্রিয়া, বৃত্তি
Fantasy - উদ্ভট কাহিনি, কল্পকাহিনি
Fund - তহবিল

G

Garrison - সেনাদল
Graphic - লৈখিক, রৈখিক
Gross income - স্থূল আয়
Gymnasium - ব্যায়ামাগার
Guide book - নির্দেশিকা

H

Heading - শিরোনাম
Hoarder - মজুতদার
Headquarter - সদরদপ্তর
Hostel - ছাত্রাবাস

Educationblog24.com

Educationblog24.com

Hangar - বিমানশালা
Hospital - হাসপাতাল
Hawker market - ফেরিবাজার
Haven - পোতাশ্রয়, আশ্রয়স্থল
Hand note - ঋণদলিল, হাতচিঠা, জ্ঞাপনপত্র
Habitat - বসতি
Human rights - মানবাধিকার
Human strike - অনশন, ধর্মঘট

I

Indemnity - নিরাপত্তা/ক্ষতিপূরণ
Internet - অন্তর্জাল
Institute - অধিসংস্থা, প্রতিষ্ঠান
Item - দফা, পদ
Immediate - তাৎক্ষণিক, অবিলম্বিত
Information - তথ্য, সংবাদ
Identification - শনাক্তকরণ
Illiterate - নিরক্ষর
Invented - উদ্ভাবিত
Inquiry - অনুসন্ধান; তদন্ত

J

Joint Account - যৌথ হিসাব
Jury - নির্ণায়ক বর্গ, জুরি
Joint Venture - যৌথ প্রচেষ্টা
Judicial enquiry - বিচার বিভাগীয় তদন্ত

K

Knight - বীরযোদ্ধা
Knowledge – জ্ঞান, অবগতি
Kidnapping - অপহরণ

L

Liver - যকৃৎ
Laboratory - পরীক্ষাগার
Liquid - তরল
Lungs - ফুসফুস
Library - গ্রন্থাগার
Labour - শ্রম, শ্রমিক
Lay off - সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা
Labour Court - শ্রম আদালত
Labour pain - প্রসববেদনা
Lake - হ্রদ
Land revenue - ভূমিরাজস্ব
Light house - বাতিঘর
Lawyer - আইনজ্ঞ
Litigation - মামলা

M

Management - ব্যবস্থাপনা
Magnet - চুম্বক
Margin - প্রান্ত
Ministry - মন্ত্রণালয়
Microscope - অণুবীক্ষণযন্ত্র
Message - বার্তা
Mineral water - খনিজ পানি
Mininum - নিম্নতম, ক্ষুদ্রতম, নূন্যতম
Magazine - সাময়িকী
Mandate - আজ্ঞা
Manpower - জনশক্তি
Manure - সার
Mint - টাকশাল
Mediator - মধ্যস্থ, সালিস
Multipurpose - বহুমুখী

N

Nationalisation - জাতীয়করণ
Navy - নৌবাহিনী
Name-plate - নামফলক

Educationblog24.com

O

Observation - পর্যবেক্ষণ
Observer - পর্যবেক্ষক
Ordinary - সাধারণ, মামুলি
Organization - সংগঠন, সংস্থা
Out-post - ফাঁড়ি
Overtime - অধিকাল

P

Postmortem - ময়নাতদন্ত
Pseudonym - ছদ্মনাম
Polution - দূষণ
Plant - উদ্ভিদ
Preliminary - প্রারম্ভিক
Proposal - প্রস্তাব
Paid - পরিশোধকৃত
Paragraph - অনুচ্ছেদ
Partition - ভাগ
Partner - অংশীদার
Partnership - অংশীদারিত্ব
Part-time - খণ্ডকাল, খণ্ডকালীন
Permission - অনুমতি
Pending - মুলতবি
Permit - অনুমতিপত্র
Photograph - আলোকচিত্র
Production - উৎপাদন
Poultry - হাঁস-মুরগি
Profession - পেশা, বৃত্তি
Project - প্রকল্প
Paid up - পরিশোধিত
Painter - চিত্রকর
Paper currency - কাগজিমুদ্রা
Personality - ব্যক্তিত্ব
Physician - চিকিৎসক
Proctor - প্রাধ্যক্ষ
Pay-roll - বেতন-তালিকা
Pathology - রোগবিদ্যা
Protocol - চুক্তির খসড়া, আচরণবিধি

R

Release - মুক্তি
Rural - গ্রামীণ
Receipt - প্রাপ্তি রসিদ
Retired - অবসরপ্রাপ্ত
Race Course - ঘোড়দৌড়ের মাঠ
Ranking - পদবিন্যাস
Report - প্রতিবেদন
Record - নথি, বিবরণী
Real wages - বাস্তব মজুরি
Receiver - গ্রাহক
Rule of law - আইনের শাসন
Rainbow - রামধনু, রংধনু
Realism - বাস্তববাদ
Recreation - বিনোদন
Rain Coat - বর্ষাতি
Rural bank - গ্রামীণ ব্যাংক
Research - গবেষণা

S

Search light - সন্ধানী আলো, সন্ধানী বাতি
Specialist - বিশেষজ্ঞ
Scale of pay - বেতন-ক্রম

T

Technical - কারিগরি
Transfer - বদলি, হস্তান্তর
Textile - বস্ত্র
Theoretical - তত্ত্বীয়
Table - সারণি, তালিকা
Telescope - দুরবিন

Educationblog24.com

Educationblog24.com

Tourist - পর্যটক
Trade - বাণিজ্য
Transaction - লেনদেন
Terminal - প্রান্তিক
Therapy - চিকিৎসা
Tool-box - যন্ত্র-বাক্স
Transmission - প্রেরণ
Trail - স্বচ্ছতা
Typist - মুদ্রাক্ষরিক

U

Unilateral - একতরফা
Urinal - প্রস্রাবখানা
University - বিশ্ববিদ্যালয়
Undated - তারিখহীন
Usage - প্রথা
Unofficial - বেসরকারি

V

Visit - রসিদ
Variation - পরিবর্তন, রূপান্তর, তারতম্য
Variety - প্রকার
Voter - নির্বাচক, ভোটার
Verbal - মৌখিক
Visitor - দর্শনার্থী, অভ্যাগত

W

Water-transport - নৌ-পরিবহন
Workshop - কর্মশালা
Weather - আবহাওয়া
Wastage - অপচয়
Wireless - বেতার
Wholesale - পাইকারি
Welcome - অভ্যর্থনা, স্বাগত
Writ - আজ্ঞালেখ, পরোয়ানা

X

X-ray - রঞ্জনরশ্মি

Y

Year calender - বর্ষপঞ্জিকা
Yard - অঙ্গন

Z

Zigzag - আঁকাবাঁকা
Zonal - আঞ্চলিক
Zinc - দস্তা
Zionism - ইহুদিবাদ

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

০১. **'Transparency' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?** *[৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) - ২০২৫]*
ক. যথার্থতা খ. নির্ভরযোগ্যতা গ. স্বচ্ছতা ঘ. দুর্নীতি দমন
০১. গ

০২. **'Pedagogy' শব্দের পরিভাষা -** *[৪৬তম বিসিএস ২০২৪]*
A. সহশিক্ষা B. নারীশিক্ষা C. শিক্ষাতত্ত্ব D. শিক্ষানীতি
ব্যাখ্যা: Pedagogy - শিক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যা/ শিক্ষাবিজ্ঞান।
০২. C

০৩. **'Rank' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[৪৫তম বিসিএস ২০২৩]*
A. পদ B. পদমর্যাদা C. মাত্রা D. উচ্চতা
ব্যাখ্যা: পদ অর্থ সম্মানজনক স্থান বা মর্যাদা। Dimension এর বাংলা পরিভাষা - মাত্রা। Altitude এর বাংলা পরিভাষা - উচ্চতা।
০৩. B

Educationblog24.com

০৪. **'Attested' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?** [৪৩তম বিসিএস ২০২১; ৪০তম বিসিএস]
A. প্রত্যায়িত B. সত্যায়িত C. প্রত্যয়িত D. সত্যয়িত
ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশাসনিক পরিভাষা' বইয়ের পৃষ্ঠা ২১ -এ 'Attested' এর পরিভাষা দেওয়া হয়েছে সত্যায়িত। 'Certified' অর্থ প্রত্যয়িত, verified - প্রতিপাদিত, Authenticated - প্রামাণীকৃত, প্রামাণিক।
০৪. B

০৫. **'Notification' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** [৪২ তম বিসিএস]
A. বিজ্ঞাপন B. বিজ্ঞপ্তি C. বিজ্ঞপ্তি ফলক D. প্রজ্ঞাপন
ব্যাখ্যা: Advertisement এর বাংলা পরিভাষা - বিজ্ঞাপন। Notice এর বাংলা পরিভাষা বিজ্ঞপ্তি। Signboard এর বাংলা পরিভাষা বিজ্ঞাপন ফলক।
০৫. D

০৬. **'Null and Void'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** [৩৮তম; ৩৬তম বিসিএস]
A. বাতিল B. পালাবদল C. মামুলি D. নিরপেক্ষ
ব্যাখ্যা: 'Null and Void' এর পরিভাষা হলো: বাতিল। অন্য Option গুলোর মধ্যে 'পালাবদল' এর ইংরেজি পরিভাষা By turns; মামুলি - Trifling এবং নিরপেক্ষ - Neutral।
০৬. A

০৭. **'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ?** [৩৭তম বিসিএস]
A. আইন B. প্রথা C. শুল্ক D. রাজস্বনীতি
ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। 'Custom' শব্দের যথার্থ পারিভাষিক অর্থ প্রথা, অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি। অন্যদিকে, Act বা Law এর পরিভাষা আইন; Customs / Duty এর পরিভাষা শুল্ক; Revenue policy এর পরিভাষা রাজস্বনীতি।
০৭. B

০৮. **'Consumer goods'-এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কী?** [৩৫তম বিসিএস]
A. ভোক্তার কল্যাণ B. ক্রয়কৃত পণ্য C. ভোগ্যপণ্য D. ক্রেতার গুণাগুণ
ব্যাখ্যা: যে পণ্য ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রক্রিয়া বা নতুন কোনো উপযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে না বা ভোক্তা ক্রয় করে সরাসরি ভোগের কাজে লাগাতে পারে তাকে ভোগ্যপণ্য বলে। ভোক্তা বা ব্যবহারকারীই এই পণ্য ক্রয় করে সরাসরি ভোগ করে থাকে। যেমন- চাল, ডাল, সাবান ইত্যাদি।
০৮. C

০৯. **'Excise duty'-র পরিভাষা কোনটি?** [৩৩তম বিসিএস]
A. অতিরিক্ত কর B. আবগারি শুল্ক C. অর্পিত দায়িত্ব D. অতিরিক্ত কর্তব্য
ব্যাখ্যা: দেশে উৎপন্ন, বিক্রিত অথবা ব্যবহৃত কোন দ্রব্যের উপর ধার্য সরকারি কর বা শুল্ককে আবগারি শুল্ক বলে। অতিরিক্ত কর্তব্য - Additional Duty; অর্পিত দায়িত্ব - Vested/ Assigned responsibility; Excess tax - অতিরিক্ত কর।
০৯. B

১০. **'Subconscious' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ হলো–** [৩২তম বিসিএস]
A. অর্ধচেতন B. অবচেতন C. চেতনাহীন D. চেতনাপ্রবাহ
ব্যাখ্যা: 'Subconscious' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ অবচেতন বা যেসব মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মানুষ (পুরোপুরি) সচেতন থাকে না অর্থাৎ যা নিজের অজান্তেই ঘটে। অন্যদিকে (গ) 'চেতনাহীন' শব্দটির ইংরেজি 'Unconscious'।
১০. B

১১. **'Quarterly' শব্দের অর্থ কী?** [৩২তম বিসিএস]
A. সাপ্তাহিক B. পাক্ষিক C. ষাণ্মাসিক D. ত্রৈমাসিক
ব্যাখ্যা: Weekly – সাপ্তাহিক। Fortnightly - পাক্ষিক। যার অর্থ পনেরো দিন অন্তর সংঘটিত হয় এমন। Yearly - বার্ষিক।
১১. D

১২. **'Anatomy' শব্দের অর্থ–** [৩০তম বিসিএস]
A. সাদৃশ্য B. স্নায়ুতন্ত্র C. শারীরবিদ্যা D. অঙ্গ-সঞ্চালন
ব্যাখ্যা: Anatomy শব্দের অর্থ শারীরবিদ্যা বা অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা [উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন 'একুশের গল্প']। Bangla Academy English-Bengali Dictionary-তে Anatomy শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে জীবদেহের গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ দ্বারা জীবদেহের গঠন সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান বা অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।
১২. C

Educationblog24.com

১৩. **'White elephant' এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?** *[Military Engineer Services; Military Sub-Assistant Engineer (E/M) - ২০২৫]* ১৩. ঘ
ক. সাদা হাতি খ. সুলভ গ. কষ্টকর ঘ. ব্যয়বহুল

১৪. **'Editor' এর পরিভাষা কোনটি?** *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী; সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ১৪. খ
ক. সম্পাদিত খ. সংস্করণ গ. উপদেষ্টা ঘ. সম্পাদক
ব্যাখ্যা: Edition - সংস্করণ; Consultant - উপদেষ্টা।

১৫. **'Jail Code' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[PSC; সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২৫]* ১৫. ঘ
ক. কারাদণ্ড খ. কারাভোগ গ. কারাভাতা ঘ. কারাবিধি
ব্যাখ্যা: Imprisonment - কারাদণ্ড।

১৬. **'Vocation' শব্দের পারিভাষিক রূপ কোনটি?** *[পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন; মাঠ কর্মকর্তা- ২০২৫]* ১৬. গ
ক. দান খ. অবকাশ গ. বৃত্তি ঘ. অনুষ্ঠান
ব্যাখ্যা: Donation - দান; Vacation - অবকাশ; Ceremony - অনুষ্ঠান।

১৭. **'Conduct' শব্দের পরিভাষা কী?** *[NSI; ফিল্ড স্টাফ - ২০২৫]* ১৭. খ
ক. স্বভাব খ. আচরণ গ. চরিত্র ঘ. উপস্থাপন

১৮. **Propaganda এর বাংলা পরিভাষা কী?** *[সিভিল সার্জনের কার্যালয়; স্বাস্থ্য সহকারী - ২০২৫]* ১৮. গ
ক. ষড়যন্ত্র খ. প্রসার গ. প্রচার ঘ. গুজব
ব্যাখ্যা: Propaganda অর্থ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণা।

১৯. **Wisdom এর বাংলা অর্থ কী?** *[বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা - ২০২৫]* ১৯. ক
ক. প্রজ্ঞা খ. জ্ঞান গ. মেধা ঘ. বুদ্ধি
ব্যাখ্যা: জ্ঞান - Knowledge; মেধা - Talent, Merit; বুদ্ধি - Intellect। প্রজ্ঞা সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ সুগভীর জ্ঞান।

❑ **Question 23 to 26: Select the most appropriate terminological word.** ২০. ক

২০. **ইশতেহার।** *[উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]*
ক. Manifesto খ. Advertisement
গ. Prospectus ঘ. Update
ব্যাখ্যা: Advertisement - বিজ্ঞাপন; Prospectus - বিবরণপত্র।

২১. **উপভাষা** *[উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ২১. ক
ক. Dialect খ. Sub-language
গ. Paralanguage ঘ. Lingua franca

২২. **আলোচ্যসূচি** *[উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ২২. গ
ক. Discussant খ. Topic গ. Agenda ঘ. Subject

২৩. **গণপূর্ত** *[উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ২৩. ঘ
ক. Public tasks খ. Public engineering
গ. Public business ঘ. Public works

২৪. **'প্রজ্ঞাপন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?** *[সাধারণ বীমা; জুনিয়র অফিসার - ২০২৪]* ২৪. ক
ক. Notification খ. Announcement
গ. Commandant ঘ. Declaration
ব্যাখ্যা: Announcement - ঘোষণা; Commandant - সেনানায়ক; Declaration - ঘোষণাপত্র।

২৫. **Horizontal এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[পেট্রোবাংলা; পদ: সহকারী ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ২৫. ক
ক. অনুভূমিক খ. সমান্তরাল গ. উলম্ব ঘ. দিগন্ত বিস্তৃত

Educationblog24.com

২৬. **'Personnel' এর বাংলা অর্থ কী?** *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারী শিক্ষক (গ্রুপ ২) - ২০২৪]* ২৬. খ
ক. ব্যক্তিগত খ. কর্মীগণ গ. ব্যক্তি সম্পর্কীয় ঘ. ব্যক্তিগত বিষয়

২৭. **'Meticulous' শব্দের অর্থ –** *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারী শিক্ষক (গ্রুপ ২) - ২০২৪]* ২৭. গ
ক. অস্পষ্ট খ. মাধ্যমিক পাশ গ. যত্নবান ঘ. সামর্থবান
ব্যাখ্যা: *Vague* - অস্পষ্ট।

২৮. **'Fare' শব্দটি দ্বারা কী বুঝাচ্ছে?** *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক (গ্রুপ ২) - ২০২৪]* ২৮. গ
ক. ভয় দেখানো খ. মেলা গ. ভাড়া ঘ. সুষ্ঠু
ব্যাখ্যা: *Fair* - মেলা, ন্যায্য।

২৯. **'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?** *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক - ২০২৪]* ২৯. ঘ
ক. তছরুপ খ. বাজেয়াপ্ত গ. পূর্বাভাস ঘ. জালিয়াতি
ব্যাখ্যা: *Forfeit* - বাজেয়াপ্ত করা। *Forecast* - পূর্বাভাস। তছরুপ আরবি শব্দ। যার অর্থ গোপনে অন্যের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ, ক্ষতি, অপচয়।

৩০. **'Book Post' এর পারিভাষিক রূপ কোনটি?** *[১৮ তম নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায় ০১) - ২০২৪]* ৩০. খ
ক. ডাকঘর খ. খোলা ডাক গ. উপবিধি ঘ. লেখস্বত্ব
ব্যাখ্যা: ডাকঘর এর ইংরেজি পরিভাষা *Post office*। *By-law* - উপবিধি। *Copyright* - লেখস্বত্ব।

৩১. **'Memorandum'- এর পরিভাষা কী?** *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট - ২০২৪]* ৩১. গ
ক. পরীক্ষাগার খ. গণসংযোগ গ. স্মারকলিপি ঘ. অবতরণ
ব্যাখ্যা: *Laboratory*- পরীক্ষাগার। *Mass contact*- গণসংযোগ। অবতরণ অর্থ নিচে গমন, অবরোহণ।

৩২. **'Ratio' শব্দটির পারিভাষিক রূপ কোনটি?** *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট - ২০২৪]* ৩২. গ
ক. নিত্যক্রম খ. ভগ্নাংশ গ. অনুপাত ঘ. সারি
ব্যাখ্যা: *Routine* - নিত্যক্রম। *Queue* - সারি। *Fraction* - ভগ্নাংশ।

৩৩. **'Agenda' শব্দের সঠিক পরিভাষা-** *[বস্ত্র অধিদপ্তর; অফিস সহায়ক - ২০২৪]* ৩৩. ক
ক. আলোচ্যসূচি খ. ক্রোড়পত্র গ. উপদেষ্টা ঘ. সূচিপত্র
ব্যাখ্যা: *Supplement* - ক্রোড়পত্র। *Consultant* - উপদেষ্টা। সূচিপত্র - *Index, Table of content;*

৩৪. **'Lyric' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ রেলওয়ে; টিকেট কালেক্টর - ২০২৪]* ৩৪. ক
ক. গীতিকবিতা খ. বঙ্গকাব্য গ. চিত্রকাব্য ঘ. মহাকাব্য
ব্যাখ্যা: চিত্রকাব্য বলতে বুঝায় চিত্র প্রধান কবিতা, যে কাব্য রচনায় ছবি ফুটে ওঠে। মহাকাব্য হলো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনি সংবলিত বৃহৎ কাব্য। এর ইংরেজি পরিভাষা *Epic*।

৩৫. **'Amplitude' বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার - ২০২৪]* ৩৫. খ
ক. বিস্তৃত খ. বিস্তার গ. প্রসার ঘ. প্রসারিত
ব্যাখ্যা: বিস্তৃত - *Extensive / Extended;* প্রসারিত - *Outstretched / Expanded*। *Amplitude* (বিশেষ্য) - বিস্তার। বিস্তৃত, প্রসারিত হলো বিশেষণ পদ।

৩৬. **শব্দার্থ লিখুন: 'Interview'** *[বেবিচক; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৪]* ৩৬. গ
ক. পরীক্ষা খ. প্রতিযোগিতা গ. সাক্ষাৎকার ঘ. আলোচনা

৩৭. **শব্দার্থ লিখুন: 'Republic'** *[বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৪]* ৩৭. খ
ক. রাজতন্ত্র খ. প্রজাতন্ত্র গ. নাগরিকতন্ত্র ঘ. রাষ্ট্রদূত
ব্যাখ্যা: রাজতন্ত্র - রাজার অধীনে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, *Monarchy*। 'প্রজাতন্ত্র' শব্দের অর্থ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা বা শাসিত রাষ্ট্র। *Ambassador* - রাষ্ট্রদূত।

৩৮. **'Lyric' শব্দের প্রতিশব্দ-** *[পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লি.; সহকারী প্রকৌশলী / ব্যবস্থাপক - ২০২৪]* ৩৮. গ
ক. সংগীত খ. সুর গ. গীতি কবিতা ঘ. গান
ব্যাখ্যা: সংগীত - *Music;* সুর - *Tune / Melody;* গান - *Song*।

Educationblog24.com

৩৯. **'Manifesto' শব্দের পরিভাষা কোনটি?** *[সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; উচ্চমান সহকারী ২০২৩]* ৩৯. ঘ
ক. প্রস্তাব খ. প্রজ্ঞাপন গ. বিজ্ঞাপন ঘ. ইশতেহার
ব্যাখ্যা: প্রস্তাব - Proposal। প্রজ্ঞাপন - Notification। বিজ্ঞাপন - Advertisement।

৪০. **'Surgeon' এর পরিভাষা -** *[BPSC; পদ: সিনিয়র স্টাফ নার্স - ২০২৩]* ৪০. খ
ক. অস্থি চিকিৎসক খ. শল্য চিকিৎসক গ. দন্ত চিকিৎসক ঘ. সার্জেন্ট
ব্যাখ্যা: দন্তচিকিৎসক - Dentist; ভেষজ চিকিৎসক - Ayurvedic physician; সার্জেন্ট (Sergeant) অর্থ পুলিশের কর্মচারিবিশেষ।

৪১. **'Calligraphy' কী?** *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; পদ: সহকারী পরিচালক - ২০২৩]* ৪১. ক
ক. হস্তলিপি বিদ্যা খ. কালি কলমে আঁকা ছবি গ. রেখাচিত্র ঘ. গ্রাফিক্স চিত্র
ব্যাখ্যা: Diagram - রেখাচিত্র, পরিলেখ। Graphic - রৈখিক, সলেখ।

৪২. **'Amendment' শব্দটির অর্থ -** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; পদ: হিসাব সহকারী - ২০২৩]* ৪২. ক
ক. সংশোধন খ. পরিবর্তন গ. পরিবর্ধন ঘ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: পরিবর্ধন অর্থ সম্প্রসারণ, বাড়ানো। এর ইংরেজি পরিভাষা Enlargement.

৪৩. **পরিভাষার আক্ষরিক অর্থ -** *[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; পদ: হিসাব সহকারী - ২০২৩]* ৪৩. খ
ক. বিদেশি ভাষা খ. বিশেষ ভাষা গ. দেশি ভাষা ঘ. উপজাতীয় ভাষা
ব্যাখ্যা: অভিধানে পরিভাষার অর্থ সংক্ষেপণার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই পরিভাষা। সহজভাবে বললে, বিশেষ ভাষা অর্থাৎ কোন ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দই পরিভাষা।

৪৪. **'Township' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রমোশন অফিসার - ২০২৩]* ৪৪. ঘ
ক. শহর খ. নগরায়ণ গ. নগরবিদ্যা ঘ. উপশহর
ব্যাখ্যা: Town - শহর। Urbanization - নগরায়ণ।

৪৫. **'ওথ' (Oath) এর অর্থ কী?** *[পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পোস্টম্যান - ২০২৩]* ৪৫. ক
ক. হলফনামা খ. জামিন গ. সত্যসাক্ষ্য ঘ. আপত্তি
ব্যাখ্যা: Surety - জামিন। Objection - আপত্তি। Oath - শপথ বা হলফনামা।

৪৬. **'Census' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[BPSC; পদ: ইন্সট্রাক্টর (টেক) - ২০২৩]* ৪৬. গ
ক. অজ্ঞান খ. রেয়াত গ. আদমশুমারি ঘ. সচেতন
ব্যাখ্যা: অবহার, খাট, রেয়াৎ, রেয়াত এর ইংরেজি পরিভাষা - Discount.

৪৭. **'গোধূলি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?** *[বাংলাদেশ রেলওয়ে; পদ: ওয়েম্যান - ২০২৩]* ৪৭. খ
ক. Sunset খ. Twilight গ. Evening ঘ. Afternoon

৪৮. **'Basin' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি?** *[সমবায় অধিদপ্তর; পদ: সহকারী পরিদর্শক - ২০২৩]* ৪৮. খ
ক. জলধারা খ. অববাহিকা গ. উপদ্বীপ ঘ. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: উপদ্বীপ অর্থ প্রায় চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ। এর ইংরেজি পরিভাষা - Peninsula। জলধারা অর্থ জলের প্রবাহ।

৪৯. **নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?** *[পোস্টমাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম); পোস্টম্যান- ২০২৩]* ৪৯. গ
ক. ডাব খ. কুচ্চিত গ. সচিব ঘ. বালতি

৫০. **কালবৈশাখীর ইংরেজি** *[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সহকারি শিক্ষক ২০২২]* ৫০. গ
ক. Dark Westerlies খ. West Westerlles
গ. North westerlies ঘ. Black Westerlics

৫১. **'Ordnance' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী?** *[DESCO Sub Station Attendant, ২০২২]* ৫১. গ
ক. অধ্যাদেশ খ. ক্রম গ. সমরাস্ত্র ঘ. আদেশ
ব্যাখ্যা: Ordinance শব্দের পারিভাষা অধ্যাদেশ। Ordinal শব্দের পারিভাষা বিন্যাস বা ক্রম।

৫২. **Budget শব্দের মূল অর্থ-** *[বাংলাদেশ রেলওয়ে MCQ লিখিত পরীক্ষা, গার্ড গ্রেড - ২, ২০২২]* ৫২. খ
ক. মূলধন খ. বন্টন গ. মুনাফা ঘ. থলে

Educationblog24.com

৫৩. **'Co-opted' এর পরিভাষা কোনটি?** *[দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), পদ: কমপ্লেইন্স, ২০২১]*
ক. যোজিত খ. সহযোজিত গ. সংযোজিত ঘ. সংযুক্ত
ব্যাখ্যা: *Additional* - সংযোজিত, অতিরিক্ত; *Annexed* - সংযুক্ত। ৫৩. খ

৫৪. **'Co-opted' এর পরিভাষা কোনটি?** *[BRDB, পদ: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০২১]*
ক. সহযোজিত খ. যোজিত গ. সংযোজিত ঘ. সংযুক্ত
ব্যাখ্যা: যোজিত/ সংযোজিত - *Added*; সংযুক্ত - *Attached/ Connected* ৫৪. ক

৫৫. **'Hand out' এর বাংলা পরিভাষা কি?** *[BRDB, পদ: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০২১]*
ক. তথ্যপত্র খ. প্রচারপত্র গ. হস্তলিখিত পত্র ঘ. জ্ঞাপন পত্র
ব্যাখ্যা: *Hand bill* অর্থ প্রচারপত্র। ৫৫. খ

৫৬. **'Preliminary' এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ** - *[তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সহকারী তথ্য কর্মকর্তা, ২০২১]*
ক. প্রেষণ খ. প্রারম্ভিক গ. প্রকল্প ঘ. প্রায়োগিক
ব্যাখ্যা: *Deputation* - প্রেষণ; *Project* - প্রকল্প; *Practical* - প্রায়োগিক। ৫৬. খ

৫৭. **'Secretary' এর পরিভাষা কোনটি?** *[পোস্টমাস্টার জেনারেল, ২০২২]*
ক. সম্পাদক খ. সচিব গ. সাধারণ ঘ. সদস্য
ব্যাখ্যা: *Editor* - সম্পাদক; *Ordinary* - সাধারণ; *Member* - সদস্য। ৫৭. খ

৫৮. **A to Z কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?** *[দুর্নীতি দমন কমিশন, পদ: কোর্টপরিদর্শক, ২০২২]*
ক. শেষ পর্যন্ত খ. সম্পূর্ণভাবে গ. সারাক্ষণ ঘ. সবসময় ৫৮. খ

৫৯. **'Allocation' শব্দের বাংলা পরিভাষা** - *[বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ২০২২]*
ক. বরাদ্দ খ. বরাদ্দকারী গ. মঞ্জুর ঘ. অনুদান
ব্যাখ্যা: *Allotment* এর পরিভাষাও - বরাদ্দ। *Approved* এর পরিভাষা মঞ্জুর। *Donation* এর পরিভাষা অনুদান। ৫৯. ক

৬০. **'Keeper' শব্দের বাংলা পরিভাষা** - *[বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ক্যাশিয়ার পদ, ২০২২]*
ক. গ্রাহক খ. চালক গ. রক্ষক ঘ. বাহক
ব্যাখ্যা: *Customer / Client* - মক্কেল, গ্রাহক; *Driver* - চালক; *Saviour* - রক্ষক; *Carrier* - বাহক। ৬০. গ

৬১. **'Invoice' এর বাংলা পারিভাষিক রূপ কোনটি?** *[১৭তম নিবন্ধন - স্কুল/সমপর্যায়, ২০২২]*
ক. চালান খ. পণ্যাগার গ. শুল্ক ঘ. বিনিয়োগ
ব্যাখ্যা: *Warehouse* - পণ্যাগার; *Customs* - শুল্ক; *Investment* - বিনিয়োগ। ৬১. ক

৬২. **'Ad-hoc' এর অর্থ কী?** *[১৭তম নিবন্ধন - স্কুল পর্যায়-২, ২০২২]*
ক. তদর্থক খ. অস্থায়ী গ. শপথপত্র ঘ. ক ও খ উভয়ই
ব্যাখ্যা: *Temporary* - অস্থায়ী; *Oath* - শপথ; *Ad-hoc* - তদর্থক/ অস্থায়ী ভিত্তিতে / অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। ৬২. ঘ

৬৩. **'পোস্টাল কোড' কী নির্দেশ করে?** *[১৭তম নিবন্ধন - কলেজ পর্যায়, ২০২২]*
ক. প্রাপকের এলাকা খ. ডাকবিভাগের নাম
গ. পোস্ট অফিসের নাম ঘ. প্রেরকের এলাকা
ব্যাখ্যা: ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে প্রাপকের ঠিকানা লেখার সময় পোস্টকোডকে শহরের নামের পরে (একই লাইনে বা পরের লাইনে) বসানো হয়। অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ঠিকানা লেখার সময় এটিকে শহরের নামের আগে বসানো হয়। ৬৩. ক

৬৪. **Edition শব্দের অর্থ** - *[১৭তম নিবন্ধন - কলেজ পর্যায়, ২০২২]*
ক. সংস্করণ খ. সম্পাদক গ. সম্পাদকীয় ঘ. অনুসন্ধান
ব্যাখ্যা: *Editor* - সম্পাদক; *Editorial* - সম্পাদকীয়; *Investigation/ Inquiry* - অনুসন্ধান। ৬৪. ক

৬৫. **নীচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?** *[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পদ: সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ২০২২]*
ক. মসজিদ খ. হাসপাতাল গ. সাময়িকী ঘ. হরতন
ব্যাখ্যা: *Periodical* এর পারিভাষিক অর্থ সাময়িকী। হরতন ওলন্দাজ ভাষার শব্দ। এটি বিশেষ্য পদ। যার অর্থ চার প্রকার তাসের মধ্যে এক প্রকার, তাস খেলার সামগ্রী, তাসের রংবিশেষ। মসজিদ শব্দটি আরবি ভাষা থেকে আগত, যার আভিধানিক অর্থ শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করা অর্থাৎ সিজদাহ করা। ৬৫. খ, গ

Educationblog24.com

৬৬. **'Phoneme' শব্দের অর্থ কী?** *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১ (বিকাল)]* ৬৬. ঘ
ক. শব্দমূল খ. নাম প্রকৃতি গ. রূপ ঘ. ধ্বনিমূল
ব্যাখ্যা: ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশকে বা একককে বলা হয় ধ্বনিমূল বা Phoneme। এই ধ্বনিমূল বা Phoneme থেকেই ধ্বনিতত্ত্বের নাম হয়েছে Phonology।

৬৭. **'Rule Nisi' এর অর্থ হচ্ছে -** *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১ (বিকাল)]* ৬৭. খ
ক. আদালতের স্থায়ী আদেশ খ. আদালতের অস্থায়ী আদেশ
গ. শপথ বাক্য ঘ. বিচার কক্ষ
ব্যাখ্যা: কোনো নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হওয়া সাপেক্ষে আদালতের কোনো আদেশের বলবৎ থাকাকে 'Rule Nisi' বলে। এটি আদালতের একটি অস্থায়ী আদেশ। Oath এর পরিভাষা শপথ। বিচার কক্ষ - Court Room।

৬৮. **'Biography' শব্দের অর্থ কী?** *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১ (সকাল)]* ৬৮. খ
ক. গ্রন্থনির্দেশিকা খ. কড়চা গ. বিবরণ ঘ. আলোচনা
ব্যাখ্যা: Biography গ্রিক ভাষায় bios অর্থ 'জীবন' এবং graphein অর্থ 'লেখন' থেকে Biography যার পারিভাষিক অর্থ কড়চা, জীবনচরিত। জীবনচরিত হলো জীবনের ইতিবৃত্ত; জীবনের ঘটনাবলী এবং চরিত্রের বিবরণ। গ্রন্থপঞ্জি, গ্রন্থনির্দেশিকা- Bibliography; বিবরণ- Description; আলোচনা- Discussion।

৬৯. **'Vivid' শব্দের বঙ্গানুবাদ কোনটি?** *[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২১ (সকাল)]* ৬৯. খ
ক. বিবিধ খ. প্রাণবন্ত গ. বিস্তৃত ঘ. ব্যাপ্ত
ব্যাখ্যা: Miscellaneous / Variety অর্থ বিবিধ। Wide-spread অর্থ বিস্তৃত। Extended অর্থ ব্যাপ্ত।

৭০. **"Graphic" এর বাংলা পরিভাষা কী?** *[NSI Assistant Director, ২০২১]* ৭০. খ
ক. নকশা খ. রৈখিক গ. খসড়া ঘ. অঙ্কন
ব্যাখ্যা: Graph এর পরিভাষা - চিত্র, লেখ। Linear-রেখাকার। খসড়া - Draft। অঙ্কন - Drawing।

৭১. **'Ballad' কী?** *[দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি.; সহকারী ব্যবস্থাপক (জেনারেল) ২০২১]* ৭১. গ
ক. লোকগীতি খ. লোকগাথা গ. গীতিকা ঘ. গাঁথা
ব্যাখ্যা: Ballad শব্দের বাংলা পরিভাষা 'গীতি-কাহিনিকাব্য' বা 'গাথা'। গাথা অর্থ শ্লোক, গান, কাহিনিমূলক গীত। Folklore - লোকগাথা। Folk song - লোকগীতি, লোকসংগীত।

৭২. **'Philology' শব্দের পরিভাষা কোনটি?** *[উপজেলা/ আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ২০২০]* ৭২. B
A. দর্শনবিদ্যা B. ভাষাবিদ্যা C. মনোবিদ্যা D. ধ্বনিবিদ্যা
ব্যাখ্যা: Phonetics এর পরিভাষা ধ্বনিবিদ্যা। Psychology এর পরিভাষা মনোবিদ্যা। Philosophy এর পরিভাষা দর্শনবিদ্যা।

৭৩. **'Heavenly body' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষা; অডিটর - ২০১৯]* ৭৩. B
A. স্বীয় দেহ B. জ্যোতিষ্ক C. প্রেরিত দূত D. ভারী দেহ

৭৪. **'Turn Down'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]* ৭৪. B
A. উল্টে দেওয়া B. প্রত্যাখ্যান করা C. বাদ দেয়া D. বৈধতা দেয়া
ব্যাখ্যা: উল্টে দেওয়া - Turn upside down/ Overturn। বাদ দেয়া - Rule out/ Eradicate; বৈধ করা, সিদ্ধ করা - Validate।

৭৫. **'Semantics' এর বাংলা পরিভাষা-** *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২০১৯]* ৭৫. D
A. ধ্বনিতত্ত্ব B. রূপতত্ত্ব C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব
ব্যাখ্যা: Phonology - ধ্বনিতত্ত্ব, Morphology - শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব; অঙ্গসংস্থান, Syntax - বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম; বাক্যপ্রকরণ।

৭৬. **'Manuscript' এর বাংলা পরিশব্দ।** *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯]* ৭৬. B
A. শ্বেতপত্র B. পাণ্ডুলিপি C. নিশ্চয় D. ইশতেহার
ব্যাখ্যা: Manuscript এর পরিভাষা পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদির হস্তলিখিত বা টাইপকৃত কপি। White paper এর পরিভাষা শ্বেতপত্র। শ্বেতপত্র হলো কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার জন্য সরকারি বিবরণী। Manifesto এর পরিভাষা ইশতেহার।

Educationblog24.com

৮৯. **'Campaign' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কী?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল্) ২০১৭]* ৮৯. A

A. প্রচারাভিযান B. প্রচারণা C. প্রচার D. প্রকাশনা

ব্যাখ্যা: প্রচারণা - Propaganda; সম্প্রচার, প্রচার - Broadcast; প্রকাশন, প্রকাশনা - Publication।

৯০. **'Quota'-এর পরিভাষা কী?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৭]* ৯০. B

A. উদ্ধৃতি-চিহ্ন B. যথাংশ C. প্রশ্ন D. জাতি বিদ্বেষ

ব্যাখ্যা: উদ্ধৃতি চিহ্ন এর পরিভাষা Quotation; প্রশ্ন এর পরিভাষা Question; জাতি বিদ্বেষ এর পরিভাষা Racism / Racial antagonism।

৯১. **'Monitoring' শব্দটির বাংলা পরিভাষা হচ্ছে-** *[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]* ৯১. B, D

A. পর্যালোচনা B. পরিবীক্ষণ C. পরিদর্শন D. পর্যবেক্ষণ

ব্যাখ্যা: পর্যালোচনা বা সমালোচনা - Review; পরিদর্শন - Inspection।

৯২. **'সচিব' কোন ধরনের শব্দ?** *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ২০১৭]* ৯২. A

A. পারিভাষিক B. মিশ্র C. তৎসম D. তদ্ভব

ব্যাখ্যা: Secretary শব্দের পরিভাষা হলো সচিব। সুতরাং, সচিব শব্দটি পারিভাষিক শব্দ।

৯৩. **'কমা (comma)' এর বাংলা কী?** *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়) ২০১৭]* ৯৩. C

A. পূর্ণচ্ছেদ B. দৃষ্টান্তছেদ C. পাদচ্ছেদ D. অর্ধছেদ

ব্যাখ্যা: কমা (,) একটি বিরামচিহ্ন। পূর্ণচ্ছেদ - Full Stop; বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। দৃষ্টান্তছেদ - Colon Dash। অর্ধচ্ছেদ - Semi Colon।

৯৪. **'Executive'-এর পরিভাষা –** *[বাংলাদেশ রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৬]* ৯৪. B

A. উর্ধ্বতন কর্মকর্তা B. নির্বাহী C. সহযোগী D. ব্যবস্থাপক

ব্যাখ্যা: উর্ধ্বতন কর্মকর্তা - Senior Officer; সহযোগী - Associate; ব্যবস্থাপক - Manager।

৯৫. **প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুমূলক প্রতিশব্দকে কী বলে?** *[সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী নিয়োগ ২০১৬]* ৯৫. B

A. অপিনিহিতি B. পারিভাষিক শব্দ C. রূঢ়ি শব্দ D. তৎসম শব্দ

ব্যাখ্যা: 'ভাষা' শব্দের আগে 'পরি' উপসর্গযোগে 'পরিভাষা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর আক্ষরিক অর্থ বিশেষ ভাষা অর্থাৎ কোনো ভাষার মধ্যে বিশেষ অর্থে ব্যবহারযোগ্য শব্দ।

৯৬. **'Chancellor' এর পরিভাষা কোনটি?** *[সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১৬]* ৯৬. A

A. আচার্য B. উপাচার্য C. অধ্যক্ষ D. প্রাধ্যক্ষ

ব্যাখ্যা: উপাচার্য - Vice-Chancellor ; অধ্যক্ষ - Principal; প্রাধ্যক্ষ - Provost।

৯৭. **'Autonomous' শব্দের অর্থ-** *[১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৬]* ৯৭. B

A. স্বাক্ষর B. স্বায়ত্তশাসিত C. সত্যায়িত D. সংশোধিত

ব্যাখ্যা: স্বাক্ষর - Signature; সত্যায়িত - Attested; সংশোধিত - Amended।

৯৮. **'সেক্রেটারী' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি?** *[পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্যাশ; সহকারি ও অফিস সহায়ক ২০১৪]* ৯৮. D

A. মহাপরিচালক B. পরিচালক C. আহ্বায়ক D. সচিব

ব্যাখ্যা: মহাপরিচালক - Director General; পরিচালক - Director; আহ্বায়ক - Convener।

৯৯. **'Virile' শব্দের অর্থ কোনটি?** *[কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইনান্স-এর কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১৪]* ৯৯. A

A. পুরুষোচিত B. কাপুরুষোচিত C. কৃপণ D. উদ্ধৃত

ব্যাখ্যা: কাপুরুষোচিত - Cowardice; কৃপণ - Miser; উদ্ধৃত - Quoted।

১০০. **'Archetype' শব্দের অর্থ-** *[পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অ্যাসিটেন্ট ম্যানেজার ২০১৪]* ১০০. A

A. আদিরূপ B. স্থপতি C. স্থাপত্যকলা D. ধাতব বর্ণ

ব্যাখ্যা: স্থপতি - Architect; স্থাপত্যকলা - Architecture; ধাতব বর্ণ - Metallic Colour।

Educationblog24.com

১০১. ইংরেজি 'prefix' শব্দকে বাংলায় কী বলে? [৯ম বিজেএস (সহকারী জজ) ২০১৪]
A. অনুসর্গ B. কারক C. সমাস D. উপসর্গ
ব্যাখ্যা: Prefix শব্দের অর্থ উপসর্গ এবং Suffix শব্দের অর্থ অনুসর্গ। ১০১. D

১০২. 'Superstitions' শব্দের অর্থ - [৯তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]
A. যাদুবিদ্যা B. সেতুবন্ধন C. কুসংস্কারাচ্ছন্ন D. উপাসনা
ব্যাখ্যা: যাদুবিদ্যা - Magic / Jugglery; সেতুবন্ধন - Bridging; উপাসনা - Worship। ১০২. C

১০৩. 'Blue print'-এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]
A. চলচ্চিত্র B. জীবনবৃত্তান্ত C. প্রতিচিত্র D. পটভূমি
ব্যাখ্যা: চলচ্চিত্র এর পরিভাষা Film। চলমান চিত্র তথা "মোশন পিকচার" থেকে চলচ্চিত্র শব্দটি এসেছে। জীবনবৃত্তান্ত - Bio-data; পটভূমি - Background। ১০৩. C

১০৪. 'For good' এর সঠিক অর্থ কোনটি? [১১তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায় ২) ২০১৪]
A. ভালো হওয়া B. গড়িমসি C. ক্ষণতরে D. চিরতরে ১০৪. D

১০৫. কোনটি পারিভাষিক শব্দ? [১০তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৪]
A. কলেজ B. নথি C. রেডিও D. অক্সিজেন
ব্যাখ্যা: নথি হচ্ছে পারিভাষিক শব্দ। এর ইংরেজি পরিভাষা File। কলেজ অর্থ হচ্ছে মহাবিদ্যালয়। Radio এর পরিভাষা বেতার। অক্সিজেন এর বাংলা অর্থ অম্লজান। ১০৫. B

১০৬. 'Phonology' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ২০১১]
A. ভাষাতত্ত্ব B. দর্শন তত্ত্ব C. ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান
ব্যাখ্যা: ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিদ্যা - Linguistics; দর্শনতত্ত্ব - Philosophy। ১০৬. C

১০৭. Treasurer-এর পরিভাষা কী? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অফিস সহকারী ২০১১]
A. অর্থভাণ্ডার B. অর্থমন্ত্রী C. কোষাগার
ব্যাখ্যা: Treasurer অর্থ কোষাধ্যক্ষ। অর্থভাণ্ডার বা কোষাগার - Treasury; অর্থমন্ত্রী - Finance Minister; কোষাগার বা সরকারি অর্থ ভাণ্ডার - Exchequer। ১০৭. ব্যাখ্যা

১০৮. 'Index' শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ২০১১]
A. সূচক B. নির্ঘণ্ট C. A+B ১০৮. C

১০৯. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? [নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]
A. মসজিদ B. কাগজ-পত্র C. দর-দালান D. সমীকরণ
ব্যাখ্যা: সমীকরণ একটি পারিভাষিক শব্দ। এর ইংরেজি পারিভাষা হলো Equation। ১০৯. D

১১০. 'Civil Society' এর পরিভাষা কোনটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক ২০১৩; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী ২০১০]
A. সভ্য সমাজ B. সুশীল সমাজ C. বেসামরিক সমাজ D. অসামাজিক সমাজ ১১০. B

১১১. Aboriginal- এর পরিভাষা– [শ্রম মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ২০০৫]
A. আদিমানব B. আদিবাসী C. কৃত্রিম D. অমৌলিক ১১১. B

১১২. 'Populous'- এর বাংলা অর্থ– [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ২০০৩]
A. জনসাধারণ B. জনপ্রিয় C. জনবহুল D. জনসংখ্যা
ব্যাখ্যা: জনসাধারণ - General People/ Public; জনপ্রিয় - Popular; জনসংখ্যা - population। ১১২. C

১১৩. 'Pleadings' এর অর্থ কী? [বিজেএস (সহকারী জজ) প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০০৭]
A. আরজী B. লিখিত জবাব C. আরজী ও লিখিত জবাব D. উকিলের বক্তব্য
ব্যাখ্যা: Pleadings শব্দের অর্থ মোকদ্দমার জবাব, আরজী ও লিখিত জবাব। ১১৩. C

Educationblog24.com

১১৪. পারিভাষিক শব্দ কোনটি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০১]*

A. মেঘালয় B. বিচারালয় C. সচিবালয় D. হিমালয়

১১৪. C

ব্যাখ্যা: Secretariat শব্দের পারিভাষা হলো সচিবালয়। সুতরাং, সচিবালয় শব্দটি পরিভাষিক শব্দ। মেঘালয় অর্থ "মেঘের আবাসস্থল"। সংস্কৃত শব্দ মেঘা মানে 'মেঘ' এবং আলয় মানে "আবাস"। বিচারালয় শব্দের ইংরেজি Judgment hall / Court। বিচারালয় অর্থ বিচারের স্থান, আদালত। হিমালয় শব্দের অর্থ বরফের ঘর। হিম শব্দটির অর্থ বরফ এবং আলয় শব্দের অর্থ গৃহ।

১১৫. 'Postage' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কোনটি? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৯]*

A. দরখাস্ত B. ডাকসংক্রান্ত C. ডাকহরকরা D. ডাকমাসুল

১১৫. D

ব্যাখ্যা: দরখাস্ত - Application; ডাকসংক্রান্ত - Postal; ডাকহরকরা - Post man।

১১৬. 'Obligatory' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ কোনটি? *[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ২০০৮]*

A. অনুগত B. বাধ্যতামূলক C. বাধিত করা D. শপথ গ্রহণ

১১৬. B

ব্যাখ্যা: অনুগত বা বাধিত - Obliged; বাধিত করা - Oblige; শপথ গ্রহণ - Taking the oath।

১১৭. নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*

A. টপর B. গাছ C. মন্ত্রিপরিষদ D. বাতিল

১১৭. C

ব্যাখ্যা: Cabinet শব্দের পরিভাষা হলো মন্ত্রিপরিষদ। সুতরাং, মন্ত্রিপরিষদ শব্দটি পরিভাষিক শব্দ।

Bank MCQ Solution

১১৮. 'Epistemology' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? *[সমন্বিত ৯ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান; অফিসার (জেনারেল) - ২০২৫]*

ক. জ্ঞানতত্ত্ব খ. বাগর্থতত্ত্ব গ. ভূতত্ত্ব ঘ. প্রত্নতত্ত্ব

১১৮. ক

ব্যাখ্যা: বাগর্থতত্ত্ব হলো ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা যা শব্দের অর্থ, বাক্যের অর্থ এবং অর্থের পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ - Semantics। Geology - ভূতত্ত্ব; Archaeology - প্রত্নতত্ত্ব।

১১৯. 'Philanthropist' -এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? *[জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫]*

ক. সুস্থতা খ. ভেষজবিদ্যা

গ. হস্তান্তরযোগ্য ঘ. লোকহিতৈষী

১১৯. ঘ

১২০. "Phonology" এর বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? *[গ্রামীণ ব্যাংক; প্রবেশনারী অফিসার - ২০২৩]*

A. Phone সংক্রান্ত বিদ্যা B. দর্শনতত্ত্ব

C. ভাষাতত্ত্ব D. ভাষার ধ্বনি বিজ্ঞান

১২০. D

ব্যাখ্যা: ধ্বনিতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে কোন নির্দিষ্ট ভাষার ধ্বনি-ব্যবস্থা আলোচিত হয়। Philology - ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিদ্যা।

১২১. 'Allegory' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? *[সমন্বিত সাত (৭) ব্যাংক; অফিসার (ক্যাশ) - ২০২৩]*

A. সংলাপ B. রূপকধর্মী রচনা C. দ্বিপদী শ্লোক D. গীতি কবিতা

১২১. B

ব্যাখ্যা: Dialogue - সংলাপ। দ্বিপদী শ্লোক হলো কবিতার অন্ত্যমিল বিশিষ্ট ও সমান মাপের দুটি চরণ। Lyric - গীতি কবিতা।

১২২. 'Morphology' এর সমার্থক বাংলা প্রতিশব্দ হলো: *[Sonali & Janata Bank; Officer (IT) 2020]*

A. ধ্বনিতত্ত্ব B. শব্দতত্ত্ব C. বাক্যতত্ত্ব D. অর্থতত্ত্ব

১২২. B

ব্যাখ্যা: ধ্বনিতত্ত্ব - Phonology; বাক্যতত্ত্ব - Syntax; অর্থতত্ত্ব - Semantics।

১২৩. 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ কী? *[BSC senior Officer 2018 (Cancelled)]*

A. ব্যঞ্জনাত্মক B. সংক্ষেপণার্থ C. রক্ষণাত্মক D. সম্মানার্থক

১২৩. B

ব্যাখ্যা: পরিভাষা = পরি + ভাষা। এটি উপসর্গজাত শব্দ। কিন্তু 'ভাষা' মৌলিক শব্দ। 'পরিভাষা' হচ্ছে বিদেশি শব্দের বাংলা অনুবাদমূলক শব্দ ও শব্দগুচ্ছ। এগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Terminology'। রাজশেখর বসুর মতে, পরিভাষা অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা কোনো বিষয় সংক্ষেপে ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা।

Educationblog24.com

১২৪. 'বহুকেন্দ্রিক' এর ইংরেজি কী? [BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]
A. Ethnocentric B. Geocentric
C. Regiocentric D. Polycentric
ব্যাখ্যা: Ethnocentric - জাতিকেন্দ্রিক, জাতিতাত্ত্বিক; Geocentric - ভূতাত্ত্বিক, ভূকেন্দ্রিক; Regiocentric - অঞ্চলকেন্দ্রিক। ১২৪. D

১২৫. 'Jingling of anklet' এর বাংলা কী? [BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]
A. জুতার গটগট B. পালের পতপত C. নূপুরের ঝুনুঝুনু D. ঢাকের গুড়গুড় ১২৫. C

১২৬. 'এপিটাফ' শব্দের অর্থ- [Probashi Kallyan Bank Executive Officer (Cash)2018]
A. শোক কবিতা B. গীতিকা C. সমাধিলিপি D. মানপত্র
ব্যাখ্যা: শোক কবিতা - Elegy; গীতিকা - Ballad / Song; মানপত্র - An addresses of honour / A written faciliation / Formal congratulaion। এপিটাফ শব্দের অর্থ সমাধিলিপি। মৃত ব্যক্তিদের সমাধি সৌধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা থাকে তাকেই সমাধিলিপি বলে। আত্মীয় বা অতি নিকট জনের বিয়োগ ব্যথাকে উপলক্ষ্য করে কবির ব্যক্তিগত শোক ভাবনাকে বলা হয় শোকগীতি, শোক কবিতা বা এলিজি (Elegy)। মানপত্র অর্থ সম্মান বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সূচক অভিনন্দন-পত্র। ১২৬. C

১২৭. 'Retrospective' শব্দের বাংলা পরিভাষা- [Janata Bank Ltd.; Executive Officer 2017]
A. ক্রমান্বয়ে B. ভূতাপেক্ষ C. সশ্রদ্ধ D. অবদমনীয়
ব্যাখ্যা: ক্রমান্বয়ে - Gradually; সশ্রদ্ধ - Respectful; অবদমনীয় - Repressive। প্রশাসনিক পরিভাষা হিসেবে ইংরেজি Retrospective শব্দের পরিভাষা হলো 'ভূতাপেক্ষ'। 'ভূতাপেক্ষ' শব্দটির অর্থ অতীতের ঘটনা সম্পর্কিত। ১২৭. B

১২৮. 'ন্যায়পাল' এর ইংরেজি শব্দ কী? [Probashi Kallyan Bank Executive Officer 2018]
A. Ombudsman B. Omibus C. Justice D. Ombusman
ব্যাখ্যা: Justice - ন্যায়বিচার। ১২৮. A

১২৯. 'অধ্যাদেশ' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [Probashi Kallyan Bank Executive Officer 2017]
A. Ordain B. Order C. Ordinance D. Law
ব্যাখ্যা: Ordain - আদেশ / প্রত্যাদেশ; Order - আদেশ; Law - আইন / বিধি। ১২৯. C

১৩০. বিভিন্ন অর্থের ধারক 'duty' শব্দের অর্থ হিসেবে নিচের কোনটি অশুদ্ধ? [Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]
A. কর্তব্য B. শুল্ক C. রুটিন D. কার্য
ব্যাখ্যা: রুটিন শব্দটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ দৈনন্দিন করণীয় কার্যের পরম্পরা, নির্ঘণ্ট বা তালিকা। ১৩০. C

১৩১. 'Gratuity' শব্দের বাংলা পরিভাষা- [Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]
A. পারিশ্রমিক B. আনুতোষিক C. পারিতোষিক D. মহার্ঘ
ব্যাখ্যা: পারিতোষিক শব্দটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ বকশিস, পুরস্কার। আনুতোষিক শব্দটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ সাহায্যরূপে প্রাপ্ত বৃত্তি, সাহায্য, বৃত্তি। মহার্ঘ এর ইংরেজি পরিভাষা Precious। মহার্ঘ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ মহৎ + অর্ঘ। মহার্ঘ শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ অত্যন্ত মূল্যবান, মহামূল্য। ১৩১. B & C

১৩২. 'Depreciation'-এর গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা- [Janata Bank Ltd.; Executive Officer(Afternoon) 2017, Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]
A. অগ্রহণযোগ্যতা B. ক্ষয়িষ্ণুতা C. অবচয় D. পতন
ব্যাখ্যা: অগ্রহণযোগ্যতা - Unacceptability। অবচয় হলো সম্পত্তি ব্যবহারের বার্ষিক চার্জ। ক্ষয়িষ্ণু এর ইংরেজি পরিভাষা হলো Atrophy। 'ক্ষয়িষ্ণু' শব্দটির অর্থ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এমন। ক্ষয়িষ্ণু এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো বর্ধিষ্ণু, যার অর্থ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এমন। পতন - Fall। পতন আর অর্থ পড়ে যাওয়া, বর্ষণ, অবনতি, নাশ। ১৩২. C

১৩৩. 'Puritanism' শব্দের বাংলা পরিভাষা- [Pubali Bank Ltd.; Senior officer 2017]
A. অতিশুদ্ধবাদ B. অতিনৈতিকতা C. নীতিবাদ D. নীতিবাগীশ ১৩৩. B

Educationblog24.com

১৩৪. **'Parasite' শব্দের বাংলা পরিভাষা-** *[Pubali Bank Ltd.; Trainee Assistant Teller 2017]*
A. পারদর্শী B. পরমুখাপেক্ষী C. পরগাছা D. পরদেশি
ব্যাখ্যা: পারদশী - Expert / Adept; পরমুখাপেক্ষী - Cringing; পরদেশি - Foreigner/ Gringo। পরগাছার ইংরেজি প্রতিশব্দ Mistletoe এবং আরেকটি প্রতিশব্দ Parasite। পরগাছার অর্থ পরজীবী উদ্ভিদ / যে গাছ অপর গাছে জন্মায় ও তাকেই আশ্রয় করে বাঁচে। পারদশী অর্থ বিচক্ষণ, নিপুণ, সমর্থ। পরদেশি অর্থ প্রবাসী, বিদেশী। পরমুখাপেক্ষী অর্থ অন্যের উপর নির্ভরশীল।
১৩৪. C

১৩৫. **নিচের কোনটির গ্রহণযোগ্য বাংলা পরিভাষা তৈরি হয়নি?** *[Pubali Bank Ltd.; Trainee Assistant Teller 2017]*
A. green room B. pass-word C. municipality D. parcel
ব্যাখ্যা: Pass-word শব্দের অর্থ সংকেত, গোপন নম্বর। Municipality শব্দের অর্থ পৌরসভা বা পৌরসংঘ। Parcel শব্দের অর্থ সঙ্গে বহনের বা ডাকযোগে প্রেরণের মোড়ক।
১৩৫. D

১৩৬. **'Morphology' এর বঙ্গানুবাদ হল-** *[Bangladesh Bank officer(Cash) 2016]*
A. রূপতত্ত্ব B. অর্থতত্ত্ব C. ধ্বনিতত্ত্ব D. বাক্যতত্ত্ব
১৩৬. A

১৩৭. **'Lease' এর পরিভাষা -** *[Janata Bank Ltd.; Assistant Executive Officer(Teller) 2015]*
A. বন্ধক B. জামানত C. ইজারা D. আমানত
ব্যাখ্যা: বন্ধক - Mortgage; জামানত - Collateral; আমানত - Deposit। বন্ধক অর্থ গচ্ছিত দ্রব্য। ইজারা শব্দটি আরবি ভাষার। আমানত শব্দটি আরবি; এর অর্থ গচ্ছিত, জমা। জামানত অর্থ জামিন স্বরূপ প্রদত্ত টাকা।
১৩৭. C

১৩৮. **'Transliteration' এর পরিভাষা -** *[Bangladesh Bank AD 2014]*
A. অনুবাদকরণ B. বর্ণীকরণ C. বর্ণান্তর D. প্রতিবর্ণীকরণ
ব্যাখ্যা: Translation এর অর্থ অনুবাদ, অনুবাদকরণ, ভাষান্তরণ।
১৩৮. D

১৩৯. **'Filing' শব্দের বাংলা পরিভাষা -** *[Rupali Bank officer 2013]*
A. নথি রক্ষা B. নথি খাতা C. নথিভুক্তি D. নথি দাখিল
১৩৯. C

১৪০. **'অম্লজান'– এর ইংরেজি কী?** *[জনতা ব্যাংক লি. ; সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. Oxygen B. Hydrogen C. Antacid D. Acerbic
ব্যাখ্যা: Hydrogen - উদযান; Antacid - অম্লনাশক, অম্লনিবারক; Acerbic - রুক্ষ, তীব্র, তীক্ষ্ণ।
১৪০.A

১৪১. **'Hybrid' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. ; অফিসার ২০১১]*
A. উচ্চফলনশীল B. কৃত্রিম প্রজনন C. উন্নত ফসল D. সঙ্কর
ব্যাখ্যা: উচ্চফলনশীল - High Yielding; কৃত্রিমপ্রজনন - Artificial Insemination; উন্নতফসল - Improved Crops।
১৪১. D

১৪২. **'Indigenous' শব্দটির অর্থ–** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. ; সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. মেধাবী B. আনাড়ী C. স্বদেশী D. বিদেশী
ব্যাখ্যা: মেধাবী - Talented, Meritorious; আনাড়ী - Clumsy, Unskilled, Awkward; বিদেশী - Foreigner। আনাড়ী অর্থ অপটু, অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, মূর্খ, অজ্ঞ।
১৪২. C

১৪৩. **'Bottom of the line' বলতে বোঝায়–** *[অগ্রণী ব্যাংক লি. ; সিনিয়র অফিসার ২০১১]*
A. কাজটি শেষ করা উচিত B. আসল কথা হলো
C. প্রারম্ভ করা হলো D. দীর্ঘসূত্রতার মাধ্যমে কাজ করা
১৪৩. B

University MCQ Solution

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪৪. **'Footnote' পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি?** *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. পত্রবাহক খ. পাদটীকা গ. পদলেহন ঘ. পদচিহ্ন
ব্যাখ্যা: Footprint - পায়ের ছাপ, পদচিহ্ন।
১৪৪. খ

Educationblog24.com

১৪৫. Literal শব্দের বাংলা পরিভাষা [ঢাবি খ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. আক্ষরিক খ. বৈধ গ. সাহিত্যিক ঘ. যৌক্তিক
ব্যাখ্যা: Valid - বৈধ; Rational - যৌক্তিক। ১৪৫. ক

১৪৬. পরিভাষার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ভুল? [ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. Canon - প্রশংসা খ. Gypsy - বেদে
গ. Index - নির্ঘণ্ট ঘ. Taboo - নিষিদ্ধ
ব্যাখ্যা: Canon - বিধান, অনুশাসন। ১৪৬. ক

১৪৭. Typography শব্দের বাংলা- [ঢাবি চ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. চিত্রলিপি খ. টাইপরাইটার গ. মুদ্রাক্ষরশিল্প ঘ. অক্ষরের চিত্র ১৪৭. গ

১৪৮. 'Charter' শব্দের বাংলা পরিভাষা - [ক ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. সনদ খ. বিজ্ঞপ্তি গ. চাটুকার ঘ. ঘোষণা
ব্যাখ্যা: Circular - বিজ্ঞপ্তি। Declaration - ঘোষণা। চাটুকার অর্থ তোষামুদ করে এমন, তোষামোদকারী। ১৪৮. ক

১৪৯. 'Trilogy' - এর পারিভাষিক শব্দ কী? [খ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. ত্রৈমাসিক খ. ত্রয়ী গ. স্বচ্ছ ঘ. ত্রিবিদ্যা
ব্যাখ্যা: ত্রৈমাসিক - Quarterly। স্বচ্ছ - Transparent। ত্রিবিদ্যা হলো তিনটি প্রধান বেদ (ঋক্, সাম ও যজু)। ১৪৯. খ

১৫০. Canvas শব্দের অর্থ - [চ ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. প্রচার খ. ক্যাম্বিস কাপড় গ. ভোট চাওয়া ঘ. বিক্রি করা
ব্যাখ্যা: Canvass - বিক্রি করা, প্রচার। Issue - প্রচার। Ballot - ভোট। ক্যানভাস এর বঙ্গীকৃত রূপ ক্যাম্বিস। ক্যানভাস অর্থ তাঁবু, ব্যাগ প্রভৃতি তৈরি বা তেল রঙের ছবি আঁকার জন্য ব্যবহৃত মোটা টেকসই কাপড়। ১৫০. খ

১৫১. 'Copyright'- এর যথাযথ পরিভাষা - [ঢাবি খ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. স্বত্ব খ. মালিকানা গ. মেধাস্বত্ব ঘ. গ্রন্থস্বত্ব
ব্যাখ্যা: মালিকানা হলো মালিকের অধিকার স্বত্ব। স্বত্ব - মালিকানা। ১৫১. ঘ

১৫২. 'Custom' শব্দের যথার্থ পরিভাষা - [ঢাবি চ ইউনিট ২০২২-২৩; ২০২১-২২]
ক. আইন খ. প্রথা গ. শুল্ক ঘ. রাজস্ব নীতি
ব্যাখ্যা: Act - আইন। Duty - শুল্ক। একটি দেশের সরকারের আয় এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনার কলা-কৌশলই রাজস্ব নীতি। ১৫২. খ

১৫৩. 'Dialect' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [ঢাবি গ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. মাতৃভাষা খ. রাষ্ট্রভাষা গ. উপভাষা ঘ. মান্যভাষা
ব্যাখ্যা: মাতৃভাষা - মায়ের ভাষা, স্বজাতির ও নিজ অঞ্চলের ভাষা। State Language - রাষ্ট্রভাষা। Standard Language এর বাংলা মান্যভাষা। কোনো ভাষার সর্বজনীন স্বীকৃত রূপই হলো মান্যভাষা। ১৫৩. গ

১৫৪. 'annex' শব্দের বাংলা পরিভাষা - [ঢাবি ক ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. পরিশিষ্ট খ. অধ্যায় গ. সূচিপত্র ঘ. পাদটীকা
ব্যাখ্যা: অধ্যায় - Chapter; সূচিপত্র - Index, Table of content; পাদটীকা - Foot-note। পরিশিষ্ট অর্থ অবশিষ্ট, বাকী। অধ্যায় অর্থ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, সর্গ, বিভাগ, পর্ব। ১৫৪. ক

১৫৫. 'Stakeholder' শব্দের প্রচলিত পারিভাষিক রূপ হলো - [ঢাবি খ ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. মধ্যস্বত্বভোগী খ. কার্যাধ্যক্ষ গ. অংশীজন ঘ. মাঠকর্মী
ব্যাখ্যা: মধ্যস্বত্বভোগী - Middle-man; কার্যাধ্যক্ষ - Supervisor, Superintendent; মাঠকর্মী - Field Worker। ১৫৫. গ

১৫৬. 'Phonetics' বাংলা পারিভাষিক রূপ কোনটি? [ঢাবি ক ২০১৮-১৯]
A. প্রয়োগার্থবিজ্ঞান B. বাগর্থবিজ্ঞান C. ধ্বনিবিজ্ঞান D. চিহ্নবিজ্ঞান
ব্যাখ্যা: প্রায়োগিক বিজ্ঞান এর ইংরেজি পরিভাষা Applied Science। চিহ্নবিজ্ঞান এর ইংরেজি পরিভাষা Semiotics। বাগর্থবিজ্ঞান এর ইংরেজি পরিভাষা Semantics (Linguistics - ভাষাবিদ্যা)। Semantics কে অর্থবিদ্যা, অর্থবিজ্ঞান ইত্যাদি নামেও বাংলায় ডাকা হয়। ১৫৬. C

Educationblog24.com

১৫৭. 'Phonetics' শব্দের পরিভাষা - *[ঢাবি-ঘ ২০১৮-১৯]*
A. ধ্বনিবাদ B. ধ্বনিবিজ্ঞান C. দানিবিদ্যা D. ধনবিদ্যা
১৫৭. B

১৫৮. 'Artisan' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[ঢাবি-ঘ ২০১৮-১৯]*
A. কারিগর B. কৃত্রিমতা C. গ্রন্থন D. কারুশিল্প
ব্যাখ্যা: কৃত্রিমতা - Artificiality; গ্রন্থন - Interlacement / Stringing; কারুশিল্প - Craft।
১৫৮. A

১৫৯. 'Dilemma' শব্দের বাংলা পরিভাষা - *[ঢাবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. ঢিলেমি খ. মতান্তর গ. উভয় সংকট ঘ. তর্ক-বিতর্ক
ব্যাখ্যা: ঢিলেমি অর্থ শৈথিল্য, আলস্য। মতান্তর অর্থ বিভিন্ন মত বা উপায়, মতের অমিল।
১৫৯. গ

১৬০. 'Cease fire' পরিভাষাটির বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. আগুন নেভানো B. অগ্নিনির্বাপণ C. অস্ত্র-সংবরণ D. অস্ত্র বাজেয়াপ্তি
১৬০. C

১৬১. 'Syntax' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক রূপ হলো: *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. শব্দ-প্রকরণ B. ধ্বনি-প্রকরণ C. বাক্য-প্রকরণ D. শব্দ গঠন
১৬১. C

১৬২. 'Charter' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. বিজ্ঞপ্তি B. সনদ C. ভাষ্য D. নথিপত্র
ব্যাখ্যা: Notice - বিজ্ঞপ্তি; Commentary - ভাষ্য; File - নথিপত্র। বিজ্ঞপ্তি অর্থ নিবেদন, বিজ্ঞাপন, প্রচারকরণ, নোটিশ। সনদ আরবি শব্দ যার অর্থ হুকুমনামা, আদেশপত্র, দলিল। ভাষ্য অর্থ ব্যাখ্যা।
১৬২. B

১৬৩. 'Beauty sleep' বলতে বোঝায়- *[ঢাবি, B-ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. গভীর ঘুম B. প্রথম রাত্রির ঘুম C. সুন্দর ঘুম D. দুপুর বেলার ঘুম
১৬৩. B

১৬৪. "Unanimous" শব্দের অর্থ – *[ঢাবি A ২০১৫-১৬]*
A. সকলের সম্মতি ব্যতীত B. সর্বসম্মত C. অননুমোদিত D. অনিরীক্ষিত
ব্যাখ্যা: Unapproved - অননুমোদিত; Unaudited - অনিরীক্ষিত।
১৬৪. B

১৬৫. 'Discriminatory' - এর পারিভাষিক শব্দ? *[ঢাবি B ২০১৫-১৬]*
A. বৈষম্য B. বৈষম্যমূলক C. গরমিল D. বিশৃঙ্খলা
ব্যাখ্যা: Discrimination - বৈষম্য; Discrepancy - গরমিল; Indiscipline - বিশৃঙ্খলা। সংস্কৃত শব্দ বৈষম্য এর অর্থ পার্থক্য, প্রভেদ, অসমতা। গরমিল অর্থ অমিল, অনৈক্য।
১৬৫. B

১৬৬. 'Cosmic' – এর পরিভাষা – *[ঢাবি ২০১৫-১৬]*
A. প্রসাধনী B. সৃষ্টি C. প্রলয় D. মহাজাগতিক
ব্যাখ্যা: Cosmetics - প্রসাধনী; Creation - সৃষ্টি; Destruction - প্রলয়। প্রলয় অর্থ দ্রবীভূতকরণ, পুনর্শোষণ, ধ্বংস, বিনাশ বা মৃত্যু। প্রলয় শব্দটি উপসর্গ যোগে গঠিত।
১৬৬. D

১৬৭. 'Forgery' শব্দের বাংলা পরিভাষা– *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১২-১৩]*
A. ফৌজদারি B. জালিয়াতি C. বলপ্রয়োগকারী D. দালালি
ব্যাখ্যা: Criminal case - ফৌজদারি; Enforcer - বলপ্রয়োগকারী; Broker - দালাল। 'ফৌজদারি' মিশ্র শব্দ। ফৌজ আরবি শব্দ যার অর্থ সেনাদল এবং দারি ফারসি শব্দ। দালালি অর্থ ওকালতি, কারো পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা বা কথা বলা। জালিয়াতি অর্থ কপটতা, প্রবঞ্চনা, মেকি দ্রব্য প্রস্তুতকরণ।
১৬৭. B

১৬৮. 'Vertical' শব্দের পরিভাষা– *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১২-১৩]*
A. অনুভূমিক B. উচ্চতা C. উল্লম্ব D. দোয়েল
ব্যাখ্যা: Horizontal - অনুভূমিক; Height - উচ্চতা; Swallow - দোয়েল। উল্লম্ব শব্দের অর্থ খাড়া, খাড়াভাবে রয়েছে এমন, উর্ধ্বাধভাবে অবস্থিত।
১৬৮. C

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১৬৯. Dialect - এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ- *[GST খ ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. পরিশিষ্ট খ. চিহ্ন গ. মৌলিক ঘ. উপভাষা
ব্যাখ্যা: Annex - পরিশিষ্ট; Symbol - সংকেত, চিহ্ন; Basic - মৌলিক।
১৬৯. ঘ

Educationblog24.com

১৭০. 'Patrol' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? [GST গ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. মহড়া খ. টহল গ. জ্বালানি ঘ. অনুসন্ধান
ব্যাখ্যা: 'Patrol' শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় কোনো এলাকা বা সীমান্তে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করা বোঝাতে। যথা: পুলিশ বা সৈন্যরা কোনো এলাকায় টহল দেয়। ১৭০. খ

১৭১. 'Ledger' শব্দের অর্থ- [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (A ইউনিট) ২০২৩-২৪]
ক. মামলা খ. অনুমতিপত্র গ. খতিয়ান ঘ. দ্রাঘিমা
ব্যাখ্যা: Litigation - মামলা। Permit - অনুমতিপত্র। Longitude - দ্রাঘিমা। ১৭১. গ

১৭২. 'Corrigendum' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? [GST A ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. পুনর্বিন্যাস খ. শুদ্ধিপত্র গ. অনুরোধপত্র ঘ. বিজ্ঞপ্তি
ব্যাখ্যা: Rearrangement - পুনর্বিন্যাস। Request Letter - অনুরোধপত্র। Circular - বিজ্ঞপ্তি। ১৭২. খ

১৭৩. 'Excavation' শব্দের পরিভাষা কোনটি? [GST B ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. নিষ্ক্রমণ খ. নির্গমন গ. গড়ন ঘ. খনন
ব্যাখ্যা: নিষ্ক্রমণ শব্দের অর্থ নির্গমন বা বাইরে বেরিয়ে আসা। গড়ন অর্থ নির্মাণ, গঠন, সৌন্দর্য, সুগঠন। ১৭৩. ঘ

১৭৪. 'Audio' এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে - [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. কণ্ঠ খ. কথা গ. গান ঘ. শ্রুতি ১৭৪. ঘ

১৭৫. 'ইজারা' ইংরেজি কোন শব্দের বাংলা পরিভাষা? [GST B ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২২-২৩]
ক. Lease খ. Agreement গ. Pact ঘ. Contract
ব্যাখ্যা: Agreement - চুক্তি, সম্মতি, মতৈক্য। Pact - চুক্তি। ১৭৫. ক

১৭৬. 'অনুমতিপত্র' ইংরেজি কোন শব্দের বাংলা পরিভাষা? [GST C ইউনিট - ২০২২-২৩]
ক. Document খ. Certificate গ. Card ঘ. Permit
ব্যাখ্যা: Document - দলিল, লেখ্য। Certificate - সনদপত্র। Card - পত্র, তাস। ১৭৬. ঘ

১৭৭. 'Monitoring' - শব্দটির বাংলা পরিভাষা কোনটি? [GST A ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. পরিবীক্ষণ খ. নিরীক্ষণ গ. পর্যালোচনা ঘ. পর্যবেক্ষণ ১৭৭.ক, ঘ

১৭৮. 'Trilogy'- এর পরিভাষা কী? [GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. রচনাবলি খ. ত্রয়ী গ. গাথা ঘ. গীতিকা
ব্যাখ্যা: রচনাবলী - Works, Writings; গাথা - Ballad; গীতিকা - Lyric। ১৭৮. খ

১৭৯. 'Hand Out' - এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে- [GST B - ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]
ক. হস্তপত্র খ. জ্ঞাপনপত্র গ. তথ্যপত্র ঘ. প্রচারপত্র ১৭৯. খ

১৮০. 'Death Penalty' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [GST C - ইউনিট ২০২০-২১]
ক. মৃত্যুপরোয়ানা খ. মৃত্যুপ্রাপ্ত গ. মৃত্যুবিধি ঘ. মৃত্যুদণ্ড ১৮০. ঘ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৮১. Yardstick - এর বাংলা পরিভাষা- [চবি খ-২ উপইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. মানদণ্ড খ. রাজদণ্ড গ. গজকাঠি ঘ. চাবিকাঠি ১৮১. ক

১৮২. Epicurism - এর পরিভাষা- [চবি খ-২ উপইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. বর্ণবাদ খ. পরিবেশবাদ গ. ভোগবাদ ঘ. নিয়তিবাদ
ব্যাখ্যা: Racism - বর্ণবাদ; Fatalism - নিয়তিবাদ; Environmentalism - পরিবেশবাদ। ভোগবাদ হলো বাজারের এমন একটি শক্তি যা মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার বিনাশ করে ও বৃহত্তরভাবে সমাজের ক্ষতি করে। ১৮২. গ

১৮৩. Agora -এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [চবি ঘ ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. মুদিখানা খ. পণ্যাগার গ. পণ্য ঘ. মনোরম
ব্যাখ্যা: Agora শব্দের বাংলা পরিভাষা মুক্তাঞ্চল, মুক্তস্থান। এগুলো অপশনে না থাকলে পণ্য উত্তর করবেন। Ware house - পণ্যাগার। ১৮৩. গ

Educationblog24.com

১৮৪. Unanimous-এর পারিভাষিক শব্দ... *[চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]*

ক. অবৈধ খ. অসমর্থিত গ. সর্বসম্মত ঘ. অস্পষ্ট ১৮৪. গ

ব্যাখ্যা: Undue - অবৈধ।

১৮৫. 'Manuscript' - এর পারিভাষিক রূপ- *[চবি খ-১ উপ-ইউনিট ২০২৩-২৪]*

ক. মুলতবি খ. প্রচারপত্র গ. পাণ্ডুলিপি ঘ. অনুমান ১৮৫. গ

ব্যাখ্যা: Pending - মুলতবি। Hand bill - প্রচারপত্র। Hypothesis - অনুমান।

১৮৬. 'Refer' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? *[চবি ঘ ইউনিট ২০২৩-২৪]*

ক. ব্যবহার করা খ. নির্দেশ করা গ. আদায় করা ঘ. আদেশ করা ১৮৬. খ

ব্যাখ্যা: Reference - নির্দেশ, উল্লেখ।

১৮৭. 'Supplementary' এর পারিভাষিক অর্থ- *[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*

ক. সূচক খ. সমবায় গ. সম্পূরক ঘ. সঙ্গত ১৮৭. গ

ব্যাখ্যা: Index - নির্ঘণ্ট, সূচক। সমবায় অর্থ সম্মিলিত বা যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা। এর ইংরেজি পরিভাষা Co-Operation। সঙ্গত অর্থ সমীচীন, উপযুক্ত।

১৮৮. 'Temperate' এর পারিভাষিক অর্থ কী? *[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০২) ২০২২-২৩]*

ক. নাতিশীতোষ্ণ খ. প্রান্তিক গ. উপশহর ঘ. তাপপ্রবাহ ১৮৮. ক

ব্যাখ্যা: Terminal - প্রান্তিক। Township - উপশহর।

১৮৯. 'Secularism' এর পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে - *[চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*

ক. ধার্মিকতা খ. নাস্তিকতা গ. ধর্মহীনতা ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা ১৮৯. ঘ

১৯০. 'Fiction' এর পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে - *[চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*

ক. ভ্রমণসাহিত্য খ. প্রবন্ধ সাহিত্য গ. উদ্ভট কল্পনা ঘ. কল্পকাহিনি ১৯০. ঘ

ব্যাখ্যা: 'Fiction' শব্দের পারিভাষিক অর্থ কথাসাহিত্য, কল্পকাহিনি।

১৯১. 'Magic Realism' এর পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে ... *[চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*

ক. কলাকৈবল্যবাদ খ. জাদুবাস্তববাদ গ. প্রতীকবাদ ঘ. পরাবাস্তববাদ ১৯১. খ

ব্যাখ্যা: Art for art's sake - কলাকৈবল্যবাদ, শিল্পের জন্য শিল্প। প্রতীকবাদ হলো সাহিত্য সংকেতের সাহায্যে ভাব প্রকাশের মাধ্যম। এর ইরেজি পরিভাষা Symbolism. পরাবাস্তববাদ - Surrealism.

১৯২. 'Fairy Tale' এর পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে - *[চবি D ইউনিট (শিফট - ০১) ২০২২-২৩]*

ক. লোকগীতিকা খ. রূপকথা গ. কথাসাহিত্য ঘ. গীতিনাট্য ১৯২. খ

ব্যাখ্যা: Fiction - কথাসাহিত্য। কথাসাহিত্য বলতে ছোটগল্প ও উপন্যাস।

১৯৩. Mannerism - শব্দটির অর্থ কী? *[চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]*

ক. পৌরুষ খ. পুরুষতন্ত্র গ. মুদ্রাস্ফীতি ঘ. মুদ্রাদোষ ১৯৩. ঘ

ব্যাখ্যা: মুদ্রাস্ফীতি এর ইংরেজি পরিভাষা হলো Inflation। পৌরুষ অর্থ পুরুষত্ব, পুরুষোচিত আচরণ ও ধর্ম, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, পরাক্রম, তেজ। পিতৃতন্ত্র/ পুরুষতন্ত্র শব্দটি ইংরেজি "Patriarchy" (পেট্রিয়ার্কি) এর পারিভাষিক শব্দ। এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "পিতার শাসন"।

১৯৪. 'Public Sector' - এর সঠিক পরিভাষা কী? *[চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]*

ক. জনসাধারণের খাত খ. জনগণের খাত গ. সাধারণ খাত ঘ. সরকারি খাত ১৯৪. ঘ

১৯৫. কোনটি পারিভাষিক শব্দ? *[চবি D ইউনিট - ২০২১-২২]*

ক. ইনসান খ. টোপর গ. ডাক্তারখানা ঘ. বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫. ঘ

ব্যাখ্যা: বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের ইংরেজি পরিভাষা হলো University। তাই, বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি পারিভাষিক শব্দ। ইনসান শব্দটি আরবি ভাষার। এর অর্থ মানুষ। টোপর শব্দটি দেশি ভাষার। ডাক্তারখানা হলো মিশ্র শব্দ। এখানে ডাক্তার ইংরেজ এবং খানা ফারসি শব্দ। ডাক্তারখানা শব্দটি বিশেষ্য পদ।

১৯৬. 'Discrepancy'- এর পারিভাষিক রূপ - *[চবি B ইউনিট - ২০২১-২২]*

ক. নামঞ্জুর খ. অচলাবস্থা গ. ক্ষতিপূরণ ঘ. অসঙ্গতি ১৯৬. ঘ

ব্যাখ্যা: নামঞ্জুর, অননুমোদিত - Unapproved; নামঞ্জুর অর্থ অগ্রাহ্য, অগৃহীত, পরিত্যক্ত। অচলাবস্থা - Deadlock। ক্ষতিপূরণ - Compensation.

Educationblog24.com

১৯৭. 'Secularism' এর বাংলা কী? [চবি B ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. ধর্মহীনতা খ. ধর্মনিরপেক্ষতা গ. ধর্মদ্রোহিতা ঘ. ধর্মবিরোধিতা
ব্যাখ্যা: ধর্মহীনতা এর ইংরেজি Irreligion। ১৯৭. খ

১৯৮. 'Epidemic' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [চবি B - ইউনিট ২০২০-২১]
ক. শিষ্টাচার খ. মহাকাব্য গ. মহামারি ঘ. অবিকল
ব্যাখ্যা: শিষ্টাচার - Etiquette; মহাকাব্য - Epic; অবিকল - Exactly / Precisely। শিষ্টাচার হচ্ছে ভদ্র, মার্জিত ও রুচিসম্মত আচরণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। অবিকল অর্থ অবিকৃত, যথাযথ, পূর্ণাঙ্গ। ১৯৮. গ

১৯৯. 'Liberalism' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি D - ইউনিট ২০২০-২১]
ক. উদারতা খ. উদারনীতিবাদ গ. উদারমনা ঘ. নৈতিকতাবাদ
ব্যাখ্যা: উদারতা - Liberality; উদারমনা - Liberal। নৈতিকতা এর ইংরেজি Morality। যার অর্থ হলো ভদ্রতা, চরিত্র, উত্তম আচরণ। নীতি শব্দটি নৈতিকতারই সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ নীতিবিদ্যা দ্বারা নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান বা বিদ্যাকে বোঝায়। নৈতিকতা অর্থ ভদ্রতা চরিত্র উত্তম আচারণ। ১৯৯. খ

২০০. 'Secularism' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [চবি D - ইউনিট ২০২০-২১]
ক. ধর্মহীনতা খ. ধর্মনিরপেক্ষতা গ. ধর্মদ্রোহিতা ঘ. ধর্মানুসরণ
ব্যাখ্যা: ধর্মহীনতা - Atheism; ধর্মদ্রোহিতা - Heresy। ২০০. খ

২০১. 'Secularism' এর বাংলা কী? [চবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ধর্মহীনতা খ. ধর্মদ্রোহিতা গ. ধর্মনিরপেক্ষতা ঘ. ধর্মবিরোধিতা ২০১. গ

২০২. 'Key Note' - এর পরিভাষা- [চবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. পাদটীকা B. চাবিকাঠি C. মূলভাব D. গুরুত্বপূর্ণ
ব্যাখ্যা: Foot-note - পাদটীকা; Key - চাবি; Important - গুরুত্বপূর্ণ। 'চাবি' শব্দটি পর্তুগিজ। পাদটীকা অর্থ পুস্তকের বা রচনার নিচে দেওয়া মন্তব্যাদি। ২০২. C

২০৩. 'Etiquette' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [চবি, A -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. শিষ্টাচারী B. শিষ্টাচার C. শিষ্ট D. শিষ্টাচার বিরুদ্ধ
ব্যাখ্যা: Courteous - শিষ্টাচারী; Polite - শিষ্ট; Uncourteous - শিষ্টাচারবিরুদ্ধ; Polite greeting - শিষ্ট সম্ভাষণ। 'শিষ্ট' অর্থ ভদ্র, সুশীল, সুবোধ, নীতিমান, শিক্ষিত, মার্জিত। 'আচার' অর্থ শিষ্টজনদের অনুমোদিত পদ্ধতি বা নিয়ম। এ দুটি শব্দের সম্মিলিত রূপ শিষ্টাচার যার অর্থ ভদ্র ব্যবহার। এই অভিধাটি কথায় ও কাজে সম্যক উপস্থাপনকারীকে বলা হয় শিষ্টাচারী। ২০৩. B

২০৪. 'Up-to-date' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি, B1 -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. ওপরের তারিখ B. তারিখবাচক C. হালতারিখ D. হালনাগাদ ২০৪. D

২০৫. 'Unbudgeted liability' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোন্‌টি? [চবি, C1 -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. অবাজেট দায়-দেনা B. বাজেটহীন সম্পদ
C. বাজেট বিবেচনা D. বাজেট স্ফীতি E. বাজেট বহির্ভূত দায় ২০৫. E

২০৬. 'Rural community' কথাটির বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি, D1 -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. পল্লীসমাজ B. পল্লী জনগোষ্ঠী C. গ্রামীণ সম্প্রদায় D. গ্রামীণ জনসমষ্টি
ব্যাখ্যা: পল্লী, পল্লি শব্দটি বিশেষ্য পদ যার অর্থ বসতি, পাড়া। ২০৬.C

২০৭. 'Human values' - কথাটির বাংলা পরিভাষা কোন্‌টি? [চবি, D3 -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. মানব-পরিমাপ B. মানুষের দাম C. মানবিক মূল্যবোধ D. মানব মূল্যমান ২০৭.C

২০৮. 'Genocide' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি, B2 -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. গণমত B. গণআন্দোলন C. গণবিরোধী D. গণহত্যা
ব্যাখ্যা: 'গণ' এর অর্থ গোষ্ঠী, বহু মানুষ এবং 'হত্যা' অর্থ সংহার। অর্থাৎ, গণহত্যা হলো কোনো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনকে মেরে ফেলা। গণআন্দোলন - Mass movement। ২০৮. D

২০৯. 'Deputation' শব্দের অর্থ কী? [চবি E ২০১৫-১৬]
A. প্রেরণ B. প্রেষণ C. পেষণ D. বদলিকরণ E. উপ-সচিবের কর্ম ২০৯. B

Educationblog24.com

২১০. 'Mobile Court' কথাটির বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি, E1 -ইউনিট, ২০১৬-১৭] ২১০.C

A. চলমান বিচারালয় B. চলন্ত বিচারালয়
C. ভ্রাম্যমাণ আদালত D. চলমান আদালত E. চলন্ত আদালত

ব্যাখ্যা: বিচারালয় অর্থ বিচারের স্থান, আদালত। আদালত অর্থ বিচারালয়, কোর্ট।

২১১. 'Accidental' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি, B2 -ইউনিট, ২০১৬-১৭] ২১১.A

A. আপতিক B. দুর্ঘটনা C. অকস্মাৎ D. দুর্ঘটনা-সংঘটিত

ব্যাখ্যা: Accident - দুর্ঘটনা; Suddenly - অকস্মাৎ। দুর্ঘটনা অর্থ আকস্মিক বিপদ, অপ্রত্যাশিত অশুভ ঘটনা। অকস্মাৎ শব্দের অর্থ সহসা, হঠাৎ, অতর্কিতভাবে।

২১২. 'Financial Capital' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি C ২০১৫-১৬] ২১২. B

A. আর্থিক বিনিয়োগ B. ব্যবসায়িক মূলধন
C. অর্থ লগ্নীকরণ D. লগ্নি পুঁজি E. পুঁজি বিনিয়োগ

ব্যাখ্যা: লগ্নি অর্থ সুদে টাকা খাটানো। পুঁজি অর্থ সঞ্চিত অর্থ, মূলধন, সঞ্চয়। বিনিয়োগ অর্থ নিয়োগ, প্রেরণ, টাকা খাটানো। আর্থিক বিনিয়োগ - Financial investment; পুঁজি বিনিয়োগ - Capital investment।

২১৩. 'Worldview' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি D1 & D2 ২০১৫-১৬] ২১৩. A

A. জাগতিক দর্শন B. বিশ্বদৃষ্টি C. জগতের দৃষ্টিকোণ D. বিশ্বদর্শন

২১৪. 'Aesthetics' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি B1,2,3,4,5,6,7 &8 ২০১৫-১৬] ২১৪. C

A. নান্দনিকতা B. অভিনন্দন C. নন্দন তত্ত্ব D. সৌন্দর্য

ব্যাখ্যা: নান্দনিকতা - Aestheticism। দর্শনের একটি বিশেষ শাখা হলো নন্দনতত্ত্ব যার অর্থ আনন্দ পাওয়া, আনন্দ দান করা। বর্তমানে Aesthetics-এর বাংলা শব্দ 'নন্দনতত্ত্ব'-ই প্রচলিত। অভিনন্দন অর্থ প্রশংসা দ্বারা সম্মান, সংবর্ধনা, স্তুতি, আনন্দপ্রকাশ। সৌন্দর্য - Beauty।

২১৫. 'Commercial Entrepreneur' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি C_1-ইউনিট ২০১৪-১৫] ২১৫. গ

ক. বাণিজ্য-উপদেষ্টা খ. বাণিজ্য-সংস্থা
গ. বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা ঘ. বাণিজ্য-চুক্তি ঙ. বাণিজ্যিক প্রতিনিধি

ব্যাখ্যা: বাণিজ্য-উপদেষ্টা - Trade Advisor; বাণিজ্য-সংস্থা - Trade Agency; বাণিজ্য-চুক্তি - Trade Contract। বাণিজ্যিক প্রতিনিধি - Commercial Agent.

২১৬. 'Liberation' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি D-ইউনিট ২০১৪-১৫] ২১৬. ঘ

ক. উদারতা খ. উপস্থাপনা গ. মুক্তিসংগ্রাম ঘ. মুক্তি

ব্যাখ্যা: Liberality - উদারতা; Presentation - উপস্থাপনা; War of liberation - মুক্তিসংগ্রাম।

২১৭. 'Information Technology' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [চবি G-ইউনিট ২০১৪-১৫] ২১৭. খ

ক. খবর-কারিগরি খ. তথ্য-প্রযুক্তি গ. সংবাদ-প্রযুক্তি ঘ. সংবাদ-মাধ্যম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২১৮. 'Bankrupt' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [রাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫] ২১৮. খ

ক. ব্যবসায়ী খ. দেউলিয়া গ. অভাবগ্রস্ত ঘ. ঋণগ্রস্ত

২১৯. 'Arrears' শব্দের পরিভাষা কোনটি? [রাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫] ২১৯. ঘ

ক. আঞ্চলিক রূপ খ. সুনির্দিষ্ট অর্থ
গ. কোষাগার নীতি ঘ. বকেয়া টাকা

২২০. 'Copy'-র পরিভাষা কোনটি? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ৩) ২০২৩-২৪] ২২০. ক

ক. প্রতিলিপি খ. নকল গ. সংখ্যা ঘ. ফটোকপি

২২১. 'Prejudice' - এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [রাবি C ইউনিট (গ্রুপ - ৫) ২০২৩-২৪] ২২১. গ

ক. বিশেষাধিকার খ. প্ররক্ষক গ. সংস্কার ঘ. নিরীক্ষণ

ব্যাখ্যা: Privilege - বিশেষাধিকার।

Educationblog24.com

২২২. **'Appendix' শব্দের পারিভাষিক শব্দ** - *[রাবি C ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. গ্রন্থসূচি খ. তথ্যনির্দেশ গ. প্রস্তাবনা ঘ. পরিশিষ্ট
ব্যাখ্যা: গ্রন্থসূচি এর ইংরেজি *Index, Table of content*। প্রস্তাবনা শব্দের অর্থ ভূমিকা, মুখবন্ধ, আরম্ভ। প্রস্তাবনা - *Preface*. তথ্যনির্দেশ - *Reference*.
২২২. ঘ

২২৩. **'Carbohydrate' শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ কোনটি?** *[রাবি C ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. শ্বেতপত্র খ. শ্বেতসার গ. এক প্রকার ভিটামিন ঘ. ঔষধ
ব্যাখ্যা: *White paper* এর পরিভাষা হলো শ্বেতপত্র। শ্বেতপত্র হলো কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার জন্য সরকারি বিবরণী।
২২৩. খ

২২৪. **'Consul' এর বাংলা পরিভাষা** - *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. পরামর্শক খ. বাণিজ্যদূত গ. সুপারিশকারী ঘ. উপদেষ্টা
ব্যাখ্যা: পরামর্শক- *Consultant*; সুপারিশকারী- *Recommender*; উপদেষ্টা- *Advisor, Adviser*।
২২৪. খ

২২৫. **'Register' শব্দটির বাংলা পরিভাষা কী?** *[রাবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. খাতা B. নিবন্ধক C. নিবন্ধন D. কোনোটিই নয়
ব্যাখ্যা: *Script / Exercise book* - খাতা; *Registrar* - নিবন্ধক। খাতা শব্দটি ফারসি।
২২৫. C

২২৬. **নিচের কোনটি 'Periodical' এর সঠিক পারিভাষিক শব্দ?** *[রাবি ক ইউনিট, ২০১৭-১৮]*
A. সময় B. সাময়িক C. সাময়িকী D. সময়রীতি
ব্যাখ্যা: *Time* - সময়; *Periodic* - সাময়িক। সাময়িক অর্থ কালোপযোগী, সময়োচিত, নিয়মানুযায়ী, অল্পকালস্থায়ী। আর সাময়িক এর স্ত্রীবাচক হলো সাময়িকী যার আভিধানিক অর্থ বর্তমান সময়ের ঘটনাবলি বা প্রসঙ্গ, কালোপযোগী বিষয়।
২২৬. C

২২৭. **'Aboriginal' শব্দের পরিভাষা কোনটি?** *[রাবি, E -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. আদিবাসী B. অমৌলিক C. কৃত্রিম D. আদি মানব
ব্যাখ্যা: *Derivative* - অমৌলিক; *Artificial* - কৃত্রিম; *Primitive man* - আদি মানব।
২২৭.A

২২৮. **'Cyber Monday' পরিভাষাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?** *[রাবি, D-ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. ক্রেডিট অনলাইন B. কেনাকাটা অনলাইন
C. চ্যাট অনালাইন D. শিক্ষা অনলাইন
২২৮.B

২২৯. **'Covenant' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[রাবি, আইন ইউনিট, ২০০৮-০৯]*
A. ধাওয়া করা B. আইন সভা C. জায়গার নাম D. চুক্তিপত্র
ব্যাখ্যা: আইন সভা শব্দের ইংরেজি *Parliament*।
২২৯.D

২৩০. **নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?** *[রাবি, D -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. ডাকঘর B. পাসপোর্ট C. পোস্টার D. পিকনিক
ব্যাখ্যা: ডাকঘর শব্দটি পারিভাষিক শব্দ। এর ইংরেজি পরিভাষা *Post office*। পোস্টার একটি জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম। পিকনিক অর্থ বনভোজন, উদ্যানাদিতে ভোজন, চড়ুইভাতি।
২৩০.A

২৩১. **'Compound Interest' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি?** *[রাবি C ২০১৫-১৬]*
A. সমন্বিত আগ্রহ B. যৌগিক সুদ C. যৌথ উপস্বত্ব D. চক্রবৃদ্ধি সুদ
ব্যাখ্যা: সমন্বিত আগ্রহ - *Co-ordinated interest*; যৌথ উপস্বত্ব - *Joint income (from real property or business)*।
২৩১. D

২৩২. **নামবাচক পদগুলোর মধ্যে কোনটির অনুবাদ করা যায়?** *[রাবি A ২০১৫-১৬]*
A. Egypt B. Bangladesh C. Japan D. Syria
ব্যাখ্যা: *Egypt* এর বাংলা নাম মিশর।
২৩২. A

২৩৩. **'লোকসংস্কৃতি'র ইংরেজি কী?** *[রাবি I ১৫-১৬]*
A. Folklore B. Folk Art
C. People Culture D. Heritage
ব্যাখ্যা: *Folk Art* - লোক শিল্প; *Heritage* - ঐতিহ্য।
২৩৩. A

Educationblog24.com

২৩৪. 'Pension' - এর পরিভাষা কী? [রাবি B-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. সেবা খ. অর্থকড়ি লেনদেন গ. উত্তর-বেতন ঘ. অবসর-ভাতা
২৩৪. ঘ
ব্যাখ্যা: সেবা অর্থ পরিচর্যা, শুশ্রূষা, পূজা, উপভোগ, ভোজন, প্রণাম।

২৩৫. 'Adjournment' শব্দটির অর্থ– [রাবি E-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. মুলতবি খ. স্থগিতাদেশ গ. বিলোপ ঘ. সমন্বয়
২৩৫. ক
ব্যাখ্যা: Stay order - স্থগিতাদেশ; Cancellation / Extinction - বিলোপ; Coordination - সমন্বয়। মুলতবি শব্দটি আরবি শব্দ যার অর্থ সাময়িকভাবে বন্ধ, স্থগিত। বিলোপ অর্থ ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু, তিরোভাব। সমন্বয় অর্থ সঙ্গতি, মিলন, অবিরোধ, সংযোজন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৩৬. 'Act' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [জাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]
ক. অঙ্ক খ. দৃশ্য গ. নাট্য ঘ. রূপ উ: ব্যাখ্যা
২৩৬. ব্যাখ্যা
ব্যাখ্যা: 'Act' - এর বাংলা পরিভাষা হলো: আইন। 'Act' শব্দের বাংলা অর্থ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে, 'Act' শব্দটি 'অঙ্ক' হিসেবে অনূদিত হয়, যা নাটকের একটি অংশ বা পর্বকে বোঝায়। অন্যদিকে, সাধারণ অর্থে 'Act' শব্দের বাংলা অর্থ আইন, কাজ, কর্ম, অভিনয় বা ভান করা হতে পারে।

২৩৭. 'Cheque' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [জাবি C ইউনিট ২০২৩-২৪]
ক. মুখ্য বই খ. হুন্ডি গ. টাকা উত্তোলনপত্র ঘ. বহনব্যয়
২৩৭. গ
ব্যাখ্যা: Prime - মুখ্য। Bill of exchange - হুন্ডি। হুন্ডি হলো একটি আর্থিক ব্যবস্থা যা মধ্যযুগীয় ভারতে বাণিজ্য ও ঋণ লেনদেনে ব্যবহারের জন্য উদ্ভূত হয়েছিল। হুন্ডি ফারসি শব্দ। এর অর্থ বাহককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশলিপি।

২৩৮. 'Mortgage' শব্দটির প্রণেতা অর্থ হলো - [জাবি B ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. নিবন্ধন খ. বন্ধক গ. রেহান ঘ. খ ও গ উভয়ই
২৩৮. ঘ
ব্যাখ্যা: বন্ধক শব্দের সমার্থক শব্দ রেহান। Register - নিবন্ধন।

২৩৯. 'Profile' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [জাবি C ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. পার্শ্বচিত্র খ. প্রমাণচিত্র গ. সচিত্র ঘ. বিবৃতিচিত্র
২৩৯. ক
ব্যাখ্যা: প্রমাণচিত্র - Documentary; সচিত্র - Pictorial; বিবৃতিচিত্র - Statement picture।

২৪০. 'Suffrage' - এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ হলো - [জাবি B ইউনিট ২০২২-২৩]
ক. উত্তরাধিকার খ. মামলা গ. অবধায়ক ঘ. ভোটাধিকার
২৪০. ঘ
ব্যাখ্যা: Inheritance - উত্তরাধিকার। Litigation - মামলা। অবধায়ক মানে কারও অনুপস্থিতি কালে গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী। অবধায়ক এর ইংরেজি পরিভাষা Care-taker.

২৪১. 'Hostage' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [জাবি C ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. ছাত্রাবাস খ. নিষ্ক্রিয় গ. অন্তর্ভুক্ত ঘ. জিম্মি
২৪১. ঘ
ব্যাখ্যা: ছাত্রাবাস - Dormitory; নিষ্ক্রিয় - Inactive; অন্তর্ভূক্ত - Involved, Included।

২৪২. 'Face Value' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [জাবি C ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. প্রতিরূপ খ. মুখপাত্র গ. মুখ মূল্য ঘ. অভিহিত মূল্য
২৪২. ঘ
ব্যাখ্যা: প্রতিরূপ - Replica; মুখপাত্র - Spokesman।

২৪৩. নিচের কোনটি 'Incumbent' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ? [জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. প্রারম্ভিক খ. পদধারী গ. অনিয়মিত ঘ. সনাক্ত
২৪৩. খ
ব্যাখ্যা: প্রারম্ভিক- Preliminary যার অর্থ আরম্ভকালীন। অনিয়মিত- Irregular; শনাক্ত - Detected.

২৪৪. নিচের কোনটি 'Deed' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ? [জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. ঋণ খ. দলিল গ. আমানত ঘ. নকশা
২৪৪. খ
ব্যাখ্যা: ঋণ - Debt; নকশা - Design। দলিল অর্থ লিখিত প্রমাণপত্র, নথি, স্বত্ব বা অধিকার প্রমাণের পত্র। আমানত - Deposit। নকশা অর্থ চিত্রাদির কাঠামো বা খসড়া, স্কেচ, চিত্রিত অলংকরণ, হাস্যরসাত্মক রচনা, ব্যঙ্গচিত্র। নকশা শব্দটি আরবি ভাষার।

Educationblog24.com

২৪৫. নিচের কোনটি 'Catalogue' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ? *[জাবি, E ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. তালিকা খ. সনদ গ. নির্দেশক ঘ. নগদ
ব্যাখ্যা: তালিকা আরবি শব্দ যার অর্থ নির্ঘণ্ট, ফর্দ। সনদ আরবি শব্দ যার অর্থ হুকুমনামা, আদেশপত্র, ফরমান, দলিল, উপাধিপত্র। নির্দেশক এর ইংরেজি *Significative / Directive*। ইংরেজি শব্দ 'Cash' বা 'নগদ' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছিল 'মানি বাক্স'। নগদ আরবি শব্দ। ২৪৫. ক

২৪৬. 'Cess' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. আদমশুমারি খ. উপকর গ. পুস্তিকা ঘ.পদালি
ব্যাখ্যা: আদমশুমারি - *Census*; পুস্তিকা - *Booklet, Pamphlet*; পদালী - *Cadre*। আদমশুমারি শব্দে আদম শব্দের অর্থ মানুষ, লোক, লোকজন, সাধারণ জনগণ। শুমার বা শুমারি শব্দের অর্থ গণনা। আদমশুমারি অর্থ লোকগণনা। উপকর অর্থ মঙ্গলসাধন, কল্যাণ, অনুগ্রহ। পুস্তিকা স্ত্রীবাচক শব্দ এবং এটি ইকা প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ। ২৪৬. খ

২৪৭. 'Suite' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো? *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. প্রকোষ্ঠ খ. মামলা গ.পরিকল্প ঘ. লিপি
ব্যাখ্যা: মামলা - *Case*; পরিকল্পনা - *Plan*; লিপি - *Script*। প্রকোষ্ঠ শব্দের অর্থ কক্ষ, ঘর। লিপি শব্দের আভিধানিক অর্থ চিঠি, লিখন, লেখা, অক্ষর, বর্ণমালা, *Alphabet*। লিপি হলো ভাষা ধরে রাখার প্রতীক, চিহ্ন, আধার বা পাত্র। ২৪৭. ক

২৪৮. 'Littoral' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. তৃণমূল খ. প্রান্তিক গ. উপকূলবর্তী ঘ. আদিবাসী
ব্যাখ্যা: তৃণমূল - *Grassroots*; প্রান্তিক - *Marginal*; আদিবাসী - *Aboriginal, Indigenous people*। তৃণমূল = তৃণ + মূল যার অর্থ ঘাসের শিকড়। 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একটি অঞ্চলে সুপ্রাচীন অতীত থেকে বাস করছে এমন জনগোষ্ঠী। ২৪৮. গ

২৪৯. 'Folio' শব্দের পারিভাষিক রূপ হলো- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. প্রাণিকুল খ. পাতা গ. পদনাম ঘ. নথি
ব্যাখ্যা: প্রাণিকুল - *Fauna*; পদনাম - *Designation*; নথি - *File*। ২৪৯. খ

২৫০. 'Copy' শব্দের পরিভাষা- *[জাবি ক-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. নকল খ. অনুকরণ গ. অনুলিপি ঘ. প্রতিলিপি
ব্যাখ্যা: অনু আর লিপি মিলে অনুলিপি। যেখানে, অনু অর্থ অনুরূপ, অনুযায়ী। লিপি অর্থ অক্ষর, বর্ণ। অনুলিপি অর্থ অনুরূপ লিখন, লিপ্যন্তর। প্রতিলিপি অর্থ লেখা, ছবি প্রভৃতি হুবহু নকল। ২৫০. ঘ

২৫১. 'Memorandum'- শব্দের যথার্থ পরিভাষা কোনটি? *[জাবি সি-ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. স্মরণীয় খ. স্মারকলিপি গ. স্মরণিকা ঘ. প্রত্নলিপি
ব্যাখ্যা: চিরদিন স্মরণ করার যোগ্য এর এক কথায় প্রকাশ হলো স্মরণীয়। স্মরণীয় - *Memorable*; স্মরণিকা - *Souvenir*। ২৫১. খ

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

২৫২. 'গ্রাফিতি' কী? *[জাবি E ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. গ্রাফিক প্রিন্ট খ. গ্রাফাইটের দেয়াল
গ. গ্রাফযুক্ত চিত্র ঘ. দেয়াল লিপি
ব্যাখ্যা: গ্রাফিতি (*Graffiti*) বলতে সাধারণত দেয়াল বা অন্য কোনো প্রকাশ্য স্থানে আঁকা ছবি, নকশা বা লেখাকে বোঝানো হয়। এটি এক ধরনের দেয়াল লিপি বা চিত্রকর্ম যা সাধারণত শিল্পীর অনুমতি ছাড়া আঁকা হয়। গ্রাফিতি শব্দটি ইতালীয় শব্দ '*graffiato*' থেকে এসেছে, যার অর্থ আঁচড়ানো বা খচিত। প্রাচীন রোমান সভ্যতার সময় থেকেই এর প্রচলন রয়েছে। ২৫২. ঘ

২৫৩. 'Agora' শব্দের বাংলা পরিভাষা- *[BUP (FSSS) ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. পণ্য খ. পণ্যাগার গ. মুক্তস্থান ঘ. মুদি ২৫৩. গ

Educationblog24.com

২৫৪. 'Dynamic' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [কুবি A ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৫৪. ক
ক. গতিশীল খ. মূল্যবান গ. প্রাগ্রসর ঘ. আধুনিক

২৫৫. 'Atlas' শব্দের অর্থ কী? [কুবি B ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৫৫. খ
ক. সংঘ খ. ভূচিত্রাবলি গ. অক্ষ ঘ. এলাকা
ব্যাখ্যা: Union - সংঘ; Axis - অক্ষ; Range - এলাকা। ভূচিত্রাবলি শব্দের অর্থ - মানচিত্রের বই। এর ইংরেজি পরিভাষা Atlas। ভূচিত্রাবলি হলো এমন একটি বই, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ বা মহাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র থাকে।

২৫৬. 'Circular' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [কুবি C ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৫৬. ক
ক. পরিপত্র খ. প্রচারপত্র গ. পরিচয়পত্র ঘ. পরিদপ্তর
ব্যাখ্যা: Banner - প্রচারপত্র; Directorate - পরিদপ্তর।

২৫৭. 'Epitaph' শব্দটির পারিভাষিক রূপ - [হাবিপ্রবি C ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৫৭. খ
ক. ফলক উন্মোচন খ. সমাধি স্তম্ভ-লিপি
গ. মৃত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ঘ. অনুলিপি

২৫৮. "Prosaic" এর প্রতিশব্দ কী? [হাবিপ্রবি D ইউনিট ২০২৪-২৫] ২৫৮. ক
ক. গদ্যময় খ. পদ্যময় গ. সাহিত্যময় ঘ. সুসভ্য
ব্যাখ্যা: 'Prosaic' শব্দটি দিয়ে বোঝায় যা সাধারণ, কল্পনাবিহীন এবং বিরক্তিকর। যেহেতু গদ্য সাধারণত সাধারণ ও বাস্তবভিত্তিক হয়, তাই এটি 'Prosaic'- এর সঙ্গে সম্পর্কিত। Poetic - পদ্যময়; যার অর্থ কবিতার মতো বা কাব্যিক, যা কল্পনামূলক ও আবেগপূর্ণ। Literary - সাহিত্যময়; অর্থ সাহিত্য সম্পর্কিত। Civilized - সুসভ্য; অর্থ সভ্য বা মার্জিত।

২৫৯. 'Cold war' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [বিএসসি ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪] ২৫৯. গ
ক. যুদ্ধের শুরু খ. বাকযুদ্ধ গ. স্নায়ুযুদ্ধ ঘ. যুদ্ধের অবসান

২৬০. 'Cosmic' - এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [ঢাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ 'খ' ইউনিট ২০২৩-২৪] ২৬০. গ
ক. প্রসাধনী খ. মজবুত গ. মহাজাগতিক ঘ. সৃষ্টি
ব্যাখ্যা: Cosmetics - প্রসাধনী। Creation - সৃষ্টি।

২৬১. Mysticism-এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [ঢাবি অধিভুক্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০২৩-২৪] ২৬১. খ
ক. পুরাণ খ. মরমীবাদ গ. আত্মরতিপরায়ণ ঘ. রহস্যময়
ব্যাখ্যা: পুরাণ হলো হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানমূলক ধর্মগ্রন্থ-সমুচ্চয়। ইংরেজিতে পুরাণকে মিথ (Myth) বলে।

২৬২. 'Diplomat' - এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [ঢাবি অধিভুক্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০২৩-২৪] ২৬২. খ
ক. কূটনীতি খ. কূটনীতিক গ. কূটনৈতিক ঘ. কূটচাল
ব্যাখ্যা: Diplomacy - কূটনীতি। Diplomatic - কূটনৈতিক।

২৬৩. 'Goods' শব্দটির পারিভাষিক রূপ কোনটি? [বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২৩] ২৬৩. ক
ক. পণ্যদ্রব্য খ. খুব ভালো গ. সার্থক ঘ. ভালো

২৬৪. 'Cabinet' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [ঢাবি গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ২০২২-২৩] ২৬৪. খ
ক. সম্পাদনা পরিষদ খ. মন্ত্রিপরিষদ
গ. শিক্ষক পরিষদ ঘ. শিক্ষা পরিষদ

২৬৫. "Pioneer" শব্দের বাংলা পরিভাষা কী? [সাত কলেজ বিজ্ঞান ইউনিট ২০২২-২৩] ২৬৫. ক
ক. পথিকৃৎ খ. প্রারম্ভিক গ. প্রহসন ঘ. পরিশিষ্ট
ব্যাখ্যা: Preliminary - প্রারম্ভিক। Farce - প্রহসন। Annex - পরিশিষ্ট।

২৬৬. 'Autonomous' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [সাত কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২২-২৩] ২৬৬. খ
ক. সার্বভৌমত্ব খ. স্বায়ত্তশাসিত গ. স্বাধীনতা ঘ. সম্প্রীতি
ব্যাখ্যা: Liberation - মুক্তি, স্বাধীনতা।

Educationblog24.com

২৬৭. 'Civil War' - এর পরিভাষা শব্দ নিচের কোনটি ? [কুবি খ ২০১৮-১৯]
A. গৃহযুদ্ধ B. নগরযুদ্ধ C. দাঙ্গা D. জনযুদ্ধ
ব্যাখ্যা: নগরযুদ্ধ - City war; দাঙ্গা - The riot ; জনযুদ্ধ - People's war। দাঙ্গা অর্থ কলহ, বিদ্রোহ, মারামারি, কাজিয়া। ২৬৭. A

২৬৮. 'Genocide'- এর বাংলা পরিভাষা – [সাত কলেজ মানবিক ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. গণবিরোধী খ. গণহত্যা গ. গণশত্রু ঘ. গণস্বার্থ ২৬৮. খ

২৬৯. 'Embargo'- এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [সাত কলেজ বাণিজ্য ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. নিষেধাজ্ঞা খ. সীমাবদ্ধতা গ. প্রেষণ ঘ. অন্তর্বর্তীকালীন ২৬৯. ক
ব্যাখ্যা: Deputation এর পরিভাষা হলো প্রেষণ।

২৭০. 'Annex' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [সাত কলেজ বিজ্ঞান ইউনিট - ২০২১-২২]
ক. পরিশিষ্ট খ. অধ্যায় গ. সূচিপত্র ঘ. পাদটীকা ২৭০. ক
ব্যাখ্যা: অধ্যায় - Chapter; সূচিপত্র - Index, Table of contents; পাদটীকা - Foot-note।

২৭১. 'Deadlock'- এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [ঢাবি গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ২০২০-২১]
ক. তালাবদ্ধ খ. অচলাবস্থা গ. আতঙ্ক ঘ. অন্তর্ঘাত ২৭১. খ

২৭২. 'Primitive' শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো- [সরকারি সাত কলেজ, মানবিক ইউনিট ২০২০-২১]
ক. অসীম খ. অপরিসীম গ. আদিম ঘ. আমৃত্যু ২৭২. গ
ব্যাখ্যা: অসীম এর ইংরেজি Infinite যার অর্থ সীমাহীন। অপরিসীম - Immense; আমৃত্যু - Till death.

২৭৩. 'Pros and cons' - এর বঙ্গানুবাদ হলো- [সরকারি সাত কলেজ, মানবিক ইউনিট ২০২০-২১]
ক. সুবিধা-অসুবিধা খ. কাছাকাছি গ. লাভ-ক্ষতি ঘ. আগে-পিছে ২৭৩. ক

২৭৪. 'সুপারিনটেনডেন্ট' এর পারিভাষিক অর্থ কোনটি? [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. পর্যবেক্ষণকারী খ. তত্ত্বাবধায়ক গ. পরিদর্শনকারী ঘ. ভারপ্রাপ্ত ২৭৪. খ
ব্যাখ্যা: Observer - পর্যবেক্ষণকারী; Inspector - পরিদর্শনকারী; In-Charge - ভারপ্রাপ্ত।

২৭৫. 'Fiction' শব্দের বাংলা পরিভাষা হলো- [জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, A ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. লোকসাহিত্য খ. কথাসাহিত্য গ. গীতিকবিতা ঘ. রূপক কবিতা ২৭৫. খ
ব্যাখ্যা: লোকসাহিত্য বা লোকাচারবিদ্যা - Folklore; গীতিকবিতা- Lyric; রূপক কবিতা- Allegory।

২৭৬. 'Hybrid' শব্দের যথার্থ পরিভাষা- [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, B ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. কপটতা খ.সঙ্কর গ. আর্দ্রতা ঘ. জলীয় ২৭৬. খ
ব্যাখ্যা: কপটতা - Hypocrisy যার অর্থ প্রতারণা। আর্দ্রতা - Humidity। জলীয় - Aqueous।

২৭৭. 'Oxygen' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [কুবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. উদযান খ. অম্লজান গ. চক্রযান ঘ. বলয়জান ২৭৭.খ
ব্যাখ্যা: Hydrogen - উদযান; Cycle - চক্রযান।

২৭৮. 'Pedagogy' এর পারিভাষিক অর্থ- [কুবি, C ইউনিট ২০১৯-২০]
ক. মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিদ্যা খ. পর্বত সম্পর্কিত বিদ্যা
গ. শিক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যা ঘ. পানি সম্পর্কিত বিদ্যা ২৭৮.গ
ব্যাখ্যা: Pedology - মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিদ্যা; Hydrology - পানি সম্পর্কিত বিদ্যা। প্রাচীনকালের Pedagogy শব্দটি বর্তমানে শিশু শিক্ষার শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শব্দ।

২৭৯. 'শিক্ষা বিরতি' শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা কী? [জবি A ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. Break in education B. Break of study
C. Break in service D. Gap of study ২৭৯. B

Educationblog24.com

২৮০. 'Unprecedented' এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [জবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. অপূরণীয় B. অভূতপূর্ব C. অসংসদীয় D. অনন্যোপায়
ব্যাখ্যা: Irreparable - অপূরণীয়; Unparliamentary - অসংসদীয়; Helpless - অনন্যোপায়। ২৮০. B

২৮১. 'Anatomy' শব্দের অর্থ কী? [জবি D ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. সাদৃশ্য B. স্নায়ুতন্ত্র C. অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা D. অঙ্গ সঞ্চালন
ব্যাখ্যা: Similarity / Analogy - সাদৃশ্য; Nerve System - স্নায়ুতন্ত্র। সাদৃশ্য অর্থ একরূপতা, তুল্যতা, আনুরূপ্য, আলেখ্য। ২৮১. C

২৮২. 'Sacrament' - এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [জবি E ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. ধর্মসংস্কার B. সমন C. সমাজতন্ত্র D. সাময়িক
ব্যাখ্যা: Summons - সমন; Sociology / Socialism - সমাজতন্ত্র; Periodic / Temporary - সাময়িক। সমন অর্থ আদালতে উপস্থিত হবার নিমিত্ত আদেশপত্র। ২৮২. A

২৮৩. 'Successor' শব্দটির বাংলা পরিভাষা কোনটি? [জবি G ইউনিট ২০১৭-১৮]
A. উত্তরাধিকারী B. সফল C. মহাজন D. অগ্রবর্তী
ব্যাখ্যা: Successful - সফল; Creditor / Money lender - মহাজন; Predecessor - অগ্রবর্তী। সফল অর্থ ফলবান, সিদ্ধিযুক্ত, সিদ্ধ, কার্যকর। মহাজন সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ প্রখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তি, মহৎ ব্যক্তি, আড়তদার, উত্তমর্ণ, বণিক। ২৮৩. A

২৮৪. 'Unattainable' শব্দের অর্থ - [জবি, D-ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. অনধিকার B. অনর্জনযোগ্য C. অনুপস্থিতিযোগ্য D. অনাগ্রহ
ব্যাখ্যা: Absence of right / Ineligibility - অনধিকার; Worthy of absence - অনুপস্থিতযোগ্য; Reluctance - অনাগ্রহ। ২৮৪. B

২৮৫. 'Episode' এর বাংলা পরিভাষা কী? [খুবি, S-ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. উপকাহিনি B. উপগল্প C. উপাখ্যান D. উপসংলাপ
ব্যাখ্যা: উপাখ্যান এর ইংরেজি Anecdote। উপাখ্যান শব্দটির অর্থ ইতিবৃত্ত, উপন্যাস, কাহিনি। ২৮৫.A

২৮৬. 'Executive' এর পরিভাষা কোনটি? [জবি, E -ইউনিট, ২০১৬-১৭]
A. উর্ধ্বতন কর্মকর্তা B. নির্বাহী C. ব্যবস্থাপক D. সহযোগী
ব্যাখ্যা: Senior officer - উর্ধ্বতন কর্মকর্তা; Manager - ব্যবস্থাপক; Associate - সহযোগী; Assistant - সহকারী। ২৮৬.B

২৮৭. 'Lexicography' শব্দের পারিভাষিক অর্থ কী? [জবি D ২০১৫-১৬]
A. শব্দতত্ত্ব B. অর্থতত্ত্ব C. অভিধান তত্ত্ব D. রূপ তত্ত্ব
ব্যাখ্যা: Morphology - শব্দতত্ত্ব/ রূপতত্ত্ব; Semantics - অর্থতত্ত্ব। ২৮৭. C

২৮৮. 'Honorary' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [জবি E ২০১৫-১৬]
A. অবৈতনিক B. উচ্চমহল C. মাননীয় D. সম্মানী
ব্যাখ্যা: মাননীয় শব্দের ইংরেজি The Honorable। মাননীয় অর্থ সম্মানের যোগ্য। অবৈতনিক অর্থ বিনা বেতনে কাজ করা, যাহাতে বেতন লওয়া হয় না। সম্মানী - Honorarium। ২৮৮. A

২৮৯. 'Green Room' শব্দের বাংলা পরিভাষা কোনটি? [ইবি B ২০১৫-১৬]
A. সাজঘর B. খাবার ঘর C. সবুজ বলয় D. বাসঘর ২৮৯. A

২৯০. 'অঞ্চল' অর্থে কোনটি প্রযোজ্য? [বেরোবি A ২০১৫-১৬]
A. Venue B. Valley C. Zone D. Regional
ব্যাখ্যা: Venue - স্থান; Valley - উপত্যকা; Regional - আঞ্চলিক। অঞ্চল অর্থ আঁচল, কাপড়ের প্রান্তভাগ, দেশাংশ, এলাকা, তল্লাট। ২৯০. C

২৯১. কোনটি পারিভাষিক শব্দ? [পাবনা বি ও প্রবি C ২০১৫-১৬]
A. ক্যাম্পাস B. কলেজ C. বিশ্ববিদ্যালয় D. উদযান
ব্যাখ্যা: উদযান শব্দটি পারিভাষিক শব্দ যার পরিভাষা Hydrozen। ক্যাম্পাস অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এলাকা। কলেজ অর্থ উচ্চশিক্ষালয়, মহাবিদ্যালয়। ২৯১. D

Educationblog24.com

২৯২. "Annotation" শব্দের পরিভাষা – [বরি বি C ২০১৫-১৬]
A. টীকা B. সুরবিন্যাস C. বিরক্তি D. সংযোজন
ব্যাখ্যা: Annoyance - বিরক্তি; Annexure - সংযোজন। টীকা অর্থ ব্যাখ্যা, সম্বলিত, পুস্তক, টিপ্পনী, ব্যাখ্যান। বিরক্ত অর্থ আসক্তি, উদাসীন, অসন্তুষ্ট। ২৯২. A

২৯৩. 'Bill' এর যথার্থ বাংলা পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [ইবি H-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. দরপত্র খ. পরিপত্র গ. মূল্যপত্র ঘ. খসড়াপত্র
ব্যাখ্যা: Quotation - দরপত্র; Circular - পরিপত্র; Draft - খসড়াপত্র। পরিপত্র অর্থ সরকারি ঘোষণা। ২৯৩. গ

২৯৪. 'Directorate' এর পরিভাষা– [ববি A-ইউনিট (সেট-২) ২০১৪-১৫]
ক. পরিচালক খ. নির্দেশিকা গ. পরিদপ্তর ঘ. বিভাগ
ব্যাখ্যা: Director - পরিচালক; Directive - নির্দেশিকা; Division - বিভাগ। পরিদপ্তর অর্থ পরিচালকের দপ্তর। দপ্তর অর্থ কার্যালয়, কর্মস্থল। বিভাগ অর্থ বণ্টন, অংশ, ভাগ, অঞ্চল বা অংশ। ২৯৪. গ

২৯৫. 'Ancestor' শব্দের অর্থ কী? [কুবি B-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. ভোজসভা খ. নিষিদ্ধ গ. পূর্বপুরুষ ঘ. নিরীক্ষক
ব্যাখ্যা: Party - ভোজসভা; Banned - নিষিদ্ধ; Auditor - নিরীক্ষক। ২৯৫. গ

২৯৬. 'Ladies Finger' বলতে বোঝায়- [জাতীয় বি. বিজ্ঞান বিভাগ ২০১৪-১৫]
ক. নারীর আঙ্গুল খ. রমণীর হাত গ. বেগুন ঘ. ঢেঁড়স
ব্যাখ্যা: ঢেঁড়সকে ইংরেজিতে Ladies finger বলা হয়। বেগুনের ইংরেজি Eggplant। ২৯৬. ঘ

২৯৭. 'Aeronautics' – এর বাংলা পরিভাষা কোনটি? [জাতীয় বি. ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ২০১৪-১৫]
ক. বিমান চালন বিদ্যা খ. বিমান ঘাঁটি গ. আকাশবাণী ঘ. মহাযান ঘাঁটি
ব্যাখ্যা: আকাশবাণী একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ 'স্বর্গীয় ঘোষণা' বা 'আকাশ/স্বর্গ থেকে কণ্ঠস্বর'। ২৯৭ ক

২৯৮. 'Second-hand' শব্দের পারিভাষিক শব্দ কোনটি? [কুবি B-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. পরোক্ষ খ. দ্বিতীয় হাত গ. প্রত্যক্ষ ঘ. সঠিক উত্তর নেই
ব্যাখ্যা: পরোক্ষ অর্থ অপ্রত্যক্ষ অথচ জ্ঞাত, সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই যার সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়াতীত, গৌণ। প্রত্যক্ষ এর আক্ষরিক অর্থ যা চোখে উপলব্ধিযোগ্য বা দৃশ্যমান, চোখের সামনে উপস্থিত অর্থাৎ দৃষ্টিসীমার মধ্যে। ২৯৮. ক

২৯৯. 'Hand bill' – শব্দটির অর্থ কী? [কুবি B-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. বিজ্ঞাপন খ. হস্তশিল্প গ. ইশতেহার ঘ. সবগুলো
ব্যাখ্যা: Advertisement এর বাংলা পরিভাষা বিজ্ঞাপন। ইশতেহার আরবি ভাষার শব্দ এর পরিভাষা Manifesto এবং Handbill। আবার Handbill - প্রচারপত্র, ইশতেহার। হাতের তৈরি শিল্পকেই সাধারণত হস্তশিল্প বা Handicraft বলে। ২৯৯. গ

৩০০. 'Review' শব্দটির বাংলা পরিভাষা: [কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় 'এ' ইউনিট ২০১২-১৩]
A. প্রত্যাগমন B. প্রত্যাবর্তন C. পুনঃনিরীক্ষণ D. উপাসনা
ব্যাখ্যা: Worship এর অর্থ উপাসনা যার অর্থ আরাধনা, পূজা। প্রত্যাগমন - Return; প্রত্যাবর্তন - Reversion। ৩০০. C

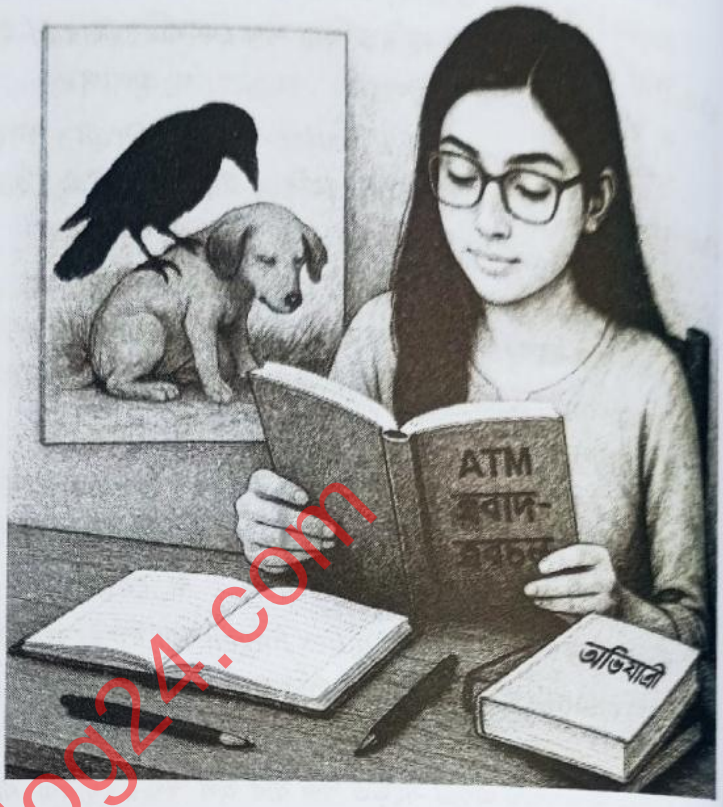
৩০১. 'Constipation' - এর বাংলা প্রতিশব্দ [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান বিভাগ ২০১১-১২]
A. কোষ্ঠকাঠিন্য B. সংবিধান C. নির্বাচনী এলাকা D. সুকঠিন
ব্যাখ্যা: Constitution - সংবিধান; Constituency - নির্বাচনী এলাকা; Very hard / Difficult - সুকঠিন। সংবিধান হলো কোনো শাসনব্যবস্থার মূল গ্রন্থ সংবিধান। সুকঠিন অর্থ অতিশয় কঠিন, অতিশয় শক্ত, অতিশয় দুষ্কর, নির্দয়, দুর্বোধ্য। ৩০১. A

৩০২. 'Armour' শব্দের অর্থ– [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'বিজ্ঞান বিভাগ' ২০১২-১৩]
A. তস্কর B. প্রাজ্ঞ C. আংশিক D. বর্ম
ব্যাখ্যা: Thief - তস্কর। Prudent - প্রাজ্ঞ। Partly - আংশিক। তস্কর অর্থ অপহারক, দস্যু, চোর। প্রাজ্ঞ অর্থ পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞ। বর্ম অর্থ অস্ত্রাঘাত নিবারণের নিমিত্ত অঙ্গাবরণ, কবচ, সাঁজোয়া। ৩০২. D

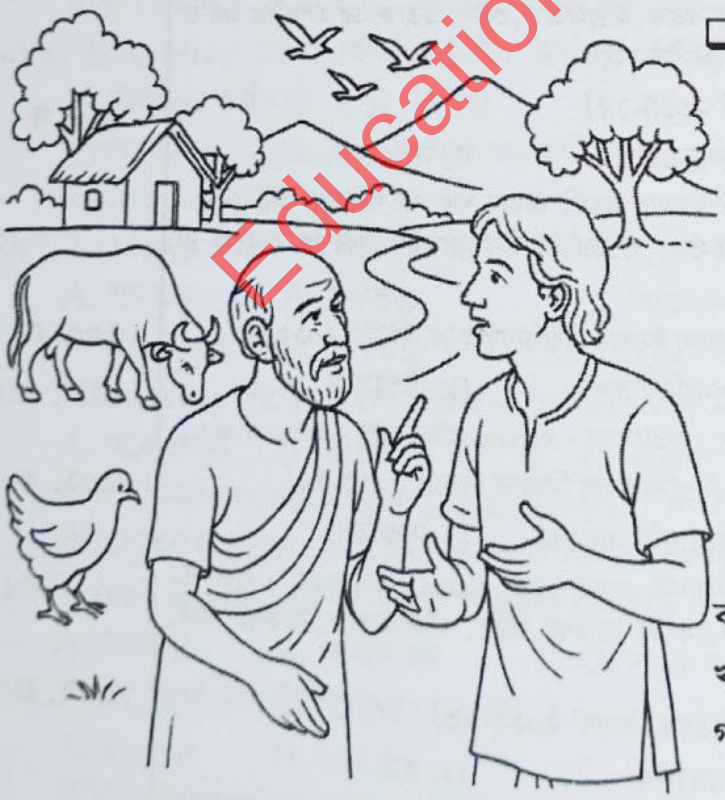
৩০৩. 'Bugger' - এর বাংলা প্রতিশব্দ– [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১-১২]
A. ভিক্ষুক B. ছারপোকা C. বিকলাঙ্গ D. জঘন্য ব্যক্তি
ব্যাখ্যা: Beggar এর বাংলা প্রতিশব্দ ভিক্ষুক। Bug - ছারপোকা। Handicapped - বিকলাঙ্গ। ৩০৩. D

Educationblog24.com

প্রবাদ-প্রবচন



- প্রবাদ প্রবচন হলো এমন কিছু সংক্ষিপ্ত বাক্য বা উক্তি, যা বহু বছর ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং যার মধ্যে জীবনের কোনো গভীর সত্য, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লুকিয়ে থাকে। প্রবাদ ভাষার একটি অমূল্য সম্পদ, যার গভীর অর্থবহতা ও ছন্দময়তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ।
- প্রবাদ-প্রবচন মানবজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। এগুলোর মূলে আছে কোনো ঘটনা বা কাহিনি। এতে অনেক মূল্যবান উপদেশ পাওয়া যায়। কবে ও কোথায় এসবের উৎপত্তি হয়েছে, তা ঠিক করে বলা যায় না। দিনের পর দিন প্রবাদ-প্রবচনগুলো লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে।



- বাংলায় প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় সমার্থক শব্দ হলেও এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রবাদ অজ্ঞাত পরিচয় সাধারণ মানুষের লোক পরম্পরাগত সৃষ্টি। কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল বিজ্ঞজনই প্রবচনের স্রষ্টা। তাদের পরিচয় আমাদের অজানা নয়। এককথায় প্রবাদ লোক-অভিজ্ঞতার ফসল, প্রবচন ব্যক্তিগত মনীষীর সৃষ্টি। প্রবচনের আধুনিক প্রতিশব্দ হচ্ছে সুভাষণ বা সুভাষিত। প্রবচন বা সুভাষিতর কিছু নিদর্শন:

ক) চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি। (কাশীরাম দাস)
খ) যম-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা। (মুকুন্দরাম)
গ) এত ভঙ্গ ভঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা। (ঈশ্বর গুপ্ত)
ঘ) কড়িতে বাঘের দুধ মিলে। (ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)
ঙ) বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা। (রামনিধি গুপ্ত)
চ) বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। (সঞ্জীবচন্দ্র)
ছ) যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালি। (মধুসূদন)

Educationblog24.com

অ

অ আ ক খ - প্রাথমিক জ্ঞান।

অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার - লঘু ফলাফলযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন।



অজা অর্থ ছাগী, যার যুদ্ধ সাধারণত খুব হালকা ও ক্ষতিকর নয়। যুদ্ধ বলতে এখানে মারামারি বা লড়াইকে বোঝানো হয়েছে। আর, আঁটুনি মানে শক্ত করে বাঁধা বা ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া। সুতরাং, পুরো প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, 'ছাগলের মতো একটি তুচ্ছ লড়াইয়ের জন্য বিরাট প্রস্তুতি নেওয়া'।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট - অনেক লোক হলে কাজে বিশৃঙ্খলা হয়।

যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সন্ন্যাসী বা লোক গাজন উৎসবে যুক্ত হয়, তখন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে উৎসবটি নষ্ট হয়ে যায়। গাজন হলো একটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু উৎসব যা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

অতি দানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই - সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সৎ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি অন্যের কৌশলে ভোগান্তির শিকার হয়।

অতিরিক্ত দানের কারণে রাজা বলির স্থান পাতালপুরীতে হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার রূপে এসে দয়ালু রাজা বলির কাছ থেকে তিন পা জমি দান চান। রাজা বলি সেই দান করতে রাজি হলে বামন অবতার বিরাট রূপ ধারণ করে তার দুই পা দিয়ে সমগ্র স্বর্গ ও মর্ত্যলোক মেপে নেন এবং তৃতীয় পা রাখার জন্য রাজা বলিকে পাতালপুরীতে ঠাঁই করে দেন।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ - কোনো কথা পরিষ্কার করে না বলে কিছু সত্য গোপন করা।

অশ্বত্থামা নিহত, কিন্তু একটি হাতি (গজ) নিহত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়, দ্রোণাচার্যকে হারানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত করার জন্য একটি কৌশল করা হয়। ভীম 'অশ্বত্থামা' নামের একটি হাতিকে বধ করে জোরে চিৎকার করে ওঠেন, 'অশ্বত্থামা হত!' (অশ্বত্থামা নিহত!)। দ্রোণাচার্য তার পুত্রের মৃত্যুর খবর শুনে শোকাহত হন এবং নিশ্চিত হতে চান। তিনি ধর্মপ্রাণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেন, যিনি মিথ্যা বলেন না। যুধিষ্ঠির তখন বলেন, 'অশ্বত্থামা হত ইতি' (অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে এই কথা সত্য), কিন্তু খুব নিচু স্বরে এর সঙ্গে যোগ করেন, 'নরো বা কুঞ্জরো বা' (মানুষ নাকি হাতি, তা জানি না)। এর মাধ্যমে তিনি অর্ধেক সত্য বলেন এবং বাকি অর্ধেক কৌশল করে গোপন করেন।

অতি দর্পে হত লঙ্কা - অহংকারই পতনের মূল।

রাবণ তার লঙ্কাপুরী নিয়ে বেশি গর্ব অহংকার করত। আর তার এই দর্প বা অহংকারের জন্যই শেষ পর্যন্ত তার লঙ্কা ধ্বংস হলো।

অতি চালাকের গলায় দড়ি - বেশি চালাকি করে অন্যকে ঠকাতে গেলে অনেক সময়ে নিজেকে বিপদে পড়তে হয়।

অতি আশা বাঘের বাসা - অতিরিক্ত কোনোকিছুই ভালো না।

বাঘের বাসা যেমন মৃত্যুর ঝুঁকি বা চরম বিপদের প্রতীক, তেমনি অতিরিক্ত লোভ বা আশা মানুষকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন- কেউ যদি রাতারাতি ধনী হওয়ার জন্য জুয়ায় সব কিছু বিনিয়োগ করে, তবে সেই অতিরিক্ত লোভ তাকে সর্বস্বান্ত করতে পারে।

অর্থই অনর্থের মূল - অর্থ হতেই যত গোলমালের সৃষ্টি।

অতি মন্থনে বিষ ওঠে - একটি বিষয় নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আলোড়ন ক্ষতিকারক হয়।

অতিরিক্ত মন্থন করলে বা আলোড়ন ঘটালে বিষ উৎপন্ন হয়। মন্থন: কোনো কিছু খুব বেশি নাড়াচাড়া করা বা আলোড়িত করা। দেবতারা ও অসুররা যখন অমৃত পাওয়ার আশায় সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন প্রথমে অমৃতের বদলে মারাত্মক বিষ (হলাহল) উঠে এসেছিল, যা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারত।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট - বেশি লোভে সর্বস্ব হারাতে হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, অতিরিক্ত লোভের কারণে একজন তাঁতি তার সব কিছু হারিয়েছিল।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ - শ্রদ্ধা দেখানোর বাড়াবাড়ি করলে বোঝা যায় যে, ভিতরে গুপ্ত রহস্য আছে।

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী - অল্প বিদ্যার অতি দর্প।

অরাঁধুনির হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে - অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে ভালো জিনিসও নষ্ট হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে রাঁধতে জানে না এমন লোকের হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদতে থাকে।

Educationblog24.com

ATM

আ

আসর ঘরে মশাল নাই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।
বা
আসলে মুষল নাই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া - উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যেখানে মশাল থাকা দরকার সেই আসর ঘরে মশাল নেই, কিন্তু যেখানে অপ্রয়োজনীয় সেই ঢেঁকিশালে ছাদ বা শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। আসর ঘর: বৈঠকখানা বা সভার ঘর, যেখানে আলো (মশাল) থাকা জরুরি। মশাল: আলো দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের মশলাযুক্ত লাঠি, যা প্রয়োজনমতো জ্বালানো হয়। ঢেঁকিশালা/ঢেঁকি ঘর: যেখানে ঢেঁকি রাখা হয়, অর্থাৎ ধান বা শস্য ভাঙার ঘর। চাঁদোয়া: ছাদ বা শামিয়ানা, যা সাধারণত শোভা বা আরামের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আগ নাংলা যে দিকে যায়, পাছ নাংলা সে দিকে যায় - অন্ধভাবে অন্যের কাজের অনুকরণ অনুসরণ করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সামনের বলদের নাঙলের দিকটি যেদিকে যায়, পেছনের বলদের নাঙলের দিকটিও সেদিকেই যায়। যে কৃষক হাল বা লাঙ্গল চালায় তাকে নাংলা বলা হয়ে থাকে। জমি চাষ করার সময় একসাথে একাধিক লাঙ্গল ব্যবহৃত হলে প্রথম চাষি যে দিক দিয়ে লাঙ্গল চালায় পরবর্তী চাষিরাও তার অনুসরণে একই পথে লাঙ্গল বয়। তারা কোনো ব্যতিক্রম ঘটায় না।

আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর - অনধিকার চর্চা করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে আদার ব্যবসা করে, সে জাহাজের খবর রাখে। আদার ব্যবসায়ী সাধারণত ছোট পরিসরে ব্যবসা করে এবং তার জাহাজের খবর রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। তার প্রধান কাজ হলো আদা কেনা-বেচা। কিন্তু সে যদি এই সাধারণ কাজ ছেড়ে দিয়ে জাহাজ চলাচল বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মতো বৃহৎ ও জটিল বিষয়ে জ্ঞান জাহির করার চেষ্টা করে, তবে তাকে এই প্রবাদটি দিয়ে কটাক্ষ করা হয়।

আড়ালে লোকে রাজার মাকেও ডাইনি বলে - অসাক্ষাতে অন্যের নিন্দা সবাই করে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, আড়ালে বা অসাক্ষাতে মানুষ এমনকি রাজার মায়ের মতো সম্মানিত ব্যক্তিকেও ডাইনি বলতে দ্বিধা করে না।

আটে-পিঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড় - দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে যাওয়া উচিত। অথবা কোনোও কার্য করবার যোগ্য না হলে, সে কার্য করতে যাওয়া উচিত নয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, আট (শরীরের মাংসপেশী) এবং পিঠ শক্ত বা দৃঢ় হলে, তবেই ঘোড়ার ওপর চড়া উচিত। ঘোড়ায় চড়া একটি কঠিন কাজ, যার জন্য একজন ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে শক্তিশালী এবং দক্ষ হতে হয়, বিশেষ করে কোমরের নীচের অংশ ও পিঠ। যদি এই দুই অংশ দুর্বল হয়, তাহলে ঘোড়ায় চড়লে পড়ে যাওয়ার বা আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম - চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে - নিজের আয় দিয়ে নিজে চলতে পারে না; অথচ অন্যের জন্য খরচ করে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, নিজের ঘুমানোর মতো সামান্য জায়গাও নেই, অথচ অন্য একজনকে (শঙ্করাকে) সেই জায়গায় ডেকে আনা হচ্ছে।

আমে দুধে এক হলো, আঁটি খোসা পড়ে রল - দুই পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেল, অথচ যোগাযোগ করিয়ে দিল যে সে-ই অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হলো।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, আম ও দুধ একসঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল, কিন্তু আমের আঁটি ও খোসা পড়ে রইল।

ই

ইঁদুরে চেনে না ভাগবত পুঁথি - মূর্খ ব্যক্তি গুণীর গুণ বোঝে না।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ইঁদুর ভাগবত পুঁথি চিনতে পারে না। ইঁদুরের কাছে ভাগবত পুঁথি কোনো পবিত্র বা জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ নয়, এটি কেবল একটি সাধারণ কাগজের স্তূপ যা সে কেটে নষ্ট করে দিতে পারে। তার কাছে এর গভীরতা বা গুরুত্ব কোনো কিছুই নেই।

Educationblog24.com

ইল্লত যায় না ধুলে খাসলত যায় না মলে - স্বভাবদোষ হাজার সংশোধন-চেষ্টাতেও দূর হয় না।

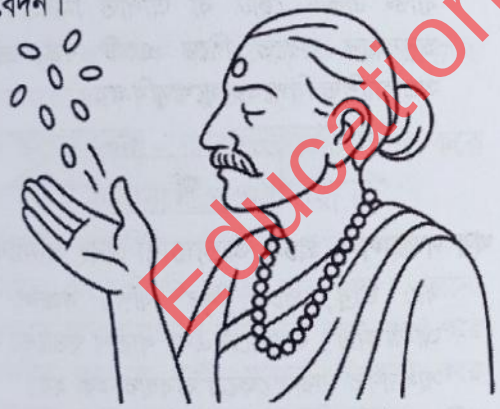
এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কিছু জিনিসের ইল্লত (ময়লা) ধুলে পরিষ্কার হয় না, আর কিছু মানুষের খাসলত (স্বভাব) মরে গেলেও পরিবর্তন হয় না। এই প্রবাদের অনুরূপ বাংলা প্রবাদ হলো - কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, যার যা রীত ছাড়ে কদাচিৎ, ইল্লত যায় ধুলে স্বভাব যায় মলে ইত্যাদি। সংস্কৃত প্রবাদে বলে অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় - যেমন কর্ম তেমন ফল, অর্থাৎ পরের অনিষ্ট করলে নিজেরও অনিষ্ট হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কাউকে যদি একটি ইট ছোড়া হয়, তাহলে তার প্রত্যুত্তরে একটি পাটকেল ফিরে আসে। পাটকেল হলো ইটের ছোট টুকরো বা ইটের ভাঙা অংশ।

উ - এ

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ - যে খই হাত হতে বাতাসে উড়ে গেল, তা গোবিন্দের নামে নিবেদন।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে খই বাতাসে উড়ে চলে গেল, তা গোবিন্দের (বিষ্ণুর) নামে নিবেদন করা হলো।

উনা ভাতে দুনা বল - অল্প আহার স্বাস্থ্যসম্মত

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কম বা সামান্য ভাত খেলে দ্বিগুণ শক্তি পাওয়া যায়। উনা মানে একটু কম বা সামান্য। দুনা মানে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ পরিমাণে।

উঠন্ত মুলো / বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায় - কাজের আরম্ভ দেখে কাজের শেষ বুঝা যায়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে মূলার গাছ উঠছে বা বৃক্ষ জন্ম নিচ্ছে, তার বেড়ে ওঠার ধরন দেখেই বোঝা যায় যে এটি কেমন হবে।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো - অপাত্রে জ্ঞান বা মূল্যবান সম্পদ দেয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, উলু ঘাসের জঙ্গলে মুক্তা ছড়িয়ে দেওয়া। উলু ঘাস একটি মূল্যহীন ও সাধারণ উদ্ভিদ। উলু ঘাসের জঙ্গল একটি মূল্যহীন জায়গা, যেখানে মুক্তা ছড়িয়ে দিলে তা যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জ্ঞান বিতরণ করলে তার কোনো লাভ হয় না।

এঁটোপাত না যায় স্বর্গে - মন্দ দিয়ে ভালো অর্জন করা যায় না।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, এঁটো পাতা স্বর্গে যায় না। এঁটো মানে উচ্ছিষ্ট বা অপবিত্র। পাত: পাতা, সাধারণত কলাপাতাকে বোঝানো হয় যা আগে খাবার থালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অতএব, 'এঁটোপাত' বলতে এমন একটি পাতা বোঝানো হয়, যেখানে খাবার খাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট লেগে আছে। একটি নোংরা বা এঁটো পাতা যেমন স্বর্গের মতো পবিত্র স্থানে স্থান পায় না, তেমনি কোনো খারাপ বা অন্যায় কাজ করে কোনো সৎ বা ভালো উদ্দেশ্য সফল করা যায় না।

এক হাতে তালি বাজে না - যে কোনো কাজে উভয় পক্ষের কিছু না কিছু দোষ থাকে।

এক কড়ার মুরদ নেই, ভাত মারার গোঁসাই - উপার্জনের ক্ষমতা নাই অথচ খরচ করে প্রচুর।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, এক কড়া (অতি সামান্য মুদ্রা) উপার্জনের ক্ষমতা নেই, অথচ ভাত বা খাবার নষ্ট করার ক্ষেত্রে সে একজন গোঁসাই (গুরু)।

ক

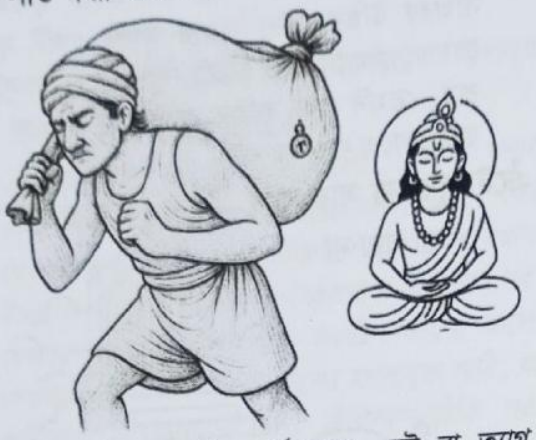
কাকের মুখে যেন সিন্দুরিয়া আম - অযোগ্য/অনুপযুক্ত লোকের অমূল্য ধনের অধিকারী হওয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কাকের মুখে যেন সিঁদুরে রঙের আম দেখা যাচ্ছে। কাক একটি সাধারণ পাখি, যার মুখে সাধারণত এই ধরনের দামি ও সুস্বাদু আম শোভা পায় না। একটি সিঁদুরে রঙের মূল্যবান আম

Educationblog24.com

তার জন্য একটি অপ্রয়োজনীয় জিনিস, কারণ সে এর মূল্য বোঝে না বা এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।

কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না - সাধনা ছাড়া সাফল্য লাভ করা যায় না।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার না করলে কেষ্টকে (কৃষ্ণকে) লাভ করা যায় না।

কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর - অদৃষ্ট ভালো থাকলে যোগ্যতাহীন লোকও বড় হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ভাগ্যের জোরে গোপালের মতো একজন ব্যক্তি ঠাকুর বা পূজনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি - প্রয়োজনের বেলায় আদর থাকে, প্রয়োজন ফুরোলেই অবজ্ঞা দেখা দেয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কাজের সময় একজন ব্যক্তি কাজির মতো সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কাজ শেষ হলেই সে পাজি বা খারাপ হয়ে যায়।

কানা গরু বামুনকে দান - অকেজো জিনিস দান করে দানের পুণ্য লাভের চেষ্টা করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, একটি অন্ধ বা কানা গরু ব্রাহ্মণকে দান করা।

কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা - যার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তার সঙ্গে বিরোধ করে থাকা যায় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া বা শত্রুতা করে তার বাসস্থান অর্থাৎ জলের মধ্যে থাকা। কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো জায়গায় বসবাস বা কাজ করতে চায়, যেখানে একজন প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির কর্তৃত্ব রয়েছে, তাহলে সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা করে বা বিরোধ করে থাকা সম্ভব নয়। যেমন, জলের মধ্যে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে কোনো প্রাণীর পক্ষে নিরাপদে থাকা সম্ভব নয়।

কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে - গুরুত্ব না দেওয়া লোকের কথার দাম বিপদে পড়লেই বোঝা যায়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, একজন গরিব বা তুচ্ছ ব্যক্তির কথা বাসি হলে, অর্থাৎ সময় পেরিয়ে গেলে কার্যকর হয়।

কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ - একের লাভে অন্যের ক্ষতি।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যখন একজনের জন্য পৌষ মাস আসে, তখন অন্যজনের জন্য সর্বনাশ ঘটে। কোনো এক ব্যক্তির লাভ বা সুবিধা অর্জন করতে গিয়ে অন্য এক ব্যক্তির চরম ক্ষতি বা দুর্ভাগ্য ঘটে। একজনের জন্য যা ভালো, অন্যজনের জন্য তা মন্দ হয়ে দাঁড়ায়।

কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কৈ - একের পরিশ্রমে অন্যের বিলাসিতা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কেউ একজন চরম পরিশ্রম বা কষ্ট করে বিলের জল সেচে, আর সেই কৈ মাছ অন্য কেউ খায়।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোনো - তুচ্ছ বিষয়ের সূত্রে জটিল সমস্যার উদ্ভব।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মাটি খুঁড়ে কেঁচো খুঁজতে গেলে হঠাৎ করে সাপ বেরিয়ে আসা। কোনো ব্যক্তি একটি ছোট বা আপাত নিরীহ বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি বড়, জটিল এবং অপ্রত্যাশিত বিপদের মুখোমুখি হয়।

খ

খর দজ্জাল – প্রচণ্ড অত্যাচারী এবং অনিষ্টকারী।

খর: তীব্র, প্রচণ্ড, খুব বেশি। দজ্জাল: অত্যাচারী, অনিষ্টকারী, ঝগড়াটে এবং খারাপ স্বভাবের ব্যক্তি। এটি সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

খালি কলসি বাজে বেশি - যার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কম সে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, একটি খালি কলসিকে আঘাত করলে বা নাড়ালে তার থেকে বেশি শব্দ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তির জ্ঞান, মেধা বা অভিজ্ঞতা কম, সেই ব্যক্তিই নিজেকে বেশি জাহির করার বা বাগাড়ম্বর করার চেষ্টা করে।

খাঞ্জা খাঁ - যে ব্যক্তি নবাবি চালে চলে।

খাঞ্জা খাঁ প্রবাদটির মূলে আছেন খানজাহান আলী খাঁ নামক দক্ষিণবঙ্গের সেনাশাসক যার অসাধারণ কীর্তি বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ (ষাট খাম্বাজ) মসজিদ। খানজাহানের মতো নবাবি চাল, বিলাসিতা ও অহংকার

Educationblog24.com

প্রদর্শন করে এবং নিজেকে বড় প্রমাণ করতে চায়, যা তাদের ভণ্ডামি ও অহংকারকে স্পষ্ট করে তোলে।

খাস তালুকের প্রজা - খুব অনুগত ব্যক্তি।

খাস তালুক: সরাসরি রাজার বা সরকারের অধীনে থাকা ভূমি, যা কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর অধীনে নয়। প্রজা মানে অধিবাসী। খাস তালুকের প্রজারা সরাসরি রাজার অধীনে থাকত এবং তারা রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল। রাজা তাদের দেখাশোনা করতেন এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতেন, তাই তারা তাদের আনুগত্য কোনোভাবে প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না।

গ

গতস্য শোচনা নাস্তি - অতীত নিয়ে না ভাবা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যা অতীত হয়ে গেছে, তা নিয়ে শোক বা অনুশোচনা করা উচিত নয়। গতস্য: যা গত হয়েছে বা অতীত হয়েছে। শোচনা: অনুশোচনা, দুঃখ বা শোক। নাস্তি: নেই বা না করা।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল - অন্যে না মানিলেও নিজেকে বড় বলে মনে করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, গ্রামের মানুষ যাকে মানে না, সে নিজেই নিজেকে মোড়ল বলে মনে করে।

গোনা গরু বাঘে খায় না - হিসাবের গরু বাঘে খায় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে গরু গোনা বা হিসাবের মধ্যে থাকে, বাঘ তাকে খায় না।

গরু মেরে জুতো দান - কারও যথেষ্ট ক্ষতি করে পরে তারই সামান্য উপকার করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, গরুকে হত্যা করে তার চামড়া থেকে তৈরি জুতো দান করা। কোনো ব্যক্তি প্রথমে অন্যের অনেক বড় ক্ষতি করে, আর পরে সেই ক্ষতির তুলনায় খুবই সামান্য উপকার করে নিজেকে মহৎ বা দয়ালু প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল - ভবিষ্যতের দুরাশায় উদগ্রীব হয়ে থাকা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কাঁঠাল গাছে থাকা অবস্থাতেই গোঁফে তেল মাখা। কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের ফলাফল পাওয়ার আগেই সেই ফলাফল ভোগের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে বা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দেয়।

গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায় - একই সঙ্গে একাধিক স্বার্থসিদ্ধি করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, গাছে থাকা ফলও খাওয়া হয়, আবার গাছের নিচে পড়ে থাকা ফলও কুড়িয়ে নেওয়া হয়।

এক টানা মুখস্থ

ঘ

ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোচার পত্তন - গরিব লোকের বড়লোকি ভাব।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ঘরের ভেতরে ছুঁচোর গান (কেত্তন) শোনা যাচ্ছে, আর বাইরে পোশাকের কোঁচা ঠিক করা হচ্ছে। ছুঁচোর কেত্তন: ছুঁচো বা ইঁদুরের কিচিরমিচির শব্দ। কোচার পত্তন: কাপড়ের কোঁচা বা ধুতি-লুঙ্গির ভাঁজ ঠিক করা।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে - অন্যের কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ, অবশেষে নিজেকে ঐ ধরনের যন্ত্রণা পেতে হবে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ঘুঁটে যখন পুড়তে থাকে, তখন তার থেকে গোবর হাসে। ঘুঁটে: গরুর গোবর শুকিয়ে তৈরি জ্বালানি।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় - বড় বিপদের অভিজ্ঞতা অকারণেই ভীত করে তোলে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে গরু একবার ঘর পোড়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সে আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো - নিজের ক্ষতি করে অন্যের উপকার করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, নিজের ঘরের খাবার খেয়ে বনের মোষ (বুনো মহিষ) তাড়ানো।

চ

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে - ঘটনা ঘটে যাবার পর তা এড়িয়ে যাবার পথ পাওয়া।

চাল না চুলো, ঢেকি না কুলো - নিতান্ত দরিদ্রতা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, চাল, চুলা, ঢেঁকি বা কুলো কিছুই নেই।

Educationblog24.com

চোর মরে সাত ঘর মজায়ে - খারাপ ব্যক্তি বিপদে পড়লে অন্যকেও সাথে জড়ায়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, একজন চোর যখন ধরা পড়ে বা মরে, তখন সে সাতটি পরিবারকে নষ্ট করে বা বিপদে ফেলে। একজন চোর ধরা পড়লে সে কেবল তার নিজের বিপদ ডেকে আনে না, বরং তার কাজের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের, বা যাদের বাড়িতে চুরি করেছে, তাদেরও ক্ষতি হয়।

চূড়ার ওপর ময়ূর পাখা - সোনায় সোহাগা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, চূড়ার (মাথার মুকুট বা শিরস্ত্রাণ) ওপরে ময়ূরের পালক। একটি চূড়া বা মুকুট নিজেই একটি সুন্দর ও মূল্যবান জিনিস। এর ওপর যদি ময়ূরের পালক যোগ করা হয়, তাহলে তার সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায় এবং তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি - উপদেশ দিয়া অসৎকে সৎ করা যায় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, চোর ধর্মের কথা বা উপদেশ শোনে না।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - নিজের জীবন রক্ষা করে তারপর অন্যকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াও।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, চাচা, তুমি নিজের জীবন আগে বাঁচাও।

চামচিকেও পাখি, ডিপুটিও হাকিম - আকারে বা চালচলনে বড় বলে মনে হলেই প্রকৃত বড় হয় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, চামচিকে (বাদুড়) যেমন একটি পাখি, তেমনি ডিপুটিও একজন হাকিম বা বিচারক। চামচিকে দেখতে পাখির মতো হলেও তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য পাখির মতো নয়। একইভাবে, একজন ডেপুটি (ডিপুটি) দেখতে বা তার পদবিতে 'হাকিম' (বিচারক) শব্দের মিল থাকলেও তার প্রকৃত ক্ষমতা ও মর্যাদা একজন বিচারকের সমান নয়।

চেনা বামুনের পৈতে লাগে না - যোগ্য লোকের জন্য সুপারিশ লাগে না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে ব্রাহ্মণকে সবাই চেনে, তার পরিচয়ের জন্য পৈতে বা যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হয় না।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই - অপরাধীরা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, চোরেরা একে অপরের মাসতুতো (মায়ের বোনের ছেলে) ভাই, অর্থাৎ খালাতো ভাই।

চকচক করিলে সোনা হয় না - চেহারাতে আসল গুণ ধরা যায় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কোনো জিনিস দেখতে চকচকে হলেই তা সোনা নয়।

ছ - চ

ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো - দয়াপ্রার্থী হয়ে ঢুকে বিরাট অনিষ্ট করে চলে যাওয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ছুঁচের মতো সরু হয়ে বা ছোট আকার নিয়ে কোনো কিছুতে ঢুকে ফাল (লাঙলের ফলা)-এর মতো মোটা ও বড় হয়ে বেরিয়ে আসা।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি - কোনো অবাঞ্ছিত ঝামেলা হতে মুক্তি পাবার আকুলতা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, হে মা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কেঁদে হলেও বাঁচি। কোনো ব্যক্তি একটি অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর বা বেদনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সে আর কোনো ধরনের লড়াই বা যুক্তি করতে চায় না, শুধু সেখান থেকে যেকোনো মূল্যে মুক্তি পেতে চায়, এমনকি সেই মুক্তি যদি দুঃখ বা হতাশার বিনিময়েও আসে।

ঝাল মরিচের লাল চামড়া - দুর্জনও দেখতে সুন্দর হতে পারে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ঝাল মরিচের উপরের লাল চামড়া বা আবরণ। মরিচ দেখতে লাল এবং সুন্দর হলেও তার স্বাদ খুব ঝাল, যা মুখে জ্বালা সৃষ্টি করে।

টোপ গিলে না, ঠোকরায় - ছলনা করে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মাছ টোপটি গিলে ফেলে না, বরং শুধু ঠোকর দেয়। প্রায় সময় মাছ টোপ পুরোপুরি গিলে না ফেলে শুধু ঠোকর দিয়ে খাবার তুলে নেয়। এতে যে মাছ ধরার জন্য টোপ ফেলল তার কাছে ধরা না দিয়ে ছলনা করল।

ঢাকের বাদ্য থামলেই মিষ্টি - দুঃসময় পেরিয়ে ভালো সময়ের আগমন।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ঢাকের শব্দ থেমে গেলে তার মিষ্টি সুর শোনা যায়। ঢাকের বাজনা বা কোলাহল যখন চলে, তখন সেই কোলাহলে অন্য কোনো মধুর শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু যখন ঢাকের বাজনা থেমে যায়, তখন প্রকৃতি বা অন্য কোনো মধুর শব্দ শোনা যায়, যা শ্রুতিমধুর মনে হয়।

Educationblog24.com

ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার - বৃথা আস্ফালন করা ব্যক্তি/নিজের অযোগ্যতাকে কথার মারপ্যাঁচে ঢাকা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তির কাছে ঢাল বা তলোয়ার কিছুই নেই, সে নিজেকে নিধিরাম সর্দার হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে - সর্বত্রই যে একই রকমের দায়-দায়িত্ব বহন করে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ঢেঁকি যদি স্বর্গেও যায়, তবুও তার কাজ ধান ভানা। এই প্রবাদটি বোঝায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার অবস্থান পরিবর্তন করে বা একটি ভিন্ন পরিবেশে চলে যায়, তবুও তার মৌলিক স্বভাব বা দায়িত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। ঢেঁকির মূল কাজ হলো ধান ভানা। তার স্থান যদি পৃথিবীতে না হয়ে স্বর্গেও হয়, তবুও তার প্রকৃতি বা কাজ একই থাকবে।

ত-ড

তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি - প্রয়োজনীয় কাজ সামলাবার সামর্থ্য নাই যখন, তখন অপ্রয়োজনীয় কাজের প্রতি ঝোঁক দেখানো।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, গরম ভাতের সঙ্গে নুন জোগাড় করা যায় না, অথচ পান্তা ভাতের সঙ্গে ঘি জোটে। একজন গরিব মানুষের জন্য গরম ভাতের সঙ্গে নুন জোগাড় করাটাই একটি প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু সে যদি সেই প্রয়োজন পূরণ না করে পান্তা ভাতের সঙ্গে ঘি খাওয়ার মতো বিলাসী চিন্তা করে, তবে তার এই আচরণ অবাস্তব এবং হাস্যকর।

তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতায় পাতায় - চালাকের চেয়েও বেশি চালাকি করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, তুমি যদি গাছের ডালে ডালে ঘোরাফেরা করো, তাহলে আমি পাতার পর পাতা ঘুরে বেড়াই।

ডোবা দেখলেই ব্যাঙ লাফায় - প্রিয় বস্তু দেখে আনন্দ।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ব্যাঙ একটি ডোবা বা পুকুর দেখলেই তাতে লাফ দেয়। ব্যাঙের কাছে জল হলো তার জীবনধারণের প্রধান উৎস। তাই সে ডোবা দেখতে পেলেই তাতে লাফিয়ে পড়ে। একইভাবে, কোনো ব্যক্তি যখন তার পছন্দের কোনো সুযোগ বা সুবিধা দেখতে পায়, তখন সে তা লুফে নিতে কোনো দ্বিধা করে না।

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় - একই কথার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, থোড় (কলার কাণ্ড) দিয়ে বানানো বড়িগুলো খাড়া করে রাখা হয়েছে, আর খাড়া করে রাখা সেই বড়িগুলো আসলে থোড় দিয়ে বানানো।

দ-ধ

দশ চক্রে ভগবান ভূত - একাধিক লোকে মিলে ভালোকেও মন্দ বলে প্রতিপন্ন করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, দশজনের চক্রান্তের কারণে ভগবানও ভূত বলে পরিচিত হন। যখন অনেক লোক মিলে কোনো সত্য বা ভালো জিনিসকে মিথ্যা বা মন্দ বলে প্রচার করে, তখন সেই মিথ্যাটিই একসময় প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গণ্য হয়। ভগবান হলেন পরম পূজনীয় এবং শুভ সত্তা। কিন্তু যদি অনেক লোক মিলে চক্রান্ত করে তাকে ভূত বলে প্রচার করে, তাহলে সাধারণ মানুষ সেই মিথ্যাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

দুধের সাধ ঘোলে মেটে না - আসল জিনিসের আনন্দ নকলে পাওয়া যায় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, দুধের স্বাদ বা আকাঙ্ক্ষা ঘোল দিয়ে মেটানো যায় না। ঘোলে: যা দুধ থেকে তৈরি হলেও তা দুধের মতো ঘন বা সুস্বাদু নয়।

দশের লাঠি একের বোঝা - একজনের পক্ষে যা কঠিন, দশজনের পক্ষে তা অতি সহজ।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, দশজনের হাতে যে লাঠি রয়েছে, তা একজনের কাছে বোঝা বা ভার। কোনো কঠিন কাজ বা ভারী বোঝা যদি দশ জন লোক মিলে করে, তাহলে তা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সেই একই কাজ যদি একজন ব্যক্তিকে একা করতে হয়, তাহলে তা তার পক্ষে কষ্টকর বা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে - সত্য গোপন থাকে না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ধর্মের একটি কল (কলসি বা পাত্র) বাতাসের সামান্য ধাক্কাতেও নড়ে ওঠে। কোনো সত্য, ন্যায় বা নীতিকে দীর্ঘ সময় গোপন করে রাখা যায় না। এমনকি সামান্য কোনো ইঙ্গিত, ঘটনা বা গুজব থেকেও সেই সত্য প্রকাশিত হতে পারে। এখানে 'বাতাস' হলো সেই সামান্য কারণ, যা একটি বড় সত্যকে প্রকাশ করে দেয়।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি - কৌশলে কার্যোদ্ধার।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মাছ ধরি, কিন্তু জল স্পর্শ করি না। মাছ ধরা একটি সহজ কাজ নয়, তাতে জল স্পর্শ করতে হয় এবং তার ফলে শরীর ভেজানো বা নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন

Educationblog24.com

কৌশলে মাছ ধরতে পারে যে জল স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না, তার মানে সে কাজটি খুবই দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে - শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ পাবেই।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সত্যের ঢাক আপনা-আপনিই বাজে। এই প্রবাদটি বোঝায় যে, কোনো সত্য, ন্যায় বা সঠিক কাজকে যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন, তা কোনো না কোনোভাবে একসময় নিজেই প্রকাশিত হয়। একটি ঢাক যেমন একবার বাজলে তার শব্দ লুকিয়ে রাখা যায় না, বরং তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি সত্যও কোনোদিন গোপন থাকে না।

ন

নাইরে তাইরে না - উদ্দেশ্যহীন ভাবে সময় নষ্ট করা।

নাইরে তাইরে না: এই শব্দগুলো দিয়ে এক ধরনের ছড়া বা গান তৈরি হয়, যার কোনো অর্থ নেই। এই শব্দগুলো যেমন অর্থহীন, তেমনি সেই ধরনের কাজও অর্থহীন।

নরম মাটি বিড়াল আচড়ায় - লোকে ভালো মানুষকে কষ্ট দেয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, নরম মাটিতে বিড়াল তার আঁচড় বসায়। বিড়ালের মতো চতুর ও সুবিধাবাদী প্রাণী যেমন নরম মাটিতে সহজে তার আঁচড় বসাতে পারে, তেমনি অসাধু মানুষেরা সহজ সরল মানুষের ওপর সহজেই অন্যায় বা নির্যাতন করতে পারে।

নেড়া দুবার বেল তলায় যায় না - ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় অর্থাৎ একই বিপদে মানুষ অধিকবার পতিত হয় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মাথায় চুল নেই এমন ব্যক্তি দুবার বেল গাছের নিচে যায় না। নেড়া মাথায় যদি বেল পড়ে, তাহলে তা তার জন্য একটি বড় আঘাত বা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। একবার এই ধরনের অভিজ্ঞতা হওয়ার পর, সে আর দ্বিতীয়বার বেল গাছের নিচে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা - নিজের ক্ষতি করেও অপরের অনিষ্ট সাধন করা।

প্রাচীনকালে কোনো শুভ কাজের আগে যাত্রা করার সময় যদি কোনো অপ্রত্যাশিত বা খারাপ কিছু ঘটে, তবে সেই যাত্রাকে অশুভ মনে করা হতো। এখানে 'নাক কাটা' একটি চরম ক্ষতি এবং অশুভ ঘটনার প্রতীক। যে ব্যক্তি নিজের নাক কেটে নেয়, সে নিজেকে চরম অপমানিত করে এবং একইসঙ্গে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করে।

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা - অকেজো লোক কাজের অসাফল্যের জন্য অন্যের দোষ দেয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কেউ যদি নাচতে না জানে, তাহলে সে তার অক্ষমতার জন্য উঠানকে বাঁকা বলে দোষ দেয়।

নুন খাই যার, গুণ গাই তার - উপকারীর উপকার করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যার নুন বা খাদ্য খাই, তার গুণগান করি।

নুন আনতে পান্তা ফুরোয় - প্রবল দারিদ্র্যে দিন অতিবাহিত করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, লবণ আনতে গেলে পান্তা ভাত শেষ হয়ে যায়। এই প্রবাদটি চরম দারিদ্র্য এবং অভাবকে বোঝায়। কোনো পরিবার যদি এতটাই গরিব হয় যে সামান্য লবণ কেনার জন্যও তাদের কাছে টাকা না থাকে, এবং সেই লবণ জোগাড় করতে গিয়ে যদি তাদের শেষ সম্বল, অর্থাৎ পান্তা ভাতও শেষ হয়ে যায়, তাহলে তা তাদের চরম দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরে।

প

পড়িয়া বিপাকে গণেশ মাঝি গরু রাখে - বিপদে পড়লে মানুষ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বিপদে পড়ে গণেশ মাঝি গরু রাখে। গণেশ মাঝির কাজ ছিল নৌকা চালানো, গরু পালন করা নয়। কিন্তু সে যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখন সে গরু পালনের মতো এমন একটি কাজ করতে বাধ্য হয় যা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

পেটে খেলে পিঠে সয় - লাভের প্রত্যাশায় কষ্ট সহ্য করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, পেটে খাবার গেলে পিঠে আঘাত সহ্য করা যায়। পিঠে আঘাত পাওয়া যেমন একটি শারীরিক কষ্ট, তেমনি সেই কষ্ট সহ্য করা সম্ভব যদি তার পেট ভরা থাকে বা সে তার বিনিময়ে কোনো সুবিধা পায়।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় - অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন অসৎ পথেই ব্যয়িত হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, পাপের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যয়িত হয়। যে অর্থ বা সম্পদ অসৎ উপায়ে অর্জন করা হয়, তা

Educationblog24.com

সাধারণত ভালো কোনো কাজে ব্যয় হয় না। বরং তা নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয়, অনৈতিক বা নেতিবাচক কাজে নষ্ট হয়ে যায়। পাপের ধন যেন নিজেই তার ধ্বংস ডেকে আনে।

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার - অন্যের উপর দায় রেখে স্বার্থ উদ্ধার করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের শিকার করা। বন্দুক রেখে শিকার করা একটি বিপজ্জনক কাজ। যে ব্যক্তি এই কাজ করে, সে অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজে আড়াল থেকে শিকার করে। ফলে যদি কোনো বিপদ বা ঝামেলা হয়, তাহলে তার দায় সেই ব্যক্তিকেই নিতে হয়, যার কাঁধে বন্দুকটি ছিল।

পিঁড়ের বসে পেঁড়োর খবর - নগণ্য লোকের গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখা।

পিঁড়ে মানে হচ্ছে কাঠের তৈরি বসার নিচু আসন। পেঁড়ো মানে হচ্ছে পাড়া বা এলাকা বা গ্রাম। নিজ ঘরের বারান্দায় পিঁড়েতে বসে থেকেও গ্রামের সকল ব্যাপার নখদর্পনে থাকাকে পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর বলে। গ্রামে এমন কিছু মানুষ থাকে যার সাথে গ্রামের সকলের কমবেশি সখ্যতা থাকে, সকলেই তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসে। এমন ব্যক্তিরা আশপাশের সকলের খবরই টুকটাক রাখে। এই খবর রাখাকেই পিঁড়েয় বসে পেঁড়ার খবর বলে।

ব

বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন - বাড়িতে চরম দারিদ্র্য বাইরে বড়লোকি দেখানো; প্রকৃত অবস্থা গোপন করে আড়ম্বর প্রদর্শন।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বাইরে পোশাকের কোঁচা ঠিক করা হচ্ছে, কিন্তু ঘরের ভেতরে ছুঁচোর গান শোনা যাচ্ছে। কোঁচা হলো (প্রধানত পুরুষের) পরিধেয় বস্ত্রের অর্থাৎ ধুতির পাট করা সম্মুখভাগ। আর ছুঁচো বা ছুঁচা হলো ইঁদুরজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণিবিশেষ। ছুঁচো খুবই গন্ধযুক্ত, বিরক্তিকর চেঁচামেচি; নিরন্তর কলহপ্রিয় প্রাণি। বাইরে কোঁচা দুলিয়ে বাবুগিরি দেখানো অথচ ভিতরে ছুঁচোর মতন সারশূন্য অর্থাৎ সঙ্গতিহীন। যারা সঙ্গতিহীন হয়েও জনসমক্ষে বড়মানুষি ভাব দেখাতে চায় তাদের প্রতি এই প্রবাদ বাক্যগুলো প্রযুক্ত হয়।

বানরের গলায় মুক্তহার – অপাত্রে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দান।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বানরের গলায় মুক্তার মালা পরানো। বানর একটি চঞ্চল ও অস্থির প্রাণী। যদি তার গলায় মুক্তার মালা পরানো হয়, তাহলে সে তার মূল্য না বুঝে সেটি ছিঁড়ে ফেলতে পারে বা নষ্ট করে দিতে পারে।

বরের ঘরে পিসী কনের ঘরে মাসী – উভয় কুল রক্ষা করে চলা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বর-এর বাড়িতে পিসি এবং কনে-এর বাড়িতে মাসি থাকা। কোনো বিবাহে বর ও কনের দুই পরিবারের মধ্যেই যদি কোনো একজন ব্যক্তি আত্মীয় হন, তাহলে তিনি উভয় পরিবারের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ এবং উভয় পক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ – বুড়ো বয়সে দৃষ্টিকটু ফূর্তি বা ফূর্তিবাজ যুবকের মতো সাজ।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে নতুন পালক ওঠা। শালিক পাখির জীবনে যেমন নতুন করে ঘাড়ে রোঁ (পালক) গজায় না, তেমনি একজন বুড়ো মানুষের কাছে যুবকের মতো আচরণ বা সাজগোজ প্রত্যাশিত নয়। যখন একজন বয়স্ক ব্যক্তি তারুণ্যের অনুকরণ করে অদ্ভুতভাবে সাজগোজ করেন বা চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন, তখন তার এই আচরণ হাস্যকর ও দৃষ্টিকটু মনে হয়।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো- বাহিরে আড়ম্বর ভিতরে শুন্য।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বাইরে বা দেখতে বজ্রের মতো শক্ত বাঁধন, কিন্তু আসলে সেই বাঁধনটি আলগা বা আলগা গিঁট। বজ্রের মতো আঁটুনি বা শক্ত বাঁধন যেমন বাহ্যিক রূপকে শক্তিশালী করে তোলে, তেমনি ফস্কা গিঁট তার ভেতরের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে।

Educationblog24.com

বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর – অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে সাপের বিষ নেই, সে কুলোর মতো বড় ফণা তোলে। বিষহীন সাপ যেমন তার বিষের অভাবে কাউকে ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু সে নিজের আকার বড় করে বা ফণা তুলে অন্যকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে।

বোঝার ওপর শাকের আঁটি – অতিরিক্তের অতিরিক্ত।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, একটি ভারী বোঝার ওপর শাকের আঁটি রাখা। একটি ভারী বোঝার ওপর শাকের আঁটি রাখাটা আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু বোঝার ভার যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তখন এই সামান্য শাকের আঁটিটিও অতিরিক্ত ভার হয়ে দাঁড়ায়।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া - ক্ষমতা প্রদর্শন।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো বাঘ এবং গরু একসঙ্গে এক ঘাটে জল পান করছে। বাঘ এবং গরু হলো দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের প্রাণী। তারা কখনোই একসঙ্গে জল পান করে না, কারণ বাঘের ভয়ে গরু পালিয়ে যায়। কিন্তু যদি এমনটা হয়, তবে এর অর্থ হলো বাঘ তার ক্ষমতা এমনভাবে প্রদর্শন করেছে যে গরুর পক্ষে আর পালানো সম্ভব নয়।

বামন গেল ঘর, তো লাঙ্গল তুলে ধর - কর্তাব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কাজে ফাঁকি দেয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বামন ঘরে চলে গেলে লাঙল তুলে নাও। এই প্রবাদটি বোঝায় যে, কোনো কাজের দায়িত্বে থাকা প্রধান ব্যক্তি বা মনিব যখন অনুপস্থিত থাকেন, তখন অন্যরা কাজ বন্ধ করে বা কাজে ফাঁকি দেয়। লাঙল দিয়ে জমি চাষ করার সময় মনিব যদি চলে যায়, তাহলে শ্রমিকরা আর কাজ করে না। তারা তখন লাঙল তুলে রাখে, অর্থাৎ কাজ বন্ধ করে দেয়।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি - সাধ্যের অতিরিক্ত দর্প।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বারো হাত লম্বা কাঁকুড়ের মধ্যে তেরো হাত লম্বা বিচি থাকা। কাঁকুড় এক ধরনের সবজি। বিচি হলো কাঁকুড়ের বীজ। একটি বারো হাত কাঁকুড়ের ভেতরে তার থেকেও লম্বা অর্থাৎ তেরো হাত বিচি থাকা একেবারেই অসম্ভব।

বসতে পেলে শুতে চায় - কিছু সুবিধা পেলে আরো অধিক সুবিধা দাবি করা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় - আসল লোকের চেয়ে তার অনুচরের কিংবা পিতার চেয়ে পুত্রের দৃঢ়তা বেশি। যে কৃশ বা রোগা তারই আস্ফালন বেশি।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বাঁশ গাছের প্রধান কাণ্ডের চেয়ে তার শাখা বা কঞ্চি বেশি শক্ত (দড়)। একটি বাঁশের কাণ্ডের চেয়ে তার কঞ্চি বেশি শক্ত হওয়া অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতা ব্যবহার করে প্রবাদটি সেইসব পরিস্থিতিকে তুলে ধরে, যেখানে মূলের চেয়ে শাখা বেশি শক্তিশালী হয়। যেমন, কোনো বাবার চেয়ে যদি তার সন্তান বেশি প্রভাবশালী হয় বা কোনো বসের চেয়ে যদি তার কর্মচারী বেশি ক্ষমতা দেখায়, তখন এই প্রবাদটি প্রযোজ্য হয়।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় - বাপের চেয়ে ছেলের তেজ বেশি।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বাঁশ গাছের প্রধান কাণ্ডের চেয়ে তার শাখা বা কঞ্চি বেশি বড়। কোনো বাবার চেয়ে যদি তার সন্তান বেশি প্রভাবশালী হয় বা কোনো বসের চেয়ে যদি তার কর্মচারী বেশি ক্ষমতা দেখায়, তখন এই প্রবাদটি প্রযোজ্য হয়।

বামুন হয়ে চাঁদে হাত- ছোট ব্যক্তির অতি বড় আশা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বামন বা বেটে মানুষ হয়ে চাঁদকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা। একজন বামন বা বেটে মানুষের পক্ষে চাঁদকে স্পর্শ করা যেমন একটি অসম্ভব কাজ, তেমনি একজন কম ক্ষমতাশালী বা ছোট মানুষের পক্ষে কোনো বড় লক্ষ্য অর্জন করাও কঠিন।

বিনা মেঘে বজ্রপাত - অকস্মাৎ বিপদ উপস্থিত হওয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, আকাশে মেঘ না থাকা সত্ত্বেও বজ্রপাত হওয়া। বজ্রপাত সাধারণত মেঘ থাকা অবস্থায় হয়। তাই যদি মেঘ না থাকা সত্ত্বেও বজ্রপাত হয়, তবে তা অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক বিপদ বোঝায়।

ভ

ভাগের মা গঙ্গা পায় না – ভাগাভাগির কাজ বেশিরভাগই পণ্ড হয়ে যায়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যাকে অনেক ভাই-বোন ভাগ করে দেখাশোনা করে, সেই মায়ের স্থূল গঙ্গা লাভ হয় না। কোনো মায়ের অন্ত্যেষ্টি যদি একাধিক সন্তানের ওপর ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো সন্তানই সেই দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করে না, ফলে মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় না।

Educationblog24.com

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা - প্রতিকারের উপায় চিন্তা না করে হইচই করা।

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগলে, ভেড়া যেমন কেবল ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করে এবং নিজেদের বিপদ আরও বাড়ায়, তেমনি কিছু মানুষও বিপদে পড়লে একই ধরনের আচরণ করে। তারা পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা না করে শুধু চিৎকার বা হইচই করে, যা কোনো সমস্যার সমাধান করে না।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল/ দূর্বা বনে খাটাশই বাঘ - বিজ্ঞ/ বুদ্ধিমান লোক নেই এমন স্থানে অল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ও অভিজ্ঞ হিসেবে মাতব্বরি করার সুযোগ পায়।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল: যে গোয়ালে ভেড়া থাকে, সেই গোয়ালে একটি ছোট বাছুর নিজেকে নেতা বা মোড়ল মনে করে। দূর্বা বনে খাটাশই বাঘ: দূর্বা ঘাসের জঙ্গলে খাটাশই নিজেকে বাঘ মনে করে। ভেড়ার গোয়াল হলো এমন একটি জায়গা যেখানে কোনো শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান প্রাণী নেই। তাই সেই নিরীহ পরিবেশে একটি বাছুর নিজেকে নেতা মনে করে। একইভাবে, দূর্বা ঘাসের ছোট জঙ্গলে যেখানে কোনো বাঘ থাকে না, সেখানে একটি নিরীহ খাটাশও নিজেকে বাঘের মতো শক্তিশালী মনে করে।

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ - মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ বা দক্ষ হয়ে ওঠে/গাইতে গাইতে গায়েন।

ভবতি - হয়ে যায়, হয়ে ওঠে বা হয়। বিজ্ঞতম - অত্যন্ত বিজ্ঞ, জ্ঞানী বা দক্ষ। ক্রমশো - ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে। জন - মানুষ।

একজন ব্যক্তি প্রথম দিনেই একজন দক্ষ গায়ক বা একজন জ্ঞানী মানুষ হতে পারে না। কিন্তু যদি সে নিয়মিতভাবে গান অনুশীলন করে বা জ্ঞান অর্জন করতে থাকে, তাহলে সে একসময় দক্ষ হয়ে ওঠে। এই প্রবাদটি সেই সত্যকে তুলে ধরে যে, অধ্যবসায়ই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরং - ছন্নছাড়া জীবন।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যেখানে সেখানে ভোজন এবং হাট-বাজার বা মন্দিরে শয়ন।

ভোজনং: ভোজন বা খাওয়া। যত্র তত্র: যেখানে সেখানে বা এলোমেলোভাবে। শয়নং: শয়ন বা ঘুমানো। হট্টমন্দিরং: হাট-বাজার বা মন্দির। এই প্রবাদটি এমন একজন মানুষের জীবনকে বোঝায় যার কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান, কাজের জায়গা বা জীবনযাপনের শৃঙ্খলা নেই। সে যেখানে সেখানে খাবার খুঁজে খায় এবং যেখানে মন চায় সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে, যেমন কোনো হাট-বাজার বা মন্দিরে।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় - ভাগ্যবান লোকের কোথাও আটকায় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ভাগ্যবান ব্যক্তির বোঝা স্বয়ং ভগবান বহন করেন। কোনো ব্যক্তি যদি খুব ভাগ্যবান হয়, তাহলে তার জীবনে কোনো সমস্যা বা বাধা সহজে আসে না। যদি আসেও, তবে তার কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ, তার ভাগ্য এতটাই ভালো যে তার সমস্যাগুলো কোনো এক অলৌকিক উপায়ে সমাধান হয়ে যায়, যেন স্বয়ং ভগবান তার সব দায়িত্ব বা ভার নিজের কাঁধে নিয়েছেন।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না - টাকা থাকলে কাজের লোকের অভাব হয় না।

কাক যেমন সামান্য খাবারের লোভে শত শত সংখ্যায় জড়ো হয়, তেমনি সম্পদশালী ব্যক্তির কাছেও মানুষের অভাব হয় না।

ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া - দয়ার দানের ভালো - মন্দ বিচার চলে না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ভিক্ষা করে পাওয়া চাল কাঁড়া (ভালো) হোক বা আকাঁড়া (খারাপ) হোক। ভিক্ষা করে চাল পাওয়া একজন ব্যক্তির জন্য সেই চাল ভালো হোক বা খারাপ হোক, তা নিয়ে কোনো অভিযোগ করার অধিকার নেই, কারণ সে বিনা পরিশ্রমে তা লাভ করেছে।

ম

মরার সময় মকরধ্বজ - শেষ মূহুর্তের জন্য ক্ষীণ আশার সঞ্চার হিসেবে কোনো কাজ করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মৃত্যুর সময় মকরধ্বজ ওষুধ সেবন করা। মকরধ্বজ একটি শক্তিশালী ওষুধ, যা সাধারণত মানুষের রোগমুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি সেই ওষুধ কাউকে তার মৃত্যুর সময় দেওয়া হয়, তাহলে সেই ওষুধ কোনো কাজে আসে না।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন - কোনো কাজ সম্পাদন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মন্ত্রের সাধন অর্থাৎ উদ্দেশ্য সফল করা, অথবা শরীর পাতন অর্থাৎ জীবন দিয়ে দেওয়া। কোনো মন্ত্রকে সিদ্ধ করার জন্য সাধকরা নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকেন। এই চরম আত্মত্যাগের উদাহরণটি ব্যবহার করে প্রবাদটি বোঝায় যে, কোনো কাজ করার জন্য যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে, তাহলে কোনো বাধাই তাকে আটকাতে পারে না।

Educationblog24.com

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত - কার্যক্ষমতার নির্দিষ্ট সীমা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মোল্লার দৌড় বা পরিভ্রমণ কেবল মসজিদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। একজন মোল্লা যেমন তার প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে মসজিদকে বেছে নেন, এবং তার জ্ঞান ও প্রভাব মূলত সেই গণ্ডির মধ্যেই কার্যকর থাকে, তেমনি অন্য কোনো ব্যক্তির দক্ষতাও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে কাজ করে না।

মরা হাতি লাখ টাকা - মূল্যবান বস্তুর কিছু ক্ষতি হলেও অবশিষ্ট অংশের গুরুত্ব থাকে প্রচুর।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, একটি মৃত হাতিও লক্ষ টাকা মূল্যের সমান। হাতি তার জীবদ্দশায় যেমন শক্তিশালী ও মূল্যবান হয়, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তার হাড়, দাঁত (আইভরি) বা চামড়া অনেক মূল্যবান থাকে, যা দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করা যায়।

য

যে দামে কেনা সে দামে বিক্রি - অবৈধভাবে অর্জন করা ধন বিনিষ্ট হলে/ যা কিনতে অর্থ খরচ হয়নি তা নষ্ট হলে লাভ ক্ষতির হিসাব চলেনা।

কেউ যদি চুরি করে কোনো মূল্যবান জিনিস পায় এবং পরে সেই জিনিসটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কোনো আফসোস থাকে না। কারণ সে সেই জিনিসটি কেনার জন্য কোনো টাকা খরচ করেনি।

যত গর্জে তত বর্ষে না - আড়ম্বরের তুলনায় কাজ কম।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, আকাশে যতটা গর্জন বা মেঘের শব্দ হয়, ততটা বৃষ্টি হয় না। মেঘ যখন গর্জন করে, তখন মনে হয় যেন প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে, কিন্তু অনেক সময় সেই গর্জন শুধু শব্দই হয়, বৃষ্টি আর হয় না।

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা - যাকে পছন্দ হয় না, তার প্রত্যেক কাজেই দোষ।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যাকে দেখতে ভালো লাগে না, তার হাঁটাচলাও বাঁকা বলে মনে হয়। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে অপছন্দ করে বা তার প্রতি কোনো কারণে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে, তখন সেই ব্যক্তির প্রতিটি কাজ বা আচরণই তার চোখে খারাপ বলে মনে হয়।

যার জ্বালা সেই জানে - ভুক্তভোগীই যথার্থ দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যার কষ্ট বা যন্ত্রণা, কেবল সেই ব্যক্তিই তার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারে।

যত দোষ নন্দঘোষ - কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে সব দোষের জন্য দায়ী করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সব দোষ নন্দ নামের ঘোষ বা গোয়ালার উপর চাপিয়ে দেওয়া। নন্দঘোষ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলায় বহু ধরনের দুষ্টুমি করতেন, যার সব দোষ নন্দঘোষের উপর চাপানো হতো। এই প্রবাদটি সেইসব মানুষের প্রতি প্রযোজ্য, যারা কোনো দোষ স্বীকার করতে না পেরে একজন নিরীহ বা দুর্বল ব্যক্তিকে দোষারোপ করে।

যার লাঠি তার মাটি - জোর যার মুল্লুক তার।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যার হাতে লাঠি আছে, মাটি তার হয়ে যায়।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ - শেষ অবধি আশা ত্যাগ না করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আশা থাকে।

যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর - যার উপকার করা হলো, সে - ই যখন নিন্দা করে।

যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে - যে লোক যে কাজের যোগ্য নয়, তার দ্বারা সে কাজ হয় না।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে কাজ যার করার কথা, সেই কাজটি তার দ্বারাই মানানসই হয়। অন্য কোনো অযোগ্য লোক সেই কাজ করতে গেলে তার লাঠি বাজে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা / রাত হয় - একাধিক বিপদ একসঙ্গে ঘটা।

যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ - ক্ষমতা লাভ করলে সব লোকের স্বভাব এক রকমই হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি লঙ্কায় যায়, সে রাবণ হয়ে যায়। এই প্রবাদটি বোঝায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো পরিবেশে যায়, যেখানে তার হাতে অনেক ক্ষমতা আসে, তাহলে সে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করে এবং তার স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। লঙ্কার মতো ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করলে একজন সাধারণ মানুষও রাবণের মতো অহংকারী ও অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই - একজনের শ্রমের ফসল অন্যজনে ভোগ করা।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যার সম্পদ, সেই সম্পদ তার নয়, বরং নেপো নামের এক ব্যক্তি দই চুরি করে খায়।

Educationblog24.com

র - শ

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় - ক্ষমতাবানদের দ্বন্দ্বের ফলে সাধারণ লোকের জীবন বিপন্ন হওয়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ার মতো মূল্যহীন উদ্ভিদেরও প্রাণ চলে যায়। উলুখাগড়া যেমন একটি সাধারণ ঘাস, যার কোনো মূল্য নেই, কিন্তু যুদ্ধের সময় হাতি, ঘোড়া বা মানুষের পায়ের নিচে চাপা পড়ে তার প্রাণ যায়।

লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন - অন্যের উপর ভরসা করে বেহিসাবে খরচ করা।

গৌরীসেন ছিলেন হুগলি জেলার একজন বিখ্যাত এবং কিংবদন্তি ধনী ব্যক্তি, যিনি তার দানশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। লোকমুখে এমন প্রচলিত ছিল যে, তার কাছে টাকা চাইলে তিনি তা অনায়াসে দিয়ে দিতেন। এই প্রবাদটি সেইসব মানুষের প্রতি প্রযোজ্য, যারা কোনো কাজ বা খরচের জন্য নিজের সামর্থ্যের কথা না ভেবে অন্যের দয়ার ওপর বা কোনো কাল্পনিক উৎসের ওপর নির্ভর করে। এটি মূলত বেহিসাবি খরচ এবং অন্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা-কে বোঝায়।

লেবু কচলালে তেতো হয় - যে কোনো ব্যাপারে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে অশান্তির উদ্রেক হয়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, লেবু বেশি ঘষলে বা কচলালে তা তেতো হয়ে যায়। লেবু যেমন তার রস বের করার জন্য সামান্য ঘষলেই চলে, কিন্তু বেশি ঘষলে তার খোসার তেতো ভাব মিশে যায় এবং পুরো রসটি তেতো হয়ে যায়।

শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায় - হাবভাব দেখে মতলব বোঝা যায়।



এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, শিকারি বিড়ালকে তার গোঁফ দেখে চেনা যায়। একটি শিকারি বিড়াল যেমন তার শিকারের জন্য অপেক্ষা করার সময় তার গোঁফ নড়াচড়া করে বা বিশেষ ভঙ্গিতে থাকে, যা দেখে বোঝা যায় সে শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি – উভয় সংকট।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, শ্যামকে রাখব নাকি কুলকে রাখব। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তার সেই ভালোবাসা সামাজিক নিয়ম ও তার বংশের সম্মানের বিরুদ্ধে ছিল। তাই তার সামনে এই সংকট ছিল যে, তিনি তার ভালোবাসা (শ্যাম) রক্ষা করবেন নাকি তার সামাজিক মর্যাদা (কুল) রক্ষা করবেন।

স

সাত নকলে আসল খাস্তা - মূল জিনিস একের পর এক অনুকরণে হতে থাকলে মূল থেকে বিকৃত হতে হতে অনেক দূরে চলে যায়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সাতবার নকল করার পর আসল জিনিসটি খাস্তা বা ভেঙে যায়। কোনো একটি ভালো বা মূল জিনিস যদি বারবার অনুকরণ বা নকল করা হয়, তাহলে তার আসল রূপ, গুণগত মান বা মৌলিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

সাপের হাঁচি বেদেও চেনে - প্রকৃত লক্ষণ অভিজ্ঞ লোকই বোঝে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সাপের হাঁচি বা শব্দ একজন সাপুড়ে বা বেদেও চিনতে পারে। সাপের হাঁচি একটি অস্বাভাবিক এবং বিরল ঘটনা। সাধারণ মানুষ হয়তো এই হাঁচির অর্থ বুঝবে না, কিন্তু একজন বেদে যিনি তার জীবনের অনেকটা সময় সাপের সঙ্গে কাটিয়েছেন, তিনি এই হাঁচির পেছনের কারণ বা অর্থ সহজেই বুঝতে পারেন।

সবুরে মেওয়া ফলে - ধৈর্যে সুফল ফলে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ধৈর্য ধরলে মেওয়া (সুস্বাদু ফল) লাভ হয়। মেওয়া ফল যেমন সহজে বা তাড়াতাড়ি পাকে না, তার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়, তেমনি জীবনে কোনো বড় সাফল্য অর্জন করার জন্যও দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড় - সময় থাকতে সাবধান হলে বিপদকালে রেহাই পাওয়া যায়।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সময়মতো একটি সেলাই দিলে, অসময়ে দশটি সেলাই লাগে। উদাহরণস্বরূপ, জামাকাপড় যদি সামান্য ছিঁড়ে যায়, তাহলে সময় থাকতে একটি সেলাই দিলেই তা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যদি সেই ছেঁড়াটি উপেক্ষা করা হয়

Educationblog24.com

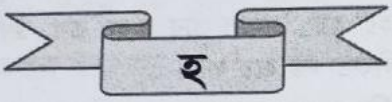
এবং তা বড় হয়ে যায়, তাহলে তা ঠিক করার জন্য অনেক বেশি সেলাই লাগে বা পোশাকটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।

সাপ হয়ে কাটো তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো - উভয় পক্ষের পরামর্শদাতা হিসাবে যে কপটতা করে।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, তুমি নিজেই সাপ হয়ে কামড়াও, আবার নিজেই ওঝা হয়ে সেই বিষ ঝেড়ে ফেলো। সাপ হয়ে কামড়ানো যেমন সমস্যা তৈরি করা, তেমনি ওঝা হয়ে বিষ ঝাড়া হলো সেই সমস্যার সমাধান করা। যে ব্যক্তি একইসঙ্গে এই দুটি ভূমিকা পালন করে, সে আসলে তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যের ক্ষতি করে এবং পরে সেই ক্ষতির সমাধান করার ভান করে।

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় - বোকামির কারণে ঝামেলায় জড়িত হয়ে পড়া।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, সুখে থাকা সত্ত্বেও ভূত এসে আঘাত করে।



হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী - নির্বোধের পরামর্শে চলা নির্বোধ লোক।

এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, হবুচন্দ্র নামের এক নির্বোধ রাজার গবুচন্দ্র নামের একজন নির্বোধ মন্ত্রী থাকা। এই প্রবাদটির উৎস বিখ্যাত লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-এর লেখা "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী" নামের একটি রূপকথা থেকে এসেছে। এই গল্পে রাজা হবুচন্দ্র ও তার মন্ত্রী গবুচন্দ্র দুজনই ছিলেন নির্বোধ এবং তাদের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে রাজ্যের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। একজন অজ্ঞ ও নির্বোধ শাসক তার চেয়েও বেশি নির্বোধ বা অযোগ্য ব্যক্তির পরামর্শ মেনে চলেন।

হাতির পাঁচ পা দেখা - সৌভাগ্য গর্বে অতিশয় বাড়াবাড়ি।

হাতি একটি বিশাল প্রাণী যার চারটি পা থাকে, কিন্তু যদি কেউ তার পাঁচটি পা দেখে, তাহলে এটি তার অবাস্তব চিন্তাভাবনার প্রতীক। এটি সাধারণত অহংকার বা গর্বের কারণে বাস্তবতাকে বিকৃত করে দেখার মানসিকতাকে বোঝায়।

হাতে মারে না, ভাতে মারে - প্রত্যক্ষভাবে কোনো শত্রুতা না করে অলক্ষ্যে সর্বনাশ সাধন করা।

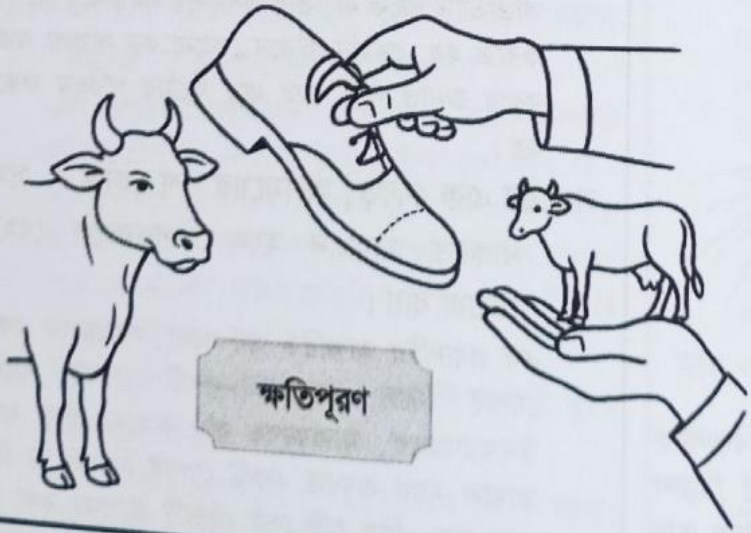
এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, কেউ হাতে অর্থাৎ সরাসরি আঘাত করে না, বরং ভাতে অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে ক্ষতি করে।

Educationblog24.com

সমঅর্থ বিশিষ্ট প্রবাদ-প্রবচন

I একই অর্থ বোঝাতে নানা প্রবাদ একই অর্থ প্রকাশ করে এমন প্রবাদ-প্রবচনগুচ্ছের দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষায় বিরল নয়। বাক্যের প্রসার, পরিমার্জন ও পরিবর্তন ঘটলেও এসব বাক্যের বা প্রবাদের অর্থ অভিন্ন ও এক। নিচে এরূপ প্রবাদ প্রবচনের কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো:

❑ ক্ষতিপূরণ অর্থে ব্যবহৃত প্রবাদ



- গরু মেরে জুতো দান, জুতো মেরে গরু দান
- ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়
- এক ঘরে বাপ মরে, আর এক ঘরে বেটা হয়
- নাকের বদলে নরুন
- মাসী বড় রসালো জন পাঁচ ছয় কুটুম দেখে দুধে জল ঢাললো

Educationblog24.com

অসারত্ব

হায় আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া



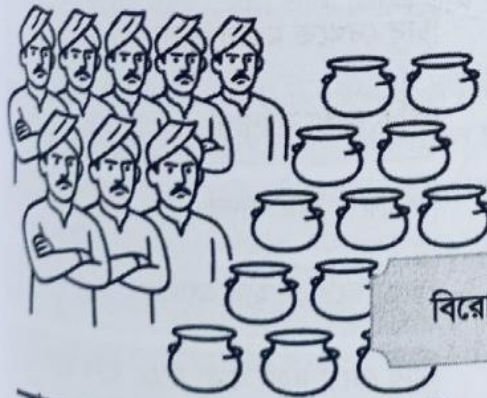
- হায় আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।
- আমড়া কাঠের টেঁকি।
- অসারের তর্জন গর্জন সার।
- কায়ত ছাঁটা গাঁ, বামুনে ছাঁটা হুকা।
- ষোল কড়াই কানা।
- অসারে জল সার।
- চাল নাই, ধান নাই, গোলাভরা ইঁদুর।
- লক্ষ্মীর বেটি কক্ষী।
- কাটিলে রক্ত নাই, কুটিলে মাংস নাই।
- চোচা বুনলে ধান হয় না।



বল

MIGHT IS RIGHT

- জোর যার মুল্লুক তার
- বীরভোগ্যা বসুন্ধরা
- জলে পাথর পঁচে না
- জল জল বৃষ্টির জল, বল বল আপন বল
- গাছের বল লতাপাতা, মাছের বল পানি, পুরুষের বল টাকা-পয়সা, নারীর বল স্বামী



বিরোধিতা

বারো রাজপুত, তের হাঁড়ি কেউ যায় না কারও বাড়ি

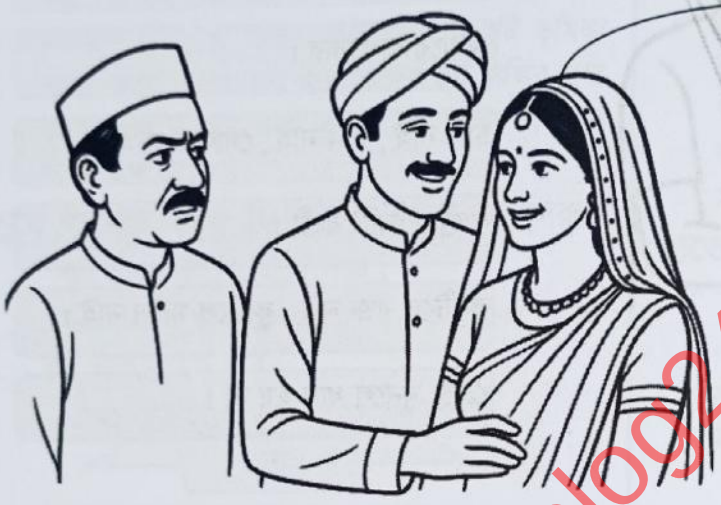
- এক হাতে তালি বাজে না
- পেট ভালো না, ভালো রাঁধব কার তরে
- ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
- ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
- বারো রাজপুত, তের হাঁড়ি, কেউ যায় না কারও বাড়ি

Educationblog24.com

❑ জ্ঞাতি সম্পর্ক বোঝাতে নিম্নলিখিত প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়:

জ্ঞাতি সম্পর্ক

- রক্তের টান বড় টান
- নাতির নাতি স্বর্গে বাতি
- রক্তের টান নারীর টান
- কুটুমের মধ্যে শালা গহনার মধ্যে বালা
- চাচা আপন চাচী পর, চাচীর মেয়ে বিয়ে কর
- মা মরলে বাবা হয় তালুই ভাই হয় বনের বাউই
- মার সোহাগে বাপের আদর
- জ্ঞাতি শত্রু সবখানে, কুকুরের হয় না গঙ্গাস্নানে



বাহুল্য

- অতি চালাকের গলায় দড়ি
- অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
- অতি দর্পে হত লঙ্কা
- অতি পিরিত বালির বাঁধ
- নদীর তীরে কুয়া খোড়া
- অধিকন্তু না দোষায়
- চাঁদ দেখতে মশাল জ্বালা
- অতি আশা সর্বনাশা
- মামার বাড়ির আদর
- ভাঙা ঘরে লোহার আগড়
- মার চেয়ে দরদ যার, তারে বলে ডাইনি
- অতি বড় ঘরনি না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর



অতি চালাকের গলায় দড়ি

Educationblog24.com

Educationblog24.com



এক টানা মুখস্থ

- যেমন কাল, তেমন চাল
- যেমন কলি, তেমনি চলি
- প্রবাসে বা আঁতুড়ে নিয়মোঃ নাস্তি
- বিধবা হলে ব্যবস্থা বাড়ে
- যে দেশে যে ভাষা, হাত থাকতে পায়ে শাঁখা
- যেই দেশের যে ভাও, ইপুর কইরা নাও বাও
- যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার
- প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ ঘরে, শ্বশুর বাড়ি পূর্ব শির, শুয়ো না পশ্চিম শিরে

❑ **'অস্তিত্ব' বোঝাতে নিম্নলিখিত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়**

ক. আইলে দম না আইলে বেদম।
খ. বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।
গ. মানুষের দশা, আজ হাতি কাল মশা।
ঘ. যেখানে জল, সেখানে মাছ, যেখানে পাখি, সেখানে গাছ।

❑ **'সম্পর্ক' বোঝাতে নিম্নলিখিত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়**

ক. মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই?
খ. বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।
গ. কান টানলেই মাথা আসে।
ঘ. ভাই ভাই মেরে তো ফিরে চাই।
ঙ. আপনা যদি মাইরা যায়, আবার আইয়া ফিরিয়া চায়।
চ. ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত।
ছ. ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাম হাত পাই।

❑ **'সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও জনসমক্ষে বড়মানুষি ভাব দেখানো'**

ক. আসর ঘরে মশাল নাই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।
খ. আসলে মুষল নাই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া।
গ. বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।

❑ **'লঘু ফলাফলযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন।**

ক. অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার।
খ. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
গ. বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।
ঘ. পর্বতের মূষিক প্রসব।

Educationblog24.com

লিখিত পরীক্ষা

Success

- অধিক সন্ন্যাসীতে --- নষ্ট। *[২১তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: গাঁজন
- ওর তো সব সময়ে ধরি --- না ছুঁই পানি নীতি। *[২১তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: মাছ
- আমি কারো পাকা ধানে --- দিয়েছি যে ভয় পাব? *[২৩তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: মই
- যত গর্জে তত --- না। *[২২তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: বর্ষে
- লাগে টাকা দেবে --- । *[২১তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: গৌরীসেন
- ইটটি মারলে --- খেতে হয়। *[২০তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: পাটকেলটি
- লজ্জায় সে --- সঙ্গে মিশে গেল। *[২২তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: মাটির
- আজকাল অনেকেই --- মালিক হয়েছে। *[২৪তম বিসিএস (লিখিত)]* — উত্তর: কালো টাকার

☞ **'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' প্রবাদটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ কর।** *[জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, মানবিক; ২০১৯-২০]*

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

মূল অর্থ: স্বল্প জ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়ি মূর্খতার পরিচয়।

নিহিতার্থ: যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। তিনি জ্ঞান অর্জন করেন নিবিড়ভাবে। তিনি ততটুকুই করেন, যতটুকু তাঁর জ্ঞান দ্বারা চালিত। পক্ষান্তরে, অল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোক সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। কারণ তার জ্ঞানস্বল্পতা তাকে পরিপূর্ণভাবে আলোকিত করে না। তার জ্ঞান অর্জন লোক দেখানো একটি ব্যাপার। নিজের দুর্বলতাকে আড়াল করার জন্য অল্প জানা ব্যক্তি সমাজে বড় বড় কথা বলেন। তার সিদ্ধান্তগুলো কখনো কখনো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। আর এ কারণেই অল্প বিদ্যার পরিণতি হয় মারাত্মক।

৪১তম বিসিএস; ২০২১

❑ **নিচের বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন করুন:**

জড়ভরত হাড়হদ্দ সাত ঘাটের কানাকড়ি
উনা ভাতে দুনা বল বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

উত্তর:

জড়ভরত - (অকর্মণ্য ব্যক্তি, নিষ্ক্রিয়) - পড়াশোনা না করে এমন জড়ভরত হয়ে বসে থাকলে পরীক্ষায় পাশ করবে না।

হাড়হদ্দ - (নাড়ি নক্ষত্র/সব তথ্য) - আমি তার হাড়-হদ্দ চিনি, সে একটা বকধার্মিক।

ডাকাবুকো - (দূরন্ত / নির্ভীক) - যারা ডাকাবুকো, তারা সম্মুখ যুদ্ধে জীবন দিতেও ভয় করে না।

সাত ঘাটের কানাকড়ি - (অকিঞ্চিতকর সংগ্রহ) - লোকটা সারাদিন পরিশ্রম করে পরিবারের জন্য সাত ঘাটের কানাকড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে।

উনা ভাতে দুনা বল - (অল্প আহার স্বাস্থ্যসম্মত) - স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হলে জানতে উনা ভাতে দুনা বল।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় - (আসল লোকের চেয়ে তার অনুচরের কিংবা পিতার চেয়ে পুত্রের দৃঢ়তা বেশি।) - বাবু যত না বলে মোসায়েবের দল তার ততগুন বেশি বলে, এ যে দেখি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। *দড় অর্থ মজবুত, দৃঢ়, শক্ত।*

Educationblog24.com

৩৭তম বিসিএস; ২০১৭

নিচের প্রবাদ-প্রবচনের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন: *[৩৭তম বিসিএস; ২০১৭]*

হরিষে বিষাদ | সুলুক সন্ধান | মন না মতি
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি | ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে | বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া

উত্তর:

হরিষে বিষাদ (আনন্দে দুঃখ) - ঘরের লেলিহান অগ্নিশিখার ভেতর থেকে শিশু দুটিকে উদ্ধার করা গেলেও উদ্ধারকর্তার মৃত্যুতে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো।

সুলুক সন্ধান (খোঁজখবর) - ব্যবসার সুলুক সন্ধান তার বেশ ভালোই জানা আছে।

মন না মতি (মানবচিত্তের অস্থিরতা) - মানব মন, তার তো পরিবর্তন ঘটতে পারে, কথায় বলে মন না মতি।

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (মরা-বাঁচার উপায়) - শিক্ষাই মানবজীবনের একমাত্র সোনার কাঠি রূপোর কাঠি।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে (অন্যের বিপদে উল্লাসিত হওয়া) - রহিম করিমের চরম শত্রু। আজ রহিমের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে জেনে করিম মনে মনে আনন্দিতই হলো; একেই বলে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া (হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ) - এবারের রেডক্রস লটারির ৪০ লাখ টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে মানিকগঞ্জের এক গাড়ি মেকানিক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া একেই বলে।

৩৬তম বিসিএস; ২০১৬

নিচের প্রবাদ-প্রবচনের অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন। *[৩৬তম বিসিএস; ২০১৬]*

উড়নচণ্ডী | খণ্ড প্রলয় | আসলে মুষল নেই পেঁকি ঘরে চাঁদোয়া
যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে | একাদশে বৃহস্পতি
আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়

উত্তর:

উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) - এমন উড়নচণ্ডী হলে জমিদারী খোয়াতে বেশি দিন লাগবে না।

খণ্ড প্রলয় (তুমুল কাণ্ড)- এমন সামান্য ঘটনা নিয়ে এমন খণ্ড প্রলয় হবে তা কখনো ভাবতে পারিনি।

আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া (উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব) - ঘরে ভাত নেই হাতে স্মার্ট ফোন এ তো দেখছি আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়ার মতো অবস্থা।

যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে (পটু বা দক্ষ লোকের পক্ষে যা সহজ অপটু লোকের দ্বারা অসম্ভব) - রিকসা চালককে দিয়ে বাস চালকের কাজ করালে ঝামেলা তো লাগবেই। তাই কথায় বলে যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।

একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়) - লাল মিয়ার এখন একাদশে বৃহস্পতি; ছেলে দুজনই বিসিএস ক্যাডার হলো আবার নিজের পেনশনের টাকাটাও পেয়ে গেল।

আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড় (প্রস্তুতি নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া) - রহিম পরীক্ষায় ফেল তো করবেই, কারণ আমি আগে তাকে বলেছিলাম, আটে-পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়।

Educationblog24.com

৩৫তম বিসিএস; ২০১৫

☞ **প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ লিখুন:** *[৩৫তম বিসিএস; ২০১৫]*

হরি ঘোষের গোয়াল | ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে | চিত্রগুপ্তের খাতা
ওঝার ব্যাটা বনগরু | শিখণ্ডী খাড়া করা | থোর বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোর

উত্তর :

প্রবাদ-প্রবচন	নিহিতার্থ
হরি ঘোষের গোয়াল	বহু বেকার লোকের আড্ডা
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে	নিজের অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা
চিত্রগুপ্তের খাতা	স্বচ্ছ ও নির্ভুল হিসাব
ওঝার ব্যাটা বনগরু	জ্ঞানী লোকের মূর্খ সন্তান
শিখণ্ডী খাড়া করা	আড়ালে থেকে অন্যায় কাজ করা
থোর বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোর	একঘেয়েমির চূড়ান্ত

৩৫তম বিসিএস; ২০১৫

☞ **নিচের প্রবাদ-প্রবচনগুলোর নিহিতার্থ, বাক্য রচনা করে প্রদর্শন করুন :** *[৩৫তম বিসিএস; ২০১৫, শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের জন্য]*

ইঁদুর কপালে | শাঁখের করাত | তামার বিষ
একাদশে বৃহস্পতি | সাপের হাঁচি বেদে চেনে | ঘটিরাম

উত্তর: ইঁদুর কপালে (নিতান্ত মন্দ ভাগ্য) - আমার মতো ইঁদুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।
শাঁখের করাত (উভয় সংকট) - সত্য কথা বললে বাবার ক্ষতি, আবার মিথ্যা কথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাত অবস্থা।
তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) - হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছ।
একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যের বিষয়) - এখন তার একাদশে বৃহস্পতি, ধুলোমুঠো সোনামুঠো হচ্ছে।
সাপের হাঁচি বেদে চেনে (অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না) - লেখক হয়ে প্রকাশককে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করোনা, কথায় বলে সাপের হাঁচি বেদে চেনে।
ঘটিরাম (মূর্খ বা অযোগ্য) - গিয়াসের মতো ঘটিরাম দিয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

৩৪তম বিসিএস; ২০১৪

☞ **ছয়টি বাক্যে প্রবাদটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করুন:** *[৩৪তম বিসিএস; ২০১৪]*

আগে-পিছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্‌ঠন্!

মূলভাব: আয়োজনে বাড়াবাড়ি, কিন্তু কাজে একেবারে ফাঁকি।

ফাঁকিবাজ, অদক্ষ মানুষগুলো জনসম্মুখে নিজেদেরকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করার একটা ব্যর্থ চেষ্টায় উপনীত হয়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে যার ফলে কোনো কাজই সফলতার মুখ দেখে না। এতে করে কখনো-কখনো সত্যিকারের কাজের মানুষগুলো আলো-আঁধারীর সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়। তবে দিনের শেষে ফাকিবাজদের আসল মুখোশ উন্মোচিত হলে তফাৎটা প্রমাণিত হয়ে যায়, সত্যিকারের কর্মঠ কারা।

Educationblog24.com

৩৩তম বিসিএস; ২০১২

☞ **ছয়টি পূর্ণ বাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন:** *[৩৩তম বিসিএস; ২০১২]*

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

মূলভাব: আত্মোৎসর্গেই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা। স্বাভাবিক বিকাশের ফলেই প্রস্ফুটিত হলেও পুষ্পের সৌন্দর্য ও সৌরভ তার নিজের জন্য নয় সকলের জন্য। মানুষ পুষ্পের পবিত্রতার জন্যই তাকে নিবেদন করতে চায় দেবতার চরণে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে, এতে পুষ্প চরম সার্থকতা লাভ করে। তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ যদি আপন ব্যক্তিস্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে আত্ম-নিবেদন করে, তবেই প্রকৃত মানবজীবনের সার্থকতা, ব্যক্তি-মানুষের সফলতা। ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা সামগ্রিক কল্যাণ ও শুভ কামনায়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সার্থকতা পারস্পরিক কল্যাণ কামনায় এবং যৌথ জীবনচর্চায়-একথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না।

৩২তম বিসিএস; ২০১২

☞ **ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন:** *[৩২তম বিসিএস; ২০১২]*

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

মূল অর্থ: মিথ্যাবাদিরা বেশি কথা বলে।

একটি মিথ্যাকে ঢাকতে একাধিক মিথ্যার প্রয়োজন হয়। তাই মিথ্যাবাদিরা বেশি কথা বলে। কথা কম বললে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিরা মিথ্যাকে এড়িয়ে চলেন। কেননা মিথ্যা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই জ্ঞানীরা মিথ্যা ও ভুল থেকে বাঁচার জন্য কম কথা বলেন।

৩১তম বিসিএস; ২০১১

☞ **ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন:** *[৩১তম বিসিএস; ২০১১]*

যে সহে সে রহে।

মূল অর্থ: বিপদে ধৈর্য ধারণ বিফলে যায় না।

ধৈর্য মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে ব্যক্তি ধৈর্যসহকারে কাজ করে তার সাফল্য সুনিশ্চিত, আর যারা ধৈর্যধারণ করে না তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ধৈর্যধারণকারীকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও পছন্দ করেন। সমস্যা, সঙ্কট, প্রতিকূলতা আমাদের জীবনে থাকবেই। তবে ধৈর্যসহকারে সেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তারাই শ্রেষ্ঠ ধৈর্যধারণকারী এবং তারাই ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে স্মরণীয় ও বরণীয় হন।

৩০তম বিসিএস; ২০১১

☞ **ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন:** *[৩০তম বিসিএস; ২০১১]*

অতি দর্পে হত লঙ্কা

মূল অর্থ: অহংকারে পতন অবশ্যম্ভাবী।

অনিশ্চিত এ পৃথিবীতে অহংকারের বাড়াবাড়ি সত্যিকার অর্থে কোনো সুফল নিয়ে আসে না। অহংকার যে বা যারা করে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বহু উদাহরণ আছে। অহংকারের বিষময় অভিশাপে কত জাতি যে বিনাশিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনো কাজেই অহঙ্কার করা উচিত নয়। নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল থেকে পথের সকল হিংসা, বিদ্বেষ অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে নিজের কাজ করে যেতে হবে। তবেই এ পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু প্রাঙ্গণে নিজের নামটি দীপ্তি ছড়াবে। মনের সকল পঙ্কিলতা দূর করে অহংকারমুক্ত জীবন অতিবাহিত করব। তবেই অতি দর্পে হত লঙ্কা হবে না।

Educationblog24.com

☞ **ছয়টি পূর্ণবাক্যে নিচের প্রবাদটির নিহিতার্থ প্রকাশ করুন:** *[২৯তম বিসিএস; ২০১০]*

মাছের মায়ের পুত্রশোক।

মূল অর্থ: অবিশ্বাস্য হাহাকার।

শোকে কাতর হওয়া মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক। শোকের কারণে মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কোনো ভাষা দিয়েই শোককে দূরীভূত করা যায় না। কিন্তু প্রাণিকুলের মাঝে এমন উদাহরণও আছে যারা আপন পুত্রের শোকেও ব্যথিত হয় না। বিবেকবুদ্ধির শূন্যতার কারণে এরা অন্তরের টান অনুভব করতে পারে না। এদের স্বার্থান্বেষী মন শুধু স্বার্থ নিয়েই মগ্ন থাকে।

☞ **ছয়টি পরিপূর্ণ বাক্য লিখে প্রবাদটির অর্থ প্রকাশ করুন:** *[২৮তম বিসিএস; ২০০৯]*

যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।

মূল অর্থ: ক্ষমতার জোরে মানুষের স্বভাব বদলায় ক্ষমতা প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে একই ব্যক্তি স্ববিরোধী আচরণ করে।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্ষমতার দম্ভে সবাই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে চায়। ক্ষমতার আড়ম্বরে সে ব্যক্তিটি স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করে। ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে লোকজনের নিকটে দেওয়া অঙ্গীকার সম্পর্কে তার কোনো খেয়ালই থাকে না। নিজের এবং নিজ দলের লোকজনের উদরপূর্তির কাজেই তারা মহাব্যস্ত থাকে। তাই বলা যায়, যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

০১. 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দ গুচ্ছকে বলে- *[৪২ তম বিসিএস]*

A. প্রবাদ-প্রবচন
B. এক কথায় প্রকাশ
C. ভাবসম্প্রসারণ
D. বাক্য-সংকোচন

ব্যাখ্যা: প্রবাদ-প্রবচন: এটি এমন একটি প্রচলিত শব্দগুচ্ছ বা বাক্য, যা কোনো গভীর অর্থ বা অভিজ্ঞতার নির্যাস বহন করে। 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' একটি প্রবাদ, যার অর্থ হলো অযোগ্য ব্যক্তির কাছে মূল্যবান জিনিস দেওয়া বা জ্ঞান বিতরণ করা।

০১. A

০২. কোন ব্যাক্যে 'ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়' প্রবাদটির বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেয়েছে? *[১৩ তম বিসিএস]*

A. ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করে কি লাভ, কাজে লেগে যাও
B. ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করে কি লাভ, আসল কথাটি বল
C. ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করে কি লাভ, কি খাবে বল
D. ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করে কি লাভ, নিজের পায়ে দাঁড়াও

ব্যাখ্যা: ঢাক ঢাক গুড় গুড় বাগধারাটির অর্থ লুকোচুরি। ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কি লাভ, আসল কথা বল- বাক্যটিতেই শুধু এই অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

০২. B

০৩. 'উভয়কুল রক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি? *[১০ম বিসিএস]*

A. কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ
B. চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো
C. সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে
D. বোঝার উপর, শাকের আঁটি

ব্যাখ্যা: 'কারো পৌষমাস কারও সর্বনাশ' - কারও সুদিন কারও দুর্দিন। 'চাল না চুলো, ঢেকী না কুলো' - নিতান্ত গরীব। 'বোঝার উপর শাকের আটি' - অতিরিক্তের অতিরিক্ত।

০৩. C

০৪. কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক? *[১০ম বিসিএস]*

A. যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না
B. অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট
C. নাচতে না জানলে উঠোন ভাঙ্গা
D. যেখানে বাঘের ভয় সেখানো বিপদ হয়

ব্যাখ্যা: 'যত গর্জে তত বর্ষে না', 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা', 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' প্রবচন বাক্যগুলি ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক।

০৪. B

Educationblog24.com

ATM

Bank MCQ Solution

০৫. 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ'- প্রবাদটির অর্থ কী? *[Pubali Bank Ltd; Junior Officer, ২০১৯]*

A. গা বাঁচিয়ে চলা
B. ক্ষণস্থায়ী
C. উত্তেজনা বৃদ্ধি করা
D. উভয় দিকে বিপদ

ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, জলের মধ্যে কুমির এবং ডাঙায় বাঘ। কেউ যদি একটি নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দেয়, তবে তাকে কুমিরের আক্রমণের শিকার হতে হবে। আর যদি সে শুকনো ডাঙায় ওঠে, তাহলে তাকে বাঘের আক্রমণের শিকার হতে হবে। তার জন্য দুটি দিকই সমানভাবে বিপজ্জনক। জলের দাগ - ক্ষণস্থায়ী।

০৫. D

০৬. 'জানুমতীর খেল' প্রবচনটি বোঝায়- *[Basic Bank Ltd. Asst. Manager 2018]*

A. চালবাজি
B. ফটকাবাজি
C. ফেরববাজি
D. ভেলকিবাজি

ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ভানুমতীর জাদু বা খেলা। ভানুমতী ছিলেন একজন জাদুকরী, যিনি তার জাদুমন্ত্র দিয়ে মানুষকে আশ্চর্য করে দিতেন। কোনো ব্যক্তি বা দল এমন কিছু কাজ করে যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বা অলৌকিক বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কোনো এক ধরনের চালাকি, প্রতারণা বা ভেলকিবাজি। ।

০৬. D

০৭. কোনটি প্রবাদ? *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017 (cancelled)]*

A. বোমা ফাটানো
B. পাড়াপড়শির চক্ষুশূল
C. চড়াই উৎরাই
D. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

ব্যাখ্যা: 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' প্রবাদটির এর অর্থ হলো - গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ। এ প্রবাদটি 'নীতিকথামূলক' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

০৭. D

০৮. 'না পঁড়ে পণ্ডিত'-প্রবচনটির অর্থ- *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*

A. কোনো বিষয়ে না জেনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা
B. স্বভাব পণ্ডিত
C. ডিগ্রিবিহীন পণ্ডিত
D. মহাজ্ঞানী

ব্যাখ্যা: মহাজ্ঞানী - যিনি অনেক জানেন। ডিগ্রিধারী পণ্ডিত - যার ডিগ্রি আছে।

০৮. A

০৯. 'অনাচার-অপকর্ম শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না'। এই কথাটি নিচের কোন প্রবাদ-প্রবচন ধারণ করে আছে? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*

A. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না
B. চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি
C. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে
D. লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়

ব্যাখ্যা: 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' প্রবাদটির এর অর্থ হলো - গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা অর্থ: তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অপরাধ গোপনের চেষ্টা। চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি অর্থ: উপদেশ দিয়া অসৎকে সৎ করা যায় না। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় অর্থ: ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়া হওয়া।

০৯. C

১০. 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে' প্রবচনটির অর্থ কী? *[Sonali Bank Ltd. Junior Officer (Cash 2013)]*

A. বিপদে পড়ে কাজ করা
B. উচ্চশ্রেণির ব্যক্তির সাথে বসে খাওয়া
C. সুদিন ফিরে আসা
D. মোগলের সাথে বসে খাদ্য খাওয়া

ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যদি মোগলের হাতে পড়েছি, তবে তাদের সঙ্গে খাবার খেতেই হবে। এই প্রবাদটি এমন একটি পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যেখানে কোনো ব্যক্তি এমন একটি কঠিন বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, যেখান থেকে তার কোনোভাবেই পালানোর উপায় নেই। তাকে সেই পরিস্থিতিতে থেকেই তার শর্তগুলো মেনে নিতে হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তিকে যদি মোগলদের হাতে ধরা পড়তে হয়, তবে তাকে মোগলদের সব শর্ত মেনে চলতে হবে, এমনকি তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়াও করতে হবে, যা সে হয়তো করতে চায় না।

১০. A

১১. 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা'- এখানে মুখ বলতে কী বোঝাচ্ছে? *[Bangladesh Krishi Bank Senior Office (Cash)2012]*

A. অনুভূতি
B. গালি
C. প্রত্যক্ষ
D. শক্তি

ব্যাখ্যা: প্রবাদটির মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ব্যক্তির কথার ওজন তার বাস্তব শক্তি, ক্ষমতা বা অবস্থানের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ, তার কথা যত বড়, তার ক্ষমতা ততটা বড় নয়।

১১. D

Educationblog24.com

১২. কোনটি প্রবচন? *[Bangladesh Bank Cash Office 2011]*
A. ধরাকে সরা জ্ঞান করা
B. ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া
C. পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে
D. দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো
E. মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া
১২. C
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, পুরোনো চাল দিয়ে রান্না করলে ভাত পরিমাণে বেশি হয়। পুরোনো চাল থেকে রান্না করা ভাত পরিমাণে বেশি হয় এবং খেতেও সুস্বাদু হয়, তেমনি পুরোনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি কোনো কাজ করলে তার থেকে ভালো ফল পাওয়া যায়। পুরোনো চাল দেখতে যত ছোটই হোক না কেন, তা তার পুষ্টিগুণ এবং মান ধরে রাখে। তাই এই প্রবচনটির অর্থ - অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান।

১৩. 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'-প্রবাদটি কী অর্থ বোঝায়? *[Janata Bank Ltd Senior Officer 2011]*
A. দশ জনের চক্রান্তে ন্যায়কে অন্যায় করা
B. একতাই শক্তি, একাতে অসম্ভব
C. দশ জনের চক্রান্ত ভগবানকে মিথ্যা প্রমাণ করা
D. প্রয়োজনে নিকৃষ্ট জিনিসের ব্যবহার
১৩. A

১৪. 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ'- প্রবাদটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? *[Janata Bank Limited Senior Officer 2011]*
A. ঝামেলার উপর ঝামেলা
B. প্রয়োজনীয় কাজে যথাযথ খরচ
C. যোগ্য শাসনে বাদি বিবাদি উভয়ে ভীত
D. নিশ্চিত সাফল্য হাতছাড়া করে দেয়া
E. কোনোটিই নয়
১৪. E
ব্যাখ্যা: 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ' প্রবাদটির অর্থ: বড়লোকের প্রেম-ভালোবাসা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

১৫. 'কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর' প্রবাদটির অর্থ- *[Agrani Bank Limited Senior Officer 2010]*
A. অসুন্দরকে বেমানানভাবে সজ্জিত করা
B. অযোগ্যর ভাগ্যগুণে বড় হওয়া
C. ভালো কথার খারাপ ব্যাখ্যা
D. মূর্খ জ্ঞানীর কদর বোঝে না
E. মূর্খ লোকের জ্ঞানী কথা
১৫. B
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ভাগ্যের জোরে গোপালের মতো একজন ব্যক্তি ঠাকুর বা পূজনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

১৬. 'ভদ্রতার বালাই' প্রবাদটির অর্থ- *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2011]*
A. মূর্খ
B. অসাধারণ সৌজন্যবোধ
C. অকৃতজ্ঞ
D. অপরাধবোধ
E. সাধারণ সৌজন্যবোধ
১৬. E
ব্যাখ্যা: যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করতে গিয়ে বা কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত রুক্ষ বা অশালীন আচরণ করে, তখন তার আচরণকে 'ভদ্রতার বালাই নেই' বলে অভিহিত করা হয়। এটি সেইসব মানুষের প্রতি প্রযোজ্য, যারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যের প্রতি কোনো ধরনের সম্মান বা ভদ্রতা দেখায় না।

১৭. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চাও? এখানে 'নাক' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[Agrani Bank Limited Senior Officer 2011]*
A. নাসিকা
B. লজ্জাজনক শাস্তি
C. অবজ্ঞা করা
D. ক্ষতি স্বীকার
১৭. D
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটি সেইসব মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা নিজের সম্মান, সম্পদ এমনকি জীবনহানি করেও অন্যের ক্ষতি সাধন করতে চায়।

PSC & Others MCQ Solution

১৮. 'সাপের পাঁচ পা দেখা' প্রবাদটির অর্থ কী? *[LGED; পদ: কার্যসহকারী - ২০২৩]*
ক. ভয় পাওয়া
খ. চোখে অন্ধকার দেখা
গ. শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশায় থাকা
ঘ. অহংকার করে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা
১৮. ঘ
ব্যাখ্যা: একটি সাপের তো কোনো পা-ই নেই, সেখানে পাঁচটি পা দেখা কেবল সেই ব্যক্তির অহংকারী মনের অবাস্তব কল্পনা। যারা অহংকারের বশে এমন সব কথা বলে বা কাজ করে যা বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে।

Educationblog24.com

১৯. 'খিচুড়ি পাকানো' প্রবচনটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ ব্যাংক; পদ: সহকারি পরিচালক - ২০২১] ১৯. গ
ক. ষড়যন্ত্র করা খ. দলবাজি করা গ. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ঘ. বিপুল ক্ষতি করা

২০. 'পাওয়ার আগে ভোগের আয়োজন' প্রবাদটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০২১] ২০.A
A. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল B. ঝোপ বুঝে কোপ মারা
C. খাল কেটে কুমির আনা D. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো
ব্যাখ্যা: খাল কেটে কুমির আনা: বাইরের বিপদ ঘরে টেনে আনা। ঝোপ বুঝে কোপ মারা: সুযোগ বুঝে কাজ হাসিল করা। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো: অনাদৃত কিন্তু তুচ্ছ কাজের অপরিহার্য সহায়।

২১. 'তুলসী বনের বাঘ' প্রবাদটির অর্থ কী? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; সহকারী ব্যবস্থাপক ২০২০] ২১.A
A. ভণ্ড B. সামান্য ত্রুটি C. অতিশয় পণ্ডিত D. বহিপীর

২২. 'মাছি মারা কেরানি'- প্রবচনটির অর্থ- [ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৭] ২২. D
A. মূর্খ B. অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাহীন
C. দূরদৃষ্টির অভাব D. বিচারবোধহীন নকলনবিশ

২৩. "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" এটি কী? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকর্মী নিয়োগ ২০১৬] ২৩. A
A. প্রবাদ B. ডাকের বচন C. খনার বচন D. ছড়াংশ
ব্যাখ্যা: 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' - এটি একটি প্রবাদ প্রবচন। প্রদত্ত প্রবাদ প্রবচনটির অর্থ: জীবনমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বা বস্তুকে যে কাজে বা পরিবেশে মানায়, তাকে সেটাই করা উচিত, অন্যথা করলে কারো জন্য সেটা ভালো হয় না।

২৪. 'সময়ে কাজে না লাগালে অসময়ে পথে ফেরানো কঠিন' - এই অর্থের সাথে প্রযোজ্য প্রবচন কোনটি? [৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১৬] ২৪. D
A. নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার
B. উঠতি মূলো পত্তনেই চেনা যায়
C. নদী, নারী, শৃঙ্গধারী-এ তিনে না বিশ্বাস করি
D. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, বাঁশ যখন কাঁচা থাকে, তখন তাকে বাঁকানো না হলে, পেকে গেলে তা শক্ত হয়ে যায় এবং ঠাস ঠাস করে ভেঙে যায়। কোনো ব্যক্তি বা শিশু যখন ছোট থাকে, তখন তাকে সঠিক শিক্ষা, নিয়ম এবং শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা উচিত। যদি সেই সময় তাকে সঠিক পথে পরিচালিত না করা হয়, তাহলে বড় হয়ে গেলে তার স্বভাব পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে যায়। কাঁচা বাঁশ যেমন নমনীয় এবং তাকে সহজেই বাঁকানো যায়, তেমনি একটি শিশুকেও সহজেই সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। কিন্তু বাঁশ একবার পেকে গেলে যেমন শক্ত হয়ে যায় এবং সহজে বাঁকানো যায় না, তেমনি মানুষও বড় হয়ে গেলে তার স্বভাব পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে যায়।

২৫. "যত গর্জে তত বর্ষে না"। বাক্যটিতে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম-অপারেটর ২০১১] ২৫. B
A. পরিণাম B. তুলনা C. বৈপরীত্য D. বর্ষাকাল
ব্যাখ্যা: "যত গর্জে তত বর্ষে না" এর অর্থ: আড়ম্বরের তুলনায় কাজ কম / মুখে যত, কাজে তত নয়।

২৬. 'গুণহীনের বৃথা আস্ফালন'-এর অর্থ নিচের কোন প্রবাদের সাহায্যে বোঝানো যায়? [৭ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১১] ২৬. B
A. আসলে মুষল নেই, ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া B. অসারের তর্জন গর্জন সার
C. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন D. ঘুঘু দেখেছো, ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি
ব্যাখ্যা: আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া - উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন - অযোগ্যের বিপরীত নামকরণ। ঘুঘু দেখেছো, ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি - আনন্দের আড়ালে দুঃখের ইঙ্গিত।

২৭. 'পর্বতের মূষিক প্রসব'- প্রবচনটির অর্থ- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০১০] ২৭. A
A. বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন B. বহু প্রত্যাশিত অর্জন
C. বিরাট আয়োজন D. গুরুতর বিষয় খুঁজে পাওয়া

Educationblog24.com

২৮. 'খাস তালুকের প্রজা' প্রবাদটির অর্থ হলো - *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. খুব অনুগত ব্যক্তি খ. সৎ ব্যক্তি গ. তোষামোদকারী ঘ. নিষ্ঠ ব্যক্তি
২৮. ক

২৯. 'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই' প্রবাদটির অর্থ কী? *[চবি খ-১ উপইউনিট ২০২৪-২৫]*
ক. ধৈর্য ধরলে ভালো ফল পাওয়া যায় খ. শত্রুকে অভ্যর্থনা জানানো
গ. হঠাৎ বড়লোক হওয়া
ঘ. একজনের শ্রমের ফসল অন্যজনে ভোগ করা
২৯. খ

৩০. 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো'- বলতে কী বোঝায়? *[রাবি A ইউনিট (গ্রুপ - ১) ২০২৩-২৪]*
ক. ঘৃণিত ব্যক্তি খ. অস্বীকৃত ব্যক্তি গ. অগণ্য ব্যক্তি ঘ. উপেক্ষিত ব্যক্তি
৩০. খ

৩১. 'এঁটোপাত না যায় স্বর্গে' বলতে বুঝানো হয়েছে- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. মন্দ দিয়ে ভালো অর্জন করা যায় না খ. বিত্তবানদের জন্যই শুধু সুখ
গ. দুর্বলদের কেউ ক্ষমতায় বসায় না ঘ. পরমুখাপেক্ষীর সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না
৩১. ক

৩২. 'আগুন পোহাতে ধোঁয়ার কষ্ট' বলতে বোঝানো হয়েছে- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. কোনো কিছু লাভের জন্য ত্যাগ স্বীকার খ. সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা
গ. কষ্টের মধ্য দিয়ে ফল লাভ ঘ. ইচ্ছা পূরণের জন্য কষ্ট করা
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, আগুন পোহানোর সময় ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করা। শীতকালে আগুন পোহানোর আরাম পেতে হলে তার ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করতে হয়। যদি কেউ ধোঁয়ার কষ্ট এড়াতে চায়, তাহলে সে আগুনের উত্তাপও পাবে না। এই প্রবাদটি মানুষের জীবনে সেই সত্যকে তুলে ধরে। কোনো বড় লক্ষ্য, সাফল্য বা সুবিধা পেতে হলে তার সঙ্গে জড়িত ছোটখাটো কষ্ট, সমস্যা বা অসুবিধাকে মেনে নিতে হয়।
৩২. গ

৩৩. 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী' বলতে বোঝানো হয়েছে- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. নির্বোধ ব্যক্তির বোকামী খ. নামী রাজার গুণী মন্ত্রী
গ. বোকার অলস সঙ্গী ঘ. অযোগ্য সঙ্গী
৩৩. ঘ

৩৪. 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' বলতে বুঝানো হয়েছে- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. মন্দ জায়গায় ভালোর আশা করা বৃথা খ. পছন্দের জিনিসকে খুঁজতে সবকিছু ত্যাগ
গ. মন্দ ব্যক্তির মন্দ কর্ম ঘ. মন্দের ছড়াছড়িতে ভালোর দুরবস্থা
৩৪. খ

৩৫. 'গোনা গরু বাঘে খায় না' বলতে বোঝানো হয়েছে- *[জাবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. পাকা হিসাব রাখা খ. লিখিত হিসাবে ভুল হয় না
গ. হিসাবধারী ব্যক্তির ভুল হয় না ঘ. পরিমিত সম্পদ পাপ আনে না
৩৫. ক

৩৬. 'অতি দর্পে হত লঙ্কা' কোন ধরনের বাক্য? *[হিবি B ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. প্রচলিত খ. ধর্মকথা গ. খনার বচন ঘ. প্রবাদ
ব্যাখ্যা: 'অতি দর্পে হত লঙ্কা' একটি প্রবাদ-প্রবচন যান অর্থ: অহংকার পতনের মূল।
৩৬. ঘ

৩৭. 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।' – বলতে বুঝায় *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. পরের ক্ষতি করে আত্মস্বার্থ হাসিল B. আবদারহীন নগদ কারবার
C. অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা D. স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, টাকা দাও, তারপর তেল মাখো। এখানে 'কড়ি ফেলা' হলো অর্থ প্রদান করা, এবং 'তেল মাখা' হলো তার বিনিময়ে সেবা বা পণ্য লাভ করা। এটি এমন একটি মনোভাবকে তুলে ধরে, যেখানে কোনো ব্যক্তি তার কাজ বা সেবা পেতে হলে সবার আগে মূল্য পরিশোধ করতে বলে।
৩৭. B

৩৮. 'প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? *[বেগম. রো. বি. A ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. সাহসীরাই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে
B. যে জন্মেছে তাকে মরতেই হবে C. বৃহত্তর স্বার্থে জীবন উৎসর্গে অমরত্ব লাভ সম্ভব
D. নিজের জন্য এমন কাজ করা উচিত যাতে মৃত্যুকে জয় করা যায়
৩৮. C

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৩৯. 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' – প্রবচনটির অর্থ কী? *[জাবি H ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. অপ্রস্তুতভাবে মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করা
B. আকস্মিকভাবে বড় কোনো কাজে নেমে পড়া
C. জোরপূর্বক পাত্রীকে বিয়েতে বাধ্য করানো
D. কন্যার ওপর অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ জাহির করা
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, ওঠো মেয়ে, তোমার বিয়ে। কোনো ব্যক্তি কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে কোনো বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা কঠিন কাজে নেমে পড়ে। সাধারণত, বিয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অনেক ধরনের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু যদি কাউকে হঠাৎ করে বলা হয় যে তার বিয়ে, তাহলে তার সেই বিয়েতে কোনো ধরনের মানসিক বা শারীরিক প্রস্তুতি থাকে না।

৩৯. B

৪০. 'বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর' প্রবচনটির অর্থ কী? *[জবি ঘ ইউনিট ২০১৪-১৫]*
A. অক্ষম ব্যক্তির বৃথা আস্ফালন
B. ক্ষমতাশালীর দম্ভ প্রকাশ
C. যার কোনো ক্ষমতা নেই
D. বিষ নেই এমন সাপ

৪০. A

৪১. 'Like priest, like pupil' - এর বাংলা প্রবচন - *[ববি B ইউনিট ২০১৪-১৫]*
ক. যেমন কর্ম তেমন ফল
খ. যেমন গাওয়া তেমন পাওয়া
গ. যেমন গুরু, তেমন চেলা
ঘ. যেমন কুকুর, তেমন মুগুর

৪১. গ

৪২. 'Desperate disease requires desperate remedies' - এই ইংরেজি প্রবাদের কাছাকাছি বাংলা প্রবাদ- *[জাতীয় বি ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ২০১৪-১৫]*
ক. যেমন কর্ম তেমন ফল
খ. যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল
গ. যেমন বাপ তেমনি বেটা
ঘ. যে যার সে তার

৪২. খ

৪৩. 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রবচনটির যথার্থ- *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১১-১২]*
A. কষ্টের উপর আরো কষ্ট
B. দুরারোগ্য ব্যাধি
C. বুড়োর ভীমরতি
D. নতুন যৌবনপ্রাপ্তি

৪৩.C

৪৪. 'অহঙ্কারই পতনের মূল' এর সঠিক প্রবাদ বাক্য কোনটি? *[রাবি ২০১০-১১]*
A. অতি দর্পে হত লঙ্কা
B. উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ
C. ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়
D. কানা গরু বামুনকে দান

৪৪. A

৪৫. 'অপাত্রে সদুপদেশ দান' বুঝাতে কোন প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়? *[রাবি ২০০৯-১০]*
A. ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো
B. দশচক্রে ভগবান ভূত
C. উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে
D. উলুবনে মুক্তো ছড়ানো
ব্যাখ্যা: ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো - অনাদৃত কিন্তু তুচ্ছ কাজের অপরিহার্য সহায়। দশ চক্রে ভগবান ভূত - একাধিক লোকে মিলে ভালোকেও মন্দ বলে প্রতিপন্ন করা। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে - একের অপরাধ বা দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

৪৫. D

৪৬. 'অর্থহীন অপব্যয়' প্রকাশ করে কোন্‌টি? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০০৮-০৯]*
A. মশা মারতে কামান দাগা
B. ভস্মে ঘি ঢালা
C. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
D. গরু মেরে জুতো দান
ব্যাখ্যা: ভস্মে ঘি ঢালা - নিষ্ফল কাজ / নিরর্থক অপব্যয়। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট - অনেক লোক হলে কাজে বিশৃঙ্খলা হয়। গরু মেরে জুতো দান - গুরুতর ক্ষতি বা অপমানের পর সামান্য কিছু দিয়ে অপরাধ কাটানোর চেষ্টা।

৪৬. A

৪৭. "হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া!"-এ প্রবাদটির অর্থ: *[ঢাবি গ ইউনিট ২০০৮-০৯]*
A. অন্তঃসারশূন্য অবস্থা
B. একের জন্য অন্যের দুশ্চিন্তা
C. বৃহৎ বিষয়ে ক্ষুদ্র চিন্তা
D. অল্প শোকে কাতর
E. জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, হায় আমড়া, যার ভেতরে কেবল আঁটি আর চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমড়া যেমন দেখতে বড় হলেও তার ভেতরে শাঁসের চেয়ে আঁটি ও চামড়াই বেশি, তেমনি কিছু মানুষ বা বিষয়ও বাইরে থেকে দেখতে ভালো হলেও তাদের ভেতরে কোনো আসল গুণ থাকে না।

৪৭. A

Educationblog24.com

৪৮. 'জাতে মাতাল তালে ঠিক' প্রবাদটি কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়? [বরি C ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক. অসাধুতা খ. নির্বুদ্ধিতা গ. সৌজন্যবোধ ঘ. স্বার্থ সচেতনতা
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, স্বভাবে মাতাল হলেও কাজের সময় ঠিক থাকে। মাতাল ব্যক্তি যেমন দেখতে অসংলগ্ন এবং তার কোনো বিচার-বুদ্ধি থাকে না বলে মনে হয়, তেমনি এই ব্যক্তিও তার আচরণে এমনটা দেখায়। কিন্তু যখন তার কোনো স্বার্থ সিদ্ধির বিষয় আসে, তখন সে তার বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়।
এক টানা মুখস্থ
৪৮. ঘ

৪৯. 'কাকের মাংস কাকে খায় না।" প্রবাদটির অর্থ- [জবি খ ইউনিট ২০০৮-০৯]
A. নিজের ক্ষতি কেউ করে না B. মিত্রতা বজায় রাখে
C. স্বজাতির ক্ষতি কেউ করে না D. আপন মানুষকে কেউ সম্মান করে না
ব্যাখ্যা: কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী তার নিজের প্রজাতির বা গোষ্ঠীর কোনো সদস্যের ক্ষতি করে না। কাক যেমন অন্য কাকের মাংস খায় না, তেমনি মানুষও সাধারণত তার স্বজাতির বা নিজের গোষ্ঠীর কোনো সদস্যের ক্ষতি করে না।
৪৯. C

৫০. নিচের কোনটি প্রবচনের উদাহরণ? [ঢাবি ২০০৭-০৮]
A. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড B. শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর
C. আ-মরি বাংলা ভাষা D. ধান ভানতে শিবের গীত
ব্যাখ্যা: ধান ভানতে শিবের গীত একটি প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদটির অর্থ - অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা। কেউ যদি সেই কাজ করতে গিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন শিবের গান গাওয়া শুরু করে, তবে তা মূল কাজ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়।
৫০. D

৫১. 'আসল ঘরে মুসল নাই ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া'- [রাবি খ ইউনিট ২০০৭-০৮]
A. অমিতব্যয়ী B. অপদার্থ C. জব্দ করা D. এলোমেলো
ব্যাখ্যা: আসল ঘর: মূল বা প্রধান কক্ষ, যেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকার কথা। মুসল: ধান বা শস্য ভাঙার জন্য ব্যবহৃত একটি ভারী যন্ত্র বা সরঞ্জাম। ঢেঁকিঘর: ঢেঁকি রাখার ঘর। চাঁদোয়া: ছাদ, শামিয়ানা। এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, যেখানে প্রধান সরঞ্জাম থাকার কথা, সেই আসল ঘরে মুসল নেই, কিন্তু যেখানে অপ্রয়োজনীয় সেই ঢেঁকিঘরে ছাদ বা চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। এই প্রবাদটি এমন একটি পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যেখানে কোনো ব্যক্তি তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা মৌলিক জিনিসপত্র কেনার দিকে মনোযোগ না দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসিতার পেছনে অর্থ বা সময় ব্যয় করে। ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া টাঙানোটা যেমন কোনো কাজের কথা নয়, তেমনি আসল ঘরে কোনো মুসল না থাকাটা এক ধরনের অবহেলা।
৫১. A

৫২. 'ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ' প্রবচনটির অর্থ [জবি ঘ ইউনিট ২০০৬-০৭]
A. গোপন কাজ B. উৎকট স্বার্থপরতা
C. লজ্জার ভাব, কিন্তু নির্লজ্জ আচরণ D. দুরভিসন্ধি
ব্যাখ্যা: খেমটা নাচ: এক ধরনের নৃত্য যা সাধারণত অশালীন বা অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়। এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভেতরে খেমটা নাচ করা। এই প্রবাদটি এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যিনি বাইরে থেকে অত্যন্ত লাজুক বা বিনয়ী বলে মনে হলেও, তার আসল আচরণ বা স্বভাব অত্যন্ত নির্লজ্জ বা অশালীন। ঘোমটা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখাটা যেমন লজ্জার ভান, তেমনি ভেতরে খেমটা নাচ করাটা তার নির্লজ্জ আচরণ।
৫২. C

৫৩. 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে'- প্রবচনটির অর্থ [জাবি ২০০৩-০৪]
A. ভালো চাল B. পুরনো চালের গুণ C. উন্নতি D. অভিজ্ঞ লোকের বৈশিষ্ট্য
ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ হলো, পুরোনো চাল দিয়ে রান্না করলে ভাত পরিমাণে বেশি হয়। পুরোনো চাল থেকে রান্না করা ভাত পরিমাণে বেশি হয় এবং খেতেও সুস্বাদু হয়, তেমনি পুরোনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি কোনো কাজ করলে তার থেকে ভালো ফল পাওয়া যায়। পুরোনো চাল দেখতে যতই ছোট হোক না কেন, তা তার পুষ্টিগুণ এবং মান ধরে রাখে।
৫৩. D

৫৪. 'লোকে বলে' উক্তিটির তাৎপর্য কোনটি? [ঢাবি ক ইউনিট ২০০৫-০৬]
A. একজন লোক বলে B. দুইজন লোক বলে
C. সাধারণ মানুষে বলে D. নির্দিষ্ট কেউ বলে
ব্যাখ্যা: লোকে বলে এই উক্তিটিতে লোকে শব্দটি সাধারণ মানুষ বা জনগণের একটি অনির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বোঝায়। তাই, এই উক্তিটির অর্থ হলো, 'সাধারণ মানুষে এই কথা বলে' বা 'এমনটাই প্রচলিত আছে'।
৫৪. C

Educationblog24.com

একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ

একটি শব্দ বা ক্রিয়ার আগে ও পরে কিছু শব্দ যুক্ত করে একেবারে নতুন আরেকটি শব্দ তৈরি হয়, আর তা-ই একই শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ। এখান থেকে প্রায় পরীক্ষায়-ই প্রশ্ন চলে আসে। প্রথমে MCQ -তে দেখে নিবেন প্রশ্নের ধরন কেমন তারপর মূল অংশে এসে পড়া শুরু করবেন। আপনাদের সফলতা কামনা করি আর আমার এই প্রচেষ্টা দ্বারা উপকৃত হলে অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন; ভালো রাখবেন।

☞ ভাষার রহস্যের কোনো শেষ নেই। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো বাক্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ শ্রেণির শব্দগুলোকে ভিন্নার্থক শব্দ বলে।

যেমন : 'কাপড়টির রং কাঁচা, কাঁচা আম খেতে টক' এক্ষেত্রে 'কাঁচা' শব্দটি ভিন্ন দুটি বাক্যে যথাক্রমে 'অস্থায়ী' ও 'অপক্ব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও অর্থের বিস্তারে ভিন্নার্থক শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আভিধানিক অর্থের বাইরে পদের এ ধরনের বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ অর্থের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। নিচে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখানো হলো:

বিশেষ্য পদের প্রয়োগ

মাথা



১। **মাথা** (বুদ্ধি) - ছেলেটার অঙ্কে মাথা নাই।
২। **মাথা** (লাভ) - লেখাপড়া করে হবে কী মাথা?
৩। **মাথা** (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) - চৌধুরী সাহেব সমাজের মাথা।
৪। **মাথার দিব্যি** (শপথ) - মাথার দিব্যি কর, তুমি সেখানে যাবে না।
৫। **মাথা দেওয়া** (সাহায্য করা) - বিপদ-আপদে যে মাথা দেয়, সে-ই প্রকৃত বন্ধু।
৬। **মাথা ধরা** (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া) - ঔষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।
৭। **মাথা পাতা** (সম্মত হওয়া) - এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
৮। **মাথায় আসা** (বোধগম্য হওয়া) - অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
৯। **মাথা খাওয়া** (নষ্ট করা) - অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
১০। **মাথা ঠেকান** (প্রণাম করা) - ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
১১। **মাথায় উঠা** (প্রশ্রয় পাওয়া) - আদর পেয়ে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
১২। **মাথা গরম করা** (চটে যাওয়া) - এত অল্পে মাথা গরম করলে চলবে না।
১৩। **চোখের মাথা খাওয়া** (অন্ধ হওয়া) - চোখের মাথা খেয়েছো নাকি?
১৪। **মাথা কাটা যাওয়া** (অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া) - কুটুমের ঘরে তোমার হ্যাংলামি ব্যবহার দেখে আমার মাথা কাটা গেল।

Educationblog24.com

১৫। **মাথা উঁচু করে চলা** (গর্ব করে চলা) - তোমাকে বড় হতে হবে, মাথা উঁচু করে চলতে হবে।
১৬। **মাথা ঘামানো** (দায়িত্ব নেয়া) - ওসব হাবিজাবি ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই।
১৭। **মাথাপিছু** (জনপ্রতি) - মাথাপিছু পাঁচ কেজি চাল রেশনে পাওয়া যাবে।
১৮। **মাথা ব্যথা** (আগ্রহ) - এ ব্যাপারে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?
১৯। **মাথা খাটানো** (বুদ্ধি খাটানো) - একটু মাথা খাটাও, তাহলে সব বুঝতে পারবে।
২০। **মাথায় হাত** (বিপর্যস্ত) - ব্যাবসা নষ্ট হওয়ায় তার এখন মাথায় হাত।
২১। **মাথা হেট করা** (লজ্জায় মাথা নিচু করা) - মাথা হেট করে ওখান থেকে চলে এলো।
২২। **মাথায় হাত বুলানো** (ফাঁকি দেওয়া) - কার মাথায় হাত বুলিয়েছ?

হাত



১। **হাত করা** (বশীভূত করা) - চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
২। **হাত থাকা** (প্রভাব) - এ ব্যাপারে আমার হাত নাই।
৩। **হাতে পাওয়া** (আয়ত্তে পাওয়া) - অনেকদিন পর তাকে হাতে পেয়েছি।
৪। **হাত পাতা** (অনুগ্রহ চাওয়া) - আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না।
৫। **হাত দেওয়া** (কাজে লাগান) - এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারিনি।
৬। **হাতটান** (চুরির অভ্যাস) - হাতটানের জন্য চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।
৭। **হাত তোলা** (প্রহার করা) - গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
৮। **হাত দেখা** (ভাগ্য গণনা করা) - জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে।
৯। **হাতে খড়ি হওয়া** (প্রাথমিক শিক্ষা) - শিরিনের হাতে খড়ি হয়েছে।
১০। **হাত যশ** (সুখ্যাতি, নিপুণতা) - ডা. ইসলাম সাহেবের হাত যশ আছে।
১১। **হাত চালা** (তাড়াতাড়ি করা) - একটু হাত চালাও বাছারা, অনেক কাজ যে বাকি।
১২। **হাতজোড় করা** (ক্ষমা চাওয়া) - ঘাট হয়েছে ভাই, আর বকাবকি করো না, তোমার কাছে হাতজোড় করছি।
১৩। **হাত জোড়া থাকা** (কর্মব্যস্ত থাকা) - আমি এখন যেতে পারবো না, আমার হাত জোড়া রয়েছে।
১৪। **হাত আসা** (দক্ষতা) - কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে।
১৫। **হাতে আসা** (আয়ত্তে আসা) - গহনাটি এখনও হাতে আসেনি।
১৬। **হাতে কলমে** (কার্যকরভাবে) - হাতে কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।
১৭। **হাত গুটান** (কর্মে বিরতি) - হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন?
১৮। **হাত ছাড়া** (হস্তচ্যুত) - টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না।
১৯। **হাত থাকা** (কর্তৃত্ব) - এ ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।
২০। **হাতভারী** (কৃপণ) - ও যেমন হাতভারী লোক, ওর বউ তেমনি দরাজ।
২১। **হাতে হাতে** (অবিলম্বে) - যা করবে তার ফল হাতে হাতে পাবে।
২২। **হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল) - এ টাকা কটিই ছিল আমার হাতের পাঁচ।
২৩। **হাত চালাও** (তাড়াতাড়ি করা) - হাতা চালাও, আর বেশি সময় নেই।
২৪। **হাত জুড়ানো** (স্বস্তি লাভ করা) - সে এমনভাবে হাত জুড়িয়ে বসে আছে, যেন তার কোন কাজ নেই।
২৫। **হাত ধুয়ে বসা** (সাধু সাজা) - সে হাত ধুয়ে বসে আছে, যেন কিছুই বুঝে না।

Educationblog24.com



মুখ

১। **মুখ রাখা** (মান রাখা) - ছেলেটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
২। **মুখ উজ্জ্বল করা** (গৌরব বাড়ানো) - সুপুত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।
৩। **মুখ চাওয়া** (নির্ভর করা) - আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
৪। **মুখ তোলা** (প্রসন্ন হওয়া) - খোদা দরিদ্র লোকটির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
৫। **মুখে খই ফোটা** (বেশি কথা বলা) - মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
৬। **মুখ খোলা** (নীরবতার পর কথা বলা) - অনেকক্ষণ পর দেখি আপনি মুখ খুললেন।
৭। **মুখ সামলানো** (সংযত হওয়া) - খবরদার, মুখ সামলে কথা বলুন।
৮। **মুখ করা** (তিরস্কার করা) - আমি আপনার খাই, না পরি; আমাকে মুখ করছেন কেন?
৯। **মুখ চুন হওয়া** (লজ্জা পাওয়া) - ছোট ভাইয়ের অভদ্র ব্যবহারে আমার মুখ চুন হয়েছে।
১০। **মুখ ভার করা** (অভিমান করা) - মুখ ভার করে বসে থেকে কী লাভ?
১১। **মুখ ফুটে বলা** (সাহস করে বলা) - এ সামান্য কথাটা মুখ ফুটে তুমি বলতে পারলে না?
১২। **মুখচোরা** (লাজুক) - তার মতো মুখচোরা ছেলে আবার আইন পড়ে।
১৩। **মুখবন্ধ** (ভূমিকা) - মুখবন্ধে বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।
১৪। **মুখ লাল হওয়া** (রাগান্বিত হওয়া) - তার কথা শুনে কবির সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল।
১৫। **মুখ ধরা** (স্বাদের পরিবর্তন) - জ্বরে আক্রান্ত হলে মুখ ধরে যায়।
১৬। **মুখ ছুটা** (গালিগালাজের সূচনা) - এবার বউয়ের মুখ ছুটেছে।
১৭। **মুখ রক্ষা** (সম্মান বাঁচানো) - এ ছেলে বংশের মুখ রক্ষা করবে।
১৮। **মুখ চলা** (ক্রমাগত বকা) - রান্নাও করছে, মুখও চলছে।

Educationblog24.com

গা



১। **গায়ে মাখা** (গ্রাহ্য করা) - ছেলেটি বড় বেহায়া, কোনো কথাই গায়ে মাখে না।
২। **গা ঢাকা দেওয়া** (আত্মগোপন করা) - অন্ধকারে লোকটা গা ঢাকা দিল।
৩। **গায়ে হাত তোলা** (প্রহার করা) - পশু-পাখির গায়ে হাত তুলো না।
৪। **গায়ে কাঁটা দেওয়া** (রোমাঞ্চিত হওয়া) - সেই রাত্রির কথা মনে পড়লে আমার গায়ে এখনও কাঁটা দিয়ে উঠে।
৫। **গা করা** (মনোযোগ দেওয়া) - বসে থেকে কী হবে? গা করে কাজ করো।
৬। **গা জুড়ানো** (স্বস্তি পাওয়া) - তোমার ঐ দশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

Educationblog24.com

এক টানা মুখস্থ

চোখ



১। **চোখ উঠা** (চক্ষুরোগ বিশেষ) - ছেলেটির চোখ উঠেছে।
২। **চোখ রাখা** (দৃষ্টি রাখা) - ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।
৩। **চোখের দেখা** (দর্শন) - মাঝে মাঝে চোখের দেখা দিও, বন্ধু।
৪। **চোখ দেখা** (চোখ পরীক্ষা করা) - ডাক্তার সাহেব রোগীর চোখ দেখে চশমা নিতে বললেন।
৫। **চোখ পাকানো বা রাঙানো** (রাগ দেখানো) - তোমার চোখ রাঙানিতে ঘাবড়াবো, সে লোক আমি নই।
৬। **চোখ ঠারা** (চোখ দিয়া ইশারা করা) - আমি যে তোমাকে চোখ ঠারতে (টিপতে) দেখেছি।
৭। **চোখ ফোটা** (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া) - কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে?
৮। **চোখ খোলা** (বোধ হওয়া) - কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না।
৯। **চোখে ধুলো দেওয়া** (ঠকানো) - পরের চোখে ধুলো দিয়ে আর কত দিন চলবে?
১০। **চোখের মাথা খাওয়া** (না দেখা) - পা মাড়িয়ে যাও কেন, চোখের মাথা খেয়েছো?
১১। **চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো** (দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষভাবে বুঝানো) - সে এত বোকা যে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কিছুই বুঝবে না।
১২। **চোখ টাটানো** (ঈর্ষা হওয়া) - পরের মঙ্গল দেখলে তোমার এত চোখ টাটায় কেন, বল তো?

কাঁচা



১। **কাঁচা মাংস** (অসিদ্ধ মাংস) - আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত।
২। **কাঁচা ইট** (অদগ্ধ ইট) - কাঁচা ইটের দালান ঝড়ে পড়ে যাবে।
৩। **কাঁচা লোক** (অনিপুণ লোক) - মতিন সাহেব কাঁচা লোক নন।
৪। **কাঁচা ঘুম** (সদ্য ঘুম) - ছেলেটাকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
৫। **কাঁচা রঙ** (অস্থায়ী রঙ) - শাড়িখানির কাঁচা রঙ সহজে উঠে গেল।
৬। **কাঁচা রাস্তা** (মাটির রাস্তা) - গ্রাম অঞ্চলে প্রায় কাঁচা রাস্তা থাকে।
৭। **কাঁচা হাত** (অনিপুণ হাত) - কাঁচা হাতের কাজ; কত আর ভাল হবে।
৮। **কাঁচা পয়সা** (নগদ পয়সা) - আমিনুদ্দীন যুদ্ধের বাজারে প্রচুর কাঁচা পয়সা উপার্জন করেছিল।
৯। **কাঁচা বয়স** (অল্প বয়স) - কাঁচা বয়সে সব ছেলেমেয়েই বেয়াড়া হয়।
১০। **কাঁচা মাথা** (অপক্ব) - ছেলেটির কাঁচা মাথা বলে প্রতি বছরই ফেল করে।

Educationblog24.com

১১। কাঁচা সোনা (বিশুদ্ধ সোনা) - কাঁচা সোনার গয়নার ঔজ্জ্বল্যই আলাদা।
১২। কাঁচা কথা (হালকা কথা) - তিনি তো আর কাঁচা কথার লোক নন।
১৩। কাঁচা আম (অপরিপক্ব আম) - কাঁচা আমের ভর্তা খুবই সুস্বাদু।
১৪। কাঁচা কাজ (নিপুণতার অভাব) - তাকে টাকা ধার দিয়ে একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছি।
১৫। কাঁচা চুল (কালো চুল) - কাঁচা চুলে ছেলেদের সুন্দর দেখায়।
১৬। কাঁচা খাতা (খসড়া) - বিয়ের বাজারের জন্য সবার কাঁচা খাতা করা উচিত।



মন

১। **মন পড়া** (পছন্দ হওয়া) - মেয়েটার উপর তার মন পড়েছে।
২। **মন উঠা** (সন্তুষ্ট হওয়া) - যতই দাও না কেন, তার কিন্তু মন উঠবে না।
৩। **মন লাগা** (মনোযোগ হওয়া) - কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
৪। **মনে পড়া** (স্মরণে আসা) - কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
৫। **মনে লাগা** (পছন্দ হওয়া) - কথাটি আমার মনে লেগেছে।
৬। **মন পাওয়া** (ভালোবাসা পাওয়া) - এত করেও তোমার মন পাইনি।
৭। **মনের মিল** (সদ্ভাব) - এদের দুজনের মধ্যে মনের মিল নেই।
৮। **মন কষাকষি** (মনোমালিন্য) - সম্পত্তি লইয়া উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি আছে।

বুক



১। **বুক বাঁধা** (মন দৃঢ় করা) - পিতৃহীন ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
২। **বুক ফাটা** (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া) - কোনো কোনো মেয়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটেনা।
৩। **বুকের পাটা** (সাহস) - কেঁচো দেখলে যে ভয় পায়, তার আবার বুকের পাটা।
৪। **বুক পাতা** (সাহায্য করা) - প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা পরের জন্য বুক পাততে পারেন।
৫। **বুক ফুলা** (গর্ব করা) - ছেলে পরীক্ষায় পাশ করায় বাবার বুক ফুলে গেছে।
৬। **বুকে লাগা** (আঘাত পাওয়া) - তোমার কঠোর বাক্য বন্ধুর বুকে লেগেছে।
৭। **বুক লাগান** (সাহায্য করা) - পরের বিপদে বুক লাগান মহত্ত্বের কাজ।

Educationblog24.com

কথা

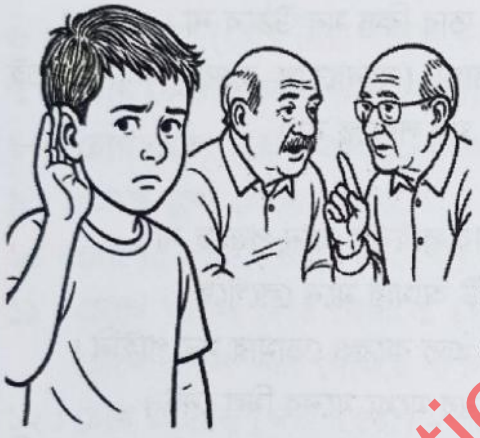


১। **কথা দেওয়া** (প্রতিশ্রুতি দেওয়া) - আপনাকে সাহায্য করব বলে তাকে আমি কথা দিয়েছি।

২। **কথা চলা** (প্রস্তাব দেওয়া) - আমাদের গ্রামে একটি হাই স্কুল খোলার কথা চলছে।

৩। **শেষ কথা** (শেষ জবাব) - তার মত জোচ্চোর আমার কাছে কোনো সাহায্য পাবে না; এ-ই আমার শেষ কথা।

৪। **কথা** (তুলনা) - বড় লোকের ছেলে তুমি, তোমার সাথে কার কথা!



কান

১। **কান পাতা** (শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া) - দুষ্ট ছেলেটি বুড়োদের আলাপে কান পেতে থাকে।

২। **কান দেওয়া** (শোনা) - কারো কথায় সে কান দেয় না।

৩। **কানে উঠা** (কর্ণগোচর হওয়া) - তোমার অপরাধের কথা তোমার বাবার কানে উঠেছে।

৪। **কানে তোলা** (কথা উত্থাপন করা) - এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে তুলে লাভ নেই।

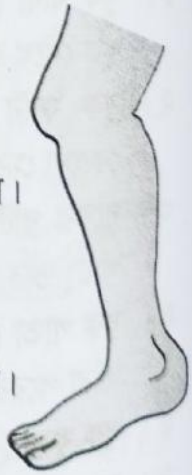
৫। **কানে বাজা** (রেশ থাকা) - তার কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে।

৬। **কানে লাগা** (শুনতে মধুর লাগা) - ছোট শিশুর কথা কানে লাগে।

৭। **কান ভাঙ্গা** (কুমন্ত্রণা দেওয়া) - আত্মসিদ্ধির জন্য অন্যের কান ভাঙ্গা উচিত নয়।

৮। **কান ভারী করা** (সন্দেহ সৃষ্টি করা) - ছোটো ভাইয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে স্বামীর কান ভারী করল মীরা।

পা



১। **পা বাড়ানো** (অগ্রসর হওয়া) - পা বাড়িয়ে চলো; সাফল্য তোমার আসবেই।

২। **পা চালান** (দ্রুতবেগে চলন) - অফিসের সময় হওয়াতে সে পা চালিয়ে চলে গেল।

৩। **পায়ে ঠেলা** (তুচ্ছ করা) - হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল না।

৪। **পায়ে পড়া** (ক্ষমা চাওয়া) - কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।

৫। **পায়ে ধরা** (অনুরোধ করা) - ওর মত কৃপণের পায়ে ধরলেও দুটি টাকা পাবে না।

৬। **পা চাটা** (হীন তোষামোদ করা) - কর্তার পা চেটে প্রমোশন আমি চাই না।

৭। **পায়ে তেল দেওয়া** (তোষামোদ করা) - কর্তার পায়ে তেল দিয়ে প্রমোশন আমি চাই না।

৮। **পায়ে রাখা** (আশ্রয় দেওয়া) - এতিম ছেলেটাকে অন্তত পায়ে রাখুন।

Educationblog24.com

কাজ



১। **কাজ হওয়া** (প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া) - শিক্ষা ছাড়া জীবনে কেবল টাকাতে কাজ হয় না।
২। **কাজ দেওয়া** (সাহায্য করা) - ভালো গাড়ি পুরোনো হলেও কাজ দেয়।
৩। **কাজে লাগা** (প্রয়োজনে আসা) - ছেঁড়া চাদরটি রেখে দাও; কাজে লাগবে।
৪। **কাজ যাওয়া** (চাকরি যাওয়া) - সন্ত্রাসবাদের অপরাধে তার কাজ গিয়েছে।
৫। **কাজ পাওয়া** (কর্মের সংস্থান হওয়া) - অনেক ঘোরাঘুরির পর সে একটা ভালো কাজ পেয়েছে।
৬। **কাজ হাসিল করা** (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া) - কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।
৭। **কাজের বার হওয়া** (অকেজো হওয়া) - কলমটি কাজের বার হয়ে গিয়েছে।

বিশেষণ পদের প্রয়োগ

পাকা



১। পাকা (পক্ব) - 'গাধায় খায় পাকা কলা, শূকরে খায় পান'।
২। পাকা (পোড়ানো) - পাকা ইটের বাড়ি খুবই মজবুত।
৩। পাকা (অভিজ্ঞ) - রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
৪। পাকা (নিখুঁত) - পাকা কাজে খুঁত থাকে না।
৫। পাকা (খাঁটি) - পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
৬। পাকা (স্থায়ী) - পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
৭। পাকা (সাদা) - বুড়োর পাকা চুলের বহর দেখো।
৮। পাকা (শেষ) - পাকা খাতায় হিসেব তোলা হয়েছে; আর কাটাকাটি সম্ভব নয়।
৯। পাকা (নিপুণ) - পাকা ব্যবসায়ীদের হিসেবে ভুল নেই।
১০। পাকা (সম্পূর্ণ) - এ কাজটি করতে যকির পাকা সপ্তাহ লেগেছে।
১১। পাকা (পূর্ণ বয়স) - পাকা হাড়ে অনেক সহ্য করা যায়।
১২। পাকা আম (পক্ব) - এ বয়সেও সে দিব্যি পাকা আমটি হয়ে আছে।
১৩। পাকা কথা (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত) - প্রমির বিয়ের পাকা কথা হয়েছে।
১৪। পাকা কাজ (নিপুণ কাজ) - আমরা সবাই ATM বইয়ের পাকা কাজ করার চেষ্টা করেছি।
১৫। পাকা বন্দোবস্ত (স্থায়ী ব্যবস্থা) - জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের থাকার পাকা বন্দোবস্তের কথা দিয়েছে।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১৬। **পাকা বাড়ি** (ইটের বাড়ি) - ঢাকায় যে দিকে তাকাই, সেদিকেই শুধু পাকা বাড়ি।
১৭। **পাকা হাত** (দক্ষ লেখক) - ATM বইটি বকর স্যারের পাকা হাতের লেখা।
১৮। **পাকা রং** (স্থায়ী রং) - বাসায় রঙ করার জন্য পাকা রং পাওয়া কঠিন।
১৯। **পাকা রাঁধুনি** (দক্ষ রাঁধুনি) - মিম এমনভাবে রান্না করে, যেন সে পাকা রাঁধুনি।

মোটা



১। **মোটা** (স্থূল) - মোটা বুদ্ধিতে সব কাজ হয় না।
২। **মোটা** (অমসৃণ) - মোটা কাপড় আমি পরি না।
৩। **মোটা** (বড়) - মোটা কলমে ভাল লেখা হয়।
৪। **মোটা** (বহু) - আমার মোটা কাজ আছে।
৫। **মোটা** (জোর) - সব সময় মোটা গলায় কথা বলো না।
৬। **মোটা** (খারাপ) - কাউকে মোটা কথা বলা ভাল নয়।
৭। **মোটা** (বেশি) - মোটা আয়ের লোক গরিবকে চোখে দেখে না।
৮। **মোটা** (মিহি নয়-এমন) - মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
৯। **মোটা** (প্রচুর) - মোটা ধার দিলে শেষে শোধ করতে পারবে না।

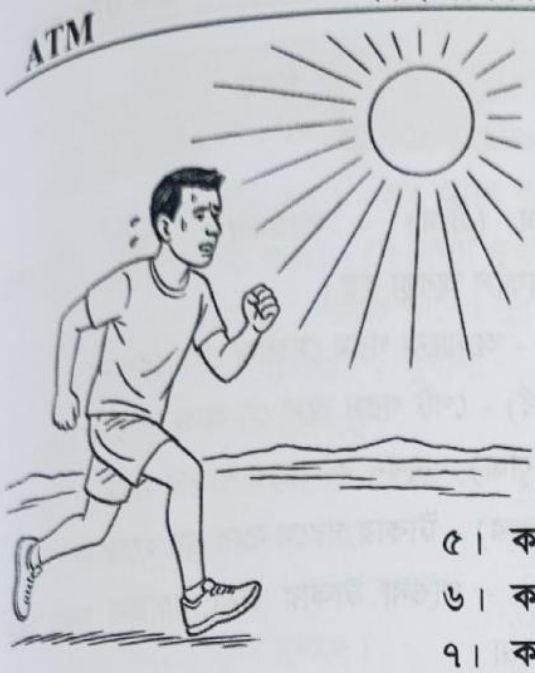
বড়

১। **বড়** (উচ্চবংশ) - বড় ঘরের মেয়ে সেলিনা; অহংকার তার ফেটে ফেটে পড়ছে।
২। **বড়** (ধনী) - কলিম শেখ বড় লোক।
৩। **বড়** (উচ্চপদস্থ) - অফিসের বড় বাবু বদমেজাজি লোক।
৪। **বড়** (অত্যন্ত) - বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছিলাম।
৫। **বড়** (উদার) - সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
৬। **বড়** (জ্যেষ্ঠ) - অন্তরা বাপ-মায়ের বড় মেয়ে।
৭। **বড়** (কঠোর) - সে আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারল!
৮। **বড়** (বিশেষ) - বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
৯। **বড়** (নিকট) - লোকটি আমার বড় কুটুম।



১০। **বড় ঘর** (সম্ভ্রান্ত পরিবার) - দেশে এখনো বড় ঘর দেখা যায়।
১১। **বড় মুখ** (গর্ব সহকারে বলা) - চাকুরি পাওয়ার কথা সে বড় মুখে বলল।
১২। **বড় মন** (উদার) - সে অনেক বড় মনের মানুষ।
১৩। **বড়লোক** (ধনী) - দেশে বড়লোকের অভাব নাই।

Educationblog24.com



কড়া

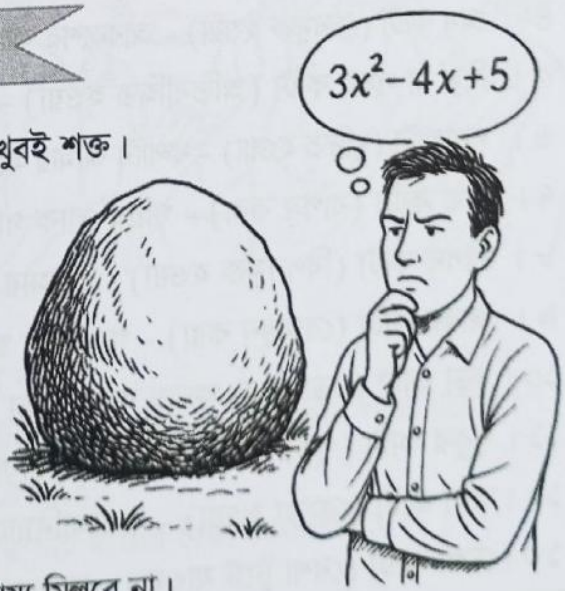
১। **কড়া** (প্রখর) - কড়া রোদে দৌড়ানো ভালো নয়।
২। **কড়া** (কঠোর) - কড়া কথায় কারো মনে আঘাত দিয়ো না।
৩। **কড়া** (মেজাজি) - বড় কর্তা কড়া লোক।
৪। **কড়া** (তীব্র) - কড়া ওষুধে সহসায় রোগ সারে।
৫। **কড়া** (সতর্ক) - বাড়িতে কড়া পাহারা দিতে হচ্ছে।
৬। **কড়া** (খুব বেশি) - কড়া সুদে টাকা ধার করা ঠিক নয়।
৭। **কড়া** (পাকা) - এটি কড়া রঙের কাপড়।
৮। **কড়া** (উগ্র) - তার কড়া মেজাজ অসহনীয়।

ছোট



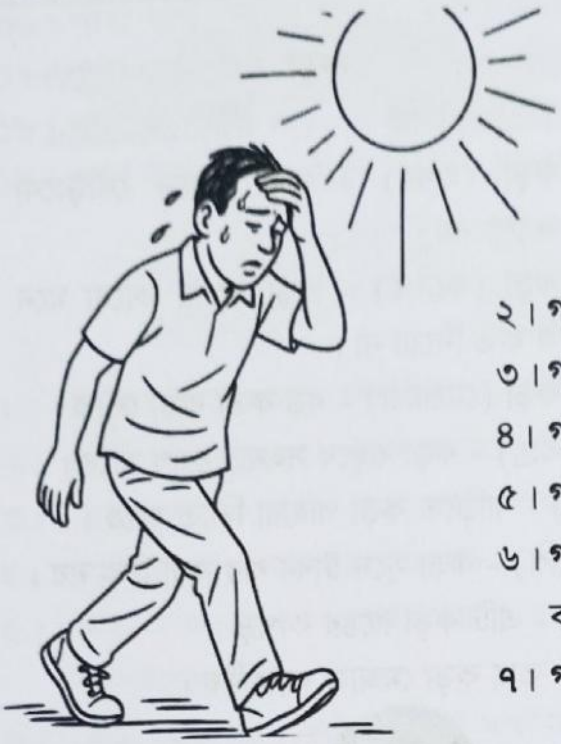
১। ছোট (কনিষ্ঠ) - ছোট ছেলেটি মা-বাবার আদুরে।
২। ছোট (সংকীর্ণ) - লোকটার মন ছোট।
৩। ছোট (তুচ্ছ) - অত ছোট কথায় কান দিওনা।
৪। ছোট (নীচ) - ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে!
৫। ছোট (ক্ষুদ্র) - এ ছোট কাজটি করতে বেশি সময় লাগবে না।
৬। ছোট (অপমানিত) - ছেলের দুর্ব্যবহারে সমাজের কাছে আমার মুখ ছোট হয়েছে।

শক্ত



১। শক্ত (কঠিন) - সে শক্ত বিপদে পড়েছে? অঙ্কটি খুবই শক্ত।
২। শক্ত (কড়া) - কাউকে শক্ত কথা বলো না।
৩। শক্ত (দুরারোগ্য) - সে বড় শক্ত পীড়ায় ভুগছে।
৪। শক্ত (নির্দয়) - শক্ত লোক আমার পছন্দ হয় না।
৫। শক্ত (মজবুত) - করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।
৬। শক্ত (কঠিন) - সেগুন কাঠ অতি শক্ত।
৭। শক্ত (অসিদ্ধ) - শক্ত মাংস খেতে নেই।
৮। শক্ত (কৃপণ) - এই শক্ত লোক থেকে কোনরূপ সাহায্য মিলবে না।

Educationblog24.com



গরম

১। **গরম** (গ্রীষ্ম) - গরমকালে রাস্তায় বেরোলেই হাঁসফাঁস অবস্থা হয়।

২। **গরম** (উগ্র) - আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।

৩। **গরম** (অজীর্ণ) - পেট গরম বলে সে আজ ভাত খায়নি।

৪। **গরম** (মূল্য বৃদ্ধি) - এখন কাপড়ের বাজার গরম।

৫। **গরম** (অহংকার) - টাকার গরমে তার ঘুম হচ্ছে না।

৬। **গরম** (কড়া) - পাওনা টাকার জন্য মহাজন গরম কথা বলতে ছাড়ে না।

৭। **গরম** (উত্তাপ) - জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।

ক্রিয়াপদের প্রয়োগ

কাটা



১। **সাপে কাটা** (দংশন করা) - বৃদ্ধার ছেলেটিকে সাপে কেটেছে।

২। **ছক কাটা** (নক্সা কাটা) - ছক কেটে সব কাজ করা যায় না।

৩। **বই কাটা** (বিক্রয় হওয়া) - বই ভালো না হলে কি বাজারে কাটে?

৪। **মেঘ কাটা** (মেঘমুক্ত হওয়া) - আকাশের কালো মেঘ কেটে গেছে।

৫। **দিন বা সময় কাটা** (অতিবাহিত হওয়া) - তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?

৬। **দাগকাটা** (মুদ্রিত হওয়া) - কথাটা আমার মনে কিন্তু দাগ কেটেছে।

৭। **রাত কাটা** (যাপন করা) - গরিব লোক গাছতলায়ও রাত কাটাতে পারে।

৮। **বিপদ কাটা** (বিপদমুক্ত হওয়া) - তোমার বিপদ এখনো কাটেনি।

৯। **জাবর কাটা** (রোমন্থন করা) - গরুগুলো জাবর কাটছে।

১০। **ছড়া কাটা** (ছড়া বলা) কথায় কথায় ছড়া কাটা তার অভ্যাস।

১১। **পুকুর কাটা** (পুকুর খনন করা) - বহু টাকা খরচ করে জমিদার সম্প্রতি একটি পুকুর কেটেছেন।

১২। **তাল কাটা** (বেসুরা হওয়া) - হারমোনিয়ামের গোলযোগের জন্য গানের তাল কেটে যাচ্ছে।

১৩। **নেশা কাটা** (নেশা টুটে যাওয়া) - অনেক দিন পরে লোকটার মদের নেশা কেটে গেছে।

Educationblog24.com

তোলা

১। ঘরে তোলা (গৃহজাত করা) - সব ফসল ঘরে তোলা হয়েছে তো?
২। গুজব তোলা (রটনা করা) - যে মিথ্যা গুজব তোলে, সে দেশের শত্রু।
৩। সুর তোলা (সুর ভজা) - গায়ক গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে।
৪। পটল তোলা (মারা যাওয়া) - সুশীলা অল্প বয়সেই পটল তুলেছে।
৫। হাত তোলা (প্রহার করা) - গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
৬। ফুল তোলা (পুষ্প চয়ন করা) - সেলিনা বাগানে ফুল তুলছে।
৭। ফসল তোলা (গোলাজাত করা) - কৃষক তার মাঠের ফসল তুলেছে।
৮। কথা তোলা (প্রসঙ্গ উত্থাপন) - বড় সাহেবের কাছে আমার কথাটা তুলেছ নাকি?
৯। জাতে তোলা (সমাজে স্থান দেওয়া) - প্রায়শ্চিত্ত করার পর তাকে জাতে তোলা হয়েছে।
১০। কারবার তোলা (ব্যবসা লোপ করা) - ক্ষতির ভয়ে কারবার তুলে খুব ভালো কাজ করিনি।
১১। চাঁদা তোলা (চাঁদা সংগ্রহ করা) - দুর্গত এলাকার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলতে নেমেছে।



Educationblog24.com

উঠা

১। রব উঠা (গুজব উঠা) - কুকর্মটি মতি মিয়া করেছে বলে রব উঠেছে।
২। জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া) - প্রায়শ্চিত্ত করে সে জাতে উঠেছে।
৩। জ্বলে উঠা (ক্রুদ্ধ হওয়া) - খুনি আসামির কথা শুনে হাকিম জ্বলে উঠলেন।
৪। কানে উঠা (শুনতে পাওয়া) - কথাটা শেষ পর্যন্ত বাবার কানে উঠেছে।
৫। মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া) - এত অল্পে তার মন উঠে না।
৬। খরচ উঠা (খরচ পোষানো) - এ ব্যবসায়ে মোটা টাকা লোকসান দিয়েছি; খরচ পর্যন্ত উঠেনি।
৭। রঙ উঠা (বিবর্ণ হওয়া) - কাপড়টার কাঁচা রঙ উঠে যাবে।
৮। চাঁদা উঠা (চাঁদা সংগৃহীত হওয়া) - সমিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে।



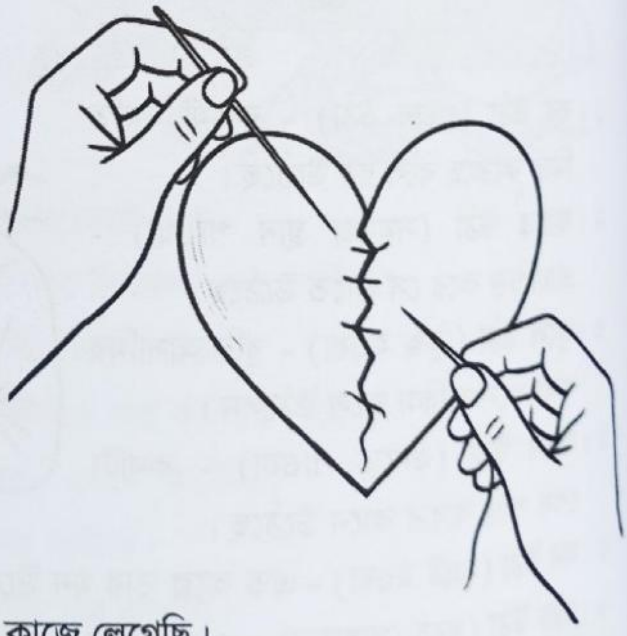
Educationblog24.com

ধরা



১। **গলা ধরা** (কুটকুট করা) - বুনো কচুতে গলা ধরে।
২। **রোগে ধরা** (রোগাক্রান্ত হওয়া) - লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
৩। **মনে ধরা** (পছন্দ হওয়া) - কলমটি আমার মনে ধরেনি।
৪। **দাম ধরা** (মূল্য নির্ধারণ) - ন্যায্য দাম ধরে গরুটি দিয়ে দাও।
৫। **দোষ ধরা** (দেখানো) - পরের দোষ ধরার অভ্যাস ভালো নয়।
৬। **বৃষ্টি ধরা** (থেমে যাওয়া) - অনেকক্ষণ বর্ষণের পর বৃষ্টি ধরেছে।
৭। **মাথা ধরা** (মাথা ব্যথা) - কুইনাইন খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।
৮। **লোনা ধরা** (লোনা জন্মান) - চাষের জমিতে লোনা ধরেছে।
৯। **রোগ ধরা** (নির্ণয় করা) - কোনো ডাক্তার তার রোগ ধরতে পারেনি।
১০। **ধামাধরা** (তোষামোদ করা) - বড় লোকের ধামা ধরতে আমি পারবো না।
১১। **ট্রেন ধরা** (ঠিক সময়ে ট্রেন পাওয়া) - বড্ড দেরি হয়ে গেছে, ট্রেন ধরতে পারবো কি?
১২। **কলম ধরা** (লেখা শুরু করা) - শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হল।
১৩। **ভাত ধরা** (ভাত খাওয়া শুরু করা) - ডাক্তারের নির্দেশে রোগী বর্তমানে ভাত ধরেছে।

লাগা



১। **জোড়া লাগা** (সংলগ্ন হওয়া) - ভাঙ্গা মন জোড়া লাগে না।
২। **ভালো লাগা** (পছন্দ হওয়া) - একই জায়গায় বেশিদিন ভালো লাগে না।
৩। **চমক লাগা** (আশ্চর্যান্বিত হওয়া) - দৃশ্যটি দেখে আমার চমক লেগেছে।
৪। **হাতে লাগা** (হাতে আঘাত পাওয়া) - সাবধানে কাজ করো; নতুবা হাতে লাগবে।
৫। **কাজে লাগা** (শুরু করা) - সম্প্রতি এক নতুন কাজে লেগেছি।
৬। **মন লাগা** (মনোযোগ দেওয়া) - কাজে মন লাগাও।
৭। **ঘাটে লাগা** (ভেড়ান) - জাহাজ ঘাটে লেগেছে।
৮। **অন্তরে লাগা** (দুঃখ পাওয়া) - অমন তিরস্কার করো না; ছেলেটার অন্তরে লাগবে।

Educationblog24.com

৯। নজর লাগা (কুদৃষ্টি লাগা) - রমেশবাবুর বাড়ির প্রতি চোরের নজর লেগেছে।
১০। পিছু লাগা (শত্রুতা করা) - সে আমার পিছু লেগেছে কেন বুঝতে পারছি না।
১১। উঠে পড়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) - উঠে পড়ে লাগো, সংগ্রাম করো, জীবনে জয়ী হতে পারবে।
১২। ভেল্কি লাগা (ধাঁ ধাঁ লাগা) - মন্ত্র আউড়িয়ে লোকের মনে ভেল্কি লাগানোর যুগ চলে গেছে।



দেওয়া

১। **সাড়া দেওয়া** (আহ্বানে জবাব দান) - দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।
২। **জাত দেওয়া** (মান বিনষ্ট করা) - অভাবে পড়ে মেয়েটি জাত দিয়েছে।
৩। **হানা দেওয়া** (আক্রমণ করা) - দেশে শত্রু হানা দিয়েছে।
৪। **কান দেওয়া** (শোনা) - গুজবে কান দিয়ো না।
৫। **তা দেওয়া** (উষ্ণতা দেওয়া) - মুরগি ডিমে তা দিচ্ছে।
৬। **মুখ দেওয়া** (খাওয়া) - বিড়াল দুধে মুখ দিয়েছে।
৭। **টেক্কা দেওয়া** (প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা) - বড় সাহেবের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে টিকতে পারবে?
৮। **ছেড়ে দেওয়া** (মুক্তি দেওয়া) - পাখিটি ছেড়ে দাও।
৯। **কপাট দেওয়া** (বন্ধ করা) - জোরে বাতাস আসছে, কপাট দিয়ে দাও।
১০। **লম্বা দেওয়া** (পালিয়ে যাওয়া) - চোর বমাল লম্বা দিল।

রাখা



১। মান রাখা (সম্মান রাখা) - সুসন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
২। পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) - এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা।
৩। মন রাখা (সন্তুষ্ট করা) - সকলের মন রেখে চলা কঠিন।
৪। কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা) - আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
৫। চোখ রাখা (নজর রাখা) - বাক্সটার প্রতি চোখ রেখো।
৬। মনে রাখা (স্মরণ রাখা) - তোমার কথা মনে রেখেছি। রেখো মা দাসেরে মনে।
৭। নাম রাখা (সম্মান রাখা) - ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
৮। কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা) - শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

Educationblog24.com



ছাড়া

১। **ছেড়ে দেওয়া** (মুক্ত করা) - পাখিটাকে ছেড়ে দাও।

২। **ট্রেন ছাড়া** (যাত্রা করা) - মেইল ট্রেন কয়টায় ছাড়ে?

৩। **আশা ছাড়া** (হতাশা) - ঐ চাকরির আশা ছেড়েছি।

৪। **হাল ছাড়া** (নিরাশ হওয়া) - এত শিগগির হাল ছাড়লে চলবে কী করে?

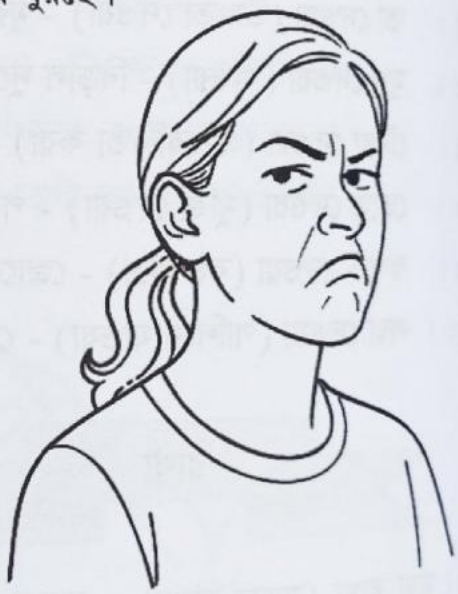
৫। **গলা ছাড়া** (উদাত্ত কণ্ঠ) - গলা ছেড়ে গান গাও।

৬। **চাকরি ছাড়া** (ত্যাগ করা) - সে চাকরি ছেড়েছে।

৭। **জ্বর ছাড়া** (জ্বর থামা) - ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।

৮। **ঘর ছাড়া** (গৃহত্যাগ করা) - ঘর ছেড়ে ছেলেটি পথে পথে ঘুরছে।

নাক

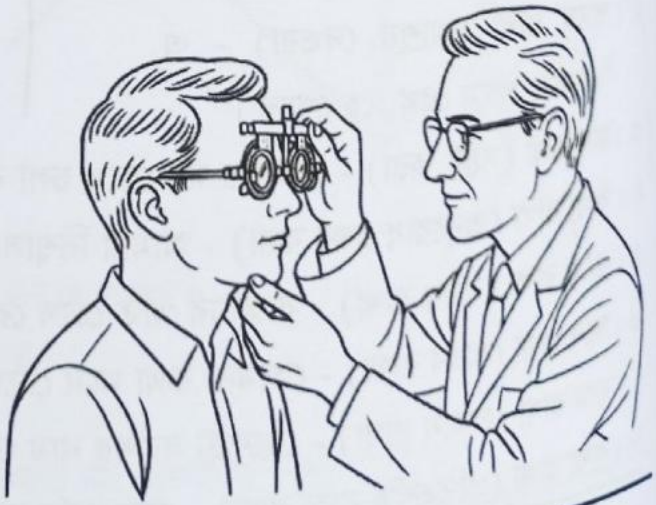


০১। **নাক কাটা** (অপমান করা বা ক্ষতি করা) - তুই এত লোকের সামনে কীভাবে আমার নাক কাটলি?

০২। **নাক সিটকানো** (অবজ্ঞা করা) - তোমার নাক সিটকানো স্বভাব আর গেলো না।

০৩। **নাকে-মুখে** (দ্রুততা) - সকালে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে অফিসে দৌঁড়াতে হয়।

রোগ



০১। **রোগ ধরা** (রোগ নির্ণয়) - ডাক্তারের পক্ষে এ রোগ ধরা কঠিন।

০২। **রোগে ধরা** (রোগাক্রান্ত হওয়া) - ঈদের সময় রোগে ধরায় সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।

Educationblog24.com

শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগে অর্থ-পার্থক্য

১	মুখ দেওয়া (খাওয়া-তুচ্ছার্থে)- মুখে দেওয়া (খাওয়া-সাধারণ অর্থে)-	বিড়ালটা দুধে মুখ দিয়েছে। নাও, সন্দেশটা মুখে দাও।
২	মুখ রাখা (মান রাখা)- মুখে রাখা (আহার করা)-	ছেলেটি ভাইয়ের মুখ রেখেছে। সে লিচুটা মুখে রাখল।
৩	মুখ বন্ধ করা (কথা থামানো) - মুখবন্ধ করা (ভূমিকা করা) -	টাকা দিয়ে সবার মুখ বন্ধ করতে পারি। মুখবন্ধ না করে আসল কথা বলো।
৪	মুখ মারা (প্রথমেই বাধা দেওয়া)- মুখে মারা (১. মুখে আঘাত করা- ২. কথায় আঘাত করা)-	এ প্রস্তাবের আগেই মুখ মেরেছি। ১) মতিন বন্ধুর মুখে ঘুষি মেরেছে। ২) হাতে মারতে হয়না মুখে মারাই যথেষ্ট।
৫	মন রাখা (সন্তুষ্ট রাখা)- মনে রাখা (স্মরণ রাখা)-	বড় সাহেবের মন রাখতে চেষ্টা করো। তোমার কথা আমি মনে রেখেছি।
৬	ভাত মারা (রুজির পথ নষ্ট করা)- ভাতে মারা (উপোস রাখিয়া মারা)-	কারো ভাত মারা উচিত নয়। হাতে না মারলেও ভাতে মেরেছে।
৭	ঘর পাতা (সংসার পাতা)- ঘরে পাতা (গৃহে প্রস্তুত)-	মেয়েটি সুখে ঘর পেতেছে। ঘরে পাতা দই সব সময়ই ভালো।
৮	মাথা রাখা (শয়ন করা)- মাথায় রাখা (শ্রদ্ধা করা)-	বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো। তাঁর মত শিক্ষককে সব ছাত্রই মাথায় রাখে।
৯	গা দেওয়া (মনোযোগ দেওয়া)- গায়ে দেওয়া (পরিধান করা)-	গা দিয়ে কাজ কর; চুপ করে বসে থেকো না। গায়ে কম্বল দিয়ে শুয়ে থাকা ভালো অভ্যাস নয়।
১০	হাত আসা (অভ্যস্ত হওয়া)- হাতে আসা (দখলে আসা)-	অনেক কাজ একই সঙ্গে করলে কোনোটাতে হাত আসে না। জমিটা আমার হাতে এসেছে।
১১	গলা ধরা (গলায় যন্ত্রণা হওয়া)- গলায় ধরা (গলায় হাত দেওয়া)-	ওল খেয়ে আমার গলা ধরেছে। ছেলেকে বেশি আদর দিলে শেষে গলায় ধরবে।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১২	গা তোলা (উঠা)- গায়ে তোলা (পরিধান করা)-	খাবার এসেছে, গা তুলুন। এ কাপড় আমি গায়ে তুলবো না।
১৩	চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)- চোখে দেখা (দেখা)-	ডাক্তার আমার চোখ দেখেছেন। চোখে দেখিস না বুঝি!
১৪	হাত করা (বাধ্য করা)- হাতে করা (গ্রহণ করা)-	চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে। অসদুপায়ের রোজগার আমি হাতে করবো না।
১৫	হাত তোলা (প্রহার করা)- হাতে-তোলা (কৃপার দান)-	গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। কারো হাতে-তোলা খেয়ে আমি জীবন কাটাতে চাই না।
১৬	মন জানা (অন্তর জানা)- মনে জানা (অনুভব করা)-	এতোদিনেও মন জানতে পারোনি। তিনি সবই মনে জেনেছেন।
১৭	গায়ে পড়া (গা স্পর্শ করা)- গায়ে-পড়া (অতি মিশুক)-	থুথু কি তোমার গায়ে পড়েছে? এমন গায়ে-পড়া ছেলে খুব দেখা যায় না।
১৮	গা-সওয়া (অভ্যস্ত)- গায়ে সওয়া (সহ্য হওয়া)-	এর পাগলামি সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে। সাংঘাতিক গরম পড়েছে; গায়ে সয় না।
১৯	মদ ধরা (মদ্যপান আরম্ভ করা)- মদে ধরা (মদে নেশাগ্রস্ত হওয়া)-	লোকটা শেষ পর্যন্ত মদ ধরেছে। তাকে মদে ধরেছে।
২০	টিকে থাকা (অস্তিত্ব বজায় রাখা)- টিকে যাওয়া (সফল হওয়া)-	পড়তার বাজারেও ব্যবসাটি টিকে আছে। প্রবল প্রতিযোগিতার মুখেও সে টিকে গেছে।
২১	পাতা ঝরা (পাতা পতিত হওয়া)- পাতায় ঝরা (পাতার উপর ঝরে পড়া)-	গাছটার শুকনো পাতাগুলো ঝরছে। পাতায় ঝরা শিশির বিন্দু চকচক করছে।
২২	নরম (কোমল)- নরম নরম (মুখরোচক)-	লোকটি নরম মেজাজের। লিমন নরম নরম কথা বলে; আসলে সে একটা পাষণ্ড।

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

০১. কোনটির অর্থ পক্ব অর্থে প্রকাশ পায়? *[২৬ তম বিসিএস]*
ক. পাকা বাড়ি খ. পাকা রং গ. পাকা কাজ ঘ. পাকা আম — ০১. ঘ

০২. 'কার মাথায় হাত বুলিয়েছ'-এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ- *[২৪ তম বিসিএস]*
ক. স্বভাব নষ্ট করা খ. স্পর্ধা বাড়া গ. ফাঁকি দেওয়া ঘ. কোনো উপায়ে — ০২. গ

০৩. 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা'-এখানে 'মুখ' বলতে কী বোঝাচ্ছে? *[২১তম বিসিএস]*
ক. অনুভূতি খ. গালি গ. প্রত্যঙ্গ ঘ. শক্তি — ০৩. ঘ

০৪. কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত? *[১৪ ও ১০তম বিসিএস]*
ক. তিনিই সমাজের মাথা খ. মাথা খাটিয়ে কাজ করবে
গ. লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল ঘ. মাথা নেই তার মাথা ব্যথা — ০৪. খ

PSC & Other MCQ Solution

০৫. 'বর্ষার রূপ ভারি মনোমুগ্ধকর' - এখানে 'ভারি' শব্দটি কী অর্থে - *[কারিগরি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড); সহকারী পরিচালক - ২০২৫]*
ক. খুব খ. বেশি ওজন গ. ভারহীন ঘ. বেশি — ০৫. ক
ব্যাখ্যা: এখানে 'ভারি' শব্দটি কোনো কিছুর ওজন বোঝায় না; বরং 'খুব' বা 'অত্যন্ত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

০৬. 'হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে দিও না' - বাক্যটিতে 'পা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস; নিরাপত্তা প্রহরী - ২০২৫]*
ক. অবজ্ঞা করা খ. নিচে ফেলা গ. অপমান করা ঘ. চাটুকার — ০৬. ক

০৭. 'টাকাটা ধার দিয়ে তুমি আবার মুখ রেখেছো' - এ বাক্যে 'মুখ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক - ২০২৪]*
ক. সুনাম খ. প্রত্যঙ্গ বিশেষ গ. মূল্য ঘ. সম্মান — ০৭. ঘ

০৮. কোন বাক্যে 'কথা' শব্দটি তুলনা অর্থে ব্যবহৃত? *[জনতা ব্যাংক লিমিটেড; অফিসার ২০২৩]*
ক. সেঁজুতির সাথে আমার কথা নাই। খ. লোকটির যেই কথা সেই কাজ।
গ. আমাদের পাড়ায় একটি স্কুল খোলার কথা চলছে।
ঘ. তুমি ধনীর ছেলে, তোমার সাথে কার কথা। — ০৮. ঘ

০৯. নিচের কোনটি 'দুর্বল' অর্থের প্রকাশক? *[জনতা ব্যাংক লি. অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ২০১৫]*
ক. কাঁচা ঘুম খ. কাঁচা বয়স গ. অঙ্কে কাঁচা ঘ. কাঁচা রাস্তা — ০৯. গ

১০. 'সে তোমার মাথা খেয়েছে। এ বাক্যে মাথা খাওয়ার অর্থ কী? *[শিক্ষা অধিদপ্তরে চিফ ইন্সট্রাক্টর ২০০৩]*
ক. মস্তক কামড়ে খাওয়া খ. সর্বনাশ করা গ. পাগলামি করা ঘ. মাথায় আঘাত করা — ১০. খ

১১. 'তিনি এ গ্রামের মাথা।' এ বাক্যে 'মাথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? *[দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক ২০০১]*
ক. মস্তক খ. প্রধান গ. সাধু ঘ. সৎ — ১১. খ

১২. নিচের কোন শব্দটি 'রোগ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ২০১১]*
ক. মাথা ব্যথা খ. মাথা ঘামান গ. মাথা ধরা ঘ. মাথা দেয়া — ১২. গ

১৩. 'পা চালাও' বলতে বোঝায়- *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সাইফার অফিসার: ৯৯]*
ক. লাথি মারো খ. দ্রুত চলো গ. পায়ের কাজ করো ঘ. পা কাজে লাগাও — ১৩. খ

১৪. কোন বাক্যে 'বড়' শব্দটি 'ধনী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ: ২০০০]*
ক. সেলিম সাহেব একজন বড়লোক খ. সেলিম সাহেব বড় ঘরে বিয়ে করেছেন
গ. সেলিম সাহেব বড় মনের অধিকারী ঘ. সেলিম সাহেব বড় ভাল মানুষ — ১৪. ক

Educationblog24.com

১৫. কোন বাক্যে 'পা' শব্দটি অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত? *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সুপারভাইজার: ২০১২]* ১৫. গ
ক. ভাই, কারো পায়ে ধরো না খ. বড় সাহেবের পায়ে তেল দিয়ে সে প্রমোশন পেল
গ. হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না ঘ. উপোস করবো তবু কারো পা চাটবো না

১৬. নিচের কোনটি 'দ্রুততা'র বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ ঘটেছে- *[রূপালী ব্যাংক লি. জুনিয়র অফিসার : ২০১৩]* ১৬. গ
ক. নাকে খত খ. নাক গলাতে গ. নাকে-মুখে ঘ. নাক কেটে

১৭. 'এত অল্প টাকায় মাস চলবে না' এই 'চলা' কোন অর্থ প্রকাশ করেছে? *[বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার: ২০০১]* ১৭. ক
ক. সংকুলান হওয়া খ. প্রচলিত হওয়া গ. অবলম্বন করা ঘ. সময় দেওয়া

১৮. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চাও? এখানে 'নাক' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* ১৮. ঘ
ক. নাসিকা খ. লজ্জাজনক শাস্তি গ. অবজ্ঞা করা ঘ. ক্ষতি স্বীকার

১৯. 'কানে তোলা' বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ কী? *[উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার: ১৯৯৯]* ১৯. ক
ক. কোনো কথা উত্থাপন করা খ. কান ধরে তোলা
গ. কান পেতে শোনা ঘ. কুমন্ত্রণা দেওয়া

২০. 'দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো কথা নেই।' এখানে 'কথা' শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে? *[পূবালি ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার- ২০১৯]* ২০. গ
ক. গল্প খ. তর্ক গ. অসদ্ভাব ঘ. পরামর্শ

২১. 'চাল নেই, চুলো নেই, মুখে বড় কথা।' এখানে 'চাল' শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে? *[পূবালী ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার ২০১৯]* ২১. খ
ক. ফন্দি খ. আশ্রয় গ. ব্যবহার ঘ. গুণ

২২. 'দিন যায় কথা থাকে' এখানে 'যায়' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[প্রাথমিক সহকারী সহকারী শিক্ষক: ১৯]* ২২. ঘ
ক. বলা খ. ধারাবাহিকতা গ. গমন ঘ. অতিবাহিত

২৩. 'কর্মভোগ' এড়ানো যায় না- এখানে কর্ম কোন অর্থ প্রকাশ করে? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৯]* ২৩. খ
ক. কর্তব্য খ. কৃতকর্ম গ. কপাল ঘ. অনুষ্ঠান

২৪. 'রি রি করা' দিয়ে কী প্রকাশ পায়? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২০১৯]* ২৪. গ
ক. কড়া মেজাজ খ. তীব্র মেজাজ গ. তীব্র ক্রোধ ঘ. তীব্র ব্যথা

২৫. 'কার্যে বিরতি' অর্থে কোন বাগধারাটি প্রযোজ্য? *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২২]* ২৫. খ
ক. হাত করা খ. হাত গুটান গ. হাত থাকা ঘ. হাত আসা

২৬. 'নিখাদ' অর্থে 'কাঁচা' শব্দের ব্যবহার কোনটি? *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান সহকারী: ২০২১]* ২৬. ঘ
ক. কাঁচা ইট খ. কাঁচা চুল গ. কাঁচা কথা ঘ. কাঁচা সোনা

২৭. 'মাথা খাও, পত্র দিতে ভুলো না'- এখানে 'মাথা খাওয়ার' অর্থ কী? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা: ২০২২]* ২৭. ঘ
ক. আস্কারা পাওয়া খ. জ্ঞান দেয়া গ. অঙ্গ বিশেষ ঘ. দিব্যি দেয়া

২৮. শব্দের আভিধানিক অর্থকে কী বলে? *[নির্বাচন কমিশনের কম্পিউটার অপারেটর: ২০২৩]* ২৮. খ
ক. লক্ষ্যার্থ খ. বাচ্যার্থ গ. সরলার্থ ঘ. গৌণার্থ

২৯. 'আমগুলো এখনো কাঁচা।' এখানে 'কাঁচা' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[কারা অধিদপ্তরের কারারক্ষী: ২০২৩]* ২৯. ক
ক. অপক্ব খ. অসিদ্ধ গ. অপটু ঘ. অস্থায়ী

৩০. কোন বাক্যে 'ছাড়া' শব্দটি ত্যাগ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[পরিসংখ্যান ব্যুরোর কম্পিউটার কর্মকর্তা: ১৯৯৫]* ৩০. খ
ক. আমি ভাই হাল ছেড়ে দিয়েছি খ. ঝগড়া করে শিকদার সাহেব চাকুরী ছেড়েছেন
গ. নাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে ঘ. ঝর্ণা গলা ছেড়ে গান গাইছে

Educationblog24.com

৩১. 'সাহায্যের অভাবে স্কুলটি উঠে গেছে।' বাক্যে 'উঠে' শব্দের অর্থ- *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ২০০৩]*
ক. ভেঙে পড়া খ. বন্ধ হওয়া গ. স্থানান্তরিত হওয়া ঘ. উন্নতি করা
৩১. খ

৩২. "অঞ্চল" শব্দটি শাড়ি পড়া না বুঝিয়ে "এলাকা" বুঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়? *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা - ২০২২]*
ক. অর্থ বদল খ. অর্থের উন্নতি গ. অর্থপ্রসার ঘ. অর্থের সংকোচন
৩২. গ

৩৩. বাক্যে 'তুর্কি নাচন' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় C ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. হুলুস্থুল অবস্থা খ. জটপাকানো
গ. সাংঘাতিক ঘটনা ঘ. লুকোচুরি
ব্যাখ্যা: তুর্কি নাচন - নাজেহাল অবস্থা বা বিশৃঙ্খলা।
৩৩. ক

৩৪. 'হাত গুটিয়ে বসে আছো কেন?' - বাক্যে 'হাত' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০২১]*
A. আয়ত্তে আনা B. হস্তচ্যুত হওয়া C. কার্যে বিরতি D. দক্ষতা
৩৪. C

৩৫. 'মুখ তোলা' বাক্যাংশের অর্থ কী? *[দুদক এর উপ-সহকারী পরিচালক ২০২০]*
A. নিজের মুখ উপরে তোলা B. অন্যের মুখ তুলে ধরা
C. নষ্ট করা D. প্রসন্ন হওয়া
৩৫. D

৩৬. 'হাত' শব্দটি উদ্ধৃত কোন বাক্যে দক্ষতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর ২০১৮]*
A. লোকটির হাতটান আছে। B. তার লেখার হাত আছে।
C. পরের কাছে হাত পেত না। D. করিম রহিমের ডান হাত।
৩৬. B

৩৭. 'ঐ চাকরীর আশা ছেড়েছি'—কোন অর্থ প্রকাশ পায়? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৭]*
A. মুক্ত করা B. ত্যাগ করা C. বিরাগ D. হতাশা
৩৭. D

৩৮. 'শ্রীঘর'-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ কী? *[স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক ২০১৩]*
A. সুদৃশ্য ঘর B. বৈঠকখানা C. জেলখানা D. সরাইখানা
৩৮. C

৩৯. 'এই ব্যাপারে তোমার হাত নাই' এখানে 'হাত' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ২০১১]*
A. যশ B. কর্তৃত্ব C. জ্ঞান D. অভিজ্ঞতা
৩৯. B

৪০. 'ডাক্তার সাহেবের হাতযশ ভালো' এ বাক্যে 'হাত' ব্যবহৃত হয়েছে: *[বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকতা ২০০৯]*
A. অধিকার অর্থে B. বশ অর্থে C. অভ্যাস অর্থে D. নিপুণতা অর্থে
৪০. D

৪১. 'টাকাটা ধার দিয়ে তুমি আমার মুখ রেখেছ'-এ বাক্যে 'মুখ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক / উচ্চমান সহকারী / অডিটর/ সুপারভাইজার ২০০৯]*
A. আধিপত্য B. সুনাম C. মূল্য D. সম্মান
৪১. D

৪২. নিচের কোন শব্দটি 'দক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[৮ম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১২]*
A. পাকা আম খেতে মিষ্টি B. ছেলেটি অঙ্কে পাকা
C. পাকা সোনায় খাদ থাকে না D. শাড়িটির রং পাকা
৪২. B

৪৩. 'মাথা খাও, ভুলিও না খেয়ো মনে করে' –'মাথা খাও' বলতে- *[সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০১০]*
A. মাথা খাওয়া B. মাথা ধরা C. মাথার দিব্যি D. মাথা ব্যথা
৪৩. C

৪৪. 'নদীটি উত্তর মুখে প্রবাহিত' এখানে 'মুখ' কোন অর্থ প্রকাশ করে? *[হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (CGA), পদ: অফিস সহায়ক, ২০২২]*
ক. প্রত্যঙ্গ খ. দিক গ. তিরস্কার ঘ. মর্যাদা
৪৪. খ

Educationblog24.com

৪৫. 'ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা' এখানে 'কুস্তি' কী অর্থ প্রকাশ করেছে? *[রাবি A ইউনিট - ২০২১-২২]*
ক. ছায়াবাজি খ. মরীচিকার অনুসন্ধান গ. ছায়ার মায়া ঘ. মল্লযুদ্ধ
৪৫. ঘ

University MCQ Solution

৪৬. 'মাথামোটা' শব্দের বিশেষ অর্থ কোনটি? *[চবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. সূক্ষ্মবুদ্ধি খ. স্থূলবুদ্ধি গ. দুর্বুদ্ধি ঘ. চিন্তাশীল
৪৬. খ

৪৭. 'হাত দেওয়া'-র বিশেষ অর্থ কী? *[চবি খ-১ উপ-ইউনিট ২০২৩-২৪]*
ক. খাওয়া খ. আরম্ভ করা গ. নষ্ট করা ঘ. হস্তক্ষেপ করা
ব্যাখ্যা: হাত দেওয়া অর্থ আরম্ভ করা বা কাজে লাগান। ছিনিমিনি খেলা - নষ্ট করা। থাবা দেওয়া - হস্তক্ষেপ করা।
৪৭. খ

৪৮. "এ ছেলে বংশের মুখ রক্ষা করবে" এর সঠিক অর্থ হলো? *[GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B - ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]*
A. বংশবৃদ্ধি করবে B. সম্মান বাঁচানো C. অনুগ্রহ করা D. বংশের অসম্মান করা
৪৮. B

৪৯. 'সামান্য বা 'ঈষৎ' অর্থে কোনটি ব্যবহৃত হয়? *[জাবি ই ইউনিট ২০১৬-১৭]*
A. শীত শীত ভাব B. বস্তা বস্তা সার
C. হাঁটতে হাঁটতে যায় D. দোকান টোকান দাও
৪৯. A

৫০. 'চোখ খোলা রাখা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? *[চবি 'ডি' ইউনিট ২০১৬-১৭]*
A. সতর্ক থাকা B. ভালোভাবে তাকানো C. জেগে থাকা D. প্রার্থনা করা
৫০. A

৫১. 'ভয়ে তার গা ছমছম করছে'-এখানে 'ছমছম' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[রাবি 'I' ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. ভাবের গভীরতা B. অনুভূতি C. তীব্রতা D. স্বল্পকাল স্থায়ী
৫১. B

৫২. কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়? *[ইবি 'B' ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. তিনি সমাজের মাথা B. মাথা খাটিয়ে কাজ কর
C. লজ্জায় মাথা কাটা গেল D. মাথা নেই তার মাথা কাটা
৫২. B

৫৩. যারে সইতে নারি তার চলন বাঁকা। বাক্যে 'নারি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? *[ইবি 'H' ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. স্ত্রীলোক অর্থে B. স্ত্রীজাতি অর্থে C. সক্ষম অর্থে D. না পারি অর্থে
৫৩. D

৫৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' অর্থ- *[জাককানইবি 'ক' ইউনিট ২০১৫-১৬]*
A. ঔদ্ধত্য B. প্রতিবাদ C. জাগরণ D. যৌবন
৫৪. D

৫৫. কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত? *[ইবি B ২০১৫-১৬]*
A. তিনি সমাজের মাথা B. মাথা খাটিয়ে কাজ কর
C. লজ্জায় মাথা কাটা গেল D. মাথা নেই তার মাথা কাটা
৫৫. B

৫৬. 'নদীটি উত্তর মুখে প্রবাহিত ' এখানে 'মুখ' কোন অর্থ প্রকাশ করেছে? *[ইবি C ২০১৫-১৬]*
A. প্রত্যঙ্গ বিশেষ B. মর্যাদা C. দিক D. চাক্ষুষ
৫৬. C

৫৭. 'বুঝি না বাপু এ তোমার কেমন ধারা। এখানে 'ধারা' অর্থ *[ববি B ২০১৫-১৬]*
A. বর্ষণ B. আইন C. আচরণ D. ঝুঁকি
৫৭. C

৫৮. 'কার মাথায় হাত বুলিয়েছ' - এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ কী? *[রাবি ২০০৯-১০]*
A. স্বভাব নষ্ট করা B. স্পর্ধা বাড়া C. ফাঁকি দেয়া D. কোনো উপায়
৫৮. C

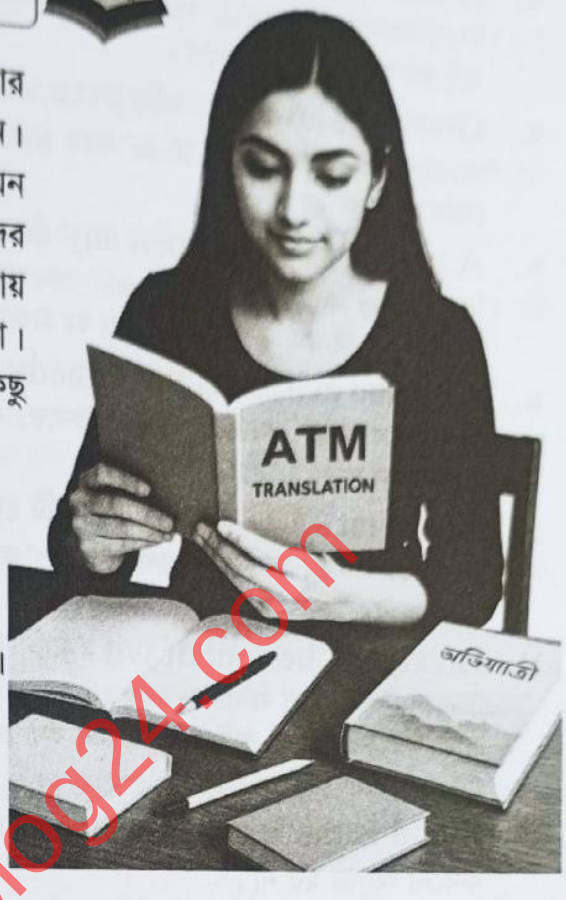
৫৯. "আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া" এখানে লাল শব্দের অর্থ কী? *[চবি ঘ ২০০৩-০৪]*
A. লাল রঙ B. রক্ত C. সন্তান D. লালিত্য
৫৯. B

৬০. 'চিনে জোঁক' বিশিষ্টার্থে বোঝায় - *[ঢাবি ক ২০০৪-০৫]*
A. লোভী B. নিষ্ঠুর C. স্বার্থপর D. নাছোড়বান্দা
৬০. D

Educationblog24.com

Translation

একদিকে ঝড়ের গতিতে পড়ে যাচ্ছেন আর আরেকদিকে ঠিক একইভাবে ভুলেও যাচ্ছেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে এমন সমস্যায় পড়েননি এমন মানুষ খুব কমই আছে। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের এই একটি বিষয় নিয়ে হা-হুতাশ করতে শোনা যায় যে, তারা পড়া পড়ে মনে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রে আপনাদের এই হা-হুতাশ দূর করতে কিছু টিপস প্রদান করা হল।



১. পড়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন।
২. নোট করে করে পড়ুন।
৩. যা পড়ছেন তা কল্পনা করার চেষ্টা করুন।
৪. একটু ব্যতিক্রম ঘটনায় বাড়তি মনোযোগ দিন।
৫. অনুশীলন করুন।
৬. পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম নিন।

আশা করি এই ব্যাপারগুলো মেনে চললে পড়ালেখা করার চেষ্টায় অনেকটা উন্নতি হবে।

বঙ্গানুবাদে বিশেষ করে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের ইংরেজি বাক্য নির্ণয় পরীক্ষায় বেশি আসে। এখানে প্রথমে কেবল প্রবাদ-প্রবচনগুলি দেওয়া হয়েছে। এগুলো বারবার পড়ার উপর রাখবেন এবং মনে রাখার চেষ্টা করবেন। তারপর MCQ তে যতগুলো প্রশ্ন আছে, সেগুলো বারবার অনুশীলন করবেন আর তাহলেই বুঝবেন, যে কীভাবে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

নিচের Translation গুলো অবশ্যই মুখস্থ করে নিবেন

১. Out of sight, out of mind - চোখের আড়াল, মনের আড়াল।
'Sight' মানে চোখে দেখা, 'Mind' মানে মনে রাখা। না দেখলে ধীরে ধীরে মনে থেকেও মুছে যায়। তাই চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল।

২. A man is known by the company he keeps - সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়।
'Company' মানে সঙ্গ, 'Keeps' মানে যাদের সাথে মিশে। যার সঙ্গ যেমন, তার চরিত্রও তেমন। তাই সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়।

৩. Many a little makes a mickle - দশের লাঠি একের বোঝা/ রাই কুড়িয়ে বেল। বিন্দু থেকে সিন্ধুর সৃষ্টি হয়।
'Little' মানে অল্প, 'Mickle' মানে অনেক। ছোট ছোট জিনিস যোগ হয়ে বড় কিছু হয়। তাই বিন্দু জমে জমে সিন্ধুর সৃষ্টি হয়।

৪. A jest driven hard, loses its point - লেবু কচলালে তেতো হয়।
'Jest' মানে রসিকতা, 'Driven hard' মানে অতিরিক্ত চাপানো। মজা যদি বাড়াবাড়ি করা হয় তবে তা আর মজা থাকে না। তাই লেবু কচলালে তেতো হয়।

৫. Like priest, like pupil - যেমন কুকুর, তেমন মুগুর। যেমন গুরু তেমন চেলা।
'Priest' মানে গুরু, 'Pupil' মানে শিষ্য। গুরু যেমন শেখায়, শিষ্যও তেমন হয়। তাই যেমন গুরু তেমন চেলা।

Educationblog24.com

৬. A bolt from the blue - বিনা মেঘে বজ্রপাত। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।
'Bolt' মানে বজ্রপাত, 'Blue' মানে আকাশ। পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ বজ্রপাতের মতো ঘটনা ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। তাই বলা হয় বিনা মেঘে বজ্রপাত।

৭. Grasp all, lose all - অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
'Grasp' মানে ধরতে চাওয়া, 'Lose' মানে হারানো। সবকিছু একসাথে ধরতে গেলে কিছুই থাকে না। তাই অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হয়।

৮. A golden key can open any door - টাকায় বাঘের দুধ মেলে।
'Golden key' রূপক অর্থে টাকা, 'Door' মানে সুযোগের পথ। টাকার জোরে যেমন সব দরজা খোলা যায়, তেমনি যে কোনো দুর্লভ বস্তুও পাওয়া যায়। তাই বলা হয় টাকায় বাঘের দুধও মেলে।

৯. As is the evil, so is the remedy - যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।
'Evil' মানে সমস্যা, 'Remedy' মানে প্রতিকার। সমস্যা যেমন ভয়ংকর, প্রতিকারও তেমন হতে হবে। তাই যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

১০. Tit for tat - ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
'Tit' মানে আঘাত, 'Tat' মানে পাল্টা আঘাত। আঘাত করলে সমান প্রতিশোধ বা পালটা আঘাত আসে। তাই ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।

১১. Brevity is the soul of wit - মানিকের খানিক ভালো।
Brevity - সংক্ষিপ্ততা বা সংক্ষিপ্তভাবে বলা, soul of wit - বুদ্ধিমত্তার মূল বা প্রাণ। অর্থাৎ, বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করতে গেলে দীর্ঘ কথার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানময় কথা বেশি কার্যকর। বাংলা প্রবাদ 'মানিকের খানিক ভালো' একই ভাব প্রকাশ করে।

১২. Blood is thicker than water - রক্তের টান বড় টান / আপনার জন সতত আপন। পর কখনো আপন হয় না।
'Blood' মানে আত্মীয়তার সম্পর্ক, 'Water' মানে বাইরের সম্পর্ক। রক্তের টান সব সম্পর্কের চেয়ে গভীর। তাই বলা হয় রক্তের টান বড় টান।

১৩. A burnt child dreads the fire / Once bitten, twice shy - ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।
'Burnt' মানে পোড়া, 'Dreads' মানে ভয় পাওয়া। আগের ক্ষতির অভিজ্ঞতায় নিরাপদ জিনিসেও ভয় পাওয়া। তাই দুধে দগ্ধ ছাছও ফুঁকে খায়।
'Bitten' মানে কামড় খাওয়া, 'Shy' মানে ভয় পাওয়া। একবার ক্ষতি হলে আবারও ভয় থেকে যায়। তাই ঘর পোড়া গরু সামান্য মেঘেও ভয় পায়।

১৪. Man is the architect of his own fate - মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে।
'Architect' মানে স্থপতি, 'Fate' মানে ভাগ্য। নিজের কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজের ভাগ্য তৈরি করে। তাই মানুষই নিজের ভাগ্যের নির্মাতা।

১৫. A scalded dog fears cold water - চুন খেয়ে গাল পোড়ে, দই দেখলে ভয় করে।
'Scalded' মানে পোড়া, 'Cold water' মানে নিরীহ জিনিস। আগের অভিজ্ঞতায় পোড়া প্রাণী নিরাপদ জিনিসেও ভয় পায়। তাই চুন খেয়ে গাল পোড়লে দইতেও ভয় হয়।

১৬. Give someone an inch and they'll take a mile / Give him an inch and he'll take an ell - বসতে দিলে শুতে চায়।
এখানে inch মানে সামান্য সুযোগ আর mile/ell মানে সেই সামান্য সুযোগকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নেওয়া। তাই বলা হয়, একটু ছাড় দিলে মানুষ আরো সুযোগ চায়। বাংলায় বলা হয়– বসতে দিলে শুতে চায়।

১৭. The ruins of greatness are great - হাতি বাঁচলেও লাখ টাকা, মরলেও লাখ টাকা।
Ruins of greatness বলতে বোঝাচ্ছে, বড় কিছুর পতন হলেও সেটি ছোট হয় না। যেমন - হাতি জীবিত থাকুক বা মৃত, তার দাম সবসময় বিশাল। তাই ইংরেজি প্রবাদ আর বাংলার মধ্যে সরাসরি মিল আছে।

Educationblog24.com

১৮. A wearer knows where the shoe pinches - যার জ্বালা সেই জানে।
'Wearer' মানে যে জুতো পরে, 'Pinches' মানে চাপে কষ্ট পাওয়া, যা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। তাই বলা হয় যার জ্বালা সেই জানে।

১৯. Uneasy lies the head that wears a crown - মুকুট পরা মাথা স্বস্তিতে থাকে না।
এখানে crown মানে রাজত্ব আর uneasy মানে অশান্তি। রাজত্ব মানেই দায়িত্ব আর চিন্তা। তাই বলা হয়- মুকুট পরা মাথায় কখনোই শান্তি নেই, মুকুট পরা মাথা স্বস্তিতে থাকে না।

২০. Better late than never - একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো।
'Late' মানে দেরি, 'Never' মানে না হওয়া। কিছু দেরিতে হলেও ঘটুক, না ঘটার চেয়ে দেরিতে ঘটা ভালো। তাই একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো।

২১. To err is human - মানুষ মাত্রই ভুল হয়। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।
Err মানে ভুল করা। মানুষ স্বভাবতই ভুল করে, এটা মানবীয় গুণ। তাই ইংরেজির মতোই বাংলায় চলে এসেছে- মানুষ মাত্রই ভুল হয়। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম' - এই প্রবাদটির অর্থ হলো মুনিদেরও মতিভ্রম বা বুদ্ধিভ্রম হয়।

২২. None but a fool is always right - মানুষ মাত্রই ভুল হয়।
None but - ছাড়া আর কেউ নয়, a fool - মূর্খ, always right - সবসময় ঠিক। মানে দাঁড়ায় - শুধু মূর্খই ভাবে সে কখনো ভুল করে না; আসলে মানুষ মাত্রই ভুল হয়।

২৩. Two heads are better than one - একার বুদ্ধির চেয়ে দশের বুদ্ধি বেশি কার্যকর।
এখানে two heads মানে একাধিক মানুষের চিন্তা, যা একজনের থেকে বেশি কার্যকর। তাই বাংলায় চলে আসে - একার বুদ্ধির চেয়ে দশের বুদ্ধি বেশি কার্যকর।

২৪. A beggar can never be a bankrupt - মাথা নেই তার মাথাব্যথা।
A beggar - ভিখারি, যার কিছুই নেই; bankrupt - দেউলিয়া, মানে যার সম্পদ হারিয়েছে। ভিখারির তো সম্পদই নেই, তাই সে কখনো দেউলিয়া হতে পারে না। বাংলায়ও একইভাবে বলা হয় - যার মাথাই নেই, তার আবার মাথাব্যথা কী!

২৫. Like cures like / To set a thief to catch a thief - কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা/ বিষে বিষক্ষয়।
Like cures like মানে একই ধরনের জিনিস দিয়ে একই সমস্যার সমাধান করা। যেমন চোর ধরতে চোরকেই কাজে লাগানো যায়। বাংলায় এই একই ভাব - কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বা বিষে বিষক্ষয়। Set a thief - চোরকে কাজে লাগানো, to catch a thief - আরেক চোরকে ধরতে। মানে হলো - যেমনকে তেমন দিয়ে মোকাবিলা করা যায়। বাংলায়ও এই ভাবেই বলা হয় - কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বা বিষে বিষক্ষয়।

২৬. Nero fiddles while Rome Burns / One man's meat is another man's poison - কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।
Nero fiddles মানে নেরো আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে, while Rome burns - যখন পুরো শহর জ্বলছে। আবার meat মানে কারো জন্য ভালো খাবার, poison মানে অন্যের জন্য ক্ষতি। তাই একদিকে কারো আনন্দ, অন্যদিকে কারো সর্বনাশ - বাংলায় যাকে বলে 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।'

২৭. To rob peter to pay paul - গরু মেরে জুতা দান।
To rob Peter - পিটার থেকে কিছু নেওয়া বা চুরি করা, to pay Paul - সেই নেওয়া জিনিস দিয়ে পলকে দেওয়া। মানে - এক জায়গার ক্ষতি করে অন্য জায়গায় সাময়িক উপকার করা; বাংলায় যাকে বলে 'গরু মেরে জুতা দান', বড় ক্ষতি করে সামান্য লাভ বা উপকার করা।

২৮. Every dog has his day - সৌভাগ্য কারো চিরস্থায়ী নয়।
Every dog - এমনকি সাধারণ কুকুরও, has his day - একদিন না একদিন সুযোগ পায়। অর্থাৎ সবারই ভাগ্য জাগে তবে তা স্থায়ী নয়। তাই বাংলায় বলা হয় - সৌভাগ্য কারো স্থায়ী নয়।

২৯. Even the walls have ears - দেয়ালেরও কান আছে।
Walls মানে দেয়াল, ears মানে কান। মানে যেটা তুমি গোপনে বলছো, তা চারপাশের কেউ শুনতে পারে। তাই বাংলায় বলা হয় - দেয়ালেরও কান আছে।

Educationblog24.com

৩০. Let the sleeping dogs lie - কাঁদা ঘেটো না।

Sleeping dogs মানে ঘুমন্ত কুকুর, *lie* মানে শান্ত থাকা। তাদের জাগালে বিপদ হবে। তাই যেমন কাঁদা ঘাটলে নোংরা হয়, তেমনি পুরনো ঝামেলা নাড়ালে ঝামেলাই বাড়বে।

৩১. Empty vessels sound Much / Barking dogs seldom bite / Much cry and little water - যত গর্জে তত বর্ষে না।

Empty vessels মানে ফাঁকা হাঁড়ি, বেশি শব্দ করে। *Barking dogs* - ঘেউ ঘেউ করা কুকুর, *seldom bite* - কামড়ায় না। *Much cry, little water* - অনেক হইচই, আসলে ফল কম। তাই এসব প্রবাদের অর্থ - যত গর্জে তত বর্ষে না।

৩২. Silence is golden - বোবার শত্রু নাই।

Silence - নীরবতা, *golden* - মূল্যবান বা অমূল্য। মানে - চুপ থাকা নিরাপদ ও মূল্যবান, কারণ অযথা কথা বা আক্ষেপ ঝামেলা ডেকে আনে। বাংলায়ও একইভাবে ধরা হয় - বোবার শত্রু নাই, অর্থাৎ নীরবতা সবসময় রক্ষা করে।

৩৩. Nothing succeeds like success - জলেই জল বাঁধে।

Nothing - কিছুই নয়, *succeeds* - সফল হয়, *like success* - সাফল্যের মতো। অর্থাৎ, কোনো কাজ তখনই সবচেয়ে কার্যকর হয় যখন তা ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে; সফলতা নতুন সুযোগ ও সফলতার দরজা খুলে। বাংলায় মিলেছে - 'জলেই জল বাঁধে', অর্থাৎ সাফল্য স্বয়ং আরও সাফল্য ডেকে আনে।

৩৪. Desperate diseases require desperate remedies / As is the evil, so is the remedy - যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

Desperate diseases - মারাত্মক বা নিয়ন্ত্রণহীন রোগ, *require desperate remedies* - তার জন্য প্রয়োজন বড় বা শক্ত প্রতিকার। *As is the evil* - সমস্যা যেমন খারাপ, *so is the remedy* - প্রতিকারও তেমনি শক্ত ও কঠোর হতে হবে। অর্থাৎ, বড় সমস্যা বা বিপদ মোকাবিলা করতে হলে তার সমাধানও যথাযথভাবে শক্তিশালী ও কার্যকর হতে হবে। যা 'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল' (যেমন বুনো ওল খুব কটু বা গলা চুলকায়, তেমনি বাঘা তেঁতুলও খুব টক; অর্থাৎ দুটিই সমানভাবে খারাপ) প্রবাদকে নির্দেশ করে।

৩৫. Wisdom goes by learning but not by years - বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

'*Wisdom*' মানে প্রজ্ঞা, '*Learning*' মানে শিক্ষা। বয়স নয়, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়েই মানুষ বুদ্ধিমান হয়। তাই জ্ঞান শিক্ষায় আসে, বয়সে নয়।

৩৬. Self-preservation is the first law of nature / Every man is for himself - চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

'*Self-preservation*' মানে নিজের প্রাণ রক্ষা। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জীব প্রথমে নিজের সুরক্ষা চায়। তাই নিজের প্রাণ রক্ষা প্রথম নীতি। *Every man* - প্রত্যেক মানুষ, *is for himself* - নিজে নিজেকে আগে দেখে। অর্থাৎ মানুষ প্রাথমিকভাবে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে। বাংলার প্রবাদ 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' একই ভাব প্রকাশ করে। - প্রত্যেকেই আগে নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থকেই গুরুত্ব দেয়।

৩৭. Knowledge is power - জ্ঞানই বল। জ্ঞানই শক্তি।

'*Knowledge*' মানে জ্ঞান, '*Power*' মানে শক্তি। সঠিক জ্ঞান থাকলে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম। তাই জ্ঞানই শক্তি।

৩৮. Prevention is better than cure - প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।

'*Prevention*' মানে আগেভাগে রোধ, '*Cure*' মানে পরে চিকিৎসা। সমস্যা হওয়ার আগে প্রতিরোধ করা সবসময় ভালো। তাই প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।

৩৯. What is lotted cannot be blotted - ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন।

What is lotted - যা ভাগ্যে লেখা, *cannot be blotted* - তা মুছে ফেলা যায় না। অর্থাৎ ভাগ্যে যা ঠিক আছে, সেটি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বাংলার প্রবাদ 'ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন' একইভাবে বোঝায় - যার ভাগ্য লিখিত, তা কেউ বদলাতে পারে না।

৪০. Slow and steady wins the race - ধীর ও স্থির ব্যক্তিই জয়লাভ করেন।

'*Slow*' মানে ধীর, '*Steady*' মানে স্থির। ধারাবাহিক পরিশ্রমী মানুষ শেষ পর্যন্ত সফল হয়। তাই ধীরে চললে জয় নিশ্চিত।

Educationblog24.com

৪১. Handsome is what handsome does - রূপে কালো গুণে আলো। চেহারা নয় কর্মই আসল।
'Handsome' মানে চেহারা নয়, 'Does' মানে কাজ। প্রকৃত সৌন্দর্য মানুষের কাজ ও আচরণে প্রতিফলিত হয়। তাই রূপে কালো গুণে আলো। চেহারা নয় কর্মই আসল।

৪২. It's easy to say, but difficult to do - বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন।
Easy to say - মুখে বলা সহজ, difficult to do - কাজে করা কঠিন। বাংলায়ও বলা হয়- বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন।

৪৩. A bird in the hand is worth two in the bush - হস্তগত অল্পও ভালো, পরহস্তগত অধিক কিছু নয়।
A bird in the hand - হাতে থাকা পাখি, যা নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে। Two in the bush - জঙ্গলে থাকা দুই পাখি, যা সম্ভাবনা মাত্র। অর্থাৎ নিশ্চিত ও হাতে থাকা কিছুই অজানা বা দূরের সম্ভাবনার চেয়ে বেশি মূল্যবান। বাংলার প্রবাদ 'হস্তগত অল্পও ভালো, পরহস্তগত অধিক কিছু নয়' পুরোপুরি একই ভাব প্রকাশ করে - যা হাতে আছে, সেটিই সম্ভাবনার চেয়ে বড়।

৪৪. Great people think alike - মহৎ লোকেরা মহৎ চিন্তা করেন।
Great people - মহৎ বা গুণী মানুষ, think alike - একইভাবে চিন্তা করেন। অর্থাৎ মানসিক গুণ বা উচ্চ চেতনা থাকা মানুষরা সাধারণত একই নীতিতে বিশ্বাসী ও একইভাবে চিন্তা করে।

৪৫. Fools rush in where angels fear to tread - হাতি ঘোড়া গেল তল, পিঁপড়া বলে কত জল।
Fools rush in - মূর্খরা ঝুঁকি নিয়ে এগোয়, where angels fear to tread - যেখানে যুক্তিবান ও সতর্ক মানুষও এগোতে ভয় পায়। অর্থাৎ, কিছু পরিস্থিতিতে সচেতন ও বুদ্ধিমান মানুষ ভীষণ সতর্ক থাকে, কিন্তু মূর্খরা তাড়াহুড়ো করে ঝুঁকি নেয়। বাংলার প্রবাদ 'হাতি ঘোড়া গেল তল, পিঁপড়া বলে কত জল' একই ভাব প্রকাশ করে - বড় বিপদে অনভিজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ মানুষই তাড়াহুড়ো করে কাজ করে।

৪৬. We live in deeds, not in years - আমরা বাঁচি কর্মের মধ্যে, বয়সে নয়।
'Deeds' মানে কাজ, 'Years' মানে বয়স। মানুষের আসল মূল্য তার কাজেই, বয়সে নয়। তাই আমরা বাঁচি কর্মের মধ্যে।

৪৭. Great talkers are never good doers / Great talkers are little doers - মুখে বলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা। ভালো বক্তারা ভালো কর্মী হয় না।
'Talkers' মানে যারা শুধু কথা বলে, 'Doers' মানে যারা কাজ করে। যারা বেশি বড়াই করে, তারা কম ফল দেয়। তাই মুখে বলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা।

৪৮. After cloud comes fair weather - দুঃখের পরে আসে সুখ।
After cloud - মেঘ চলে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ দুঃখ বা কষ্টের সময় শেষ হলে, comes fair weather - ভালো সময় আসে। অর্থাৎ বিপদ ও কষ্টের পর সবসময় শান্তি ও সুখ আসে। বাংলার প্রবাদ 'দুঃখের পরে আসে সুখ' একই ভাব প্রকাশ করে - কঠিন সময়ের পর শান্তি ও সৌভাগ্য ফিরে আসে।

৪৯. After death comes the doctor - চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
After death - মৃত্যু হলে, comes the doctor - ডাক্তার এসে লাভ নেই। অর্থাৎ সমস্যার পরই মানুষ বুঝতে পারে কি করা উচিত ছিল। বাংলার প্রবাদ 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' একেবারে একই ভাব প্রকাশ করে।

৫০. After sweat meat comes sour sauce - যতহাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।
'Sweet meat' মানে আনন্দ, 'Sour sauce' মানে দুঃখ বা শাস্তি। আনন্দের পরে সবসময় কিছু প্রতিকূলতা আসে। তাই যত হাসি তত কান্না।

৫১. A guilty mind is always suspicious - ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাই নি।
A guilty mind - অপরাধবোধপূর্ণ মন, is always suspicious - সবসময় সন্দেহ বা ভয় পায়। অর্থাৎ, যার নিজের উপর দোষ আছে, সে সবকিছুই সন্দেহজনক মনে করে। বাংলার প্রবাদ 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি' একই ভাব প্রকাশ করে - দোষী ব্যক্তি সব সময় আশেপাশের ব্যাপারে সতর্ক ও সন্দেহমূলক থাকে।

৫২. Familiarity breeds contempt - অতি মাখামাখি করলে মান থাকে না।
'Familiarity' মানে পরিচিতি, 'Contempt' মানে অবহেলা। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ককে হানি করে। তাই অতি ঘনিষ্ঠতা অবহেলা ডেকে আনে।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৫৩. Riches have wings - লক্ষ্মী সদাই চঞ্চল।

Riches - ধনসম্পদ, have wings - পাখা আছে, অর্থাৎ দ্রুত চলে যায়। অর্থাৎ, ধনসম্পদ স্থায়ী নয়; যেটা আছে, তা সহজে চলে যেতে পারে। বাংলার প্রবাদ 'লক্ষ্মী সদাই চঞ্চল' একেবারে একই ভাব প্রকাশ করে - ধনসম্পদ অস্থির ও চঞ্চল, যা ধরে রাখা কঠিন।

৫৪. A cat loves fish but is loath to wet her feet - ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

A cat loves fish - বিড়াল মাছ পছন্দ করে, but is loath to wet her feet - কিন্তু তার পা ভেজাতে চায় না। অর্থাৎ, কেউ কিছু চায় কিন্তু তা পাওয়ার জন্য কষ্ট করতে চায় না। বাংলার প্রবাদ 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' একই ভাব প্রকাশ করে - সুবিধা চায় কিন্তু ঝুঁকি নিতে বা পরিশ্রম করতে চায় না।

৫৫. Let bygones be bygones - অতীতকে মুছে ফেল।

Let - ছেড়ে দাও, bygones - অতীতের ঘটনা বা ভুল, be bygones - যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। অর্থাৎ পুরনো ঝামেলা, রাগ বা ভুল আর মনে না ধরে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য মন খোলা রাখা উচিত। বাংলার প্রবাদ 'অতীতকে মুছে ফেল' ঠিক এই ভাবকে প্রকাশ করে - অতীতের বিষয়গুলিকে আর ঝামেলা বানানোর দরকার নেই।

৫৬. Ill got, ill spent - পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

Ill got - খারাপ বা অসাধু উপায়ে অর্জিত ধন, ill spent - সেটি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় না বা নষ্ট হয়। অর্থাৎ, অবৈধ বা অনৈতিকভাবে প্রাপ্ত ধন দীর্ঘস্থায়ী হয় না; তা শেষমেষ নষ্ট বা ক্ষয়ে যায়। বাংলার প্রবাদ 'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়' একেবারে একই ভাব প্রকাশ করে - অসাধু পথে অর্জিত সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

৫৭. Big boast, small roast - ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।

'Boast' মানে বড়াই, 'Roast' মানে কার্যফল। যারা বেশি বড়াই করে, তার প্রকৃত ফল সাধারণ হয়। তাই ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই।

প্রবাদ বাক্য (Proverbs)

অ

০১. অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল - Ignorance is compared to darkness.
০২. অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় - Death is preferable to dishonour.
০৩. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট - Too many cooks spoil the broth.
০৪. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট - All covet, all lost. / Grasp all, lose all.
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু - Grasp all, lose all.
০৫. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী - A little learning is a dangerous thing.
- *Shallow knowledge turns one's head.*
০৬. অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে - It takes time to get used to things.
০৭. অবলার মুখই বল - None can control a woman's tongue.
০৮. অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় - Pair of devoted friends.
০৯. অতি দর্পে হত লঙ্কা - Pride goes before a fall.
১০. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ - Too much courtesy, too much craft.
১১. অপচয় করো না, অভাব হবে না - Waste not, want not.
১২. অসারের তর্জন গর্জনই সার/ শূন্য কলসি বাজে বেশি - Empty vessels sound much. / Too much talk ends nothing.

Educationblog24.com

আ - এ

১৩. আরোগ্য লাভের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম - Prevention is better than cure.
১৪. আকাশ কুসুম রচনা করা - Build castles in the air.
১৫. আয় বুঝে ব্যয় কর - Cut your coat according to your cloth.
- *Spend within your means.*
১৬. আঙ্গুর ফল টক/ পেল না তাই খেল না - Grapes are sour.
১৭. আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে - He who has nothing to spare must not keep a dog.
১৮. আকাশের দিকে থুথু ফেললে আপনার গায়েই লাগে - He who spits against the wind spits against his own face.
১৯. আপন চরকায় তেল দাও - Oil your own machine.
২০. আলোর নিচেই অন্ধকার - The nearer the church, the farther from God.
২১. আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া - To add fuel to the fire.
২২. আগে ঘর, তবে তো পর - Charity begins at home.
২৩. আতুরে নিয়ম নাস্তি/ প্রবাসে নিয়মে নাস্তি/ প্রয়োজন কোন আইন মানে না - Necessity knows no law.
২৪. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় - Where there is a will, there is a way.
২৫. ইল্লোত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে - Leopard cannot change its spots.
২৬. ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে - God helps those who help themselves.
২৭. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় - Tit for tat.
২৮. উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো - Example is better than precept.
২৯. উলু বনে মুক্তা ছড়ানো - Cast pearls before swine. - To cast pearls before swine.
৩০. উঠতি মুলো পত্তনেই চেনা যায় - Morning shows the day. / The child is father of the man. / Child is father of the man.
৩১. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে - One doth the scathe, another hath the scorn.
উদো অর্থ নির্বোধ। আর প্রবাদটির অর্থ - একজনের দোষ আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। সুকুমার রায়ের লেখা 'হযবরল' গল্পের দুটি চরিত্র হল উধো ও বুধো।
৩২. এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম– Struggle this time is the struggle for liberation.
৩৩. একতাই বল - Unity is strength.
৩৪. একের ধন কেড়ে অপরকে দান করা - To rob Peter to pay Paul.
৩৫. এক মুখে দুই কথা - To blow hot and cold in the same breath.
৩৬. এক মাঘে শীত যায় না - One swallow does not make a summer.
৩৭. এক হাতে তালি বাজে না - It takes two to make a quarrel.
৩৮. ঐশ্বর্য দীর্ঘদিন থাকে না– Riches do not last long.

Educationblog24.com

ক - ঘ

৩৯. কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ- Nero fiddles while Rome Burns.
কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ- Rome was burning while Nero was playing on flute.
- Some have the hop, some stick in the gap.
৪০. কয়লা শত ধুইলেও ময়লা যায় না- Black will take no other hue.
৪১. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম- Doing at master's will.
৪২. কিল খেয়ে কিল চুরি করা - To pocket an insult.
৪৩. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা - To set a thief to catch a thief.
- One thorn drives away another.
৪৪. কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না - No pains, no gains.
৪৫. কিছু রটে তো কিছু বটে - No smoke without fire.
৪৬. কুঁড়ের অন্ন হয় না - Indolence is the mother of poverty.
৪৭. কথায় চিড়ে ভিজে না - Fine words, butter no parsnips.
৪৮. কু সঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকা ভাল - Better alone than in bad company.
৪৯. কই মাছের প্রাণ শক্ত বড় - A cat has nine lives.
৫০. ক্ষুধা পেলে বাঘে ধান খায় - Hunger gives taste to foods.
৫১. কালনেমির লঙ্কা ভাগ (গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল) - To count one's chickens before they are hatched.
৫২. খিদে থাকলে আলুনিও রোচে - Hunger is the best sauce.
৫৩. গায়ে মানে না আপনি মোড়ল– He is a self-styled leader.
৫৪. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল - To sound the trumpet before victory.
৫৫. গাছের দশটা থেকে পাতের একটাই ভাল - A bird in hand is worth two in the bush.
৫৬. গতস্য শোচনা নাস্তি/ অতীতের কথা তুলে দুঃখ করে লাভ নেই - Let bygones be bygones. / It's no use crying over spilled milk.
৫৭. ঘষতে ঘষতেই ধার ওঠে - Practice makes a man perfect.

চ

৫৮. চরিত্র জীবনের মুকুট– Character is the crown of life.
৫৯. চকচক করলেই সোনা হয় না– All that glitters is not gold.
৬০. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে - After death comes the doctor.
৬১. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই - Birds of a same feather flock together.
৬২. চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী - The evil would not listen to the scripture. / You can't reform a rogue.
৬৩. চেনা বামুনের পৈতা লাগে না - Good wine needs no bush.
৬৪. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - Every man is for himself.

জ - দ

৬৫. জীবন পুষ্পশয্যা নয়– Life is not a bed of roses.

Educationblog24.com

৬৬. জোর যার মুল্লুক তার - Might is right.
৬৭. ঝোপ বুঝে কোপ মার - Strike the iron while it is hot.
- *Make the best of an opportunity / Make hay while the sun shines.*
৬৮. টাকায় টাকা আনে - Money begets money.
৬৯. ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে - A drowning man catches at a straw.
৭০. ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয় - Tit for tat.
৭১. তেলা মাথায় তেল দেওয়া - To carry coals to newcastle. - *Carry coals to Newcastle.*
৭২. তিলকে তাল করা - To make a mountain out of a mole hill.
৭৩. দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল– Better an empty house than a bad tenant.
৭৪. দশের লাঠি একের বোঝা– Many a little makes a mickle.

ন

৭৫. নানা মুনির নানা মত - Many men, many minds.
৭৬. নিজের চরকায় তেল দাও - Oil your own machine.
৭৭. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা - A bad workman quarrels with his tools.
৭৮. নুন আনতে পান্তা ফুরায় - After meat comes mustard.
৭৯. ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।/ ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় - A burnt child always fears fire.
৮০. নানা মুনির নানা মত - All feet tread not in one shoe.
৮১. নিজের জিনিস সকলেই ভাল দেখে - All his geese are swans.
৮২. নামমাত্র প্রমাণে সত্য নির্ণয় নির্বোধের কাজ - One swallow does not make a summer.
৮৩. নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল - Something is better than nothing.
৮৪. না আঁচলে বিশ্বাস নেই - There is many a slip between the cup and the lip.
৮৫. ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয় - A beggar may sing before a pick-pocket / A beggar has nothing to loose.
৮৬. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা - Cut off one's nose to spite one's face.

প

৮৭. পাঁচে পাঁচে দশ হয়– Five and five make ten.
৮৮. পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি - Diligence is the mother of good luck. / Industry is the mother of success.
৮৯. পেটে খেলে পিঠে সয় - Give me roast meat and beat with the spit.
৯০. পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে ফলে - Harm hatch, harm catch.
৯১. প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসুতি - Necessity is the mother of invention.
৯২. পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় - Ill got, ill spent.

ফ

৯৩. ফলেই পরিচয় - A tree is known by its fruit.
৯৪. ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই - Great boast, small roast.

Educationblog24.com

ব

৯৫. বীরভোগ্যা বসুন্ধরা - None but the brave deserves the fair.
৯৬. বামুন গেল তো লাঙ্গল তুলে ধর - When the cat is away, the mice will play.
৯৭. বল বল বাহু বল - Self help is the best help.
৯৮. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো - Penny wise, pound foolish.
৯৯. বিপদ কখনো একা আসে না - Misfortune never comes alone.
১০০. বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু হয় - Many drops make a shower.
১০১. বেশি মাখামাখি করলে মান থাকে না - Familiarity breeds contempt.
১০২. বিয়ে করতে কড়ি আর ঘর বাধতে ছড়ি - Before you marry, be sure of a house where in to tarry.

ভ

১০৩. ভাগের মা গঙ্গা পায় না - Everybody's business is nobody's business.
১০৪. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাড়াঁ - Beggars must not be choosers.
১০৫. ভাবিয়া করিও কাজ/ দেখে শুনে পা বাড়াঁও - Look before you leap.
১০৬. ভয় করলে ভয় আপনি এসে পড়ে - Harm hatch, harm catch.

ম

১০৭. মানুষ মরণশীল - Man is mortal.
১০৮. মানুষ মাত্রই ভুল করে - To err is human.
১০৯. মানুষ যত পায়, তত চায়- The more man gets, the more he wants.
১১০. মেও ধরে কে? - Who is to bell the cat?
১১১. মাথা নেই তার মাথা ব্যথা - Bachelor's wives and maid's children are always well taught.
১১২. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন - Do or die / Risk all to win.
১১৩. মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক - Man proposes, God disposes.
১১৪. মরার উপর খাঁড়ার ঘা - To pour water on a drowned mouse / To slay the slain.
১১৫. মশা মারতে কামান দাগা - To break a butterfly upon a wheel.
১১৬. মরা হাতির দাম লাখ টাকা - The very ruins of greatness are great.
১১৭. মানিকে মানিক চেনে - Diamond cuts Diamond.

য

১১৮. যেমন কর্ম তেমন ফল - As you sow, so you reap.
১১৯. যত গর্জে তত বর্ষে না - Barking dogs seldom bite. / A barking dog seldom bites.
১২০. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা - Faults are thick where love is thin. / A bad workman quarrels with his tools.
১২১. যাকে রাখ সেই রাখে - Keep the shop, and the shop will keep thee.
১২২. যেমনি বাপ, তেমনি বেটা - Like father, like son.
১২৩. যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল/ যেমন কুকুর তেমন মুগুর - As is the evil, so is the remedy.

Educationblog24.com

১২৪. যেমন কর্ম তেমন ফল - As you sow, so shall you reap.
১২৫. যত গর্জে তত বর্ষে না - A Barking dogs seldome bite.
১২৬. যেমন কর্ম তেমন ফল / ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় - Tit for tat.
১২৭. যস্মিন দেশে যদাচার - While in Rome, do as the Romans do.
১২৮. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ - While there is life, there is hope. / Where there is life, there is hope.
১২৯. যত হাসি তত কান্না - After sweetmeat comes sauce.
১৩০. যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা - Faults are thick where love is thin.
১৩১. নানা মুনির, নানা মত / যত মানুষ, তত মত - Many men, many minds.
১৩২. যার ধন তার ধন নয়, অন্যে খায় দই - One beats the bush, another catches the bird. / One sows another reaps.

র - শ

১৩৩. রোম সাম্রাজ্য একদিনে তৈরি হয় নি / বড় কাজ এক নিমেষে হয় না - Rome was not built in a day.
১৩৪. রাই কুড়াঁতে কুড়াঁতে বেল হয় / দশের লাঠি একের বোঝা - Many a little make a mickle.
১৩৫. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু - Greed begets sin and sin brings death.
- Greed leads to sin and sin to death.
১৩৬. লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে / বসতে পেলে শুতে চায় - Give him an inch and he'll take an ell.
১৩৭. শেষ ভালো যার সব ভালো তার - All's well that end's well.
১৩৮. শঠে শাঠ্যং সমাচারে/একই স্বভাবের লোক/ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে - Birds of a same feather flock together.
১৩৯. শত্রুকে খাটো করে দেখো না - Do not cry down your enemy.
১৪০. শুধু কথায় পেট ভরে না - Wishes never fill the bag.
১৪১. শুন্য কলসি বাজে বেশি - Empty vessels sound much.
১৪২. শেষ ভাল যার সব ভাল তার - All's well that ends well.

স

১৪৩. সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না– Time and tide wait for none.
১৪৪. সস্তার তিন অবস্থা - cheap and nasty.
সস্তার তিন অবস্থা - Cheap goods are dear in the long run.
১৪৫. সবুরে মেওয়া ফলে - Patience has its reward.
- Patience is bitter but its fruit is sweet.
১৪৬. সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা - Honesty is the best policy.
১৪৭. সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড় - A stitch in time saves nine.
১৪৮. সুন্দরেরা যা করে তাই সুন্দর - Handsome is that (what) handsome does.
১৪৯. সফল হলে লোকে সফল বলে - Nothing succeeds like success.
১৫০. সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না / যা ঘটার সম্ভাবনা নেই, তা নিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত নয় - We shall catch larks when the sky falls.

Educationblog24.com

১৫১. সাবধানের মার নেই - To be forewarned is to be forearmed. / Safe bind, safe find.
১৫২. সে রামও নেই, সে রাজত্বও নেই - O the times, O the manners.
১৫৩. স্বাবলম্বী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করেন - God helps those who help themselves. / God favours those who spare no pairs.
১৫৪. স্পষ্টা-স্পষ্টি কথা বলা / সোজাসুজি কথা বলা - Call a spade a spade.

হ

১৫৫. হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা - To wash one's dirty linen in public.
১৫৬. হাতি ঘোড়া গেল তল, পিঁপড়া বলে কত জল / বিজ্ঞ যেথা ভয় পায়, অজ্ঞ সেথা আগে ধায় - Fools rush in where angels fear to tread.
১৫৭. লোকটির কান পাতলা - The man is credulous.
১৫৮. সে গোল্লায় গেছে - He has gone to dogs.
১৫৯. শুধু কথায় পেট ভরে না - Mere words do not do anythings.

বিষয়ভিত্তিক বিবিধ অনুবাদ

১. সকালে পাখিরা কিচিরমিচির করে - Birds twitter at dawn.
২. বর্ষা আরম্ভ হয়েছে - The rains have set in.
৩. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন - The sky is overcast with clouds.
৪. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা - The village is covered by the clouds.
৫. সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে - It has been raining since morning.
৬. সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে - It has been drizzling since morning.
৭. গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে - It is drizzling.
৮. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে - It is raining cats and dogs.
- It rains cats and dogs. - It is raining in torrents.
৯. বর্ষাকাল শুরু হয়েছে - The rains have set in.

আমি

১. আমি তোমাকে খাওয়াই– I feed you.
২. আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি– I feel feverish today
৩. এটি কিভাবে করতে হয় আমি তা জানি– I know how to do it.
৪. আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করবো– I will try to make him understand.
৫. আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকত! - Had I the wings of a bird!
৬. এই বইখানি আমি খুঁজছি– I am looking for this book.
৭. আমি তাকে যেতে দিলাম– I let him go.
৮. আমি ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছি– I was born on January 1, 1985.
৯. আমি লিখতে জানি– I know how to write.
১০. আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি– I left no stone unturned.
১১. আমার বন্ধু নাই বললেই চলে– I have few friends.
১২. আমার ঘড়িটি ঠিক সময় দেয়– My watch goes right.
১৩. গল্পটি অতি সংক্ষেপে বললাম– I told the story briefly.

Educationblog24.com

তুমি

১. তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছ?– Have you ever been to abroad?

সে

১. সে অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ– He is a very shrewd man.
২. তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসতেন– He used to come here every week.
৩. সে গত পরশু ঢাকায় গিয়েছে– He went to Dhaka day before yestereday.
৪. সে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় সব জানে– He talks as if he knew everything.
৫. সে জামিনে খালাস পেয়েছে– He has been released on bail.
৬. সে কখনো পরের নিন্দা করে না– He never speaks ill of others.
৭. তিনি একজন সৎলোক ছিলেন, তাই নয় কি?– He was an honest man, wasn't he?
৮. বিছানায় যেতে না যেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল– No sooner had he gone to bed than he fell asleep.
৯. সে এত দুর্বল যে হাঁটতে পারে না– He is so weak that he cannot walk.
১০. সে কঠোর পরিশ্রম করে, তাই না?– He works hard, doesn't he?
১১. সে বলল যে, সে কখনো এখানে আসবে না– He said that he would never come here.
১২. তারা সাগরের কাছে এক কুটিরে বাস করত– They lived in a hut close by the sea.
১৩. সে আত্মহত্যা করেছিল– He killed himself. /He committed suicide.
১৪. সে অঙ্কে কাঁচা– He is weak in Mathematics.
১৫. সে তার ভাইয়ের মত লম্বা নয়– He is not as tall as his brother.
১৬. সে কলেরায় মারা গিয়েছে– He died of Cholera.
১৭. তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত– He used to work hard.
১৮. তিনি রাগে গরগর করছেন– He is bursting into anger.
১৯. উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন– He inherited much property.
২০. তার বাড়ি রাজশাহী– He comes from Rajshahi.
২১. তার বাড়ি যশোর– He hails from Jessore.
২২. তার মেয়েটি ভালো গান গায়, তাই নয় কি?– His daughter sings well, doesn't she?
২৩. তারা ঘোর বিবাদমান ছিল– They were at dagger's drawn.
২৪. ক্লিওপেট্রা সুন্দরের সঠিক উপমা ছিলেন– Cleopetra was a paragon of beauty.

হাসি

১. আমি না হেসে পারলাম না– I could not but laugh.
২. মেয়েটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো– The girl entered the room laughing.
৩. শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল– The baby slept during crying.
৪. শিশুটির মুখে হাসি লেগেই আছে– The baby is always full of smiling.

মানুষ

১. কোন মানুষ একা বাস করতে পারে না– No one can live alone.
২. লোকটা খুবই অসহায়– The man is in great trouble.
৩. লোকটি দুর্ঘটনায় মারা যায়– The man died by accident.

Educationblog24.com

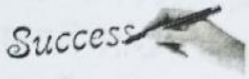
৪. গরিবেরা দিন আনে দিন খায়– The poor live from hand to mouth.
৫. ধনীরা সব সময় সুখী নয়– The rich are not always happy.
৬. মানবজাতি এখন সংকটাপন্ন– Mankind is at stake now.

সাঁতার

১. সে সাঁতার কাটতে জানে না– He does not know how to swim.
২. সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো– She swam across the river.
৩. ডাক্তার ডাকো– Call in a doctor.
৪. ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল– The patient had died before the doctor came.



লিখিত পরীক্ষা



০১. Translate the following sentences to English: *[ঢাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]*

ক. বইটি আদ্য-পান্ত পড়।
- Read the book thoroughly.
- Go through the book.

খ. জুলাই বিপ্লবের চেতনা রক্ষায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
- We are firmly committed to upholding the spirit of the July Revolution.

গ. স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।
- Freedom is an inborn right of human beings.

ঘ. প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে।
- Everyone has the right to live.

০২. Translate the following sentences to Bangla: *[ঢাবি C ইউনিট ২০২৪-২৫]*

ক. Necessity is the mother of invention.
- প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কারের জননী। বা প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের প্রসূতি।

খ. Today is not yesterday, tomorrow will be different from today.
- কাল যা ছিল; আজ তা নেই; আগামীকাল আরও ভিন্ন কিছু হবে।

গ. Everyone has the right to freedom of option and expression!
- প্রত্যেকেরই পছন্দ এবং মতামতের স্বাধীনতা আছে! বা প্রত্যেকেরই পছন্দ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

ঘ. Science has delivered many significant breakthroughs to advance human civilization.
- মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞান অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এনে দিয়েছে।

০৩. Translate the following sentence to English: *[ঢাবি C ইউনিট, ২০২৩-২৪]*

a. তুমি বরং বাড়ি যাও।
- You had better go home.

b. আমি যদি পাখি হতাম।
- If I were a bird! / Had I been a bird!

c. তুমি যতক্ষণ না ফের, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব।
- I will wait until you return / come back

d. আমরা না হেসে পারলাম না।
- We couldn't but laugh/We couldn't help laughing.

০৪. Translate the following sentences to Bangla. *[ঢাবি C ইউনিট ২০২৩-২৪]*

a. We went out to play football inspite of the rain.
- বৃষ্টি সত্ত্বেও আমরা ফুটবল খেলতে বেরিয়ে ছিলাম।

b. They admitted having stolen the money.
- তারা টাকা/অর্থ চুরির কথা স্বীকার করেছে।

c. We really should be careful about choosing friends.
- বন্ধু বাছাই করার ব্যাপারে সত্যিই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ।

d. No one can predict the future.
- কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না।

০৫. Translate the following sentences into English. *[ঢাবি, C ইউনিট, ২০২২-২৩]*

a. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।
- The situation went out of control.

Educationblog24.com

b. তুমি পড়াশোনায় অবহেলা কর কেন?
- Why do you neglect your studies?

c. তুমি কি বইটি পড়ে শেষ করেছ?
- Have you finished reading the book?

d. শোনা কথায় বিশ্বাস করো না।
- Do not believe in hearsay.

০৬. Translate the following sentences into Bangla: *[ঢাবি, C ইউনিট, ২০২২-২৩]*

a. Today is a nice day, isn't it?
- আজ একটি সুন্দর দিন, তাই না?

b. I shall wait until you come back.
- তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

c. Because of heavy fog, we could not go out.
- ঘন কুয়াশার কারণে আমরা বের হতে পারিনি।

d. Now it is half past four.
- এখন সাড়ে চারটা।

০৭. Translate the following sentences into English. *[ঢাবি, C ইউনিট, ২০২১-২২]*

a. আমার বাবা আগামী বছর অবসরে যাবেন।
- My father will retire next year.

b. কুয়াশার কারণে আমরা বাইরে যেতে পারিনি।
- We could not go out due to fog.

c. ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি সড়কে আটকে আছেন।
- He was stuck on the road for hours.

d. হেমন্ত এলে মানুষ ঘর বানাবে।
- When autumn comes, people will build houses.

e. সেদিন তাকে আমি কাঁদতে দেখেছি।
- I saw him crying that day.

০৮. Translate the following sentences into Bangla. *[ঢাবি, C ইউনিট, ২০২১-২২]*

a. The growth in the export sector this year surpassed all expectations.
- এই বছর রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।

b. The weather will turn rough in the next twenty four hours.
- আগামী চব্বিশ ঘন্টায় আবহাওয়া রুক্ষ হবে।

c. Can the boat cross the river safely in this stormy weather?
- এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে নৌকাটি কি নিরাপদে নদী পার হতে পারবে?

d. Humans will face new challenges of survival because of climate change.
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানবজাতির অস্তিত্ব নতুনভাবে হুমকির সম্মুখীন হবে।

e. I am tired of saying the same thing again and again.
- একই বিষয় বার বার বলতে বলতে আমি ক্লান্ত।

০৯. Translate the following sentences into English. *[ঢাবি, C ইউনিট, ২০১৯-২০]*

a. সে আমার চেয়ে শক্তিমান।
b. বিদ্যা অমূল্য ধন।
c. দেশের উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।
d. সে অনেক কথা।
e. চট্টগ্রামে তার পাইকারি ব্যবসা আছে।

Answer:

a. He is stronger than I.
b. Knowledge is an invaluable asset.
c. Co-ordinated efforts are needed for the development of the country.
d. It is a long story.
e. He has wholesale business in chattogram.

১০. Translate the following sentences into Bangla. *[ঢাবি, C ইউনিট, ২০১৯-২০]*

a. It is now three minutes to four.
b. The growth in the export sector this year surpassed all expectations.
c. He has run into debts.
d. To err is human, to forgive is divine.
e. How much do I owe you?

Answer:

a. চারটা বাজতে এখন তিন মিনিট বাকি।
b. এ বছর রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেল।
c. তিনি/ সে ঋণে জর্জরিত।
d. মানুষ মাত্রই ভুল, ক্ষমা স্বর্গীয়।
e. আমি তোমার কাছে কতটুকু বা কী পরিমাণ ঋণী?

Educationblog24.com

Educationblog24.com

BCS MCQ Solution

এক টানা মুখস্থ

০১. **Choose the best translation of 'কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো' from the alternatives below.** *[33rd BCS]*
A. The authorities criticised him.
B. The authorities took him to book.
C. The authorities gave reins to him.
D. The authorities took him to task.
১. D

০২. **"No news is good news."** *[32nd BCS]*
A. It is likely that we expect bad news.
B. It is likely to have bad news.
C. It is likely that nothing bad has happened.
D. It is unlikely that nothing bad has happened.
২. C

০৩. **"A bird in hand is worth two in the bush."** *[32nd BCS]*
A. Take what you have got readily available rather than expecting better in the future.
B. The seen is better than unseen.
C. Promises are better than actuals.
D. It is no good beating about the bush.
৩. A

০৪. **Which of the following is a correct proverb?** *[32nd BCS]*
A. Fools rush in where angels fear to tread.
B. Fools rush in where an angel fears to tread.
C. A fool rushes in where an angel fears to tread.
D. Fools rush in where the angels fear to tread.
৪. A

০৫. **'সততা' সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'— কোনটির অনুবাদ?** *[১৮তম বিসিএস]*
A. Honesty is the best virtue
B. Honesty is the better way
C. Honesty is a good way
D. Honesty is the best policy
৫. D

০৬. **Find out the correct translation.** *[23rd BCS]*
সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।
A. It is raining from morning
B. It has been raining from morning
C. It has been drizzling since morning
D. It is drizzling since morning.
৬. C

Bank MCQ Solution

০৭. **'To do or die' বাংলা প্রবাদে এর অর্থ কী হতে পারে?** *[০৮টি ব্যাংক ও ০১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৫]*
ক. কেঁচো খুঁড়তে সাপ
খ. বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী
গ. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন
ঘ. পরাজয়ে ডরে না বীর
০৭. গ

০৮. **'He flew into a rage.' এর বাংলা কী?** *[জনতা ব্যাংক; অফিসার-রুরাল ক্রেডিট - ২০২৫]*
ক. সে উন্মাদ হয়ে গেল।
খ. সে রাগে ফেটে পড়ল।
গ. সে খুশিতে উড়ছিল।
ঘ. সে ভীষণ কষ্ট পেল।
০৮. খ

Educationblog24.com

০৯. Translate the following sentence into bengali: "Diamond cuts diamond." *[সমন্বিত ৯ ব্যাংক, পদ: অফিসার (জেনারেল), ২০২২]*
A. সঙ্গ দোষে নষ্ট। B. সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায়।
C. মানিকে মানিক চেনে D. সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস।
৯. C

১০. After meat comes mustard - এর সঠিক বঙ্গানুবাদ- *[প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ক্যাশ অফিসার ২০২১]*
A. সুখের পর দুঃখ আসে B. কষ্টে কেষ্ট মেলে
C. নুন আনতে পান্তা ফুরায় D. যত গর্জে তত বর্ষে না
১০. C

১১. 'Brevity is the soul of wit' পদবন্ধটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ *[Bangladesh Bank Assistant Director 2018]*
A. অতি অল্প হইল B. মানিকের খানিক ভালো
C. প্রাণের কথা বুকে বাজে D. কথা কম কাজ বেশি
১১. B

১২. 'He can hardly keep the wolf from the door.' বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ হলো - *[Sonali Bank Ltd. ; Senior Officer 2018]*
A. সে ভাজা মাছটি উল্টাইয়া খেতে জানে না B. তার এখন শিরে সংক্রান্তি
C. তার নুন আনতে পান্তা ফুরায় D. সে না পারে সইতে না পারে কইতে
১২. C

১৩. Jingling of anklet এর বাংলা কি? *[BSC Senior Officer 2018 (Cancelled)]*
A. জুতার গটগট B. পালের পতপত
C. নূপুরের ঝুনুঝুনু D. ঢাকের গুড়গুড়
১৩. C

১৪. The man is off his head- বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ: *[Agrani Bank Ltd. Senior Officer 2017 (cancelled)]*
A. লোকটির সম্মান নষ্ট হয়েছে B. লোকটির মাথা খারাপ হয়েছে
C. লোকটির মাথায় কিছু নাই D. লোকটির মাথা কাটা গিয়েছে
১৪. B

১৫. 'Penny wise pound foolish'- প্রবাদটির যথার্থ বাংলা রূপ- *[Bangladesh Krishi Bank Office (Cash) 2017]*
A. অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী B. মশা মারতে কামান দাগা
C. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না D. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো
১৫. D

১৬. 'Desperate disease requires desperate remedies'- এই ইংরেজি প্রবচনের কাছাকাছি বাংলা প্রবচন- *[BHBF Corporation (BHBFC) Officer 2017]*
A. বাড়া ভাতে ছাই B. যেমন কর্ম তেমন ফল
C. যেমন কুকুর তেমনি মুগুর D. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা
১৬. C

১৭. "To make a mess of things"- এর বঙ্গানুবাদ- *[Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) Officer 2017]*
A. রাই কুড়িয়ে বেল B. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
C. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ D. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা
১৭. C

১৮. "To carry coals to Newcastle"- এর অনুবাদ হলো- *[Bangladesh Development Bank LTD. Senior Officer 2017]*
A. ঝোপ বুঝে কোপ মারা B. কাঁচা বাঁশে ঘূণ ধরা
C. তেলে মাথায় তেল দেওয়া D. কয়লা ধুলে ময়লা যায় না
১৮. C

১৯. "Birds of a feather flock together"-এই ইংরেজি প্রবচনের সঙ্গে মিল রয়েছে কোন বাংলা প্রবচনের? *[Pubali Bank Ltd. Trainee Assistant Teller 2017]*
A. পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে B. ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশে
C. ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি D. বাড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে
১৯. B

Educationblog24.com

২০. 'It is a long story'- এর সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী; সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৫]* ২০. খ

ক. ইহা একটি লম্বা গল্প
খ. সে অনেক কথা
গ. ইহা হয় একটি লম্বা কথা
ঘ. ইহা হয় একটি দীর্ঘ গল্প

২১. 'Pen through the line' এর সঠিক অনুবাদ - *[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; সহকারি শিক্ষক (গ্রুপ ২) - ২০২৪]* ২১. ঘ

ক. লাইনটি মুছে দাও
খ. লাইনের উপর কলম ছোড়া
গ. লাইন বরাবর কলম চালানো
ঘ. লাইনটি কেটে দাও

২২. "A bolt from the blue"- বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি? *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল/সমপর্যায় ০১) - ২০২৪]* ২২. গ

ক. যত গর্জে তত বর্ষে না
খ. গরিবের ঘোড়া রোগ
গ. বিনা মেঘে বজ্রপাত
ঘ. অতিলোভে তাঁতি নষ্ট

২৩. 'Look before you leap'-এর সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল পর্যায় ০২) - ২০২৪]* ২৩. খ

ক. লাফ দেওয়ার আগে তাকাও।
খ. ভাবিয়া করিও কাজ।
গ. দেখে তারপর লাফ দাও।
ঘ. আকাশকুসুম ভাবিও না।

২৪. 'ভুল করা মানুষের স্বভাব' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হবে- *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪]* ২৪. ক

ক. To err is human.
খ. To err is a human.
গ. To err is humans.
ঘ. To err are human.

ব্যাখ্যা: To err is human - ভুল করা মানুষের স্বভাব / মানুষ মাত্রই ভুল হয়।

২৫. 'ডাক্তার ডাকো' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হবে -*[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪]* ২৫. গ

ক. Call doctor
খ. Call to doctor
গ. Call in a doctor
ঘ. Call in doctor

২৬. 'By and large' এর বাংলা অর্থ হলো- *[বাংলাদেশ রেলওয়ে; বুকিং সহকারী (গ্রেড-২) - ২০২৪]* ২৬. খ

ক. সবচেয়ে বড়
খ. মোটের উপর
গ. বদৌলতে
ঘ. বৃহৎ

২৭. The correct translation of - 'সমাজ বিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে' *[স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (LGED); পদ: কার্যসহকারী - ২০২৩]* ২৭. ক

ক. The anti-socials are still at large
খ. The anti-socials are still now at large
গ. The anti-socials are at large
ঘ. The anti-socials are till at large

২৮. 'তুমি আসলে আমি যাব' - translate into English. *[মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর; পদ: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৩]* ২৮. গ

ক. If you come, I go.
খ. If you will come, I will go.
গ. If you come, I will go.
ঘ. If you came, I would go.

Educationblog24.com

২৯. **Choose the correct proverb.** *[মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর: পদ: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক - ২০২৩]* ২৯. ঘ

ক. All that glittered is gold. খ. All that glittering was gold.
গ. All that glittered must be gold. ঘ. All that glitters is not gold.

৩০. **'beggars can't be choosers' এই বাক্যের অর্থ** - *[সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; পদ: কার্যসহকারী পদ - ২০২২]* ৩০. খ

ক. ভিক্ষার চাল মোটা খ. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া
গ. ভিক্ষার চাল স্বরূপ ঘ. ভিক্ষাবৃত্তি ভালো নয়

৩১. **Early rising is beneficial to health - এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?** *[১৭তম নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২) - ২০২২]* ৩১. ঘ

ক. যারা সকালে ওঠে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে খ. সকালে জাগলে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়
গ. সকালে ওঠা স্বাস্থ্যবান ও প্রফুল্লতা দেয় ঘ. সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

৩২. **"Look before you leap" বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?** *[১৭তম নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) - ২০২২]* ৩২. গ

ক. কাটা দিয়ে কাটা তোলা খ. নিজের চরকায় তেল দাও
গ. দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো ঘ. নিজের কাজ নিজে করো

৩৩. **সকালে পাখিরা কিচিরমিচির করে। ইংরেজিতে** - *[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - ২০২০, পদ: সহকারি শিক্ষক (২য় পর্যায়), ২০২২]* ৩৩. ঘ

ক. Birds shout at dawn. খ. Birds cry at dawn.
গ. Birds sing at dawn. ঘ. Birds twitter at dawn.

৩৪. **'Beggars can't be choosers' এই বাক্যের অর্থ** - *[সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পদ: কার্যসহকারী পদ, ২০২২]* ৩৪. খ

ক. ভিক্ষার চাল মোটা খ. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া
গ. ভিক্ষার চাল স্বরূপ ঘ. ভিক্ষাবৃত্তি ভালো নয়

৩৫. **Choose the correct translation of the proverb: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।** *[বাংলাদেশ রেলওয়ে, পদ: সহকারী স্টেশন মাস্টার, ২০২২]* ৩৫. খ

ক. Two thieves are cousins. খ. Birds of the same feather flock together.
গ. Morning shows the day. ঘ. Better late than never.

৩৬. **'One Swallow does not make a summer' - অর্থ** *[বাংলাদেশ স্কুলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ২০২২]* ৩৬. খ

ক. এক হাতে তালি বাজে না খ. এক মাঘে শীত যায় না
গ. ভাগের মা গঙ্গা পায় না ঘ. বিপদ কখনও একা আসে না

৩৭. **Early rising is beneficial to health - এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?** *[১৭তম নিবন্ধন - স্কুল পর্যায়-২, ২০২২]* ৩৭. ঘ

ক. যারা সকালে ওঠে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে খ. সকালে জাগলে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়
গ. সকালে ওঠা স্বাস্থ্যবান ও প্রফুল্লতা দেয় ঘ. সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো

৩৮. **'Every man is for himself' এর সঠিক বাংলা অনুবাদ কী?** *[জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) Assistant Director, ২০২১]* ৩৮. B

A. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় B. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা
C. প্রত্যেকে আমরা পরের তরে D. সবার উপরে মানুষ সত্য

৩৯. **'Misfortune never comes alone' এর বঙ্গানুবাদ কী?** *[NSI (কন্সটেবল) ফিল্ড স্টাফ ২০২১]* ৩৯. A

A. বিপদ কখনও একা আসে না। B. বিপদে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে।
C. দুর্ভাগ্য বিপদ বয়ে আনে। D. এক মাঘে শীত যায় না।

Educationblog24.com

৪০. 'Put out the lamp'- এর সঠিক বঙ্গানুবাদ কোনটি? *[বাংলাদেশ বেতার; সহ-সম্পাদক - ২০১৯]*
A. প্রদীপটি জ্বালাও
B. প্রদীপটি রাখ
C. প্রদীপটি বাইরে রাখ
D. প্রদীপটি নিভাও
৪০. D

৪১. 'I can not spare an instant'- বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি? *[১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ/সমপর্যায়) - ২০১৯]*
A. আমার তিলমাত্র সময় নেই
B. আমার একতিল সময় আছে
C. আমি এক মুহূর্ত অপব্যয় করতে পারি না
D. ওপরের কোনোটিই নয়
৪১. A

৪২. 'Barking dogs seldom bite' এর বাংলা প্রবাদ কী? *[বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন; Office Accountant - ২০১৯]*
A. যত গর্জে তত বর্ষে না
B. মশা মারতে কামান দাগা
C. পঁচা আদার ঝাল বেশি
D. ক ও গ উভয়ই
৪২. A

৪৩. Man gets as much as he wants-এর সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি? *[১৪ তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়-২) ২০১৭]*
A. মানুষের চাওয়া বেশি, পাওয়া বেশি
B. মানুষ যত পায়, তত চায়
C. মানুষের চাওয়ার শেষ নেই
D. মানুষ যা চায় তা পায় না
৪৩. B

৪৪. The anti-social elements are still at large- *[একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার ২০১৮]*
A. সমাজবিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে
B. সমাজবিরোধী শক্তি এখনও বেশ বড়
C. সমাজবিরোধীরা এখনও বেশ দূরে
D. সমাজবিরোধীরা ধীর হয়ে অপেক্ষা করেছে
৪৪. A

৪৫. "The fire is out"- বাক্যটির অনুবাদ কী? *[১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/সমপর্যায়) ২০১৭]*
A. আগুন বাইরে
B. বাইরে আগুন
C. আগুন ছড়িয়ে পড়েছে
D. আগুন নিভে গেছে
৪৫. C

৪৬. 'I can't help doing it'— বাক্যটির সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[পোস্ট মাস্টার জেনারেল (পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম)-এর কার্যালয়ের পোস্টাল অপারেটর ২০১৬]*
A. আমি এটা না করে পারি না
B. আমি এটা সাহায্য ছাড়া করতে পারি না
C. আমি এটা করতে সাহায্য না করে পারি না
D. আমি এটা সাহায্য নিয়েও করতে পারি না
৪৬. A

৪৭. তেল পানিতে ভাসে। *[নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]*
ক. Oil is floating is water
খ. Oil floats over water
গ. Oil floats on water
ঘ. Oil is floated on water
৪৭. গ

৪৮. Choose the best translation of the Bangla sentence - 'সে আমার মনের মত লোক'। *[নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৩]*
ক. He is a man of my mind.
খ. He is a man after my heart.
গ. He is a man like my mind.
ঘ. He is a man to my mind.
৪৮. খ

৪৯. মোস্তারীরা চার বোন। *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]*
ক. Mostari and her sisters are in four numbers.
খ. Mostari has four sisters.
গ. Mostari has three sisters.
ঘ. Mostaris have four sisters.
৪৯. গ

Educationblog24.com

৫০. **Select the correct English translation of "তিনি পদত্যাগ করেছেন।"** *[৮ম কেরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]* — ৫০. গ

ক. He has resigned of his post. খ. He has resigned from his post.
গ. He has resigned his post. ঘ. He has been resigned his post.

৫১. **গরু ঘাস খাইয়া বাঁচে'- বাক্যটির ইংরেজি হবে-** *[ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা ২০০৩]* — ৫১. ঘ

ক. The cow eats খ. Cows eat grass
গ. Cow lives eating grass ঘ. The cow lives on grass

৫২. **সে কলেরায় মারা গিয়েছে।** *[খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে খাদ্য পরিদর্শক ২০০০]* — ৫২. খ

ক. He was died of Cholera খ. He died of Cholera
গ. He died Cholera ঘ. He died for Cholera

৫৩. **Translation of 'সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো'-** *[শ্রম ও কর্মসংস্থান মেডিকেল অফিসার ২০০৩]* — ৫৩. খ

ক. She swam through the river
খ. She swam across the river
গ. She crossed river by swimming
ঘ. She passed the river through swimming

৫৪. **What is the correct translation of 'দুভাইয়ের মধ্যে আমগুলো ভাগ করে দাও'।** *[উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ২০০৪]* — ৫৪. গ

ক. Divide mangoes among the two.
খ. Divide mangoes among the two brothers.
গ. Divide mangoes between the two brothers.
ঘ. Divide mangoes among them.

৫৫. **The ring leader was caught-** — ৫৫. ঘ

ক. জাদুকর ধরা পড়েছে খ. আংটিওয়ালা নেতা ধরা পড়েছে
গ. পথ প্রদর্শক ধরা পড়েছে ঘ. দলনেতা ধরা পড়েছে

৫৬. **'আমি কাজটি করিয়েছি' -** *[স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এলজিইডিতে সহকারী প্রকৌশলী ২০০৫]* — ৫৬. গ

ক. I have done the work খ. I did the work
গ. I have got the work done ঘ. I got the work done

৫৭. **ছেলেটি হাড়ে হাড়ে দুষ্ট।** *[নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]* — ৫৭.ঘ

ক. The boy is very wicked
খ. The boy is naughty
গ. The boy is wicked bone to bone
ঘ. The boy is wicked to the backbone.

৫৮. **At last, the enemies gave in-এর বাংলা -** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]* — ৫৮.ঘ

ক. অবশেষে শত্রুরা জয়ী হলো খ. অবশেষে শত্রুরা কিছু দিল
গ. অবশেষে শত্রুরা কিছু দিতে গেল ঘ. অবশেষে শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করল

৫৯. **'Live from hand to mouth' means in Bangla-** *[শ্রম অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শ্রম কর্মকর্তা এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ২০০৪]* — ৫৯. গ

ক. হাত দিয়ে মুখে খাবার দেওয়া খ. মুখ দিয়ে হাত চেটে খাওয়া
গ. দিন আনে দিন খায় ঘ. হাত ও মুখের জন্য খাওয়া

Educationblog24.com

Educationblog24.com

৬০. **Find out the best translation of the sentence, 'There is a black sheep in every family'.** *[জাতীয় সংসদে সচিবালয়ে সহকারী গবেষণা অফিসার ২০০৫]* ৬০.গ
ক. প্রতিটি ভেড়ার দলে একটি করে কালো ভেড়া থাকে
খ. প্রতিটি পরিবারে একটি করে কালো ভেড়া থাকে
গ. প্রতিটি পরিবারে একজন করে কুলাঙ্গার থাকে
ঘ. প্রতিটি পরিবারে একজন করে কালো মানুষ থাকে

৬১. **তাঁর বাড়ি যশোর। - বাক্যটির বাংলা অনুবাদ কোনটি?** *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ১৯৯৮]* ৬১. গ
ক. His house is in Jessore খ. He lives in Jessore
গ. He hails from Jessore ঘ. His home is Jessore

৬২. **রহিম আসার আগেই করিম এসে থাকবে। এ বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ** - *[দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক ২০০৪]* ৬২. খ
ক. Karim will come before Rahim will come
খ. Karim will have come before Rahim will come
গ. Karim will come before Rahim comes
ঘ. Karim will come before Rahim will have come

৬৩. **'ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল'** *[শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম অফিসার ১৯৯৬]* ৬৩. গ
ক. The patient had died before the doctor had come
খ. The patient was dying before the doctor came
গ. The patient had died before the doctor came
ঘ. The patient died before the doctor had come

৬৪. **তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাই না?** *[দুর্নীতি দমন কমিশনের উপসহকারী পরিচালক ২০১০]* ৬৪. ঘ
ক. You are a student of Dhaka University, you are not?
খ. You are a student of Dhaka University, isn't you?
গ. You are a student of Dhaka University, are you?
ঘ. You are a student of Dhaka University, aren't you?

৬৫. **চক্ চক্ করলেই সোনা হয় না।** *[নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]* ৬৫. গ
ক. All that gliter is not gold খ. All that gliters is not gold
গ. All that glitters is not gold ঘ. All that glitters are not gold

৬৬. **Faults are thick where love is thin.** *[নবম শিক্ষক নিবন্ধন ২০১৩]* ৬৬. গ
ক. ভালবাসলে ত্রুটি দেখা যায় না খ. ত্রুটি ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়
গ. যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা ঘ. ত্রুটি ও ভালবাসা অভিন্ন

৬৭. **Time and tide wait for none.** *[৩৭ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]* ৬৭. গ
ক. সময় ও জল কারও জন্য থেমে থাকে না।
খ. সময় ও জল অপেক্ষা করে না কখনও।
গ. সময় ও জলস্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না।
ঘ. সময় ও স্রোত কখনও অপেক্ষা করে থাকে না।

৬৮. **নানা মুনীর নানা মত–** *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]* ৬৮. খ
ক. Many persons, many opinions খ. Many men, many minds
গ. Many people, many views ঘ. Many public, many opinion

Educationblog24.com

৬৯. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' - এর ইংরেজি অনুবাদ কোনটি? *[মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর ২০১১]* — ৬৯. গ

ক. Greed leading to sin and to death
খ. Greed leads to sin and to death.
গ. Greed leads to sin and sin to death
ঘ. Greed leading to sin and sin to death

৭০. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী– *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]* — ৭০. খ

ক. Little learning is a dangerous thing.
খ. A little learning is a dangerous thing
গ. Too little learning is a dangerous thing
ঘ. Small learning is a dangerous thing

৭১. টিল মারলে পাটকেল খেতে হয়– *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]* — ৭১. গ

ক. Tat for tit
খ. Tit for taught
গ. Tit for tat
ঘ. Taught for tit

৭২. টাকায় টাকা আনে– প্রবাদটির ইংরেজি - *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]* — ৭২. গ

ক. Money brings money
খ. Money beings money
গ. Money begets money
ঘ. Money makes money

৭৩. সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়– *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী ২০১১]* — ৭৩. গ

ক. A stitch in time, save ten
খ. A stich overtime, saves nine
গ. A stitch in time, saves nine
ঘ. A stitch in time, saves over nine

৭৪. 'চকচক করলেই সোনা হয় না' - *[স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সহকারী প্রকৌশলী ২০০৫]* — ৭৪. ক

ক. All that glitters is not gold
খ. All that glitter is not gold
গ. All that glitters are not gold
ঘ. All which glitters is not gold

৭৫. 'যত গর্জে তত বর্ষে না' - *[বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালসমূহে সহকারী সার্জন ২০০৫]* — ৭৫. ঘ

ক. The more the thunder, the less the shower
খ. The more the shower, the less the thunder
গ. Much shower is not followed by much rain
ঘ. A barking dog seldom bites

৭৬. **"I can make neither head nor tail of it"** *[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তরের সাইফার অফিসার ২০০৫]* — ৭৬. ক

ক. আমি এ থেকে কিছুই বুঝলাম না
খ. আমি মাথা ও লেজ কোনোটিই দেখি না
গ. আমি মাথা আর লেজ এক করতে পারি না
ঘ. কোনটিই নয়

৭৭. 'জীবন পুষ্পশয্যা নয়।' *[মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা ২০০৫]* — ৭৭. গ

ক. Life is not bed of roses
খ. The life is not bed of rose
গ. Life is not a bed of roses
ঘ. Life is not the bed of roses

৭৮. 'তেলে মাথায় তেল দেওয়া' *[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]* — ৭৮. ঘ

ক. Giving oil only to head
খ. To carry coal to New castle
গ. To carry coal to Oil Castle
ঘ. To carry coals to Newcastle

Educationblog24.com

৭৯. কয়লা শত ধুইলেও ময়লা যায় না। *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী ২০০৪]* ৭৯. গ
ক. None can change the colour of coal
খ. None can wash away the black of coal
গ. Black will take no other hue

৮০. 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার' *[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (রাবি) ২০০৩]* ৮০. গ
ক. Those who end well, has all well
খ. He who ends well, has well in all
গ. All's well that ends well ঘ. All well, if well is the end

৮১. **Rome was burning while Niru was playing on flute'** এর সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে সহকারী ড্রিলিং প্রকৌশলী ১৯৯৮]* ৮১. গ
ক. রোমে আগুন জ্বলছে নিরু তখন বাঁশি বাজাচ্ছে
খ. রোম যখন পুড়ে যাচ্ছে নিরু তখন বাঁশি বাজায়
গ. কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ
ঘ. রোম ধ্বংসের পথে নিরু তখন বাঁশি বাজায়

৮২. 'অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, প্রবাদটির ইংরেজি হবে- *[হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা]* ৮২. খ
ক. Many saints spoil broth খ. Too many cooks spoil the broth
গ. Too much saints spoil the broth
ঘ. As many cooks spoil the broth

৮৩. **The clouds rolled away.** *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]* ৮৩. খ
ক. মেঘ চলে গেছে খ. মেঘ কেটে গেল
গ. মেঘ উড়ে গেল ঘ. মেঘ চলে গেল

৮৪. **A little learning is a dangerous thing.** *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ২০১২]* ৮৪. গ
ক. অল্প লেখাপড়া ভীষণ ভয়ংকর খ. স্বল্পবিদ্যা ভয়ংকরী
গ. অল্প বিদ্যা ভয়ংকর ঘ. সামান্য বিদ্যা ভীষণ ভয়াবহ

৮৫. **Don't cry down your enemy.** *[৮ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ২০১২]* ৮৫. ক
ক. শত্রুকে খাটো করে দেখো না খ. শত্রু থেকে দূরে থেকো
গ. শত্রুকে ছোট ভাবতে নাই ঘ. শত্রুকে আপন ভেবো না

৮৬. **Choose the correct English translation of "ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্প করে দই"** *[৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা ২০১২]* ৮৬. ঘ
ক. Pride goeth before fall খ. Ill got ill spent
গ. Small boast, big roast ঘ. Big boast, small roast

৮৭. 'পরীক্ষা খুবই নিকটবর্তী' এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদ কোনটি? *[বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী ২০১২]* ৮৭. গ
ক. The examination is coming soon
খ. The examination will start soon
গ. The examination is knocking at the door
ঘ. The examination is beginning soon

৮৮. গাছটিতে ফুল ধরেছে। *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে স্বাস্থ্য সহকারী ২০০৪]* ৮৮. খ
ক. Flowers have caught in the tree
খ. The tree is in flower গ. The tree is in flowers

Educationblog24.com

৮৯. ঐশ্বর্য দীর্ঘ দিন থাকে না। *[স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে স্বাস্থ্য সহকারী ২০০৪]* — ৮৯. ক
ক. Riches do not last long
খ. The riches do not last long
গ. The rich does not last long

৯০. **'The anti-social elements are still at large'**- *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ) ২০০৩]* — ৯০. ক
ক. সমাজবিরোধীরা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে
খ. সমাজবিরোধী গোষ্ঠী এখনো বেশ বড়
গ. সমাজবিরোধীরা এখন বেশ দূরে
ঘ. সমাজবিরোধীরা স্থির হয়ে দূরে অপেক্ষা করছে

৯১. **'Books are a man's best companion's in life'**- *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (বেতার প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) ২০০৩]* — ৯১. ঘ
ক. পুস্তক মানুষের অপরিহার্য সঙ্গী
খ. পুস্তক মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী
গ. পুস্তক মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু
ঘ. পুস্তক মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সঙ্গী

৯২. **'তারা সাগরের কাছে এক কুটিরে বাস করত'** *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ২০০৩]* — ৯২. ঘ
ক. They lived in a hut close the sea
খ. The lived in a hut close with the sea
গ. They lived in a hut close at the sea
ঘ. They lived in a hut close by the sea

৯৩. **চিঠিটা ডাকে ফেলতে ভুলে যেও না।** *[গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ২০০৩]* — ৯৩. ঘ
ক. Do not be oblivious of putting the letter to the mail box
খ. Mail the letter, do not forget
গ. Remember not to forget the letter
ঘ. Do not forget to mail the letter

৯৪. **He has gone to dogs- এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?** *[প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ২০০২]* — ৯৪. গ
ক. সে কুকুরের কাছে গেছে
খ. সে কুকুর খুব ভালোবাসে
গ. সে গোল্লায় গেছে
ঘ. সে কুকুর পোষে

৯৫. **দুই-তৃতীয়াংশের সঠিক ইংরেজি-** — ৯৫. ক
ক. two-thirds
খ. two-third
গ. two above three
ঘ. two by three

৯৬. **শিশুটি হাসতে হাসতে মায়ের নিকট এলো।** — ৯৬. ঘ
ক. The baby laughed and laughed and came to its mother
খ. The baby went to its mother laughing
গ. The baby laughed and came to its mother
ঘ. The baby came to its mother laughing

৯৭. **'সে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিলো।'** — ৯৭. গ
ক. He laughed and entered the room
খ. He entered the room and laughed
গ. He entered the room laughing
ঘ. Entering the room he laughed

Educationblog24.com

৯৮. The thief was caught red handed- এর অর্থ কোনটি?
ক. লাল হাতের চোর ধরা পড়ে
খ. হাতেনাতে চোর ধরা পড়ল
গ. চোরকে মেরে লাল করা হয়
ঘ. চোরকে ধরে উত্তম মধ্যম দেয়া হয়
৯৮. খ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৯৯. The rain started immediately after we finished with reading. - বাক্যটির সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[চবি ঘ ইউনিট ২০২৪-২৫]* ৯৯. গ
ক. আমরা যখনই পড়তে শুরু করলাম বৃষ্টি শেষ হলো।
খ. বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর আমরা পড়া শুরু করলাম।
গ. আমাদের পড়া শেষ হওয়ামাত্র বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো।
ঘ. বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর-পরই আমাদের পড়া শেষ হয়েছিলো।

১০০. মুষলধারায় বৃষ্টি - choose the correct phrase- *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫]* ১০০. ঘ
ক. to rain all out
খ. to rain much
গ. to rain heavy
ঘ. to rain cats and dogs

১০১. 'I have not yet come round' বাক্যটির সঠিক অনুবাদ - *[ক ইউনিট ২০২২-২৩]* ১০১. গ
ক. আমি এখনও এসে পৌঁছাইনি।
খ. আমি এখনও পরাজিত হইনি।
গ. আমি এখনও সুস্থ হইনি।
ঘ. আমি এখন আর ঘোরাঘুরি করি না।

১০২. 'I never go to see him at close quarters' এর সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[চবি মানবিক ইউনিট (শিফট - ০২) ২০২২-২৩]* ১০২. ঘ
ক. আমি তাকে চোঁখে দেখেনি
খ. আমি তাকে কখনো নিকস্হ বাসায় খুঁজে পাইনি
গ. আমি তাকে কখনো সামনে বাড়িতে দেখতে পাইনি
ঘ. আমি তাকে কখনো কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাইনি।

১০৩. 'সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়' - translate into english - *[বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২৩]* ১০৩. খ
ক. Sun rises in east
খ. The sun rises in the East
গ. The sun rise in the East
ঘ. The sun rises in east

১০৪. "Waste not, want not" বাক্যের বঙ্গানুবাদ - *[সাত কলেজ মানবিক ইউনিট - ২০২১-২২]* ১০৪. খ
ক. অপচয় করো না, কষ্টেও পড়ো না।
খ. অপচয় করো না, অভাবও হবে না।
গ. নষ্ট করো না, কিছু চেয়ো না।
ঘ. নষ্ট করো না, করলে আর দিব না।

১০৫. The correct translation of 'রবিবার হইতে বৃষ্টি হইতেছিল' is - *[বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২২]* ১০৫. খ
ক. It has been raining from Sunday
খ. It had been raining since Sunday
গ. It was raining from Sunday
ঘ. It rained since Sunday

১০৬. 'Don't judge a book by Its cover' বাক্যটির সঠিক বাংলা কোনটি? *[বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স - ২০২২]* ১০৬. ঘ
ক. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
খ. নিজের ভালো পাগলেও বোঝে
গ. বলা সহজ করা কঠিন
ঘ. চকচক করলেই সোনা হয় না

১০৭. 'As you sow so you reap' বাক্যটির সঠিক বাংলা কোনটি? *[ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ভর্তি পরীক্ষা - ২০২২]* ১০৭. ঘ
ক. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু
খ. যত গর্জে তত বর্ষে না
গ. যার নুন খাও তার গুণ গাও
ঘ. যেমন কর্ম তেমন ফল

Educationblog24.com

১০৮. 'A cat in gloves catches no mice'- এর সমার্থক বাংলা প্রবাদ- *[ঢাবি খ ইউনিট, ২০২০-২১]* — ১০৮. গ

ক. বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে খ. বিনা মেঘে বজ্রপাত
গ. সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না ঘ. অতি দর্পে হত লঙ্কা

ব্যাখ্যা: *A cat in gloves catches no mice.* এই বাক্যটির যদি বাহ্যিক অর্থ দেখি তাহলে দাঁড়ায় - একটা বেড়াল যদি গ্লাভস পরে থাকে তাহলে সে ইঁদুর ধরতে পারবে না। আসলে এর অর্থ হল - অনেক সময় আমরা যদি আমাদের চাহিদা সহজ ভাবে চেয়ে থাকি, সেটা নাও পেতে পারি। তখন সেটা পাবার জন্য আমাদের অন্য পথ ধরতে হয়।

১০৯. নিচের কোনটি 'Like cures like'- এর যথার্থ বঙ্গানুবাদ- *[ঢাবি ঘ ইউনিট, ২০২০-২১]* — ১০৯. ক

ক. কাঁটায় কাঁটা তোলা খ. ভাগ্য কর্মঠকে সাহায্য করে
গ. গতস্য শোচনা নাস্তি ঘ. যেমন কর্ম তেমন ফল

ব্যাখ্যা: *To set a thief to catch a thief* অনুরূপ *Like cures like* অর্থ কাঁটায় কাঁটা তোলা।

১১০. 'A bad workman quarrels with his tools' - এর অনুবাদ কী? *[সাত কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২২-২৩]* — ১১০. গ

ক. খারাপ কর্মী তার কাজের দায় উপকরণের ওপর চাপায়
খ. মন্দলোক ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকে
গ. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা ঘ. যত গর্জে তত বর্ষে না

১১১. No fire can burn without air - এর বাংলায় সঠিক অনুবাদ কোনটি? *[ঢাবি ক ইউনিট - ২০২১-২২]* — ১১১. ঘ

ক. আগুন জ্বলতে বাতাসের প্রয়োজন হয়।
খ. বাতাস ছাড়া আগুন নিভে না। গ. বাতাস ছাড়া আগুন জ্বালাতে পারে না।
ঘ. বাতাস ছাড়া আগুন জ্বলে না।

১১২. 'One swallow does not make a summer' প্রবাদ বাক্যটির যথার্থ বঙ্গানুবাদ হলো: *[ঢাবি ঘ ইউনিট - ২০২১-২২]* — ১১২. খ

ক. ওস্তাদের মার শেষ রাতে খ. এক মাঘে শীত যায় না
গ. কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ ঘ. তালের পাখা প্রাণের সখা, গরমকালে হয় যে দেখা

১১৩. 'There are less to every wine' প্রবাদটির অর্থ- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]* — ১১৩. খ

ক. জলেই জল বাঁধে। খ. চাঁদেও কলঙ্ক আছে।
গ. চোর না শোনে ধর্মের কাহিনি। ঘ. ইহা বলাই বাহুল্য।

১১৪. 'All covet, all lost.' প্রবাদটির অর্থ- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]* — ১১৪. খ

ক. অভাবে স্বভাব নষ্ট। খ. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
গ. অধিকন্তু না দোষায়। ঘ. অবলার মুখই বল।

১১৫. 'I wouldn't mind a cup of tea' এটির ঠিক অনুবাদ কোন বাক্য? *[জাবি, D ইউনিট ২০১৯-২০]* — ১১৫. গ

ক. এক কাপ চায়ের জন্য আমার কিছু মনে করা উচিত নয়।
খ. এক কাপ চা পেলে আমার কিছু মনে করা অনুচিত।
গ. এক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না। ঘ. কোনোটিই নয়।

১১৬. 'Everybody cried up her beauty' বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ- *[ঢাবি ক ইউনিট ২০১৭-১৮]* — ১১৬. B

A. প্রত্যেকে তার রূপে ছিল মুগ্ধ।
B. প্রত্যেকে তার সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করত।
C. তার রূপ নিয়ে প্রত্যেকে ছিল ঈর্ষান্বিত।
D. সৌন্দর্যের জন্যই সে প্রত্যেকের নজর কেড়েছিল।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

১১৭. The singer has a very sonorous voice. বাক্যটির সর্বোত্তম বঙ্গানুবাদ- *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. গায়কটি উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী।
B. গায়কের কণ্ঠ খুব সুরেলা।
C. গায়কের গানের গলা খুব মিষ্টি।
D. সৌন্দর্যের জন্যই সে প্রত্যেকের নজর কেড়েছিল।
১১৭. B

১১৮. Fair weather friends-এ ইংরেজি প্রবচনের কাছাকাছি বাংলা প্রবচন কোনটি? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১৭-১৮]*
A. দুধের মাছি
B. ধামাধরা মানুষ
C. পিরিত বিনে সুহৃদ নাই
D. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
১১৮. A

১১৯. 'A bolt from the blue' এর সমার্থক বাংলা প্রবাদ হলো *[জাবি, A ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. যত গর্জে তত বর্ষে না
খ. বিনা মেঘে বজ্রপাত
গ. লঘুপাপে গুরু দণ্ড
ঘ. ছাই ফেলতে ভাঙাকুলা
১১৯. খ

১২০. 'A storm in a teacup'-এর সর্বোত্তম অনুবাদ- *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান) ২০১৭-১৮]*
A. ব্যাপক ঝড়ঝঞ্ঝা
B. তুচ্ছ বিষয়ে বাক্-বিতণ্ডা
C. অনন্যস্বাদের চা
D. জনস্থানের কোলাহল
১২০. B

১২১. 'When the cat is away, the mice will play' প্রবাদটির অর্থ- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. বিপদের মধ্যেই গুণের পরীক্ষা হয়।
খ. বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।
গ. লক্ষ্মী সদাই চঞ্চল।
ঘ. বিয়ে করতে কড়ি, আর ঘর বাঁধতে দড়ি।
১২১. খ

১২২. 'Give a dog a bad name and hang him.' প্রবাদটির অর্থ- *[জাবি, F ইউনিট ২০১৯-২০]*
ক. কাঁদা ঘেঁটো না।
খ. জলেই জল বাঁধে।
গ. কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি।
ঘ. অতি চালাকের গলায় দড়ি।
১২২. গ

১২৩. 'Familiarity breeds contempt' এর সঠিক বাংলা- *[রাবি, E -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. বেশি কথা বলা অপমানকর
B. পরিচয়ে শত্রুতা বাড়ে
C. মানীকে গম্ভীর হতে হয়
D. অতি মাখামাখি করলে মান থাকে না
১২৩. D

১২৪. 'Let bygones be bygones' এর সঠিক বাংলা কোনটি? *[রাবি, E -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. অতীত সর্বদা জাগ্রত
B. যে যাওয়ার সে যায়
C. অতীতকে মুছে ফেল
D. চলে যাওয়াও নিয়তি
১২৪. C

১২৫. No smoke without fire - এর বঙ্গানুবাদ- *[রাবি, D -ইউনিট, ২০১৬-১৭]*
A. আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না
B. বিনা স্বার্থে কিছুই হয় না
C. সব গুজবেরই ভিত্তি আছে
D. গুজবই রহস্য সৃষ্টি করে
১২৫. B

১২৬. "After meat comes mustard" এর ঠিক অর্থ - *[ঢাবি A ২০১৫-১৬]*
A. সুখের পর দুঃখ আসে
B. কষ্টে কেষ্ট মেলে
C. নুন আনতে পান্তা ফুরায়
D. যত গর্জে তত বর্ষে না
১২৬. C

১২৭. "One man's meat is another man's poison" - এর সঠিক অর্থ - *[ঢাবি D ২০১৫-১৬]*
A. কাক কাকের মাংস খায় না
B. কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস
C. পরের কষ্টে খুশিতে বগল বাজানো
D. শত্রুর শেষ রাখতে নেই
১২৭. B

Educationblog24.com

১২৮. "To count one's chickens before they hatch" এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুবাদ নয় কোনটি? *[জবি B ২০১৫-১৬]* ১২৮. B

A. ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়া
B. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
C. কালনেমির লঙ্কা ভাগ
D. গাছে না উঠতেই এক কাঁদি

১২৯. 'অনুবাদ' কোন প্রকারের হবে তা কিসের উপর নির্ভর করে? *[রাবি A ২০১৫-১৬]* ১২৯. B

A. বিষয়ের B. ভাবের C. লেখনীর D. বিন্যাসের

ব্যাখ্যা: অনুবাদ করার সময় শুধু আক্ষরিক শব্দ বা বাক্যকে পরিবর্তন করা হয় না, বরং মূল রচনার ভাব, অর্থ এবং অনুভূতিকে অপর ভাষায় সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়। একটি ভালো অনুবাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো মূল লেখার ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখা। তাই, অনুবাদকের প্রধান কাজ হলো মূল রচনার ভাবার্থ বুঝে তাকে অন্য ভাষায় এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে পাঠকের কাছেও একই অনুভূতি ও বার্তা পৌঁছায়।

১৩০. নামবাচক পদগুলোর মধ্যে কোনটির অনুবাদ করা যায়? *[রা.বি. A ২০১৫-১৬]* ১৩০. A

A.Egypt B. Bangladesh C. Japan D. Syria

ব্যাখ্যা: নামবাচক পদের সাধারণত অনুবাদ হয় না, বরং উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হয়, যাকে লিপ্যন্তর বলে। যেমন, Bangladesh থেকে বাংলাদেশ। তবে, কিছু নামবাচক পদের জন্য অন্য ভাষায় একটি প্রচলিত ভিন্ন শব্দ থাকে। যেমন - Egypt-এর জন্য বাংলায় মিশর শব্দটি প্রচলিত।

১৩১. "This is not up to my taste" - এটির সঠিক অনুবাদ কোন বাক্য? *[চবি A ২০১৫-১৬]* ১৩১. D

A. এটা আমার স্বাদ নয়
B. আমার রুচির উপর আর কিছু নেই
C. এটাকে আমি রুচিকর বলতে পারিনা
D. এটা আমার রুচির নয়

১৩২. 'Once bitten, twice shy' এর সঠিক অর্থ কোনটি? *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৭-১৮]* ১৩২. A

A. নেড়া কি কভু বেলতলা যায়
B. অধিক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট
C. অতি দর্পে হতে লঙ্কা
D. দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

১৩৩. 'Let sleeping dogs lie' প্রবাদটির অর্থ - *[জাবি F ইউনিট ২০১৭-১৮]* ১৩৩. B

A. ইহা বলাই
B. কাদা ঘেঁটো না
C. ঝোপে বুঝে কোপ মারা
D. বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর

১৩৪. 'He was out in reckoning.'- বাক্যটিতে যথাযথ বঙ্গানুবাদ- *[ঢাবি, D-ইউনিট, ২০১৬-১৭]* ১৩৪. A

A. তার গোনায় ভুল হয়েছিল।
B. তার শোনায় ভুল হয়েছিল।
C. সে চিনতে ভুল করেছিল।
D. তার মাথা খারাপ হয়েছিল।

১৩৫. He can make you do this - এর সঠিক বাংলা অনুবাদ *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০০০-০১]* ১৩৫.খ

ক. সে তোমার জন্য এটি করতে পারে
খ. সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে
গ. সে ও তুমি এটি করতে পার
ঘ. সে তোমার জন্য এটি করতে পারে

১৩৬. অনুবাদ কত প্রকার? *[১৮ তম নিবন্ধন; প্রিলিমিনারি টেস্ট (স্কুল/সমপর্যায় ০১) - ২০২৪]* ১৩৬. ক

ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

I অনুবাদ প্রধানত ২ প্রকার।

১. **আক্ষরিক অনুবাদ** (Literal Translation): এই অনুবাদে মূল রচনার প্রতিটি শব্দ বা বাক্যকে আক্ষরিক অর্থে অপর ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। এতে সাধারণত মূল লেখার ভাব বা সৌন্দর্য বজায় থাকে না।

২. **ভাবানুবাদ** (Free Translation or Paraphrase): এই অনুবাদে মূল রচনার প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ না দেখে, সেটির মূল ভাব, অর্থ এবং অনুভূতিকে অপর ভাষায় সাবলীলভাবে প্রকাশ করা হয়। এটিই সাধারণত ভালো অনুবাদের মানদণ্ড।

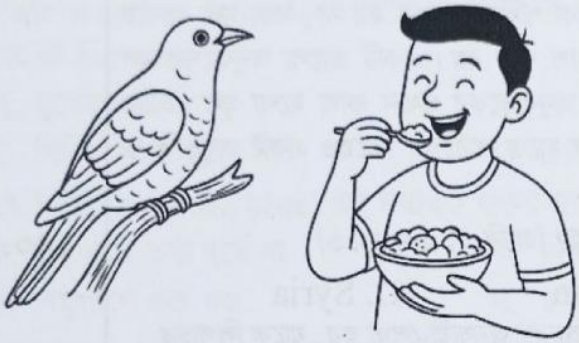
Educationblog24.com

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

অ

অন্যপুষ্ট - কোকিল

অন্নপুষ্ট - ভোজনপুষ্ট



অন্যপুষ্ট = অন্য (অন্যের দ্বারা) এবং পুষ্ট (পালিত) শব্দ দুটি দিয়ে গঠিত। এর আক্ষরিক অর্থ অন্যের দ্বারা পালিত। কোকিল নিজেরা বাসা না বানিয়ে অন্য পাখির (যেমন কাক) বাসায় ডিম পাড়ে এবং সেই পাখির দ্বারাই তার বাচ্চা পালিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কোকিলকে অন্যপুষ্ট বলা হয়।

অন্নপুষ্ট = অন্ন (খাবার) এবং পুষ্ট (পালিত)। এর আক্ষরিক অর্থ খাবারের দ্বারা পালিত বা খাবার খেয়ে মোটাসোটা। এই শব্দটি সাধারণত এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে ভালো খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যবান বা শক্তিশালী হয়েছে।

অশ্ব - ঘোড়া

অশ্ম - পাথর

অশ্ব: এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'অশ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ দ্রুত গমন করা। যেহেতু ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রাণী, তাই এর নাম হয়েছে অশ্ব। অশ্ম: এই শব্দটিও এসেছে সংস্কৃত 'অশ' ধাতু থেকে, যার একটি অর্থ জমাট বাঁধা। পাথর কঠিন ও জমাট বাঁধা বস্তু হওয়ায় এর নাম হয়েছে অশ্ম।

অবিহিত - অন্যায়

অভিহিত - কথিত, উক্ত

অবিহিত: অ (না) + বিহিত (উচিত) = যা উচিত নয় বা অন্যায়। অভিহিত: অভি (সামনে) + হিত (স্থাপন) = যা সামনে স্থাপন করা হয়েছে, অর্থাৎ যা বলা হয়েছে বা কথিত।

অনু - পশ্চাৎ

অণু - বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ

অলিক - কপাল

অলীক - মিথ্যা

অলীক = অল্ (নিবারণ করা) + ঈক। যা হতে লোক নিবারিত হয়; মিথ্যা, অসত্য।

অন্ন - খাদ্য

অন্য - অপর

অনিল - বায়ু

অনীল - যা নীল নয়

অনিল: এটি এসেছে সংস্কৃত 'অন' ধাতু থেকে, যার অর্থ শ্বাস বা প্রাণ। এই ধারণাই বায়ু বা বাতাসকে বোঝায়। অনীল: এই শব্দটি গঠিত হয়েছে অ (না) এবং নীল শব্দ দুটি দিয়ে। অর্থাৎ, যা নীল রঙের নয়।

অবদান - মহৎ কার্য

অবধান - মনোযোগ

অবদান: এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'অব' (নিচে) এবং 'দা' (দেওয়া) ধাতু থেকে। এর মূল অর্থ নিচে রাখা বা সমর্পণ করা, যা পরবর্তীতে কোনো মহৎ কাজে নিজের শ্রম বা কৃতিত্ব উৎসর্গ করাকে বোঝায়। অবধান: এই শব্দটি এসেছে সংস্কৃত অব (নিচে) এবং ধা (ধারণ করা) ধাতু থেকে। এর অর্থ মনোযোগ দিয়ে কোনো কিছু ধারণ করা বা শোনা।

অবিরাম - অবিশ্রান্ত

অভিরাম - সুন্দর

অবিরাম: এই শব্দটি গঠিত হয়েছে অ (না) এবং বিরাম (বিরতি) শব্দ দুটি দিয়ে। এর অর্থ বিরতিহীন বা অবিশ্রান্ত। অভিরাম: এই শব্দটি গঠিত হয়েছে অভি (সামনে) এবং রাম (সুন্দর) শব্দ দুটি দিয়ে। এর আক্ষরিক অর্থ 'সামনে বা সম্মুখে সুন্দর, অর্থাৎ যা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর।

অর্ঘ - মূল্য

অর্ঘ্য - পূজার উপকরণ

অর্ঘ = অর্ঘ্ (ক্রয় করা) + অ। যা দ্বারা ক্রয় করা হয়; অর্থাৎ মূল্য। আবার অর্ঘ অর্থ পূজাও হয়। অর্ঘ্য = অর্ঘ (পূজা করা) + য। যা দ্বারা পূজা করা হয়; অর্থাৎ পূজার উপকরণ। সম্মানিত ব্যক্তিকে বরণের জন্য মালা চন্দন ইত্যাদি উপচার। উপচার অর্থ - পূজা বা সেবার সামগ্রী; উপকরণ।

'অর্ঘ এবং অর্ঘ্য' শব্দদ্বয়ে 'অর্ঘ্য' শব্দে একটি বর্ণ বেশি। পূজায় অনেক উপকরণ প্রয়োজন, তাই 'অর্ঘ্য' বানানে য-ফলা। এটি মনে রাখলে অর্থ ও বানানে ভুল হবার আশঙ্কা থাকবে না।

অজগর - বড় সাপ

অজাগর - নিদ্রিত

অজগর = অজ (ছাগ) + গর (গৃ = ভোজন করা + অন): যে ভোজন করে অর্থাৎ যে ছাগল ভোজন করে। এক জাতীয় অতি বৃহৎ সাপ যারা অনায়াসে আস্ত ছাগল, হরিণ প্রভৃতি জন্তুদিগকে গিলে ফেলতে পারে। অজাগর = অ (নাই) + জাগর (জাগরণ) যার। অর্থাৎ ঘুমন্ত, চিরনিদ্রিত।

অপচয় - ক্ষতি

অবচয় - পুষ্পচয়ন

অপচয় - বিনা কারণে কোনো কিছু নষ্ট করা। অপব্যয় - বাজে খরচ। অবচয় = অব + চি (চয়ন বা সংগ্রহ করা) + অ। ফুল চয়ন করা, পুষ্পচয়ন: পুষ্প সংগ্রহ, ফুল তোলা। অবচয় - সম্পত্তি, জমি বা দ্রব্যাদির দাম কমা, মূল্যহ্রাস, Depreciation.

Educationblog24.com

অনিশ - সর্বদা

অনীশ - নাস্তিক

অনিশ = ন (অ) + নিশা (বিরাম কাল): অর্থাৎ বিরাম নেই, অবিরত, সর্বদা, সতত, নিরন্তর। অনীশ, অনীশ্বর = ন (অন) + ঈশ, ঈশ্বর। ঈশ্বরহীন, নাস্তিক: ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাহীন।

অর্তি - পীড়া

অর্থী - প্রার্থী

অনুদিত - যা উদিত হয়নি

অনূদিত - ভাষান্তরিত

অনুদিত = ন (অন্) + উদিত; উদিত হয়নি এমন; অপ্রকাশিত। অনূদিত = অনু + বদ্ + ত। অনুবাদ করা হয়েছে এমন, ভাষান্তরিত, এক ভাষা হতে যা অন্য ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে। অনূদিত = অনু (পশ্চাতে) + √বদ্ (বলা) + ত। পরে বলা হয়েছে এমন; পরে উক্ত।

অকুল - নীচ বংশ

অকূল - তীরহীন

অনুপ - উপমাহীন

অনূপ - জলাশয়

অনুপ = অন্ (নাই) + উপ (উপমা); নাই উপমা যার; উপমাহীন, অতুলনীয়। অনূপ = অনু (নিকট বা সহিত) + অপ্ (জল)। যা জল নিয়েই থাকে। জলপ্রায় স্থান।

অংশ - ভাগ

অংস - স্কন্ধ

অকিঞ্চন - গরিব

আকিঞ্চন - আকাঙ্ক্ষা



অকিঞ্চন = অ (নাই) + কিঞ্চন (কিছুই); যার কিছুই নাই। নিঃস্ব, দুঃখী, দরিদ্র, সম্বলহীন। আকিঞ্চন = অকিঞ্চন + অ; যার কিছুই নাই এমন দৈন্য দশা, প্রকাশিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা।

অশন - ভোজন

অসন - নিক্ষেপ

অশন = অশ্ (ভোজন করা) + অন। ভোজন, আহার। অসন - ক্ষেপণ; ত্যাগকরণ; ত্যাগ করা।

অবগত - জানা

অপগত - দূরীভূত, অপসৃত

অবগত = অব + গম্ (জ্ঞাত হওয়া বা গমন করা) + ত। যে বিষয় জ্ঞাত হওয়া গিয়েছে। জেনেছে বা জানা হয়েছে এমন, জ্ঞাত, বিদিত। অপগত = অপ + গম্ (গমন করা) + ত। যে গমন করেছে; চলে গেছে বা দূর হয়েছে এমন।

অনিষ্ঠ - নিষ্ঠাহীন

অনিষ্ট - অপকার

অবদ্য - নিন্দনীয়

অবধ্য - বধের অযোগ্য

অবদ্য = ন + (অ) + বদ্ (বলা) + য; যা বলা যায় না অর্থাৎ অকথ্য বা নিন্দনীয়। অবধ্য = ন (অ) + বধ্ (বধ বা বিনাশ করা বা হত্যা করা) + য; যাকে বধ বা হত্যা করা উচিত নয়, বধের অযোগ্য।

অসিলতা - তরবারি

অশীলতা - অভদ্রতা, দুষ্টতা

অসিলতা = অসি (তরবারি) + লতা; তরবারির ফলক। অশীলতা = অ (নাই) + শীলতা (ভদ্রতা, সভ্যতা), অমার্জিত, অশিষ্ট।

অসুর - দৈত্য

অশূর - যে শূর (বীর) নয়

অসুর = অ (বিরোধ) + সুর (দেবতা); যারা দেবতার সাথে বিরোধ করে। পুরাণে কল্পিত দেবকুলের শত্রু; দৈত্য।

অভ্যাস - চর্চা, শিক্ষা

অভ্যাশ - নিকট

অপরিণত - যা পরিণত হয়নি

অপরিণীত - অবিবাহিত

অপরিণত = অ (ন বা নাই) + পরিণত; যা পরিণতি বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় নি, অপরিপক্ব, কাঁচা, অপূর্ণ। অপরিণীত = অ (না) + পরিণীত (বিবাহিত); যে বিবাহিত নয়।

অসিত - কৃষ্ণ

অশীত - উষ্ণ, শীত নহে

অশিত - ভক্ষিত (খাওয়া হয়েছে এমন)।

অসিত = অ (না) + সিত (শুক্লবর্ণ বা সাদা); কৃষ্ণবর্ণ। শুভ্র নয় এমন; কালো। অশীত = অ (না) + শীত; যা শীতল নয়, উষ্ণ, গরম।

অন্নদা - অন্নদাত্রী

অন্যদা - অন্যদিন, সময়ান্তরে

অন্নদ = অন্ন (ভোজ্য) + √দ (দান করা); অর্থ যিনি অন্নদান করেন, অন্নদাতা, দেবী দুর্গা।

অবসৃত - অবসরপ্রাপ্ত

অপসৃত - দূরীভূত

অদৃশ্য - যা দেখা যায় না

অদৃষ্ট - যা দেখা যায়নি এমন

দৃষ্ট অর্থ - দেখা গেছে এমন, লক্ষিত। দৃষ্টি (এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা); দর্শন, অবলোকন।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

আ

আপণ - দোকান

আপন - নিজ

আপণ = আ + পণ্ (বাণিজ্য করা) + অ; পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। দোকান, হাট। আপন = আপ্ (নিজ) + অন; আত্মীয়, স্বজন। আপন সংস্কৃত আত্মীয় শব্দ থেকে উদ্ভূত।

আমর্শ - স্পর্শ, পরামর্শ

আমর্ষ - ক্রোধ, ক্ষমার অভাব

আমর্ষ = আ (না) + মৃষ্ (ক্ষমা করা) + অ; অক্ষমা, ক্রোধ।

আহুত আহুতি ও আহূত আহূতি

আহুত - আহুতি দেওয়া হয়েছে এমন

আহুতি - হোম

আহুত = আ + হু (হোম করা) +ত; আহুতি দেওয়া হয়েছে এমন। আহুতি = আ + হু (হোম করা) + তি; দেবতার প্রীতি সম্পাদনার্থে অগ্নিতে ঘৃতদান। হোমের উপকরণ, মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ (আত্মাহুতি) প্রভৃতি।

আহূত - আমন্ত্রিত

আহূতি - আমন্ত্রণ

আহূত = আ + হ্বে (আহ্বান করা) + ত; শব্দের অর্থ আহ্বান করা হয়েছে এমন, আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত। আহূতি = আ + হ্বে (আহ্বান করা) + তি; শব্দের অর্থ আহ্বান, আমন্ত্রণ প্রভৃতি। আহূত এর বিপরীত শব্দ অনাহূত।

আহত - আঘাত প্রাপ্ত, আঘাতী

আহতি - আঘাত, প্রহার

আহত = আ + হন্ (বধ করা) + ত; আঘাত প্রাপ্ত, প্রহৃত। আহতি = আ + হন্ (আঘাত করা) + তি।

আবরণ - আচ্ছাদন

আভরণ - অলংকার

আবরণ = আ + বৃ (অবরোধ করা) + অন; ঢাকনি, অবরোধ। আভরণ = আ + ভৃ (ধারণ করা) + অন; যা অঙ্গে ধারণ করা যায়; ভূষণ, অলংকার।

আঁশ - তন্তু

আঁষ - আমিষ

আণ - ধ্বনি

আন - অপর

আণ = অণ্ (শব্দ করা) + অ।

আসক্তি - অনুরাগ

আসত্তি - মিলন

আসক্তি = আ (সর্বদা) + সন্জ্ (আলিঙ্গন করা) + তি; প্রীতি, অনুরাগ। আসত্তি = আ + সদ্ (গমন করা) + তি; মিলন, নৈকট্য, সান্নিধ্য।

আসার - বৃষ্টি, জলকণা

আষাঢ় - বাংলা মাস বিশেষ

আসার = আ + সৃ (গমন করা) + অ; মুষলধারে বারিপাত, বৃষ্টি, জলকণা। আষাঢ় (পূর্ব বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী ঘটিত কাল) = এই মাসে সূর্য মিথুন রাশিতে গত হয়; দ্বাদশ মাসের তৃতীয় মাস।

আদি - মূল

আধি - মনঃকষ্ট

আদি = আ + দা (দান করা, গ্রহণ করা) + ই; যা অগ্রে গৃহীত হয়; প্রথম, সকলের মূল। আধি = আ + ধা (চিন্তা করা, স্থাপন করা ইত্যাদি) + ই; মানসিক পীড়া, মনঃকষ্ট।

আভাস - ইঙ্গিত, দীপ্তি

আভাষ - আলাপ, ভূমিকা

আবাস - বাসস্থান

আদাড় - আস্তাকুঁড়

আধার - পাত্র

আদাড় = জঞ্জাল বা আবর্জনা ফেলার স্থান; আস্তাকুঁড়। আধার = আ + ধৃ (ধরা) + অ; যাতে কোনো বস্তু থাকে, পাত্র।

আপ্ত - প্রাপ্ত, বিশ্বস্ত

আর্ত - পীড়িত

আশী - সাপের বিষদাঁত

আশি - অশীতি (৮০ সংখ্যা)

আসি - আগমন করি

আশী = আ + শাস্ + ০; সাপের বিষদাঁত। আশি = সংস্কৃত অশীতি থেকে আশি; অশীতি সংখ্যা বিশিষ্ট। ৮০ সংখ্যক।

ই-ঔ

ইলা - বুধপত্নী

ঈলা - পৃথিবী, ধেনু

ইলা = ইল্ (প্রেরণ করা) + অ; বৈবস্বত মুনির প্রথম সন্তান ইলা। মিত্রাবরুণের উপাসনা করে একটা সন্তান প্রার্থনা করেন কিন্তু আরাধনার ত্রুটি বশত পুত্রের পরিবর্তে কন্যা হয়। সেই কন্যাই ইলা।

উপান্ত - প্রান্ত

উপান্ত্য - প্রান্তবর্তী

উপান্ত = উপ (উপকণ্ঠ, নিকট) + অন্ত (শেষ); প্রান্ত। অন্তের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অবস্থিত এমন।

ইতি - শেষ, অবসান

ঈতি - শস্য উৎপাদনে ছয় প্রকার বিঘ্ন

ইতি = ই (গমন করা) + তি; পত্রাদির সমাপ্তিসূচক বাক্য; সমাপ্তি। ঈতি = ঈ (গমন করা) + তি; শস্য উৎপাদনের ছয় প্রকার বিঘ্ন। যথা: অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতঙ্গ, পক্ষী এবং বৈরীরাজ।

Educationblog24.com

ইস্ত্রি - ধোপার কাপড় মসৃণ করার যন্ত্র

স্ত্রী - রমণী, পত্নী



ইস্ত্রি = ধৌত বস্ত্র মসৃণ বা কঠিন করার জন্য লৌহময় যন্ত্রবিশেষ। স্ত্রী = স্ত্যৈ (শব্দ করা) + র + ঈ; রমণী, পত্নী, সহধর্মিণী।

ঈশ - ঈশ্বর

ঈষ - লাঙলদ

ঈশ = ঈশ্ (আধিপত্য করা) + অ; ঈশ্বর, প্রভু। ঈষ = ঈষ্ (গমন করা) + অ; যেখান দিয়ে লাঙল যায়। লাঙলের ফলা; লাঙলদ।

উপাদান - উপকরণ

উপাধান - বালিশ

উপাদান = উপ (সমীপ) + আ + দা (দান করা) + অন; যে সকল বস্তু একত্র করে অন্য কোনো বস্তু তৈরি করা যায়। উপকরণ, মালমসলা। উপাধান = উপ + আ + ধা (ধারণ করা, স্থাপন করা) + অন; যাতে স্থাপন করা হয়। শিরোধান।

উপাসিত - আরাধিত

উপোষিত - অভুক্ত

উপাসিত = উপ + আস্ + ত; যাকে উপাসনা করা হয়েছে। পূজিত, আরাধিত। উপোষিত = উপ + বস্ + ত; যিনি বাস করেছিলেন। অনাহারী, অভুক্ত, উপবাসী।

উদ্যত - প্রবৃত্ত, উন্মত্ত

উদ্ধত - অবিনীত

ঋত - কাতর, পীড়িত

রীতি - প্রথা

ঋতি - গতি

ঋত = ঋ (গমন করা) + ত; যিনি গমন করেছেন; গত। কাতর, পীড়িত। রীতি = রী (গমন করা) + তি; প্রথা বা পদ্ধতি। ঋতি = ঋ + (গমন করা) + তি; গতি।

উৎপত - পাখি

উৎপথ - কুপথ

একদা - এককালে

একধা - এক প্রকার

একদা = এক + দা (কালার্থে দা প্রত্যয়); যুগপৎ, এককালে। একধা = এক + ধা (প্রকারার্থে); এক প্রকার, একদিক।

একতা - ঐক্য

এ কথা - এই কথা

এণ - কৃষ্ণসার মৃগ

এন - দোষ, পাপ

এণ = ই (গমন করা) + ণ; যে চঞ্চল ভাবে গমন করে। কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ।

ওড় - জবাফুল

ওর - অন্ত, সীমা

ওষ - গাত্রদাহ

ওস - শিশির

ওষ = উষ্ (দাহ করা) + অ; অগ্নি কিংবা ক্ষার সংযোগে গাত্রদাহ। ওস - মূল শব্দ 'ওসা' এটি পূর্ববঙ্গ ও উৎকলে 'ওস' হিসেবে ব্যবহৃত। যার অর্থ শিশির।

ওষধি - একবার ফল দিয়া যে বৃক্ষ মরিয়া যায়।

ঔষধি - ভেষজ উদ্ভিদ



ওষধি = ওষ (দীপ্তি) + ধা (ধারণ করা) + ই; যে রাত্রিতে দীপ্তি পায়। ফল পাকলে যে সকল তরু, লতা তৃণ প্রভৃতি শুকিয়ে যায়। ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি। ঔষধি = যে সকল গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি হয়। একে বাংলায় ওষুধ বলে।

ক

কপাল - ললাট

কপোল - গণ্ডদেশ, গাল



কপাল = ক (জল বা লক্ষণাধারা মস্তকের ঘৃত) + পাল (যে রক্ষা করে); উচ্চতর স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণির ভ্রু ও মাথার মধ্যবর্তী অংশ; ললাট।

Educationblog24.com

কমল - পদ্ম
কোমল - নরম
কোটা - খণ্ডিত; কাপড়বিশেষ।
কোঠা - প্রকোষ্ঠ
কোটি - ক্রোর; ১,০০,০০,০০০ সংখ্যা
কটি - কোমর
কর্বুর - রাক্ষস
কর্বুর - বিচিত্র বর্ণযুক্ত
কতক - কিছুটা
কথক - বক্তা
কুশাসন - কুশ নির্মিত আসন
কু-শাসন - স্বৈরশাসন

কুশাসন = কুশের আসন (বসার স্থান); কুশপত্র রচিত আসন। কু-শাসন = কু (কুৎসিত) যে শাসন। খারাপ শাসন; যে রূপ শাসন করতে নাই।

কুল - বংশ, ফল বিশেষ, সমস্ত
কূল - তীর, কিনারা
কুজন - খারাপ লোক
কূজন - পাখির রব
কৃত্তিবাস - মহাদেব
কীর্তিবাস - যশস্বী
কই - কোথায়
কৈ - মাছ বিশেষ, জিওল মাছ
কাঁচা - অপক্ব
কাচা - ধোয়া
কিল - মুষ্টির আঘাত
কীল - আগল, পেরেক
কড়া - আংটা
করা - কৃত, সম্পাদিত
কুষ্ঠি - কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা
কুষ্ঠী - কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত
করি - আমি সম্পন্ন করি
করী - হস্তী

করী = কর (শুণ্ড) + ইন্; গজ, হস্তী। কর আছে বলে হস্তীর নাম করী।

কৃত - যা করা হয়েছে
ক্রীত - কেনা
কালি - লিখার কালি, মসি
কালী - হিন্দুদের দেবী

কালি = কাল (কৃষ্ণবর্ণ) + ই; লিখার জন্য রং মিশ্রিত জল। কালী = কাল (রুদ্র - শিব - সংহারক) + ঈ; অগ্নিকার ললাট হতে উৎপন্না কৃষ্ণবর্ণা দেবী। শিবের স্ত্রী, চণ্ডিকার একটি রূপ।

কৃতদাস - ভৃত্যে পরিণত,
ক্রীতদাস - কেনা গোলাম

কৃতদাস = কৃত (মূল্যাদির দ্বারা নিয়মিত) যে দাস (ভৃত্য); নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিচর্যা করার নিয়মে নিযুক্ত ভৃত্য বা দাস। ক্রীতদাস = ক্রীত যে দাস (ভৃত্য); কেনা গোলাম। মূল্য দিয়ে যে ভৃত্যকে যাবজ্জীবনের জন্য নেয়া হয়।

কাঁটা - মাছের সরু ও সুচালো হাড়
কাটা - কর্তন, খণ্ডিত
কাপালি, কাপালিক - শূদ্রজাতিবিশেষ
কাপালী - শিব

কাপালি, কাপালিক = কাপাল + ই/ইক; কাপালি শব্দটি সংস্কৃত শব্দ কাপাল থেকে এসেছে, যার অর্থ মাথার খুলি। কারো কারো মতে, ভাগ্য বা কপালের ওপর প্রবল বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের কাপালিক বলে। কাপালী = কপাল (নরকপাল) + অন্; শিব (ইনি নরকপালমালা ধারণ করায় এই নাম)।

কৃতি - কার্য
কৃতী - যশস্বী
ক্ষুব্ধ - দুঃখিত
ক্রুদ্ধ - রাগান্বিত
কাঁচি - কাস্তে
কাছি - মোটা দড়ি বা রশি
কূট - জটিল
কুট - পর্বতশৃঙ্গ

কূট = কূট্ (বক্র হওয়া) + অ। কুট = কুট্ (বক্র গমন করা) + অ। যাতে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করতে হয়।

ক্রোড় - কোল
ক্রোর - কোটি
ক্রূর - নিষ্ঠুর

ক্রোড় = ক্রুড়্ (ঘন হওয়া) + অ; কোল বা উৎসঙ্গ। ক্রোর = সংস্কৃত কোটি হতে হিন্দি ক্রোর। ক্রূর = কৃৎ (ছেদন করা) + র; নিষ্ঠুর।

খ

খড় - তৃণ
খর - তীব্র

খড় = খড়্ (ভেদ করা) + অ; ক্ষুদ্র তৃণ।

Educationblog24.com

ইস্ত্রি - ধোপার কাপড় মসৃণ করার যন্ত্র

স্ত্রী - রমণী, পত্নী



ইস্ত্রি = ধৌত বস্ত্র মসৃণ বা কঠিন করার জন্য লৌহময় যন্ত্রবিশেষ। স্ত্রী = ষ্ট্যৈ (শব্দ করা) + র + ঈ; রমণী, পত্নী, সহধর্মিণী।

ঈশ - ঈশ্বর

ঈষ - লাঙলদ

ঈশ = ঈশ্ (আধিপত্য করা) + অ; ঈশ্বর, প্রভু। ঈষ = ঈষ্ (গমন করা) + অ; যেখান দিয়ে লাঙল যায়। লাঙলের ফলা; লাঙলদ।

উপাদান - উপকরণ

উপাধান - বালিশ

উপাদান = উপ (সমীপ) + আ + দা (দান করা) + অন; যে সকল বস্তু একত্র করে অন্য কোনো বস্তু তৈরি করা যায়। উপকরণ, মালমসলা। উপাধান = উপ + আ + ধা (ধারণ করা, স্থাপন করা) + অন; যাতে স্থাপন করা হয়। শিরোধান।

উপাসিত - আরাধিত

উপোষিত - অভুক্ত

উপাসিত = উপ + আস্ + ত; যাকে উপাসনা করা হয়েছে। পূজিত, আরাধিত। উপোষিত = উপ + বস্ + ত; যিনি বাস করেছিলেন। অনাহারী, অভুক্ত, উপবাসী।

উদ্যত - প্রবৃত্ত, উন্মত্ত

উদ্ধত - অবিনীত

ঋত - কাতর, পীড়িত

রীতি - প্রথা

ঋতি - গতি

ঋত = ঋ (গমন করা) + ত; যিনি গমন করেছেন; গত। কাতর, পীড়িত। রীতি = রী (গমন করা) + তি; প্রথা বা পদ্ধতি। ঋতি = ঋ + (গমন করা) + তি; গতি।

উৎপত - পাখি

উৎপথ - কুপথ

একদা - এককালে

একধা - এক প্রকার

একদা = এক + দা (কালার্থে দা প্রত্যয়); যুগপৎ, এককালে। একধা = এক + ধা (প্রকারার্থে); এক প্রকার, একদিক।

একতা - ঐক্য

এ কথা - এই কথা

এণ - কৃষ্ণসার মৃগ

এন - দোষ, পাপ

এণ = ই (গমন করা) + ণ; যে চঞ্চল ভাবে গমন করে। কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ।

ওড় - জবাফুল

ওর - অন্ত, সীমা

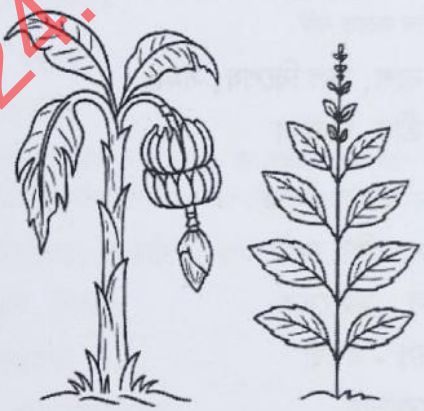
ওষ - গাত্রদাহ

ওস - শিশির

ওষ = উষ্ (দাহ করা) + অ; অগ্নি কিংবা ক্ষার সংযোগে গাত্রদাহ। ওস - মূল শব্দ 'ওসা' এটি পূর্ববঙ্গ ও উৎকলে 'ওস' হিসেবে ব্যবহৃত। যার অর্থ শিশির।

ওষধি - একবার ফল দিয়া যে বৃক্ষ মরিয়া যায়।

ঔষধি - ভেষজ উদ্ভিদ



ওষধি = ওষ (দীপ্তি) + ধা (ধারণ করা) + ই; যে রাত্রিতে দীপ্তি পায়। ফল পাকলে যে সকল তরু, লতা তৃণ প্রভৃতি শুকিয়ে যায়। ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি। ঔষধি = যে সকল গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি হয়। একে বাংলায় ওষুধ বলে।

ক

কপাল - ললাট

কপোল - গণ্ডদেশ, গাল



কপাল = ক (জল বা লক্ষণাদ্বারা মস্তকের ঘৃত) + পাল (যে রক্ষা করে); উচ্চতর স্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণির ভ্রূ ও মাথার মধ্যবর্তী অংশ; ললাট।

Educationblog24.com

কমল - পদ্ম
কোমল - নরম
কোটা - খণ্ডিত; কাপড়বিশেষ।
কোঠা - প্রকোষ্ঠ
কোটি - ক্রোর; ১,০০,০০,০০০ সংখ্যা
কটি - কোমর
কর্বুর - রাক্ষস
কর্বুর - বিচিত্র বর্ণযুক্ত
কতক - কিছুটা
কথক - বক্তা
কুশাসন - কুশ নির্মিত আসন
কু-শাসন - স্বৈরশাসন

কুশাসন = কুশের আসন (বসার স্থান); কুশপত্র রচিত আসন। কু-শাসন = কু (কুৎসিত) যে শাসন। খারাপ শাসন; যে রূপ শাসন করতে নাই।

কুল - বংশ, ফল বিশেষ, সমস্ত
কূল - তীর, কিনারা
কুজন - খারাপ লোক
কূজন - পাখির রব
কৃত্তিবাস - মহাদেব
কীর্তিবাস - যশস্বী
কই - কোথায়
কৈ - মাছ বিশেষ, জিওল মাছ
কাঁচা - অপক্ব
কাচা - ধোয়া
কিল - মুষ্টির আঘাত
কীল - আগল, পেরেক
কড়া - আংটা
করা - কৃত, সম্পাদিত
কুষ্ঠি - কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা
কুষ্ঠী - কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত
করি - আমি সম্পন্ন করি
করী - হস্তী

করী = কর (শুণ্ড) + ইন্; গজ, হস্তী। কর আছে বলে হস্তীর নাম করী।

কৃত - যা করা হয়েছে
ক্রীত - কেনা
কালি - লিখার কালি, মসি
কালী - হিন্দুদের দেবী

কালি = কাল (কৃষ্ণবর্ণ) + ই; লিখার জন্য রং মিশ্রিত জল। কালী = কাল (রুদ্র - শিব - সংহারক) + ঈ; অম্বিকার ললাট হতে উৎপন্না কৃষ্ণবর্ণা দেবী। শিবের স্ত্রী, চণ্ডিকার একটি রূপ।

কৃতদাস - ভৃত্যে পরিণত,
ক্রীতদাস - কেনা গোলাম

কৃতদাস = কৃত (মূল্যাদির দ্বারা নিয়মিত) যে দাস (ভৃত্য); নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিচর্যা করার নিয়মে নিযুক্ত ভৃত্য বা দাস। ক্রীতদাস = ক্রীত যে দাস (ভৃত্য); কেনা গোলাম। মূল্য দিয়ে যে ভৃত্যকে যাবজ্জীবনের জন্য নেয়া হয়।

কাঁটা - মাছের সরু ও সুচালো হাড়
কাটা - কর্তন, খণ্ডিত
কাপালি, কাপালিক - শূদ্রজাতিবিশেষ
কাপালী - শিব

কাপালি, কাপালিক = কাপাল + ই/ইক; কাপালি শব্দটি সংস্কৃত শব্দ কাপাল থেকে এসেছে, যার অর্থ মাথার খুলি। কারো কারো মতে, ভাগ্য বা কপালের ওপর প্রবল বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের কাপালিক বলে। কাপালী = কপাল (নরকপাল) + অন্; শিব (ইনি নরকপালমালা ধারণ করায় এই নাম)।

কৃতি - কার্য
কৃতী - যশস্বী
ক্ষুব্ধ - দুঃখিত
ক্রুদ্ধ - রাগান্বিত
কাঁচি - কাস্তে
কাছি - মোটা দড়ি বা রশি
কূট - জটিল
কুট - পর্বতশৃঙ্গ

কূট = কূট্ (বক্র হওয়া) + অ। কুট = কুট্ (বক্র গমন করা) + অ। যাতে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে গমন করতে হয়।

ক্রোড় - কোল
ক্রোর - কোটি
ক্রূর - নিষ্ঠুর

ক্রোড় = ক্রুড় (ঘন হওয়া) + অ; কোল বা উৎসঙ্গ। ক্রোর = সংস্কৃত কোটি হতে হিন্দি ক্রোর। ক্রূর = কৃৎ (ছেদন করা) + র; নিষ্ঠুর।

খ

খড় - তৃণ
খর - তীব্র

খড় = খড়্ (ভেদ করা) + অ; ক্ষুদ্র তৃণ।

Educationblog24.com

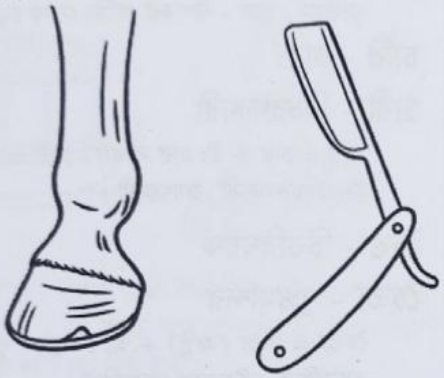
খদ্দর - চরকায় কাটা সুতার কাপড়

খদ্দের - গ্রাহক

খদ্দর = দেশে যখন খাদি কাপড়ের চাহিদা বেড়ে যায় তখন সাধারণ মানুষের কাপড়ের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাটির নিচে গর্ত করে পায়ে চালানো প্যাডল দ্বারা এ কাপড় তৈরি হতো। খাদ থেকে তৈরি হতো বলে এর নাম হয় খদ্দর বা খাদি। খদ্দের = খরিদদার হতে উদ্ভূত শব্দ। যার অর্থ গ্রাহক বা ক্রেতা (Client/Customer)।

খুর - গরু, ঘোড়ার পায়ের কঠিন নিম্নাংশ

ক্ষুর - চুল কামাইবার অস্ত্র বিশেষ



খরা - রৌদ্র

ক্ষর - ক্ষরণ

খোদ - স্বয়ং

খুদ - চাউলের কণা

খাটো - বেঁটে, খর্ব, নগণ্য, অনুচ্চ

খাট - খাটিয়া, চারপায়া

খাট = খট্ (আচ্ছাদন করা) + অ; চারপায়া, পালঙ্ক।

গ

গাদা - রাশি

গাধা - গর্দভ

গাদা = সংস্কৃত গাধ্ ধাতু (প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থন, রচনা) হতে আধিক্য এবং অনাদর অর্থে গাদা। অল্পার্থে ও আদরার্থে গাদি।

গণ্ডি - চৌহদ্দি, সীমা

গণ্ডী - ধনুক

গণ্ডি = গণ্ড + ই; গাছের গুঁড়ি। চৌহদ্দি, বেষ্টন রেখা।

গা - শরীর

গাঁ - গ্রাম

গোকুল - বৃন্দাবন

গো-কুল - গরু জাতি

গোকুল = গো (গরু) তার কুল (সমূহ); গোপাল, গোসমূহ।

গীতি - গান

গীতী - গায়ক

গীতি = গৈ (গান করা) + তি; সংগীত, গান। গীতী = গীত + ইন; গায়ক।

গোদা - গোদবিশিষ্ট অত্যন্ত স্থূল বা মোটা

গোধা - গোসাপ

গোদা = গোদ (স্থায়ী শোথ রোগ) + আ; পদস্ফীত রোগী। তুচ্ছার্থে অত্যন্ত স্থূল বা মোটা (গোদা লোকটা)। গোধা = গুধ + অ; গাছের কোটরে বাস করে এমন হলুদাভ বা কালচে বাদামি অমসৃণ ত্বক ও তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত কুমিরসদৃশ দিবাচর ছোটো প্রাণী (যার প্রধান খাদ্য কচিপাতা ছোটো পাখি ও কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী), গুইসাপ, গোধা।

গুড় - মিষ্টদ্রব্য বিশেষ

গূঢ় - গুপ্ত, লুক্কায়িত

গুড় = ইক্ষু, তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের রস হতে প্রস্তুত মধুর রস খাদ্যবিশেষ। গূঢ় = গুহ্ (গোপন করা, আচ্ছাদন করা) + ত; গুপ্ত, গভীর।

গোলক - গোলাকার বস্তু

গোলোক - স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ

গোলোক = গো (স্বর্গ) লোক (ভুবন); বৈকুণ্ঠ, স্বর্গে নারায়ণের বাসস্থান।

গুণ - ধর্ম, স্বভাব,

গুন - চটের থলি

গুণ = গুণ্ (অভ্যাস করা) + অ; যা অভ্যাস করা হয়। যা অভ্যস্ত বা অভ্যাসে প্রকৃতিগত। গুন = চট সেলাই করার মোটা সুচ।

গোঁড়া - অন্ধভক্ত; একগুঁয়ে, রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন

গোড়া - মূল, শিকড়

গোচর - প্রত্যক্ষ

গো-চর - গো চারণক্ষেত্র

গোচর = গো (ইন্দ্রিয়গণ) + চর (বিচরণ করে) যেখানে; যেখানে ইন্দ্রিয়গণ বিচরণ করে। প্রত্যক্ষ। গো-চর = গো (গরু) + চর (বিচরণ করে); যেখানে গরু বিচরণ করে। গরু চরার স্থান।

গিরিশ - মহাদেব

গিরীশ - হিমালয়

গিরিশ = গিরি (কৈলাস পর্বত) + শী (শয়ন করা) + অ; যে কৈলাস পর্বতে শয়ন করে। মহাদেব, শিব। গিরীশ = গিরির (পর্বতের) + ঈশ (স্বামী); অর্থাৎ পর্বতের প্রধান বা প্রধান পর্বত; যেমন - হিমালয়।

গুলি - 'গুলো'র সাধু রূপ

গুলি - গোলা, আফিমের তৈরি মাদকদ্রব্য

ঘ

ঘোর - ঘন

গোর - সমাধি

ঘোর = ঘুর (ভয়ংকর হওয়া) + অ; যিনি সংহারার্থ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেন। সর্বসংহারক শিব।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

ঘর - বাসগৃহ

গড় - এক ধরনের হিসাব

ঘড়া - বড়ো কলসি

গড়া - তৈরি করা, গঠিত

ঘড়া = ঘট (যা চেষ্টা দ্বারা বা উপকরণাদি সংগ্রহ করে নির্মাণ করতে হয়) + আ। বৃহদাকৃতির বা শ্রেষ্ঠ কলস, পিতলের কলস।

ঘূর্ণায়মান - যা ঘুরছে

ঘূর্ণ্যমান - যাকে ঘোরানো হচ্ছে

ঘূর্ণায়মান = ঘূর্ণায় (ঘোরা) + মান; ঘুরছে এমন। ঘূর্ণ্যমান = ঘূর্ণ (ঘোরা) + মান/আন; ঘোরানো হচ্ছে এমন। যা ঘুরছে।

ঘোড়া - অশ্ব

ঘুরা - ঘোরাফেরা করা

ঘুড়ি - কাগজের খেলনা

ঘুড়ি - ঘোড়ার স্ত্রীলিঙ্গ

ঘুড়ি = সুতো বেঁধে আকাশে ওড়ানো যায় এমন বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে প্রসারিত করে রাখা হালকা ও পাতলা কাগজের তৈরি খেলনাবিশেষ (ঘুড়ি ওড়ানো)।

চ

চিত্ত - মন

চিত্য, চিতা - অগ্নি

চিত্ত = চিৎ (জ্ঞান করা) + ত; যা দ্বারা জানা যায়, মন।

চূত - আম গাছ বা আম

চ্যুত - ভ্রষ্ট, স্খলিত

চ্যুত = চ্যু (গমন করা, পতিত হওয়া প্রভৃতি) + ত; যে উচ্চ স্থানাদি হতে পতিত হয়েছে। ভ্রষ্ট, পতিত।

চালন - প্রেরণ

চালানো - চালনা করা

চালন = চালি + অন; প্রেরণ, স্থানান্তরিতকরণ।

চিতা - বাঘ

চিত - চায়িত বা সংকলিত

চিতা = গাছের পাতার বা গাছের গায়ে সূক্ষ্ম শেওলা বা ছাতা পড়া দাগ। মানুষের গায়ে কালো কালো দাগ পড়লে মাচিতা বা মেচতা বলে। চিতার মতো কালো গোল ছাপ সর্বাঙ্গে আছে বলে চিতা বাঘ। চিত = চি (চয়ন করা) + ত; যা চয়ন করা হয়েছে।

চির - দীর্ঘ সময়

চীর - ছিন্নবস্ত্র

চড় - চপেটাঘাত

চর - নদীর চর

চাষ - কৃষিকর্ম

চাস - পাখির নাম



চাষ = চষ্ (ভক্ষণে) + অ; ভক্ষণের উপযোগী বস্তু উৎপাদন। কৃষিকর্ম। চাস - নীলকণ্ঠ পাখি; সোনা চড়াই।

চারি - চার

চারী - বিচরণকারী

চারি = চার + ই; চার সংখ্যা। চারী = চর্ (বিচরণ করা) + ইন্; বিচরণকারী, ভ্রমণকারী।

চৈত্ত - চিত্তবিষয়ক

চৈত্য - বুদ্ধমন্দির

চৈত্য = চিত্য (অগ্নি) + অ; যে স্থানে পূজা বা যজ্ঞ করা হয়; বুদ্ধমন্দির, বৌদ্ধদের দেবমন্দির।

চতুষ্পথ - চৌমাথা

চতুষ্পদ - চার পদ-বিশিষ্ট

চতুষ্পথ = চতুর্ (চার) + পথ (রাস্তা); চৌমাথা। যেখানে চারটি পথ মিলিত হয়েছে। চতুষ্পদ = চতুর্ (চার) + পদ; চার পদের সমাহার; চার পদবিশিষ্ট জন্তু।

চাল - ঘরের চাল, আচ্ছাদন

চাল - চাউল, তণ্ডুল

চাল = সংস্কৃত তণ্ডুল - তাঁড়ুল - তাঁউল - চাউল - সংক্ষেপে চাল। ধানের শস্য। চাল = চল (গমন করা, চলা, বিস্তার লাভ করা) + অ; যা গৃহাদির উপরিভাগে যায় বা বিস্তার লাভ করে। গৃহাদির আচ্ছাদন, ঘরের চাল।

ছ - ঢ

ছাড় - ত্যাগ

ছার - অধম

ছোরা - বড় চাকু

ছোঁড়া - তরুণ বালক (অবজ্ঞার্থে ছোকরা)

ছাঁদ - আকৃতি, গঠন

ছাদ - ছাত, ঘরের চাল

ছাদ = ছাদি (আচ্ছাদন করা) + অ; যা গৃহাদির উপরিভাগ আচ্ছাদন করে। ছাত, চাল।

জোর - বল, শক্তি

জোড় - যুগল

Educationblog24.com

জ্যোতি - আলো, উজ্জ্বলতা

যতি - বিরাম

যতী - মুনি, জিতেন্দ্রিয়

জ্যোতি = দ্যুত্ (দীপ্তি) + ইস্; যারা দীপ্তি দান করে, গ্রহ। যতি = যম্ (নিবৃত্ত করা) + তি; যাতে জিহ্বা নিবৃত্ত হয়। ছন্দ স্তরের বিরাম স্থান। যতী = যত্ + ঈ; যিনি তপস্যা করেন, মুনি, সন্ন্যাসী।

ছত্রি - নৌকার ছই

ছত্রী - ছত্রধারী





ছত্রি অর্থ নৌকা, গরুর গাড়ী ইত্যাদির ছই বা আচ্ছাদন, ছতরি। ছত্রধারী - যে ছাতা ধরে রয়েছে; যা দ্বারা রৌদ্রাদি আচ্ছাদন করা হয়। ছত্র অর্থ ছাতা)

জড় - অচেতন

জ্বর - রোগ বিশেষ

জড় = জল্ (আচ্ছাদনে) + অ; যাকে আচ্ছাদন করে রাখছে। অচেতন, নির্জীব। জ্বর = জ্বর্ (সন্তপ্ত হওয়া) + অন্; দেহের সন্তাপ। নাড়ির বেগ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রোগবিশেষ।

জলা - জলময় নিম্নভূমি

জ্বলা - দগ্ধ হওয়া

জলা = জল + আ; যে নিম্নভূমি প্রায় জলময় থাকে।

জালা - বড়ো পাত্র

জ্বালা - যন্ত্রণা

জালা = অলিঞ্জর মাটির বৃহৎ জলপাত্র।

জ্যেষ্ঠ - অগ্রজ

জ্যৈষ্ঠ - মাস বিশেষ

জ্যৈষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ (নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা) + অ; বাংলা বর্ষপঞ্জির দ্বিতীয় মাস, গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বিতীয় মাস, গ্রেগোরীয় বর্ষপঞ্জির ১৫ই মে থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত কালপর্ব।

জাতি - সম্প্রদায়, উৎপত্তি

জাতী - ফুল বিশেষ

জাতি = জন্ (উৎপন্ন হওয়া, জন্মান) + তি। জাতি (ইংরেজি: Nation) শব্দটি এসেছে প্রাচীন ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকে যার অর্থ হলো জন্ম, উৎপত্তির অবস্থান। জাতী = মালতী বা চমেলি ফুল।

জেঠি - জেঠিমা

জেঠি - টিকটিকি

জাল - ফাঁদ, নকল

জ্বাল - অগ্নিশিখা

জাল = জল্ (আচ্ছাদন করা) + অ; জীবজন্তু ধরার তন্তু সূত্র বা লৌহতারনির্মিত যন্ত্র; ফাঁদ। জ্বাল = জল্ (দীপ্তি পাওয়া) + অ; আগুনের আঁচ। অগ্নিশিখা।

জানু - হাঁটু

ঝানু - পাকা, চতুর

জানু = জন্ (জন্মান) + উ; যে গতি জন্মায়।

জল - পানি

জ্বল - দীপ্তি

জল = জল্ (আচ্ছাদন করা) + অ; সলিল, পানীয়।

জব - গতিবেগ

যব - শস্য বিশেষ

জিব - জিহ্বা

জীব - প্রাণী

জীব = জীব্ (বাঁচা) + অ; যে জীবিত থাকে।

ঝড় - প্রবল বাত্যা, প্রবাহ

ঝর - ধারা

ঝর = ঝৃ (জীর্ণ হওয়া, ক্ষরিত হওয়া) + অ; যা দ্বারা জল ক্ষরিত হয়। ধারা, প্রবাহ, স্রোত।

ঝাড়া - নাড়া দেওয়া, পরিষ্কার করা

ঝারা - সচ্ছিদ্র পাত্র



ঝারা = গাছে জল ছিটানোর জন্য ব্যবহৃত চিদ্রযুক্ত জলপাত্র।

ঝুড়ি - বড় চুপড়ি বা চেঙারি

ঝুরি - বটগাছ ইত্যাদির জটা





ঝুরি

ঝুড়ি = বাঁশ বা বেত দিয়ে নির্মিত বড় চুপড়ি বা চেঙারি। ঝুরি = গাছের শাখাপ্রশাখা থেকে ঝুলে আসা শিকড় সদৃশ জটা (বটের ঝুরি)।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

টিকা - রোগ-নিবারক বীজ প্রয়োগ

টীকা - সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

টিকা = রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য দেহে প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ। Vaccination। টীকা = টীক্ (গমন করা) + অ + আ: যা দ্বারা কোনো বিষয় বা উদ্দেশ্যের ভিতরে গমন বা প্রবেশ করা যায়। যা দ্বারা বোধগম্য হয়।

ঠক্ - ধ্বনি

ঠগ - শঠ, প্রতারক

ঠক্ = লাঠি দিয়ে কাঠ প্রভৃতি ঠোকার অনুকার শব্দ।

ঠোকা - মৃদু আঘাত

ঠকা - প্রতারিত হওয়া

ডাকা - আহ্বান করা

ঢাকা - আবৃত

ডাকা = আহ্বান করা (নাম ধরে ডাকা); নাম জপ করা (ঈশ্বরকে ডাকা); শব্দ করা (নাক ডাকা); গর্জন করা (মেঘ ডাকা); চিৎকার করা (ডাকাডাকি করা); আমন্ত্রণ করা (খেতে ডাকা); দর হাঁকা (নিলাম ডাকা)।

ডাল - শাখা

ডাল - ডাইল

ঢাল - বর্ম ফলক

ডোল - ধান রাখার বাঁশের আধার

ঢোল - বাদ্যযন্ত্র



ডোল = ধান ইত্যাদি শস্য রাখবার জন্য চাঁচারি-হোগলা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত আধার বা ভাণ্ড। ঢোল = বাংলাদেশের অন্যতম লোকবাদ্যযন্ত্র ঢোল। ঢোল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। ঢোল যে বাজায় তাকে ঢুলি বা ঢোলি বলে। ঢোল আর ঢাক অভিন্ন নয়। ঢোল ঢাকের চেয়ে ছোট। কিন্তু উভয় বাদ্যযন্ত্রেরই দুই প্রান্ত চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। ঢোলের চেয়ে ছোট আরেকটি বাদ্যযন্ত্র আছে, যার নাম ঢোলক।

ঢাক - বাদ্যযন্ত্র

ডাক - চিঠিপত্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা

ঢাক = ঢাক বাদ্যটিকে পুরাণকালে ডঙ্কা বলা হতো। ডং ডং করে শব্দ হয় বলে ডঙ্কা, তা থেকে ঢক্কা; পরে ঢাক নামকরণ করা হয়। বৈদিক যুগেও ছিল ঢাকের প্রচলন। ঐতিহ্যময় ঢাককে যাঁরা পেশা হিসেবে নিয়েছেন, তাঁরা ঢাকি। ডাক হিন্দি শব্দ। ডাক বা পোস্ট হলো পোস্টকার্ড, চিঠি এবং পার্সেল সরাসরি পরিবহনের একটি ব্যবস্থা।

ডেরা - কাটা দাগ

ডেরা - ছাউনি

ডেরা, ড্যারা = 'x' এইরূপ চিহ্নকে ডেরা বা ড্যারা বলে। সুতা পাকানোর যন্ত্র। ডেরা = হিন্দি শব্দ ডেরা। যার অর্থ ক্ষণস্থায়ী বাসা, আড্ডা।

ঢুলি - মাথা দোলাই

ঢুলী - ঢোল বাদক

ত

তথ্য - সংবাদ

তত্ত্ব - প্রকৃত অবস্থা

তরণী - নৌকা

তরুণী - যুবতী

তরণী, তরণি = তৃ (পার হওয়া) + অনি; যা দ্বারা নদী পার হওয়া যায়। তরুণী = তৃ (পার হওয়া) + উন + ঈ; যে জীবনের বাল্যাবস্থা পার হয়েছে। তরুণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ।

তক - পর্যন্ত

ত্বক - গায়ের চামড়া

ত্বক = ত্বচ্ (আবরণ করা) + ক্বিপ; গায়ের চামড়া, ছাল। তক - অবধি, পর্যন্ত। তবে এই তক্ বুঝি - কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

তোশা - আসবাব, মূল্যবান জিনিসপত্র তোশাখানা

তোষা - তোষণ বা তুষ্ট করা, তৃপ্তি সাধন

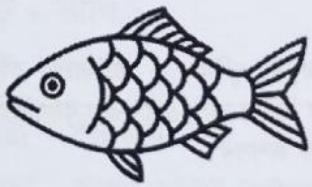
ত্বরিত - দ্রুত

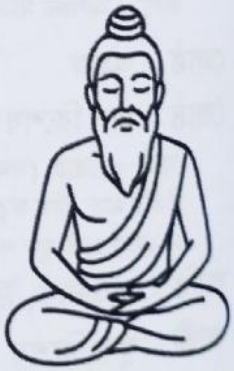
তড়িৎ - বিদ্যুৎ

ত্বরিত = ত্বরা (দ্রুত) + ইত; সত্বর, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। তড়িৎ = তড়্ (আঘাত করা) + ইৎ; যে মেঘ ও পৃথিবীকে আঘাত করে। বিদ্যুৎ।

তপসী - ছোট মাছ বিশেষ

তপস্বী - যে তপস্যা করে





তপসী মাছ স্থানীয়ভাবে তপসে মাছ নামেও পরিচিত। এই মাছটি সমুদ্রে পাওয়া যায় এবং সেজন্য এটি খেতে খুবই সুস্বাদু। তপস্বী = তপস্ + বিন; সংসার ত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনাকারী, ঋষি।

তদীয় - তাহার

ত্বদীয় - তোমার

Educationblog24.com

তুণ্ড - মুখ

তুন্দ - পেট

তুণ্ড = তুণ্ড (বধ করা, পীড়ন করা, ভেদ করা, পেষণ করা) + অ: যে খাদ্য দ্রব্য পেষণ করে। কোনো প্রাণির নাক, মুখ এবং চোয়াল সমন্বিত মুখের বর্ধিত অংশ হলো তুণ্ড। তুন্দ = তুদ্ (পীড়া দেওয়া) + অ: ডাগর পেট বা ভুঁড়ি।

তোড়া - গুচ্ছ

তোরা - তোমরা

তোরা = তোমরা শব্দের তুচ্ছার্থে বা অতি পরিচয়ার্থে অথবা স্নেহার্থে ব্যবহৃত রূপ।

তুষ - ধানের খোসা

তুস - পশমি কাপড়

তুষ = ধান ভাঙানোর পর আলাদা হয়ে যায় চাল ও তুষ। ধান প্রভৃতি শস্যের খোসা। তুস আরবি শব্দ। যার অর্থ নরম পশমি কাপড়।

তোলা - উত্তোলন করা

তুলা - কার্পাস

তুলা = তুলা হলো আঁশজাতীয় নরম পদার্থবিশেষ। তুলা ইংরেজি প্রতিশব্দ কটন, Cotton। তুলা মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতম ফসলরূপে পরিগণিত। তুলা = শব্দের আভিধানিক অর্থ কার্পাস শিমুল প্রভৃতি গাছের ফলের মধ্যকার কোমল সাদা আঁশ যা থেকে সুতা উৎপাদিত হয়।

তন্ত্রী - বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁত

তন্ত্রী - বীণার তার

দ - ধ

দীনেশ - দরিদ্রের প্রভু

দিনেশ - সূর্য

দীনেশ = দীন + ঈশ: দীনের অর্থাৎ দরিদ্রের আশ্রয় যিনি; ঈশ্বর। তৎপুরুষ সমাস। দিনেশ = দিন + ঈশ। দিনের ঈশ (ঈশ্বর); দিনপতি, সূর্য।

দেরি - বিলম্ব

দেড়ী - দেড় গুণ

দেড়ী = দেড় (এক ও অর্ধ) + ঈ।

দ্বীপ - জলবেষ্টিত স্থল

দ্বিপ - হস্তী

দ্বীপ = দ্বি (দুই দিকে - চারিদিকে) + অপ্ (জল) + অ; দ্বীপ শব্দটির উৎপত্তি হলো 'দুই দিকে অপ (পানি) যার', অর্থাৎ চতুর্দিকে পানি বা জল বেষ্টিত ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলা হয়। নিকটবর্তী একাধিক দ্বীপের গুচ্ছকে দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। দ্বিপ = দ্বি (দুই বার) + পা (যে পান করে) + অ; যে শুণ্ড ও মুখদ্বারা পান করে। হস্তী।

দেশ - রাজ্য

দ্বেষ - হিংসা

দাঁড়ি - বিরাম চিহ্ন

দাঁড়ি - যে নৌকার দাঁড় টানে

দাঁড়ি = দাঁড়ি (।) হচ্ছে বাংলাসহ বিভিন্ন ব্রাহ্মী লিপিতে ব্যবহৃত একটি বিরাম চিহ্ন, যা নির্দেশক বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণচ্ছেদ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি দিয়ে তুলাদণ্ড বা দাঁড়িপাল্লাও বুঝায়। দাঁড়ি = দাঁড় (নৌকাদণ্ড) + ই; নৌকাবাহক। আগে বানানটি দাঁড়ী ছিল।

দোধারি - দুই প্রান্ত

দোধারী - দুই দিকেই ধার

দোধারি = দো (দুই) + ধার (প্রান্ত) + ই। দুই প্রান্ত বা উভয় পার্শ্ব (রাস্তার ধার) । দোধারী = দো (দুই) + ধার (তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা) + ই; দুই দিকেই ধার - ব্লেডের ধার।

দূত - সংবাদবাহক

দ্যূত - পাশাদি দ্বারা জুয়াখেলা

দূত = দু (গমন করা) + ত; যে সংবাদ বহন করে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি (রাষ্ট্রদূত) । সংবাদবাহক, বার্তাবহ। দ্যূত = দিব্ (ক্রীড়া করা) + ত: বাজি রেখে পাশা খেলা; জুয়াখেলা।

দূতী - সংবাদবাহিকা

দ্যুতি, দ্যোতি - আলো

দূতী = দু (গমন করা) + তী; সংবাদবাহিকা। দূত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। দ্যুতি = দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া) + ই; আলো, জ্যোতি, দীপ্তি।

দর্ভ - তৃণ

দর্প - দাপট, অহংকার, দম্ভ

দর্ভ = দৃ (গ্রন্থন করা) + ভ; তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। দর্প = √দৃপ্ (অহংকৃত হওয়া) + অ; অহংকার, দম্ভ।

দৃপ্ত - বলিষ্ঠ

দীপ্ত - উজ্জ্বল

দৃপ্ত = দৃপ্ (দর্পযুক্ত) + ত; তেজঃপূর্ণ, বলিষ্ঠ গর্বিত। দীপ্ত = √দীপ্ (দীপ্তি করা) + ত; উজ্জ্বল। প্রকাশ পেয়েছে এমন।

দীন - দরিদ্র

দিন - দিবস

ধুম - প্রাচুর্য

ধূম - ধোঁয়া

ধরা - পৃথিবী

ধরা - ধারণ করা

ধারি - সরু বারান্দা

ধারী - ধারালো, ঋণগ্রস্ত

ধারি = দার + ই; মাটির ঘরের চারদিকের নির্মিত বারান্দা। ধারী = ধৃ (ধারণ করা) + ইন্; ঋণগ্রস্ত।

ধরণ - ধরা

ধরন - প্রকার

Educationblog24.com

Educationblog24.com

ধুনি - সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড
ধুনী - নদী

ধুনি - সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড, যজ্ঞীয় অগ্নি। (ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন)। ধুনী - নদী (সুরধুনী)।

ধাপ - সিঁড়ির পৈঠা, সোপান
দাপ - দাপট, দর্প, অহংকার

ধন্না - ধারণ, ধরা, আশ্রয়করণ
ধন্বা - ধনুক

ধন্না = ধরনা দেওয়া, অভীষ্ট পূরণের জন্য আমৃত্যু দেবালয়ে অবস্থান। দাবি আদায়ের জন্য দীর্ঘকাল অবস্থান। ধন্বা = ধন্ (ক্ষেপণ করা) + অ; ধনুক।

ধনী - ধনবান
ধ্বনি - শব্দ

ধনী = ধন + ইন্; ধনবান, বিত্তশালী। ধ্বনি = ধ্বন (শব্দ করা) + ই; শব্দ, নিনাদ।

ধোয়া - ধৌত
ধোঁয়া - ধূম্র, ধূম

ধোয়া = ধোব (কাচন) + আ; জল দিয়ে পরিষ্কার করা, কাচা। ধৌত, পরিষ্কৃত ধোয়া কাপড়। ধোঁয়া - আগুন থেকে উৎপন্ন মেঘের মতো ও হালকা গ্যাসীয় পদার্থ, ধূম (ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে)। [সং. ধূম]। ধোঁয়াটে - ধোঁয়ার মতো আবছা বা অস্পষ্ট।

ধানি - ধান বিষয়ক
ধানী - আবাস

ধানি = ধান চাষ হয় এমন (ধানি জমি)। কাঁচা ধানের মতো সবুজ রংবিশিষ্ট (ধানি রঙের শাড়ি)। ধানের মতো ছোটো কিন্তু তীব্র ও ঝাঁজালো (ধানি লংকা)। ধানী = ধান + অন + ঈ; যাতে ধারণ করে। আশ্রয়, আবাস, স্থান।

ধ্বসা - ধস
ধসা - ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া

ধ্বসা = যা ধসে বা খসে পড়ে। বৃহৎ স্তূপ হতে যে খণ্ড বিচ্যুত হয়। ধসা = ধ্বস্ (ধ্বংস) + আ; ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া

ধাত্রী - ধাইমা
ধাতৃ - বিধাতা

ধাত্রী = ধা (ধারণ, পোষণ করে) + তৃ + ঈ; যিনি ধারণ এবং পোষণ করেন। সন্তান প্রসবে সাহায্য করে এবং প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা করে, ধাই, ধাইমা। ধাতৃ = ধা (ধারণ, পোষণ করে) + তৃ; যিনি ধারণ এবং পোষণ করেন অর্থে পালনকর্তা, প্রতিপালক, বিধাতা।

ন

নিশিত - ধারালো
নিশীথ - গভীর রাত্রি

নিভৃত - গোপন
নিবৃত্ত - বিরত

নিভৃত = নি + ভৃ (পোষণ করা) + ত; নীরবে ধারণ বা পোষণ করে রাখে, গোপন, অপ্রকাশিত, লুক্কায়িত। নিবৃত = নি + বৃৎ (ক্ষান্ত হওয়া) + ত; ক্ষান্ত, বিরত।

নিবৃত্তি - বিরাম
নিবৃতি - মুক্তি

নিবৃত্তি = নি + বৃৎ (ক্ষান্ত হওয়া) + তি; বিরাম, বিরতি।

নাড়ি - ধমনী
নারী - স্ত্রীলোক

নাড়ি = নড্ (বন্ধন করা) + ই; রক্ত সঞ্চালক শিরা, ধমনী। সদ্যোজাত শিশুর নাভির সঙ্গে যুক্ত গর্ভনাড়ি। নারী = নর + ঈ; স্ত্রীকুলের প্রাপ্তবয়স্যা মানুষ, মানবী।

নীর - জল
নীড় - পাখির বাসা

নীর = নী (পাওয়া) + র; পানি, জল। নীড় = নি + ইড্ (বাস করা) + অ; পাখির বাসা।

নিবার - বারণ, নিষেধ
নীবার - উড়িধান, তৃণধান



নিবার = নি + বারি (নিষেধ করা) + অ; বারণ, নিষেধ। নীবার = নি + বৃ + অ; ঝরে পড়া পাকা ধান থেকে উৎপন্ন ধানগাছ বা তার ফসল। বিলে বা জলায় উড়ে-পড়া বীজ থেকে আপনিই জন্মায় আবার অল্প বাতাসে আপনিই ঝরে যায় এমন ধান বিশেষ।

নির্জর - দেবতা
নির্ঝর - ঝরনা

নির্জর = নির (নাই) + জরা (বৃদ্ধতা); যার কোনো জরা বা বৃদ্ধতা নেই, দেবতা। নির্ঝর = নির + ঝৃ (জীর্ণ হওয়া) + অ; পাহাড় থেকে প্রবাহিত জলধারা।

নিরাকার - আকারহীন
নীরাকার - পানির আকার

নিরাকার = নির (নাই) + আকার (অবয়ব); নাই আকার যার। নিরবয়ব, আকারবিহীন। নীরাকার = নীর (জল) + আকার; জলের আকার।

নিরত - নিযুক্ত
নীরত - বিরত
নিরাশ - আশাহীন
নিরাস - দূর করা

Educationblog24.com

নুড়ি - ছোট পাথর
নুরি - পাখি বিশেষ





নুড়ি = অখণ্ডিত ক্ষুদ্র শিলা, ক্ষুদ্র প্রস্তর। নুরি = উপদ্বীপ-সহ পৃথিবীর সর্বত্র উষ্ণ অঞ্চলে বিচরণ করে এবং শেখানো বুলি অনুকরণ করতে পারে এমন নাতিদীর্ঘ বাঁকানো শক্তিশালী চঞ্চুবিশিষ্ট সবুজ লাল প্রভৃতি উজ্জ্বল রঙের শুকজাতীয় দীর্ঘজীবী পাখি, টিয়া। মালয়ের শুক বা তোতা পাখি

নিরশন - উপবাস

নিরসন - দূরীকরণ

নিরশন = নির (না) + অশন (আহার); যার আহার হয় নাই। অনাহার, উপবাস। নিরসন = নির (বাহিরে) + √অস্ (ক্ষেপণ করা) + অন; দূরীকরণ।

নিদান - মূল কারণ

নিধান - আধার বা আশ্রয়

নিদান = নি (নিশ্চয় রূপে) + দা (দান করা) + অন; মূল কারণ (রোগের নিদান); রোগের কারণ বা লক্ষণ নির্ণয় (নিদানতত্ত্ব); অন্তিম, চরম, শেষ (নিদানকাল)। নিধান = নি (নিম্নে বা অন্তরে) + দা (ধরে) + অন; ভূমি যাকে নিম্নে বা গর্ভে ধারণ করে, ভূগর্ভস্থ রত্নাদি।

নিরস্ত্র - অস্ত্রহীন

নিরস্ত - ক্ষান্ত, নিবৃত্ত

নিরস্ত্র = নির্ (নাই) + অস্ত্র; অস্ত্র নাই যার; অস্ত্রহীন। নিরস্ত = নির্ + অস্ (নিক্ষেপ করা) + ত; ক্ষান্ত, নিবৃত্ত, বিরত।

প

প্রকৃত - যথার্থ

প্রাকৃত - স্বাভাবিক

প্রকৃত = প্র + কৃ (করা) + ত; সত্য, যথার্থ। প্রাকৃত = প্র (প্রকৃষ্টরূপে) + আকৃত। প্রকৃতিতে জাত বা প্রকৃতি হতে জাত; স্বাভাবিক।

পরিচ্ছদ - পোশাক

পরিচ্ছেদ - অধ্যায়

পরিচ্ছদ = পরি (সর্বতোভাবে) + ছদ্ (আচ্ছাদন করা) + অ; যা দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করা যায়, পোশাক। পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ্ (অংশ) + অ; গ্রন্থের বিষয়বিভাগ, অংশ, অধ্যায়।

পানি - জল

পাণি - হাত

পরভৃৎ - কাক

পরভৃত - কোকিল





পরভৃৎ = পর (অন্য) + ভৃ (পোষণ, পালন করা) + ০; যে অন্যকে বা কোকিলকে পালন করে। কাক, বায়স। পরভৃত = পর (অন্য) + ভৃ (পোষণ, পালন করা) + ত; অন্য কর্তৃক অর্থাৎ কাক কর্তৃক পালিত হয়। কোকিল।

পটল - অংশ, বিভাগ

পটোল - সবজি বিশেষ

পটল = পট্ (ছেদন, বিদারণ অর্থে) + অল; যা বিচ্ছেদ বা পৃথক করে। পটোল = পট + ওল; ভারতীয় উপমহাদেশে চাষ করা হয় এবং বসন্তকালে ফোটে এমন একলিঙ্গ সাদা ফুল ও দীর্ঘায়ত মসৃণ সবুজাভ ফল (যা সবজিরূপে রেঁধে খাওয়া হয়) বা তার ভেষজগুণসম্পন্ন বর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ।

প্রমিত - প্রমাণিত

প্রমীত - বিনষ্ট

প্রমিত = প্র + মা (পরিমাণ করা, জানা) + ত; পরিমাণ দ্বারা জ্ঞাত, পরিমিত। প্রমাণিত।

পুরি - লুচি

পুরী - নিকেতন

পুত - পুত্র

পূত - পবিত্র

পূত = পূ (পবিত্র করা) + ত; যাকে পবিত্র করা হয়েছে। বাক্যে বিশেষণ হিসেবে এর অর্থ পবিত্র।

পদ্ম - কমল

পদ্য - কবিতা

পদ্মা - লক্ষ্মী, নদীবিশেষ

পন্থা - পথ

পক্ষ্ম - নেত্রলোম — চোখের পাতার লোম

পক্ষ - পাখা

পরিষদ - সভা, সংসদ

পারিষদ - সভাসদ, সভ্য

পরিষদ = পরি + সদ্ (গমন করা) + ক্বিপ; যেস্থানে ধর্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণের জন্য বহু লোক গমন করে। সভা, সংসদ, সমিতি। পারিষদ = পরিষদ্ (সভা) + অ; সভাসদ, সভ্য, সদস্য।

Educationblog24.com

প্রাসাদ - অট্টালিকা

প্রসাদ - অনুগ্রহ, হর্ষ

প্রোত - জড়িত

প্রোথ - প্রসিদ্ধ

প্রোত = প্র + বে (সেলাই করা) + ত; সুতোয় গাঁথা। খচিত, জড়িত, গ্রথিত।

পরশ্ব - পরশু

পরস্ব - পরের ধন

পরশ্ব = পর + শ্বস্; আগামীকালের পরবর্তী বা গতকালের পূর্ববর্তী দিন। পরস্ব = পর + স্ব; পরের স্ব (ধন)। অন্যের বিত্ত বা সম্পদ।

প্রকার - রকম

প্রাকার - প্রাচীর

প্রকার = প্র + কৃ (করা) + অ; রীতি, রকম, ধারা। প্রাকার = প্র + আ + কৃ (বিক্ষেপ করা, বেষ্টণ করা) + অ; যা দ্বারা বেষ্টণ করা হয়। প্রাচীর, দেওয়াল।

পৃষ্ট - জিজ্ঞাসিত

পৃষ্ঠ - পিঠ

পৃষ্ট = প্রচ্ছ (জিজ্ঞাস করা) + ত; জিজ্ঞাসিত। পৃষ্ঠ = পৃষ্ + থ; জীবদেহের বক্ষদেশের বিপরীত দিক, পিঠ। পেছন দিক, দেহের পশ্চাত্‌ভাগ।

ফ - ম

ফি - প্রত্যেক

ফি - বেতন

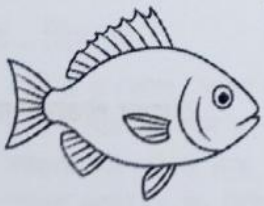
ফাগ - আবির

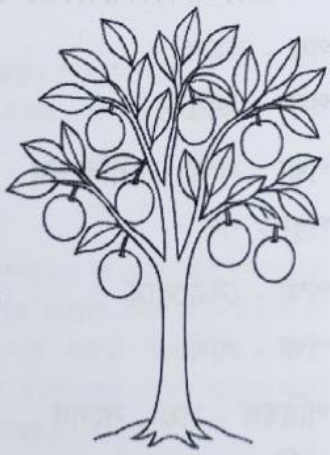
ফাঁক - ব্যবধান

একপ্রকার রক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ যাহা হোলি বা বসন্তোৎসবে পরস্পরকে রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ফলি - ফলুই মাছ

ফলিত - ফলবান





ফলি = ছোটো ছোটো ঘন রুপালি আঁশযুক্ত সূক্ষ্ম কাঁটাওয়ালা মিঠাপানির চিতলজাতীয় ছোটো মাছ, ফলকী, ফলি, ফলুই মাছ। ফলিত = পরীক্ষা বা গবেষণা দ্বারা সত্যরূপে প্রমাণিত। ফলবান, ফলযুক্ত।

ফরসি - দীর্ঘনলযুক্ত ধূমপানের হুঁকাবিশেষ

ফারসি - পারস্যদেশের (ফার্স) ভাষা





ফরসি **ফারসি**

ফাড়া - ছেঁড়া

ফাঁড়া - বিপদ আশঙ্কা

ফাঁড়া = জ্যোতিষ গণনানুযায়ী বিপদের সম্ভাবনা, কল্পিত গ্রহদোষ। ফাড়া = বিচ্ছিন্ন করা, ছেঁড়া।

ফোঁড়া - ছিদ্র করা

ফোড়া - ব্রণ

ফোটা - প্রস্ফুটিত

ফোঁড়া = 'ফুঁড়া'-র কথ্য রূপ। ভেদ করা, ছিদ্র করা। ফোড়া - জীবদেহের ত্বকে উদ্‌গত (সচরাচর পুঁজযুক্ত) অর্বুদ, স্ফোটক; ব্রণ। ফোটা = 'ফুটা'-র কথ্য রূপ। বিকশিত বা প্রস্ফুটিত হওয়া (ফুল ফোটা)। উদিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া (আলো ফোটা)। ধ্বনিত হওয়া (কথা ফোটা)।

বেদ - গ্রন্থ বিশেষ

বেধ - গভীরতা

বেদ = বিদ (জানা) + অ; যার দ্বারা বা যার অনুশীলনে ব্রহ্ম, ধর্ম, পুরাণতত্ত্বাদিবিষয়ে সত্য জ্ঞান জানা যায়। ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত অমোঘ বাক্য। বেদ হলো প্রাচীন ভারতে লিপিবদ্ধ একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন। যা হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেধ = বিদ (বিদ্ধ করা) + অ; গভীরতা, স্থূলতা। কোনো বস্তুর গভীরতা বা পুরু পরিমাণ; ছিদ্র করলে বা বিধলে যে প্রশস্ততা বা স্থূলত্ব দেখা যায়।

বর্শা - ধনুক

বর্ষা - বর্ষা ঋতু

বানি, বানী - পারিশ্রমিক

বাণী - বাক্য

বানি, বানী = অলংকারাদি তৈরির পারিশ্রমিক বা মজুরি। বাণী = বণ্ (শব্দ করা) + অ + ঈ; যা বলা যায়। কথা, উক্তি, বাক্য, ভাষণ।

বর্ণ - রং

বন্য - বনজাত; বনে উৎপন্ন

Educationblog24.com

বীজন - বাতাস দেওয়া, পাখা

বিজন - নির্জন

বীজন = বীজ্ (ব্যজন) + অন; বাতাস দেওয়া বা পাখা করার কাজ, ব্যজন। বাতাস করার জন্য ব্যবহৃত পাখা, চামর প্রভৃতি। বিজন = বি (বিগত, নাই) + জন্ (লোক) + অ; যে স্থানে লোক নাই। জনশূন্য, নির্জন।

বসন - কাপড়

ব্যসন - দোষ বিশেষ

বসন = বস্ (আচ্ছাদন করা) + অন; কাপড়, বস্ত্র; পরিধেয় বস্ত্র, বাস; আচ্ছাদন। ব্যসন = বি + অস্ + অন; কাম ও ক্রোধ থেকে উৎপন্ন দোষ।

বন্দে - বন্দনা করি

বন্দি - কয়েদি

বন্দে = সংস্কৃত শব্দ বন্দেমাতরম্ হতে বন্দে। যার অর্থ বন্দনা করি। অধুনা পরস্পর অভিবাদনার্থে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বন্দি = ফারসি শব্দ বন্দি। যাকে আটক করা হয়েছে, কয়েদি।

বেশি - অনেক

বেশী - বেশধারী

বেশি = ফারসি শব্দ। যার অর্থ অধিক, অনেক। বেশী = বেশ্ (সজ্জা) + ইন; বেশধারী।

বাজি - ভেলকি, ফাঁকি

বাজী - ঘোড়া, অশ্ব

বাজি = ফারসি শব্দ বাজি। ফন্দি আসক্তি প্রবণতা প্রভৃতিসূচক প্রত্যয়। বাজী = বাজ (গতি অর্থে) + ইন্; যে পৃষ্ঠ করে অন্যকে গমন করায়। ঘোড়া, অশ্ব।

বিচি - বীজ

বীচি - ঢেউ

বাক্য - কথা

বাঁক - বাঁকা

বারুণি - মদ

বারুণী - মাদক, নক্ষত্র

বিমর্শ - বিতর্ক, বিশেষ বিবেচনা

বিমর্ষ - বিপদগ্রস্ত, অসন্তোষ

বিমর্শ = বি + মৃশ্ (বিবেচনা করা) + অ; বিশেষ বিবেচনা বা বিচার। বিমর্ষ - দুঃখ, বিষাদ; বিপদগ্রস্ত, অসন্তোষ।

বৃন্ত - বোঁটা

বৃন্দ - সমূহ

বৃন্ত = বৃ (বরণ করা) + ত; যে দণ্ডের সঙ্গে গাছের পাতা ফুল বা ফল যুক্ত থাকে, বোঁটা।

বীণা - বাদ্যযন্ত্র

বিনা - ব্যতীত

বিষ - গরল

বিশ - কুড়ি

বান - বন্যা

বাণ - শর, তীর

বন্ধ - বন্ধন

বন্ধ্য - নিষ্ফল

বন্ধ = বন্ধ্ (বন্ধন করা) + অ; যা দ্বারা বন্ধন করা যায়। বন্ধন, বাঁধন। বন্ধ্য = বন্ধ্ (বন্ধন করা) + য; যাকে বন্ধন করে। ফল ধরে না এমন, নিষ্ফল। বন্ধ্যা - যে নারীর সন্তান হয় না।

বর্হি - আগুন

বর্হী - ময়ূর



বর্হি = বৃহ্ + ই; যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা দীপ্ত হয়। অগ্নি, বহ্নি। বর্হী = বর্হ (শিখা) + ইন্; যার বর্হ আছে। ময়ূর, শিখী। বর্হধারী, ময়ূরপুচ্ছধারী।

বাড়ি - ঘর

বারি - পানি

বাড়ি = সংস্কৃত বাটী হতে বাড়ি। যার অর্থ বাসস্থান, ঘর, নিবাস। বারি = বারি (আবরণ করা) + ই; যৎ কর্তৃক পৃথিবী আবৃত আছে। জল, পানি; বৃষ্টি।

বিজিৎ - বিজয়ী

বিজিত - পরাজিত

বীজিত - বাতাস দেওয়া হচ্ছে এমন।

বিজিৎ = জয় করে নেওয়া হয়েছে এমন। বিজিত = বি (বিশিষ্টরূপে) + জ + ত; যাকে পরাভূত করা হয়েছে। পরাভূত, পরাজিত।

বা - অথবা

বাঁ - বাম

বা = বিকল্প, কিংবা, অথবা (আমি বা তুমি)। ফারসি থেকে আগত 'বা' শব্দের অর্থ বায়ু, বাতাস। বাঁ = দক্ষিণের বিপরীত, বাম।

বাধা - বিঘ্ন

বাঁধা - বন্ধন

বাধা = বাধ্ (বাধা দেওয়া) + অ + আ; প্রতিবন্ধ, অন্তরায়, বিঘ্ন। বাঁধা = সংস্কৃত বন্ধ হতে বাঁধা। ঋনের সময় যা ঋণদাতার নিকট আটক বা বন্ধন রাখা হয়।

বাসি - টাটকা নয়

বাসী - বসবাসকারী

Educationblog24.com

বারিশ - বৃষ্টি

বারীশ - সমুদ্র

বরিষ = বৃ (বর্ষণ করা) + ইষ; যে সময় জল বর্ষণ হয়, বর্ষাকাল। হিন্দি বারিশ অর্থ বর্ষা বা বৃষ্টি। বারীশ = বারি (জল) + ঈশ (নাথ বা প্রভু); জলের নাথ বা প্রভু অর্থে সমুদ্র। দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে স্থলভূমি পরিবেষ্টনকারী বিস্তীর্ণ লবণাক্ত জলরাশি, সমুদ্র, সিন্ধু।

বল্লব - গোপ, পাচক

বল্লভ - পতি, স্বামী



বল্লব = বল্ল (ভক্ষ্য দ্রব্য বা পাকের দ্রব্য) + অব; গোপ, পাচক। গোপ -গো-রক্ষক, গোয়ালা। পাচক - রান্না করে যে, রাঁধুনি। বল্লভ = বল্ল + অভ; যে আচ্ছাদন অর্থাৎ সংরক্ষণ করে। পতি, স্বামী।

বঙ্গ - বাংলাদেশ

ব্যঙ্গ - বিদ্রূপ

বিবৃতি - বর্ণনা, ব্যাখ্যা

বিবৃত্তি - চক্রবৎ ঘূর্ণন

বিবৃতি = বি + বৃ + তি; সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত মতামত। বিবরণ, ব্যাখ্যা। বিবৃত্তি = বি + বৃৎ (থাকা বা ঘুরান) + তি; ঘূর্ণন।

বিত্ত - ধন

বৃত্ত - গোলক

বৃত্য - বরণীয়

বিত্ত = বিদ্ (লাভ করা) + ত; যা দ্বারা সুখ লাভ হয়। ধনসম্পদ, বিভব। বৃত্ত = বৃৎ (ঘূর্ণন) + ত; সমতলের উপর থেকে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত পরিধিরেখা, Circel। বৃত্য = বৃ (বরণ করা) + ত + য; যাকে বরণ করা যেতে পারে, বরণীয়।

বিদুর - ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা

বিদূর - দূরবর্তী

বিদুর = বিদ্ (জানা) + উর; যার জানাই স্বভাব, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ মাত্রেয় ভ্রাতা। মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা। বিদূর = বি (বিশিষ্টরূপে বা অতিশয়রূপে) যে দূর; বহুদূর।

বিস্মিত - অবাক

বিস্মৃত - যাহা মনে নাই

বলি - নৈবেদ্য, পূজার উপকরণ বা উপচার

বলী - বলবান

বলি = বল্ (দান করা বা বধ করা) + ই; দেবতার উদ্দেশ্যে যা দান করা হয়, নৈবেদ্য; যা দ্বারা পূজা করতে হয়। পূজার উপকরণ। বলী = বল (শক্তি) + ইন; যার বল আছে, বলবান।

ভান - দীপ্তি, শোভা

ভাণ - ছল

ভান = ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অন; ভাণ = ভণ্ (বলা) + অ; এক অঙ্কে যে নাটক সমাপ্ত হয়। সংস্কৃতিরূপক নাটিকা। ছল।

ভজন - আরাধনা

ভোজন - আহার

ভজন = ভজ্ (সেবা করা) + অন; দেবদেবীর মহিমা কীর্তন। সেবা, আরাধনা। ভোজন = ভুজ্ (ভোজন করা) + অন। আহারীয়, ভক্ষ্যদ্রব্য; আহার, ভক্ষণ।

ভাড়া - মাশুল

ভারা - উচ্চস্থানে কাজ করার মাচা



ভাড়া



ভারা

ভারা = উঁচুতে কাজ করার জন্য বাঁশ বা কাঠের তৈরি মঞ্চবিশেষ, মাচা। ভাড়া = সংস্কৃত ভাটক হতে ভাড়া। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য দেয় মাশুল।

ভাষণ - উক্তি

ভাস্বান - দীপ্তিমান

ভাষণ = ভাষ্ (বলা) + অন; বাক্য, উক্তি। ভাস্বান = ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া) + বৎ; আলোকিত, দীপ্তিমান।

ভেড়ি - জলরোধের জন্য বাঁধ

ভেড়ী - স্ত্রী ভেড়া

ভাষা - কথা

ভাস - দীপ্তি

ভাষা = ভাষ্ (বলা, ব্যক্ত করা) + অ + আ; যা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়। ভাস = ভাস্ + অ; দীপ্তি, উজ্জ্বলতা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার।

ভুঞ্জন - ভোগ করা, ভোজন, আহার

ভঞ্জন - নিবারণ

ভুঞ্জন = ভুজ্ (ভোজন) + অন; ভোজন, আহার। ভঞ্জন = ভন্জ্ (ভগ্ন করা) + অন; দূরীকরণ, নিবারণ।

Educationblog24.com

মণ - চল্লিশ সের

মন - অন্তর, হৃদয়, চিত্ত

মড়া - মৃতদেহ, শব

মরা - মৃত, প্রাণত্যাগ করা

মত্ত - মাতাল

মত্য - সিঁড়ি, মই



মত্ত = মদ্ (মত্ত হওয়া) + য; মাথাল, উন্মাদ।

মড়ক - মহামারি

মোড়ক - আচ্ছাদনী



মড়ক = সংস্কৃত মরক থেকে আগত মড়ক। প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুলোক বা প্রাণীর মৃত্যু, মহামারি। মোড়ক = হিন্দ শব্দ মোড়ক। কাগজ পলিথিন প্রভৃতির তৈরি আবরক, পুরিয়া, প্যাকেট।

মহিত - পূজিত

মোহিত - মুগ্ধ

মহিত = √মহ্ (পূজা করা) + ত; শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত, পূজিত।

মতি - বুদ্ধি, মন

মোতি - মুক্তা

মতি = মন (বোধ করা) + তি; বুদ্ধি, মন, চিত্ত। মোতি = সংস্কৃত মৌক্তিক হতে মোতি। মুক্তা, Pearl।

মারি - আঘাত করি

মারী - মড়ক, মহামারি

মারী = মারি (মারণ) + ই; সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক প্রাণহানি। মড়ক। মহামারি।

মায - মায়কলাই

মাস - ত্রিশ দিন

মুখ - বদন, মুখ গহ্বর

মূক - বোবা

মুখ = খন্ + অ; বাক্য নিঃসরণ ও ভোজ্য গ্রহণের দ্বার, মুখ গহ্বর। বদন, মুখমণ্ডল। মূক = মূ + ক; কথা বলতে পারে না এমন। বোবা, বাকশক্তিহীন।

মুখপত্র - ভূমিকা

মুখপাত্র - প্রতিনিধি

মুখপাত্র = মুখ + পাত্র; কারো পক্ষে কথা বলার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রতিনিধি।

মিলন - সংযোগ

মীলন - মুদ্রণ

মিলন = মিল্ (সংলগ্ন করা) + অন; সন্ধি, সংযোগ। মীলন = মীল্ + ত; মুদিতকরণ, সংকোচিত।

মুখ্য - প্রধান

মূর্খ - জ্ঞানহীন

মুলি - বাঁশ

মূলী - মোড়কযুক্ত

মেদ - চর্বি

মেধ - যজ্ঞ

য - র

যত - যুক্ত, নিয়মিত

যূথ - পশুপক্ষীর দল

যোগ্য - উপযুক্ত

যজ্ঞ - যাগ, উৎসব

যজ্ঞ = যজ্ (পূজা করা) + ন; জগতের কল্যাণের যে অনুষ্ঠান করা হয়। দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য বেদবিহিত অনুষ্ঠান, ক্রতু, যাগ, হোম।

রতি - আসক্তি

রথী - রথারোহী





রতি = রম্ + তি; আসক্তি, প্রেম, অনুরাগ। রতি হলো হিন্দুপুরাণে বর্ণিত মদনের স্ত্রী, একজন দেবী। রতি শব্দটি এসছে সংস্কৃত মূল শব্দ 'রম' থেকে; যার অর্থ প্রমোদ বা পুলকিত হওয়া। রথী = রথ্ + ইন; রথারোহী। যে ব্যক্তি রথে চড়ে যুদ্ধ করে।

Educationblog24.com

রত - নিযুক্ত, আসক্ত

রথ - শকট

রত = রম্ + ত; আসক্ত, নিযুক্ত (কর্মরত)। রথ = রম্ + থ; চাকাযুক্ত যান, শকট। রথ হলো ঘোড়ায় টানা প্রাচীন যান। জগন্নাথদেবের যান। স্পোক-চাকা অক্ষ বা প্রাচীন যানের জন্য ইন্দো-ইরানীয় শব্দ। রথ মানে চাকা সহ কাঠের তৈরি গাড়ি।

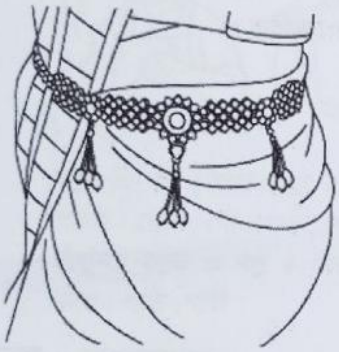
যাম - প্রহর

জাম - ফলবিশেষ

যাম = সংস্কৃত, যা + ম; দিনরাত্রির ১/৮ ভাগ সময়, এক প্রহর; তিন ঘণ্টা।

রশনা - কটিভূষণ

রসনা - জিহ্বা



রশনা



রসনা

রশনা = রশ্ + অন + আ; মহিলাদের অলংকারবিশেষ। নারীর কটিদেশে পরিধেয় মেখলা, চন্দ্রহার প্রভৃতি রশনা নামে পরিচিত। রসনা = রসন + আ; যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ করা যায়, জিহ্বা।

রশি - দড়ি

রশ্মি - কিরণ

রশি = এটি হিন্দি শব্দ। যার অর্থ দড়ি, রজ্জু, জমি পরিমাপের শিকল বা চেন। রশ্মি = অশ্ + মি; কিরণ, দ্যুতি। চোখের পাতার লোম, পক্ষ্ম।

রচক - রচয়িতা

রোচক - উপভোগ্য, রুচিকর

রচক - যে রচনা করে। রোচক = রুচ্ + অক; আহারে রুচি বৃদ্ধি করে এমন, রুচিকর।

রাঁধা - রন্ধন

রাধা - রাধিকা

রাঁধা = সংস্কৃত রন্ধন হতে রাঁধা; রান্না করা। রান্না করা হয়েছে এমন, রন্ধিত। রাধা = রাধ (আরাধন করা) + অ + আ; রাধা বা রাধিকা হলেন একজন হিন্দু দেবী, এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা। দেবী রাধিকা হলেন ভগবান কৃষ্ণের প্রথম স্ত্রী।

রিক্থ - সম্পদ

রিক্ত - শূন্য

রিক্থ = রিচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া) + থ; স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। রিক্ত = রিচ্ (বিযুক্ত হওয়া) + ত; শূন্য, খালি (রিক্তহস্ত)।

রুক্ম - স্বর্ণ

রুক্ষ - কর্কশ

রুদ্র - উগ্র, শিব

রৌদ্র - সূর্যকিরণ

ল

লক্ষ - লাখ, দৃষ্টি

লক্ষ্য - উদ্দেশ্য

লক্ষ = লক্ষ্ (দর্শন করা, চিহ্ন করা) + অ; দৃষ্টি। শত সহস্র সংখ্যা, লাখ। লক্ষ্য = লক্ষ্ (দর্শন করা) + য; উদ্দেশ্য। কাম্য বস্তু বা বিষয়; তাক, Terget।

লক্ষণ - চিহ্ন

লক্ষ্মণ - রামানুজ

লক্ষণ = লক্ষ্ (দর্শন করা, চিহ্ন করা) + অন; চিহ্ন, ভাব। লক্ষ্মণ = লক্ষ্মী + ন; লক্ষ্মণ হলো হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণের একটি চরিত্র। তিনি রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সুমিত্রার পুত্র।

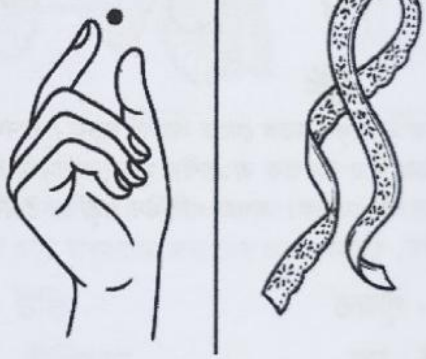
লুণ্ঠন - গড়াগড়ি

লুণ্ঠন - লুটতরাজ

লুণ্ঠন = লুণ্ঠ্ (চুরি করা) + অন; অপহরণ।

লেশ - সামান্য

লেস - ফিতা



লেশ = লিশ্ (অল্প হওয়া) + অ; অত্যল্প, বিন্দু, সামান্য মাত্র। লেস = ইংরেজি শব্দ Lace। জামাকাপড়ে লাগানো নকশা করা পাড়।

শ - হ

শংকর - শিব

সংকর - মিশ্রণোৎপন্ন

শংকর = শম্ (মঙ্গল) + কৃ (যে করে) + অ; শিব। সংকর = সম্ (মিলন) + কৃ (করা) + অ; ভিন্ন গুণবিশিষ্ট একাধিক পদার্থের একত্র-অবস্থান, মিশ্রণ। ভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত। দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের কলম থেকে উদ্ভূত, Hybrid।

শকল - খণ্ড, মাছের আঁইশ

সকল - সমস্ত

Educationblog24.com

শক্ত - সমর্থ, কঠিন

সক্ত - আসক্ত

শক্ত = শক্ (সমর্থ হওয়া) + ত: সমর্থ, কর্মক্ষম। শক্ত ফারসি শব্দ। যার অর্থ কঠিন, সহজে ভাঙে না এমন। সক্ত = সন্জ্ (আসক্ত হওয়া) + ত: আসক্ত।

শতী - শতযুক্ত

সতী - সাধ্বী

সতী = সৎ + ঈ: সাধ্বী, প্রতিব্রতা নারী। যে পত্নীকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ করা হয়। দক্ষের কন্যা ও শিবপত্নী।

শঠ - প্রতারক

ষট - ছয় সংখ্যক

শঠ = শঠ্ (বঞ্চনা করা) + অ; যে অপরকে বঞ্চনা করে। বঞ্চনাকারী, ধূর্ত, প্রতারক।

শসা - ফল বিশেষ

স্বসা - ভগিনী

শপ্ত - অভিশপ্ত

সপ্ত - সাত

শপ্ত = শপ্ + ত; অভিশাপ দেওয়া হয়েছে এমন। সপ্ত = সপ্ + অন্; সংখ্যা, সাত সংখ্যক। সপ্তদশ - সতের সংখ্যক।

শমন - যম

সমন - আদালতের ডাক

শমন = শমি + অন; মৃত্যুর দেবতা, যম, দমন, প্রশমন। সমন = ইংরেজি শব্দ। আদালতে হাজির হওয়ার হুকুমনামা, পরোয়ানা, Summons।

শয্যা - বিছানা

সজ্জা - বেশভূশা, অলংকরণ

শয্যা = শী (শয়ন করা) + য + আ; বিছানা, যার উপর শোয়া হয়। সজ্জা = সজ্জ্ (সুসজ্জিত হওয়া) + অ + আ; সাজ, বেশভূশা, অলংকার, আয়োজন।

শম্বর - হরিণ

সম্বর - পানি, জল

শম্বর = শম্ (গমন করা) + অর; যে হিংসার্থ গমন করে, বড়ো হরিণবিশেষ।

শর - তীর, বাণ

স্বর - আওয়াজ

শর = শৃ (হিংসা করা) + অ; যা দ্বারা প্রাণীহিংসা করা হয়। তীর, বাণ, শায়ক। স্বর = স্বৃ (শব্দ করা) + অ; গলার আওয়াজ। সংগীতের সুর (স্বরগ্রাম)। (ব্যাকরণ) অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় এমন অ আ প্রভৃতি ১১টি স্বরবর্ণ।

শম - শান্তি

সম - সমান

শমি - সাঁই গাছ

শমী - শান্ত





শমি = শম্ + ই; যে কাঠ দিয়ে যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়, সাঁই গাছ। শমী = শম্ (শমগুণ, শান্ত হওয়া) + ইন্; যার শমগুণ আছে, শান্ত।

শন - তৃণবিশেষ

সন - বৎসর

শ্যেন - বাজপাখি

সেন - হিন্দুদের উপাধি





শ্যেন = শ্যৈ (গমন করা) + ইন্; যে হিংসার্থে গমন করে। বাদামি রেখাযুক্ত সাদা পেট প্রশস্ত লম্বা ডানা এবং ধারালো চঞ্চু ও নখর এবং প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বড়ো শিকারি পরিযায়ী পাখি, বাজপাখি, সেচান। সেন = সি + ন; সেন হলো একটি স্থানীয় হিন্দু বাঙালির উপাধি যা 'সেনা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ 'সেন' এর অর্থ বীর, প্রধান।

শরণ - আশ্রয়দাতা

সরণ - পথ, ধারা

স্মরণ - স্মৃতি

শরণ = শ (রক্ষা করা) + অন; রক্ষক। সরণ = সৃ (গমন করা) + অন; যার উপর দিয়ে গমন করা হয়। সরণি = সৃ (গমন করা) + অনি; যা দ্বারা গমন করে। স্মরণ = স্মৃ (স্মৃতি) + অন; মনে বা স্মৃতিতে রাখবার ক্ষমতা।

শিল - নুড়ি, পাথর

শীল - চরিত্র

Educationblog24.com

Educationblog24.com

শারদা - দুর্গা, সরস্বতী, বীণাবিশেষ

শারদা = শারদ + আ: দুর্গা, সরস্বতী, বীণাবিশেষ।

সরদা - খরমুজ জাতীয় মিষ্টি ফল





শাদি - বিবাহ

সাদী, সাদি - অশ্বারোহী

শাদ - কচি ঘাস

স্বাদ - আস্বাদ, রস গ্রহণ

স্বাদ = √স্বদ্ (আস্বাদন করা) + অ; জিভে খাদ্যের স্পর্শজনিত অনুভূতি। আস্বাদ, রসগ্রহণ।

শান্ত - ধীর, শিষ্ট

সান্ত - সসীম, অন্ত বিশিষ্ট

শান্ত = শম্ (শান্ত হওয়া) + ত; ধীর, অনুদ্ধত, শিষ্ট। সান্ত = সহ + অন্ত; অন্ত হয়েছে এমন, সসীম, সীমিত।

শিকড় - বৃক্ষের মূল

শীকর - জলকণা

শীকর = শীক্ (শেক করা) + অর; বাতাসে ভাসমান জলকণা।

শিকার - মৃগয়া

স্বীকার - অঙ্গীকার

শিকার = ফারসি শব্দ। অস্ত্রাদির সাহায্যে বুনো পশুপাখি বধ, মৃগয়া। হত্যা লুণ্ঠন অপহরণ প্রভৃতি অপরাধের লক্ষ্য; নিরীহ ব্যক্তি।

শুচি - শুদ্ধ

সূচি - সূচিপত্র

শুচি = শুচ্ (নির্মল হওয়া) + ই; পবিত্র, নির্মল, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন। সূচি = সূচ্ + ই; গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয় লেখকের নাম প্রভৃতির অবস্থান নির্দেশক পৃষ্ঠাঙ্কযুক্ত তালিকা, নির্ঘণ্ট, Index।

শীত - শীতকাল, ঠাণ্ডা

সিত - শ্বেত

শার - নানাবর্ণ

সার - নির্যাস

শুক - টিয়াপাখি

শূক - শুঁয়া





শূক = শো (তীক্ষ্ণ করা) + উক; শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, শুঁয়া। শূককীট - শুঁয়াপোকা। শূকধান্য - ধান গম যব প্রভৃতি শুঁয়াবিশিষ্ট শস্য।

শূকর - জন্তু বিশেষ

সুকর - সুসাধ্য

সুকর = সু (অনায়াসে) + √কৃ (করা) + অ; সুসাধ্য, অনায়াস সাধ্য। সহজে করা যায় এমন, সহজসাধ্য।

সম্প্রতি - অধুনা

সম্প্রীতি - সদ্ভাব

শ্বশ্রূ - শাশুড়ি

শ্মশ্রু - দাড়ি

শ্বশ্রূ = শ্বশুর + ঊ; পতি বা পত্নীর মাতা। শ্মশ্রু = শ্মস্ (মুখ) + শ্রি (আশ্রয় করা) + উ; মুখে আশ্রয় করে যা, দাড়িগোঁফ।

শ্রুতি - শ্রবণ

স্রুতি - ক্ষরণ

শ্রুতি = শ্রু (শ্রবণ করা) + তি; যারা গুরুশিষ্যানুক্রমে পরম্পরায় চরে এসেছিল। শ্রবণ; বেদ (শ্রবণ করলে পুণ্য হয় বলে)। শ্রুতিকটু - শুনতে কর্কশ।

সর্গ - অধ্যায়

স্বর্গ - অমরলোক

স্বর্গ = সু (সুখ) + ঋজ্ (প্রাপ্ত হওয়া) + অ: যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেহেশ্‌ত, অমরাবতী। সর্গ = সৃজ (সৃষ্টি করা) + অ; সৃষ্টি, উৎপত্তি। গ্রন্থাদির অধ্যায়।

সদ - পাচক

সুদ - কুসীদ (অর্থের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত লাভ)

সবিত্রী - জননী

সবিতা - সূর্য

সবিতা = সূ (প্রসব করা) + তৃ; প্রসবকারিণী। বিশেষ্য অর্থে - সূর্য; ঈশ্বর। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে সূর্য ১২টি স্বরূপে বিরাজ করে। সূর্যের ১২ভাগের ১ ভাগ হলো সূর্য। সাধারণভাবে সবিতা শব্দের দ্বারা সূর্য নামক নক্ষত্রকে বুঝায়। রূপতত্ত্বের বিচারে সর্বপ্রসবিতা অর্থে সূর্যের অপর নাম সবিতা।

Educationblog24.com

Educationblog24.com

সর - দুধের সারাংশ

স্মর - কামদেব

সপত্নী - সতীন

স্বপত্নী - নিজপত্নী

সপত্নী = সমান + পতি (স্বামী) + ঈ; স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী, সতিন।

সহিত - সঙ্গে

স্বহিত - নিজের কল্যাণ (স্ব -নিজ আর হিত - কল্যাণ)

সাক্ষর - অক্ষর সংবলিত

স্বাক্ষর - সহি, দস্তখত

সাক্ষর = স (সহিত) অক্ষর (বর্ণ) যার। অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, অক্ষরযুক্ত।

সীতা - রামের স্ত্রী

সিতা - চিনি, শর্করা, মিছরি

সীতা = সি (ভূমি খনন করা) + ত + আ; জমিতে লাঙ্গল চালনের দাগ। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে জমি চাষ করার সময় লাঙলের আঘাতে ভূমি বিদীর্ণ করে সীতার জন্ম হয়।

সুত - পুত্র

সূত - জাত, সারথি

সুত = সু (প্রসব করা) + ত; পুত্র, তনয়। সূত = সূ + ত; সূত্রধর জাতি, স্তুতিপাঠক, সারথি।

সুতা - কন্যা

সূতা - বস্ত্রের মূল উপকরণ

সুতা = সুত + আ; সুত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সুতা। যার অর্থ কন্যা, তনয়া। সূতা = সূত +আ; বস্ত্রের মূল উপকরণ। সূত্রধর জাতির নারী, সারথির স্ত্রী।

সলিল - জল

সলীল - লীলাযুক্ত

সলিল = সল্ (শীঘ্র গমন করা) + ইল; যে শীঘ্র গমন করে, জল, উদক, বারি। সলীল = সহ (সহিত) + লীলা (ক্রীড়া); লীলাযুক্ত, সাবলীল, সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত, স্বচ্ছন্দ।

সত্ব - অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা

স্বত্ব - সম্পত্তিতে অধিকার

সামি - যথার্থ, অর্ধেক

স্বামী - প্রভু

সার্থ - অর্থযুক্ত, বণিকদল

হরতাল - ধর্মঘট

হরিতাল - পক্ষীবিশেষ

সিক্থ - মোম

সিক্ত - ভেজা

সার্থ - ধনবান

স্বার্থ - নিজ প্রয়োজন

সার্থ শব্দটির দুটি ব্যুৎপত্তি রয়েছে। প্রথম: সার্থ = স (সহিত) + অর্থ (ধন); অর্থপূর্ণ; ধনবান; বণিকদল। দ্বিতীয়, সার্থ = √সৃ + থ; সঙ্গী, সাথি; সমূহ; পশুর পাল। স্বার্থ = স্ব (নিজ) + অর্থ (প্রয়োজন); নিজ প্রয়োজনের বিবেচনা; নিজের মঙ্গল বা হিত।

সুর - গানের সুর, দেবতা, সূর্য

সৌর - সূর্যবিষয়ক

সুর = সু (আধিপত্য করা) + র; ত্রিলোকে আধিপত্য বিস্তার করেন যিনি, দেবতা। যা আকাশে আধিপত্য বিস্তার করে এই অর্থে সূর্য নামক নক্ষত্রের অপর নাম সুর। সংগীতে নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি (গানের সুর)। সৌর = সুর (সূর্য) + অ (উপাসক অর্থে); সূর্যের উপাসক; সূর্যবিষয়ক।

স্কন্দ - কার্তিকেয়

স্কন্ধ - কাঁধ

স্কন্দ = স্কন্দ + অ; পুরাণোক্ত দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। যিনি শিব, পার্বতীর পুত্র এবং স্বর্গীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে বিবেচিত।

স্তম্ব - তৃণাদির ডাঁটা, কাণ্ডশূন্য বৃক্ষ

স্তম্ভ - থাম

হাঁড়ি - পাত্র

হাড়ি - অবহেলিত জাতিবিশেষ

হাঁড়ি = সংস্কৃত হণ্ডী হতে আগত। হাঁড়ি হলো ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত তামা বা মাটি (পাত্র) থেকে তৈরি একটি রান্নার পাত্র। রান্নার কাজে ব্যবহৃত মাটির ছোটো পাত্র; ছোটো জালার মতো পাত্র। হাড়ি = সংস্কৃত হড্ডিক হতে আগত। হাড়ি হলো বাংলার হিন্দু তফসিলি জাতিবিশেষ। অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ।

হর্ম - হাই তোলা

হর্ম্য - অট্টালিকা

হানি - নাশ

হীন - অধম, নীচ, হেয়

হাড় - অস্থি

হার - পরাজয়

হাড় = সংস্কৃত হড্ড হতে আগত হাড়। যার অর্থ, অস্থি, Bone। হার = সংস্কৃত হার হতে আগত হার। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি হরণ। পরাজয়, পরাভব।

হাফ - অর্ধ

হাঁফ - নিঃশ্বাস

হুতি - হোম, যজ্ঞ,

হূতি - আহ্বান

Educationblog24.com

Educationblog24.com

লিখিত পরীক্ষা প্রশ্নাবলী

০১. অর্থপার্থক্য দেখাও: *[জবি B ইউনিট ২০২৪-২৫]*

বাধা-বাঁধা উত্তর: বাধা অর্থ বিঘ্ন। বাঁধা অর্থ বন্ধন।

বেশি-বেশী উত্তর: বেশি - অনেক। বেশী - বেশধারী

কাঁচা-কাচা উত্তর: কাঁচা - অপক্ব; কাচা - ধোয়া

০২. নিচের শব্দ জোড়গুলোর অর্থ নির্দেশ করুন : *[৩৫তম বিসিএস; ২০১৫]*

গণ্ড ষণ্ড বুড়ো বৃঢ় চেতন চৈতন

দাহ্য বাহ্য গা গাঁ স্বর্গ সর্গ

উত্তর:

গণ্ড - গাল ষণ্ড - ষাড়	চেতন - জ্ঞানযুক্ত চৈতন - হুঁশ	গা - শরীর গাঁ - গ্রাম
বুড়ো - বৃদ্ধ বৃঢ় - বিবাহিত	দাহ্য - দহনযোগ্য বাহ্য - বাইরের	স্বর্গ - চিরসুখময় স্থান বা বেহেশত সর্গ - অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ

Educationblog24.com

বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

০১. 'নিবৃত' ও 'নিভৃত' শব্দজোড়ের মধ্যে মিল কোথায়? *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ; হিসাব সহকারী / অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার - ২০২৪]*

ক. উচ্চারণে খ. বানানে গ. অর্থে ঘ. শব্দশ্রেণীতে উ: ঘ

০১. ঘ

০২. 'গোড়া' ও 'গোঁড়া' শব্দের অর্থ যথাক্রমে - *[জনতা ব্যাংক লিমিটেড; অফিসার ২০২৩]*

ক. আদি ও অন্ত খ. মূল অংশ এবং রক্ষণশীল

গ. রক্ষণশীল ও মূল অংশ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

ব্যাখ্যা: আদি - মূল, উৎপত্তি; অন্ত - অবসান, স্বরূপ, সীমা।

০২. খ

০৩. 'চির' ও 'চীর' শব্দজোড়ের অর্থ যথাক্রমে- *[সমন্বিত ১০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৩]*

ক. চূর্ণ ও নেশাগ্রস্ত খ. ছুরি ও স্বাভাবিক

গ. দীর্ঘ ও ছিন্নবস্ত্র ঘ. ছিন্নবস্ত্র ও দীর্ঘ উ: গ

ব্যাখ্যা: চূর্ণ অর্থ কণায় পরিণত পদার্থ, গুঁড়ো; চুন; সুগন্ধি গুঁড়ো।

০৩. গ

০৪. 'অনু' এবং 'অণু' এই শব্দ দুটির মধ্যে তফাত কোন ক্ষেত্রে? *[সমন্বিত ১০টি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান; সিনিয়র অফিসার - ২০২৩]*

ক. বানানে খ. উচ্চারণে গ. অর্থে ঘ. বানানে ও অর্থে উ: ঘ

ব্যাখ্যা: অনু একটি সংস্কৃত উপসর্গ। যার অর্থ- অনুরূপ, পশ্চাৎ। এবং অণু অর্থ ছোট, ক্ষুদ্র, অল্প।

০৪. ঘ

০৫. নিচের কোন শব্দজোড় সমোচ্চারিত নয়? *[অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ, বাণিজ্য ইউনিট ২০২০-২১]*

ক. শাল-সাল খ. বাধা- বাঁধা গ. শিল-শীল ঘ. স্বর্গ-সর্গ

ব্যাখ্যা: বাধা- বাঁধা (ঁ - চন্দ্রবিন্দু) এর কারণে সমোচ্চারিত নয়।

০৫. খ

০৬. সকল অর্থ সমস্ত, শকল অর্থ কোনটি? *[Janata Bank Ltd. Senior Officer 2011]*

ক. মাছের আঁশ খ. কথা গ. ভাত ঘ. অনেক

০৬. ক

০৭. 'পারি' অর্থ 'সমর্থ বা সক্ষম', পাড়ি অর্থ কোনটি? *[Janata Bank Ltd. Senior Officer 2011]*

ক. সক্ষম হই খ. পারাপার গ. পারব ঘ. আকুল

ব্যাখ্যা: পাড়ি অর্থ পার হওয়া, উত্তরণ। আকুল অর্থ উৎকণ্ঠিত, উৎসুক।

০৭. খ

Educationblog24.com

০৮. 'অংশ' এবং 'অংস' এই শব্দগুচ্ছের অর্থ হলো- *[বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি. অফিসার ২০০০]* — ০৮. খ

ক. ভাগ ও স্থান খ. ভাগ ও স্কন্ধ গ. খণ্ড ও স্কন্দ ঘ. কোনোটিই নয়

০৯. সকল অর্থ সমস্ত, শকল অর্থ কোনটি? *[জনতা ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১১]* — ০৯. ঘ

ক. কথা খ. ভাত গ. ঘটি ঘ. মাছের আঁশ

১০. নাড়ী অর্থ শিরা; নারি অর্থ কী? *[৮ম বিজেএস প্রাথমিক পরীক্ষা ২০১৩]* — ১০. গ

ক. পানি খ. স্ত্রীলোক গ. পারি না ঘ. খড়ের শেষাংশ

১১. নীর ও নীড় শব্দ যুগলের অর্থ কোনটি? *[বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সুপারভাইজার ২০১২]* — ১১. গ

ক. পাখির বাসা ও আবাস খ. আবাস ও পানি

গ. পানি ও পাখির বাসা ঘ. পানি ও আবাস

১২. নিচের কোন জোড়কে যথার্থ সমোচ্চারিত শব্দের দৃষ্টান্ত হিসেবে মেনে নেয়া যায় না? *[রূপালী ব্যাংক লি. সিনিয়র অফিসার ২০১৩]* — ১২. ঘ

ক. অভি- অভী খ. অসুর- অশূর গ. দ্বীপ- দ্বিপ ঘ. আধি- আঁধি

১৩. দুটি শব্দের উচ্চারণ এক বা প্রায় এক কিন্তু অর্থ আলাদা, সেগুলোকে কী বলে? *[বেসামরিক বিমান চলাচলের প্রকিউরমেন্ট অফিসার ২০২১]* — ১৩. গ

ক. বর্গ খ. প্রবাদ গ. শব্দজোড় ঘ. শব্দদ্বৈত

১৪. অবদান ও অবধান- শব্দজোড়ের অর্থ কোনটি? *[পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০২২]* — ১৪. ক

ক. সৎকর্ম ও মনোযোগ খ. দান ও আবেগ

গ. সৎকাজ ও অজ্ঞাত ঘ. দান ও মনোযোগ

১৫. 'অনু' এবং 'অণু' এই শব্দ দুটির মধ্যে তফাত কোন ক্ষেত্রে? *[যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০২২]* — ১৫. ঘ

ক. বানানে খ.উচ্চারণে গ. অর্থে ঘ. বানান ও অর্থে

১৬. 'আপণ' শব্দের অর্থ কোনটি শুদ্ধ? *[বেবিচক সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২০২১]* — ১৬. ক

ক. দোকান খ. বাজার গ. দালাল ঘ. নিজ

১৭. 'ঝিনুক' এর সমার্থক শব্দ কোনটি? *[জীবন বীমা কর্পোরেশন অফিস সহকারী ২০২১]* — ১৭. খ

ক. উপল খ. সুক্তি গ. শৈল ঘ. সলিল

ব্যাখ্যা: বানানটি হবে - শুক্তি।

১৮. 'মহানির্বাণ' শব্দটির অর্থ কী? *[চবি B - ইউনিট, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ (৩য় শিফট) ২০২০-২১]* — ১৮. খ

ক. শৃঙ্খলিত হওয়া খ. সব বন্ধন থেকে মুক্তি

গ. অতিশয় মূল্যবান ঘ. মহাজ্ঞানী

১৯. 'মতিগতি' শব্দের অর্থ কী? *[চবি D - ইউনিট, (১ম দিন বিকাল) ২০২০-২১]* — ১৯. ঘ

ক. দ্রুতগতি খ. মতিচ্ছন্নতা গ. মোতি লাভের আশা ঘ. মনের ভাব

ব্যাখ্যা: মতিগতি - অভিপ্রায়, মনের ভাব; চেষ্টা।

২০. নিচের কোন শব্দজোড় বিসদৃশ? *[ঢাবি গ ইউনিট, ২০২০-২১]* — ২০. খ

ক. অলক : চিকুর খ. চিবুক : ঠোঁট গ. লোচন : নেত্র ঘ. পাণি : ভুজ

ব্যাখ্যা: অলক: চিকুর অর্থ চুল; লোচন: নেত্র অর্থ চোখ; পাণি: ভুজ অর্থ হাত; চিবুক অর্থ থুতনি।

২১. যে সম্পর্কটি বিসদৃশ - *[ঢাবি খ ইউনিট, ২০২০-২১]* — ২১. ক

ক. ঠাট্টা : শ্লেষ খ. হর্ষ : পরিতোষ গ. অভিলাষ : বাঞ্ছা ঘ. নিরস্ত্র : নিবির

ব্যাখ্যা: ঠাট্টা আর শ্লেষ সমার্থক হলেও একটু পার্থক্য আছে। ঠাট্টার পরিমাণ অত্যধিক হলে এটিকে শ্লেষ বলা হয়। ঠাট্টা কম : শ্লেষ বেশি; তাই এটিকেই বিসদৃশ বলা যায়। ক অপশন ছাড়া বাকিগুলো সমার্থক।

২২. নিচের কোনটি শব্দজোড় সমোচ্চারিত নয়? *[ঢাবি অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ, বাণিজ্য ইউনিট ২০২০-২১]* — ২২. খ

ক. শাল-সাল খ. বাধা- বাঁধা গ. শিল-শীল ঘ. স্বর্গ-সর্গ

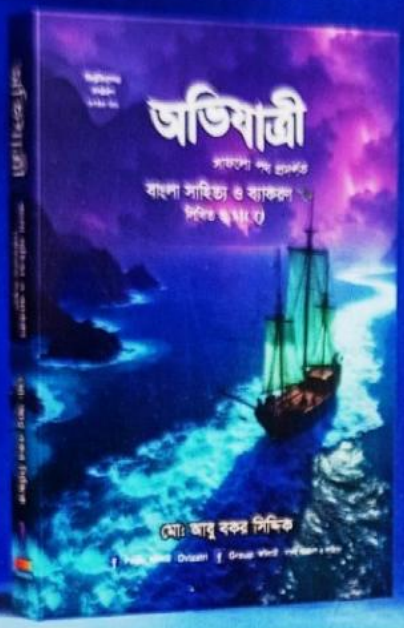
ব্যাখ্যা: ঁ (চন্দ্রবিন্দু) এর কারণে সমোচ্চারিত নয়।

Educationblog24.com

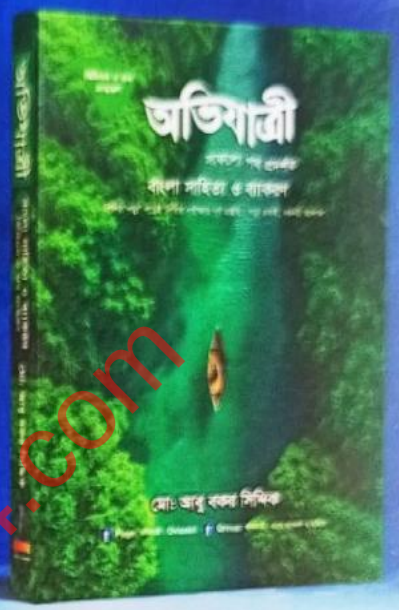
Educationblog24.com

অভিযাত্রী সিরিজের বইসমূহ

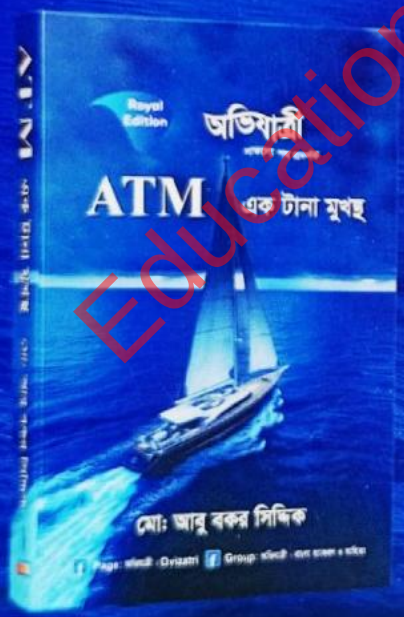
বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ



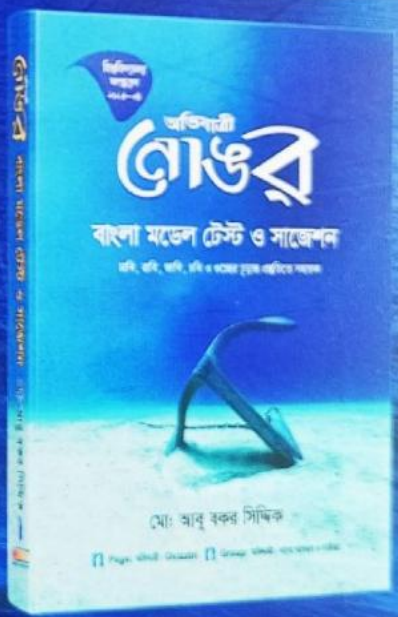
বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ জব সংস্করণ



সকল ধরনের নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি



বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির মডেল টেস্ট ও সাজেশন



অনুরোধ থাকবে অভিযাত্রী সিরিজের বইসমূহ একবার হলেও পড়ে দেখবেন

মূল্য: ৩৯৯.০০ টাকা

হেড অফিস: নীলক্ষেত, ঢাকা।
ফোন: ০১৯১৩-০৪০৩৩৫, ০১৮২৮-২০৫৪২৫